ol. XXV—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Feb.-April Session, 1960

26th, 28th, 30th, 31st March, 1960, 1st, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th and 12th April, 1960.

The 26th and 28th March, 1960.

Part—1

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY
Accn. No. 141
Dated 19
Catalg. No. 328B4/396
Price.....

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules.

Price Rs. 2·00.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 26th March, 1960, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 191 Members.

Government Bills

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960.

—10 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960. (Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960, be taken into consideration.

Sir, under Article 266 (3) of the Constitution of India no moneys out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution.

The West Bengal Appropriation Act, 1959, authorised the payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of West Bengal towards defraying the charges which came and will come in the course of payment during the current year.

During the present session, the Assembly voted certain further grants for the purposes of the year 1959-60 under the provisions of Article 203 read with Article 205 of the Constitution of India. The present Bill is accordingly being introduced under the provisions of Article 204 of the Constitution to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal of all the moneys required to meet the further grants which have been so voted by the Assembly and also to meet further expenditure charged on the Consolidated Fund of the State in accordance with the provisions of the Constitution.

The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill, having the effect of varying the amount or altering destination of any grant so made or of varying the amount of expenditure charged on the Consolidated Fund of the State. The details of the Appropriation Bill will appear from the Schedule to the Bill. With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Shri Mihirlal Chatterjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ বছরে আরও প্রায় ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করতে হবে বেশি খরচা বহনের জন্য। স্যার, দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সেই রাজস্বের অনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি কতটা আনন্দের বিষয়, দেশের শুভ লক্ষণের পরিচায়ক। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন দুর্গাপুর অঞ্চলে বিরাট উন্নতির লক্ষণ দেখতে

পেলেও, পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় শহরাঞ্চলে বড় বড় ইমারত, কলকারখানা কোথাও কোথাও বৃদ্ধি পেলেও, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিরাট পরিমাণ অর্থনৈতিক অবনতি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই লক্ষণ দেখে আমরা অত্যন্ত শংকিত হচ্ছি। একই রাজ্যে এক দিকে উন্নতির এতগুলি লক্ষণ, আবার অপর দিকে ব্যাপকভাবে চারিদিকে আর্থিক অবনতির সুস্পষ্ট প্রমাণ, এইকন্ট্রাডিক্সান কি করে যে সম্ভবপর হয় তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। আর আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একটা বিরাট কন্ট্রাডিকসানের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আর, এই রাজ্যে শিক্ষার জন্য বাজেটে ৮২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখছি বিরাট পরিমাণ অরাজকতা, বিরাট পরিমাণ যথেচ্ছাচার, কল্পনাতীত বিশৃংখলা। কয়েকদিন যাবৎ ইউনিভার্সিটির সে সব পরীক্ষা চলছে, সেই সকল পরীক্ষা চালান অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নপত্রের কারণে জায়গায় জায়গায় ছাত্র সমাজের মধ্যে ছাত্র সমাজের মধ্যে এমন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে যে, পরীক্ষা চালান সম্ভবপর হচ্ছে না। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষা হল থেকে উঠে আসছে আবার যারা পরীক্ষা দিতে চায় তাদের পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে দিচ্ছে না। পশ্চিমবংগের শিক্ষাক্ষেত্রে একি ভয়াবহ অবস্থা দেখছি? আমরা জানি যে, যে জাতি যত পরিমাণ শিক্ষিত হবে সেই জাতির মধ্যে সেই পরিমাণ ডিসিপ্লিনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে। পশ্চিমবংগের শিক্ষাক্ষেত্রে যত টাকাই খরচ করা হোল না কেন দিনের পর দিন শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট পরিমাণ উচ্ছৃংখলা, বিরাট পরিমাণ বিশৃংখলা এবং বিরাট পরিমাণ অরাজকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর, এই রকম ভাবে অরাজকতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই রাজ্যের শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? লোকে বলে শিক্ষিত সমাজ, ছাত্র সমাজ, যুবক সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ। স্যার, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যদি এরকম উচ্ছৃংখল হয় সকারণে এবং অকারণে, তাহা যদি সকারণে এবং অকারণে বিশৃংখল এবং অরাজক আচরণ করে এবং যাঁরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করেন তাঁরা যদি কেবল কলেজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করবার জন্য এবং ছাত্র ঠকানোর জন্য প্রশ্নপত্রগুলির ছেলে মেয়ে করতে যান এবং ছাত্রদের এই রকম উত্তেজিত হবার সুযোগ দেন তাহলে এরাজ্যের ভবিষ্যৎ কোথায়? এর পরে কি সেকেণ্ডারী পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় এবার এক লক্ষ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, চালানি সমভাবে হবে; ইউনিভার্সিটির আই এ ও আই এস সি, বিএ ও বি এস সি পরীক্ষা চালান কোনপ্রকার হয় আর, পুলিশের সাহায্য ছাড়া আজকাল পরীক্ষা চালান সম্ভবপর হচ্ছে না—যারা পরীক্ষা দিতে চায় তাদের অনেকে পরীক্ষা দিতে পাচ্ছে না, যারা দিতে চায় না, তাহা অরাজকতা সৃষ্টি করে সমস্ত কিছু পণ্ড করবার চেষ্টা করছে। এই রাজ্যে অরাজগতার দিকে চলেছে বিশৃংখলার দিকে চলেছে—এবং এই রাজ্যে শৃংখলা করে আসবার কোন লক্ষণ আজকে দেখতে পাচ্ছি না। আর কলকাতার নাগরিক শাসকের দিকে তাকিয়ে দেখুন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের সিটিং পর্যন্ত ডাকানো সম্ভবপর হচ্ছে না এবং এই বিশৃংখলার জন্য কাউন্সিলার যাঁরা কাজ করতে যান, তারা করতে পারেন না। একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার কর্পোরেশনে চলছে। আর এই রাজ্যে নাগরীক জীবন দুর্যোগ, শিক্ষার ব্যাপারে দুর্যোগ, শাসন-ব্যাবস্থার মধ্যে দুর্যোগ এই করে এই রাজ্য আর কতদিন চলবে! জনসাধারণ আছে রাজস্বের টাকা দিতে গভর্ণমেণ্ট আছে টাকা খরচ করতে। এই রাজ্যের, এই গতির ভবিষ্যৎকে? স্যার, আমি একটা সামান্য কথা উল্লেখ করি আমাদের সুখ্যচালিত মহাশয় এই বিচানসভায় অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্বে হঠাৎ এমন একটা ব্যায়রয়াদের ব্যবস্থা করেছেন যা দেখে আমি অবাক বোধ করি। সেটা রাজ্য পরিচালনা, জাতি গঠন বা যৎদৃষ্টান্তের লক্ষন নয়। স্যার, নূতন একটা নিয়ম করেছ যে, বিধানসভায় সদস্যরা যদি কলকাতায় বর্ত্তমান থেকেও বিধানসভায় অনুপস্থিত হন এবং য্যালানবলীয়া কাজে যোগদান না করেন তাহলেও তারা য্যালকিয়েনাথ পাবেন। এটাকে একটা সুষ্ঠুগঠন! দুদিন পরে কলেজের ছেলেরা স্কুলের ছেলেরা জানবে যে আমরা যদি মাইনে দিই তাহালেই এ কলেজ কত্তৃপল আমাদের পার্সেণ্টেজ দিতে বাধ্য। বিধানসভায় উপস্থিৎ না হয়ে বিধানসভার য্যালওয়েন্জ মেম্বরগণ পাবেন এই নীতিতে রাজ্য চলবে?

[9.10—9.20 am]

স্যার, এ কথা সত্য এই রাজ্যের অনেক ব্যাপারে যেমন এক দিক দিয়ে উন্নতির লক্ষণ আমরা দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় শিল্প প্রসারের লক্ষণ আমরা দেখছি, ঠিক তেমনি ভাবে কতকগুলি ব্যাপারে গভার্ণর তাঁর ভাষণে বলে ছিলেন যে, আমাদের স্টেটে নেশনাল সুগার মিল হ্যাজ স্টারটেড প্রোডাক্সন সেটা সত্যই খুব আনন্দের কথা। আমাদের পশ্চিম বঙ্গে নূতন একটা সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রোডাক্শন করছে,—তার ফলে বহু লোক কাজ পাবে, দেশের উন্নতি হবে, এটা আনন্দের কথা। কিন্তু এই মিলটির ব্যাপারে যে সব অব্যবস্থা দেখছি—তাতে আশঙ্কা হয়, এই সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হলেও, এইমিল ঠিক ভাবে চলছে না এবং তাতে দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। সপ্তাহের মধ্যে তিন, চার দিন এই মিলের কাজ বন্ধ থাকে, এবং যে কয়দিন কাজ হয়, তাও পূর্ণ সময়ের জন্য করা হয় না। কাজের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। প্রায় ৮০।৯০ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা সুগার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অথচ তার যে রও মেটিরিয়েল দরকার, সেটা কোথা থেকে আসবে তার জন্য কোনে ব্যবাস্থায়েই। কাজেই মিলটি মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কাজ করে আর অর্দ্ধেক দিন কাজ করে না। মিল চালাতে গেলে, তার উৎপন্ন চিনি ব্ল্যাক মার্কেটিং করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমাকে মাপ করবেন, আমি নাম করতে বাধ্য হচ্ছি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি'র সদস্য কবিরাজ বিমলা নন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই ন্যাশনাল সুগার মিলের একজন ডিরেক্টোর এবং গভমেণ্টের আরও লোক সেখানে ডিরেক্টোর হিসাবে রয়েছেন, যাঁরা এই ব্ল্যাক মার্কেটিং করে থাকেন। স্যার, আমি জানাতে চাই, এই সুগার মিল জন প্রতি প্রায় ৫।৭ টাকা বেশী প্রোফিট-এ ব্ল্যাক মার্কেটিং-এ চিনি বিক্রয় করেছেন। এটা মিথ্যা কথা নয় সকলেই জানেন। এই রাজ্যে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাদের মধ্যে বীরভূমবাসী অনেকের সঙ্গে আমার জানাশুনা আছে; তাঁরা কেউ এইকথার কনটাডেকশন করবেন না, আমি দেখছি ব্ল্যাকমার্কেটিং এর পরিচয়। বীরভূমের সিউড়ীতে বা বোলপুরে, কিম্বা সাঁইথিতে গিয়ে ব্যবসাদারদের সঙ্গে কথা বার্তা করলেই সকলে জানতে পারবেন, সেখানে সর্বত্র এই কলের চিনি ব্ল্যাকমার্কেটিং চলেছে। যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরাট এক্সপেনসিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মঙ্গলের জন্য আমরা কামনা করছি, সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ ব্ল্যাকমার্কেট-এ চিনি বিক্রয় করছে। ৪৫৲ টাকা করে দাম ঠিক করা হয়েছে, রসিদে তাই দেখান হচ্ছে, কিন্তু আসলে ক্রেতার কাছ থেকে ৫১।৫২ টাকা করে নেওয়া হয়। এই ন্যাশনাল সুগার মিলের ডাইরেক্টর কবিরাজ বিমলা নন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়, একথা কনট্রাডিক্ট করতে পারবেন না, নিশ্চয়ই তিনি এটা স্বীকার করবেন।

স্যার, আমরা আজ দেখছি এই রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা—নাগরিক জবিনে বিশৃঙ্খলা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। এই বিলে উল্লিখিত টাকা বরাদ্দ করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; আমরা যতই আলোচনা করি না কেন, শেষ পর্যন্ত সরকারের দাবী অনুযায়ী টাকা পাশ হয়ে যায়। কিন্তু এই রাজ্যে কোন ক্ষেত্রেই আমরা সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে উন্নতির কোন লক্ষন দেখতে পাই না। সরকার যে টাকা বরাদ্দের জন্য এই বিল পেশ করেছেন, সেই টাকা বহুকাল আগেই খরচ হয়েছে। এত দিন পর তাঁরা অগ্নুরী চাইছেন। এই বিলম্ব সম্বন্ধে সরকারের হুঁসিয়ার হওয়া উচিত। নতুবা ভবিষ্যতে বিপদ আছে। জনস্বাস্থের ব্যাপারে এই রাজ্যে যদিও একটু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু বহুস্থানে হসপিটালের বর্ত্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। হাসপাতালে বেডের অভাব সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শোনা যায়। হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে একটা কল্ না দিলে, যোনা যায় ভর্তি হওয়া অসম্ভব। মফঃস্বল অঞ্চলে জনসাধারনের মধ্যে এখন একটা মনোভাব দেখা দিয়েছে যেজন্য লোকে ব্যঙ্গ করে গান গায়, "অবনত ভারত চাহে তোমারি, এস আয়ুব

খাঁ নাসের মুরারী।" দেশে শক্তিশালী শাসন দরকার, এমন শাসন দরকার যাতে নাগরিক জীবনে প্রতিটি মানুষ সুশাসনের গর্ব করতে পারে এবং তারা নিরাপত্তা বোধ করতে পারে।

Mr. Speaker :

I should like to tell the honourable members that they should not criticise any measure passed by this House. The Bill has been accepted by this House and this uniformity of practice prevails in all Legislatures in India. There is no scope for discussion of policy in the Supplementary Budget.

Shri Chitto Basu :

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের অতিরিক্ত আরো ৭ কোটী কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী দাবী করেছেন আমাদের এই রাজ্যের শাসনকার্য্যে পরিচালনা করবার জন্য—এবং অন্যান্য নানাবিধ খাতে। একথা আজ অত্যন্ত পরিস্কার যে বাংলাদেশের সরকার তারা যে পরিমান অর্থ খরচ করুন না কেন এবং যে ধরনের বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে প্রচার করুন না কেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশের সহরে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনে, গ্রামের কৃষক বা দরিদ্র লোকের জীবনে, গ্রামের কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি এবং যে খাতে ব্যায় বরাদ্দ করবার জন্য যত বেশী পরিমাণ অর্থ দাবী করুন না কেন, সেই অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাদের কল্যাণের জন্য কতখানি ব্যয় হচ্ছে—সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ আমাদের মনে আছে। পূর্ব আলোচনার সময় একথা বলেছিলাম যে আমাদের অতিরিক্ত বাজেটে যে বরাদ্দ আছে—, তাতে মূলত এই নীতির আমরা বিরুদ্ধে—। আজ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করবার জন্য একথা স্মরণ করা দরকার যে অতিরিক্ত কোন বিশেষ প্রয়োজনের তুল্য অর্থ দাবী করছেন, অতিরিক্ত সেই বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আমরা সেই অর্থ মঞ্জুর করতে আমরা প্রস্তুত। এখানে দেখছি অনাবশ্যক খাতে দাবী করা হয়েছে অনাবশ্যকভাবে সেই টাকা খরচ করা হয়েছে। তাতে আমাদের মনে হয়—কোন পরিকল্পনা বালাই নাই—, জনসাধারণের জীবনের আবশ্যকের প্রতি কোন দৃষ্টি না রেখে, তাদের শাসন কার্য্য পরিচালনা করবার জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, তার জন্য এই দাবী উত্থাপন করেছেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা বিশেষখাতের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—, সে হচ্ছে এডভ্যান্স টু কালটিভেটরস—৮২৲ লক্ষ ৫০৲ হাজার টাকা। এ বিষয় অযথা কয়েক কোটি টাকার মত সারা বছরে এই কাজে ব্যায় করা হয়েছে। এই টাকা ব্যায় করা সত্বেও আমরা জানি গ্রামে গ্রামে আজ চলে যান আপনি নিশ্চই লক্ষ্য করতে পারবেন—আগামী এক মাস দেড় মাসের ভেতর চাষের কাজ সুরু হবে। সেই কাজ করবার জন্য বাংলাদেশের কৃষকের লগ্নীর টাকা প্রয়োজন—, মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু সেই মূলধন আজ তাদের নেই। যে লোন দেওয়া হচ্ছে, তার অন্যতম সর্ত হচ্ছে যে সমস্ত কৃষক পূর্ব লোন পরিশোধ করতে না পারবে—কি ফাটিলাইজার লোন, কি গরু ক্রয় লোন এবং আদার লোনস্, সেই টাকা পরিশোধ করা না হলে পুনরায় আর তাকে লোন দেওয়া হবে না। তার ফলে বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ কৃষক কোন না কোন উপায়ে সরকারের কাছে ঋণী—॥ গ্রামে কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির কাছে সেই পরিমান ঋণ পাওয়া যায় না। গ্রামে সরকারই হচ্ছে বৃহৎ মহাজন এবং সেই বৃহৎ মহাজনের কাছে আমাদের কৃষক ঋণগ্রস্ত। সেই সরকার যদি এই নিয়ম চালু রাখেন যে পূর্বতন সমস্ত ঋণ পরিশোধ কেউ না করেন, তাহাকে এবার আর ঋণ পাবেন না। তাহলে গ্রামের অধিকাংশ কৃষক অর্থভাবে তাঁদের চাষের কাজ করতে পারবেন না। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করবো—তাঁরা এই সময় যখন একটা অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ দাবী করছিল, তখন গ্রামের কৃষকদের এই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে বর্তমানের ঐ নিয়ম পরিবর্তন করুন।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের কৃষকদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে, সেখানে দখলদারির কথা চিন্তা করে তাদের লোন বা কর্জের টাকা পরিশোধ করবার অক্ষমতার কথা চিন্তা করে—এই নীতি সরকার

পরিবর্তন করুন। এবং যারা প্রকৃত কৃষক যাদের প্রয়োজন, তাদের চাষের কাজ তোলবার জন্য তাদের আবশ্যকমত ঋণ দিয়ে সাহায্য করুন।

[9.20—9.30 a.m.]

সঙ্গে সঙ্গে যার একটা কথা বলা দরকার। আমি মনে করি কৃষকদের ঋণ মকুব করার জন্য, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করার জন্য কমিশন বসানো দরকার, কমিটি বসানো দরকার। আমি একথা কখনো বলি না যে কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করবে না কিন্তু এমন বহু কৃষক আছে যারা সরকারের কাছ থেকে এত বেশী ঋণ করেছে যে সেই ঋণ পরিশোধের কোন সুযোগ হচ্ছে জমি বিক্রয় করে, জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা। যারা গ্রামাঞ্চলে রেজিষ্টারী অফিসেএ যান তারাই দেখবেন সেই রেজিষ্টারী অফিসএ কৃষকদের দলিল রেজেষ্টির করার ভীড় অত্যন্ত বেশী। আমার কাছে সংবাদ আছে যে সেখানে সাক কোবাল খুব হচ্ছে, কৃষক মহাজনের কাছে কয়েক মাসের সর্ত্তে জমি বন্ধক রেখে ধার নেয়। ধরুন সর্ত্ত হল কার্ত্তিক মাসের মধ্যে যদি পরিশোধ করতে না পারো তাহলে জমি বিক্রয় হয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলে এই জিনিষ চলছে আমার মনে হয় কৃষককে প্রকৃত যদি বাঁচাতে চান তাহলে এদের হাত থেকে বাঁচতে হবে। ঋণগ্রস্ত কৃষক ঋণে জর্জরিত থাকে তাদের ঋণ পরিশোধের পথ যাতে তার জমি বিক্রয় করতে না হয়, ভূমিহারা হতে না হয় এ ব্যাবস্থা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ঋণ সমিতিগুলির মাধ্যমে যে ঋণ সরবরাহ করা হয়েছে তা আদায় করার জন্য গ্রামে গ্রামে সারটিফিকেট জারী করা হয়। আমি একথা বলি যে এই সমিতিগুলিই গ্রামে গ্রামে ঋণ সরবরাহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, সেগুলি মারা যাবে নষ্ট হয়ে যাবে যদি না এই নীতি পরিবর্ত্তন করেন। যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল আছে সেখানে ঋণদান সমিতিগুলিকে সাবসিডি দিয়ে বাঁচাতে পারেন, না করলে পর কৃষকরা বাঁচাতে পারবে না; সমবায় সমিতির ক্ষতি হওয়াতে সামগ্রিকভাবে কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই কথাগুলি বলেই আমার বক্তব্য আমার শেষ করছি।

Shri Niranjan Sengupta :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেট খাতে এপ্রোপ্রিয়েসন্ বিল সম্পর্কে শুধু দু-একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে গ্র্যাণ্ড নং ২০ এডুকেশন খাতে গ্রামস্ টু লোকাল বডিস ফর প্রাইমারী এডুকেশন ফর বয়েজ এণ্ড গার্লস্ এই যে ৬ লক্ষ-১০ হাজার টাকা রাখছেন, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা প্রতিনিয়তই শুনছি এবং বিধান সভার ভিতর বহুবার আলোচিত হয়েছে যে প্রাইমারী টিচারদের প্রাপ্য যে মাইনা এবং যা কিছু পান তা নিয়ে বহু গোলমাল চলেছে। বহুবার এখানে আবেদন করা হয়েছে মন্ত্রী মন্ডলীর কাছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও তাঁরা তাদের মাইনে পাননা। এই গ্রামস্ এর টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায় এটাই আমার জিজ্ঞাসা। আজকের দিনে প্রাইমারী টিচাররা যদি সময় মত তাদের টাকা পয়সা না পান, চেতন না পান তাহলে তাঁদের সংসার চালান ভার-হয়ে উঠে এবং এরই জন্য আজকে দেশময় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। এটা আপনি জানেন যে বহুবার এই প্রাইমারী টিচাররা, প্রাথমিক শিক্ষকরা বিধানসভায় অভিযান করছেন, আমাদের কাছে জানিয়েছেন, অথচ এবিষয়ে কোন সুরাহা হয়নি। এই প্রাইমারী টিচাররা সামান্য বেতন পান এবং সেই বেতনও যদি মাসের পর মাস না পায় পায় তাহলে আমি বলবো এটা নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপারে। তাই আমি এটা পরিষ্কার করে জানতে চাচ্ছি এই প্রাইমারী টিচার্সদের পাওনা-গাওনা বেতন ইত্যাদি নিয়মিত দেবার ব্যবস্থা এবার থেকে হবে কিনা। প্রত্যেকবারই এখানে এজিনিষ বলা হয়, সরকার এ্যাসুরেশন ও দেন কিন্তু কার্য্যতঃ কাজ হয় না। তাই এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এবং সরকারী চাকুরে গভর্ণমেণ্টসারভেণ্টরা

যেমন নিয়মিত মাইনে পান এই প্রাইমারী টিচাররাও যাতে সেরকম মাইনে পান সেই ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গ্রেণ্ট নং ৪৫, রোড্ এণ্ড ওয়াটার ট্রেন্সপোর্ট স্কিম কন্টিন্জেন্সিতে দেখছি রিপেয়ারস্ এণ্ড মেনটেন্স্ অব্ হাউসেস্, প্লেণ্টস্, এণ্ড মেশিনারি ইত্যাদি এই হেড্এ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই হেড্এ টাকা চাচ্ছেন কিন্তু এটা অরিজিনাল বাজেটে নেই। এটা কন্টিন্জেন্সি হিসাবে চাওয়া হচ্ছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে কিন্তু অরিজিনাল বাজেটে নেই। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা জিনিস দেখা দরকার যে সেণ্ট্রাল ওয়ার্কসপ্ রিপেয়ারস্ এবং অন্যান্য আন্সাণ্টিক ব্যাপারের জন্য বেলঘোরিয়ায় আছে ও অন্যান্য জায়গায় আছে। সুতরাং আমার কন্টিন্জেন্সি একাউণ্টে এটা আসার অর্থ কি, এটা বুঝতে পারি না। এ সম্বন্ধে যেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যেন পরিষ্কার করে বলেন। কারণ ওয়ার্কসপ্এ রিপেয়ারস্ হয় এবং অন্যান্য জিনিষও তৈরী হচ্ছে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে টু ক্যারি আউট্ দি রিপেয়ারস্ আউটসাইড্ ওয়ার্কসপ্ এবং তার জন্য ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা খরচ করা হবে এই খাতে। এটা কি জন্য হবে সেটা পরিষ্কার বলা দরকার। শুনে মনে হয় যে এই টাকা ব্যয়ের কার্য্য হয়ত কিছু আছে, এবং বাইরে যদি এই টাকা ব্যয় হয় রিপেয়ারস্এর জন্য তাহলে মনে অন্য কোন প্রশ্ন আছে। এ কথা পরিষ্কার-ভাবে জানা দরকার যে ওয়ার্কসপ্এর ভিতর রিপেয়ারস্এর সমস্ত রকম এ্যারেঞ্জমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও বাইরে রিপেয়ারস্ কোথায় হচ্ছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার। তারপর অরিজিনাল বাজেটে কেন এটা রাখা হল না সেটাও জানা দরকার।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে জেনারেল এ্যাড্মিনিস্ট্রেশান্ যেটা গ্রেণ্ট নং ১৪ সেখানে ডাঃ রায় একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন আমি সেটির মানে ঠিক বুঝলাম না পেজ্ নং ১২, সিভিল্ সেক্রেটারিয়েট্, এ্যাডিশানেল গ্রেণ্ট হ্যাজ্ বিন্ নেসেসিটেটেড্ বাই দি ইন্ক্রিজ্ড্ এ্যাক্টিভিটিস্ অব্ হোম্ (পাব্লিসিটি) ডেপার্টমেণ্ট এর পর এনটারটেন্মেণ্ট অব্ এক্সট্রা ষ্টাফ্ অব্ হোম্ (পাব্লিসিটি) ডেপার্টমেণ্ট। এখানে এন্টারটেন্মেণ্ট বললে তিনি কি বলছেন, তিনি কি নিয়োগ করার কথা বলছেন, না এন্টারটেন্মেণ্টের সাধারণ মানে খাওয়ান দাওয়ানর কথা বলছেন, এখানে তিনি এই ইন্টারটেইনম্যাণ্ট বলতে কি মেন করছেন? ইন্টারটেইনম্যান অফ এক্সট্রা ষ্টাফ ইন হোম (পারসোনেল) ডিপার্টমেণ্ট জিনিষটা কি সেটা একটু বোঝা দরকার। আজি বুঝতে পারি না এখানে কি ইন্টারটেইনম্যাণ্ট সিগ্নিফায়ার সাম্ পারটিকুলার মেইনিং, যা নিয়োগ। যদি নিয়োগ করা মানে ইন্টারটেইনম্যাণ্ট হয় তাহলে বোঝা যাবে, নইলে এটা অবোধ্য হবে।

আমার শেষ কথা হচ্ছে যে, ফ্যামিন খাতে আর্টিসান্সদের জন্য বড় গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে। এখানে এই গ্র্যাণ্ট কিভাবে দেওয়া হয়। এই জিনিষ কাদের দেওয়া হয় সেটা জানার উপায় নেই। যদি জানার উপায় থাকতো তাহলে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারতাম যে, আমরা অনেক আর্টিসান্সকে জানি যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমি ২।১টি উদাহারণ দিচ্ছি। হালিসহরে মৃৎশিল্পীদের সেখানে নিয়ে এসে বসান হয়েছে, সরকারের তরফ থেকে জমি দিয়েই বসান হয়েছে।

[9.30—9.40 a.m.]

আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রীমহাশয়কে জানিয়েছি, পিটিশন্ দিয়েছি যে যাদের আপনারা পুনর্-বাসনের জন্য নিয়েছেন তাদের জন্য আরটিশান রিলিফ্ খাতে যে টাকা ব্যায় হয় সেই গ্রানটা অন্তত তাদের দেওয়া উচিৎ, কিন্তু তা হয় না। গত বন্যায় বহু জায়গায় ধানের বরজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে, আসলে মানে তাদের কোনরকম সাহায্য দেওয়া হয়নি। আর্টিসন রিলিফ খাতের নামে যে টাকা ধার হয় তা যথাযথভাবে ব্যয় করবার কোনসুষ্টু ব্যবস্থা

এই সরকারের নাই। আলোচনায় সরকারী দপ্তর থেকে, এবং মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা নিজেদের নিজেদের খেয়াল খুসীমত এসব গ্রান্ট দেন, অথচ যারা কষ্টভোগ করছে যাদের জীবিকার্জনের অন্য কোন উপায় নাই—তাদের সম্পর্কে এই সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন, গ্রাজিউটিস রিলিফএর ব্যাপারে এই সরকারের অকর্মণ্যতা বিভিন্নমেত্রে আমরা দেখেছি এবং গ্রাজিউটিস রিলিফ ও খেয়াল খুসীমত দেওয়া হয়। একথা এখানে বহুবার বলা হয়েছে, এবং আমরা যখন ফুড এ্যাডভাইজারী কমিটিতে ছিলাম তখনও একথা বলেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত ও সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু আমরা এসম্পর্কে বারবার বলা সত্বেও সরকার আমাদের মন থেকে এই যে সন্দেহ রয়েছে তা ঘোচাতে পারেনি।

Shri Provash Chandra Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে, বাসের ভাড়া মাত্র ১।২ নয়া পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। আমরা নীতিগতভাবে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির বিরোধী, কারণ যদিও কিছুকিছু মোটর পার্টসের দাম বেড়েছে তাহলেও যেভাবে প্যাসেঞ্জারএর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাতে আমরা মনে করি যে, বাসের ভাড়া না বাড়িয়েও মালিকদের লাভ হচ্ছে এবং হবে।

Mr. Speaker :

দিজ হ্যাস নোথিং টু ডু উইথ দি প্রেজেন্ট বিল, ইউ ক্যান স্পিক অ্যাবাউট ইট ইন দি নেক্সট্ বিল

Shri Provash Chandra Roy :

বাসের ভাড়া কি হারে বেড়েছে তাহা আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—২৪ পরগণাব ৭৬।৭৬এ এবং ৮৩ রুটে কোব কোন জায়গায় ৫ নয়া পয়সা পর্য্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে :—মোমিনপুর থেকে ঠাকুরপুকুর ৫ মাইলে ১৬ নয়া পযসার জায়গায ২০ নযা পায়সা করা হয়েছে, ৭ মাইলের মধ্যে। মোমিনপুর থেকে বিষ্ণুপুর ১১ মাইল—৩৪ নঃ পঃ ছিল, ৩৯ নঃ পঃ করা হয়েছে, বেহালা থেকে ৭ মাইল, ২২ নঃ পঃ থেকে ২৮ নয়া ওয়সা করা হয়েছে বেহালা থেকে কল্যাণ ৫ মাইল, ১১ নঃ পঃ জাযগায় ২০ নঃ পঃ করা হয়েছে, মোমিনপুর থেকে ভাগড়া—১৬ মাইল ৫১ নয়া পযসার জায়গায় ৫৬ মঃ পঃ ৫৬ নঃ পঃ করা হয়েছে :—ভাগরা থেকে চলিযা ৬ মাইল, ২২ নঃ পয়সা ছিল, ২৪ নয়া পযসা করা হয়েছে—এভাবে অন্যান্য রুটেও ভাড়া বাড়ান হয়েছে—সমরাভাবে সব আমি এখানে বলতে পারলাম না। যদিও এটা টিকবে, ম্যাটরিযাল ও পার্টস-এর দাম বেড়েছে, তাহলেও প্যাসেঞ্জার ও আরো বেড়েছে এসব আপনি জানেন যে, পেট্রোল এর দাম বাড়লেও দাম বাড়ার কোন কারণ নাই, কারণ এইসব রুটে ডিজেল ওয়েল এ বাস চলে। এসব প্রাইভেট বাসগুলি যা খুশি করে যাচ্ছে, সুতারাং অবিলম্বে তাদের ডেকে একটা ব্যবস্থা করার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্র মহাশযকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর, টি, এ এর কাছে আমরা লিখিত-ভাবে অভিযোগ করেছি কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই বিষয় হস্তক্ষেপ করুন।

গত বন্যায় বিষ্ণুপুর ফলতা জেলার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং প্রতি বৎসর ৪০০ মাইল ওয়াটার বাজেড হয়ে থাকে। বেহালা থেকে আরম্ভ করে ডায়মণ্ড হারবার থেকে ফলতা গড়ে পর্য্যন্ত এই বৎসর প্রায় ২ লক্ষ একর ধান্যজমি নষ্ট হয়েছে এবং ৭৩ হাজার টন ধান নষ্ট হয়েছে।

এইভাবে সেখানে ব্যাপকভাবে শস্যহানী হওয়ায় মানুষ্য দিনের পর দিন অনাহারে কাটাচ্ছে এবং সেখানে রিলিফের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় এখন কানা, খোড়া এবং অন্ধলোক ছাড়া আর কোন লোককে রিলিপ দেওয়া হয় না। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই কাজেই এ বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, ঐসব বন্যাপীড়িত

এলাকায় অবিলম্বে রিলিফ পাঠাবার ব্যবস্থা হোক। এছাড়া সেখানে হাজার হাজার বাড়ীঘর পড়ে গেছে এবং যেসব ঘরের মূল্য ১।২ হাজার টাকা সেখানে তাঁদের মাত্র ২৫।৩০।৪০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আমি নিজে জানি যে গত ৩ দিন আগে বিষ্ণুপুর থানায় এই রকম ২৫।৬০।৪০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বলতে গেলে তা'দিয়ে হয়ত কিছু বাঁশের মাত্র ব্যবস্থা যারা খেতে পারে। কাজেই সেখানে যাতে টাকার পরিমাণ আরও বাড়ান হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। সেখানে এবং বাংলাদেশের কোন কোন অংশে রেশন দোকান মারফৎ কম চাল সরবরাহ করার ফলে মফঃস্বলে ধানচালের দাম বেড়ে গেছে কাজেই অবিলম্বে সেখানে রেশন দোকানের মারফৎ আরও চাল সরবরাহের ব্যবস্থা হোক। এছাড়া খাদ্যসংকট যে ভাবে বেড়ে চলেছে সেদিক থেকে বিচার করলে দেখব যে এই বিস্তৃত এলাকার ৭টি থানায় ওয়াটার লগড্ হওয়ার ফলে জল নিকাশ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আমি সেচমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে এই অঞ্চলের অর্থাৎ কাটাখালি, মণিখালি ও বলরামপুর প্রভৃতি বেসিন-গুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এনে এর সংস্কার করা হোক। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

Sir, it seems that we on the Treasury benches are placed at a disadvantage because when we are moving an Appropriation Bill, as you yourself have mentioned, Sir, we are not supposed to the discussing either the policy or the details of the items included in the Supplementary Bill. The purpose of the Supplementary Bill is that after the voting on grants on different subjects has been finished by the Legislature, under section 204 a Bill has to be introduced so that there may be a provision made to take out of the Consolidated Fund such amounts as have been provided by the Legislature on different items after the discussion of the cut motions on different Grants. So, if you ask us questions about various things that have happened and ask us to give answers on them, it is very difficult for us to give any satisfactory answer. However, I will try to answer as best as I can.

Sir, it has been suggested that the sugar mill at Ahmedpur has been a poor show. Sir, I find that there are two other sugar mills in West Bengal—one at Ramnagar near Plassey and the other at Beldanga. The total amount of sugar produced at the sugar mill at Ramnagar was 49,000 maunds and that at Beldanga was 63,000 maunds, but I find that the total amount produced at the sugar mill at Ahmedpur was 1 lakh maunds. So, I do not think that Ahmedpur has done badly. As regards the price, I may tell my friends here that inspite of writing to the Central Government abount the price at which sugar from the West Bengal mills can be sold, they have refused to give us any ceiling price.

I take it, therefore, that the intention is that it can be sold at any price that they choose to give according to the market rate. I have also heard what what Shri Chatterjee has said about there being a little variation in the price rate. I have made enquiries and I have found that although the ordinary price is Rs. 45 a maund, which is allowed by the Government of India, they have sold in some cases at Rs. 52 per maund. They have kept Rs. 7 in the accounts separately in case the Government of India allows that extra money to be utilised for that fund—in that case it will be merged in the general accounts otherwise it will be shown as re-appropriation for sale.

[Interruption]

There is no question of any price. The money that has been realised on the sale of sugar is shown partly as sale price and partly under a separate head;

n case the Government of India says "you can charge up to Rs. 52", it will be merged in the general accounts.

In regard to the payment to teachers in the schools, I have been trying :o find out if any other means can be devised. The money is paid by the Education Department to the School Board which, as you know, is independent of those who distribute the money and pay it to different teachers. They insist ıpon the signatures of the teachers. They usually send the money to the different schools in the names of the teachers by money order. Often enough :he Post Office of these people cannot deal with the money order quickly ɔecause they have not got the staff. I have referred the matter to the Postal Department of the Central Government to see whether they cannot find out ıome other formula by which the Post Office can deal with the money order nore quickly. They have not been able to find out a solution. But I may :ell you that as a matter of fact the District School Boards have reported that ıp to the end of Februarv 1960 monev has been paid. I admit that this is not ı very satisfactory wav of making payment to the district teachers. There may ɔe some other methods and we are considering about other methods of payment o the teachers.

Mv friend Shri Chatterjee savs why should the members get pavment even vhen thev are not attending the Assembly. The Secretarv is the pav-master ınd he does it at the instance of the Legislature which has legislated on the ɔarticular point. It is not my fault. It is the fault of the Legislature which ıas allowed certain pavments to be made. If the payments are provided for n the law, the Secretary has to pay if the person wants the pavment.

I have not understood my friend Shri Niranjan Sengupta's point—what he aid about some monevs for some repairs. I cannot find out the immediate ınswer to that question because I have not got all the facts and figures todav.

9.50—10 a.m.]

Sir, my friend over there wanted to know why did I sav that the bus fare ıas been increased bv one naya pavsa when he quoted figures to sav that the ɔrices have gone up to five nava pavse or six naya pavse? I did not sav that. am not speaking on behalf of all the private owners. I was only speaking ɔn behalf of the West Bengal Transport Department. We have not charged, ɔut there are private owners who mav have charged all these things. If there s a demand for a particular group and if there are people who are prepared o pay and if the man wants to get some money, he charges it. If you do not vant to pay, do not pav. I have got no power to stop him except through he RTA. One can apply to the RTA, because I think the usual rule is that vhen a particular bus or a transport vehicle takes anv licence, he has got to ecord with the RTA the rate at which he will charge the fare. I do not know vhether in this instance thev have obtained the permission of the RTO but f they have not, they will either have to get the permission or to stop charging xtra.

Several points have been raised bv different friends with regard to the letails which are included in the Appropriation Bill for the supplementary stimate. I am sorry I am not able to give answers at this stage because we lo not come prepared to give answers to everv individual questions that may ɔe raised. If, however, any gentleman is sincerely anxious to know something bout any item in the estimates, he can let me know beforehand and I will give ıim the answer. If anvbodv asks me a question and if I give a reply, there

are gentlemen in the Press who can note it down and that may appear in the Press. That is the position and that won't help. Of it is only a question of his getting information, I am prepared to give the information he wants in a particular matter.

With these words, Sir, I commend the motion for the acceptance of the House.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1, 2 and 3.

The question that Clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The West Bengal Appropriation Bill, 1960

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation Bill, 1960.

(Secretary the read the title of the Bill.)

Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1960, be taken into consideration by the Assembly.

Under the Constitution of India no money out of the consolidated fund of the State can be appropriated except in accordance with the law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution.

During the present session the Assembly voted certain grants in respect of the estimated expenditure for the financial year 1960-61 under the provisions of Article 203 of the Constitution of India.

The present Bill is accordingly being introduced under Article 204 (1) of the Constitution of India to provide for the Appropriation out of the consolidated fund of West Bengal of the moneys required to meet the expenditure charged on the consolidated fund and the grants made by the Assembly in respect of the estimated expenditure of the West Bengal Government for the financial year 1960-61. The amount included in the Bill on account of charged expenditure does not in any case exceed the amount shown in the statement previously laid before the House. The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the State. The total amount proposed to be appropriated by this Bill for expenditure during the financial year 1960-61 is Rs. 1,51,65,15,001. The amount includes Rs. 20,44,79,000 on account of charged expenditure. The details of the proposed Appropriation Bill will appear in the Schedule to the Bill.

With these words I commend my motion to the acceptance of the House.

Mr. Speaker :

Mr. Panda, are you serious about your motion? It is simply nothing but dilatory motion.

Shri Basanta Kumar Panda :

I do not press it.

Mr. Speaker :

You can speak on it.

Shri Basanta Kumar Panda :

I shall speak later, Sir.

Dr. Ramendra Nath Sen :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এ্যাপ্রোসিয়েশান বিল আলোচনা করতে যেয়ে আমি প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত যে নীতি আছে তাঁরা কি ভাবে কার্যকরী করছেন সেইটাই আপনার সামনে উপস্থিত করব। স্যার, আপনি জানেন যে এই সভায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের কতকগুলি ঘোষিত নীতি আছে, সেই নীতি তাঁরা বরাবর অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করেছেন সেটা তাঁদের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে। অনেকে অনেক কথা বলেছেন—আমি প্রথমতঃ কোড্ অব ডিসিপ্লিন, রেকগ্নিয়ান অব ইউনিয়ন তার মধ্যে যাচ্ছি না, আমি শুধু দু'তিনটা কথা বলব এবং দেখাব যে এই গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ঘোষিত নীতির বিরোধীতা করেছে। আমাদের এই রাজ্যে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্রম সম্মেলন হয়ে গেল ৩ বছর আগে, সেই সম্মেলনে একটা নীতি ঘোষিত হল যে ভারতবর্ষের কোথাও র‍্যাশানালাইজেশন চলবেনা যে র‍্যাশানালাইজেশানের ফলে লোফ ছাঁটাই হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই নীতির সঙ্গে একমত হলেন।

অথচ দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৩৫ হাজার কমপক্ষে চটকলের শ্রমিক ছাটাই হয়ে গেল নীতি লংঘন করা হল এবং গভর্ণমেণ্টের ডিপার্টমেণ্ট মন্ত্রীসভা এই লংঘন করবার কার্য্যে সাহায্য করলেন। সেদিন কংগ্রেসে মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে জোর করে যাহা নিয়ে করছে, বলা হয়েছে ভলাণ্টারী রিটায়ারমেণ্ট। আমি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ জানাচ্ছি যে তাঁদের নীতি তাঁরা লংঘন করেছেন এক নম্বর। দুনম্বর; গভর্ণমেণ্টের নীতি ছিল হে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউজিংএ ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবেন।

The Honourable Dr. Bidhan Chandra Roy :

এই নীতি গভর্ণমেণ্টের না কনফারেন্সের নীতি?

10-20-10-30 a.m.]

Dr. Ramendra Nath Sen :

কনফারেন্স-এ যে নীতি গৃহীত হল, তাতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে সই করলেন। আমরা জানি কেবিণ্ট হচ্ছে যুক্ত দায়িত্ব। সুতরাং এটা একেবারে ভুল করে করা হয়েছে তা নয়। আরও বহুবার এই রকম হয়েছে। যে নীতি যেখানে গৃহীত হল; সেই নীতি আমাদের গভর্ণমেণ্টেয় তরফ থেকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। ইনডাস্ট্রিয়াল হাউজিং স্কিম্ সম্পর্কে এবং ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যবস্থা এই গভর্ণমেণ্ট মালিকরা করবেন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং ও ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে মালিকরা কিম্বা গভর্ণমেণ্ট কোথায় কি করেছেন? যাও দু-একটা রুণ্ট ছিল, সেটা কেটে দেওয়া

হয়েছে। ডাঃ রায় তিনি কি চান এই ভাবে ট্রান্সপোর্ট-এর ব্যবস্থা, বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং স্কিম্ বেলেঘাটায় হোক?

তারপর আমরা জানি এটা ঠিক হয়ে ছিল যে ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেণ্ট করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি পশ্চিম বাংলায় আমাদের রাজ্য সরকারের অধিনস্ত যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন, তাঁদের কোথাও কোন জায়গায় ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেণ্ট হিসাবে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা? তাঁরা গত তিন বছরের মধ্যে কিছুই করেন নি, এই অভিযোগ আমি করছি। এই নীতি তাঁরা লঙ্ঘন করেছেন। এই রাজ্য যদি ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ মালিকরা খেলাপ করেন তাহলে তা দেখে আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও তার প্রতিটি নীতি লঙ্ঘন করে চলেন। তাঁরা অর্থ বরাদ্দ করে নিয়ে যান অথচ সেই অর্থ ঠিক ভাবে ব্যয় করেন না। আমরা দেখেছি মালিকের প্রতিনিধি মিঃ টাকা, তিনি সমস্ত মন্ত্রীবর্গের সামনে বললেন—আমরা কেন এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ওয়ার্কাসদের দেবো, আমরা কেন ট্রেড ইউনিয়নকে রিকগনাইস করবো, আমরা ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ইন ম্যানেজমেণ্ট কেন করবো? তোমরা কি এই সমস্ত করে থাকো? সেখানে কোন মন্ত্রীর একটি কথা বলবার সাহস হল না। আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা সেখানে ছিলেন, তাঁরাও কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, নিজ চক্ষে দেখেছি। গত জানুয়ারী মাসে মিঃ টাকা অভিযোগ করেন—এই রাজ্যে ঘোষিত নীতি ছিল যে রেজিস্টারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন হবে, সেই রেজিস্টারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন্স সম্বন্ধে যে নীতি সেটা এই গভর্ণমেণ্ট ভঙ্গ করেন। তাঁরা বলেন প্রোফিট মেকিং কনসারন্ না হলে, তাকে রেজিস্টারেশন দেবো না। তারপর সেকেণ্ডারী স্কুল বোর্ডের কর্মচারীদের সম্পর্কে যে নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছিল, তাও পালন করা হল না। হস্পিটাল স্টাফ ও কর্মচারীদের ব্যাপারেও ঠিক তাই। সেখানে যে নীতি ঠিক হয়েছিল, তা লঙ্ঘন করা হল। তারপর সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে এই গভর্ণমেণ্ট পশ্চাৎ পদ হলেন, তাঁদের রায় মানতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পরে তাঁদের নীতিকে বর্জন করে, যথেচ্ছাচার করতে চেষ্টা করলেন। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যে কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নে রেজিস্টারী করবার অধিকার নেই। আমি একথা জোর করে বলতে পারি—তাঁদের সেই অধিকারকে তাঁরা খর্ব করেছেন যদিও তাঁদের নীতি—১৬ই লেবার কনফারেন্স-এ ঘোষিত হয়েছিল যে, যে সমস্ত ফ্যাসেলিটিস্ প্রাইভেট ইমপ্লোইজরা পেয়ে থাকেন, সেই সমস্ত ফ্যাসিলিটি সরকারী কর্মচারীরাও পাবেন। দু-বছর হয়ে গেল—সেই নীতি ঘোষনা করা সত্ত্বেও তাকে পালন করা হল না। সেই ঘোষিত নীতিকে লঙ্ঘন করা হল। শুধু তাই নয়, দুটা রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন ছিল সরকারী কর্মচারীদের, প্রেস এণ্ড ট্রামস এণ্ড ট্রেণ সার্ভস, তাদের রেজিস্টারেশন কনসাল করা হয়েছে। আমি সরকারী কর্মচারীদে কথা বলবো, কেননা ডাঃ রায় সেদিন সেণ্ট্রাল পে কমিশন-এর কোটেশন দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সেণ্ট্রাল পে কমিশন এর নীতি তিনি মানতে বাধ্য। তহলে পে কমিশন অই, এন, টি, ইউ, সি সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন অর্থাৎ আই, এন, টি, ইউ, সি, ও যে গৃহীত নীতি, তা থেকে ডাঃ রায় কিছু লিখতে রাজী আছেন কিনা? তা থেকে কিছু নিতে রাজী আছেন কিনা, সেইটাই আমার প্রশ্ন। যদি তা না নিতে চান, তাহলে তাঁদের পূর্ব ঘোষিত নীতি খেলাপ করবেন। আমি এই কথা বলতে চাই কেন্দ্রীয় পে কমিশনের রিপোর্ট ১৪ আনা সুপারিশের বিরুদ্ধে আই, এন, টি, ইউ, সি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি কর্মচারীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তবে তার দু-আনা কথা ভাল দেখছি—ডাঃ রায়ের রাজ্যে সেটুকুও লঙ্ঘিত হচ্ছে।

কিন্তু তার ভিতর দু'আনা কথাও যে ভাল বলেছে ডাঃ রায়ের রাজত্বে এ জিনিষও লঙ্ঘিত হচ্ছে। আমি এ কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ডাঃ রায়ের টেম্পোরারি কর্মচারীদের সম্পর্কে যে কথা আছে তার বিরুদ্ধে এই পে-কমিশন বলেছে ৫১৮ পৃষ্ঠায়—

"We have gone into the whole question with some care and come to the onclusion that it is not in the public interest that services under the Government should continue to carry for long periods the high proportion of emporary staff which they have done in recent years."

অনেক বড় কথা, শুধু চুম্বকটুকু, তাদের রেকোমেন্‌ডেশন্‌ টুকু পড়ে দিলাম। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যে ঘোষিত নীতি তার মধ্য দিয়ে দেখছি ওয়ার্ক চার্জড্‌ ষ্টাফ্‌ সম্বন্ধে সেণ্ট্রাল পে-কমিশন যা বলেছে ৮০—অব্‌ দি ওয়ার্ক চার্জড্‌ ষ্টাফ আর রেকুয়ার্ড ফর্‌ মেন্‌টেন্স্‌ ডিউটিস্‌ এই রেকোমেন্‌ডেশন লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেণ্ট্রাল পে-কমিশন ওয়ার্ক চার্জড্‌ ষ্টাফ ক্যাজুয়েল্‌ লেবার সম্বন্ধে বলেছে যে এদের পার্‌মেনেন্সি কোশ্চান্‌ আজকে কমিউনিটি ইন্‌টারেষ্ট-এ, বিল্‌টার এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন এর ৮৵০ আনা সুপারিশ আই, এন, ভি, ই-ও বলেছে ভাল নয় কিন্তু ৵০ সুপারিশও এই সরকার রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। ফুড্‌ এণ্ড সাপ্লাই ডেপার্ট্‌মেণ্টের ব্যাপারে ডাঃ রায় ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে বলেছিলেন যে পার্মানেণ্ট করে দেব কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কি ফল? একটা ডেপার্ট্‌মেণ্ট বছরের পর বছর চলল, এটা সকলেই জানে যে এই ডেপার্ট্‌মেণ্টে বহুলোক ১০।১২ বছর ধরে চাকুরী করছে কিন্তু এই সরকার এখনও চিন্তা করে ঠিক করতে পারলেন না কত লোককে পারমানেণ্ট করতে হবে আর কত লোকের প্রয়োজন নাই। ৮।১০ বছর ধরে এরা কাজ করে চলেছে, এদের আশঙ্কা হয় কখন কি হয়; ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রেলেশনস্‌ এর ভিত্তিতেই এটা করা প্রয়োজন। ডাঃ রায় হয়ত বলতেন পে-কমিটি করেছি সেটা বিচার করতে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পে-কমিটির যে নীতি তাতে সরকারী ঘোষীত নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে। যেমন বিচার করা যাক। এখানে পে-কমিশন কোশ্‌চেন্যারি দিয়েছেন ৭৯টি আর এখানে দিচ্ছে ৯১টি এযেন ১২ হাত কাঁকুরের ১৩ হাত বীচি! আমি এই কোশ্‌চেন্যারি গুলি পড়বোনা কারণ সময় হবে না—কিন্তু এই যে কোশ্‌চেন্যারি রচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে দেখুন এটা কার জন্য! শুধু অফিসারদের জন্য, চীফ সেক্রেটারীর মত অফিসার, যারা কর্মচারীদের অধিকার দিতে চাচ্ছেন না বেতন বাড়াতে রাজী নন! সকলেই জানে, আমি এই এসেম্বলীতে ৮ বছর আছি, জানি। অথচ ঘোষিত নীতি হচ্ছে নীড্‌ বেসিস নরম্‌ দিতে হবে, না দিতে পারলে কৈফিয়ত দিতে হবে গভর্ণমেণ্ট-এর কাছে। কেন দিলেন না- সেটা যদি আমরা দেখি দেখতে পাবো—পে-কমিটির দু-তিনটা কোশ্‌চেন্যারি দেখলেই বুঝবো এই পে-কমিটি চাইছে কি করে—সারপ্লাস হ্যাণ্ড দেখান যায় এবং বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লেশনকে জড়িয়ে দিয়ে যাতে বেতন বৃদ্ধি না হয়ে তারই ব্যবস্থা করছে। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও তাই উদ্দেশ্য। তা যদি না হত তাহলে পে-কমিটি বসাবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টেরিম রিলিফ দেওয়া হত যেমন দিয়েছে জেনারেল পে-কমিশন, যেমন দিয়েছে বিহার গভর্ণমেণ্ট-এর পে-কমিটি ওরা দিতে পেরেছেন কিন্তু এরা কোন ইণ্টারিম রিলিফ দিতে দিলেন না।

[10.10—10.20 a.m.]

এবং শুধু তা নয়—পে-কমিটির কম্পোজিশন কি সেটা আমি ভেবে দেখতে বলছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন—পে-কমিটি সমস্ত নীতি সংঘটিত হচ্ছে। কাকে দেওয়া হবে? আমি কোন অসম্মান দেখাতে চাই না। আমরা জানি—শ্রীনির্মল সিদ্ধান্ত তিনি সেণ্ট্রাল পে-কমিশনের মেম্বার হয়েছিলেন, যাতে কর্মচারীদের বেতন না বাড়ে, তার জন্য তিনি ওকালতি করেছেন। আজ দিল্লীতে অনেকে একথা বলছেন। তার চেয়েও খারাপ—এই বি বি দাশগুপ্ত; এই ভদ্রলোক যতদিন এই সরকারের ফিন্যান্স সেক্রেটারী ছিলেন,—তিনি কর্মচারীদের পে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি দিল্লী গেলেন সেণ্ট্রাল পে-কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে; তার সাক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বললেন—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের এক পয়সাও বাড়ান উচিত নয়। কেন? না তাহলে

আমাদের রাজ্যের কর্মচারীদেরও বেতন না বাড়িয়ে উপায় নাই। তা সকলে আমরা জানি। আজ সেই রকম লোককে এই-পে-কমিটির চেয়ারম্যান হল। এই ধরণের কোশ্চেনেয়ারের পরিণতি কি হবে—তা সহজেই অনুমেয়। আমরা সকলে জানি, সরকারী কর্মচারীরা কিছু পাবেন কি না ; সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

আর একটি আশ্চর্য্যের ব্যাপার—সমস্ত নীতি লংঘন করা হচ্ছে—আমি বলবো—ডাঃ রায়ের এই মন্ত্রীসভা তা করছেন। এই সেণ্ট্রাল পে-কমিশন বলেছেন, রিকগ্‌নাইজড্ আন-রিকগ্‌নাজড্ সমস্ত এ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা মেমোরেণ্ডাম গ্রহণ করেছি। তা পড়ে দেখবেন। আর এখানে কি বলা হচ্ছে? আন-রিকগ্‌নাইজড্ অরগানাইজেশন—গভর্ণমেণ্ট ষ্টাফ অরগানাইজেশন আমরা কোন রিপ্রেজেণ্টেশন নেব না। তাহলে নীতিটা কি? ১৯৫৭ সালে যে নীতি গৃহীত হ'ল, সেই অনুসারে ভারত সরকারকে সমালোচনা করায়, তাঁরা একটা পথে গেলেন। আর, আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনায়াসে সেই নীতি লংঘন করে চলেছেন। এ কোন্ ধরণের কথা? তাঁদের কথা এবং কাজের মধ্যে কোন সংগতি থাকবে না? সেদিন ডাঃ রায় সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল সম্বন্ধে সেণ্ট্রাল পে-কমিশনের কথা বলেছেন। আমি তাকে একটু বলে দিতে চাই যে তিনি মাঝের দিকে হঠাৎ একটু পড়লেন কেন? সবটা পড়তে পারতেন। তাহলে পরিষ্কার হতো। তিনি পড়লেন—

"We are definitely of the view that it is wrong that the public servant should resort to strike or threaten to do so."

ঠিক কথা এটা আছে। কিন্তু তার আগেরটার পরে পড়লেন না কেন? পরে এঁরা কি বলছেন? যে প্রত্যেকটা গভর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে পাব্‌লিক আণ্ডারটেকিং বাড়াবার জন্য দায়ী : কর্মচারীরা নাই। পাব্‌লিক-এর মধ্যে ধারণা গভর্ণমেণ্ট একটি এমপ্লয়ার সুতরাং এঁরা কি বলছেন,—

"In the circumstances if a proposal that Government servants should give up the strike weapon is to have a just basis and is to secure reasoned acceptance by them there should be set up an adequate machinery for negotiation, redress of grievances and settlement of disputes; and there should, further, be provision for arbitration."

আমি জিজ্ঞাসা করি যে নীতি ঘোষিত হয়েছিল, ১৯৫৭ সালে, ১৯৫৮ সালে কোন ডিস্‌পুট গভর্ণমেণ্ট স্তরে হলে তার নেগোটিয়েশন সেটেলমেণ্ট হবে। মিঃ গুলজারী লাল নন্দ বলেছিলেন—ভারত সরকার এই নীতি অনুসারে কাজ করছেন। আশা করি রাজ্য সরকারগুলি ও সেই কাজ করবেন। ভারত সরকারের জয়েণ্ট ষ্টাফ এ্যারেঙ্গমেণ্ট আছে। যেখানে আমরা এপক্ষ দেখিয়ে দিতে পারি। তাঁরা স্বীকার করেছেন। ক্লাস টু, ক্লাস থ্রি অফিসারদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন প্রতিনিধি এই জয়েণ্ট ষ্টাফ কাউন্সিল-এ আছে। ক্লাস ফোর কর্মচারীদের প্রতিনিধি নিয়ে এবং গভর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট। প্রতিনিধিদের নিয়ে জয়েণ্ট ষ্টাফ কমিটি আছে—নেগোটিয়েশন হয়, কাউন্সিলেশন হয়। পারমানেণ্ট বডি'স আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই রকম কোন বডি থাকবে না কেন? তখন বলেন নীতি নাই। আমি বলবো ভারত সরকারের যে নীতি আমাদের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সভ্যরা গ্রহণ করে এসেছেন, সেই নীতি কার্য্যকরী করা হয় নাই। এটা হচ্ছে আমাদের অভিযোগ। কোন কিছু ব্যবস্থা নাই। এবং শুধু তাই নয় এই আন-রিকগ্‌নাইজড্ অরগানাইজেশন সম্পর্কে, এই সেণ্টাল পে-কমিশন বলছেন যে ইউনিয়ন এবং অন্যান্য অরগানাইজেশন রিকগনাইজড করা উচিত পাবলিক ইনট্রারেস্ট ও এডমিনেস্ট্রেশন এবং বসে তারা বলছেন কিন্তু যদি কোন কারণে রিকংনেশন কোন ষ্টাফ অর্গানিজেশন না দেওয়া যায় তাহলে পরও তার মেম্বার হলে কোন ডিসেপ্লনারী মেসার্স নেওয়া উচিত নয়। এই নীতি এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। ডাঃ

য় আন্‌রিকগনিসড অগ্রানাইজেশন এর যদি কেউ মেম্বার হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ডিসেপ্লেনারী মেসার্স নিয়ে থাকেন। রিকগ্‌নিশন এর ব্যাপারে রিকগ্‌নিশন তারা যতটা সম্ভব না দিয়ে পারেন তাই করেন। তাঁরা বলেন এটা কি ট্রেড? তাহলে ভারত সরকারের পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট ফর ট্রেড? আমি জিজ্ঞাসা করি রেলওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট কি ট্রেড, ইনকামটেক্স ডিপার্টমেণ্ট কি ট্রেড, ওডিট ডিপার্টমেণ্ট কি ট্রেড? তারা যদি ট্রেড হয় তাহলে এটাই বা ট্রেড হবে না কেন? এখানে যদি রিকগনেশন এই রকম লেবারেলি থেকে থাকে এবং পে কমিশন-এর সুপারিশে আরো বেশী লেবারেলী করা চেষ্টা হয় তাহার আপত্তি কিসের? এডমিনেস্ট্রেশন শুধু কি ডাঃ রায়ই চালান, ভারতবর্ষের আর কেউ কি চালায় না কেন্দ্রীয় সরকার কি চালায় না? এখানে কি অরাজকতায় সৃষ্টি হয়েছে। আমি একথা বলছি এই জন্য নীতি যা ঘোষণা করে এই যামাট টাকা চাচ্ছো সে টাকা কিভাবে খরচ হবে? যেভাবে আযুবশাহী রাজত্বে খরচ হয়, নিজেদের যা খুশী তাই করেন, সেইভাবে হলেও আমি বলবো আমাদের এখানেও অব আয়ুবশাহী অর্দ্ধেক হয়েই আছে। সেদিন ডাঃ রায়, আমাদের সোমনাথ লাহিড়ী যখন বলছিলেন এই ব্যাপারে যে এটা বিটিশের চেয়েও খারাপ, তখন এই রাজ্যসরকার মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। এখানে ক্লাস ফাইভ এমপ্লইজদের ৬৭ টাকা সর্ব্ব নিম্ন বেতন। (শ্রীনেপাল রায় ৫৫ টাকা) ওখান থেকে নেপাল বাবু বলছেন ৫৫ টাকা ক্লাস ফাইভ এমপ্লইজদের সর্ব্বসাকুল্যে ৫৫ টাকা বেতন। অর্থাৎ তারাই আজকে একটা লার্জ মেম্বার অব এমপ্লইজ তারা ৬৭ টাকা যদি পায় তাহলে যাদের রুটীর অভাব আছে তাদের কাছে এই সার্ভিস কন্‌ডাক্ট রুল্‌স্‌ কি ভাবে গভর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী করেন। ক্লজ্‌ ৩১ অব্‌ সার্ভিস কন্‌ডাক্ট রুল্‌স্‌ যেটা ৮ই আগষ্ট ১৯৫৯ সালে হয়েছে। সেই রুলের ৪-৫-৬তে বলেছে আউটসাইডার টু প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী বা এক্‌জিকিউটিভ কমিটিতে থাকতে দেবেন না। আবার এই মন্ত্রীসভায় আমারা দেখিয়াছিলাম যে না, এই রকম কেন্দ্রেও ব্যবস্থা আছে ১৯৫৯ সালে তারা স্বীকারও করেছিলেন যে এই রকম ব্যবস্থা আমরা বিবেচনা করবো। গভর্ণমেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নে আউটসাইডারস্‌ পুরোপুরি আছে। প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী সব বাইরের লোক আছেন, রেলওয়েতে আছেন গুরুস্বামী তিনি বাইরের লোক। এই রকম বিভাগে ডিস্টিক্ট ক্লাশের লোক আছে, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফে আছে, রেলওয়েতে আছে, ডিফেন্স ফেডেরাশনে আছে। এমন কি আমাদের শ্রদ্ধেয়া মৈত্রেয়ী বসু তিনি ডিফেন্স ফেডেরাশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি আউটসাইডারস্‌ ছিলেন কিন্তু সেখানকার লোকের ত চাকুরী যায় নি। আর আমাদের এখানে ডিস্টিক্ট ক্লাশের লোক বসলেই রাজত্ব চলে গেল। এমন কি মন্ত্রীসভা কেঁপে গেল ডিসিপ্লিন্‌ ভেঙ্গে গেল অমনি লোককে আযুবশাহীর মত পাব্‌লিক্‌লি চাবুক মেরে দুর্নীতির নামে অত্যাচার চালিয়ে এখানেও আযুবশাহী রাজত্ব চালাতে চাচ্ছেন। সারা ভারতবর্ষে যে নীতিগুলি চলছে পশ্চিমবঙ্গে সেই নীতিগুলিই লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাঁরা যে ভাবে চালাচ্ছেন এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

[10.20—10-30 a.m.]

সে দিন থেকে আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সমস্ত ঘোষিত নীতি বর্জন করেছেন। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় এই ডাঃ রায় সেদিন বল্লেন ৬৫ কোটি টাকা অডিশনাল ট্যাক্স তুলেছেন এবং এটা ডেভলপমেণ্ট খাতে খরচ হবে। কত খরচ হয়েছে এই খাতে? আমি সেটাই পয়েণ্ট আউট করছি—১৯৫৫।৫৬ সালের থেকে অর্থাৎ সেকণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনে আমি হিসাব করে দেখেছি সিভিল্‌ এডমিনিস্ট্রেশন, ডিরেক্ট ডেমাণ্ড অন্‌ রেভিনিউ, ডিবেট সার্ভিসেস্‌, ইন্‌টারেষ্ট অন্‌ কেপিটাল আউট্‌লে অন্‌ মাল্‌টিপারপাস্‌ রিভার স্কিম্‌স্‌, ষ্টেশনারি এণ্ড প্রিণ্টিং, ভেমিন পেনশন্‌।

এই ৭টা খাতে ৪১ কোটি ৮২ লক্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৪২ কোটি টাকা ৬৫ কোটির মধ্যে গেছে। তারপর ডেভলপমেণ্ট কি রকম দেখুন, ইন্‌ডাষ্ট্রির জন্যে ৬ কোটি ৭১ লক্ষ, তার মধ্যে এষ্টাব্লিশ্‌

মেণ্ট চার্জেস্ ২৯·৭, বছরে ১২ লক্ষ টাকা শুধু এক বছরে। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রি এবং ডেভ্লপ্মেণ্ট খাতে যে খরচ করেছেন বলে ডাঃ রায় বলেছেন সেটা ঠিক নয়, তা তিনি করেন নি। সেকেণ্ড প্লেন পিরিয়ডে পুলিশ হাউজি-এ ২ কোটি ৫৫ লক্ষ খরচ করেছেন, এটা নিশ্চয় ডেবেলফম্যাণ্ট খাতে নয়। ইনডাস্ট্রিয়াল হাউসিং-এর জন্য খরচ করেছেন ২ কোটি ৮০ লক্ষ—পুলিশকর্মচারীদের জন্য হাউজি বাবৎ এবং ইনডাস্ট্রিয়াল হাউজি-এ প্রায় সমান খরচ হয়েছে এবং একটা ডেবেলফ্ম্যাণ্ট খাতে অরেকটা নন-ডেবেলফম্যাণ্ট খাতে। সুতরাং আমি শুধু বলব, এখানো ডাঃ রায়ের ভেবে দেখা উচিত।

Shri Basanta Kumar Panda :

Mr. Speaker, Sir, we know our limitation as to the discussions of the present Bill; we can neither add nor subtract a single pie in it, nor can we channelise it in some other direction but still we are to discuss this subject because it is our national interest. In all State affairs, we are not concerned with the following affairs, viz., Army and so on and so forth. We shall have to maintain in this State the day-to-day normal administration and to devote most of our energy to national development as far as State resources permit. In that respect I shall draw the attention of this House to the fact that this Government has failed because if you look to the several Acts which have been passed—similar Acts which have been passed before—and the present Bill you will see that in this Bill there has been a provision for appropriation out of the Consolidated Fund of the State of 89 crores 22 lakhs—and out of this only 40 crores have been earmarked for national building heads. In the book there is enumeration of the national building heads. I shall not take the time of the House by enumerating them here. While we are spending about Rs. 90 crores only Rs. 40 crores are earmarked for national building affairs. In the budget of 1959-60 out of 89 crores odd there was provision in the original estimate of 38 crores and now in the supplementary budget two or three crores have been added.

In the successive budgets there has been an increment of Rs. 7 crores. The National Building Project has increased from Rs. 38 to Rs. 40 crores, i.e. only Rs. 2 crores.

Then if you go through the previous year you will see, Sir, in 1958-59, we passed a similar Act sanctioning an expenditure or appropriation from the consolidated fund Rs. 72.69 crores, and in that year on National Building Projects we spent only Rs. 33 crores. In the previous year 1957-58 we sanctioned Rs. 71.69 crores and there the National Building Projects covered only Rs. 35 crores. Therefore, Sir, we are not proceeding in the way a Welfare State should proceed. Sir, every year we see that the stereotyped expenditures are increasing or at least kept stationary but the National Building Project suffers. In this respect, Sir, I would draw the attention of the House to several revenue receipts of the previous years. On the head of agricultural income-tax in the year 1956-57, it is 1.66 crores. In 1959-60 it is Rs. 68 lakhs and this year it is 68 lakhs. Agricultural income-tax is decreasing. There is one reason that the zemindaries have vested in the State. That is one caues. But there is another cause. Agricultural produce has increased considerably. So there should be an adjustment. This income should not be so low. Sir, in the land revenue we see that from 1958-59 to 1960-61 it is almost stationary.

Now I come to Motor Vehicles. It is practically stationary though it should increase to a great extent. Sir, from 1957-58 it is 1.63 crores and this year it is 1.73 crores. What is the cause of this stationary effect? It should increase to a great extent. Sir, in this respect I would draw the attention of the

House to one point i.e. about the mismanagement of the Motor Vehicles Department in the State. Sir, you know that in the mofussil there are dearth of buses on every route. One bus carries passengers twice or three times its capacity. In Calcutta it is at least twice. There is always a congestion. Why are the mofussil buses being increased? Sir, why this State Transport Department stands on the way? Sir, if the number of buses are increased, i.e. if the licences are given liberally, then both Government and the people will be benefited. Government will have greater amount of taxes from buses. Public will be benefited because there will be more vehicles to carry them. Only those persons engaged in the affair, i.e. the capitalists who invest their money, may lose some portion of their profits. But that is no consideration of a welfare State. Therefore, Sir, if you increase the number of buses in the mofussil, Government and the public will be benefited. Sir, you have got one example with regard to State trading, i.e. about running of the buses in Cooch Behar. You will find that the total capital invested in that concern is yielding an income from 20 per cent to 25 per cent.

Any way, I would recommend that this Government should take steps for increasing the number of buses in the mofussil and introducing State buses there. By that affair, the State will be benefited.

Sir, then about sales tax. This thing is going to be or has been the main source of income to the State. Sir, from 1956-57 it was found Rs. 7 crores 0 lakhs. It has now become Rs. 15 crores 17 lakhs only in the course of the few years. This is a welcome sign. I would say to plug up the loopholes i.e. wherever there is still evasion of taxes. Now if this department is properly taken there and proper personnel with efficiency and honesty are posted at key positions, we may expect at least Rs. 20 crores from this head.

[10-30—10-40 a.m.]

Then about entertainment tax. It has not increased as we expected because from 1.33 crores in 1956-57 it has now come to only 1.54 crores. It has not increased appreciably. Sir, from the number of cinemas which are being shown in cities and in the mafassil we see that during the course of the last five or six years the volume of cinema shows have increased twice or three times, but still there is no appreciable increase in the revenue. Why? Then, Sir, I would request the Hon'ble Finance Minister to put greater pressure on the Centre for realising our due shares of the Central taxes. If you look to income-tax, what is the proportion which we get? In 1957-58 we got only 7.36 crores in 1958-59 we got 7.64 crores and in 1959-50 we got 7.99 crores. This year we have got 5.24 crores. Why this disrespect for West Bengal? In this respect both the Opposition and the Government should strengthen the hands of the Finance Minister and we should ask for a reply from him why our share from the Central pool is being reduced and what he has done to increase our share from the Central pool. Similarly I place before the House the figures of our share from the Central excise duty. In 1957-58 the amount was Rs. 3.15 crores, in 1958-59 it was Rs. 5.88 crores, in 1959-60 Rs. 6 crores and this year it is 6.02 crores. About estate duty we have got only Rs. 30 lakhs in 1957-58, Rs. 36 lakhs in 1958-59, Rs. 49 lakhs in 1959-60 and this year also the amount is 49 lakhs. I shall make one statement in this House regarding this subject. The Estates Duty Act makes a provision that the States can allow the Centre to realise the estate duty from agricultural income and that will be a provincial income. Most of the States have agreed to this proposal that their States would allow the Central Government to realise the estate duty. But uptill now this Government has not done that. Why? Has it got a soft corner for the big agricultural property holders, so that the estate duty will be exempted from them and the revenue therefrom would be reduced?

Then about other taxes I shall speak later on. One thing I want to say is that the Budget is not convincing and the present Bill is not the true index of the nation. I have already stated that the taxation policy in this country has thrown the main burden of bearing the taxes on the middle-class and lower class people though in recent years some tax laws have been passed by the Centre in the shape of Wealth tax, gift tax, expenditure tax and death duty. These are some of the welcome taxes from the standpoint of a common man, but the major portion of the excise duty which has been imposed upon all the necessary articles of life is now being borne by the middle class and the common people. The policy of the Centre was that there should be a socialistic State The tax laws would be such as would gradually cut down the income of the rich people and the big property holders would be reduced to the level of the middle-class people. But the contrary tendency is now being noticed and as a result of the application of these tax-laws, there has been a greater concentration of wealth in the hands of a few rich people and the poor has become poorer. There is a class of persons in the mafassal who are called middle class people. They are in the process of extinction and within four or five years you will see that there would be no middle-class people in the mafassal. They will all become labourers and only a handful of persons will become rich. I would say something about pay of officers. A Socialistic State enjoins that the difference between the lowest-paid people and the highest-paid people should not exceed ten times. What is taking place here? You will find that at Government level there is difference of 50 times. Not only that there is difference between similar cadre of service holders. If you look at the service holders of the Secretariat and specially the clerks, typists, stenographers and chaprasis in the High Court you will find the difference—the High Court people are getting much lesser amount of pay because the State Government employees have agitated and they have got increased pay whereas the High Court employees did not agitate and so they have been getting the same they were receiving several years ago.

Now, Sir, there are some unnecessary costs which can be minimised. I shall take the case of the Ministry—about its size. It has grown disproportionately in comparison with other States in India however big those other States might be. If you examine you will find them of such a calibre that they are fit to be despatched to the mofussil for the purpose of opening exhibitions, fairs and so on, and for this purpose poor tax-payers' money is being spent on their salaries and other allowances. Instead of 40 Ministers if you keep 10 able Ministers who will be half as able as Dr. Roy than the State would be better than as at present.

Then about the Upper House of this State. This is unnecessary and by a single resolution you can abolish the Upper House as it is an unnecessary expenditure. If you look at the Governor's expenses, you will find that that is an unbearable burden on the poor taxpayers of this State. Some honourable members suggested that the system of Zonal Governors should be appointed who would be moving from place to place opening the legislatures and assenting the Bills.

Then, Sir, I would say something about our share from the Central fund in the shape of shares of income-tax, excess profit tax, etc. If you compare you will find that out of 100 rupees collected in each State Bombay gets 24 p.c., U.P.178 p.c. Why this disparity? We are getting only 21 p.c. of the revenues collected here—these are mainly in the nature of income-tax, super tax, death duty, excess profit tax etc. Now, Sir, why this poor State, this terminal State should be so mishandled at the hands of the Centre? I would ask our Chief Minister who is also the Finance Minister to give an explanation to this House

to what he has done to release greater amount of share from the Centre and hat is the reply of the Centre to his efforts.

0-40—10-50 a.m.]

Then I shall refer to another important problem. In this State non-Bengali nployers are appointing more and more non-Bengalis. I would suggest, Sir, at there should be an Act by which pressure should be put on those non-engali employers to appoint more Bengalis. I know there is some con-itutional difficulty in passing an Act like that but the Government certainly n put pressure on those employers to appoint more Bengalis in their organisa-ons. The State cannot make a law but the employers can do it in this way.

The object of the State will be to induce them and not only induce them t with all the powers this Government can have to put pressure upon all nployers to employ Bengalees here. Otherwise the Bengali nation will be stinct. Sir, in Bengal the agricultural area is very small. Therefore we shall ot be able to settle all people in West Bengal in agriculture, there will remain greater surplus of people to be employed. Where shall we employ them unless e compel these employers to employ Bengalees? There should be persistent ttempt on the part of this Government to put pressure upon these employers. he Bihar Government has done it, the Bihar Government has not faltered to ut such pressure upon the Tatas. Why the State of West Bengal should not ake such attempt?

Then, Sir, I shall say about the Third Plan. The Third Plan is now being iscussed. We hear that some plan was proposed by this State but the Centre as turned it down by curtailing the expenditure to 50 per cent. If that is so, ere will be very little chance of improvement of this State within the Third lan period because you know, Sir, you have not been able to do at least 60 er cent of the works of the Second Plan and all these works will again have o be taken over to the Third Plan. If this money is curtailed, then practically o portion of whatever little work will be left in the Third Plan will be done uring the course of those five years and those works will have again to be taken ver to the Fourth Plan. Therefore I would say that this State Government ould put much pressure on the Central Government for giving us more money.

Then, Sir, I shall say about the land reforms. In land reforms this Govern-nent is very slow because we know that if six lakh acres of land can come the hand of the Government and before its redistribution, we can have at least crores of rupees every year as the share of the owners. Up to now we have t 1 lakh 20 thousand acres of land and if we get the owners' share—40 per nt—we would get about 1 crore 20 lakhs of rupees. This money is not being ken, this money is being enjoyed by the big landholders and they are only ying 12 lakhs of rupees per year as rent. Sir, before redistribution Govern-ent can take the entire crop value at the rate of 40 per cent of the owners' are. Of course, where we have got the bargadars, for the time being I have o objection there, but where the owners are enjoying, there I have got bjection. Then about the small intermediaries, I have already pleaded and would again plead that this Government should embark upon a loan of at ast 10 crores of rupees and pay the intermediaries who would get up to 15,000—the entire sum in cash—so that they may be rehabilitated by that ney. But if you pay them in 20 instalments, there will be no benefit to se persons.

Then, Sir, about education, if you look to the expenditure, you will see t though it is increasing at the initial stage, it is now showing tendency of

decreasing. Sir, in the present year's budget we see that only 18.6 per cent o the total money is allocated to education. But in the two previous years i was 20.5 per cent and 20.9 per cent and before that it was 22.9 per cent. I our revenue is increasing, why this expenditure on education is decreasing i Sir, there is also another depressing effect with regard to education. In education we see that the income of the State has increased. That shows that the fees, tuition fees and the prices of the books which are sold by the State Government have increased. Therefore the poor people or the poor students are being more taxed for the purpose of education.

So far as Education is concerned there are two stages—Primary and Secondary. Primary Education has been placed under the charge of the School Board. The appointment of teachers for the Primary Schools that is being made by the Board hardly serves the purpose of education. Most of the teachers are their own men and they keep a watch on the activities of these teachers. If they are found to be supporters of the ruling party, they are given the appointment. The Local Committee has got no hand in the matter, and therefore, instead of teaching these teachers are doing political work.

In Secondary education teachers are not available. The greater portion of the teachers are less qualified. Therefore, I urge that proper steps should be taken to provide for properly qualified teachers in greater numbers.

I find no relief has been provided for the middle class people. Some relief has been provided for people belonging to other classes, but, as the middle class people usually belong to higher castes, they are not given any relief. I urge that no distinction should be made on the basis of the birth. The classification in the society should be made according to the circumstances—there should be a norm and anybody who is below that amount of education or property should be regarded as "depressed". And they should be given State aid for their well being.

Shri Tarapada Chaudhuri :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই এ্যাপ্রোপিয়েশন বিল উপলক্ষে আমি কয়েকটা কথা এই হাউসের সামনে রাখতে চাই। প্রথম হচ্ছে স্বাধীনতার পূর্বে নয় ঠিক প্রাক্কালে যে বাজেট হত তা প্রায় ৮ থেকে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করে ক্ষমতা পেলাম তখন যে প্রশাসনিক কাঠামো ছিল আজকে মস্ত চিন্তার বিষয় হয়েছে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চিন্তা চলেছে যে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এই ব্যয়ের উপযুক্ত কি না। আমাদের শতকরা ২০ পার্সেণ্ট টাকা আসে বাইরের লোন থেকে, ৩০ পার্সেণ্ট আমরা ডেফিসিট ফাইনান্সিং করি। লোন এবং ডেফিসিট ফাইনান্সিং এর যে কম্পোনেণ্ট এই কম্পোনেণ্ট দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও বেড়ে চলেছে এবং আর একটা অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে যে সেখানে একটা ক্রাইসিস্ দেখা দিচ্ছে।

এবং আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি তাঁর বাজেটে সেই ক্রাইসিসের একটা ইঙ্গিত বা আভাস দিয়েছেন কিন্তু আমি একথা বলবো যে এই ক্রাইসেসের হাত থেকে কেমন করে উত্তীর্ণ হয়ে যায় সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেটা চিন্তা করতে হলে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে—আমরা কেমন করে ডোমেস্টিক রিসোর্সেস-এর কণ্ট্রিবিউসন টুয়ার্ডস দি প্ল্যান প্রোজেক্ট বাড়াতে পারি। ডোমেস্টিক রিসোর্সেস মানে হচ্ছে সেভিংস য়্যাট অল লেভেল্স। ক্যাপিটালিস্টিক ইকনমিতে তারা সেভিং করে য়্যাট দি কস্ট্ অব লেবার ওয়েজ কম দেয় এবং তাদের ইনকাম এবং প্রফিট বাড়ায় এই প্রফিট বাড়িয়ে তাদের নানারকম কাজ কর্ম চলে। কমিউনিস্ট কানট্রিতে তারা ফাস্ট আন ইউটীলাইজড লেবারকে বাধ্যতা-

মূলকভাবে য়্যাট দি কস্ট্ অব ডেমোক্রাটিক ফ্রিডম খানায় লেবার ইউটিলাইজ করে ফর দিস পারপাজ। আজকে আমার ক্যাপিটালিস্টিক ইকনমি বা কমিউনিস্ট ধারা নেইনি, আমরা নিয়াছি ডেমোক্রাটিক ফ্রিডমের একটা পলিটিক্যাল ট্রাকচার। সেখানে বলছি সাধারণ লোককে বাই পারসুয়েনস আমরা কাজ করাবো।

10-50—11 a.m.

কিন্তু পার্সুএশন কাজ করতে হলে কি প্রয়োজন? আমি এখানে এ কথাটা বললে হয়ত ও পক্ষের বন্ধুদের ভাল লাগবে না। আমি এ সম্বন্ধে সকলকে অনুধাবন করতে বলছি। এরজন্য প্রয়োজন আছে দৃষ্টিভংগীর। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আজকে সাবসিসটেন্স ইকোনমির যে সমস্ত লোক আছে, যাদের আজকে খাওয়া, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি চারিদিকে যে অভাব আছে। এখানে যা ইনকাম হয়, তার থেকে সেভিংস হয় না। যা ইনকাম তা সমস্ত খরচ হয়ে যায়। কনসাম্পশান পারপাস্ এরজন্য সেখানে সেভিংস হয় না। কিন্তু সেখানে সেভিংস হয় যদি তার সামনে একটা আদর্শ রাখা যায়। সেই আদর্শ রাখবে আপার ক্লাস পিপল, নট্ দিজ ম্যাসেজ। হাংরি ম্যাসেজ অ্যাণ্ড মিলিওনস্ তারা রাখবে না। রাখবে কারা? সেখানে ইঞ্জিনিয়ার্স ডক্টরস্, বড় বড় ট্রেডার্স বড় বড় এনটারপ্রাইজারস তারা রাখবেন তাদের আদর্শ দেশের সামনে। যাঁরা আপার ক্লাস, তাঁরা কতটা স্যাক্রিফাইস করতে প্রস্তুত আছেন? তাঁরা যদি ভাবেন তাঁদের ইনসেনটিভ হবে রেমুনারেসন পাওয়া চাই, অর্থাৎ বড বড় সিভিল সারজেন্টস্, বড় বড ডাক্তার, কাউনসেলস্ তাদের ফিস্এর দিকে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহলে কোন দিন দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

আজকে যদি প্রোডাকশন বাড়াতে চান, দেশের সাধারণ মানুষকে যদি খাওয়াতে চান, তাদের সত্যিকারের এমন একটা ছবি যদি তাদের সামনে রাখতে চান যে এই ছবি দেখে ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরাধিকারীরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে, তাহলে সেই দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই সকলে অনুসরণ করবেন। আজকে বিধান সভার সদস্যদের অনুরোধ করছি যদি আমরা আমাদের নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে সেই স্যাক্রিফাইজ করতে গ্রস্তুত হই এবং তার আভাস দেখিয়ে মাস্-এর সামনে দৃষ্টান্ত দিতে পারি, তবেই এটা সম্ভবপর। কাজেই এই কঠিন সমস্যার যে এক্সপেরিমেণ্ট আজকে নেওয়া হয়েছে নাগপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটা হচ্ছে এই জিনিস—মাসে-এর সামনে ক্লাসেস্ একটা মস্ত বড় দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখবেন। কিন্তু আজকে সেইজন্য বলা হচ্ছে গণতন্ত্র কোন পথে? সত্যই কি আজ গণতন্ত্র এই পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসিতে ব্যর্থ হতে চলেছে? এই প্রশ্ন লোকের মনে জেগেছে। পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসি মানে এই নয় যে কতকগুলি ভোট দিয়ে কতকগুলি লোক এসে মিনিস্ট্রি ফরম্ করে কয়েকটা রুল করলেই গণতন্ত্র হয়ে গেল। সত্যিই আজ লোকতন্ত্র, পিপলস্ রিপাবলিক গঠিত হয়েছে কি না, সেটাই বিচার্য বিষয়। আমি এই কথা বলতে চাই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি আজ ১২ বৎসর হতে চললো, আজ পর্য্যন্ত আমরা হেঁটেছি কিনা সেই পথে? আমাদের শাসন পদ্ধতি, শাসন ব্যবস্থাকে ডিসেণ্ট্রেলাইজ করবার জন্য Balawant-Rai Meta কমিটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করে ডিসেন্ট্রালাইজেশন-এর মধ্যে নানা উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রাজস্থান নগরে গত অক্টোবরে, ১৯৫৯ সালে ঘোষণা করেন যে মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠিত হোক; তিনিও তাই চান। আজকে রাজস্থানে বাই এ্যান এ্যাক্ট্ অফ দি লেজিস্লেচার গভর্ণমেণ্ট পাওয়ার দিয়েছেন সেখানকার পঞ্চায়েৎকে, সেই পঞ্চায়েতকে রিসোর্সেস্ দিয়েছেন। সেখানে যদি পঞ্চায়েতের এ্যাডমিনেষ্ট্রেটিভ পাওয়ার, রিসোরসেস দেওয়া সম্ভবপর হয়, তাহলে কেন বাংলাদেশে করা সম্ভব হবেনা তা আমি বুঝতে পারি না। আজকে নানা দিক থেকে এই বাজেট অধিবেশনে যে সমস্ত আলোচনা হয়েগিয়েছে, সেটা প্রধানত আলোচনার মূল ভিত্তি থেকে যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো এক একটা বিভাগে এত

কাজ বেড়েছে যে সেখানে এফিসিয়েন্সী রাখা অসম্ভব। কাজেই এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইস্ ইয়োর এডমিনিসট্রেশন। বলবন্তরাও মেটা কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করি, তিনি তাঁর ডিসেন্ট্রালাইস্, ও ডিমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন্ এর যে পলিসি আজকে রাজস্থানে সম্ভব হয়েছে, অন্ধ্রে সম্ভব হয়েছে, মাদ্রাজে, মহিশুরে সম্ভব হয়েছে, সেটা পশ্চিম বাংলায় যেন সম্ভব হয়।

আমি আর একটা বিষয় এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে সমবায় নীতি সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সমবার নীতি সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্ত করণে সমর্থন করি, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কাজে রূপায়িত করতে হলে যে সমুদয় কাজ করা প্রয়োজন আমি আশাকরি এবং মনে করি সেই বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করে তারা তা কার্য্য রূপায়িত করবেন। এবং এটা আমি বলতে চাই যে তা সমবায়ের মাধ্যমে করার জন্য যেটা বহুদিন থেকে চীৎকরে করে আসছি সেটা হল ডিসট্রিবিউশন অফ ফারটিলাইজার এর ব্যবস্থা। আজ গ্রামাঞ্চলের চাসী যখন ফারটিলাইজার ডিসট্রিবিউশন্ এর ব্যবস্থার জন্য অসুবিধাবোধ করেন, বেশী টাকাপয়সা তাদের দিতে হয়, যে অবিচার তারা পায় এবং সেটা অনিবার্য্য সেই ব্যবস্থায়—এটা ত্বরান্বিত করুন, সত্বর করুন এই সমিতি মারফৎ ফারটিলাইজার ডিসট্রিবিউট করে। আমি একথা বলতে চাই যে আসাম ষ্টেট ট্রেডিং ইন ফুডগ্রেইনশ নওগাঁয় করে সফল হয়েছে আমাদের এখানেও ষ্টেট ট্রেডিং ইন্ ফুডগ্রেইনশ করা যেতে পারে এবং প্রাইশ পলিশি অফ দি গভর্ণমেণ্ট এবং লোন পলিশি অফ দি গভর্ণমেণ্ট এমনভাবে রাজ্য সরকারের করা দরকার যাতে মারকেটিং কো-অপারেটিভ ফাংসন করতে পারে। দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই, যেটা আমাদের এখানেও অনেক আলোচনা হয়েছে, সামান্য সামান্য উত্তরেও পর্য্যন্ত বলা হয়েছে,—কেন এখানে বেশী ঋণ দেওয়া হয়না, কেন তা সম্ভব হয়না। এটা আমি বলতে চাই প্রাইমারি সোসাইটিস-এর ওউন ফাণ্ড হল দশ পারসেণ্ট শেয়ার কেপিটেল এর যে ষ্টাকচার তার দশগুণ টাকা দেওয়ার নিয়ম রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বেঁধে দেওয়া আছে। কাজেই আজকে প্রাইমারি সোসাযিটি-র ওজন ফাণ্ড কেপিটাল এর ব্যাপারে বেশী এগুতে পাচ্ছেনা সেজন্য বলছি সোসাইটিএর শেয়ার কেপিটাল বাড়ান, বেশী মেম্বার করুন এবং আদায়ের দিকেও লক্ষ্য রাখুন তাহলেই হতে পারে। প্রাইমারি সোসাইটি অনুযায়ী কেপিটেল ব্যাংক এবং প্রাদেশিক ব্যাংক এবং ঋণের পরিমাণ বাড়তে পারে।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, তারাপদ বাবু সমবায় সম্বন্ধে যে ছবি আমাদের সামনে রেখেছেন তাতে তিনি একাই বলেছেন যে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে দেশের জন সাধারণের হাতে যে ক্ষমতা আসবে তাতে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। একথা গান্ধীজীই ট্রাস্টিসিপ এর মধ্যদিয়ে একথা বলেছিলেন যে ক্যাপিটালিস্টরা ক্রমেই নিজেদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবে এবং ক্রমেই জন সাধারণের হাতে ক্ষমতা আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন বড় লোক ক্যাপিটালিস্ট জন সাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। যতদিন যাচ্ছে, যত বছর যাচ্ছে, ততই ক্যাপিটালিস্টরা তাদের গ্রিড, লোভ, আকাঙ্খা আরও বেশী জোর করে ধরছে। সেদিক দিয়ে আমি তারাপদ বাবুকে মনে করিয়ে দেব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা। কারণ সমাজতন্ত্রে যদি রূপান্তরিত করতে হয় তার পিছনে এ্যাকশন চাই, বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা চাই তবেই এই সমাজের পরিবর্ত্তন হবে নইলে ক্যাপিটালিস্টরা নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ক্ষমতা ছাড়বেনা। এটা ঠিক যে আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই ১৯০৫ সালে থেকে আরম্ভ করে বৈপ্লাবিক আন্দোলনের মধ্যবিত্ত যে আদর্শ স্থাপন করেছে নিশ্চই সেই সমস্ত আদর্শ প্রাণ যুবকের আদর্শের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাদের যে লক্ষ্য সামাজিক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সেটা করতে হবে এ্যাকশন কিংবা কাজের মধ্যদিয়ে।

স্পীকার মহাশয়, প্রত্যেক বছর আমরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাশ করি এবং প্রত্যেক বছরই টাকার চাহিদা ক্রমে বেড়ে চলেছে। কিন্তু যদিও টাকার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, আয় বাড়ছে এবং এটা দেশের পক্ষে খুব আশাপ্রদ যে যে সথন্ত টাকা ফাঁকি দিত সে সম্বন্ধে সরকার সচকিত হয়েছে কিন্তু সেই আয়ের অংশ গ্রহণ করবার জন্য সরকার যদি আরও বেশী চেষ্টা করেন তাহলে নিশ্চয়ই আয় বাড়বে।

[11-11—10 a.m.]

কিন্তু ব্যয় খালি ব্যয়ের জন্য করলে হবে না। আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৭।১৮ লক্ষ হচ্ছে এই বেকারের সংখ্যা। এর উত্তরে হয়ত বন্ধুবর প্রফুল্ল সেন বলবেন জন্ম বাড়ছে। এই প্লানিং জিনিসটা কি? আজ বিজ্ঞানের যুগে মানুষের মুখে যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করা না যায়—, তাহলে সেই সরকার নিশ্চয়ই অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে। ক্রমবর্দ্ধমান মানুষের সংখ্যার তুলনায় আমাদের আয় ও বেড়ে চলেছে। সেই টাকা দিয়ে বাস্তবে যে সমস্যা আছে, সেই সমস্যার সমাধান যদি না করতে পারি, তাহলে প্রত্যেক বছর এই বাজেট আমাদের সামনে এনে, তার এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন পাশ করা—এর কোন মানে হয় না। আপনারা জানেন আমাদের দেশে বাঙ্গালীর চাকরীর সংখ্যা খুবই কম—মাত্র ৩৬ পার্সেণ্ট লোক বাংলাদেশের চাকরী করে। আর ৬৪% লোক বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসে এখানে চাকরী করে। কমার্সিয়াল ফার্ম-এ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ পোষ্ট-এ মাত্র ৫ পার্সেণ্ট বাঙালী আছে, টেকনিক্যালে ২% সেলসম্যান হিসাবে কাজ করেন ৫৫% কাজেই এই রকম একটা দুরবস্থা চলেছে। আমাদের কেবল প্রাদেশিক মনোভাব নাই। কিন্তু বাংলাদেশের লোক বাংলাদেশে কাজ পাবে না—, চাকরী পাবে না এ হতেই পারে না। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো -এ বিষয় একটা আইন ও নীতি গ্রহন করা হোক—যাতে বাঙ্গালীর ছেলেরা অধিক সংখ্যায় কাজ পায় তার ব্যবস্থা করা হোক।

তারপর গভর্ণমেণ্ট বলে থাকেন, মুখ্যমন্ত্রীও বলে থাকেন, বাঙ্গালী ছেলেরা নিজেদের চেষ্টায় যারা কাজ করে যায়, সেই সমস্ত ছেলেদের অল্পপুঁজি নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করে, গরীব মানুষ তারা চকারী করে, তাদের উপর পুলিশের জুলুম হয়, অত্যাচার হয়। এতে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। একে তো সরকার বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। কিন্তু যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন, তাঁদের সরকার বিশেষ কোন সাহায্য করছেন না। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর একটা কথা বলবো আমাদের দেশে প্রত্যেক বিষয়ে ভেজাল, খাদ্যে ভেজাল, তেলে ভেজাল, আটায় ভেজাল, ঘিতে ভেজাল, দুধে ভেজাল, সর্বত্র ভেজাল এমন কি কেউ কেউ বলছে মিনিষ্ট্রীর মধ্যেও ভেজাল। ইয়ন কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড্, ৫৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, তারা য়্যাথেমিন তৈরি করেন। শ্রী ডে, সি ঘোষাল সেখানে কেমিষ্টের কাজ করতেন। তিনি ১৯৫৬ সালের শেষ অংশে পদত্যাগ করেন। কিন্তু যাবার সময় তিনি ফরমুলা যাতে য়্যাথোমিন তৈরী হয়, সে বিষয়ে জানিয়ে যান না। তার পরেও এই কোম্পানী সেই য়্যাথোমিন তৈরী করতে আরম্ভ করেন স্পুরিয়স এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে প্রোভিন্সিয়াল ড্রাগ লাইসেন্স অথারিটিকে জানান হল। তাঁরা এবিষয়ে কোন ব্যবস্থা করলেন না। এবিষয়টা ডিকেক্টিভ ইনফোরসমেণ্ট বিভাগকে জানান হলে ডিটেক্টিভ ডিপার্ট তাদের কারখানা এবং অফিস অনুসন্ধান করলেন। তাদের অনেক জিনিস তাঁরা সিজ করলেন, হেষ্টেড্ হ'ল স্পুরিয়স্ প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু ড্রাগ্ লাইসেন্স বন্ধ করা হল না। এই রকম অবস্থা চলছে।

তারপরে শক্তিনগরে যে মাল্টিপারপাস্ স্কুল আছে, সেখানে কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করেন। তারপর সেই স্কুল সুপারসিড্ করা হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার নির্বাচন হয় নাই। মেয়েদের গার্লস্ স্কুল আছে, তারও কয়েকজন পদত্যাগ করেন। সে বিষয়ে তাঁরা ইলেকশন চাচ্ছেন। আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন ইলেকশনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই আর যে দিক থেকে আমরা দেখছি সে দিকেই দেখতে পাব আমাদের সরকার কি ভাবে তাদের শাসনকার্য্য চালাচ্ছেন। এখানে যে টাকা তাঁরা চাচ্ছেন, সে তাঁরা পাশ করিয়ে নেবেন ঠিকই—কিন্তু আমাদের যা বক্তব্য তা নিশ্চয়ই জানাব।

Shri Jehangir Kabir :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সমবায় আন্দোলন প্রসারের কথা বলেছেন। আশাকরি কেন্দ্রে যে আদর্শ ও প্যাটার্ণ রয়েছে সেই প্যাটার্ণএর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে একটা কথা বলবো যে বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমস্ত গ্রামীন জীবন যাতে কোঅপারেটিভ ধাচে গড়ে উঠে তারজন্য সমগ্রভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সমবায় আন্দোলনের ব্যাপারে আমরা একটা অসুবিধার জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে আমাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ এ্যাক্ট অব্ ১৯৭০, এটা একটা অত্যন্ত পুরোণো ধরনের আইন। ব্যাপকভাবে সমবায় সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই আইন মোটেই সময়োযোগী নয়। বর্ত্তমানে এর পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না এই আইন পরিবর্ত্তন করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমি আর একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশে সমবায়ের জন্য কোন মডেল বাই-ল নেই। সকলেই জানেন বম্বে রাষ্ট্র সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ঠ অগ্রসর হয়েছে। বম্বের মডেল বাই লজ্গুলি আমরা গ্রহণ করছি এবং সেই মডেল বাই-লজ্ অনুসারে আমাদের সমবায় আন্দোলনকে পরিচালিত করতে যাচ্ছি। কিন্তু বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট এর সঙ্গে এই মডেল বাই-লজ্এর মূলগত পার্থক্য আছে। তার ফলে বম্বের ধরণে যে সমস্ত বাই-লজ্ আমরা এডপ্ট করছি তার সঙ্গে মূল আইনের পার্থক্য থাকায় সামঞ্জস্যের অভাব হচ্ছে এবং যার ফলে আমাদের রাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আমাদের নিজস্ব বাই-ল্ তৈরী করার প্রয়োজন আছে। আমাদের এখানে কোন ম্যানুয়েল নেই এবং এটা করবার জন্য চেষ্টা হয়েছিল, ১৯৫২ সালে একজন এসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রারকে ম্যানুয়েল তৈরী করবার জন্য ভার দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বৎসর ধরে সেই ম্যানুয়েল সম্পর্কে অনেক সময় ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়নি। তার সম্পর্কে সমবায় কর্ত্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত নেন নি যার ফলে এই সমবায় আন্দোলনকে বিশেষে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়েছে। কোন নির্দৃষ্ট ম্যানুয়াল না থাকায় দৈনান্দিন কার্য্যের ক্ষেত্রে কোন ইউনাইটেড্ রুলিং পাওয়া যায় না, ফলে বহু ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। অন্য একটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করবো। সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ আন্দোলন করতে গেলে ট্রেইণ্ড লোক দরকার। এখানে অবশ্য ৭টি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট আছে কিন্তু এই সেণ্টার গুলিতে যে ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অত্যন্ত শোচনীয়। এ সমস্ত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এর শিক্ষা এবং পরিচালনার ভার রয়েছে এ্যাসিটেন্ট রেজিষ্ট্রারদের উপর। এসমস্ত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট-এর শিক্ষকতা করেন সমবায় বিভাগের ইন্সপেক্টার এবং অডিটারগণ। সুতরাং এই সমস্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা কতখানি আছে তা সকলেই ধারণা করতে পারেন। কাজেই সে সম্বন্ধে বেশী বলতে চাই না। যদি ভাল লোক নিয়ে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট-গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে যে টাকা এই জন্য ব্যয় করছেন তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। ফলে সমবায় আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাই এই ট্রেনিং যদি

ভাল ভাবে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। আমাদের দেশে কৃষকদের চাষের কাজে সাহায্য করার জন্য বহু রুরাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি আছে। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপন্ন শস্য দ্রব্যের ন্যায্য দামে পেতে পারে তার জন্য প্রতি থানাতে একটা করে কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল মার্কেটিং সোসাইটি গঠন করা দরকার। মার্কেটিং সোসাইটি পরিচালনার ব্যাপারে—আমাদের কিছু অসুবিধা আছে সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই সোসাইটিকে সরকার থেকে ম্যানেজার প্রভৃতির বেতন সম্পর্কে দুই বৎসর সাবসিডি দেওয়া হয়। কিন্তু আমার মতে এটা পাঁচ বৎসরের জন্য দেয়া উচিৎ।

[11-11-12 a.m.]

মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে গুদাম তৈরীর জন্য যে টাকা ধার দেওয়া হয় এসম্পর্কে আমি একটাসাজেশন দিতে চাই সেটা হচ্ছে,—এই যে প্রথম বছর থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার নিয়ম বর্তমানে আছে। কিন্তু সরকার নিশ্চয় জানেন যে, মার্কেটিং সোসাইটির গোডাউন করায় স্কিম করতে এবং তা স্যাংসন করতেই এবং ষ্টেট অফ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া থেকে ক্যাশ ক্রেডিট ব্যবস্থা করতে প্রায় এক বৎসরের বেশী সময় লাগে—যার ফলে প্রায় বৎসর থেকে সুদ সুদ্ধ কিস্তির টাকা দিতে অসুবিধা হয় এবং সোসাইটিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বছর থেকে কিস্তির টাকা নেওয়া উচিৎ, তা নাহলে সোসাইটিগুলিকে প্রকৃত সাহায্য করা হবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অনেক সময় রুরাল ক্রিডিট সোসাইটিগুলি অনেক সময় সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে পারে না, সেজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, গোডাউনস-এর অপেক্ষা না করে স্থানীয় এবং এস, ডি, ও এর সুপারিশ অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণের টাকা দেওয়া উচিৎ, এবং এই অপরীশোধীয় ঋণকে মিডিয়াম টার্ম ঋণ হিসেবে গণ্য করার ব্যবস্থা করা উচিৎ। তা না হলে সমবায় সংস্থার মারফৎ কৃষকদের সাহায্য করার ব্যবস্থা ধার্য্য হবে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আজকাল বহু গ্রাম্য ঋণদান সমিতিকে বহু রকম অসুবিধায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেজন্য এবছর থেকেই যাতে এই সমস্ত সমিতির সদস্যগণ মিড্ টার্ম এণ্ড সর্ট টারম্ লোন পেতে পারে তার জন্য এস্, ডি, ওর সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা করা উচিৎ। আজকে গ্র্যাটুটাস্ রিলিফ-এর জন্য লোকের আত্মসম্মান বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। আমার মতে এই সমস্ত খাদ্য লোকদের যদি সমাবায় সংস্থার মারফৎ পেডি ব্যানকিং স্কীম্-এর দ্বারা সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তাদের আত্মসম্মান এ বছর থাকে, এবং সরকারকেও প্রতি বৎসর দান হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অপোচয় করতে হয় না। এটা খুব কঠিন ব্যপার হয়—এটা এক্সিপেরিমেণ্ট হিসাবে প্রতি ইউনিয়নে একটী করে চালু করতে পারেন। এটা করতে পারলে যে টাকা এই সমস্ত সমিতিগুলিকে লোন দেওয়া হবে সেটাও সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তদুপরি যারা টাকা নেবেন তাদেরও আত্ম সম্মান বাড়বে।

তারপর শিক্ষার ব্যাপারে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এবার ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষার ব্যাপারে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন মারাত্মক ত্রুটি আছে যার ফলে এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই যদি শিক্ষার পরিণতি হয় তাহলে এই ধরণের শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা অপরের চিন্তা করা এবং একটা হাই পাওয়ার কমিশন বসিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঠিক করা দরকার। আরেকটা ব্যাপার প্রতিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—আমাদের শাসনতন্ত্রে অসাম্প্রদায়িক নীতি গৃহীত হয়েছে, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু কলকাতার হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত কলেজ এবং বেথুন কলেজিয়েট স্কুল হিন্দু ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হতে পারে না। যেখানে সরকারের টাকায় এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে সেখানে কি করে এই ব্যবস্থা চলতে পারে আমি ভাবতে পারি না আমি মনে করি যেখানে সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না সেখানে এক পয়সাও সরকারী সাহায্য দেওয়া উচিত নয়। আমাদের যদি নতুন জাতি গড়তে হয় তাহলে এই দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani :

Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the increase, even though small, in th Medical and Public Health Budget passed by this House. Our State is disease ridden, with a low standard of living in unhygienic surroundings. Consequentl it has very urgent health problems. Even a greater increase in the healt budget was possible perhaps if necessary economy was achieved in other Depart ments, notably Police and Administration.

Sir, I would try to limit myself to defects in the implementation of th health programme. The first thing that attracts my attention is that even th amount that we vote here is either misspent or not spent totally unlike th Police budget which is usually overspent. Dr. H. K. Roy, President of th Indian MeMdical Association, had remarked at the Provincial Conference las month that "the State should not allow lapse of funds, leaving the urgent health problems unattended". To make matters worse, there is another loophole—I mean the whirlwind of corruption specially at the Central Drug Stores. The result of this faulty implementation of health policy is that people do not get that quality and quantity of health service to which they are entitled and the health service staff—the nurses, the doctors and most of all, the grade IV employees—are over-worked, under-paid and mercilessly exploited. Social justice is denied to them. If matters are allowed to drift in this way, more and more young men and women will be forced to turn away from medical career, creating a dearth of medical personnel in the future —something unusual for our State.

The Government publication "Health on March—1948-59" ends with the following claim : "Improvement of health services during 1918-59 has resulted in better health for the people, reduction of death rate by 58 per cent, saving lives of about 3,00,000 persons and increase in the span of life by 10.74 years during 1931-49." What has this last item to do with the improvement of health service in 1948-49, I do not know. It seems to be logic reversed. Besides, what is the worth of this tall claim? Is this phenomenon peculiar to West Bengal or is it universal due mainly to bromendous strides in the advance of medical science during the last 25 to 30 years? This factor apart, what percentage of the population is served by the State Health Service? Of 18,000 qualified doctors in West Bengal, only 2,000, i.e. just over 10 per cent are employed in the State Health Service. The budget provides Rs. 3.95 per capita medical expenditure as against a very modest estimate of Rs. 10.50 by Prof. Mahalanobis, which, I fear, is itself gettng out of date due to rapid rise in prices.

Government could claim at least some credit if they had succeeded in eliminating preventable epidemics from the life of the country. But they have failed.

In spite of rising profits and productivity of labour, the Government has failed to raise the standard of living of the common people so as to enable them to fight better against disease. Our Leader, Shri Jyoti Basu, has already referred to the report of a sample survey of the socio-economic conditions in the Saktigarh Community Development Block by the All India Institute of Hygiene and Public Health as proof of the miserable nutritional economic standard of the population.

Now, let us come to Tuberculosis, the most reliable barometer to measure the character of any State. According to the statistics of the Health Directorate itself, T. B. cases treated in hospitals and dispensaries in 1951 numbered 34,174

and in 1958—77,947. 4 to 8 lakhs of T.B. cases are variously estimated to be in West Bengal.

But what does it matter? Has not his chief the Central Health Minister reassured us that "with the limited resources the Government was unable to cope with the problem of tuberculosis in the country"? Sir, what a dismal prospect for the country!

[11-20—11-30 a.m.]

Then there is another problem—the problem of food adulteration and sale of spurious drugs. Here again the Central Health Minister has come to the rescue by characterising it as reflecting on the character of the people, saying that "the problem could only be tackled by all round efforts to raise the character and moral standards of the people". According to the editor of the Amrita Bazar Patrika of 11-3-60, "if it was a commentary on anything it was a commentary on the character of the administration. Laws to deal with food adulteration are there, but they are not only full of lacunae but are not properly enforced, there being too few Food Inspectors and too few Food Analysis. What is worse still, the Government net for catching up the food adulterators is so prepared and cast in such a mnaner that the big fries find not much difficulty in escaping and only the smaller fries are caught. Public wrath is subtly directed from the mass murderers to their petty agents." As for the character of State health service if you go to any hospital in Calcutta or the districts you will be horified to see that goes on there. The filth, the overcrowding, the inhuman and callous neglect, lack of modern treatment facilities and essential drugs, the same old system of stock mixtures and tincture iodine—half the rural health centres are not functioning. Teaching in Medical Colleges is as bad as could be. There are too few teaching in Medical Colleges is as bad as could be. There are too few teachers with too little time and too many students with too little equipment to learn. Dr. Misra, Professor of Surgery of Lucknow University came to visit our Medical Colleges on behalf of the Indian Council of Medical Research about 8 months ago. He was astounded as to how these institutions were functioning as teaching institutions.

In other States Professors are invited to interview members of the Planning Commission for discussion in connection with medical planning in their States. But it is not so in West Bengal. Here it is the special privilege of the Writers Buildings coteri. And the result is chaos in medical teaching and health services, high failures in examinations caus tremendous waste in men and money, and bad treatment in hospitals. That is why a case of comminuted fracture of the thigh bone remained undiagnosed after 8 days of observation and X-Ray photograph in the biggest hospital of West Bengal. Can the Hon'ble Minister explain how is it possible? All this came in for sharp criticism at the Indian Medical Association's provincial conference at Baruipur on 14-2-60. Dr. H. K. Roy, the President, said that "in our hospitals there is want of space, want of proper wards, want of proper departments and they are under-staffed. Full powers are not given to able and competent men with high academic achievements and research spirit in improving and remodelling their departments. The powers rest usually in the hands of those who have never handled through spectacles of out-modish, bookish knowledge or preventive medicine. Of medical management they know little and of medical research less." Next day the Amrita Bazar Patrika commented "The West Bengal Government was spending Rs. 11.5 crores out of Rs. 75 to Rs. 77 crores on medical care and public

health. This State had at present 1 bed for every 1,085 people, 1 doctor for every 1,510 people, and 1 nurse for every 3,473 people. Yes, this State of ours has today the resources in finance as well as in trained personnel needed for maintaining health services of a reasonably high order. If the various departments of medical relief and public health are full of lacunae, the administration cannot certainly be given a clear bill of health". I wish the editor had visited the Bangur Hospital. He would have had the exhilerating experience of seeing —two patients sharing the same bed—for what scientific purpose he would have wondered. In addition there is another malady which characterises our health administration. Their bureaucratic vindictiveness—which sometimes drives even the t.b. patients to hunger strikes in Government hospitals. A T.B. patient, Kalidas Banerjee was discharged from M. R. Bangur Sanatorium, Digri, on 3-7-59 ostensibly as improved, but really as he was considered a troublesome patient by the Superintendent as a ventilator of patients' grievances. He died eventually on 28-12-59, within 6 months of his discharge. After his death his brother was informed of his admission in Kanchrapara T.B. Hospital. Can I ask as to who is responsible for this young lad's death?

Instead of receiving any encouragement the nurses in service are always overworked and harassed.

Sir, recently the Hon'ble High Court had to issue a rule against the State of West Bengal on the *ex parte* application of one usch harassed nurse—Sreemati Lakshmi Gupta.

Sir, I have received very serious allegations of maladministration, nepotism and frequent lack of essential drugs from the Darjeeling Hospital. Considering that its connection with Calcutta is so tortuous, I instist that an immediate investigation be made and the public grievances be attended to at once. I consider it very urgent.

Sir, on the face of all these, how can the Hon'ble Minister claim all the credit for results in the sphere of health for himself and his two brother-Directors, as he described them recently? By doing so, he has shown less than the minimum sense of justice to such non-Government institutions as the Tuberculosis Relief Associaton, the Tuberculosis Association of Bengal, the Ramkrishna Mission Institutions, the Niramoy, the People's Relief Committee, the Chittaranjan Hospital and Seva Sadan and the Cancer Hospital, the K. S. Roy Tuberculosis Hospital, the Islamia Hospital, Dr. Kshirode Chowdhury's beautiful Sisu Sadan and a lost of other more modest and less known institutions which have been self-lessly bearing the noble burden of health-service without a tear and without caring for anybody's thanks for all these years. Can ingratitude stoop lower? But this is not all. This attitude results in a most unjustified neglect and sometimes total denial of material aid, so urgently needed by such deserving institutions.

Sir, a few words about the Government failure with regard to the management of mental diseases. Mr. Atul Behari Dutt, Founder-Superintendent of the Bangiya Unmad Ashram, a Mental Hospital, has said that West Bengal alone needed at least 1,20,000 beds for mental diseases while she had only 862 beds at Ranchi and 15 beds each for observation and treatment at Bhawanipur—barely 7% of the requirement. There are about another 200 to 300 beds in non-Government institutions. This is hopelessly but to no effect.

Lastly, Sir, I would like to say a few words about the Government bungling over the Employees' State Insurance scheme. The employers' share of contribution is consistently less than what is required by law. The workers' families

are excluded from it. And there is yet to be a separate hospital for the workers under the scheme, as demanded by the workers. Dr. H. N. Shivapuri, presiding over the 36th All-India Medical Conference at Indore on the 27th December, 1959, remarked: "Instead of following the above provision of the E.S.I. Act and rapidly extending it to other classes, the Government of India itself has torpedoed the Act by excluding their own factories ..... Following the bad example set by the Government of India, the State Governments have begun to do the same. ....How can the Government force the private employers when they, as the biggest employers, exclude themselves from an Act of their own? . .Another point, the position of doctors is very unsatisfactory in panel as well as in service system." Sir, the success of the Employees State Insurance scheme depends mostly on the service which the medical profession can render to the Government and to the industries. Therefore if under this scheme the medical profession remains dissatisfied, and cannot render service to the less fortunate members of the workekrs' families, how can this scheme succeed at all ?

Sir, such is the overall state of the health service—full of defects and lacunae. Where is the provision in the budget to rectify and steel these defects and lacunae ?

Sir, under the circumstances what is the option left for me except to oppose this Bill?

Shri Gurupada Khan :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি পল্লী অঞ্চলের কয়েকটী সমস্যা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করতে চাই। পল্লীর জীবন, পল্লীর সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সবকিছু যখন সাধারণভাবে কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে তখন যদি এই কৃষি ব্যবস্থা ঠিক ঠিক পথে উন্নত না হয় তাহলে পল্লীজীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবেন না, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমরা পল্লীবাসীরা যেটার সবচেয়ে বেশী করে অভাব অনুভব করি সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা। অবশ্য আমাদের দেশে বড় বড় সেচ পরিকল্পনা অনেক হয়েছে কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দিকেও আমাদের নজর দেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দিকে যদি নজর দিতেন তাহলে পল্লী অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও বেশী উন্নত করা যেতে পারত। আরেকটি কথা আমাদের এই সকল অঞ্চল সম্পর্কে সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে ডি, ভি, সি, বাঁধের পশ্চিম দিকে নদীগর্ভে খুব বেশী বালি জমার জন্য যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই সমস্যা সম্বন্ধে যদি অবহিত না হন তাহলে এই নদীর পাশের একটা বিশেষ অঞ্চল বছরের পর বছর সামান্য বন্যা হলেও বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।

[11-30-11-40 a.m.]

সেটা হচ্ছে বালি জলে জলে নদীগর্ভ উঁচু হয়ে যাওয়ার জন্য যদি বান আসে তাহাকে পাশের যে গ্রাম ভাল রয়েছে সে গ্রাম এবং জমিতে বেশ পরিমাণ জল প্রবেশ করে সেখানে চাষের এবং জনসাধারণের ক্ষতি করে থাকে। সেই গ্রামগুলিকে বাঁচাবার জন্য বর্ষার আগে সেখানে জল নিকাশের জন্য ঠিক ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বল্লেন যে তিনি খুব চেষ্টা করছেন, তাতে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি এবং এই সঙ্গে আমি যে সামান্য কয়েকটা সাজেসশন বলেছি সে ভাল তিনি যেন একটু চিন্তা করে দেখেন। মাধ্যমিক শিক্ষক যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বেতনের জন্য আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয় কেননা মাসের পর মাস আমরা দেখেছি যে মাধ্যমিক শিক্ষকরা ঠিক মত বেতন পাননা। কাজেই এক্ষেত্রে কিছু

টাকা য়্যাডভান্স করে হেড মাষ্টারের বা সেক্রেটারীর কাছে দিলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামে ছাত্রমত বেতন নিয়মিতভাবে আদায় হয়না, সুতরাং এই ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা ঠিকমত সময়ে বেতন পাবেন বলে আশা করা যায়। স্কুল কাজে আরো কিছু টাকা দেয়ার ব্যপারটা সিরিয়াসলি চিন্তা করে দেখা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যাপারেও বলতে পারি। পোষ্ট অফিসে নানা রকম গণ্ডগোল হচ্ছে পোষ্ট অফিসের উপর আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কোন কণ্ট্রোল নেই। যেখানে পঞ্চায়েৎ গঠন হয়েছে সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধানকে বাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া দিতে পারেন তাঁদের হাতে টাকা জমা থাকলে ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বা পঞ্চায়েতের অভাবে বা প্রাইমারী স্কুলভাব রয়েছে তাঁদের সংগে তাঁদের টাচ্ থাকবে এবং তারা নিয়মিতভাবে বেতন দিতে পারবেন। কাজেই কথা হচ্ছে মণিওর্ডার করে টাকা পাঠাতে হলে আমাদের বেশ কিছু টাকা খরচ হয়, মণি-অর্ডারের কমিশন বাবদ। সকলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা পঞ্চায়েতের প্রচলিয়া সংগে সেই টাকা ব্যাংকে রাখেন তাহলে সেটা পাঠাতে যে খরচ পড়বে সেট মণি অর্ডারের কমিশনের মতই পড়বে এবং শিক্ষকরাও সংগে সংগে বেতন পেতে পারেন। স্কুল বোর্ড যে টাকা দিয়ে থাকেন স্কুল বোর্ডকে রাজ্য সরকার নির্দেশ নিতে পারেন সেই ইউনিয়ন বোর্ডের বা পঞ্চায়েতর ঐ রকম দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে টাকা দেওয়া হোক। এটা যদি করেন তাহলে স্কুল কলেজ সংগে তাঁদের যোগাযোগ থাকে এবং মাসের পর মাস ঠিকমত সময় শিক্ষা করা বেতন পেতে পারেন যতদিন কমবেশী হোক তাতে কিছু আসে যায় না তাঁদের বেতন আর বাকী থাকবেন পোষ্ট অফিসের গণ্ডগোল বা অন্যান্য ত্রুটীর জন্য। আমার মনে হয় এই ব্যবস্থা গ্রহম করলে আমার এই সমাস্যার সমাধান করতে পারি। অন্ততঃ এই রকম হোক বা অন্য কিছু যদি ভাল উপায় থাকে তাহলে সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ। তার পরে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষক এবং ছাত্রের অনুপাত। আমি বিভিন্ন পল্লীতে ঘুরে দেখেছি প্রত্যেক বিদ্যালয়গুলিতে অধিক মান রয়েছে অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণী সেখানে ছাত্র সংখ্যা কম এবং ভাল শিক্ষক সেখানে শিক্ষা দান করে থাকেন অথচ সেটা শিক্ষার ভিত্তি অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী সেখানে ৩০।৪০।৫০ জন করে ছাত্র থাকে এবং সেখানে সাধারণ 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকরা শিক্ষাদান করে থাকেন। কাজেই সেখানে উপযক্ত পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা বা শিক্ষা পদ্ধতি চাই। আমার মনে হয় যে এই নিম্নতম শ্রেণীগুলির দিকে আরো বেশী করে নজর দেয়া উচিৎ এবং যে সব টাকার নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছিল সেটা সম্বন্ধে আরো বেশী করে চিন্তা করা উচিৎ সেখানে ১৬ জনের বেশী ছাত্রের একজন শিক্ষকের কাছে পড়া উচিৎ নয়, কারণ তাহাকে ছাত্রদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে পারা যায় না। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খুব বেশী ভীড় থাকে। স্বভাবতঃ ক্লাস টেনে বা ইলেভেনে যে ছেলে থাকে তার চেয়ে ক্লাস ফাইভে বা সিক্সে তার বেশী ছেলে থাকে। বাস্তবিক যদি প্রত্যেকের প্রতি ইনডিভিজুয়াল য়্যাটেনসান দিতে হয় তাহলে ছাত্র এবং শিক্ষকদের অনুপাতের দিগে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কিন্তু এদিগে আমরা নজর দিই না যাক আমাদের শিক্ষার ভিত্তি চালু হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কাজেই আমি বলবো এদিকে আমাদের শিক্ষা বিভাগের বিশেষ করে নজর দেয়া উচিৎ। তার একটা কথা বলে আমি শেষ করবো সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিভাগ সম্বন্ধে। জমিদারী উচ্ছেদের আগে সমস্ত জমিদারের কিছু কিছু সাহায্য দিয়ে চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারীগুলি চালাতেন। আমাদের অঞ্চলে আমি দেখেছি যে জমিদারী উচ্ছেদের পর সে সমস্ত চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারী গুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকারের এদিকে একটু দৃষ্টি দেয়া উচিৎ। মালিয়ারা গ্রামে চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারী একশো বছর ধরে চলছিল কিন্তু জমিদারী উচ্ছেদের পর জমিদারেরা সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায় সেই চ্যারিটেবল্ ডিসপেন্সারী বন্ধ হয়ে গেছে। কিছু দিন হল অবশ্য সেখানে মোবাইল ইউনিট সরকার দিয়েছে কিন্তু এদিকে সরকারের

একটু দৃষ্টি দেয়া উচিৎ যাতে করে এই সমস্ত যে বহু প্রাচীন ইনস্টিটিউশন গুলি রয়েছে এগুলি না হয়ে যায়।

Shri Panchugopal Bhaduri :

মিঃ স্পীকার, সার গতকাল যখন স্পীকার মহাশয়ের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলবার জন্য আমি অনুমতি চাই তখন তিনি বললেন এ্যাপ্রোপ্রিয়েশানের উপর বলতে। আমার বক্তব্য বিষয়টা হচ্ছে শ্রীরামপুরে মাহেশ এলাকাতে আইন এবং শৃংখলা একেবারে ভেংগে পড়েছে। গত দু'মাস ধরে এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের এবং এই হাউসের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। সম্প্রতি গত পরশু দিন একটা যুবক খুন হয়েছে এবং সেই খুনের প্রকৃতি খুব জঘন্য। একটা দোকানে দীপক মুখার্জী বলে একটা ২৫ বছরের যুবক যখন খাচ্ছিল তখন সেখানে একটা গোলমাল পড়ে, খুব ধোঁয়া এবং ধুলো হয়, তারপর ৪।৫ জন লোক ভোজালি আর তলোয়ার নিয়ে তাকে literrally hacked to death, একেবারে ফুপিয়ে মেরে ফেলে। কিন্তু তখনই সে মরেনি, ওখান থেকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর শেষ রাত্রে সে মারা যায়। এই ঘটনার সংগে আরও অনেক ঘটনা যুক্ত আছে। গত দু'মাসে শতাধিক ঘটনা হয়েছে। এই এলাকার ২০।২৫ জন গুণ্ডা ৪জন এক্স-কনভিক্টেড্ ব্যক্তির নেতৃত্বে ঠিক মাহেশ ফাঁড়ির সামনে জি, টি, রোডের একটা মিলের বাড়ীতে থাকত এবং openly তারা কাজকর্ম চালিয়ে যেত। এর সংগে সংশ্লিষ্ট আছে সাইকেল চুরির ব্যাপার। এদের একটা অংশ সাইকেল চুরি করার সময় যখন লোকে ধরে ফেলেছে তখন অকল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের একটা ছেলের বাড়ীতে ঢুকে সেই ছেলেকে লাথি মেরে অজ্ঞান করে ফেলল, তার দুটো বোনকে মারল, ৪ ঘণ্টাবাদে তার জ্ঞান হয়। জি, টি, রোডের উপর মাহেশ ফাঁড়ির সামনে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে এই রকম একটা ছেলেকে ডেকে তাকে ফেলে দেয়, তার বুকের উপর একজন ভোজালি ধরেব আর একজন তার কানে বুট শুদ্ধ লাথি মারতে থাকে। আর একটা হচ্ছে, রামপুরিয়া আই, এন, টি, ইউ, সি, র সেক্রেটারী নাম মালিক, তাঁকে রাস্তার ধারে ভীষণভাবে প্রহার করে। এই রকম অসংখ্য ঘটনা হচ্ছে। এর থেকে বুঝতে পারবেন এর সংগে স্থানীয় ফাঁড়ির যিনি Town Sub-Inspector, যাঁর নাম আমির হোসেন তিনি দীর্ঘদিন ঐ এলাকার মিলের সংগে সংযুক্ত থেকে কতখানি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। একজন আই, বি, হেড্ কনস্টেবল যার নাম সুধীর চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ, মিঃ বর্মণ এদের জন্য একটা সেণ্টার করেছেন। এই ২ মাসে তাঁরা একটা গুণ্ডারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে দীপক মুখার্জী বলে একটা সুস্থ সবল ২০ বছরের যুবকের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। কাজে কাজেই এ সম্পর্কে কথা হচ্ছে দোষীকে অনুসন্ধান করে ধরে শাস্তি দেওয়া এবং তার পিছনে যে চক্রান্ত আছে তা আনর‍্যাভেল করা ইত্যাদি। স্থানীয় লোকেরা ভয় পাচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধানের দায়িত্ব রয়েছে ঐ ও, সি, র উপর বা মাহেশ আউট পোস্টের যিনি আমির হোসেন তার উপর বা আই, বি, সুধীর চক্রবর্তীর উপর, ততক্ষণ লোকে এগিয়ে আসবেনা। এরা একত্রিত হয়ে মদ চোলাই, সাইকেল চুরি এমনকি ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করছে। এই সমস্ত গ্যাং এর নেতা হচ্ছে ৪ জন খুনী কেসের এক্স কনভিকটেড্ লোক। তাদের সংগে শ্রীরামপুর ও, সি, মাহেশ থানার এস, আই, এ, এস, আই, এস, পি, স্থানীয় পুলিশ অফিসার, সার্কেল ইনস্পেকটরের ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। এদের রিমুভ করা উচিৎ এবং এর একটা জরুরীইনভেস্টিগেশান হওয়া দরকার।

11-40—11-50 am.

সেইজন্য আমি দাবী করবো আপনার মাধ্যমে যাতে শ্রীরামপুরের ও, সি কে রিমোভ করে, ইনভেস্টিগেশন এর দায়িত্ব জেলা এস, পি গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক। এবং সেখান করে যিনি সিভিল্ ইন্সপেক্টর, আমি যত দূর জানি তিনি সাধু লোক, তার উপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে এবং অসাধু এ, এস, আই ও হেড

কনস্টেবল, তাদের নিশ্চই রিমোভ করা করকার। এ না করলে সরকারের মর্য্যাদা এব ন্যায় বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, এবং সেখানে যে গুণ্ডারাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ত অব্যাহত থাকবে। এই সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য তা আমি বলে শেষ করলাম। আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখার্জী মহাশয়ের এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাকে এখানে দেখছি না, থাকলে ভাল হত। আশা করি এ সম্পর্কে তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এই সমস্ত পুলিশ অফিসার যাঁরা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, তাদের উপর ইনভেস্টিগেশন-এর দায়িত্ব কখনও রাখা উচিত নয়, তাদের হাত থেকে এটা কেড়ে নেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Dr. Beni Chandra Dutt :

মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট আলোচনার পর, সেই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং সেই মঞ্জুর ব্যয় করবার জন্য এখানে যে বিল এসেছে সেটা সমর্থন করতে উঠে, আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি মন্ত্রীমণ্ডলীকে এবং করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে। তিনি পশ্চিম বাংলার আয়, যেটা ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ কোটি টাকা ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে দু-কোটি টাকায় এনে পৌঁছাতে পেরেছেন এই পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা আশা করবো আগামী বৎসরের বাজেটে আমাদের আয়ের অঙ্কটা আরও বর্দ্ধিত রূপে আমাদের সামনে আনা হবে। সে ভাবে আমাদের আয়টা বাড়তে পারে, সে সম্বন্ধে আমার দু-চারটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা দেখছি সেলস্‌টেক্স একটা আয়ের বড় অঙ্ক। ১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা থেকে বর্ত্তমানে ৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকায় এসে পৌঁচেছে। যদিও এই হাউসে অনেক সদস্য এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আজকে আমাদের আয় আরও বাড়ান সম্ভাব, কিন্তু অনেক ছিদ্র আছে, সেগুলি বন্ধ করতে পারলে আমাদের আয় বাড়তে পারে। আমি একথা সমর্থন করি। তবে এইটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি যদিও পশ্চিম বাংলায় সেল ট্যাক্সের দিকে একটু কড়া নজর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেন্ট্রাল ট্যাক্স যেটা হয়েছে, সেটা আদায়ের জন্য কর্মচারীদের মধ্যে একটা শৈথিল্যের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় একই লোকের উপর এই দুটী ট্যাক্স আদায়ের ভার থাকার জন্য অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। অবশ্য আমি একথা বলবো যে কয়টা বিষয় আমরা অনুধাবন করে ট্যাক্স ধার্য্য করি, সেখানে আমাদের আয়টা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। এবং আমাদের হাউসের অনেক সদস্য মহাশয় এই মত প্রকাশ করেছেন যে উৎপাদন কেন্দ্রে ট্যাক্স ধরলে আমাদের আয় আরও বাড়বে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই রকম ভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে কর বসানর অনেক ঝঞ্ঝাট আছে এবং সেই জন্যই সেটা সম্ভব নয়।

আমি একটা জিনিষের কথা বলছি—চায়ের উপর কর, উৎপাদন কেন্দ্রে না করে সে যদি দালাল মারফৎ মালিকগণ চা বিক্রী করে তাদের উপর যদি ট্যাক্স বসানো যায় তাহলে অনেক টাকা আয় বেড়ে যায়। এই ব্রোকার অব সেল করে দুটি বিভাগ থেকে একটি এক্সপোর্ট আর একটি ইমপোর্ট, এই এক্সপোর্ট কিছু কিছু দেশের মধ্যে বিক্রী হয়, এটা একটা রফা করে ফ্ল্যাট রেট করলে আমার মনে হয় ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হয়। আর একটা কথা বলছি দাবী হিসাবে উত্থাপন করে রাখছি, সেটাকে ইনকাম ট্যাক্স আমি গত বছর এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে এটা বলেছিলাম দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম যে ভিত্তিতে এই ইনকাম ট্যাক্স বণ্টন করা হয় অর্থাৎ পপুলেশন বেসিস, এটা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে খুব একটা অন্যায় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করি। এই দাবী আমি শুনেছি— মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় নাকি সেণ্ট্রালএর কাছে

পেশ করেছিলেন, কি ফল হয়েছে আমি না। আমি একথা বলবো ১৯৬২ সালে যে ফেমাইন কমিশন বসবে সেখানি যদি আমাদের সব রকম দিক দেখে পেশ করেন, আমাদের আয়ের অঙ্ক আরও বাড়াবে। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে সেণ্ট্রার আমাদের অনেক রকম সাহায্য করে কিন্তু আমাদের নিজেদের পায়ে যদি দাঁড়াবার শক্তি থাকে, নিজেদের আয়ের অবস্থার দিক থেকে তাহলে সেণ্টারের মুখাপেক্ষী এতটা আমাদের হতে হয় না। এণ্টিমনির দিকে প্রত্যেক প্রোভিন্স দৃষ্টি রাখে কিছু দিন আমরা সেণ্টারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। এই এপ্রোপ্রিয়েশন খাতে আমাদের দুটো জিনিষ দেখবার আছে। এই যে আমরা প্রতি বছর এই টাকাটা ব্যয় করবার অধিকার দিই সেটা যথাথ ব্যয় হচ্ছে কিনা, কোন অপব্যয় হচ্ছে কিনা। আমি কয়েক বছরের বাজেট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে এটা দেখছি, বহু খাতে যে টাকাটা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং খরচ করার অধিকার দেওয়া হয় তা পুরো—খরচ হয়না। আমি দেখি মেজোর হেড, ক্যাপিট্যাল অউাট্‌লে সিভিল ওয়ারক্স বাই-সাইড রিমুভ এ্যকাউণ্টস্। ১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের বাড্‌গেট এস্‌টিমেট ছিল ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কিন্তু যা খরচ হতে দেখা গেল তাতে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে এমনি করে প্রত্যেক বছর দেখা যাচ্ছে ১ কোটির উপর উদ্বৃত্ত হয় বিভিন্ন খাতে। আমি এখানে একটি তালিকা সংকলন করেছি কিন্তু পড়তে গেলে সময় চলে যাবে। আমি এখানে একথাই বলতে চাই আমরা যে টাকা করার অধিকার দিচ্ছি আমি এটা আশা করবো যে দেশের উন্নয়ন কার্য্য করতে গেলে যদি পুরোপুরি টাকাটা ব্যয় না করেন তাহলে দেশের উন্নয়ণ-কার্য্য ব্যাহত হবে এবং সে ডিট্রু ব্যয় করতে পাচ্ছে না তাদের যে সুষ্ঠু পরিচালনা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় না।

আর একটা কথা আমাদের অপব্যয় কিছু হচ্ছে কিনা সেটা নির্দ্ধারণের কি উপায়। এই হাউসের অনেক সভ্য অনেক কথা বলেছেন, এই অপব্যয় অনেক রকমের, এই কাজ চলনা বিল পাশ হয়ে গেল, দুবার বিল পাশ হয়ে গেল কিন্তু এগুলি প্রমান সাপেক্ষ। আমি যেগুলি জেনেছি তার ভিতর থেকে একটী কথা উল্লেখ করতে চাই। আমার এলেকায় এগরিকালচার ডেপ্ট অধীনে একটা কাজ হয়েছে, মাটি কাটার কাজ চরণ কুমার বিদ ৪॥০ লক্ষ কিউবিক ফুট মাটি কাটা হয়েছে বলে বিল দেয়। ফলে সেখানকার স্থানিয় লোকেরা আপত্তি জানায় যে এত মাটি টাকা হয়নি কম হয়েছে, ১ লক্ষ কিউবিক ফুটের মত কম হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানানো হল, তিনি পরিদর্শন করতে এলেন, ওভারসিয়ার মেপে বললেন এত কম হয়েছে, ৯৬ হাজার কিউবিক ফুটের মত কম হয়েছে।

[11-50—12 noon]

কিন্তু সেই কন্ট্রাক্টার তখন বললেন—বৃষ্টি হয়ে পলি পড়ে মাপ কম হয়ে গেছে। সেই হিসেব করে—তিনি পরোয়ানা দিলেন যে ৪৮ ৫৪০ কিউবিক ফুট কম হয়েছে। তার মেমো নম্বর হচ্ছে ১৭৬৩ (৩), ১৬।৬।৫৮ তারিখ। এই পরোয়ানা বেরুবার পরে ও কন্ট্রাক্টার-এর উপর কোন বাধানিষেধ হ'ল না। স্থানীয় লোকেরা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে সেটা জানালে মন্ত্রীমহাশয় বললেন এক্সিকিউটিভ অফিসারা এ কাজ করেন। তাদের উপর তিনি কিছু করতে পারবেন না। আমি অবশ্য জানিনা মন্ত্রী মহাশয়ের ক্ষমতা কতটুকু; আর এক্সিকিউটিভ দেরই বা ক্ষমতা কতটুকু বর্তমান এক্সিকিউটিভদের মধ্যে দেখি তাঁরা বেশ শিক্ষিত লোক কেউবা·····সার্ভিসেসে-এর লোক। তাঁরা যখন রাইটার্স-বিল্ডিংসে আসেন তখন দেখেন যে এখানে এলে আর লড়তে হয় না। গোলক ধাঁধাঁ ঘরে পড়ে গেলে—যেখানে লেখা আছে—এখানে আসিলে পতন হয় না। এক চিতে কৈলাস প্রাপ্তি! এই জন্য এক্সিকিউটিভ হেলথ সারভিস্ রাইটার্স বিল্ডিংস মিনিষ্টার কাম অ্যাণ্ড গো বাট উই গো অন ফরয়েভার।

এই অবস্থায় আজকে এডমিনেষ্ট্রেশন-এ গলদ অসেছে—এক একজন অফিসারকে পাঁচ, দশ

পনর বৎসর একজায়গায় রাখবার জন্য শৈথিল্য আসে। আজকে সেটা অবধারিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

Shri Phakir Chandra Roy :

মাননীয় ডেপুটীস্পীকার মহাশয়। বাজেটে দেখা যায় এস্টিমেট যা হয়, তা রিভাইজড এস্টিমেট থেকে পার্থক্য হয়ে যায়, আবার স্কীম থেকে পার্থক্য হয়ে যায়। এস্টিমেট, রিভাইজড এস্টিমেট এবং এক্চুয়াল প্রতি বছর এই রকম একটী পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যটা হয় কেন? এই পার্থক্য হয় আমার মনে হয় যখন এস্টিমেট তৈরী হয়, তখন বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট, থেকে এগুলি ভাল ভাবে চেক্ করা হয় না। ভালভাবে চেক্ করা হলে এত পার্থক্য বছরের পর বছর এস্টিমেট রিভাইজড এস্টিমেট এবং এক্চুয়াল এর ভেতর হ'ত না। এই ব্যাপারে যদি একটী ক্যাবিনেট সাব কমিটি হয়, ফাইন্যাল বাজেট প্লান করবার আগে এই সাবকমিটী যদি ভালভাবে এস্টিমেট গুলি চেক্ করেন, তাহলে বছরের পর বছর এত পার্থক্য হয় না।

তারপর টাকা ধরা হয় পূর্ববর্তী বক্তা বললেন টাকা খরচ হয় না। এই টাকা খরচ কেন হয় না? নিশ্চয়ই কোন না কোন জায়গায় শৈথিল্য আছে, গাফিলাতি আছে। যে জন্য টাকা ধরা সত্বেও খরচ করতে না পারাটা ডিজক্রেডিট অফ দি এ্যডমিনিস্ট্রেসান।

যে পরিমান টাকা ধরা হয়, সেই টাকাটা যাতে খরচ হয় এবং উপযুক্ত ভাবে খরচ হয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেন সেদিকে লক্ষ্য রাখেন এবং প্রতি বছর অডিট থেকে যে আপত্তি হয়, তার ও যেন প্রতিবিধান করেন।

আর দু-একটী কথা এখানে বলতে চাই! একটী হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে। সেকেণ্ডারী এডুকেসান বিল আপার হাউস্এ আলোচিত হল, যেখান থেকে পাশ হ'ল। কিন্তু তার পরেও দু-বছর হয়ে গেল, অথচ এখানে তা এলনা। এই সেকেণ্ডারী এডুকেসান বণ্ড একটা মোগ্লাই রাজত্বের ব্যাপার হয়ে গেছে। যথেচ্ছচারিতা সেখানে চলেছে। আজকে আমার মনে হয় সেকেণ্ডারী এডুকেসান বণ্ড, ও সেকেণ্ডারী এডুকেসান কে ঠিকভাবে সংগঠিত করতে হয় যে ডি হচ্ছে, এটা যদি চেক্ করতে হয়, তাহলে আর বেশীদিন এই সেকেণ্ডারী এডুকেসান বিল ফেলে রাখা অনুচিত হবে। অধিকন্তু এটা দেশের স্বর্থের পক্ষে ও ক্ষতিকারক।

আর একটা বিষয়ের প্রতি ডেপুটি স্পীকার মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ণ করিতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় কম্যুনিটি প্রজেক্ট ইনট্রোডিউস হয় নি। একজায়গায় কম্যুনিটি প্রজেক্ট হয়েছে কিন্তু সেই কম্যুনিটি প্রজেক্টর বেনিফিট পার্শবর্ত্তী কোন জায়গা যদি পায় তাহলে তা গুরুতর পাপ হয়ে যায়। বর্দ্ধমানের কাছে শক্তিগড়ে একটা ব্লক হয়েছে তাকে থাকার জায়গা সেই ব্লকের মধ্যে পড়েছে সংস্কার করার জন্য। গত বৎসর একটা এস্টিমেট করতে বলাহল। সেই বাকার অংশটা এস্টিমেট করতে দেখা গেল যে তার খানিকটা অংশ আসামীর মধ্যে পরে যাচ্ছে। যারা এস্টিমেট তৈরী করেছিল। ইরিগেশন ইনজিনিয়ার, তিনি বললেন, না এক ব্লক এরিয়ার টাকা নন্ ব্লক এরিয়াতে যাবে এটা হতে পারে না। কারণ আপনাদের যে ইনসটাকশন আছে এটা তাহলে সেই ইনসটাকশনএর বিরুদ্ধে যাবে। কাজেই এখানে যে সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছিল সেটা স্থগিত রাখা হল। এটা করা গেল না। আমি, ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করবো যাতে জাতীয় হাস্যকর ব্যাপার থেকে এডমিনিসটেশন মুক্ত হয় এবং যত শীঘ্র মুক্ত হয় ততই ভাল। যেমন আগাছা বেড়ে বেড়ে যায় তেমনি এডমিনিসটেশন ও আনপ্লানেড ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ যেভাবে চালালে ঠিক ইফিইএন্সি বাড়ে ও ম্যাক্সিমাম কাজ পাওয়া যায় সেই ভাবে চালান হয় না। আমি আমাদের ওখানে এক ভদ্রলোক, অফিসার এর সঙ্গে বিষেষ কাজে দেখা করতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম তিনি নেই। জিজ্ঞাসা করে শুনলাম যে তিনি খেতে গিয়েছেন, কখন ফিরবে তা বলতে পারেন

না। তিনি আগেকার আমল হলে বলতে পারতেন সাহেব কখন যাবে কখন আসবে। কিন্তু ও আমলে স্বরাজ পাবার পর কখন যাবে কখন আসবে তার কোন ঠিক নেই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এই সব অব্যবস্থার যাতে অবসান ঘটে তার জন্য তারজন্য আবেদন করবো।

[12-12—10 p.m.]

Shri Haridas Dey :

মাননীয় ডিপুটী স্পীকার মহাশয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছিলেন সেগুলি পাশ হয়ে গেল। এখন এপ্রোপ্রিয়েশন বিল উপস্থিত করেছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তাবলে গেলেন যেটাকা দেওয়া হয় তার সব টাকা খরচ হয় না এবং যাও হয় তা অপচয়ই হয়। আমাদের হেমান্ত বাবু বেকার সমস্যার কথা বলেছেন যে বেকার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই তার জন্য করা হয়নি। এটা ঠিক যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই করা হয়নি এটা বলা যায় না। বেকার সমস্যা সমাধান করতে গেলে যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আমাদের সরকার সে দিক দিয়ে বৃহৎ শিল্প ছোট শিল্প এবং গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প করেছেন। করেননি তা নয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে একথা ঠিক। শিক্ষিত বেকাররা সরকারের অধীনে বেশীর-ভাগ কাজে নিযুক্ত হতে চায় এবং সরকারী চাকরী পাবার জন্য তাদের আগ্রহ বেশী।

একটা বিষয়ের প্রতি আমি সার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব আজকাল সরকারী চাকুরীর প্রতি সকলেরই আগ্রহ বেশী, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে প্রায় ২০।৪০ টি পোষ্ট খালি রয়েছে, পূরণ করা হচ্ছে না। রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে যা আয় ব্যয় তার চেয়ে অনেক কম। অখণ্ড বাংলায় ৪৫ টির উপর রেজিষ্ট্রেশন অফিস ছিল, এখন ১৬৭ টি আছে। সব সাবরেজিষ্টারই গেজেটেড অফিসার এবং তাদের পোষ্ট কালেক্টার-এর পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু কালেক্টারদের এক সংগে তুলনা করলে দেখা যায় সাবরেজিষ্টারদের মাইনে অনেক কম ১৯২২ সালে তাদের মাইনে ছিল ৮০—২৫০৲ ১৯৫১ সালে ১০০—২৫০৲ টাকা করা হয়েছে, অথচ ডেকালেক্টারদের ১৫০—৭৫০। একতাবস্থায়ও বহু সাবরেজিষ্টার-এর পোষ্ট খালি রয়েছে,—পল্লীগ্রামে একজন সাবরেজিষ্টারকে অনেক বড় এলেকার কাজ করতে হয় যার জন্য জনসাধারণের অসুবিধা হয়। আমি আশা করি সরকার এই অসুবিধা দুর করার চেষ্টা করবেন।

Shri Bankim Mukherjee :

ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বাজেটের আলোচনা এই বৎসরের শেষ হল। শেষ পর্যন্ত এই ধারণা আমার হল, গত দু হপ্তা ধরে অযথা আমরা বহু বাকবিতণ্ডা করলাম যার কোন সুফল দেখতে পাচ্ছি না। তার কারণ, যে কাটলেশন প্রতি বৎসরই দেখি হাজার হাজারের উপর এগুলি দেওয়া হয়ে থাকে—সেই সব কাটমোশন সম্পর্কে কোন মন্ত্রী চেষ্টা পর্যন্ত করেন না উত্তর আনাতে, ডিপট এর কাছে পাইবনা কোন কাটমোশন। এই হাইস আমার মনে হয় ব্যর্থ। প্রশ্ন দিলে পর ২ বৎসরের মধ্যে উত্তর পাওয়া যায় না, কাটমোশন দিলে কোন দিন ডেপুটির কাছে পৌঁছবেনা। এখানে যেসব কথা বলা হয় কোন মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় ২০।২২ মিঃ তার উত্তর দেওয়া এবং আমি জানি এখানে যে সব তীব্র ও সুসম্পট অভিযোগ উত্থাপন করা হয় মন্ত্রীরা চেষ্টা করেন সেগুলি এড়িয়ে গিয়ে পলিসির উপর যুক্তি দেখাতে, কিন্তু একবার পলিসির উপর আরম্ভ করলে, যেমন পুলিশ মন্ত্রী হয়তো একবার পলিসি নিয়ে আরম্ভ করলেন, শেষও করলেন তার উপর এমন একটা প্রচণ্ড রকমের বাংলা ভাষার অবতারনা করে যেন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী রচনা লিখছে এবং এখানে যে সব পয়েন্টেড কথা তোলা হয়, অমুক অফিসার এক কাজ করেছেন, কিন্তু তার শাস্তি না হয়ে

পদোন্নতি হয়ে গেল—এসব বিষয় তিনি এরিয়ে গেলেন। কোথায় কে বিবেকানন্দ মুখার্জী কোন জায়গায় সারটিফিকেট দিয়েছে সেটা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পড়লেন এবং পুলিশ মন্ত্রীও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাই করেন—তাহলে কি আসছেবার আমরা বিবেকানন্দ মাখার্জীর কাছ থেকে পুলিসকে চাবকানো ভাষণ নিয়ে আসব। কোথাও আমাদের পোয়েনটেড অভিযোগ গুলির উত্তর নাই। সে জন্য আমি বারবার সাজেশন দিয়েছি এবং এখনো বলছি—এই বিধান সভার তো কোন কাজ নাই, বছরে তিনমাস সময়ও আমরা বসি কিনা এবং ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আপনি কোন এডজুরমেণ্ট মোশন উঠতেই দেন না, বলেন, আমাদের যথেষ্ট সবিধা আছে বাজেট সময় আলোচনা করবার, কোথায় আছে? কোন কিছু আলোচনা করাও সুযোগ আমাদের নাই—সেজন্য আমি বারবার বলেছি এখানে যে সব কাটমোশন দেওয়া হয় এবং যে সব কথা বলা হয় তার উত্তর দেওয়া যদি এখনি মন্ত্রী মহাশয়ের সম্ভব না হয়, আসছে সিজনএ যেন লিপিবদ্ধভাবে উত্তর দিয়ে সেগুলি হোমএর টেবিলে রাখা হয়, তাহলেপর জনসাধারণ নাই পরুক, আমরা অন্ততঃ বুঝতে পারব। কিন্তু তার কিছু হয়েছি কি? মন্ত্রী মহাশয় তো বলে দিলেন তা হয় না। আমি বারবার বলেছি এই হাউসে বাজেট অধিবেশনে যে সমস্ত কাটমোশন আসে সেগুলি ডেপুটির কাছে পাঠিয়ে দিন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার জবাব দিন এবং সেগুলি এখানে আমাদের মধ্যে বিতরন করা হোক। যেমন ধরুন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে, এই জিনিষটা যেমন আবলাতাম্ত্রিক উপায়ে বলছে এত ঠিক তাই। যদি আমরা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আলোচনা করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলবেন, আমরাই কিছু জানি না, ওখান থেকে ফিরে আসি। ওখান থেকে যখন ফিরে আসবেন তখন আলোচনা করবার কিছু থাকবে কি? তখন তে সবই শেষ হয়ে গিয়েছে, তার কোন পরিবর্ত্তন করাও কোন কালও সুযোগ থাকবেনা। অন্ততঃ যে সময় পর্য্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর ফাইন্যাল ষ্টাম্প নট পড়ে সে সময় আমাদের জানা উচিৎ ছিল রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা দিয়েছেন, কিসের উপর প্রিভারটি দিয়েছেন এগুলি এখানে আমরা আলোচনা করেতে পারতাম। প্ল্যানএর আলোচনা তো টেনটেটিভ ভাবেই হয় প্ল্যানিং কমিশনও তো টেনটেটিভ স্কিম নিয়ে আলোচনা করছেন, আমরাও তো এখানে সেইরকম আলোচনা করতে পারতাম। আমাদের শুধু উপায় থেকে জনসাধারণের সহযোগিতায় কথা বলা হয় আপনাদের জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতাই নেন না, তখন আবার জনসাধারণের পহযোগিতা। জনসাধারণ যখন কোদাল নিয়ে আসবে তখন তো তাদের থানায় যেতে হবে। এসম্বন্ধে আমার কাছে সবথেকে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—যেটা আমি বাজেট অধিবেশনের শুরুতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার উত্তর পেলাম না—এবার দেখছি এ বছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় বাড়তি ট্যাক্স ৬৫ কোটি, যে ঋণ সেটা ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ২৭ কোটি, স্মল সেভিং প্রায় ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ, প্ল্যান এক্সপেনডিচার ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ, বাকি টাকা গেল কোথায়? এটা উল্টোভাবে ধরুন, প্ল্যান এক্সপেনডিচার ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ, লোন থেকে ২৭ কোটি, স্মল সারপ ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ তাহলে টন থেকে কত? অথচ এডিসানাল টন ৬৫ কোটি, আর কি রকম এই এডিশনাল টানেশন? না, এই বলেযে, আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে, অতএব লোকে খেয়ে না খেয়ে আরে বেশী ট্যাক্স দাও।

[12. 10—12. 20 p.m.]

আমরা দেখছি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা থেকে ২৬ কোটি টাকা মাত্র খরচ হয়েছে—অর্থাৎ ৪০ %। তাহলে বাকী ৬০% নিশ্চয় যাচ্ছে জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেসানের না হবার। এটায় কোন উত্তর এর পূর্বে তিনি দেননি এর এখনও দেবেন না। এাঃ রায়, অবশ্য আমার সম্বন্ধে বলেছেন যে আমি কাগজপত্র পড়ি। কিন্তু তাঁদের এই সেকেণ্ড ফাইও ইয়ার গ্র্যানের স্টেটমেণ্ট সোইং দি প্রুফনেস্ অফ ডেভালাপমেণ্ট স্কিমস্ দেখে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এতে যে অঙ্ক নেই বলছি না। কিন্তু আমি বলছি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিজিক্যাল টার্ণট কি কি ছিল—তা

কতটা করতে পেরেবেন, কতটা পারেননি, কেন পারেননি তার বিবরণী এর থেকে আমি পাইনি। এই তবে কোন রকম এক্সপ্লানেশান-ই দেননি। কারোই ম্যাচভাড়া ১০ ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা প্ল্যানে বরাদ্দ ছিল, কিন্তু বছরে ৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং এ বছরে ৮ কোটি টাকা প্রভিশান করেছেন। এই রকম ৬ কোটি ও ৮ কোটি মিলিয়া ১৪ কোটি টাকা দেওয়া হল। এত যোগ অঙ্ক যে ফাইন্যান্স সেক্রেটারী ছাড়া প্রথমমানে যে কোন ছাত্রই জানে যে ১৪ থেকে ৬ বাদ দিলে ৮ হয়। এ বিষয়ে এক্সপ্ল্যানেশন কিছু নেই যে এত করে হয়েছে এর নিকট ইয়ারে এত হবে। ম্যাচউড-এ দেখলাম যে গত ৪ বছরে যা ধরা হয়েছিল তাই খরচ হয়নি, অথচ এবছর ৮ কোটি ধরা হচ্ছে। তারপর এইরকম কন্সট্রাকশান অফ রোপ ওয়ে তে তাই হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় একটা রোপওয়ের জন্য ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার স্কীম ছিল এই ভাবে লেখা আছে যে দি স্কীম ড্রপস্ ইন্, কিন্তু সেই রোপ ওয়ে স্কীমটা কেন ড্রপ হল এর কোন এক্সপ্লানেশান নেই। ইরিগেশানের ব্যাপারে কন্টুয়ার সারভের কথাও তাই। সুন্দরবন কন্টুয়ার সারভে এর জন্য ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত একপয়সাও খরচ হয়নি। এই যেখানে অবস্থা, অথচ সেখানে এবছর ধরা হচ্ছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৯-৫০ সালের বাজেটে ধরা হয়েছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা রিভাইজড-এর বেলায় দেখা গেল জিরো, গত বছর ধরা হয়েছিল ২ কোটি টাকা, রিভাইজড-এ জিরো। কেন যে খরচ হলনা বা কেন আবার ধরা হচ্ছে এর কোন এক্সপ্ল্যানেশান নেই। হাইড্রোলজিক্যাল অবজারভেটারী এফ সার্ভে ইন সাগর আইল্যাণ্ড-এ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ছিল ছিল, রিভাইজর-এ উঠে গেল। এবার ধরা হল মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এরজন্য এক্সপ্ল্যানেশান কি আছে? এমপ্লানেশানে সয়েল কনজারভেশান সম্বন্ধে একটী বেশ ইজি ৭৬৫১ আজ যে এটা একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ। সেন্টার সারভি, হাইড্রোলনিক্যাল অবজারভেটার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই রকম ইজি দেওয়া হয়েছে। এই যে এমন প্লানেশানগুলো দেওয়া হয়েছে এই এমপ্লানেশান যোগ আমরা কি বুঝব যে কেন খরচ হয়নি বা কেন এবছর বরাদ্দ হয়েছে। সে সব বোঝবার ব্রেন হয়ত আপনার আছে, কিন্তু আমার তা নেই। যাইহোক এসম্বন্ধে আমার একটা সাজেশান ছিল এবং আপনিও বরাবর বলে এসেছেন যে পরের সেসনে দেবেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি। সেজন্য আমার কামনায় এই যে এই বাজেটে যে সব আলোচনার, কাট ঘোশায় বাকী যা থাকে সেগুলো ডিপার্টমেন্টর কাছে নিয়ে তারা ঐসবের উত্তর ছাপিয়ে আমাদের সটান করে দেবেন। আর তারা যদি উত্তর না দেন তাহলে এরপর আমরা আর কাটমোশান দেবনা—কারণ দেওয়াই তাহলে বৃথা হবে। এনিয়েই কমিটির কথা আমরা বহুদিন থেকে বলছি এটা হওয়া দরকার। কোথায় কি জিনিষ হচ্ছে না হচ্ছে ও তার বাকী খরচ হওয়া উচিৎ না উচিৎ সেজন্য একটা এছিমেন্ট কমিটি থাকলে তারাই সবাই বিচার করবে। আশা করি এবার আর তিনি এই এছিমেন্ট কমিটি করতে আপত্তি করবেন না। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমার একটা ট্রাঠযুনাল চাই। মুখ্যমন্ত্রী এর অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্বন্ধে অনেক জিনিষ বললে তাঁরা অস্বীকার করেন। কিন্তু অস্বীকার না করা এসব জিনিষ আপনারা ট্রাঠযুন্যালে দিতে চাচ্ছেন না কেন? আপনার চাইছেন যে আমরা আপনার কাছে সেসব জিনিষ এমনিয়ই দেব। সমত প্রমাণসহ চিঠি থাকল তাহলে আপনার কাছে না গিয়ে আমরা হাইকোর্ট-এ যাবো—হাইকোর্ট এবং ক্রিমিন্যাল কোর্টের দরজা যেন এ সবের জন্য খোলাই আছে। আমরা আপনার কাছে তখন যখন মনে হচ্ছে যে এই রকম একটা ঘটনা ঘটছে এবং দেখার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন কিন্তু সেসব বললেও আপনি কিছু করতে চান না। সেদিন মনোরঞ্জন বসু ফাইল নম্বর দিয়ে দিয়েছেন—5029 H. V. R. ইনকাম ট্যাক্স কিন্তু তাতে তিনি ক্ষেপে গেলেন। কালকে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনারের কাছ থেকে সেই ফাইল চলে গেছে। আপনি সেই ফাইল না দেখে ক্ষেপে গেলেন বললেন যে শ্রীমতি সেনের কোন বাড়ী দক্ষিণ কোলকাতায় নেই। অথচ এই হাউসে আপনি বলেছেন জয়েন্ট বাড়ী ছিল।

কোন অভিযোগ হলে সেই অভিযোগ যে সত্য হবে তা নয়, আমরা অনেক সময় ইন গুড ফেথ্ থেকে অভিযোগ নিয়ে আসি। সেজন্য বলছিল একটা ট্রাইবুন্যাল করুন,—যেরকম আমাদের প্রিভিলেজ কমিটি আছে ঐ রকম ধরণের একটা কিছু করুন। ডাঃ দেশমুখ যেমন চাইছেন সেই রকম ধরণের না হলেও হাউসে যেমন প্রিভিলেজ কমিটি আছে সেই রকম একটা কমিটি করুন এবং তাদের উইটনেস প্রভৃতি করার ক্ষমতা থাকবে। এই হাউসে 44-44 A একটা স্কীমের কথা বলেছিলেন। ওখানে ন্যায্য ব্যাকিউজিশানে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসা ইললিগ্যালী ২ বছর ধরে বসছিল ও সেইটা নীলাম করে ১০।১৫ হাজার টাকা খরচা গেছে। এইসব জিনিষ আপনার ট্রাইবুন্যালের কথা ছিল তাবনের অনেক দিন স্ক্যানডাল ধরা পড়বে। ঠিক সেই রকম ভাবে ভীমনাগের ব্রজেন বংশ ধর যারা যাওতাতে তাই হয়েছে। কনফেকসনার্স য়্যানোসিয়েশান একটা করা হয়েছে এবং তার মারফৎ লেবার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু না পেরে একটা কনফেকসানার্স য়্যাসোসিয়েশন লিমিটেড—খাদ্যমন্ত্রীর তদারকে হয়েছে—পরে ফোর্স করা হচ্ছে যে তোমরা কোয়াপারেটিভ এর মেম্বার ১০০ টাকা দিয়ে হড এবং ব্যাগ কিছু ১৸০ আনা নেওয়া হচ্ছে। ট্রাইবুন্যাল করলে এসব ব্যাপারে ধরা পড়বে এবং তার সত্যাসত্য সব গুনাণী হয়ে যাবে।

[12.20—12.33 p.m.]

আপনাদের কাজ থেকে শুধু না শুনে নয়, আমরা সে বিষয়ে জেনে শুনে তার ক্রস এক্-জামিন করবার অধিকারী এই সেসানে আমার সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা হল শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটা বক্তৃতা। তিনি বক্তৃতা দিলেন আবার ট্রেজারী বেঞ্চে এসে। তাঁর নিজের ওখানে একটা জায়গা আছে। কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চে এসে বক্তৃতা দেওয়ার কি অর্থ তা বুঝলাম না। মিঃ স্পীকার, সার, আপনিই বা কেন অনুমতি দিলেন তাও জানি না। আবার তাঁর পাশে এসে বসলেন আনন্দ গোপাল মহাশয় তাঁকে বলশালী করবার জন্য। বলবার অর্থ কি এটা গভর্ণমেণ্টের পলিসি? এটা শুনে আমরা কন্ফিউজড় হয় গেলাম। তিনি গোড়াতে বললেন যে কৃষকের খাজানা মুকুব করে দেওয়া হোক তাতে আমার মনে হল যে আমরা ২৫।৩০ বছর চেষ্টা করেও যা কিছু হয়নি বোধ হয় তার চেয়ে বেশী এত বড বামপন্থী কথা বলে ফেললেন যে সব খাজনা মুকুব করে দেওয়া হোক। তিনি ওখান থেকে এমনভাবে বক্তৃতা দিয়ে বললেন যেন এটাই গভর্ণমেণ্টের পলিসি—সমস্ত খাজনা উঠে গেল। কিন্তু তারপর তার আসল চেহারাটা ধরা পড়ল। তিনি বললেন ৫এ চলবেনা, যতখুশী বেনামী কর। তাঁর যতরকম ওকালতী, ব্যারিষ্টারীর কৃতিত্ব দিয়ে তিনি সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা করেছিলেন এবং আরও করবেন অর্থাৎ জমিদাররা জমি যতখুশী নামে বেনামে রাখুন, খাজনা উঠে যাক অর্থাৎ প্রথমটা যদি শেষ ধরা যায় তাহলে তাঁর আসল কৃতিত্ব মনে হল—কৃষকগুলিকে বাঁচিয়ে দিলেন, তা নয়—জমিদাররা যত রকমে পারে জমি নিক, খাজনা যাক। কিন্তু সেখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে—কমপেনসেসান পাচ্ছে কিনা লোকে সিলেক্ট কমিটিতে একথা বলেছিলাম। আপনারা বলেছেন টাকা নেই। আমি সেখানে বলব নেগোসিয়েশন বণ্ড দিন। সেখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলাম যে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে কথা হচ্চে। কথাটা শেষ করে ফেলুন, যার যা পাওনা আছে নেগোসিয়েবল্ বণ্ড দিয়ে দিন। নেগোসিয়েবল্ বণ্ড হলে পর তারা কিছু লভ্যেও বাজারে বিক্রি করতে পারে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে যারা ৫।১০ হাজার টাকা অন্ততঃ নগদ এখনই কিছু দিয়ে দিন, তা নাহলে তারা কন্পেনসেশনের টাকা পেয়ে খেয়ে ফেলবে, কোন উপকার হবে না; আর একটা ক্লাস অব ওসটিচিুট তৈরী হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে থার্ড শ্ল্যাব পর্য্যন্ত যাদের সবশুদ্ধ ৫ হাজার টাকা নেট্ইনকাম তাদের সবাইকে ফাস্ট স্লাবে ১০ হাজার টাকা দিয়ে দিন বাকিটা নেগোসিয়েবল্ বণ্ডে করে দিন। এটা না হলে নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে। তৃতীয়ও ল্যাণ্ড রিফর্মস বিলকে কাজে লাগান হচ্ছে না কেন? এটাকে

কার্যকরী করতে কত বছর লাগবে? আমরা বলছি ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনকে সহজ করে দিন—প্যাডিল্যাণ্ড যা ধরা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি ১২ আনা থেকে ১।।০ টাকা বা তার চেয়ে একটু বেশী খাজনা হয় নমিন্যাল ট্যাক্স, বাকিটা এগ্রিকালচারল ইনকাম ট্যাক্স করুন যেটা করা সহজ হবে।

ল্যাণ্ড রিফরমে সেটা করেছিলেন বাস্তুভিটার উপর খাজনা ছেড়ে দেওয়া অন্তত সেটুকুন হোক্—যাতে জমিদারী প্রথা উঠে গিয়ে কিছুটা সংস্কার হচ্ছে এটা বুঝা যায় এবং লক্ষ লক্ষ কৃষক কিছুটা পাক। নইলে তার কি লাভ হল? তারপর আমাদের সংগে একটু পরামর্শ করা হয় কেন না সেই যে জমি বিতরণ করা হবে ল্যাণ্ড রিফরমে য়্যাক্ট যা আমরা করেছিলাম তাতে আছে প্রেফারেবলি এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ করবেন যে ল্যাণ্ড লেবার তাদের, সেখানে একটু মনে রেখেদেবেন যে ঐ জমি তো চাষ হচ্ছে, ঐ জমিতে যে ভাগ চাষীরা চাষ করছে তারা কি উড়ে যাবে? সেই ভাগ চাষীদের জন্য। খানিকটা অংশ অর্দ্ধেক অংশ রিজার্ভ রেখে বাকীটার প্রশ্ন উঠবে। আগে চাষুক, কি আগে ঘোড়া আগে ফোসপারেটিভ তারপর জমি দেয়া, না আগে জমি দেয়া তারপর কোঅপারেটিভ। আগে যদি জমি না দেয়া হয় তাহলে কিছুই হবে না। কোঅপারেটিভ যে ভাবে ঐ জমি ধার্য্য করেছে তাতে বহু ধনী লোক এই সুযোগে কোঅপারেটিভের ভেতর দিয়ে এই সমস্ত জমি দখল করবেন যা আমরা দেখেছি বিভিন্ন কোঅপারেটিভের ক্ষেত্রে। কাজেই এ ব্যাপারে কিছু করবার আগে আমাদের সংগে যেন একটু আলোচনা করা হয় এবং এই রকম বিঘা হোক, এক বিঘা হোক ক্ষেত মজুর এবং ভাগচাষী এদের প্রত্যেকটা কিছু কিছু জমি দিল অন্ততঃ তাদের দাঁড়াবার একটা ঠাঁই থাকুক, কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কিছু তৈরী করার সুযোগ তাদের থাকুক, তারপর তাদের দিয়ে সার্ভিস কোঅপারেটিভ করান যেটা আপনি বিশ্লেষণ করেছেন, খুব ভালই হবে কিন্তু সেটা করতে সময় লাগবে। গোড়ায় কোঅপারেটিভ করে তারপর যদি জমি দিতে চান তাহলে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক নিরন্ন হয়ে হাঘরে হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। অতএব সেদিক থেকে বিবেচনা করে সেই জমিতে যারা আজও জড়িত আছে তাদের সেই জমিদান করে কো-অপারেটিভে নিয়ে আনবার চেষ্টা করুন, তাহলে আমরাও প্রাণপণে আপনাদের সহায়তা করবো। আজকে এই সমস্ত লোক যদি কো-অপারেটিভের ভেতর ঢোকে তাহলে সত্যসত্যই কৃষির উন্নতি হতে পারে এবং ল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনাদেয় অভিমত এই যে এ বছরের ভেতর একটা খুব সুচিন্তিত এবং সমগ্র দেশের পক্ষে উপকারী এমন একটা সিদ্ধান্ত এসে আমাদের পৌছাতে হবে—এদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে বলে আমি আশা করি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

Sir, Shri Bankim Mukherjee in his usual way wanted to show that we are trying to avoid answering the questions that have been raised in the course of voting for grants. In the first place the questions that are asked are much too many for being answered in the short space of time. But I can assure him that for the demands that I have got to move the department gives us the answers to every cut motion—I am ready with the answers but my difficulty is that none of the members who have put in cut motions seems to be very sincere in his anxiety to know more. Sir, we had been in the opposition in the old Council. We did not proceed in the manner in which the present Opposition proceeds. The present Opposition proceeds in the way that 'our object is to oppose and therefore we try to find out defects, not to find out defects for the purpose of enabling the country to advance, but we are satisfied if we can show that the present Government is absolutely no good. We shall then get kudos and we can tell the country that this Government has not been able to do anything.' One example of that is that he has been complaining by saying that he does not

know anything about the Second Five Year Plan. Sir, here is one book, which has been circulated—"West Bengal Second Five Year Plan 1956-61" and there is another one which gives the programme from year to year. I referred about these the other day when he had raised this issue. Evidently he has not had the time to find out this particular book either in the library or ... (Shri Bankim Mukherjee : I have read those two books thoroughly). He has read that. Then I say that you are anxious about the Third Five Year Plan. As I have told you before that whatever decisions we have arrived at or whatever suggestions the departments have made are only tentative. I would expect everyone to understand that. Now, here is another book—District Plans for West Bengal. I have given indication in my speech and I have said that in the Assembly that the total plan for the next five years would be—and as has been mentioned in the Development Council—probably one and a half times of what it was in the Second Five Year Plan. What is the difficulty? In the Second Five year Plan it was 157. In the Third Five Year Plan it would be about 240.

[12-30—12-40 p.m.]

Those who are anxious to do something except to criticise can easily sit down. They are capable people. They understand the things. They can sit down and find out the proportions. We can certainly sit down and discuss the details. As a matter of fact, it would be helpful if we get the details before we go up to the Planning Commission. But they say "No, you give us the details and let us criticise". They will be able to criticise only from the point of view of criticism and not from the constructive point of view. By that I do not want to say that they have no brain. Of course they have brian, but I want to have constructive brain.

My friend Dr. Ranen Sen mentioned as to what had happened in the conference that took place. I want to make it clear that the decisions arrived at in those conferences were not Government decisions, although members of both the Central and State Governments joined them. He mentioned that rationalisation should not lead to any retrenchment. I entirely agree with him. There is no question of disagreement on that point. But the matter never came up at Government level and as far as I understand—I do not know whether the Labour Minister agrees with me, but I think he does—it would be difficult for the Labour Minister—whether he had any authority or right—to force the industries, to compel them before they rationalise to see that there is no retrenchment. On two or three occassions we sat down together—the Labour Minister and myself—with some of the employers, and we insisted upon their not having any retrenchment—the latest example being that of Mackinon Mackenzie. But as I said before, we have not got the legal control over them. We can only plead with them, we can only talk with them, but we have got to allow them certain amount of liberty.

Then he has mentioned about transport for industrial housing. I know that there is a finding, and I believe that this is a very important decision and that the Labour Department should take it up. I have told the Labour Minister about this.

Next is the question of workers' participation in management. Of course this is in a sense a good proposition. Only thing is that it should be done in a particular manner. When I went to Yugoslavia I found out that in most the industries there the workers were in the management to a certain extent. I asked them about it and I got their point of view. After all the human nature being what it is, naturally, the interests of the management—I am not talking of the selfish interest-but the interests of the management

and the worker may not always coincide. There may be some difference and there should be some amount of arrangement or adjustment between the interests of the two.

About the temporary staff, Sir, I repeat what I said the other day. It is inevitable that there will be some temporary hands in certain branches, in certain departments, because we do not want to burden ourselves with permanent incumbents when we know that the department itself may stop functioning.

Take the Relief and Rehabilitation Department. There is a feeling in the Centre—I do not know how far they will succeed—that in a very short space of time they will be able to close down the Relief and Rehabilitation Department. As a matter of fact, the camps have, to a certain extent, been closed down. But the Relief Commissioner came to me with a list of about 53 persons who had been in the camps to try to put them in some other place Naturally because these men have worked there for 7, 8 or 10 years and how can you throw them out on the street? Therefore, we have got to think twice or four times before we can take everybody as a permanent one.

Then he talked about the Pay Committee. Sir, there is a difference between the Pay Committee and the Pay Commission. The Pay Commission had allowed everybody—even an unrecognised union—to give evidence before them. I think he has not read the terms of reference of the Pay Committee. We have stated that the Pay Committee would consider the replies even of unrecognised Staff Associations and also of persons who are interested in the subject but who are not members of any association. Secondly, we have said that we do not expect everybody to answer all the questions, but we want them to answer such questions as they think they can answer.

Then, Sir, he has raised the question of the Government Servants' Conduct Rules. Sir, I have answered this question two or three times, but I think these people refuse to understand what I say. However, it is better to repeat it again. Under Article 309 of the Constitution, "the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:

Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature...."

Sir, in the Centre the appropriate Legislature has not yet framed any rules. Therefore, so far as the Central body is concerned, the President has, on the 3rd March, 1959, issued a notification; in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309—which I have read out just now—the President hereby makes the following rules. I need not read out all the rules —I will read out only the relevant ones: No Service Association shall be recognised by the Government after the commencement of these rules unless all the following conditions are satisfied, viz.....Membership of the Service Association is restricted to a distinct category of Government servants having such common interest—all such Government servants being eligible for membership of the Service Association. The next is: No person who is not a Government servant is connected with affairs of the Service Association. Sir, this is the condition of recognition—no person who is not a Government

servant is connected with the affairs of the Service Association. My friend Dr. Ranen Sen quoted the example of Dr. Maitreyee Bose being the President of some Association of the Defence Department. I do not know how this was possible, but this is the rule which was issued on the 3rd March, 1959, that no person who is not a Government servant is connected with the affairs of the Service Association. Then the next is: The Executive of the Service Association is appointed from amongst the members only.

[12-40—12-50 p.m.]

The funds of the Service Association consist exclusively of subscription from members. Then it says—the Service Association shall not maintain any political fund or lend itself to the propagation of the views of any political party. Next, all representatives of the Service Association shall be submitted through the proper channel and shall, as a normal practice, be addressed to the Secretary of the Department. Then it says—the previous permission of the Government shall be taken before the Service Association seeks affiliation with any other Union, Service Association or Federation. The Service Association shall not start or publish any periodical, magazine or bulletin without the previous approval of Government. The Service Association shall cease to publish any periodical, magazine or bulletin if directed by the Government not to do so on the ground that publication thereof is prejudicial to the interests of the Central Government, the Government of any State or any Government authority, or good relations between Government servants and the Government or Government authorities. A Federation or Confederation of Service Associations shall affiliate only recognised Service Associations, and if the recognition accorded to any of the Service Associations affiliated to a Confederation is withdrawn the Federation or Confederation of Service Associations shall forthwith disaffiliate such Service Associations.

So that you will see that even the Centre have laid down certain rules which are called Conduct Rules. Therefore, it is no use saying that we are doing something which is not the same as is being done by the Central Government.

Then my friend Shri Panda said, why not increase the number of buses You cannot increase it at the present moment because of the difficulty of foreign exchange. This year we have programmed to get 60 buses for the Calcutta area. I have not yet been able to finalise it because we have not got the foreign exchange.

He has said, why is income-tax lower this year than other years. I think he questioned as to what steps I have taken. If you look at page 22 of the red book, you will find that the collection from income-tax this year is shown as 5 crores 92 lakhs as against 8 crores 68 lakhs and the reason given is that the Government of India have this year altered the amount of income-tax assessable to companies. Therefore, the total amount of pooled income-tax collection is less. They have, therefore, given us under article 282 of the Constitution an extra 3 crores 18 lakhs. The result has been that instead of 8 crores 34 lakhs which was our revised estimate for 1959-60 we have got 8 crores 42 lakhs. We have not lost anything on the income-tax portion.

The question is what proportion of income-tax realisation we should get and what principle to be followed is a matter which can only be discussed not only by the Centre but also the Finance Commission which is appointed by the President every five years. The Finance Commission gives its decision which is accepted by the Government. We have no say in the matter. Last

ime we tried to argue with the Finance Commission not to distribute income-ax on the basis of the population because we suffer. We raise a large amount of income-tax. We are the second largest in the whole of India. Bombay is the first. Yet our population is much lower than Bombay and therefore our actual allotment is very low, but the Finance Commission would not listen. My friend has suggested that we should take a loan to pay to all individualists, if possible, in cash. I can assure you that so far as I am concerned, I am probably as keen, if not more keen, to see at least thta the lower strata of the intermediaries do get their compensation as quickly as possible for two reasons. One is that they are in difficulties and the second reason is that if they get the money in cash, it is possible that they may invest that money in some form of small industry which will give them a perpetual income. But if we give them in small driblets, it is not possible for them to do so. If I remember aright, up to rupees five hundred we have decided that the compensation would be payable in cash. I shall certainly look into the matter and see how far it can be done.

Dr. Ghani has suggested about the expenditure. I have already said before that our expenditure on national building heads in West Bengal has been the highest in India. By nations building I mean—Irrigation, Education, Medical, Public Health, Agriculture, Fisheries, Veterinary, Cooperation, Industries, Cottage Industries, Cinchona and Community Development. If you take all these together, we have the highest in the whole of India and we have gone up from 48.1 from 1959-60 to 50.1 in 1960-61. We think we are on the right path. We do not say we are happy. We should go even higher if we can manage it.

Then my friend, Dr. Beni Dutta, has said about tea tax. Probably he is not aware that we are taking the tea tax at the source in the sense that we charge the entry tax. We cannot charge them at the source because most of the sources of tea are not within Bengal. They are in Assam. We cannot get hold of them. Therefore, when they come to Bengal we charge entry tax and we are getting a fairly good return.

A point has been raised by Bankim Babu that the Ministers avoid answering questions. That is not the fact. The only difficulty is that we do not get time to answer every question that is asked.

[12-50—12-55 p.m.]

As regards the question of having a Tribunal to look into the charges that may be levelled, I join issue with him because I know what type of mentality many of us possess and how easy it is to mistake a bush for a bear and how easy it is to put blame on a particular person.

The example that he has quoted just now concerning income-tax, I repeat again, is absolutely wrong from the beginning to the end. What we do now is that whenever we get any information either anonymous or otherwise,—we have a machinery now by which we make enquiries—if we find after enquiry that it will lead to something substantial, then we put it to the Anti-Corruption Department. We do not go to the Anti-corrupation Department in the first instance, because often the evidence has to be collected more or less in a semi-final manner. One of the Ex-Presidency Magistrates is working for us and

he has been very useful. We are proceeding in that manner. And if, I repeat again what I said the other day, my friend Shri Bankim Mukherjee gives me any information about any particular point with such evidence—though not such evidence as can be proved in a law court—as will help us to follow up the crime, then we will be glad to take up the matter and follow that up.

With these words, Sir, I move my motion.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

কাটমোশন বই যদি আমাদের সার্কুলেট করেন তাহলে আমরা বাধিত হই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

Most of the cut motions are essentially useless. In do not know whether the gentlemen who put the cut motions in many cases really appreciate the objective for which a cut motion is given. It is given because it has to be given—opposition for opposition's sake. I would suggest as a *via media* that if a Member while giving cut motions just give one or two indications showing that these are the cut motions to which he wants answers, I can assure you that so far as my Department is concerned, I am ready to answer them. My Department work hard and prepare the replies with no effect, because I do not get any time and opportunity of putting them.

Shri Bankim Mukherjee :

My suggestion was to print those replies and circulate them amongst us even by the next session not in this session.

Shri Jyoti Basu :

Mr. Speaker, Sir, I take strong objection to a remark just now made by the Chief Minister He is also the Leader of the House and I did not think that such a statement should be made by him. He said that the cut motions are given for fun. . . .

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

I did not say that. I said these are useless, not serious.

Shri Jyoti Basu :

It comes to that. Mr. Speaker, Sir, it is a grave reflection on the members who give cut motions. The Minister is free to reply or not to reply, but I do not think he can make such a charge against the Opposition.

Mr. Speaker :

I shall now put the motion to vote.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation Bill, 1960, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker :

In this Bill also as in the other Bill there is no amendment. I shall put ll the clauses, schedule and the preamble to vote.

Clauses 1—3. Schedule and the Preamable

The question that Clauses 1—3, Schedule and the Preamble do stand part l the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1960, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

ADJOURNMENT

The House was then adjourned at 12-55 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 28th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly meet in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 2 March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon' Ministers, 9 Deputy Ministers and 166 Members.

[3—3-10 p.m.]

Held-over Questions

UNSTARRED QUESTIONS

(ANSWERS TO WHICH WERE LAID ON THE TABLE)

Number of secondary schools in the district of West Dinajpur

9. (Admitted question No. 409.) **Shri BASANTA LAL CHATTERJEE** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মাধ্যমিক স্কুলের (secondary school) মোট সংখ্যা কত

(খ) ইটাহার থানায় একটিও হাই স্কুল আছে কিনা এবং না থাকিলে, তাহার কারণ কি ;

(গ) ইটাহার থানার মারনাই শরৎচন্দ্র জুবিলীর হাই স্কুল, ইটাহার জুনিয়ার হাই স্কুল এবং ভূপালপুর বিদ্যাপিঠকে "হাই স্কুলে" পরিণত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

(ঘ) থাকিলে, তাহা কখন কার্যকরী হইবে ; এবং

(ঙ) গুলন্দর, চুড়ামন, কাপাসিয়া, মাদ্রাসা, বালিহারা, হুহুচর এবং পাড়া জুনিয়ার বিদ্যালয়গুলির ঘাটতি অর্থপূরণের ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI)

(ক) ৮২-টি।

(খ) না ; হাই স্কুল সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিয়া কোন স্কুলের পক্ষে আবেদনপত্র দাখিল করা হয় নাই।

(গ) না।

(ঘ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) জুনিয়ার হাই স্কুলগুলিকে বর্তমানে তাহাদের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সাহায্য (lump grant) দেওয়া হইয়া থাকে। এই-সব বিদ্যালয়ের অর্থঘটিত পূরণের বা বে-সরকারী জুনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব (যাহা স্থানীয় বিদ্যালয় কমিটির উপর ন্যস্ত আছে) সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিবার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

এই যে (খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন প্রয়োজনীশ শর্তাবলী হরন করিয়া কোন স্কুলের পক্ষে আবেদনপত্র দাখিল করা হয় নাই। এই শর্তাবলীটা কি, এবং কে সেটা তৈরী করে থাকেন,—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

এডুকেশন কেড এ যে শর্তাবলী লিপিবদ্ধ আছে তাই।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

জুনিয়ার হাই স্কুলের ঘাটতি হরন সম্পর্কে এই যে আপনি বলেছেন—কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের ঘাটতি হরণ করার জন্য ভবিষ্যতে কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri :

জুনিয়ার হাই স্কুলের ঘাটতি যদি পুরন করতে হয় : সেটা আমাদের ষ্টেট থেকেই করা হবে আর কোন ষ্টেট থেকে করা হয় কিনা জানি না। এই ষ্টেটেএ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হাই স্কুলের যে ঘাটতি পুরন করা হয়, সেটা জুনিয়ার হাই স্কুলে করার কোন পরিকল্পনা এখন নেই।

Shri Tarapada Dey :

জুনিয়ার হাই স্কুলে কোয়ালিফিক্যাল টিচার্স তাদের হাই স্কুল অনুযায়ী গ্রেড দেবার কথা আছে। কতজন টিচার্সকে সেই গ্রেড দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

আমাদের সেসাম এ যাঁরা এলিজিবিল তাঁদের দেওয়া হচ্ছে, অথবা যারা ট্রেনিং পাশ হয়ে এসেছেন তাঁদের দেওয়া হচ্ছে।

Shri Tarapada Dey :

আপনি কি জানেন এমন বহু টিচার্স আছেন, যাঁরা ট্রেনিং পাশ করে জুনিয়ার হাই স্কুলে কাজ করছেন, তাদের এখনও গ্রেড দেওয়া হয়নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

নিশ্চয়ই তাঁরা আমাদের সেসাম এর মধ্যে পড়েন নি।

Shri Tarapada Dey :

ঐ সেশামটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

এই সেশাম সম্বন্ধে একাধিকবার এই হাউসে আলোচনা হয়েছে।

Shri Tarapada Dey :

যে সমস্ত টিচার্স সেকেন্ডারী বোর্ড থেকে গ্রান্ট পান, তাদের হাইস্কুলের টিছার্স এর মত গ্রেড দেবেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

কোয়ালিফিকেশন অনুসারে, এক্সপিরিয়ান্স অনুসারে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে—সংস্কারের এই সীমা। সুতরাং উল্লিখিত গুণ বা এক্সপিরিয়ান্স যাঁদের আছে তাঁরাই পাবেন, অন্য ব্যাক্তিরা পেতে পারেন না।

Shri Tarapada Dey :

আমি সেই সমস্ত লোকদের কথাই বলছি। বহু কোয়ালিফিসিয়েল টিচার্স বি,টি, পাস, এম, পাস করে জুনিয়ার হাই স্কুলে টিচারী করছেন। এই রকম বহু এক্সপিরিয়ান্সড টিচার রয়েছে যাদের এখনও পর্য্যন্ত গ্রেড দেওয়া হয়নি, আপনি জানেন কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

আমি জানি যাঁরা কোশালিফিসিশেল তাঁদের গ্রেড দেওয়া হয়েছে।

Shri Tarapada Dey :

জুনিয়ার হাই স্কুলে বহু টিচার্স আছেন, যারা হাই স্কুলের টিচার্সদের মত কোযালিফিসিয়েন্ট এবং যারা এম,এ, পাশ করেছেন, তাদের এখনও পর্য্যন্ত কোন গ্রেড দেওয়া হয়নি কেন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri :

আপনি দৃষ্টান্ত দিলে জবাব দেবো।

Shri Tarapada Dey :

এই সব কোয়ালিফাইড টিচার্সরা আবেদন করলে তাদের দিবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

Mr. Speaker :

আপনি খবরগুলি দেবেন, হি উইল মেক এনকোয়ারিস।

Victoria and Dow Hill Schools, Kurseong

10. (Admitted question No. 1135.) **Shrimati MANIKUNTALA SEN** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be please to state—

(*a*) whether the Victoria Boys' School and Dow Hill Girls' School, Kurseong, are run by Government and controlled by Anglo-Indian Board of Education;

(*b*) what are the functions of the Board;

(*c*) in these schools how much Government spent per student per year and

(*d*) in other ordinary Government schools how much on an average Government spent per student per year ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI): (*a*) Both the schools are run and controlled by Government.

(*b*) The Board is purely an advisory body. It meets from time to time and advises Government in matters concerning Anglo-Indian Education.

(*c*) Approximately Rs. 379 per student per year in both the schools including boarding and other incidental charges.

(*d*) Approximately Rs. 140.30 nP. per student per year.

Affairs of Barabazar High School, Purulia

11. (Admitted question No. 1629). **Shri CHAITAN MAJHI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) বিহার সরকারের আমলে ডেপুটি ডিরেক্টার অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন নির্দেশ দান করিয়া বরাবাজার হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করিয়া এড হক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলে, এবং

(২) স্কুলের পক্ষ হইতে ডেপুটি ডিরেক্টারের আদেশের বৈধভার কথা তুলিয়া মামলা করার ফলে সুপ্রীম কোর্ট চূড়ান্ত রায় সাপেক্ষে ম্যানেজিং কমিটিকে স্কুল চালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি--

(১) তদানীন্তন বিহার সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টায়ের নির্দেশ সম্বন্ধ বর্তমান সরকার কি নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং

(২) ঐ নির্দেশ তুলিয়া লওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত রায় সাপেক্ষে বর্তমান সরকারের কিছুই করণীয় নাই।

Rishi Nibaran Chandra Bidyapith, Purulia

12. (Admitted question No. 1630.) **Shri CHAITAN MAJHI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ানের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ বিহার সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে মঞ্জুরি হারায়, এবং

(২) ঐ স্কুলকে এ-পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মঞ্জুরী না দেওয়ার কারণ কি, এবং

(২) শীঘ্র এই স্কুলের মঞ্জুরী প্রত্যার্পণের কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) :

(ক) (১) বিহার সরকারের আমলে জানুয়ারি ১৯৫২ হইতে এই স্কুলটি মঞ্জুরী হারাইয়াছিল। কারণ জানা যায় নাই।

(২) হ্যাঁ

(খ) (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মানুসারে মঞ্জুরী দেওয়া যায় নাই।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মানুসারে ন্যূনতম শর্তাবলী পালন করিলে মঞ্জুরী দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

STARRED QUESTIONS

(TO WHICH ORAL ANSWERS WERE GIVEN)

Erosion of the river Diana near tea estates of Jaldhaka and Jadavpur

***29.** (Admitted question No. *972.) **Shri MANGRU BHAGAT :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that due to current year's floods, two tea estates, viz., Jaldhaka and Jadavpur Tea Estates in Dooars of Jalpaiguri district have been severely damaged; and

(*ii*) that these two tea gardens and the adjacent lands of local peasants are in danger of being washed away in the next rainy season with the consequent result of unemployment of all the workers of the estate ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government received any representation from the Managements and workers of the abovementioned tea gardens for erection of embankments; and

(*ii*) if so, whether Government consider the desirability of taking necessary steps to save the tea gardens and also the adjacent lands of local peasants from inundation ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) : (*a*) (*i*) There was some erosion of the Diana on the left bank near the Jaldhaka Tea Estate. This has not damaged the tea garden very much. The Jadavpur Tea Estate has been severely damaged by flood and erosion of the river Jaldhaka.

(*ii*) It depends entirely on the nature of flood and rate of erosion during the next flood season.

(*b*) (*i*) Yes, from the Managements of the two tea estates.

(*ii*) A scheme for protection of the Jaldhaka Tea Estate and the adjoining areas on the left bank of the Diana is under preparation. Government have undertaken in the current working season the scheme for construction of an embankment from Gorumara Forest araas to Ramshai Railway Station at an estimated cost of Rs. 9,94,600 for protection of Ramshai area including Jadavpur and Bholanath Tea Gardens, agricultural lands, forest lands, road and railway communications. The work is likely to be completed before the onset of 1958 monsoon.

এটা—এখন কমপ্লিটেড হয়ে গেছে।

Danra excavated by villagers of Kishorekana, Burdwan district, for irrigation

***30.** (Admitted question No. *1184.) **Shri PRAMATHA NATH DHIBAR :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ইরিগেশান ম্যেন ক্যানেলের আই, সি, ব্রাঞ্চ হইতে গলসী থানার অন্তর্গত কিশোরকনার কৃষকেরা নিজ খরচায় ৩ মাইল দাড়া কাটিয়া দুইখানি মৌজার প্রায় ৬০০ একর জমির জলসেচের ব্যাবস্থা করিয়াছিল,

(২) ঐ ৩ মাইল দাঁড়ার প্রয়োজনীয় জমি গ্রামবাসীরা এক্সকিলটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইরিগেশন এর নামে দলিল করিয়া দিয়াছিল; এবং

(৩) ঐ দাঁড়াটি বর্তমানে মজিয়া যাওয়ায় জমিতে জলসেচের বিঘ্ন হইতেছে এবং কিশোর-কণায় ও হিট্টা মৌজাশ ফসলের ক্ষতি হইতেছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ দাড়াটি সংস্কার করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা, এবং

(২) করিলে, কখন হইতে ইহা সংস্কার করা হইবে ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) :

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) না।

(৩) আংশিকভাবে মজিয়া গিয়াছে। তবে কিশোরকণা ও হিট্টা মৌজার জমিতে খালের জল পাইতেছে এবং উক্ত এলাকায় এ-বৎসর ভাল ফশল হইয়াছে।

(খ) (১) দাঁড়াটি উক্ত গ্রামের অধিবাসিগণ নিজ দায়িত্বে সরকারের লিখিত অনুমতি না নিয়াই করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে সরকারের কোন দায়িত্ব নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Pramatha Nath Dhibar :

আপনি (২) এর প্রশ্নে বলেছেন না, কিন্তুস্থানীয় গ্রামবাসীরা 'এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কে দলিল করে দিয়েছে, অথচ আপনি বলছেন না, এটা কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

সরকারের এরকম কোন খবর নাই, দলিল এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর নামে করা চলে না।

Shri Pramatha Nath Dhibar :

গ্রামবাসীরা বললে করে দিয়েছে।

Mr. Speaker :

কার কাছে বলেছে !

Canals on the D.V.C. Command Areas

***31.** (Admitted question No. *1332.) **Shri PRAMATHA NATH DHIBAR :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ডি, ভি, সি-র কমেণ্ড এরিয়াতে ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট কোন ছোট-ছোট ব্রাঞ্চ ক্যানেল করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন,

(২) ডি, ভি, সি, ছোট-ছোট ব্রাঞ্চ ক্যানেল করিতে রাজী নয়,

(৩) ইরিগেশান মেন ক্যানেল হইতে কুজরুকী পর্যন্ত একটি ব্রাঞ্চ গত তিন-চার বৎসর পূর্বে মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু সেয়াম-টি কার্যকরী করা হয় নাই, এবং

(৪) ডি, ভি, সি-র কমেণ্ড এরিয়া বলিয়া আদ্রাহাটী, কৈতারা, সুন্দলপুর প্রভৃতি এলাকায় কোন ব্রাঞ্চ ক্যানেল করা হইতেছে না, যাহার ফলে বহু জমি সেচ অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সরকার এই অসঙ্গতি দূরীভূতি করিয়া অচিরাৎ ঐ ক্যানেলগুলি গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করেন কিনা ?

কুজরুকী পর্যন্ত এ রকম কোন টাকা মঞ্জুর করা হয়নি।

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) :

হ্যাঁ, ডি, ভি, সি-র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইবার পর তৎকালিন প্রয়োজনানুযায়ী প্রত্যেক প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে। তবে বর্তমানে বহু জমি সেচ অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—এ-কথা সত্য নহে।

Shri Pramatha Nath Dhibar :

মঞ্জুর করা হয়েছিল গ্রাণ্ট রেকর্ড এ পর্যন্ত আছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

আমাকে দেখাবেন।

Shri Pramatha Nath Dhibar :

আমি কিন্তু দেখাতে পারি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল কিন্তু সেই টাকায় কোন মাটি কাটা হয়নি, ক্যানেল কাটা হয়নি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

বেশ আমাকে দেখাবেন।

Realisation of water rates from mouzas under Nanur police-station

***32.** (Admitted question No. *1430.) **Shri AMARENDRA NATH SARKAR :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বীরভূম জেলায় নানুর থানা বোলপুর থানা ও রামপুরহাট থানার যে-সব মৌজায় ময়ূরাক্ষী খালের জল সেচের জন্য প্রথম বৎসর একবার মাত্র দেওয়া হয় এবং যেখানে একবারও দেওয়া হয় নাই, সেই-সব মৌজার চাষীদের নিকট পুরা ক্যানেল্ কর আদায় করা হইতেছে এবং আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হইয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সরকার এ-বিষয়ে তদন্ত ও ঐসব-এলাকায় যথোপযুক্ত কর আদায় করার কথা এবং সার্টিফিকেট জারি বন্ধ করার কথা বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) :

(ক) ইহা সত্য নহে।

(খ] প্রশ্ন উঠে না।

Shri Mihirlal Chatterjee :

এটা কোন বছরের কথা ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এটা ১৯৫৫-৫৬ সালের জলকর।

Dr. Radhanath Chattoraj :

এখন সার্টিফিকেট জারী হচ্ছে কিনা ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

জবাব দিয়েছি ২৭।৫।৫৮ তারিখে—এটা যে সময়ের কথা।

Floods in the Banslai river in Birbhum-Murshidabad borders

***33.** (Admitted question No. *1534.) **Shri LUTFAL HOQUE :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বাশলই নদীর গর্ভে বালি জমিয়া যাইতেছে, এবং

(২) বর্ষায় বা বন্যার সময় উক্ত নদীর জল বীরভূম-মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষতি করিতেছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই বন্যানিরোধজন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(২) থাকিলে, তাহা কতদিনে রূপায়িত হইবে ?

The Minister for Irrigation and Waterways

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

(ক) (১) মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীগর্ভে বালি জমিতেছে।

(২) সাধারণ বন্যায় কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু হঠাৎ অত্যধিক বন্যা হইলে মুর্শিদাবাদ জেলার নদীতীরবর্তী কিছু নীচু জমি প্লাবিত হয়। বীরভূম জেলায় কোন বন্যা হয় না।

(খ) (১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

এখানে এটা বলার আছে যে আমাদের যে ফ্লুড এনকোয়ারী কমেটি করেছি তাঁরা যেমনভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন সেইভাবে কাজ করার ইচ্ছা আছে।

Shri Nepal Roy :

মুর্সিদাবাদের বাঁশলই নদীতে বালী যাতে না জমতে পারে সেজন্য বালি কেটে ফেলার কোন কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

নদীগর্ভে যে বালি জমে তা স্রোতে আপনিই নেমে আসে।

Shri Nepal Roy :

যেমন কলকাতার গঙ্গায় বালি কাটার ড্রেজার আছে, সেরকম ড্রেজার কি সেখানে আছে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এইসব নদীতে ড্রেজার চলে না।

The land acquired at Uluberia for a sluice under Amta Drainage Scheme

***34.** (Admitted question No. *1568.) **Shri SHYAMA PRASANNA BHATTACHARJEE:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯১১ সালে হাওড়া জেলার আমতা বেসিন ড্রেনেজ স্কিমের অন্তর্গত অঞ্চলের জন্য তদানীন্তন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এ্যাডাম-উইলিয়াম একটি স্কিম রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হুগলী নদীর সংযোগস্থলে একটি স্লুইস গেট রচনা করার জন্য সরকার উলুবেড়িয়ায় ১০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(খ) ঐ জমি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে,

(২) ঐ জমি কি কাহাকেও লিজ দেওয়া হইয়াছে, এবং

(৩) হইয়া থাকিলে, কাহাকে এবং কি উদ্দেশ্যে ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) :

(ক) ১৯০৮ সালে তদানীন্তন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ্যাডাম-উইলিয়াম একটি স্কিম রচনা করেন। স্লুইস নির্মাণ করার কথা ছিল না। ১৯১৪ সালে স্কিমটি নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হয়। স্লুইস নির্মাণের কথা ছিল এবং ৯২ বিঘা ৬ কাঠা ৫ ছটাক জমি সংগ্রহ করা হয় ; ১০০ বিঘা নহে।

(খ) ঐ জমির ৬৭ বিঘা ১৬ কাঠা ৫ ছটাক চাষের জন্য এবং ১২ বিঘা ১৪ ছটাক চাউল কলের জন্য শ্রীমুরারিমোহন সরকার, শ্রীজগবন্ধু সরকার শ্রীগোবর্ধন সরকার, শ্রীকেষ্টমোহন সরকার, শ্রীমতী হিরন্ময়ী সরকার ও শ্রীজীবেন্দ্রনাথ ঘোষালকে লিজ দেওয়া হইয়াছে। বাকী জমি খাস দখলে আছে।

Shri Abani Kumar Basu :

Are these lands still under lease ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

খাস ছাড়া বাকীটার লীজ দেওয়া হয়েছে।

Shri Tarapada Dey :

ঐ ৬৭ বিঘা ১৬ কাটা ৫ ছটাক জমি চাষের জন্য যাদের দেওয়া হয়েছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

জমি কিভাবে দেওয়া হয়েছে যান সেই—১২ বিঘা ১৪ ছটাক রাইস মিল এবং বাকিটা চাষের জন্য। যাদের নাম বললাম—সেই লোকগুলিকে চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে।

Shri Tarapada Dey :

চাল কলের জন্য যাকে দিয়েছেন এবং চাষের জন্যই বা কাকে দিয়েছেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এদের মধ্যেই দেওয়া হয়েছে—তবে কাকে দেওয়া হয়েছে—তা বলতে পারব না।

Shri Tarapada Dey :

১০-১২ সালে যে স্কীম হয় স্লুইস গেটের, সে স্কীম কে করেছিল ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। আগে অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার করেন।

Shri Tarapada Dey :

এখানে তো বলেছেন—মিঃ এ্যাডাম উইলিয়াম ওটা করেন। তাহলে কোনটা ঠিক ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এ্যাডাম উইলিয়াম যখন করেন, তখন ঐ গেট নির্মানের কথা ছিল না, তারপরে আমাদের চীফ্ ইঞ্জিনিসার ওটা করেন।

Shri Tarapada Dey :

লীজটা কতদিনের জন্য, কি সর্ত্তে দেওয়া হয়েছে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

সর্তটা আছে এই—দি লিজী উইল্ হেভ টু ডেকেট দি লেণ্ডস ইফ্ রিকোয়ার্ড ফ্র এনি স্কিম অফ্ দি গভর্নমেণ্ট।

Shri Tarapada Dey :

এটা কি সত্য চালকলের সুবিধার জন্য তাঁরা শেসম গেট আপ করলেন না ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :..

এটা সম্পূর্ণ অসত্য।

Benefits of the Kangsabati Reservoir Project in Purulia district

***35.** (Admitted question No. *1660.) **Shri NAKUL CHANDRA SAHIS :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

পুরুলিয়ার জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে কাঁসাই নদী পরিকল্পনা সরকারের রহিয়াছে তাহার রূপ কি ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI) :

এই পরিকল্পনায় বড়াডিহির নিকটে একটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব আছে। এই জলাধার হইতে দুইদিকে খালদ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাতে হুরা, পুঞ্চা ও মানবাজার থানার প্রায় ১৫০,০০০ একর জমি উপকৃত হইবে আশা করা যায়।

Activities of the Central Co-operative Banks in West Dinajpur district

***36.** (Admitted question No. 862.) **Shri DHIRENDRA NATH BANERJEE :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রতি মহকুমায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আছে কিনা, এবং থাকিলে, কোথায় কয়টি ব্যাংক আছে এবং তাহাদের কয়টি শাখা আছে ;

(খ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক হইতে ১৯৫৬-৬৭ সালে ও ১৯৫৭-৭৮ সালে কতটি শাখা সমিতির মারফত কতজন কৃষককে কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং কত সুদে ও কোন্ সময়ে দেওয়া হইয়াছে ;

(গ) ইহা কি সত্য যে, এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকেরা কৃষি মরশুমের প্রারম্ভে যথা-সময়ে কৃষিঋণ পায় না ;

(ঘ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, চাষীরা ঋণ পায় জুলাই-আগস্ট অন্তে যখন শস্যের মূল্য উচ্চতম হারে বাঁধা থাকে এবং ঋণ পরিশোধের সময় ধার্য হয় জানুয়ারি হইতে মার্চ মাসের মধ্যে যখন ফসলের মূল্য নিম্নতম হারে বাঁধা থাকে ;

(চ) সত্য হইলে, এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা সরকার বিবেচনা করেন কিনা : এবং

(ছ) ধানের বদলে ধান এবং ফসলের পরিবর্তে ফসল—এই নীতিতে ঋণপরিশোধের কোন সুযোগ দিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Deputy Minister for Co-operation (Shri CHITTARANJAN ROY) :

(ক) বালুরঘাট ও রাইগঞ্জ মহকুমায় একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আছে এবং তাদের যথাক্রমে ৩৩৬ ও ৩৯৭-টি শাখা (সংযুক্ত প্রাথমিক সমিতি) আছে।

(খ) ১৯৫৬-৫৭ ও ১৮৫৭-১৮ সালে যথাক্রমে ৫,৫২,৪৩৪ টাকা ও ৩,৪৭,৪৮৮ টাকা, ৫,০০৬ জন ও ৫,৯৭০ জন সভ্যকে, ১৯৬ ও ১৯৮ শাখা সমিতি মারফত, শতকরা ৭।।০ টাকা ও৮ টাকা সুদে অল্পমেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ জুন মাসের শেষভাগ হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

(গ) কৃষি মরশুমের প্রারম্ভেই কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তবে, দুইটি কারণে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে (১) সমবায় সমিতিগুলি ঠিক সময়মত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে পূর্বেকার ঋণ পরিশোধ না করিবার জন্য এবং (১) সমিতিগুলি ঠিক সময়মত ঋণগ্রহণের দরখাস্ত দাখিল না করিবার জন্য।

(ঘ) এবং (চ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) বিভিন্ন শস্য বপন ও কর্তনের সময়েই কৃষিঋণ দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মার্কেটিং সমিতি গঠিত হইতেছে এবং উহাদের সহিত গুদাম ঘরও যুক্ত থাকিবে। চাষীরা মার্কেটিং সমিতি মারফত তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিলে অধিক মূল্যে যাইতে পারে।

(ছ) তপশিলি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে ধানের বদলে ধান দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে এ-পর্যন্ত ৮-টি শস্যগোলা, প্রতিটি সরকারের নিকট হইতে ১০,০০০ টাকা সাহায্য পাইয়া স্থাপিত হইয়াছে।

Shri Gurupada Khan :

এই জলাধার নির্মাণের কাজটা কখন সুরু হবে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এখনো প্লানিং কমিশনের মঞ্জুরী পাইনি। মঞ্জুরী পেলে আগামী বৎসর করতে পারি—আর তা না হয় তো তৃতীয় প্লানের জন্য যাবে আশা করছি।

Shri Gurupada Khan :

কংসাবতীর জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে তারচেয়ে বেশী টাকা ধরতে হবে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এটা কংসাবতী পরিকল্পনা নয়,—আপার কংসাবতী প্রোজেক্ট। কংসাবতীর জন্য ধরা হয়েছে, সাড়ে ছাব্বিশ কোটি টাকা : আর এটার জন্য ধরা হয়েছে ৪ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

আপনি (ক) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, সমিতিগুলি দরখাস্ত করলে ঋণ দেওয়া হয়, তাহলে পূর্ব্ব ঋণ শোধ দেবার সময় কত দেওয়া হয়েছে ?

Shri Chittaranjan Ray :

আগে মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছিল। তারপর এখান থেকে রিপ্রেজেণ্টেশন পাবার পর সেটা জুলাই মাস পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মার্চ মাসে ধানের মূল্য অত্যন্ত কম থাকে বলে তারা গভার্নমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ করে এবং এটা নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এর সঙ্গে ডিসকাসিওন করলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলে যে জুলাই মাসে টাকা দেরি করলেই চলবে।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

টাকা দেবেন আপনারা কোন মাস থেকে ?

Shri Chittaranjan Ray :

এখানে আমরা মে মাসের গোড়ায় দিচ্ছি।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঋণ নেবার সময় দলিল রেজিষ্ট্রি করতে রেজিষ্ট্রি অফিস এ অনেক সময় লাগে, তার কি প্রতিকার করছেন ?

Shri Chittaranjan Roy :

দলিল রেজিষ্ট্রার করার নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন ১২৫৲ টাকার কম ঋণ দিলে আর দলিল রেজিষ্ট্রি করিতে হয় না, তার উপর ঋণ দিলে রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। তাছাড়া রেজিষ্ট্রি অফিস,এ যে দেরি হয় তাতে আমাদের কোন হাত নেই। আমরা খবর পেলে ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ রেজিসট্রেশনকে জানাতে পারি। খবর না পেলে জানাবার কিছু থাকে না।

Shri Gopal Basu :

আপনি বলেছেন জুন মাস পর্যন্ত শোধ দেওয়া চলবে। আবার এখানে বলেছেন মে মাস থেকে ধার দেওয়া হবে। কিন্তু এর পূর্বে বললেন যে ঋণ শোধ না করলে তাকে আর ঋণ দেওয়া হয়না। তাহলে মে মাসের মধ্যে ঋণ না শোধ করলে সে নূতন ঋণ পাবে কিনা ?

Shri Chittaranjan Roy :

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যদি বলে যে, হ্যাঁ, এদের টাকা আদায় হবে, তাহলে তাদের দেওয়া হয়।

Shri Basanta Lal Chatterjee :

এক বিঘা জমিতে কত ঋণ দেওয়া হয় ?

Shri Chittaranjan Roy :

আগে বিঘা হিসাবে দেওয়া হোত কিন্তু এখন ক্রপ পোটেনশিয়ালিটি ক্যালকুলেট করে টাকা দেওয়া হয়।

Shri Ramanuj Halder :

সমিতিগুলি কত পারসেণ্ট পরিশোধ করলে পরবর্ত্তী বৎসরে আবার টাকা দেওয়া হয় ?

Shri Chittaranjan Roy :

সেণ্ট পারসেণ্ট পরিশোধ করবার জন্যই আমরা ডিম্যাণ্ড করি। তবে সাধারণতঃ ৭৫ পারসেণ্ট পর্যন্ত যদি কেউ শোধ করে তাহলে তাদের কথা বিবেচনা করা হয়। তার নীচে হলে বিবেচনা করা হয় না। তবে রেজিষ্ট্রারকে রেফার করলে সে কোন ন্যাচারাল ক্যালমিটির জন্য ক্রপ ফেলিওর হয়েছে, সেখানকার রেভিনিউ অফিসার, বি,ডি,ও, যদি বলে যে ৭৫ পারসেণ্ট ক্রপ ফেলিওর হয়েছে তাহলে সেখানে রেজিষ্টারকে ডিসক্রিয়েশন দেওয়া আছে পারসেনটেজ কম করার জন্য। তবে নরমেলি ৭৫ পারসেণ্ট শোধ করতে হয়। আমরা এ পর্যন্ত ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা দিয়েছি তার মধ্যে বাকী আছে মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা। এবং তার জন্য কেস করতে হয়নি।

[3.20—3.30 p.m.]

Shri Nepal Roy :

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি রেজিষ্ট্রেশন যাতে তাড়াতাড়ি ৩ দিনের মধ্যে হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা ?

Shri Chittaranjan Roy :

আমি তা করতে পারি না, আমাদের কাছে কোন অভিযোগ এলে আমরা ইন্সপেক্টর জেনারেল রেজিষ্টারকে জানাই তিনি ব্যবস্থা করেন।

Shri Nepal Roy :

আপনি একটা জেনারেল সার্কুলার দিয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল রেজিষ্ট্রেশনকে জানিয়ে দিতে পারেন কিনা যাতে ৩ দিনের মধ্যে দলিল রেজিষ্টারড্ হতে পারে ? কারণ, তা না হলে সেখানে নানা রকমে complain হয়।

Shri Chittaranjan Roy :

একবার রেজিষ্ট্রেশন এর জন্য প্রেজেণ্ট করলে চেপে রাখা সম্ভব নয়, তখন ঘুষ দিলে এবং না দিলেও প্রেজেনটেশন এর ইমিডিয়েটলি পরে সই করতে হয়—সিরিয়াল নাম্বার vary করে

কিন্তু সেটা সাব রেজিস্টার নিজে করেন, ক্লার্ক সেটা করেন না। তবে সাব রেজিস্টারএর ভলম অফ ওয়ার্কএর উপরও কিছুটা নির্ভর করে।

Shri Nepal Roy :

কিন্তু পেস্কার এবং কেরানীরা ঘুষের জন্য চাপ · ··· ··

Shri Chittaranjan Roy :

আমি তো আগেই বলে দিয়েছি যে, একবার যদি দলিল প্রেজেন্ট হয় তখন আর দেরী হয় না, তবে একজন সাব রেজিস্টারএর পক্ষে প্রত্যেকটা কেস দেখে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, কাজেই সার্কুলার দিয়ে কিছু হবে না।

Shri Ramanuj Halder :

ক্ষতিপীরিত অকলের সমিতিগুলি কমপক্ষ শতকরা কত টাকা পরিশোধ করলে তাদের পুনরায় ঋণ দেওয়া হবে এবং নতুন গ্রাহককে ঋণ দেওয়া হবে ?

Shri Chittaranjan Roy :

প্রত্যেক সমিতির দায়িত্ব শতকরা চার টাকা দেওয়া, তবে শত করা ৭৫ টাকা দিলেই আমরা বিবেচনা করি, তার কম দিলে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। তবে যদি কোন জায়গায় বন্যায় বা অন্য কোন কারণে প্রপীড়িত হয় এবং সমিতির যদি সেসম্পর্কে এণ্টিটিটারটেড রিপোর্ট থাকে, তাহলে রেভিনিউ অফিস এবং খবর দেয় উপর ডিসক্রেটিনরি পাওয়ার দেওয়া হয় সেটা এনকোয়ারি করে সার্টেন মার্জিন কমিয়ে দেওয়া।

Shri Ramanuj Halder :

সেটা কত ?

Shri Chittaranjan Roy :

কত সেটা কিছু বলে দেওয়া হয় না! Distress Loan রিলিফ ডিপারটমেন্ট থেকে দেওয়া হয়। সুতরাং এটা ব্যাঙ্ক এর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। পারসেন্টেজ বলা সম্ভব নয়।

Shri Ramanuj Halder :

রাজ্য কৃষি ভাতায় থেকে কৃষিঋণের জন্য কতটাকা সাহায্য দেওয়া হবে সমিতিগুলিকে ?

Shri Chittaranjan Roy :

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া সাজেশন দিয়েছে যে, ক্ষতিপীরিত অঞ্চলে সমিতিগুলিকে রক্ষার জন্য রাজ্যকৃষিভায় থেকে সাহায্য করা হবে অল্ ইণ্ডিয়া রুরাল্ ক্রাফ্ সোসাইটির রিকোমেণ্ডেশান অনুযায়ী এটা বিবেচনা করা হয়।

Shri Chitto Basu :

এ কথা সত্যকিনা যে, যেখানে লার্জ্ সাইজ সোসাইটি আছে—সেখানে প্রাথমিক সোসাইটিগুলিকে রেজিস্টারড্ করা হয় না ?

Mr. Speaker :

That question does not arise.

Affairs of the Hooghly District Artisans' Co-operative

***37.** (Admitted question No. *1812.) **Shri PANCHUGOPAL BHADURI:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*i*) whether Government received any complaints regarding the management and financial irregularities in Hooghly District Artisans' Co-operative; and

(*ii*) whether Government received any report regarding mishandling of funds by the Secretary and some other office-bearers of the Co-operative?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action, if any, is being taken by Government in the matter?

The Deputy Minister for Co-operation (Shri CHITTARANJAN ROY): (*a*) (*i*) No.

(*ii*) Yes. An anonymous letter against the Secretary of the Industrial Union alleging illegal gains from investment of Union fund in his own name was received. This was enquired into and found baseless. No other report regarding mishandling of funds by the office-bearers of the Union has been received.

(*b*) Does not arise.

Contai Agricultural and Industrial Co-operative Marketing Society Ltd.

***38.** (Admitted question No. *1997.) **Shri NATENDRA NATH DAS:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*a*) when the Contai Agricultural and Industrial Co-operative Marketing Society Ltd. was formed;

(*b*) whether any loan has been given to the said Society;

(*c*) if so, how much loan and in which year; and

(*d*) if any loan has been repaid by the said Society?

The Deputy Minister for Co-operation (Shri CHITTARANJAN ROY): (*a*) The Society was registered in 1954. (Registration No. 59, dated 20th October, 1954.)

(*b*) Yes.

(*c*) Rs. 15,000 in the year 1956-57 for construction of storage godown.

(*d*) No; the repayment of the first instalment will be due on 30th June, 1960, only.

Shri Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কণ্টাই এগ্রিকালচারাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেটিং সোসাইটি গবর্ণমেণ্ট থেকে যে ১৫ হাজার টাকা পেয়েছিল সেই টাকা থেকে অন্য কোন কম্পারটিভ মার্কেটিং সোসাইটি কে ধার দেওয়া হয়েছিল কিনা।

Shri Chittaranjan Roy:

নোটিশ চাই।

Shri Saroj Roy:

এ রকম ধার দেওয়া আইনে আছে কিনা?

Shri Chittaranjan Roy :

এরকম কোন বাই ল' বা provision আছে কিনা নোটিশ দিলে দেখে বলতে পারব।

Shri Saroj Roy :

আপনি কি এটা বলতে পারেন না যে এরকম ধার দেওয়ার নিয়ম আছে কিনা—

Shri Chittaranjan Roy :

নোটিশ দিন। এখন বলতে পারছিনা।

Special amenities enjoyed by the Adibasis of Purulia district under Bihar Government

***39.** (Admitted question No. *1649.) **Shri LEDU MAJHI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বিহার সরকারের অধীনে পুরুলিয়া জেলার অধিবাসী আদিবাসিগণ বিশেষ কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা লাভ করিত ;

(খ) সত্য হইলে, ঐ বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি কি ; এবং

(গ) আদিবাসীদের জন্য বিহার সরকার-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও দিয়া যাইতেছেন কিনা অথবা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ?

The Minister for Tribal Welfare (The Hon'ble BHUPATI MAJUMDAR) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) একটা বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) আদিবাসীদের জন্য বিহার সরকার-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন চালু রাখিয়াছেন।

Statement referred to in reply to clause (খ) *of starrrdd question No. 39*

(1) Stipends to Scheduled Tribe students reading in schools.

(2) Stipends to Scheduled Tribe students reading in colleges.

(3) Tuition fee for Tribal students reading in schools.

(4) Maintenance of hostels.

(5) Maintenance of institutions run by Adimjati Seva Mandal.

(6) Examination fee to Tribal students to appear at the School Final Examination.

(7) Housing for Tribals.

(8) Maintenance of the grain-golas.

(9) Construction of wells.

(10) Facilities under the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908.

The Hon'ble Bhupati Majumdar :

গত ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে উত্তর তৈরী হয়েছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন হয়েছে—যাই হোক বিহার সরকারের আমলে স্কুলে পড়ার জন্য আদিবাসী কিছু কিছু ছাত্রকে মাসিক ১০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হত। কি উদ্দেশ্যে এই বৃত্তি দেওয়া হত তা কিছু নির্দিষ্ট ছিল না—এবছর ট্রাইব্স্ এডভাইসরি কাউন্সিল-এর পরামর্শ নিয়ে এটা তুলে দেওয়া হয়েছে—সেই সময়ে পশ্চিমবংগ নামমাত্র অধিক টিউশন ফি'র পরিবর্তে পরো ফি জমা দিচ্ছেন এবং

হোস্টেলে থাকলে পর হোস্টেল চেঞ্জ গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে যথাক্রমে ১০।২০ টাকা হারে প্রদান করছেন বৎসরে দশ মাসের জন্য। সেজন্য আলাদা করে এই বৃত্তিটা চালু রাখা নিরর্থকবোধে তুলে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার—এবৎসর থেকে আরেকটা বিশেষ বৃত্তির পরিকল্পনা হচ্ছে দরিদ্র ও মেধাবী আদিবাশী ছাত্রদের জন্য সরকার প্রতিমাস এই ছাত্রদের জন্য ৩০ টাকা করে দেবেন, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল যাতে ভাল স্কুলে সরকারের টাকায় সমস্ত খরচ পেয়ে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। এবং সবশুদ্ধ ৪টি ছেলেকে ৩০ টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এবারে সবশুদ্ধ ৪টি ছেলেকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এটা বরাবরই দেওয়া হবে।

[3-30—3-40 pm.]

Election of Malda District Board

***40.** (Admitted question No. *1943.) **Shri MONORANJAN MISRA :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলাবোর্ডের বর্তমান সভ্যগণ কোন্ সালে নির্বাচিত হইয়াছেন ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, আইন অনুযায়ী উল্লিখিত সভ্যগণের কার্যকাল শেষ হওয়া সত্তেও ইঁহারা এখনো জেলাবোর্ডের সভ্য রহিয়াছেন ;

(গ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ?

(ঘ) মালদহ জেলাবোর্ডের পরবর্তী নির্বাচন কবে হইবে ; এবং

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, মালদহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচন চিরকালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble ISWAR DAS JALAN) :

(ক) ইংরাজী ১৯৫১ সালে।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) এবং (ঙ) জেলাবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এ-বিষয়ে যতদিন না স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ততদিন জেলাবোর্ডগুলির নির্বাচনে অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক হইবে বিবেচনায় বোর্ডগুলির নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

Shri Mihirlal Chatterjee :

জেলাবোর্ড সংক্রান্ত এই বিবেচনা আর কতদিন চলবে ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

বোধ হয় এ বছর শেষ হবে।

Shri Gopal Basu :

জেলাবোর্ডে নির্বাচন কত বছর অন্তর অন্তর হয় ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

পাচ বছর।

Shri Saroj Roy :

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্তই কি এই বিবেচনা করতে লাগল ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

হ্যাঁ।

Shri Gopal Basu :

তাই যদি হয় অর্থাৎ ৫ বছর যদি একটা টেনিয়ার হয় তাহলে এখানে বলা আছে যে আইন অনুযায়ী ৫ বছর উল্লিখিত সত্ত্বেও কেন সভ্যগণ এখনও রয়েছে এবং তার উত্তরে আপনি বলেছেন "না"। কিন্তু আনস্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ২০-র জবাবে আপনি বলেছেন "হ্যাঁ"—এর মানে কি ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

প্রশ্নছিল "ইহা কি সত্য যে আইন অনুযায়ী উল্লিখিত সভ্যগণের কার্যকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও ইহারা এখনও জেলাবোর্ডের সভ্য আছেন"—এর উত্তরে বলেছি "না" অর্থাৎ তাঁদের কার্য্যকাল এখনও শেষ হয়নি। একোরডিং টু ল দে উইল্ কন্‌টিনিউ ইনটিল দি নেক্সট ইলেক্‌শান।

Shri Haridas Dey :

মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এখন নির্বাচন স্থগিত থাকলেও জেলাবোর্ডের যে সমস্ত সদস্যপদ খানি আছে অর্থাৎ কোন লোক মারা যাওয়ায় যা' খালি হয়েছে সেই পদগুলি পূরণ করা হবে কি ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

সেখানে কোন নির্বাচন হয়নি তবে এ বছর নিশ্চয়ই আমরা কাজ আরম্ভ করব।

Shri Mihirlal Chatterjee :

শিঘ্রই লোকাল বডিস্ কনষ্টিটিউএন্‌সী থেকে আপার হাউসের নির্বাচন হবে। কাজেই আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে ৯ বছর আগে যারা ডিষ্ট্রিকট্‌বোর্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিল বা নমিনেটেড হয়েছিল তারা কি আবার এই লোকাল বডিস্ কনষ্টিটিউএনসী থেকে ইলেকসনে পার্টিসিপেট করতে পারবে ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

তাঁরা যদি মেম্বার থাকেন তাহলে পারবেন।

Shri Saroj Roy :

এই যে এত বছর ধরে রেখে দিলেন এটা আমাদের কাছে যথেষ্ট সময় লেগেছে বলেই মনে হয়। কাজেই আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে এত সময় লাগালেন এটা কি নিজেদের হাতের লোককে ভবিষ্যতে ইলেকসনের কাজে লাগাবেন বলে ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan :

না।

UNSTARRED QUESTIONS

(ANSWERS TO WHICH WERE LAID ON THE TABLE)

Service condition of the employees of the West Bengal River Research Institute

13. (Admitted question No. 1044.) **Shri NIRANJAN SEN GUPTA:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that almost 80 per cent. of the staff of the River Research Institute are temporary and work-charged; and

(*b*) if so, the reasons therefor?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJEE) : (*a*) Yes.

(*b*) The River Research Institute, West Bengal, carries on research on different problems relating to irrigation, flood control, drainage and erosion by means of model experiments, observations of discharge of rivers, etc. The nature of these works is temporary, and persons were employed in temporary and work-charged posts sanctioned from time to time for specific model studies, etc.

Shri Niranjan Sen Gupta :

মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই টেম্পরারী সার্ভিসে এক একজন লোক ম্যাক্সিমাম কতদিন পর্যন্ত আছেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

এখনকার খবর হচ্ছে যে ৬.৯.৫৯ তারিখ পর্যন্ত যাঁরা ওয়ার্ক চার্জড ছিলেন তাঁদের সবাইকে টেম্পরারী করে দেওয়া হয়েছে এবং যে ২৩৪ জন ওয়ার্ক চার্জড টেম্পরারী ছিলেন তাঁদের ১২৫ জন বাদে সবাইকে পারমান্যান্ট করা হয়েছে কাজেই ওয়ার্ক চার্জড এখন কেউ আর নেই এবং যাঁরা টেম্পোরারি ছিলেন তাঁরা permanent হয়েছেন এবং ওয়ার্ক চার্জড্ও কিছু permanent হয়েছেন।

Shri Sunil Das :

ইরিগেশান ফ্লাড্ কণ্ট্রোল ড্রেনেজ এণ্ড ইরোশান ইত্যাদি যে সমস্ত প্রবলেম আছে এগুলো কি সরকারের নজরে টেম্পরারী প্রবলেম ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

ইরিগেশান টেম্পরারী প্রবলেম, ফ্লাড কণ্ট্রোল টেম্পরারী প্রবলেম—এই রকম টেম্পবারী প্রবলেম এই ডিপার্টমেণ্ট ডিল করে।

Shri Sunil Das :

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন হেড্স-এ প্রবলেমের কথা বলেছেন। এর মানে কি এই যে একটা হেড-এ এবছর রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ ইরিগেশান প্রবলেমের কোন রিসার্চ হয়নি, বা ড্রেনেজ-এর প্রবলেম নিয়ে কোন বছর বাদ গেছে যে রিসার্চ হয়নি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

তা নয়, ইরিগেশনের একটা পার্টিকুলার প্রবলেম-এল, ফ্লাড কণ্ট্রোলের একটা পার্টিকুলার প্রবলেম-এল এরা তারপর সেটা নিয়ে ডিল করবেন।

Shri Sunil Das :

তা যদি হয় তাহলে এই সমস্ত এমপ্লয়িজদের পারমানেণ্ট করার অসুবিধা কি ? অথবা ইরিগেশান প্রবলেমের রিসার্চ হয়ত প্রবলেম নম্বর 'এ' প্রবলেম নম্বর 'বি' ঠিক তেমনি ড্রেনেজ প্রবলেম হয়ত প্রবলেম 'সি' বা 'ডি' বাট প্রবলেমস্ আর দেযার এ্যাণ্ড should be worked out তখন সেখানে এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের ওয়ার্কাস দের পারমানেণ্ট করার অসুবিধা কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

আমিতো বললাম পারমানেণ্ট করা হয়েছে এবং ওয়ার্ক চার্জ আর কেউ নেই সবাইকে পারমানেণ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ৫৭ জন টেম্পোরারী, ১০৭ জন ওয়ার্ক চার্জ ছিল—এই ২৩৪ জনের মধ্যে ১২৫ জন বাদে বাকী সবাইকে পারমানেণ্ট করা হয়েছে। সুতরাং ওয়ার্ক চার্জ আর কেউ নেই, টেম্পোরারী উঠে গেছে এবং টেম্পোরারী থেকে পরের পর সবাই পার্মানেণ্ট হবেন।

Shri Sunil Das :

তাহলে একথা কি আমরা বুঝবো যে মন্ত্রী মহাশয় এই ধরণের কাজগুলোকে টেম্পোরারী মনে করছেন না। অর্থাৎ যদিও তিনি বলেছেন যে 'নেচার অফ দিস্ ওয়ার্ক ইজ টেম্পোরারী তাহলে তিনি এটাকে কি স্থায়ী বলেই মনে করেছেন ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

"নেচার অফ দিস্ ওয়ার্ক ইন্ টেম্পোরারী"—অর্থাৎ কাজগুলো পরের পর করতে হচ্ছে বলে লোকগুলিকে আমরা আস্তে আস্তে পারমানেণ্ট করে নিচ্ছি।

Shri Gopal Basu :

রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে পারমানেণ্ট করার কোন অসুবিধা আছে কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কতক পার্মানেণ্ট, কতক টেম্পোরারী—ইনস্টিটিউট ইজ সেমি-পার্মানেণ্ট পার্মানেণ্ট অফিসারও এখানে আছেন।

Irrigation schemes in Burdwan district

14. (Admitted question No. 1163.) **Shri PRAMATHA NATH DHIBAR :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, সরকার পশ্চিম বাংলায় জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ছোট-ছোট স্কীম করার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) বর্ধমান জেলায় কোন ছোট ইরিগেশান স্কীম গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা,

(২) গলসী থানায় ঐ ধরণের স্কীম-এ ইরিগেশান ক্যানেল হইতে ক্যানেল-বহির্ভূত অঞ্চলে জল দিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

(৩) ঐ থানায় স্থানীয় লোকেরা যাহাতে ইরিগেশান ক্যানেল হইতে ইচ্ছামত ক্যানেল কাটিয়া জল লইতে পারে তাহার জন্য জমি অ্যাকয়্যার করা ও ঐ বাবত অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJEE) :

(ক) এবং (খ) (১) হ্যাঁ।

(২) না, তবে দামোদর ভ্যালী করপোরেশন লেফট্ ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেল হইতে (যাহার কতকাংশ গলসী থানায় পড়ে) কতগুলি নূতন প্রশাখা খাল, যেমন ব্র্যাঞ্চ "এ" এল ২, এল ৩, এল ৪, এ্যাণ্ড এল ৫ কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অধিকাংশ এ-বৎসর জুন মাসের মধ্যে শেষ হইবে আশা করা যায়।

(৩) না।

Construction of sluice gates in Kharba police-station

15. (Admitted question No. 1174.) **Dr. GOLAM YAZDANI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state how many sluice gates were constructed in Kharba police-station during last three years and at what places?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJEE) : None.

Dr. Golam Yazdani :

প্রশ্নের জবাবে উনি নান বলেছেন—আমার জিজ্ঞাস্য হল সেখানে তৈরী নেই বলে কি 'নান' বলেছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

স্কীম তৈরী নেই বলে 'নান' বলেছি।

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Golam Yazdani :

কিছুদিন আগে এই স্কীমের জন্য আপনার কোন এ্যাপ্লিকেশান পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji :

নোটিশ চাই।

Takdah Multipurpose Society, district Darjeeling

16. (Admitted question No. 1380.) **Shri BHADRA BAHADUR HAMAL :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state if it is a fact that there is a Co-operative Society under name and style of "Tukdah Multipurpose Society" under the Registrar of Co-operative Societies in the district of Darjeeling?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will be Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) when it was started;

(*ii*) what is the paid-up capital of the Society;

(*iii*) whether the Board of Management is nominated by Government or elected;

(*iv*) if nominated, who are the members of the Board of Management;

(*v*) what was the rate of the dividend last paid?

The Deputy Minister for Co-operation (Shri CHITTARANJAN ROY): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) 11th June, 1948.

(*ii*) Rs. 5,623 as on 20th March, 1958.

(*iii*) The Board consists of 15 elected and 2 nominated Directors.

(*iv*) Nominated members are—

(1) Block Development Officer, Rangli-Rangliot, C. D. Block.

(2) Medical Officer, Takdah Health Centre.

(*v*) 9 per cent.

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

ये जो मन्त्रीमहोदय सोसाइटी है, इसका हमेशा गायब होने की वजह से कोई केस हुआ था, या नहीं?

Shri Chittaranjan Roy:

সে খবর উনিও দেননি, কেউ দেননি।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

ये जो सोसाइटी है, इसके पास एक ट्रक थी, क्या आप जानते हैं?

Shri Chittaranjan Roy:

নোটিশ চাই। মোটর ট্রাক ছিল কিনা জানিনা।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

ये जो को-आपरेटिव सोसाइटी है, इसको एक दुकान थी क्या मंन्त्री महोदय को मालूम है?

Shri Chittaranjan Roy:

এই সোসাইটির দোকান ছিল কিনা, ট্রাক ছিল কিনা, কি মসলা ছিল তা বলতে পারি না। তবে আমাদের যে অডিট রিপোর্ট আছে সেই থেকে এটুকু বলতে পারি ওদের কত প্রফিট বা লস হয়েছে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

इस काआपरेटिभ सोसाइटी का हमेशा गायब होने की वजह से कोई केस हुआ था क्या?

Shri Chittaranjan Roy:

কেস হয়েছে কিনা জানি না।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मन्त्री महोदय दया करके बतलायेंगे कि इस को आपरेटिव सोसाइटी का केशियर कौन था? इसका नाम क्या है?

Shri Chittaranjan Roy:

নোটিশ চাই।

Number of multipurpose co-operative societies in West Bengal

17. (Admitted question No. 1954.) **Shri PHAKIR CHANDRA RAY:**

Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operation Department be pleased to state—

(*a*) the number of multipurpose co-operative societies registered since 15th August, 1947;

(*b*) the distribution of the societies districtwise;

(*c*) the number, district by district, of the societies which have been functioning till March, 1958! and

(*d*) the number, district by district, of the societies liquidated up to March, 1958 ?

The Deputy Minister for Co-operation (Shri CHITTARANJAN ROY): (*a*) 2,106.

(*b*)—			Total.
(1) Midnapore	.. .. ..	336	2,106
(2) 24-Parganas	.. .. ..	104	
(3) Birbhum	.. .. ..	163	
(5) Purulia	.. .. ..	331	
(6) Nadia	.. .. ..	122	
(7) Calcutta	.. .. ..	58	
(8) Malda	.. .. ..	120	
(9) Howrah	 115	307	
Hooghly	 192		
(10) Darjeeling	 25	42	
Jalpaiguri	 17		
(11) West Dinajpur	.. .. ..	98	
(12) Murshidabad	.. .. ..	74	
(13) Cooch Behar	 5	15	
Alipur Duar Subdivision	.. 10		
(14) Bankura	.. .. ..	126	

(*c*)—			
(1) Midnapore	.. .. ..	112	723
(2) 24-Parganas	.. .. ..	64	
(3) Birbhum	.. .. ..	44	
(4) Burdwan	.. .. ..	33	
(5) Purulia	.. .. ..	218	
(7) Calcutta	.. .. ..	8	
(8) Malda	.. .. ..	18	
(9) Howrah	 31	68	
Hooghly	 37		
(10) Bankura	.. .. ..	31	
(11) Darjeeling	 24	38	
Jalpaiguri	 14		
(12) West Dinajpur	.. .. ..	12	
(13) Murshidabad	.. .. ..	25	
(14) Cooch Behar	 3	10	
Alipur Duar Subdivision	.. 7		

(*d*)—			Total.
(1) Midnapore	.. .. ..	25	287
(2) 24-Parganas	.. .. ..	7	

(3) Birbhum	..	..	..	1 (Placed under liquidation.)
				17 (Registration cancelled.)
(4) Burdwan	..	..	..	5
(5) Purulia	..	..	..	1
(6) Nadia	..	..	..	43
(7) Calcutta	..	..	..	1
(8) Malda	..	..	..	43
(9) Howrah	..	..	10	27
Hooghly	..	..	17	
(10) Bankura	..	..	..	61
(11) Darjeeling	..	..	1	1
(12) West Dinajpur		..	..	49
(12) West Dinajpur	..	..	..	49
(13) Murshidabad	..	..	..	23
(14) Cooch Behar	..	..	..	2

Shri Phakir Chandra Ray :

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সমস্ত সোসাইটি লিকুইডেশানে গেছে সাধারণ ভাবে তার কারণ কি ?

Shri Chittaranjan Roy :

লিকুইডেশানে যাওয়ার অনেক রকমের কারণ থাকে। সেকসান ৮৯তে কারণ লেখা আছে।

Shri Phakir Chandra Ray :

আপনি জেনারালাইজ কিছু করতে পারেন না ?

Shri Chittaranjan Roy :

ওটা আইন মত লিকুইডেশানে দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এক্ট্-এ যে বিধান লেখা আছে সেই অনুসারে দেওয়া হয়।

Shri Phakir Chandra Ray :

এই সোসাইটির রেজিস্ট্রেশান ক্যানসেল করা হয়েছে। তার কারণ কি!

Shri Chittaranjan Roy :

সেক্‌সান ১০১-এ লেখা আছে লিকুইডেটারের রিপোর্ট অনুযায়ী কোথাও রেজিস্ট্রেশান ক্যানসেল হতে পারে, কোথাও হতে পারেনা। সেটা লিকুইডেটারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে।

Shri Phakir Chandra Ray :

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে যেসমস্ত মাল্‌টিপারপোস সোসাইটি ১৯৪৭ সাল থেকে তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশই কণ্ট্রোলের কাপড়ের জন্য?

Shri Chittaranjan Roy :

আমাদের জেনারাল সার্ভে হচ্ছে অনেকগুলি হয়েছে, অধিকাংশ কিনা বলতে পারবনা।

Shri Phakir Chandra Ray :

কণ্ট্রোল চলে যাবার পর এই সমস্ত সোসাইটি এখন ঠিক ফান্‌শন করছে না। তাদের ফান্‌শান করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

Shri Chittaranjan Roy :

সোসাইটি ফান্‌শান করা সরকারের পরিকল্পনা থাকতে পারে না। সেই সোসাইটির যাঁরা সদস্য তাঁরা পরিকল্পনা করবেন আর সরকার সহায়ক হবেন।

Shri Bijoy Singh Nahar :

রিপলাই-এ দেখতে পাচ্ছি মেদিনীপুরে ৩৩৬টা সোসাইটি রিজিস্টার্ড হয়েছে, তার মধ্যে ১১২টা কার্যকরী রয়েছে, ২৫টা লিকুইডেট করে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলি কি অবস্থায় আছে?

Shri Chittaranjan Roy :

নোটিশ না হলে বলতে পারবনা।

Shri Bijoy Singh Nahar :

বাকি সোসাইটিগুলি কাজ করছে কিনা কিংবা কাজ না করলে কি অবস্থায় আছে ?

Shri Chittaranjan Roy :

এমন অনেক সোসাইটি আছে যারা হয়ত ১২ মাসের মধ্যে ১২ দিন কাজ করেছে। তাদের কিছু ফাণ্ড আছে, কাজেই তাদের অডিট হচ্ছে, সেই অবস্থা। এমন যদি কোন পার্টিকুলার সোসাইটির নাম করতে পারেন তাহলে আমি এনকোয়ারী করে বলতে পারব।

Shri Bijoy Singh Nahar :

এই সব সোসাইটিকে ফাংশানিং সোসাইটি বলবেন, না নন-ফানশানিং সোসাইটি বলবেন ?

Shri Chittaranjan Roy :

কাজ যদি করে থাকে তবে আমরা ফাংশানিং সোসাইটি বলব। যতক্ষণ না defunct হয়ে গেছে ততক্ষণ কি করে বলব।

Shri Bijoy Singh Nahar :

এগুলিকে নন-ফাংশানিং সোসাইটি বলে ধরে নেওয়া যাবে ?

Shri Chittaranjan Roy :

অডিট রিপোর্টে যা দেওয়া আছে তা থেকে আমি এই পেয়েছি।

Shri Saroj Ray :

এই কোশ্চেনটা স্যার, আপনি দয়া করে দেখুন—"এ"তে আছে কতগুলি সোসাইটি ১৯৪৭ সালে রেজিস্টার্ড হয়, তার উত্তর পাওয়া গেছে, তারপরে "সি"তে আছে ডিফাংক্ট বাই ডিফাংক্ট ফাংশানিং কতগুলি সোসাইটি আছে, সেটার উত্তর দিয়েছেন, তারপরে আবার "ডি"তে আছে কতগুলি সোসাইটিজ লিকুয়েডেসনে গেছে, তারও উত্তর দিয়েছেন। তারপর সাপ্লমেণ্টারী করা হল যে ফাংশানিং হচ্ছে ১১২, তার লিকুয়েডেসান গেছে ২৫টা ৩৩৬টা রেজিস্টার্ড হয়েছিল। বাকিগুলি কোথায় ? সেটা সম্পর্কে উনি বল্লেন যে আমি জানি না—তাহলে জানবে কে ?

Shri Chittaranjan Roy :

আমরা অডিট রিপোর্টে পেয়েছি এইগুলি ফাংশানিং এবং এতগুলি লিকুইডেসান গেছে। এখন অনেক সোসাইটিজ আছে যাদের হাত অডিট করার মতকিছু পাওয়া যায়নি সেগুলি এখানেও ধরা হয়েছে। তারা আমায় কথা দিয়েছেন যে নেক্সট ইয়ারে তারা কাজ করবেন। আপনি যদি পার্টিকুলার কোন সোসাইটির কথা বলেন তাহলে তার পজিসনটা বলে দিতে পারি।

Shri Saroj Ray :

সেগুলি ফাংশানিংও নয় ; আবার লিকুইডেসনেও যায়নি সেগুলির কি অবস্থা।

Shri Chittaranjan Roy :

ফাংশানিং এমন অনেক সোসাইটিজ আছে—যা একটু আগে ফকির বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কাপড়ের কণ্ট্রোলের সময় অনেক সোসাইটি মাল্টিপার্পাজ হয়েছিল, হবার পর তারা

হয়ত কিছুদিন বন্ধ করে দিলেন, তারপর এক বছর কাজ করেছেন ২ বছর হয়ত বন্ধ করে দিলেন—তারা য়্যাপ্লাই করেছেন যে আমাদের লিকুইডেসনে দেবেন না, আমরা স্কীম করছি। সেজন্য আমরা ওয়েট করছি—সেগুলিকে ফাংসানিংও বলি না লিকুয়েডেসানেও দিইনি। আমর ওয়েট করছি যদি তারা আবার রিভাইভ্ করতে পারেন।

Shri Saroj Ray :

এই কোশ্চেনটা এই ভাবে জিজ্ঞাসা করায় পেছনে কারণ আছে। আপনি বোধ হয় জানেন মেদনীপুর এটকা সোসাইটি আছে নাম হোল জি, কে, এস মার্কেটিং সোসাইটি। তারা আপনাদের কাছে টাকা দিলে এবং সেই টাকা অন্যত্র দিলে - সেখানে অডিটে নানারকম গোলমাল টোলমাল হয়। সেগুলি সম্পর্কে কোন রেফারেন্স আপনি জানলেন না—সেই জি কে সোসাইটির কি অবস্থা সেটা specifically জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর কি আপনি দেবেন।

Shri Chittaranjan Roy :

জি কে এস সম্বন্ধে সেপসিফিক্যালী জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারতাম। যেটুকু জানি তাতে বলতে পারি, যে টাকা গভর্ণমেণ্ট থেকে তারা পেয়েছিল সেই টাকা মেদনীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তারা রেখেছিল। তাদের ইন্টারেণ্ট বছরে শতকরা ১২ আনা করে। তারা যে জিনিস নিয়ে মার্কেটিং করবে সেটা আনবার কথা ছিল ৬ মাস পরে; তাই তিন মাসের জন্য তারা অন্য জায়গায় ৬ পার্সেণ্ট ইন্টারেণ্ট রেখেছেন এবং যেই জিনিস পেল ওমনি সেখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে আবার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে এবং তাতে তাদের কিছু প্রফিটও হয়েছে। তারপরে ৬ মাস পরে ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিয়ে যে জিনিষ পাওয়ার কথা ছিল সেই জিনিষ তারা পেল না।

[3.50-50]

Shri Saroj Roy :

জি, কে, এস্ সাপ্লেটিং সোসাইটির নোকালি যে সমস্ত কাজ-কর্ম ছিল, তাতে টাকাটা ইউটিসাইজ্ না করে কল্যাণীতে কো-অপারেটিভ্ কোম্পানীকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন কেন ?

Shrr Chittaranjan Roy :

জি, কে, এস্ মার্কেটিং সোসাইটিকে টাকা দেওয়া হয়েছিল ফর্ গোডাউন পারচেজিং সিড এর জন্য সেখানে সিড সাপ্লাই হবে ঠিক হল। তারপর নেক্সট্ জানুয়ারীতে সেই টাকাটা সব খরচ করতে না পেরে, সেটা ডিপোজিট হিসাবে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখা হয় সেখানে ১২ আনা করে সুদ নিত। ১২ আনা করে সুদ নিয়ে গভর্ণমেণ্টের সুদের হার অনুসারে শোধ দিতে অসুবিধা হবে বলে, সেটা অন্যত্র ৬ পারসেণ্ট ইন্টারেণ্ট-এ রাখা হয়েছিল। এ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্টার-এর পারমিশন নিয়ে সোসাইটি সেই টাকা উইথড্র করে নিয়েছেন উইথ ইন্টারেণ্ট।

Shri Nepal Roy :

গভর্ণমেণ্টর পার্মিশম নিয়ে জি, কে, এস মার্কেটিং সোসাইটি টাকাটা তুলে নিয়ে, সেই টাকাটা যখন কল্যাণী কো-অপারেটিভ কোম্পানীকে ধার দেন তখন কি গভর্ণমেণ্টের পার্মিশন নেওয়া হয়েছিল ?

Shri Chittaranjan Roy :

হ্যাঁ পার্মিশন নেওয়া হয়েছিল।

Shri Gopal Basu : Scheduled Castesদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলেছেন। বিহারে scheduled castesদের জন্য একটা নিয়ম আছে—যে হরিজন বা আদিবাসী মেয়েদের যদি কোন উচ্চবর্ণ ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয় তাহলে তাদের তিন, চার হাজার টাকা একটা lumpsum দেওয়া হয়। এখানে এই ব্যবস্থাটা list এর মধ্যে include করা হয় নি কেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : এখানে যে উত্তরগুলি দেওয়া হয়েছে তা বহু আগের প্রশ্ন সম্বন্ধে। এখানে ছাত্রদের বৃত্তির list দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিহারের কোন উত্তরাধিকারী সূত্রে এটা আসে আমার জানা নেই। যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা আমরা দিচ্ছি। ৭ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হত প্রায় ৫০০ জনকে। প্রতি বৎসর ৫০০ জনকে বিনা মাইনে পড়বার সুযোগ দেওয়া হত। সেটা এখন ৯২৫এ চলে এসেছে। এ বছর ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়নি তার কারন পুস্তক ক্রয়ের জন্য তাদের কোন আবেদন ছিল না।

Shri Gopal Basu : এটা ছাত্রদের ব্যাপার নয়। আমি জিজ্ঞাসা করছি পুরুলিয়া হতে যে সমস্ত হরিজন আদিবাসী পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে, তাহাদের মেয়েদের উচ্চবর্ণ ছেলেদের সঙ্গে বিবাহে, ঐ রকম অর্থ সাহায্য করতে আপনি প্রস্তুত আছেন কিনা ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : আপাতত সেরকম কোন ইচ্ছা নেই।

Shri Chitto Basu : আপনি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে বিহারের আসলে হরিজনরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের দিচ্ছেন। তাহলে এটা কেন দিতে চাচ্ছেন না ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : ঐ প্রশ্নটা এখনকার নয়, ওটা গত বৎসরের। List এখন পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে। পরে এ বিষয় চিন্তা করে দেখা যাবে। এখন আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না।

Shri Chitto Basu : বিহার আসলে হরিজনরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল, পুরুলিয়া বাংলা দেশের সঙ্গে অন্তরভূক্তি হবার পর, তারা কি সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা এখানে পাচ্ছে ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : ১৯৫৬ সাল থেকে তারা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে।

Adjournment Motion.

Mr. Speaker : Mr. Mullick Chowdhury, the last portion of your notion contains the statement. You can read the motion only. Please don't read the statement.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : All right, Sir.

My motion runs thus :—

The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion on a matter of urgent public importance and of recent occurrence i. e. the situation arising out of the reported death on 27th March, 1960 of Shritmati Labanya Das and alarming condition of Shri Prahlad Halder of Sibtala Gopalpur Government Refugee Colony in the district of Burdwan who along with other refugees were going on hunger strike since 8th March, 1960, protesting against the stoppage of doles and demanding conversion of the Sibtala Gopalpur Government Refugee Camp into a rehabilitation centre.

Secretary : (Shri A. R. Mukherjea) : Sir, the following Messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely :—

(1)

"MESSAGE

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1960, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 28th March, 1960, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta :
The 28th March, 1960.

(2)

"MESSAGE

The West Bengal Appropriation Bill, 1960, was considered by the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 28th March, 1960, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

SUNITI KUMAR CHATTERJI
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Calcutta :
The 28th March, 1960.

Programme of Business.

Shri Jyoti Basu : আমি Govt. Business আরম্ভ হওয়ার আগে দুএকটি কথা জানতে চাই এবং বলতে চাই, সেটা হচ্ছে, আমরা দেখছি, এপ্রিলের ১২ই তারিখ অবধি Programme দেওয়া হয়েছে এবং তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আছে - Gas Bill, Kalyani Bill, Estates Acquisation Bill—এখন শুনছি এর একটী withdraw হয়েছে, সেটা পরে হবে। কিন্তু এই যে Gas Bill এটা আমার মনে হয় খুবই controversial Bill, আগেকার বিলটাই দেখছি অন্যভাবে আনছেন, একই আছে বা আরও খারাপ হয়েছে, সেদিক দিয়ে ঘরে বসে আলোচনা করে পরে এটা আনবার ব্যবস্থা করলেই হতো, কারণ যা অনেক সময় লাগবে opposition হবে ভীষণভাবে। এ কারণে ১২ তারিখের মধ্যে এই দুটি বিল হতে পারেনা অবশ্য কল্যাণী বিল, University বিল এতে সে রকম opposition হবে না। কিন্তু আজকে শুনছি সেটা পরে হবে, Order Paper বদলে গেল। কল্যাণীর জন্য আমাদের অনেকে Prepared না, কল্যাণী বিল যদি কালকে হত—তবে সুবিধা হত আর Gas Bill আমার মনে হয় এটা একেবারে স্থগিত রাখা যায় কিনা এটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন এটা যদি পরে অন্য form-এ আনা যায় তাহলে ভাল হয়, এটাই আমরা চাইছি, এমন কি কংগ্রেস পক্ষ থেকে যা বলেছে বিলটা সেভাবে আসেনি, জানিনা এটা আলোচনা করেছিলেন কিনা। অন্য কথা হচ্ছে Non-official Day, Refugee debate, food এসব নিয়ে সব কিছু এই সময়ে কুলাতে পারবো না কাজেই এখন থেকে না জানলে অসুবিধা হয়; আমি Programme বিষয়ে বিবেচনা করতে বলছি Timetable কত তারিখ পর্য্যন্ত হবে, আরও বাড়বে কিনা এটা জানতে চাই নইলে বাইরেও আমাদের Programme থাকে সেটা adjust করতে অসুবিধা আছে। Recessএর পরেও এটা জানিয়ে দিতে পারেন। আর Gas Bill আরম্ভ হবে তাই অন্তত: House কিছুক্ষণের জন্য adjourn করে দিন, তাহলে একটু আলোচনা করতে পারি। আর Estate—Acquisition Bill তো শুনছি আসবেই না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : তিনটি বিলের কথা বলেছেন, Estate Acquisition Bill আসবে না। আর Gas Bill আজকে আমি আরম্ভ করে দিই। তারপরে দেখা যাক—৯ দিন সময় আছে, তাতে Gas Bill কতটা হয়, যতটা না হয় ততটা—পরে যাবে।

Shri Jyoti Basu : Gas Bill কি খুবই Necessity, এটা কি করতেই হবে এখনি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : আমি বলছিলাম অন্তত: এক বছর কিংবা দেড় বছর আগে management টা পেলে পর সুবিধা হয়। 1961 May মাসে Pipe বসাতে আরম্ভ করবে, এবং আশাকরি by the middle of April চেকোশ্লোভাকিয়ার pipe এসে যাবে, very likely the pipe will the put in by May, 1961. এখন প্রতিদিন প্রায় ৮ লক্ষ cubic feet gas নষ্ট হচ্ছে। I do not want to lose even one day if possible, যাই হোক সেটা কিছু নয়। আমি বলবো Let us go ahead. যতখানি পারা যায় ততটা চেষ্টা করা যাবে, পরে বাকীটা করা যাবে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আমি একটা ব্যাপার সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বা খাদ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আজ সকালে গ্রে ষ্ট্রীট্ ও সার্কুলার রোডের নিকটে একজন বুভুক্ষু লোক তার স্ত্রীকে, এক উপবাসী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসছিল। সেই ছেলেটি যখন খাবার জন্য কাঁদছিল, দোকানে কোন খাবার পায়নি, তখন সেই ছেলেটার বাবা ছেলেটির পা ধরে ফুটপাতের উপর এমনভাবে আছাড় মারে যে তার ফলে তার মাথা চূর্ণ হয় এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং তারপর পিতা নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এই সংবাদ আপনাদের কাছে এসেছে কিনা, বা এ সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানেন কিনা ?

GOVERNMENT BILL.

The Oriental Gas Company Bill, 1960.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to introduce the Oriental Gas Company Bill, 1960.

(The Secretary then read the short title of the Bill.)

Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960, be taken into consideration.

Members will recall two months ago I placed this Bill before the House in the form of a Bill for acquisition of the concern. At a certain stage we found that there were some doubts in the mind of some members as to whether the compensation as is provided for under Article 31(2) of the Constitution was properly assessed. Article 31(2) says "no property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given." We attempted to put in the last Bill the manner in which the compensation was to be given. I realised the force of discussion of the manner in which the compensation was to be based and certain facts were not clear so far as the accounts of the company was concerned. Therefore we felt that it would be desirable that we take over the company under section 31A sub-clause (b) which says "Not-withstanding anything contained in article 13, no law providing for the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, and shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14, article 19 or article 31." That is to say, if a property is taken over for the purpose of management in public interest then that will not be inconsistent with the provision of article 31 which says "No person shall be deprived

of his property save by authority of law". For the purpose of management it is possible that we could take over the management but the ordinary interpretation of this clause says that you take it over for a limited period and then give it back to the original owner.

Although that is not distinctly indicated in the Article, that is the purpose behind it. The party have not been able to manage the property well and therefore the Government may take it over in the interest of the public and after putting it in the proper form, give it back to the owner. In this particular case, we have made it parfectly clear that we want to take it over after a certain period. We have put the period of management up to five years but the taking over might be much earlier than five years. Therefore, one provision to which some of my friends have become rather allergic is as to why should we provide for any compensation during the period of management. The only suggestion I can make is that although there is nothing compulsory in the Constitution that we should give any compensation, we are utilising the resources of the company for the purpose of making such profit as the company would yield for two years or three years and it is only natural justice that we should give them a certain portion of the profit that is earned. Whether the legislature will agree to it or not is a matter for the legislature to decide. There is no compulsion on this particular point. The second point that I wish to make is that during this period of managemet it may be necessary for us to spend a little money, probably 25 or 30 lakhs of rupees, in order to make the present concern carry on the work until the gas comes from Durgapur and the question therefore is whether that 30 lakhs will be included in the capital on the basis of which we pay the compensation. Certainly that is not so. It is not intended that any money that the Government puts into the concern during the period of its management should carry any profit which would be payable to the concern at all. Similarly, there is no question that when the property is taken over by the Government, the money which we are putting in will not go to the present owner of the property but will be deducted from whatever price it is ultimately decided upon. These are matters, of course, which have to be looked into by the Tribunal when they decide about the price of the undertaking. Sir, last time when I was moving the motion, I had circulated the report and my friend Shri Ganesh Ghosh was surprised that it was circulated to every member last time—and the concern not being a Government concern, they thought it was not worth keeping it, they must have thrown it away. (Shri Ganesh Ghose: I have got it). I am glad that you have got it.

[4-10—4-20 p. m.]

I will describe very shortly the position about the Gas Company. It is only an **aid de memoire** rather than anything new that I want to place before the House. On the 15th of April the Government of West Bengal constituted a Committee to enquire into the unsatisfactory conditions of the supply of gas in Calcutta and to suggest remedial measures including valuation of the undertaking for the purpose of taking over the undertaking and a suitable scheme for acquisition of the gas supply undertaking. The members of the Committee were our Chief

Secretary, Mr. S. C. Roy, Sheriff of Calcutta at that time, Secretary, Commerce and Industries Department, the Administrator, Durgapur Project, and Dr. Lahiri, Director, Central Fuel Research Institute. The Committee studied the reports which were submited in the past by experts appointed at the instance of the Government. The Committee was assisted by a number of officers, one of whom was Mr. Mitter, who was lent by the Commerce and Industries Ministry of the Government of India, and also by Mr. Mukherji of the Improvement Trust, Calcutta, who is the Chief Valuer. These two officers also gave their opinion about the valuation of the property and the assets of the Company and each of them followed a different way of coming to the same results. This Committee is of the opinion that although their calculation give some useful data they were based upon depreciation allowances which were not acceptable. The Committee feels, as the plants and equipments of the Gas Works as well as the distribution system are in a very poor state of maintenance the valuation made at that stage may not hold good even in the near future. Based on the technical studies of Shri B. K. Mitter and other officers an interim report has already been submitted to the Government giving the short-term and long-term demand and supply of gas in Calcutta and the present supply position and the state of efficiency of the gas works and of the distribution system.

The Committee is of opinion that the present gas works in Calcutta including the distributing system is not in a very good condition of repair and recommed the gas work and the distributing system to be taken over immediately under the management of State Government in order to ensure and maintain a supply of 3.5 to 4 million cft of gas per day, which is assessed as approximately 50 per cent of the present demand of gas in Calcutta. The gas works should be operated until the Gas Grid Project of the Government for supplying gas from Durgapur to Calcutta by laying long-distance high-pressure pipeline matures. Use of gas in the city and suburbs for domestic and industrial purposes should be encouraged. In the near future about 20 per cent of the urban population should be supplied with gas for domestic use and their requirement is estimated to be 20 to 25 million cft a day.

The Committee feels that not only it is necessary to take over the management of the plant and distributing system temporarily for immediate remedies but the Government should also keep this essential service permanently under public control. The Committee, therefore, recommends that generation and distribution of gas in the city should henceforth be under public management.

There are three suggestions for the permanent acquisition of the undertaking. They are, (1) acquisition of the properties by special legislation, (2) purchase of the undertaking from the existing Company by negotiation and vesting the same in a new Company, and (3) purchasing the majority of shares thereby obtaining control over the management of the Company.

For several reasons the Committee does not recommend the latter two alternatives. In view of the extremely unsatisfactory gas supply position the Committee recommends that the Government should take

recourse to the first alternative which will be the most expeditious procedure for improving the supply condition.

I may tell you that the management had come to me a few days ago and they repeated the same argument that their supply position is better. I do not know whether that is the experience of most of the other people, but my experience has not been the same.

Therefore, we have suggested in this Bill that we have, first of all, to provide for taking over the management for a certain number of years, not exceeding five, and ultimately to acquire the property. Now, in order to avoid another legislation, both have been included in one legislation, viz. management, in the first instance, and acquisition ultimately.

Sir, with these words I place the Bill before the House for their acceptance.

Mr. Speaker : All the amendments are in order excepting the last, viz. No. 22.

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960. be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th September, 1960.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার circulation motionটা সমর্থন করতে উঠে এই বিল সম্বন্ধে এই কথাই বলতে চাই যে গত সেসনে যখন এই বিলটা আনা হয়েছিল, হঠাৎ ডাঃ রায় এই বিলটা withdraw করে নিলেন। অবশ্য withdraw করার সময় তিনি কেন withdraw করেছেন তার উপর বেশী জোর না দিয়ে এই কথাটাই আমাদের oppositionকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই বিল প্রত্যাহার করে নিচ্ছি তা নয় আমার পার্টির সদস্যরা এই বিলটাতে ২।৪টা ভুল দেখিয়েছেন বিশেষতঃ compulsory acquisition না করে temporarily management নেওয়া যেতে পারে এই suggestion আমার পার্টির মেম্বাররা দিয়েছেন বলেই প্রত্যাহার করছি, oppositionএর জন্য নয়। এই কথাই ডাঃ রায় আমার যতদূর মনে পড়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এখন বিলটা যে formএ নিয়ে এসেছেন তাতে আমাদের মনে হচ্ছে এর মধ্যে acquisition ছাড়া আরেকটা জিনিষ এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন management & control ৫ বছরের মত এই Gas Company নিয়ে নেবেন। কিন্তু সরকার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তারা completely acquire করতে পারেন। এবং তার সমস্ত কিছু provision এই বিলে সমস্ত কিছু রয়েছে। অর্থাৎ compulsory acquisition আগে যেটা বিলের মধ্যে ছিল সেটা রয়ে গিয়েছে শুধু সরকারের হাতে আরও একটা ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে সরকার যদি মনে করে তাহলে এটার management কয়েক বছরের মত নিয়ে নিতে পারবেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই Oriental Gas Companyকে নিয়ে নেবার জন্য হঠাৎ সরকারের এত প্রয়োজন হল কেন? তারা বলেছেন এটা public utility service।

এই public utility service আরও অনেক আছে যেগুলি সরকার নেয় নি বা নেবারও কোন পরিকল্পনা দেখি না। আমরা বরং এর আগে বলেছিলাম public utility service প্রত্যেকটা nationalise করে নেওয়া উচিত। আমাদের সরকারের nationalisation করার যে দৃষ্টিভঙ্গী তার থেকে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর অনেক তফাৎ আছে।

তার আমি মনে করি যে সমস্ত public utility service আছে, compensation না দিয়ে nationalise করা উচিত। হয়ত constitutionএ permit করছে না। আমি বলি তার জন্য Constitution যদি পরিবর্ত্তন করতে হয় তাহলে তাই করা উচিত। কিন্তু ডাঃ রায় জ্যোতিবাবুকে এর আগের সেসনে বলেছিলেন যে আমরা পুরান কোন companyকে nationalise করব না। এই সমস্ত obsolete জিনিষ পত্র nationalise করে কোন লাভ নেই। তার যে pnblic sectorএ নতুন নতুন industry গড়ে উঠতে পারে modern methodsএ তাহলে সেটাই ভাল হবে, ডাঃ রায় এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন।

[4-20—4-30 p. m.]

যে যুক্তি ডাঃ রায় দেখিয়েছিলেন সেই যুক্তিতে যদি কম্পেনসেশন দিতে হয় তাহলে হয়ত কিছুটা সমর্থন যোগ্য ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই সব যুক্তি উড়ে গেল। এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকে ন্যাসনালাইজ করবার এত প্রচেষ্টা বা জেদ ডাঃ রায়ের কেন হোল এবং তাঁর আশেপাশের পরামর্শদাতারাই বা তাকে এসব পরামর্শ কেন দিচ্ছেন সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। তিনি পাবলিক ইউটিলিটি সারভিসের কথা বলেছেন কিন্তু এর অবস্থা যে অত্যন্তই খারাপ তা' রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া কিছুক্ষণ আগে ডাঃ রায় বলেছেন যে গ্যাস সাপ্লাইর জন্য দুর্গাপুর থেকে গ্যাসগ্রিড বসবে এবং বোধ হয় ঐ কাজ শেষ হলে ২/১ বছরের মধ্যেই আমরা গ্যাস পাব এবং এর এ্যামাউণ্টও কম নয় অর্থাৎ প্রায় ৮ মিলিয়ন কিউবিক ফুট। কাজেই সেক্ষেত্রে এই দু-বছরের জন্য এরকম একটা আউটডেটেড কোম্পানীকে ন্যাশনালাইজ করবার কি প্রয়োজন আছে সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। অবশ্য ডাঃ রায় এখানে এই রিপোর্টের একটা মোসন পড়ে আমাদের শোনালেন যে ন্যাশনালাইজ করবার বিশেষ প্রয়োজন বলেই এই কোম্পানীকে ন্যাশনালাইজ করা হচ্ছে। কিন্তু এই রিপোর্টের appendix I and appendix II এবং specially appendix I অর্থাৎ যেটাতে টেকনিক্যল রিপোর্ট আছে সেটা যদি ভাল করে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই গ্যাস কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকা যদি খরচ করা যায় তাহলে ৫/৭ বছর পর্য্যন্ত এখান থেকে ডেইলী ৩/৪ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস তৈরী করা যাবে এবং ৫/৭ বছরের বেশী লাইফ এক্সটেণ্ড করা যাবে না। তা ছাড়া এটা অবসোলিট এবং ইণ্টারমিটেণ্ট টাইপ অব রেকর্ডস—কন্‌টিনিউয়াস্ প্রসেস নয় এবং এ ছাড়া যে সমস্ত অটোমেটিক চার্জিং ছিল তা খরচ হয়ে গেছে এবং এখন ম্যানুয়াল চার্জিং, ডিস্‌চার্জিং হওয়ায় ফলে ওয়ার্কমেনদের লাইফ রিস্‌ক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেরীও হচ্ছে। কাজেই এ ধরণের একটা মেসিন যেখানে চলছে সেই কোম্পানীকে ন্যাশানালাইজ করার কি প্রয়োজনীয়তা আছে তা' আমি বুঝতে পারছিনা। তারপর ডাঃ রায় বলেছেন এবং বিলেও বলা হয়েছে যে যদি প্রয়োজন বোধ হয় তাহলে ৫ বছরের পর একে সম্পূর্ণরূপে এ্যাকোয়ার করা হবে। কিন্তু আমি সেখানে বলতে চাই যে, যে রিপোর্ট আমাদের কাছে দিয়েছেন সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখছি যে

৫ বছর পর এই গ্যাস কোম্পানী তো আর চলবেই না অর্থাৎ ১ কোটি টাকার উপরেও যদি খরচ করা যায় তাহলেও এর লাইফ ৫/৭ বছরের বেশী এক্সটেণ্ড করা যাবে না। অবশ্য ডাঃ রায় বলছেন যে ২৫/৩০ লক্ষ টাকা খরচ করলেই একে কাজে লাগান যাবে। কিন্তু সেটা মোটেই সত্যকথা নয় কেননা রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ করতে হবে।

ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে নেবার জন্য কনস্টিটিউশানে কম্পেনসেশনের কোন এডিশন নেই। তবে তিনি মনে করছেন ন্যাচারাল জাস্টিসের জন্য কিছু কম্পেনসেশন কোম্পানীকে দেওয়া উচিৎ এবং সেজন্য কম্পেনসেশন দেওয়া হচ্ছে two percent per annum of the capital outlay of the Co. অর্থাৎ এই কোম্পানীর উপর সরকার থেকে এক কোটি টাকা খরচ করার পরে যদি লাভ হয় তা সত্বেও কোম্পানীর যে প্রপার্টিজ আছে সেই প্রপার্টিজ-এর উপর কালেকশন কর শতকরা ২ ভাগ কম্পেনসেশন হইবে। স্যার, এখানে আমার বক্তব্য এই যে এই ধরণের কম্পেনসেশন ক্লজ দেওয়া অত্যন্ত বেআইনী হয়েছে। প্রথম কথা আজকে এই কোম্পানী it will have its natural death—৫ বছর বাদে মারা যাবে। এই ভাবে যে কোম্পানী মারা যাবে তাকে আপনারা ন্যাশানালাইজ করতে চলেছেন। কোলকাতায় গ্যাস সরবরাহ করা যে কর্তব্য ছিল সে কর্তব্য তারা পালন করতে পারেননি বলে তাকে আপনারা নিতে যাচ্ছেন। এই পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসে যদি ওয়ার্কম্যানরা ষ্ট্রাইক করে তাহলে তাদের ষ্ট্রাইক ভাঙ্গিয়ে জোর করে কাজে যোগদান করান হবে এবং যদি কাজে যোগদান না দেয় তাহলে তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডাঃ রায়ও এই ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে যারা এই কোম্পানী—পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস কণ্ট্রোল করে বা ম্যানেজ করে তারা তাদের ডিউটি পালন করতে যদি ফেল করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা ডাঃ রায় গ্রহণ করেছেন বা করবেন? এই কোম্পানীর উপর একটা ডিউটি ন্যস্ত ছিল সেই ডিউটি তারা ফেল করেছে তখন এই কোম্পানীকে আপনারা কেন যে কম্পেনসেশন ফি বলেছেন কেন তা বুঝতে পারি না। ম্যানেজমেণ্টকে নেবার জন্য যে ক্যাপিট্যাল আউটলে তার উপর শতকরা ২ ভাগ যদি লোকসান হয় তাহলে কি হবে? এই কম্পেনসেশনের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ক্যাপিট্যাল আউটলে কোম্পানীর যা এবং ক্যাপিট্যাল আউটলে গভর্ণমেণ্টের যা থাকার সেই প্রোপোসেনেট রেশিয়ো করে কম্পেনসেশন দেওয়া উচিৎ। কিন্তু তাহলে আমি বলব কম্পেনসেশন এক্ষেত্রে দেওয়া উচিৎ কংগ্রেস পার্টি-পার্টি ইন পাওয়ার—এক কম্পেনসেশনের ফেবার-এ। কিন্তু ম্যানেজমেণ্ট যে ভাবে আজকে দায়িত্ব পালন করতে ফেল করেছে তাতে আমি মনে করি যে এই রকম ধরণের কম্পেনসেশন দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে। এ ছাড়া আজকে বিলের মধ্যে আছে যে যদি প্রয়োজন অনুভব সরকার পক্ষ থেকে করেন তাহলে তারা কয়েক বছর কেন একেবারে এই কোম্পানীকে য়্যাকোয়ার করতে পারেন। ডাঃ রায় হয়ত যুক্তি দেখাবেন যে দুর্গাপুর থেকে গ্যাস হলে সেই গ্যাস ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য এই কোম্পানীকে য়্যাকোয়ার করার দরকার আছে। এদের গ্যাস হোল্ডার ও গ্যাস রাখা যেতে পারে এবং যে ডিস্ট্রিবিউটিং মেন আছে সেই ডিস্ট্রিবিউটিং মেন আমরা ব্যবহার করতে পারি। ডাঃ রায় আমাদের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন য়্যাপেণ্ডিক্স ২ তে বলা হয়েছে যে এর ডিস্ট্রিবিউটিং মেন অত্যন্ত খারাপ এবং যেভাবে গ্যাস তৈরী করে সেই গ্যাস পিউরিফাই করার য়্যারেজমেণ্ট অত্যন্ত খারাপ যার ফলে আজকে ডিস্ট্রিবিউশন সিষ্টেমের যে পাইপ তার মধ্যে ইনপিউরিটিস জমে গেছে। অর্থাৎ যেখানে ৩ ইঞ্চি পাইপ ছিল সেখানে তার রেডিয়াম ডায়ামিটার ১ ইঞ্চি হয়ে গেছে।

অতএব সেই ডিস্ট্রিবিউশান সিষ্টেম কতখানি ব্যবহার করা চলবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এছাড়া সেখানে যে গ্যাস হোল্ডার আছে সেই গ্যাস হোল্ডার-এর ৩টার মধ্যে একটা গ্যাস হোল্ডার কমপ্লিটলি খারাপ হয়ে গেছে এবং বাকী যে গ্যাস হোল্ডার আছে according to report—সেই গ্যাস হোল্ডার ব্যবহার যোগ্য নয়। এই সব ব্যবহার করতে গেলে তার পেছনে ২০।২৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। এখন সেই টাকাই যদি খরচ করতে হয় তাহলে সেই টাকা খরচ করে নূতন ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম, নূতন গ্যাস হোল্ডার করার ব্যবস্থা করলেই বেশ হয়। এই কোম্পানীকে নেবার জন্যই যে শুধু কম্পেনসেশন দিতে হবে তা নয় এই কোম্পানীর পেছনে এক কোটি টাকা খরচও করতে হবে। সুতরাং এই জিনিষ বিবেচনা না করেই যদি এই বিল পাশ করা হয় তাহলে দেশের জনসাধারণ মনে করবেন জালান ক্যাপিট্যালিষ্ট গ্রুপকে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আমাদের ষ্টেট এইভাবে টাকা নষ্ট করছেন এবং তাদের কম্পেনসেশন পাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছেন। সেজন্য আমি বলছি যে জনমতের জন্য এই বিলটা সার্কুলেশানে দেওয়া হোক এবং জনমত যদি মনে করে তাহলে এটা নেওয়া হবে, তা না হলে নয়।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে আমি আগে বলেছি এবং আবার বলছি যে এই বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল। এ নিয়ে অনেক গোলমাল হয়েছে। আপনি জানেন কপি আগে চলে গিয়েছিল। চীফ মিনিষ্টার এখানে নেই কেন?

Mr. Speaker: চীফ মিনিষ্টার আছেন, সমস্ত শুনছেন। আপনার সময় যাচ্ছে।

[4-30—4-40]

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April 1960. স্যার, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে এই বিলটা যেভাবে ডাঃ রায় একবার উইথড্র করে নিলেন প্র্যাক্‌টিক্যালি সেইভাবেই আবার বিলটা আনা হয়েছে। ডাঃ রায়ের মনের মধ্যে খানিকটা কন্‌ফিউসান আছে কারণ খুব অন্যায় কাজ করতে গেলে যা হয়—খুব clear conscience নেই। তাই এত দুর্গাপুর প্রোজেক্ট এণ্ড গ্যাস গ্রীড, প্রায় ৮ মিলিয়ান কিউবিক্ ফিট অব গ্যাস নষ্ট হচ্ছে, গ্যাস গ্রীড এসে পড়বে, ইত্যাদি অনেক কথা আজকে তিনি বলে গেলেন। কিন্তু এই বিলের মধ্যে যে কথাগুলি গেলবারে ছিল সেই কথাগুলিই আছে whereas it is expedient to provide for increasing the production of gas। আমরা জানি দুর্গাপুরে গ্যাস প্রোডাক্‌সান হবে, গ্রীড দিয়ে তা কলকাতায় আনা হবে, এবং শুনছি নাকি কম দাম-টাম হবে। কিন্তু তা হবে না। দুর্গাপুরে গ্যাস প্রোডাক্‌সান হবে কিন্তু প্রিএ্যাম্‌বলে বলা হচ্ছে for increasing the production of gas তাতে মনে হচ্ছে খানিকটা কন্‌ফিউসান রয়েছে। আমরা এগুলি জানতে চাই। গেলবারে আমাদের ষ্টিফ অপোজিসানের জন্য এই বিল উইথড্র করা হল। আমরা মনে করেছিলাম বিধানবাবুর খানিকটা বুদ্ধি-টুদ্ধি মাথায় হয়েছে, তিনি রিট্রিট করলেন কিন্তু ঠিক সেই বিল এসেছে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, তিনি বলে গেলেন আমরা শুধু কণ্ট্রোল এবং ম্যানেজমেণ্ট

টেক ওভার করব ফর ফাইভ ইয়ারস। কিন্তু তা নয়। স্যার, আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে for the taking over for a limited period of the management and control and the subsequent acquisition of the undertaking রয়েছে অর্থাৎ যে কথাটা আমার বন্ধু কানাই লাল ভট্টাচার্য মহাশয় এখানে বলে গেলেন যে এই গ্যাস কোম্পানীর যারা আজকে মালিক তাদের কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়—সেই পাইয়ে দেওয়া হবে। সেজন্য আগে কণ্ট্রোল এবং ম্যানেজমেণ্ট নেওয়া হচ্ছে পরে এ্যাকুইজিসান করা হবে। আগে ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে তারপর সেটাকে এ্যাকয়ার করা হবে সে সম্বন্ধে যে বই থেকে ডাঃ রায় পড়ে দিলেন এবং যেগুলি তিনি পড়লেন না সেই কথাগুলি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি যে কোম্পানীর অবস্থাটা কি। এটা বলছেন এক্সপার্ট কমিটি consisting of Sj. Lahiri, Durgapur Administrator, Shri J. K. Ghosh, Shri Ganguly, আর Shri Bhowmick। সেই এক্সপার্ট কমিটি বলছেন The existing condition of the plant was found to be precarious as it involves simultaneous crumbling of the plant and rebuilding and repairing to keep production going. It was evident for some time past the Company has not invested any money, etc. এটা কোলাপ্সড করে যাচ্ছে, প্ল্যাণ্ট ক্রাম্বল্ড করে যাচ্ছে, তবুও আমরা এটাকে টেক ওভার করছি for production of gas। অত্যন্ত বেশী বয়স হলে যা হয়—অত্যধিক consistent thinkingএর অভাব। ১শো কোটি টাকা আমাদের আছে সেই টাকাগুলি কিছু বড় লোককে ডিস্ট্রিবিউসান করা ছাড়া আর কিছু আমরা ভাবতে পারি না। এই বিলটা উইথড্র করে নিয়ে হঠাৎ আবার এটাকে আনলেন for production and for acquisition। ওঁর প্রীতি হচ্ছে বড় লোকদের প্রতি প্রীতি। এটা শুধু জালান কোম্পানী বলে নয়, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে এই হাউসের মধ্যে আমরা এ পক্ষ থেকে কতবার বলেছি যে মহারাজা সম্পর্কে ওঁর যেন অত্যন্ত দুর্বলতা আছে। মহারাজার বাড়ী যে বাড়ীগুলির দাম হচ্ছে ১ লক্ষ টাকা উনি ৬ লক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন, যে বাড়ীর দাম ৮০ হাজার টাকা ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন—এই রকম বহুবার আমরা বলেছি। সেজন্য আমরা বলছি যে আপনি যদি সত্য সত্যই ঠিক টাকা দিয়ে কিনে থাকেন, ওয়েষ্টেজ না হয়ে থাকে তাহলে একটা কমিশান করে দিন, আমরা যেতে চাই না, তাঁরা বিচার করে বলতে পারবেন যে না ঠিক ঠিক দামে কেনা হয়েছে। আমরা তাহলে চুপ করে থাকবো, আর কোনদিন টাকার কথা বলবো না কিন্তু উনি কমিশন করতে চান না, জোর দিয়ে বলেন যে ঠিক ঠিক ভাবেই য়্যাসেসড্ হয়েছে। আমি জানি মিঃ স্পীকার স্যার, উনি টেলিফোনে বলে দিয়েছেন, "ওহে, ঐ বাড়ীটা আমরা নেব, দামটা একটু দেখে টেকে দিও" এবং চিফ্ মিনিষ্টার দেখে টেকে দিও বললে কি হয় তা আমরা সকলেই বুঝি। এইভাবে বেলেঘাটার বাড়ী বেশী দামে নেওয়া হয়েছে। বিমল বাবুর কাকা মহাশয়ের বাড়ী এইভাবে অনেক টাকা দাম দিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেইভাবে এই গ্যাসের ব্যাপারে যে টাকাটা ইনভেষ্ট করা হবে তার ফল কি হবে? এই কোম্পানী ডাঃ রায় য়্যাকোয়ার করে নিতে চাচ্ছেন অথচ সেখানে প্রোডাক্শনের কি অবস্থা, কোন প্রোডাক্শন নেই—এক্সপার্টরা বলেছেন, আমরা বলছিনা এবং সেটা ভেঙ্গে চুরে পড়ছে। আমরা জানি যে গ্যাস সাপ্লাই করা দরকার কিন্তু করা যাচ্ছে না—গ্যাস গ্রিড্ হচ্ছে, আসছে বছরের মে মাসে আমরা গ্যাস হয়ত পাব। ডিষ্ট্রিবিউশনের কথাই বড়। প্রোডাক্শনের কথা মোটেই নয়। সুতরাং ভাঙা চোরা যেটা ক্রাম্বল, কোলাপ্স করে যাচ্ছে, লোহার বদলে যেখানে বাঁশ দিয়ে চালানো হচ্ছে সেটাকে কয়েক লক্ষ

টাকা দিয়ে নেওয়ার কোন যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না, যে কথাটা এক্সপার্টরা বলে গেছেন। ঐ কমিটির রিপোর্টে আছে এটা যদি immediately যদি running conditionএ রাখতে হয় তাহলে nearabout এক কোটি টাকা invest করা দরকার। এই টাকা ইনভেষ্ট করলে it might be kept running for 5 to 7 years. আমরা কি পারি? এই কমিটি বলেছেন—the total costs of repairs will be of the order of Rs. 25 lakhs. Thus the total cost of renovation plus additional holder capacity will be of the order of Rs. 55-60 lakhs. To this figure has to be added the immediate repair cost of Rs. 25 lakhs which brings the total sum to approximately Rs. 85 lakhs in order that the plant may continue to produce gas with an enhanced capacity for the next 5-7 years. এই ৮৫ লক্ষের সঙ্গে য়্যাড্ করতে হবে—It is estimated that the working capital required for 3 months' operation for raw material, stores and wages is likely to be of the order of Rs. 15 lakhs. মানে এক কোটি টাকা। এই এক কোটি টাকা ৫-৭ বৎসর running কণ্ডিসনে থাকবে এটা ডাঃ রায় ছাড়া ক্যাবিনেটের মধ্যে আর কেউ সাপোর্ট করেছেন কিনা জানিনা এবং এই ব্যাপারে ডাঃ রায় সাপোর্টেড হয়েছেন কিনা তাও জানিনা কিন্তু আমরা এটা টুথ এণ্ড নেল অপোজ করবো এবং ১২ তারিখের মধ্যে এই বিল পাশ করাতে পারবেন না এটা সত্য কথা। যেমন তেমন করে কনসলিডেটেড ফাণ্ড থেকে টাকা দিয়ে দেবেন তা হবেনা। এই তো দশদিন না খেতে দিতে পেরে একটা মানুষ তার ছেলেকে আছাড় দিয়ে মেরেছে। মানুষকে খেতে দিতে পারছেন না। টেষ্ট রিলিফ, গ্রাটুইটাস রিলিফ দিতে পারছেন না। চালের দাম কমাতে পারছেন না। আর জালান কোম্পানীকে এই টাকাগুলি উপহার দিয়ে দেবেন এ জিনিষ হতে পারে না। কাজেই আমি বলবো যে ডাঃ রায় চীফ মিনিষ্টার থাকলে বাংলা দেশের মঙ্গল কখনও হবে না, বাংলাকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন, বাংলার মানুষকে শুষে নিয়ে বড় লোকের পকেটে ছেড়ে দেবেন—তা না হলে জেদ করে এই বিলটা আনার কোন মানে হয় না। মিঃ স্পীকার স্যার, কেউ কেউ মনে করেন কবে অপোজিসান শেষ করিয়া সমস্ত জিনিষ অপোজ করি কিন্তু এই একসপার্টরা বলছেন taking all the factors into consideration the operation of the plant will be uneconomic and will lead to direct loss. এটাকি ডাঃ রায় করেন নি, তবুও হেভি টাকা ইনভেষ্ট করে এটাকে নিতে হবে এবং তার উপর কমপেনসেসন দিতে হবে। একটা কথা আমি ঠিক বুঝলাম না ডাঃ রায় এখানে বলে গেলেন অবশ্য কনষ্টিটিউসনে কমপেনসেসন দেবার প্রভিসন নেই, তবুও এ রকম ভাবে করা হচ্ছে। আমরা কমপেনসেসন টমপেনসেসন দিই না। আমার ধারনা আমি ভুল বুঝেছি—কারণ কংগ্রেস মিনিষ্ট্রি পক্ষ থেকে কনষ্টিটিউসনে একথা উচ্চারিত হল বলে একটু আশ্চর্য্য লাগছে।

[4-40—4-50 p.m.]

আমি যদি power এ আসি কোন ক্ষেত্রেই compensation দেবো না। কোন ক্ষেত্রেই এই compensation দিতাম না। ডাঃ রায়কে শোনাবার জন্য এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছে,—অথচ তিনি এখানে উপস্থিত নেই। (ডাঃ রায়ের প্রবেশ) এই যে আপনি এসে পড়েছেন, ভালই

হয়েছে, আমাদের কথাগুলি একটু শুনুন। আপনি এখানে compensation এর কথা কি বলেছেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি এই কথা বলতে চান—constitution compensation দেবার provision নেই, তবুও এই system টা, custom টা চালিয়ে আসছেন। যদি তাই হয় তাহলে ডাঃ রায়কে বিবেচনা করতে বলবো—যে কোম্পানী public utility concern এর টাকা এই রকম ভাবে নষ্ট করেছে, তাকে prosecute করা উচিত। তারা বড় লোক, তাদের জেল খানায় পুরলে কষ্ট হবে, সেই জন্য হয়ত prosecute করবেন না। আমি বলবো তাদের কোন compensation দেওয়া উচিত নয়। এই scrap কোম্পানীকে take over করা উচিৎ নয়। কারণ একে take over করে scrap কে সারাতে গেলে বহু পয়সা খরচ হয়ে যাবে। আমি রিপোর্ট থেকে দেখেছি তার positive value নেই, negative value হয়ে গিয়েছে এবং খালি scrap, তা সারাতে খরচ হবে অত্যন্ত বেশী। অবশ্য, কয়েক লাখ টাকা লাভ করেছে বটে। কিন্তু আমি একটা বিষয় চিন্তা করছি gas grid আনবার পর gas distribute করতে হবে, কিন্তু ক্যালকাটায় যে distributive system আছে, তার অনেকগুলির মুখ choked হয়ে গিয়েছে, properly না রাখার ফলে। আবার further যদি pipe line বসান হয় it means a huge cost. Huge cost amounting to ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। Cost of pipe line সম্বন্ধে এই বইতে, এই রিপোর্টে বলছে the present day cost of a new pipe lines to replace the existing mains is of the order of 1·07 crores. যেটা আছে সেটা distribute করতে পারছে না। Experts রা যদি এসে বিবেচনা করে যে existing pipe line কতটা serviceable, সেটা রাখা যায় কিনা, কিম্বা new pipe line lay করা দরকার আছে কিনা? এই ভাবে যদি বিবেচনা করেন তাহলে ভাল হয়। আর তা না হলে ডাঃ রায়ের যদি এই রকম চিন্তাধারা হয়, যে কোম্পানী crumble down করছে তাকে নিয়ে নাও, তাহলে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। কারণ যে কোম্পানী crumble down করেছে, সেখান থেকে gas produce করবেন কি করে তা আমি বুঝতে পারছি না। যদি distributing system এর কথা চিন্তা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নূতন কিছু renovate এর কথা ভাবতেন, তাহলে gas distribute ভাল ভাবে হত, serviceable হত। It is worth investing 1 crores 7 lakhs for laying new pipe lines. সেটা যদি চিন্তা করতেন, সেভাবে রচিত হয়ে যদি বিলটা আসত তাহলে আমরা সকলেই বিলের প্রশংসা করতাম। বুঝতাম properly assess করা হচ্ছে, চিন্তা করা হচ্ছে, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় তখন ঠাট্টা করে বললেন my friend Ganesh Ghosh simply says,—চিন্তা করুন, চিন্তা করুন। উনি কি মনে করেন আমি চিন্তা করছি না? কিন্তু খুব বেশী চিন্তা করবার দরকার হয় না। দেড় কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা বড় লোকরা পাবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, Calcutta Electric Supply কোম্পানীর about paid-up capital হচ্ছে ১২ কোটী টাকা আর ordinary share হচ্ছে ছয় কোটী টাকা। Net profit including taxation তারা করেছেন ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ১৯৫১ সালে। ৬টা নিয়ে নেবার কথা ছিল, ডাঃ রায় নিলেন না, ২০ বৎসর আরও বাড়িয়ে দিলেন। গভর্ণমেণ্টের যে Central Electricity Act আছে, তাতে আইন করা হয়েছে যে reasonable profit over the sum invested করতে পারে। কিন্তু five per cent এর বেশী যদি খরচ করে, তাহলে সেই five per cent profit খরচ করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের permission লাগবে এবং সেটা

must be spent for the benefit of the consumer either in rebates or in lowering the price of the electricity.

ডাঃ রায় সেদিকে নজর দেননি। তারা excess profit করছে এবং খুসী মত সেটা খরচ করছে। ডাঃ রায় তাদের কিছুই বলছেন না; উল্টে তাদের lease আরও ২০ বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তারা Excess Profit করছে এবং তারা খুসীমত খরচ করছে। ডাঃ রায় ২০ বছরের lease করে বসে আছেন। ১০ বছর আগে Nationalise করা যাচ্ছেনা। Reserve fund আছে, further sum invest করে at the time of taking over inflated rate দেখানো যেতে পারে। যা Tram Company করেছে। আজকে Electricity Company নিয়ে নিলে পর কলকাতাবাসী সস্তায় আলো পেতে পারত, State Transport নেওয়ায় যে রকম muddling হয়েছে, গোড়ায় হয়ত সেটা হত, সেরকম একটা অসুবিধা হত, কিন্তু পরে ultimatly rate কম হত। তিনি সেটা নেবেন না কারণ বড় লোকেরা সেখানে profit লুটছে। যে যুক্তিতে Tram Companyকে, Electricity Companyকে নেওয়া হয়না, সেই একই উদ্দেশ্যে জালান কোম্পানীকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এর কি যুক্তি আছে জানি না। সে যুক্তিটা স্পষ্টভাবে জানতে চাই। আমার মনে হচ্ছে খুব clear thinking ডাঃ রায়ের নেই। যে কথা বার বার বলেছি সেটা আবার বলি gas gridএ খরচ ধরা হচ্ছে estimated ২ কোটি, ২½ কোটি, ৩ কোটি টাকা। Governor speechএ বলে গিয়েছেন ৩½ কোটি টাকা। যদি খরচ কমতো তাহলে সেগুলি করে আপত্তি করতাম না, দরকার হয় pipe line করা উচিত company monopoly করে টাকা নিচ্ছে। Profit এর কথা শুনেছি, ১৯৫৭ সালে profit হয়েছিল।

[4-50—5 pm]

ডাঃ রায় ঠিকই বলেছিলেন গত বছর। তারা যদি ৮ লক্ষ টাকা দেখিয়ে থাকে, তাহলে অনেক বেশী টাকা তাঁরা profit করেছেন। Profit and loss account দেখলে দেখা যাবে ১৯৫০ সালে তাঁরা ৬ লক্ষ টাকা করেছেন; dividend দিয়েছেন already ১৯৫১ সালে দিয়েছেন ৬ লক্ষ টাকা; ১৯৫২ সালে দিয়েছেন ৫ লক্ষ টাকা; ১৯৫৩ সালে দিয়েছেন ৭ লক্ষ টাকা; ১৯৫৪ সালে ৬ লক্ষ টাকা; ১৯৫৫ সালে ৭ লক্ষ টাকা dividend দিয়েছেন; ১৯৫৬ সালে দিয়েছেন ৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭ সালে ৬ লক্ষ টাকা dividend দিয়েছেন। মোট আট বছরে Total dividend দিয়েছেন ৪৯ লক্ষ টাকা। কত টাকার উপর? আপনার শুনে একটু আশ্চর্য্য লাগবে। Authorised capital হচ্ছে ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত। Issued Capital ৪০ লক্ষ টাকা—Issued Capital বা paid up Capital ১৯১০ সালে; আর ৮ বছরে ৪৯ লক্ষ টাকা already dividend নিয়ে নিচ্ছেন। এই Profit যদি করে থাকেন, এই huge profit তাঁরা authorised capital এবং issued capitalএর উপরই কত times নিয়ে নিয়েছেন? এরপর আর তাদের moral legal কোন রকম justification থাকে না—এর compensation করবার for taking over of the management and control এবং taking over of the entire undertaking কোন moral justification থাকে কি এই রকম একটা ফার্মের?

তারপরে একটি প্রশ্ন ডাঃ রায় জিজ্ঞাসা করেছেন Compensation clause এর ফলে যদি management নেওয়া হয়, সেটা ৫ বছরের জন্য এখন নেওয়া হচ্ছে, তাহলে Compensation will be paid at the rate of the 2 per cent of the total capital out lay.

Total outlay capital কত? ৪০ লক্ষ টাকা issued capital. সুতরাং total capital outlay ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ধরা হচ্ছে—এটা বুঝতে পারছি না।

তারপর total asset on amount of compensation per year যদি ৪০ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে এই compensation for taking over of the management and control—something খুব কম হয় ৮০ হাজার টাকা অর্থাৎ near about ১ লক্ষ টাকা। Total capital outlay ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। যদি অর্দ্ধ কোটি Total asset হয়, তাহলে huge amount of compensation এরা দাবী করবে প্রত্যেক বছর। এটা আমরা বুঝতে পারছি না—কোন জায়গায় এটা clear নাই। Total capital outlayও clear নাই, amountও clear নাই ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে বিলটি এইভাবে করে কখনো আনা উচিত নয় এবং এই বিলকে এখনই shelve করা উচিত। অন্ততঃ আমাদের মনে হয় সমস্ত opposition—আমি বিশ্বাস করি শুধু opposition নয়, Government partyর যারা চিন্তা করেছেন, তারাও একথা বলবেন compensation দেওয়া হবে কোম্পানীকে। কাকে? নাম আছে বাবুলাল জালান, প্রমথ নাথ সিংহ, সুকুমার রায়, অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী তুষার কান্তি ঘোষ ইত্যাদি। এদের সব টাকা না দিলেও চলে। শুধু compensation তারা according to constitution দাবী করতে পারে মাত্র। সুতরাং দেওয়া উচিত নয়। Mysore diamond field, Gold field যখন নিয়ে নেওয়া হচ্ছিল, British Concern, Mysore Government, নির্দেশ দেওয়া হল—strong attitude নিয়ে rate of compensation কম ধরা হয়। বৃটিশ কোম্পানী ক্ষেপে গেল। সেখানে পারল না, তারা তখন দিল্লীতে গেল। Industry Minister কৃষ্ণমাচারী জোর ধমক দিলেন Mysore Governmentকে। আমি হয়ত ভুল করতে পারি। ডাঃ রায় buck up করবার জন্য দিতে পারেন না টাকা। কোম্পানীকে take over করুন। Central Governmentএর কথা তুলে তোমরা বল—Inflated rateএ তাদের compensation যেন না দেওয়া হয়। শুধু লোহাগুলি, scrapগুলির জন্যই টাকা লাগবে, তা নয়, সেগুলি থাকতেও বহু টাকা খরচ হবে। Pipe line দেখুন, তার জন্য দেবেন কত ব্যয় করবেন, 8 times compensation দেওয়া হবে। কিসের? average rate of profit for five years preceding the taking over, এর eight times হিসেব করা হচ্ছে এই eight times scraps নিয়ে নেওয়ার জন্য দেওয়া হবে। এটা অপরাধমূলক অন্যায় হবে। এটা কখনো করা উচিত নয়। তবে Profit নিয়ে হবে। তার থেকে tax গুলি বাদ না দিয়ে eight times করা কখনো উচিত নয়, three times করা উচিত। ডাঃ রায়কে এটা seriously চিন্তা করতে বলি। Not the whole concern হয়ত subsequently নেবেন বিল পাস হয়ে গেলে পর। সেই জন্য বলছি complete take over করবেন না; gas produce হবে না। আপনি ভাববেন—distibutory system নেওয়া যায় কিনা, সেটা renovate করা হ'লে কিছুটা কাজে লাগবে। নইলে টাকা শুধু অপচয় হবে।

Shri Deben Sen : স্যার, এটা taking over বা acquisition করার নীতির দিক দিয়ে, আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে নয়। গত সেসনে এই বিলটা এসেছিল। আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম এজন্য নয় যে আমরা তার বিরুদ্ধে। এটার বিরোধিতা করেছি এজন্য যে এই বিলের প্রত্যেকটী clause হচ্ছে compulsion of circumstances. সেই under move এর কয়েকটী কেবল দেখাব। আমরা বলছি এই কোম্পানীকে buck up করবার জন্য নয়। আমরা স্বেচ্ছায় এই কোম্পানী নিতে চাচ্ছি না, আমাদের পলিসি সেজন্যও নিতে চাচ্ছি না। আমাদের compulsion, তার জন্য আমরা ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। Compulsion কোথায় ? আজ যদি না নেওয়া হয় তাহলে gas supply হবে না। এর নেওয়ার জন্য টাকা খরচ হচ্ছে। তবে compulsion এর ভেতর তাঁরা ফেলেছেন তাদের ত্রুটীর জন্য। আমাদের এই বিলে কোন কথা নাই। অথচ আমরা দেখেছিলাম শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ যেটা নেওয়া হল, Central Government নিলেন, তার first clause হ'ল—The power of Directors—new directors—to institute proceedings against the past Director, তাতে বলা হয়েছে—

The Directors may, if they are satisfied, এই Directors মানে "new Directors appointed by the Central Government, if they are satisfied that it is necessary in the interest of the company or individual public interest so to do, institute in the name of the company such proceedings as they think fit for the recovery of damages of any form, misconduct in connection with the management of the affairs of the company committed by any person before the issue of the notified order under section 3 etc. and for the recovery of any property of the company which has been misapplied or wrongfully retained."

সুতরাং এই clause সমস্ত দিক দিয়েই cover করছে। যদি damage due to fraud হয়, যদি misconduct in the management হয়ে থাকে এবং Notice issue করবার আগেই হয়ে থাকে তাহলে যদি এই clauseটা introduce করা হ'ত তাহলে আমাদের কোন ক্ষোভ বা দুঃখ থাকতো না। কিন্তু আমরা এখানে দুঃখিত ও অপমান বোধ করছি। আমাদের মাথায় চাঁটি মেরে সুরজমল নাগরমল টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে যদি তারা কোম্পানী ভাল করে চালাতো তাহলে আমাদের নিতে হ'ত না, সেখানে যদি quality of the gas ভাল হ'ত তাহলেও আমাদের নিতে হ'ত না। এই reportএ বলছে no money has been invested। কেন ? ষড়যন্ত্র নয় ? British capital তাকে টাকা পাইয়ে দিল, একটা পয়সাও invest করলো না, reportএ বলছে Nothing has been spent for repair, for renovation or new capital investment। কেন ? সুরজমল নাগরমল কি খেলা দেখবার জন্য নিয়েছিল, তারা কি বোকা, তারা কি জানতো না ? আজকে দুঃখ হচ্ছে এই টাকা সুরজমল পেলে অন্যায় কিন্তু তার চেয়েও বেশী অন্যায় টাকাটা পাচ্ছে সেই British Capitalist। এই ষড়যন্ত্র সহ্য করতে পারতাম যদি এই clauseটা আনতেন যা Central Government Actএ রয়েছে। আমার next point, আপনারা বলেছেন clause 4(b)তে, the company and its agents, including managing agents, if any, and servants shall cease to exercise management or control in relation to the undertaking of the company. ভাল কথা। তাদের management and control থাকবে না। But do they cease to exit ? অর্থাৎ

আপনি acquire করার পর বর্তমানে যারা director তারা থেকে যাচ্ছে। তাহলে আপনি কাকে managing director করবেন Director Boardএ তা আমরা জানি না, বিলেও তা বলেননি। আপনি R. G. Kar নেবার সময় একটা Committee করে দিয়েছিলেন। এখানে সেই রকম Committee করে দিলেও বুঝতে পারতাম কিন্তু তা দেননি। কাকে দেবেন তা আমি বলছি না, আপনি যাকেই দেন এখানে পাশাপাশি কতকগুলি director থেকে যাচ্ছে এবং যার জন্য সেই dual system এসে যাচ্ছে। Central Government যা করেছেন সেটা আপনাদের নেওয়া উচিত। এবং আপনাদের এই বিলকে re-draft করা উচিত। আপনার department এই বিল draft করার সময় Central Government Act কেন পড়েনি জানিনা। আজকে আমাদের সন্দেহ হয়—শ্রদ্ধেয় যতীনবাবুর কাছে যে cyclostyled Billটা এসেছিল that is the original Bill, এবং সুরজমলরাই এই বিল draft করেছে, করে cyclostyled copy পাঠিয়ে দিয়েছে। যতীনবাবুকে যে বিল পাঠিয়েছে তার enquiry করা উচিত। আমি এখানে question of privilege তুলছি না। যে cyclostyled বিল তাঁর কাছে এসেছে, তা নিশ্চয়ই Writers Building থেকে leak হয়েছে কিম্বা B. G. Press থেকে leak হয়েছে তার জন্য should he not make enquiry? আমি privilegeএর questionএ আসছি না, আমি common sense থেকে বলছি আমাদের safetyর জন্য বলছি এর enquiry হওয়া দরকার এই cyclostyled Bill কোথা থেকে এলো। আজকে দেখুন Central Government কি বলছে। তারা বলছে,

"All persons holding office as Directors of the Company immediately before the issue of the notified order shall be deemed to have vacated their offices as such."

[5—5-10 p.m.]

যদি তাদের vacate না করে দেন তাহলে তারা in law থেকে যাচ্ছে এবং তাতে একটা dual system হয়ে যাচ্ছে। তারপর clause 4(c),

"all contracts, excluding any contract or contracts in respect of managing agents shall be of as full force and effect against or in favour of the State of West Bengal কি হবে সেগুলির all contracts অর্থাৎ ভালমন্দ জোচ্চুরি যাইহোক, সব contractগুলি আমাদের উপর আসবে। Sholapur Spinning and Weaving Company Emergency Provision, 1950, by the Central Government. 5(2) দেখুন তাতে আছে—The Directors may, with the previous sanction of the Central Government, cancel or vary either unconditionally or subject to such conditions as they think fit to impose any contract or agreement."

এই হচ্ছে তাদের language, cancel or vary কাজে সব contract previous to January, 1958, you can cancel or vary এবং কত যে জোচ্চুরী হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করছি না—সুতরাং লেখকের মনে কেন সন্দেহ হবে না? সব contractএর জন্য আমরা দায়িত্ব নেব কেন? 1958এর পরের যেসব contract তার উপর এই clause লাগাও হবে না —তাদের বেলায় কি হবে? Do they stand cancelled? First provisoতে আছে except where the State Government by notification otherwise direct.

The provisions of the clause shall not apply to any contract which was executed on the 1st January, 1958. সুতরাং সেই contractগুলির কি হবে? আমাদের কাছে এল না, তারা কোথায় গেল তার কোন কথা এখানে স্পষ্টভাবে বলেননি। আপনার draft অত্যন্ত কাঁচা এবং এইরকম draft Assemblyতে আনা উচিত নয়। তারপর, proviso 2(b), any transfer by way of sale, exchange, deed, mortgage, etc., সেগুলি আপনারা accept করবেন না? এখানে period কিছু দেওয়া হয়নি। Appointed day এখনো আসেনি, কবে আসবে ঠিক নাই, between the commencement of this Act and the appointed day যদি এখানে আমরা পাস করি তাহলে cancel হয়ে যাবে, তারপর, আবার Presidentএর assent লাগবে। Commencement of the Act আর appointed dayর মধ্যে periodটা থাকা উচিত ছিল। আমি জানি বহু জিনিষ sale হয়ে যাচ্ছে, mortgage করা আছে, জমি বিক্রী হয়ে গেছে, এবং সমস্ত parts খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আপনার এই আইনে একটা period থাকা উচিত, তাহলেই আমরা protected হবো। তারপর, definition of the undertaking দেখুন—আপনার বিলে definition of the undertakingএ clause 2(3)তে detailsএর মধ্যে গিয়েছেন—এটা কি দরকার? Detailsএ গেলেই তো বিপদ। যেটা বাদ দেওয়া হয়েছে তার উপর কোনরকম অধিকার আসবে না, সুতরাং motor cars, lorries এগুলির কোন mention নাই। তারপরে 1957/58এ কোম্পানীর যা addition হয়েছে তার উপর কোনরকম কর্তৃত্ব আসছে না। Central Governmentএ আছে, all properties of the company—that is all inclusive, তারা details দিচ্ছেন না। কিন্তু এখানে আপনারা যেভাবে করছেন তাতে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে যাচ্ছে। Actually in use immediately before the commencement of this Act. অর্থাৎ anything actually in the immediately before the commencement of this Act. এই করলে কোম্পানীর সমস্ত property cover করছে না; কোন একটা land actually in use কিনা, কোন একটা machinery in actual use আছে কিনা—যদি used না হয় তাহলে তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব আসবে না—সুতরাং এই যে clause, এর দ্বারা বহু জিনিষ বাদ করে দিচ্ছেন। কোম্পানীর total outlay of capital কিভাবে considered হবে, সমস্ত জমি ও machinery কিভাবে calculated হবে সেসব বিষয় বিলের মধ্যে আপনি আমাদের জানাননি। Central Actএ আমরা দেখেছি, তারা শুধু statement and balance sheetএর উপর নির্ভর করেনি—কত assets, কত liabilities এসব কথা আপনি বিলের কোন provisionএ রাখেননি, অথচ Central Actএ একটা provision আছে কাগজপত্র documents must be seized and must be deposited along with giving possession of their machinery or their properties। কিন্তু আপনার এখানে সেরকম কোন provision নাই। British Capitalistদের থেকে যখন এই কোম্পানী কেনা হল, সেই deedটা কোথায় গেল? সেটা কেন আমাদের সামনে রাখেননি? এগুলি দেওয়া না হলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এর মধ্যে secret কিছু আছে। এগুলি আমাদের ভালো করে খুলে বলা দরকার। ডাঃ রায় বলেছেন, সংবিধানে আটকায়– compensation না দিয়ে নেওয়া যায় না—যখন acquire করা হবে, তখন compensationএর কথা হতে পারে—কিন্তু taking over periodএ Central Actএ তাঁরা যখন compensationএর ব্যবস্থা রাখেননি, আমরা তা এখানে করতে যাচ্ছি কেন? Compensation ২ লক্ষ কি ১০ লক্ষ টাকা হবে সেটা question নয়; যেটার প্রয়োজন নাই, যেখানে আইনে কোন বাধ্যবাধকতা নাই for taking over of the

management and control, compensation দেবার, সেক্ষেত্রে এই clause for giving compensation কেন রাখছেন আমি বুঝতে পারি না।

[5-10—5-30 p.m.]

মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় যেকথা বলেছেন তাতে তিনি কোন কারণ দেননি এবং কারণ না দিয়ে বলেছেন যে এটা আমরা রেখেছি। কিন্তু আমি এর কারণ জানতে চাই যে কেন আমরা এটা দিতে যাব? টেকিং ওভার পিরিয়ডে কম্পেন্‌সেসন দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপর তো নেই বরং আমি মনে করি তাদের পক্ষ থেকেই আমাদের দিতে হবে। কথা হোল যে কোম্পানী থাকবে, তার শেয়ার হোল্ডাররা থাকবে এবং যদি কোন প্রফিট হয় তখন তাঁরা ডিভিডেণ্ট পাবে। কাজেই আমরা যখন ম্যানেজিং এজেন্সী ক্যানসেল্ করে তাঁদের হয়ে ম্যানেজ করছি তখন আমরা এটা দেব কেন? আমি একে ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করি। তারপর আমি উল্লেখ করেছি যে ডিরেক্টর বোর্ডে কারা থাকবে? কেন না আনন্দীলাল পোদ্দারকে ট্রামওয়ে কোম্পানীতে পাঠিয়ে আমাদের স্বার্থ যে রক্ষিত হয়নি সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কাজেই ডিরেক্টার বোর্ডে কারা থাকবেন—কোন আই. সি. এস্. অফিসার, না ঐ জালানগোষ্ঠীর কেউ বা তাঁদের সঙ্গে যাঁদের আনাগোনা আছে তাঁদের কেউ না আমাদের কেউ, না কোন নূতন লোক আসবে—না এক্‌সিষ্টিং এজেণ্টস্‌রাই থাকবে তার কোন কথা উল্লেখ নেই—সমস্তই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কাজেই আমাদের বিবেচনায় এর সমস্ত ক্লজ-ই অত্যন্ত মারাত্মক এবং যার জন্য একে গ্রহণ না করে জনমত সংগ্রহের জন্য পাঠানো হোক এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

Resolution regarding situation in South Africa

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, may I have your permission to move a resolution before the House regarding the situation in South Africa. The resolution that I want to place before the House is as follows :

This House deplores and records its deep sorrow at the tragic incidents which occurred at Sharpville and in Langa township in South Africa on the 21st March 1960, resulting in the death of a number of Africans from police force. It sends its deep sympathy to the Africans who have suffered from these forces and from the policy of racial discrimination and suppression of the African people in their own homes.

Shri Jyoti Basu : আমরা এই প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

Dr. Prafulla Chandra Ghose : আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

Shri Hemanta Kumar Basu : আমরা এ প্রস্তাবের পক্ষে সম্পূর্ণ মত জানাচ্ছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Subodh Banerjee : এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের একমত আছে।

Mr. Speaker : The resolution is passed unanimously.

The Oriental Gas Company Bill, 1960.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1960.

স্যার, আমার টাইম যতক্ষণ লাগবে আমাকে তা দিতে হবে। ডাঃ রায় যে বিল আনেন সে সম্পর্কে যদি আমরা কখনও কোন সমালোচনা করি তাহলে সেই সমালোচনার উত্তর দিতে উঠে প্রথমে তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে আমরা সব অসত্য কথা বলি। অর্থাৎ এই কলিকালে আমাদের ডাঃ রায় একমাত্র যুধিষ্ঠির। সুতরাং এই কলির যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে আমরা কয়েকটি জবাব পেতে চাই। স্যার, এই বিলের ষ্টেটমেণ্ট অব অবজেক্ট এণ্ড রিজনস্ যা দিয়েছেন তার মধ্যে তিনি ম্যানেজমেণ্ট টেক ওভার করার দিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কোম্পানীর গ্যাস সাপ্লাই-এর যে অবস্থা তাতে এর যদি ম্যানেজমেণ্ট না নেওয়া যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং কোলকাতা শহরে গ্যাস সরবরাহের অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে। এর আগে যখন উনি এই গ্যাস কোম্পানী য়্যাকুইজিশানের জন্য বিল এনেছিলেন তখন আমরা হিসাব দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে প্রায় ১½ কোটি টাকা ডাঃ রায় এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর জালানগোষ্টীদের হাতে দিতে যাচ্ছেন। এর ফলে আমরা এবং মাননীয় সদস্য বিজয় সিং নাহার মহাশয় ইত্যাদি যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম তারজন্য ডাঃ রায় সেই বিল প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে গ্যাস কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট গ্রহণ করবার জন্য তিনি একটা বিল পরে আনবেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গ্যাস কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করার জন্য যে বিল এনেছেন সেটা কংগ্রেস সদস্যরা একবার পড়ে দেখুন—অর্থাৎ পরিচালনাভার গ্রহণ করার পরে সেটাকে য়্যাকুইজিসান করার যে ক্লজ সন্নিবেশিত হয়েছে সেটা একবার পড়ে দেখুন। স্যার, এই কোম্পানীর ব্যালান্স সীট-এ—৩।৬৫৮ তারিখে যেটা বেরিয়েছে—দেখতে পাচ্ছি যে সেল অফ ল্যাণ্ড থেকে তাদের প্রফিট রিয়ালাইজ্‌ড হয়েছে ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চাই যে কোন জমি এই কোম্পানী বেচেছে? কারণ যে জমির উপর এই গ্যাস কোম্পানী রয়েছে সেই জমি রেজিষ্টার্ড হয়েছিল ১৮৫৩ সালে।

[5-40—5-50 p.m.]

এবং ১৮৫৭ সালে তাঁরা লিজ নিয়েছিলেন, 99 years' lease, সেই লিজ ১৯৫৬ সালে এক্সপায়ার করার কথা। আমি জানতে চাই সেই লিজ রিনিউড্ হয়েছে কিনা? স্যার, proper and efficient lighting ঐ কোম্পানী করতে পেরেছে কিনা সেজন্য ২ জন কমিশনারের কাছ থেকে সরকার ওপিনিয়েন চেয়েছিলেন। ঐ দুজনের মধ্যে একজন হলেন পুলিশ কমিশনার, আর একজন হলেন ক্যালকাটা কর্পোরেশানের কমিশনার। স্যার, আশ্চর্যের বিষয় ঐ ২ জন কমিশনারের, না পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, না ক্যালকাটা কর্পোরেশানের তখন যিনি কমিশনার ছিলেন শ্রী বি. কে. সেন কেউই লিখিতভাবে জবাব দেননি যে proper and efficient lighting হচ্ছে কিনা। কারণ, পুলিশ কমিশনারের পক্ষে সেই জবাব দেওয়া সম্ভবপর ছিল না—এজন্য ছিল না যে কয়েকদিন আগে পুলিশ কমিশনার প্রেস কনফারেন্সে একথা ঘোষণা করেছিলেন যে ময়দানে ঠিকমত আলো সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে যত অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে proper and efficient lighting হচ্ছে কিনা এইরকম ওপিনিয়ান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বি. কে. সেন কেন জবাব দেননি তা বলতে পারব না। একথা জানতে চাই যে, ডাঃ রায় কি তাঁদের বলে দিয়েছিলেন যে তোমরা জবাব দিও না? আজকে কোম্পানী তার সুযোগ নিচ্ছে। কারণ যে সর্তের উপর লিজ রিনিউয়্যাল হতে

পারে সেই সর্তের বিরুদ্ধে সরকার যাদের কাছ থেকে ওপিনিয়ান পেতে পারতেন তাঁরা জবাব না দেওয়ার ফলে আজকে কোম্পানী এই ষ্ট্যাণ্ড নিচ্ছে যার ফলে অটোমেটিক্যালি লিজ রিনিউড্ হয়েছে। সার, আমি একথা বলতে চাই যে বি. কে. সেন লিখতে পারেন নি কারণ কলকাতা কর্পোরেশানের প্রোসিডিংসে দেখা যায় যে, যে গ্যাস তাঁরা সরবরাহ করতেন তাতে এ্যাডালটারেসান রয়েছে। সার, শুধু তাই নয়, কোম্পানী তার অধীনস্থ কর্মচারীদের একটা করে চিঠি ছাপিয়ে কন্‌জিউমারদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কর্মচারীরা সেখানে গিয়ে বলছে যে, আপনারা দয়াকরে যদি সই না করে দেন—তাহলে আমাদের চাকরী থাকবে না। কর্মচারীরা অনুরোধ উপরোধ করে কন্‌জিউমারদের বাধ্য করাচ্ছেন এই চিঠি সই করতে। সেই চিঠির মধ্যে position of gas supply সম্পর্কে এই ওপিনিয়ান দেওয়া হচ্ছে যে—

"If normal supply is made available to you for meeting your requirements for gas in full please sign and return this form as a token of your satisfaction".

স্যার, এইরকমভাবে কর্মচারীরা গিয়ে কন্‌জিউমারদের কাছ থেকে চিঠি সই করাচ্ছেন যাতে লিজ রিনিউড হয়। এরপর আমরা ডাঃ রায়কে বলছি যে, copy of the terms of lease যদি থাকে এবং রিনিউয়্যাল যদি হয়ে থাকে তাহলে আজকে এখানে সেটা হাজির করুন। লিজ যদি রিনিউড্ না হয়ে থাকে তাহলে কোম্পানী আজকে কেন জমি বিক্রী করছে সেটা আমরা জানতে চাই। দ্বিতীয়তঃ এক্সপার্ট কমিটি অভিমত দিয়েছেন যে ১ কোটি টাকা আজকে capital expenditure হিসাবে ইন্‌ভেষ্ট করতে হবে যদি গ্যাসের সরবরাহ ঠিকমত চালু রাখতে হয়। স্যার, আমি বিধানবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই যে সরকার এই কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে নেওয়ার পরে যদি এই ১ কোটি টাকা ইনভেষ্ট করেন এবং ইনভেষ্ট করার পর আবার যদি ৫ বছর কি ৩ বছর পরে ম্যানেজমেণ্ট ঐ কোম্পানী বা জাংগানগোষ্টির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে যে টাকা ইনভেষ্ট করছেন সেই টাকা ঐ কোম্পানীর কাছে চার্জড্ হিসাবে থাকবে কিনা এবং এটা বিলের কোন জায়গায় নেই।

এক কোটী টাকা খরচ করে আমরা যে কোম্পানীটি ৩ বছর কি ৪ বছর কি ৫ বছরের জন্য নিলাম, কিন্তু সেই কোম্পানী য়্যাকোয়ার করলাম না, তখন এই কথাটা চার্জ হিসাবে থাকবে কিনা এটা আমি জানতে চাই। তৃতীয় প্রশ্ন—যেসব কর্মচারীরা আছেন শুনেছি রিপোর্টের মধ্যে আছে তাঁরা সারপ্লাস—তাঁদের সারপ্লাস বলে যদি দেখানো হয়ে থাকে তাহলে ম্যানেজমেণ্ট নেবার পর সেকসন ২৫ অব দি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ য়্যাক্ট অনুসারে তাঁদের রিট্রেঞ্চমেণ্ট বেনিফিট বা অন্যান্য রিটায়ারিং বেনিফিট দিতে হবে, ২ পার্সেণ্টস্ হিসাবে ম্যানেজমেণ্ট থেকে যে কম্পেনসেসন দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—সেটা গিয়ে দাড়ায় প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত, কারণ টোটাল ক্যাপিটেল যা তার উপর সেই টু পার্সেণ্টটাম ক্যালকুলেট করতে হবে। টোটাল ক্যাপিটেল আউটলে হচ্ছে ৭৮ লক্ষ টাকা, ফার্নিচার এবং মোটর ভিহিকিল সবশুদ্ধ নিয়ে প্রায় ১ কোটী টাকা—২ লক্ষ টাকা ২ পার্সেণ্টাম হিসাবে যদি কম্পেনসেসন দেওয়া হয় ম্যানেজমেণ্টের জন্য। তাহলে কি এই য়্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছে যে কোম্পানী কর্মচারীদের যে টাকা দেবে রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিট বা রিট্রেঞ্চমেণ্ট বেনিফিট হিসাবে সেই টাকা সরকারপক্ষ থেকে দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা করে বছরে আমরা দেবো এই বন্দোবস্ত আছে কিনা? ঐ যে বেনিফিট দেওয়া হবে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের ঐ ২ লক্ষ টাকা থেকে সেটা বাদ থাকা উচিত বলে আমি মনে করি—এটা আজকে তাই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সার, চতুর্থতঃ আজকে যেটুকু প্রয়োজন রুজও রেখেছেন—

আমার তো মনে হয় আমাদের এবং কংগ্রেস সদস্যদের চাপে পড়ে এটাকে যাচাই করবার জন্য যে বিল এনেছিলেন সেটাকে প্রত্যাহার করেছিলেন কিন্তু আজকে আবার সেই ধাপ্পা দিচ্ছেন যে কেবল ম্যানেজমেণ্ট নিচ্ছি কিন্তু এখানে য়্যাকোয়ার করবার জন্য যখন একটা ক্লজ সন্নিবেশিত করেছেন তখন ৬ মাস বাদে তিনি আবার সেই জালান কোম্পানীকে টাকা পাইয়ে দেবার জন্য যে ঐ টাকা য়্যাকোয়ার করবেন না এটা কে বলতে পারে? তিনি ট্রাইবুনালের কথা বলছেন কিন্তু এই ট্রাইবুনালের অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে। বিড়লার বিরুদ্ধে সেলস্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার যে অভিযোগ নির্মল রায় করেছেন, তার যে ট্রাইবুনাল বসেছিল এস, এন, গুহ রায়ের ট্রাইবুনালের যে রায় তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বিড়লা কোম্পানী কত ট্যাক্স দেবে সেটা নির্ণয় করবার জন্য যে ট্রাইবুনাল বিধান বাবু বসিয়েছিলেন শ্রীশম্ভু ব্যানার্জীকে দিয়ে সেই ট্রাইবুনাল যে রায় দিয়েছিলেন তা আমাদের মনে আছে। ইনকাম ট্যাক্স ইনভেষ্টিগেশন কমিশন তখন যেটা বলেছিল তারা বলেছিল যে বিড়লা কত টাকা ফাঁকি দিয়েছে, নির্মল রায়ের কথায় সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। কাজেই স্যার, যে ট্রাইবুনালের প্রভিসন তিনি রেখেছেন তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই।

আগের বার যে compensationএর কথা বলে ছিলাম—আমি দেখছি—সেই compensation eight times যদি দিতে হয়, তাহলে eight times পাঁচ বছরে যে profit, সেটা হচ্ছে average ১৩,৪৮,১৬৭ টাকা। একে যদি ৮ দিয়ে গুণ করি তাহলে সেটা দাঁড়ায় ১,০৭,৮৫,৩৩৬ টাকা। কিন্তু এর উপর ৪০ লক্ষ টাকা যোগ হবে, কারণ income-tax এর জমা যে depreciation, সেটা ধরা হয় না; সেই depreciationটা বাদ যাচ্ছে। সেটা নিয়ে ঐ পাঁচ বছরের যে profit, সেটার সঙ্গে যোগ হবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হচ্ছে তিনি এই বিলের মধ্যে যে compensationএর clause রেখেছেন, সেই clauseএর দ্বারা জালান কোম্পানীকে দেড় কোটী টাকা দিতে হবে।

স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সকলেই বলছেন এই জালান কোম্পানীর উপর এত ভালবাসা কেন? ভালবাসা জালান কোম্পানীর উপর নয়, এতে তাঁর নিজের স্বার্থ আছে। কারণ Director's বোর্ডের মধ্যে—শ্রীসুকুমার রায় আছেন। তিনি হয়ত বলবেন it is not an offence to have a nephew. কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। ডাঃ রায়, তিনি নিজে Director ছিলেন, Chief Minister হবার পরে শ্রীসুকুমার রায়কে এনে বসিয়েছেন। তিনি নিজে একজন shareholder. আজকে তাঁর যদি টাকার দরকার হয়—তাহলে compensation হিসাবে যে দেড় কোটী টাকা দেওয়া হবে, তিনি shareholder হিসাবে তার একটা share, মোটা অংশ পাবেন। তাঁরত কত টাকা আছে; আবার জালান কোম্পানী মারফৎ টাকা নেবার কি দরকার? তাঁর বয়েস হয়েছে, তিনি superannuated হয়েছেন। যদি সে রকম টাকার দরকার থাকে বলুন, আমরা সেই টাকা ঠিক করে দিচ্ছি—বাজেট থেকে। কিন্তু জালান কোম্পানীর মারফত তাঁকে indirectly টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন। নিজের নামে, বে-নামে এবং স্ব-নামে যে share আছে, সেই share এর অংশ হিসাবে এই দেড় কোটী টাকা থেকে তিনি মোটা একটা অংশ পাবেন। আজ জালান কোম্পানীর প্রতি ভালবাসা নয়, তিনি নিজে এই থেকে টাকা পাবেন। তিনি তাঁর shareএর টাকা পাবেন বলেই, দেখতে পাচ্ছি—property acquireএর যে provision, সেই provision এই বিলের মধ্যে রাখছেন; অথচ কথা ছিল কেবল মাত্র ম্যানেজমেণ্ট নেওয়া হবে। তিনি আমাদের শুধু নয়, তার কংগ্রেসের লোকদেরও ভাঁওতা দিচ্ছেন। কিন্তু এইভাবে ভাঁওতা বাজী করে এই বিলকে যদি পাশ করাতে চান, জালান কোম্পানীকে টাকা দিয়ে এবং সেখানে নিজের যে shareএর অংশ, ও শ্রীসুকুমার রায়ের যে অংশ, সেই অংশের

টাকার যদি বন্দোবস্ত করে থাকেন, তাহলে কারও চোখে ধুলা দিতে পারবেন না। আমি সেইজন্য, জনমত সংগ্রহার্থে এই বিলকে circulate করবার জন্য motion দিয়েছি। এই বিলে compensation clauseএর বিরুদ্ধে এবং ভালান কোম্পানীকে টাকা দেওয়ার জন্য এবং নিজে টাকা নেবার যে মতলব করেছেন, তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আমার ব্যক্তব্য শেষ করছি।

Shri Subodh Banerjee : মিঃ স্পীকার স্যার, ডাঃ রায় এই বিল আলোচনার সময় যে প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েছেন তাকে এই বিলের প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ঠিক আগের বারে যেরকম বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন এবারও ঠিক তেমনি বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর সেই দুর্গাপুরের গ্যাসের কথা। ৮০ লক্ষ ঘন কিউবিক্ ফুট গ্যাস দৈনিক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার ব্যবহারের কথা তিনি বলেছেন। তিনি এই Oriental Gas Companyকে অধিকার করবার জন্য যুক্ত, হিসাব, তা প্রায় একই রকম দেখিয়েছেন,—অথচ বুঝলাম না, দুর্গাপুরে ৮০ লক্ষ ঘন কিউবিক্ ফুট গ্যাস তৈরী করবার সঙ্গে Oriental Gas Companyর কি মিল আছে। দুটা জিনিষ বোঝা দরকার। এই দুটা জিনিষের ধারণা যদি ভাল ভাবে করতে পারি তাহলে বুঝবো, এই বিল আনবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথম কথা production of gas. আর দ্বিতীয় কথা distribution of gas. দুর্গাপুরের যে gasএর কথা বলা হচ্ছে, সেটা হ'ল coal gas উৎপাদনের কথা। সেই coal gas কলকাতায় নিয়ে আসা হবে এবং তা জনসাধারণকে দেওয়া হবে।

[5-50—6 p.m.]

সে জায়গায় Oriental Gas Company গ্রহণ করবার কি যুক্তি থাকল? Oriental Gas Companyতে এখন যা তৈরী হচ্ছে দিনে, সেটা নিয়ে নিলে পরে চলতে পারে কিনা? এর জবাব দেওয়া হয়নি। ডাঃ রায় সে জবাব দেননি। আমার যে হিসাব তাতে বলতে পারি Oriental Gas Companyর Production Centre নেবার প্রয়োজন নাই, গ্যাস সরবরাহের দিক থেকে। দ্বিতীয় যুক্তি Oriental Gas Company যে উৎপাদন দেয় সেটা নিয়ে আমাদের চলবে কিনা? যদি কাজ চলে দেশের লোকের ভাল করা যায় তাহলে আপত্তি নাই কিন্তু তা কি চলবে? আমার নিজের মত বলবো না। ডাঃ রায়কে authority মনে করি না। যারা authority ছিলেন, অনুসন্ধান কমিটি বলেছে এটা Scrap Metal. Crumbling piece. এটার এমন অবস্থা যে তা দিয়ে কাজ চলে না। তাহলে সেই Production Centre নেওয়ার কি দরকার বলুন? আর যা নেবেন তা কত টাকা দিয়ে? Commensurate করবে কিনা, খেসারৎ বা এই compensation দেওয়া যুক্তি যুক্ত হবে কিনা - এটা বিবেচনা করার দরকার আছে। সে কথায় পরে আসবো।

তৃতীয় জিনিষ ডাঃ রায় বলেছেন আমাদের দুর্গাপুরের গ্যাস distribute করতে হবে কিন্তু ডাঃ রায় বলে দেননি pipe lineএর কি অবস্থা! Enquiry Committee বলেছে pipe-lineগুলি ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে, 25% ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এটা আমার কথা নয় অনুসন্ধান কমিটিই এটা বলেছে। বিলের statement of objects and reasons এ বলেছেন—

"The Committee, with the help of top-level technical experts, enquired into the matter in detail and found that the present gas works in Calcutta, including the distribution system, were in a very bad state of disrepair"

যে pipe lineগুলি নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, যে গুলি না নিলে দুর্গাপুর থেকে gas কলকাতায় আনা যাবে না, সে গুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত, কোম্পানী নিজেই স্বীকার করেছে শতকরা ২৫ ভাগ অযোগ্য। এরকম অবস্থায় Production Centreএ হতে দেওয়া যায় না—কোম্পানীর মতেই অন্ততঃ ২৫% ব্যবহারের অযোগ্য, আর examine করলে আরও বেশী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কাজে কাজেই এই অবস্থায় এটাকে নিয়ে কি লাভ হবে? দুর্গাপুরের gas চালনা করা যাবে? যাবে না, নিয়ে লাভ কি?

অনেক টাকা পয়সা, অনেকে অনেক হিসাবের কথা বলেছেন। Production Centre চালাতে গেলে কম করে ১ কোটি টাকার দরকার লাগে, enquiry committee বলেছে ৫।৭ বছরের জন্য চালু করতে গেলে এই ১ কোটি টাকা খরচ করার মত দেশের কি অবস্থা আছে? ডাঃ রায় নিজেই বলেন টাকার অভাবে অনেক ভাল কাজ করতে পাচ্ছি না, এই invest করে আমরা কি permanent কোন benefit পাব? এতো গেল শুধু Production Centreএর কথা। এবার distribution centreএর কথা যদি বলি তাহলেও কয়েক লক্ষ টাকা তার কোন হিসাব নাই। তাহলে কি দাঁড়াল? একে দাঁড় করাতে গেলে নাট বল্ট, ১॥ কোটি টাকার বেশী লাগে। এত টাকা খরচ করা কি যুক্তিযুক্ত? এত গেল শুধু দাঁড় করাতে গেলে। আর খেসারতের টাকা কত? আগেই তিনি বলেছেন লাভ যা তার ৫ বছরের গড়ের ৮ গুণ খেসারত। গতবার হিসাব করে দেখছিলাম ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মত তাঁকে দিতে হয়। এবার তিনি সমালোচনা শুনে আর একটা alternative দিয়েছেন। ভালকথা whichever is less—তিনি তা দেবেন। ভালকথা—Assets calculation করে দেবেন compensation assets Calculation করে কি হবে—সে বিষয়ে আমার কাছে কোন তথ্য নাই, আমি বলতে পারবো না। কত টাকা দিতে হবে—ডাঃ রায় এমন কোন তথ্য এখানে পেশ করেন নাই, যাতে করে আমরা একটা ধারণা করতে পারি—assets, valuation এবং compensationএর পরিমাণ কত টাকা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়। গতবারের যে হিসেব তাতে দাঁড়ায় ১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা। এটা অবশ্য শেষ কথা নয়। কত কোটি কোটি টাকা যে আমাদের ঘাড়ে এসে চাপবে—তা ডাঃ রায় বলতে পারেননি; তা আমরাও বলতে পারি না। কেননা সমস্ত liability কোম্পানীর যা আছে—1958, 1st January অবধি তা সরকারের উপর বর্তাবে। সমস্ত contract কোম্পানীর সরকারের উপর বর্তাবে। এমন কি back date দিয়ে আমলনামা করে, তারা back date দিয়ে কোটি টাকার contract সৃষ্টি করতে পারবে—১৯৫৮ সালের পয়লা জানুয়ারীর আগে date দিয়ে। এইসবের সমস্ত কিছু সরকারের উপর বর্তাবে। ধারায় আছে, cause of action সরকারের againstএ enforce হবার আইন আপনি জানেন, ওকালতি করতেন। এই cause of action অর্থ কি? যেটা সরকারের উপর বর্তাবে, কোম্পানী বেনামী করে রাখবে, তাদের সঙ্গে অসঙ্গত চুক্তি করে রাখবে। তা সরকারকে দিতে হবে। তার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। তাহলে কি দাঁড়াল? কোম্পানীকে চালু করতে গেলে production করবার জন্য আমাদের লাগছে ১ কোটি টাকা; আর distributionএর জন্য লাগছে ৫০ লক্ষ টাকার মত। তাহলে আমরা কোম্পানীকে চালু করছি দেড় কোটি টাকা খরচ করে, ওদিকে খেসারৎ হিসেবে লাগছে এক কোটি ৮ লক্ষ টাকা। যদি লাভের অঙ্ক calculate করি এই দুটো গেলে, দুটি যোগ করলে দাঁড়ায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। তারপর রইল যে কিছু contract ইতিমধ্যে কোম্পানী করে রাখবে—তা সরকারের উপর binding হবে, তা সরকারকে দিতে হবে। তাহলে কত গিয়ে দাঁড়ায়? তার হিসাব আছে কি? এই compensation উপর দিকে ৩ কোটি, চার কোটি, পাঁচ কোটিও হতে পারে, কোন ঠিক নাই। তাহলে এই সমস্ত contract যখন সরকারের ঘাড়ে পড়বে, মোট সরকারকে যে কত টাকা দিয়ে এই ঝরঝরে কোম্পানীকে গ্রহণ করতে হবে, তার কোন ঠিক নাই।

এটা সম্পূর্ণ uncertain, ৩ কোটি দিয়ে নেব, কি পাঁচ কোটি দিয়ে নেব, এমন uncertain কত টাকা দেব। কোন fixed amount কিছু নাই। সম্পূর্ণ uncertain amount একটা। তার উপর ছাপ দিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা? গতবারে আমার বক্তৃতার পর কংগ্রেস সদস্যদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সুবোধ যা বোঝাতে চাচ্ছিল—তা একটা ধাপ্পা। তাতে কংগ্রেস পক্ষের সদস্যরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু ডাঃ রায়কে আমি জিজ্ঞাসা করি এমন কোন ব্যবসাদার সোনার ডিমের লোভে হাঁস মারে—আছে কি? এইরকম ব্যবসাদার বহু আছে, ইংরেজীতে বলে for golden egg—ঐ সোনার ডিমের লোভে হাঁস মারে—যারা লাভ খাবার জন্য কোম্পানীকে সর্বনাশ করে দেয়, তারা হ'ল এই managing agent। এরা কোম্পানীকে ঝরঝরে করে দেয় লাভ বেশী করে দেবার জন্য। লোভ কি দেখালো? Dividend বেশী পাবে। ডাঃ রায় সেই অনুসারে compensation দেবেন কি?

[6—6-10 p.m.]

সুতরাং balance sheetএ যদি বেশী করে লাভ দেখাই তাহলে compensationএর পরিমাণ অনেক গুণ বেশী হবে। সুতরাং companyর assets বা companyর মূলধন তাকে ঝরঝরে করে দিয়ে একটা পয়সা depreciationএ খরচ না করে, কোন replacement and repair না করে সমস্ত জিনিষটা লাভে turn করলেন এবং তার মধ্যে দিয়ে মোটা টাকা dividend দিয়ে compensationএর ব্যবস্থা করলেন। ডাঃ রায় কথায় কথায় বলেন I know something of business, সুবোধ ব্যানার্জী business বোঝে না। ঠিক কথা, আমি ব্যবসাদারের ছেলে নই, ব্যবসার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তিনি ব্যবসায়ী লোক এবং ব্যবসা করতে গেলে যা হয়, ইতি উতি নিশ্চয়ই কিছু কিছু করেছেন, বড় বড় companyর director ছিলেন, বহুবার হয়ত গণেশ উল্টেছেন, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তাঁর কি এ অভিজ্ঞতা নেই যে এই ধরণের ব্যবসাদাররা কেমন করে companyর সমস্ত কিছু সর্বনাশ করে দিয়ে নিজেরা লাভ করে। চা বাগানে দেখলেই প্রমাণ পাবেন। অতদূরও যাবার দরকার নেই McLeod Company, যখন কলোম্বিয়ারা বড় বড় Company নিলো, নিয়ে তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাকে ঝরঝরে করে ছেড়ে দিল। এই জিনিষই Oriental Gas Co.তে জালান কোম্পানী করেছেন। সুতরাং ৮ লক্ষ টাকা profit দিয়েছে বলেই খুব ভাল Company হয়ে গেল এবং তাদের বহু assets আছে, এই ধরণের ধাপ্পা তিনি তাদেরই দিতে পারেন যাদের মস্তিষ্কে grey matterএর পরিমাণ কম আছে। দ্বিতীয় জিনিষ আমি জিজ্ঞাসা করি এই balance sheetএ কি আছে। এই balance sheetএ গতবার আমি দেখলাম যে ১০ লক্ষ টাকার জমি হাতছাড়া হয়ে গেল, অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকার জমি তারা বিক্রয় করে দিল অথচ assetsএর পরিমাণ থেকে সে ১০ লক্ষ টাকা কমলো না। হয়ত বলবেন audit হয়েছে কিন্তু স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন auditএর কাজ চুরি ধরা নয়, সেটাকে ঢাকা দেওয়া অর্থাৎ window dressing করা। বর্তমানে যে সম্পত্তি আছে তা যদি সরিয়ে দিয়ে Sell করে দেয় তাহলে তার check কোথায়। এই বিল পাশ হবার তারিখ থেকে day of appointment গ্রহণ করার মাঝে যদি কোন রকম sell হয় তাহলে তা নাকচ হবে কি করে। এই বিল পাশ হবার আগে যদি company তা বিক্রি করে দেয় তাহলে আপনি কি করে check করবেন? Check করতে পারেন না। কিন্তু compensationএর বেলায় দিতে হবে 8 times of the profit। সম্পত্তি ইচ্ছামত বিক্রি করলে check করতে পারবেন না কিন্তু compensation দিতে হবে ৫ বৎসরের profitএর ৮ গুণ। অবস্থাটা বুঝুন, যদি সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহলে তা check করতে পারবেন না কিন্তু compensation দেবার বেলায় তা হাতে রেখে দিচ্ছেন জুৎমত করে।

আমার সর্ব্বশেষ বক্তব্য, তা হল, আমরা জানি দেবেনবাবু একটা কথা বলেছিলেন তার উত্তরে ডাঃ রায় দেবেনবাবুকে বলেছিলেন যে opposition কোন খবর রাখে না। সেই সোলাপুর Spinning and Weaving সেটা ultra vires of the constitution হয়ে গিয়েছিল এবং Supreme Court সেই রায় দিয়েছিল। এই কথা বলে তিনি গতবার দেবেনবাবুকে বলেছিলেন যে oppositionরা কত vague charge করে। কিন্তু আমি ডাঃ রায়কে বলছি যে এইদিক দিয়ে সোলাপুরকে regularise করার জন্য, Art 31A of the Constitution, তাকে সংশোধন করা হল compensationএর ব্যাপারে যে, taking over control and management of the industry যদি হয় তাহলে compensation দিতে হবে না। সুতরাং ডাঃ রায় যে ওকথা বলে যাবেন তা হবে না। এর উত্তর দিতে হবে Art. 31A এ সংশোধন হয়ে যাবার পর সেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে taking over control and management of the industry হলে কোন compensation দিতে হবে না। তাহলে এই বিলে কেন তিনি দিচ্ছেন? কেন দিচ্ছেন এর জবাব দিতে হবে।

আমি যদি repeat করি বা কোন irrelevant কথা বলি তাহলে আপনি আমাকে বসিয়ে দেবেন। স্পীকার মহাশয়, যেকথা বলছিলাম—Constitutionএর যে জায়গায় রয়েছে—taking over management and control for a limited period—তাতে compensation দেওয়া হয় না; এখানে কেন তা দেওয়া হচ্ছে? R. G. Karএর বেলায় দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, limited period বলতে it may be even hundred years. দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে, তিনি আইন করছেন ৫ বছরের মধ্যে নিয়ে নিতে পারবেন কালকেও নিয়ে নিতে পারবেন বিল পাশ করার পর—কিন্তু তার কি guarantee আছে? তিনি খেসারৎ দিচ্ছেন—কিন্তু সরকারের পকেট থেকে exisiting contractএর জন্য যে টাকা চাইবে বা taking over management and control, সেই টাকা compensation থেকে বাদ দেবার ব্যবস্থা করেননি, যার জন্য এ টাকা সম্পূর্ণ সরকারকে বহন করতে হবে। Stateকে যদি এই টাকা দিতে হয় তাহলে খেসারৎ দেবার বেলায় কেন এ টাকা বাদ যাবে না? আমি আশ্চর্য হচ্ছি এ বিলের মধ্যে সেজন্য কোন provision নাই কেন—আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, বিলের মধ্যে এই ধরণের ফাক কেন? এটা কি drafting dept.এর দোষ? না, এর দোষ অন্য জায়গায় রয়েছে।—আমার বিরোধ হচ্ছে policyর সঙ্গে কোন ব্যক্তির সঙ্গে নয়—it concerns not with the individual but with the policy. আমাদের যিনি Chief Minister তাঁর এমন একটা stageএ আসা উচিত বলে মনে করি for better administration, for toning up যে, শুধু honest হবে তাই যথেষ্ট নয়, তিনি corruptionএর উর্ধে এটা appear হওয়া চাই—তিনি এটা কি বুঝেন না, তাঁকে আমাদের এটা বুঝিয়ে দিতে হবে? যতীন চক্রবর্তী যেকথা বলেছেন—যে charge এনেছেন—তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে বলে সেটা তা না হলে থেকে যায়—ডাঃ রায় বলেন, লোকে কাদা ছুঁড়তে ভালবাসে—আমি বলি, আপনি কাদা ছোঁড়ার সুযোগ দেন কেন। এমন একটা provision করুন হাজার চেষ্টা করলেও কাদা ছোঁড়া যায় না। তা না হলে স্বাভাবিকভাবেই একটা সন্দেহ থাকবে যে এর মধ্যে অসদুদ্দেশ্য রয়েছে।

Shri Basanta Kumar Panda : Mr. Speaker Sir, if I remember aright the assurance of Dr. Roy by which he withdrew the Bill on the last occasion, he said that we have got enough objection as to the acquisition of this property and he assured that if necessity arises he would in future bring a Bill for the purpose of taking over the management.

Sir, this Bill is not in consonance with that assurance. This Bill, as I have read it, is a composite Bill. It consists of two elements. One is acquisition and another is taking over the property for a limited period for the purpose of management. Sir, you know that there are under the Constitution three modes of taking over private property. One is acquisition, i. e. permanent taking over. Another is requisition, i. e. temporary taking over. These two modes of taking over a property are governed by Article 31(2).

[6-10—6-20 p.m.]

But there is a third mode which has been introduced in the Constitution after the Sholapur Spinning and Weaving Company case and that is Article 31A(b) which says that for a temporary period the Government may take over the property. In this Article there is no provision for giving any compensation. Therefore, in this Bill for the purpose of taking over the property for 5 years provision for compensation is contrary to the provisions of Article 31A(b).

I would then come back to the other portion relating to acquisition. As to acquisition there is clearly a provision under Article 31(2) that when a property is to be taken the State Government may by law fix an amount of compensation or may give out a procedure by which the compensation is to be determined. In this Bill there is a procedure laid down for finding out the compensation. If this Government had a bonafide desire of giving a lesser amount of compensation or as in other cases of acquisition for the purpose of public in general by this Act the Government should have fixed a particular amount and that would not be unconstitutional. The honourable member, Shri Ganesh Ghosh, has got facts and figures to show that this Company has made a profit which will be several times the capital invested by it. Therefore, if in the interests of the people occasion has arisen for taking over this property then I would say that in this Bill we should have provided for a compensation of Rs. 100 for the whole of this undertaking. Under Article 31(2) of the Constitution we cannot take over any property without giving a compensation but we can fix, under the law, any amount of compensation we like. Even if we pay one rupee as compensation that will be constitutional. And the provisions of the Act will not be challenged in the court of law on that ground. So, if this Government was really desirous of giving any benefit to the people of Calcutta and at the same time doing justice to the Company itself which has made a profit several times the capital invested by it, then the just thing would be not to make out an elaborate procedure for determining the quantum of compensation but to give the expropriating value. I have already pointed out that giving 2 percent is totally unconstitutional. This portion of the Act may be challenged in a court of law. I would, therefore request the Hon'ble Minister to look into this aspect of the case.

As for the quantity of compensation if we are really going to do any harm then the Company which had got the scent during the last one year—they knew that the Government was going to take over the concern, to interfere with their property—they would have certainly agitated. They would have naturally ventilated their views to the Government. But they never protested, the owners or directors of the Company never said a single word at any stage. What is the natural conclusion that follows from this ?

Sir, the conclusion is this. The Directors of this company are in collusion with the Government, as has been said by the previous speakers in this House. It has been already ventilated in this House that the company has not raised its little finger against this Bill—rather the company is quite satisfied with the provisions of this Bill. Therefore, can we not conclude that the company is getting something more and that the Directors of the company are in league with the Ministry and they are going to take away some money from the public exchequer ?

Then, my next objection with regard to this Bill is that this is a property which is going to be taken at a very huge cost and for doing benefit only to certain richer sections of the people in Calcutta. The common people would have been benefited if the gas could be used for the purpose of street lighting though there is arrangement for street lighting with gas, but now electricity can easily replace gas and for the purpose of street lighting electricity gives better service than gas. Now, the people who cook by gas are the richer section of the people and for that purpose if this property is to be taken at huge cost to the State, who is going to pay it ? Sir, this is a poor State and for the benefit of some rich people of Calcutta, would all the tax-payers of West Bengal, the poor people who pay their tax with great difficulty, bear this burden ? So, I would suggest that the people who are going to be directly benifited by gas may be made liable to pay for it and not the whole people of West Bengal or the poor people of the mofussil. But if this money is spent from the Consolidated Fund of the State, then all the people of the State will be liable to pay this money. Sir, this is my preliminary objection to this Bill.

Then with regard to the provisions of this Bill. I would say that my first objection is with regard to the definition of the word 'undertaking'. My friend Shri Deben Sen has said that an elaborate definition for the word 'undertaking' was unnecessary. By the word undertaking', we simply mean what are the assets of the company and what is the property which is going to be taken. They could have mentioned all the properties or valued all the properties of this company. But making mention of certain properties, they are excluding other properties which are not mentioned here. Mr. Sen has referred to some of these unmentioned properties.

Again, why should a particular date—1st day of January, 1958—be given here ? Could it not be made more retrospective, could not the date be receded by a few more years when there was no whisper in the air about the taking over of this undertaking ?

Sir, on the previous occasion, we raised serious objection to sub-clause (d) of clause 4 of this Bill because there is an unnamed, ever-increasing and ever-elastic cause of action. The cause of action is such a thing that anything can be brought in by simply manufacturing letters, by simply writing letters—so anything can be created by this means.

[6-20 –6-30 p.m.]

By that innumerable charges can be drawn over the company and consequently, if this Bill is passed into law, upon the people of the State. Why are you introducing all these unnecessary things ? If you think that the taking over of gas is necessary you fix the price and take it over. Let the company go to court if it desires and challenge it. The Constitution makes it clear and the Supreme Court made it very clear by several decisions that we can give an appropriate value without going through all this Tribunal procedure. What is procedure laid down in clause 8 ? There are two courses of determining compensation. Compensation through the Tribunal procedure is elaborate and unnecessary. If a Tribunal is appointed and if evidence has got to be taken for the determination of the compensation, this compensation affair before the Tribunal would be dragged on for several years. Then there is an appeal to the High Court. Section 8 provides for a procedure which may take five or ten years. In this way the matter will be kept hanging and in the meantime if this Bill is passed into law we shall have to pay money for the asset or imaginary asset which Mr. Ganesh Ghosh has put at about Rs 1½ crores. This is the plan underlying this elaborate procedure for compensation. This could be replaced by another and a more convenient way. We need not go into the elaborate procedure of the determination of the compensation. We can look at the finding of the Income-tax authority. The Income-tax authority has found out its net asset. If we take the net asset over which the compony has been assessed to income-tax for several years—if we take an average and if we fix five, six or seven times the value over the total income which has been determined by the Income-tax authority with regard to this undertaking, the process would have been very much more simplified. On reading the clause of the Bill, however, one finds that the whole conception has been to adopt an elaborate procedure continuing for several years and in the meantime to give an inflated rate of compensation to the company. When this amount will be determined it will be at a higher rate. Two persons are concerned—on the one side there is the company and on the other side is the State. If, as we believe from seeing various things, the State authority is in league with the directors of the company, can we expect when the company will be trying to inflate its value through the machinery of the Tribunal that this Government will try to reduce it ? I have reason to suspect that through the procedure of the Tribunal the company will try to infllate the value and the Government will not fight seriously. And except the Government there is no other party to question the amount of compensation. If the plaintiff and the defendant are in collusion the result of that collusion would be that the value will be increased and it will be an unnecessary burden on the poor people of the State. On these grounds we should not allow the Government to go through this wrong, unnecessary and, I would say, collusive procedure of Tribunal decision, nor should we allow this Government to give any imaginary sum.

Sir, if it is necessary to be passed, I would request the Government through you and I would request the whole House to fix in this Bill a value which, we think, will be a just poor solatium. We are going to give them the compensation or the valuation thereof.

So, Sir, with these words, I would suggest that this Bill should be circulated for eliciting public opinion.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th June, 1960.

মিঃ স্পীকার স্যার, গতবার যখন আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনার ফলে আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে নিশ্চয়ই সরকার তরফ থেকে নতুন করে বিলটাকে ড্রাফ্‌ট করা হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিলটা যেমন ছিল তেমনই আছে। আমি বুঝতে পারি না যে জিনিষের কোন অস্তিত্ব নেই, ১৮৫৭ সালে যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং দীর্ঘ ১শো বছরের মধ্যে যার কোন ইম্‌প্রুভমেণ্ট, কোন ডেভেলপ্‌মেণ্ট করা হয়নি, সেই জিনিষের মধ্যে কি থাকতে পারে। ডাঃ রায় বললেন যে দুর্গাপুর থেকে গ্যাস আনা হবে এবং সেই গ্যাসের ডিষ্ট্রিবিউসানের জন্য গ্যাস কোম্পানীর যে ডিষ্ট্রিবিউসান পাইপ আছে সেগুলি ব্যবহার করা হবে। আমি আগে বলেছি, আজও বলছি যে বোধ হয় ডাঃ রায় কোনদিন ঐ গ্যাস কোম্পানীর যে অফিস অথবা তাদের যেসমস্ত ব্রাঞ্চেস, ব্রাঞ্চ অফিস, অন্যান্য প্রপার্টিজ আছে তা কিছুই দেখেননি, শুধু উকিল বা সলিসিটারদের পরামর্শ মত এই বিলটা ড্রাফ্‌ট করে এনেছেন। এক্সপার্ট কমিটি তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টের প্রতি ছত্রে লেখা রয়েছে যে নারকেলডাঙ্গায় যে প্ল্যাণ্টটা রয়েছে সেই প্ল্যাণ্টের মধ্যে কোন পদার্থ নেই। আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় বলছি যে শুধু পদার্থ নেই তা নয় ওটা ডেঞ্জারাস—সেখানে যেসমস্ত শ্রমিক এবং কর্মচারী কাজ করেন তাঁরা তাঁদের জীবন বিপন্ন করে কাজ করেন। তাঁরা যখন সেই সরু সরু গলির মধ্য দিয়ে পাশ করেন তখন মনে হয় বোধ হয় এখনই ভেঙ্গে পড়ল—কোনরকম কাঠ দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে। যে ধরনের গ্যাস প্রোডাকসান হচ্ছে দুর্গাপুর ইত্যাদি অন্যান্য জায়গায় তার সঙ্গে এদের মেথডের কোন সম্পর্ক নেই, মনে হয় যে আদিমকালের কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে রয়েছে। এই প্ল্যাণ্টের প্রতিটি অঙ্গ ছন্নছাড়া অবস্থায় রয়েছে। সেই প্ল্যাণ্ট কোথা থেকে কেনা হয়েছিল জানি না, তার মূল্য কত তাও জানি না অথচ প্রিয়াম্বলে বলা হচ্ছে যে এই কোম্পানী থেকে উপযুক্ত কোয়ালিটির গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউটেড্‌ হতে পারে। এর সঙ্গে একটা কথা ডাঃ রায় বলেছেন যে প্রতি বছর এরা ৮ লক্ষ টাকা লাভ করে। লাভ কিভাবে করে সেটা এন্‌কোয়ারী করে দেখেছেন কি? যারা কন্‌জিউমার তাদের কমপ্লেণ্ট কিছু শুনেছেন কি যে তারা সত্যসত্যই কোন গ্যাস পায় কিনা? গ্যাসের প্রেসার থেকে বলা যেতে পারে যে এদের দৈনিক প্রোডাক্‌সান হচ্ছে ৩॥ থেকে ৮ মিলিয়ান কিউবিক্‌ ফিট। কিন্তু সত্যসত্যই কি এতখানি গ্যাস প্রোডিউস্‌ড হয়? আমরা দেখেছি যে প্রেসার মিটার আছে তা কাজ করে না। সেই প্রেসার মিটার কাজ করবে কি করে? যে গ্যাস নারকেলডাঙ্গা থেকে বেরোয় তা চারিদিকে ডিষ্ট্রিবিউটেড্‌ হচ্ছে না কারণ প্রত্যেকটি পাইপের ছিদ্র এত ছোট যে গ্যাস এগুতে পারে না—প্রেসার এসে ঐ মিটারের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। গ্যাস পোষ্টে যখন আলো জ্বলে তখন তার চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে সেখানে গ্যাস পৌছাচ্ছে না। অথচ এরা মিটার দেখে বলছেন যে ৩॥ থেকে ৮ মিলিয়ান কিউবিক ফিট গ্যাস নাকি সাপ্লাই করা হয়। আমার মনে হয় ডাঃ রায় স্বপ্নরাজ্যে বাস করছেন। যে জিনিষটার কোন অস্তিত্ব নেই সেই জিনিষের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে কোন লাভ হবে না। আমি আশা করেছিলাম যে তিনি এই জিনিষটা এন্‌কোয়ারী করে দেখবেন যে এখনও পর্যন্ত সেই গ্যাস কোম্পানীর কোন য়্যাসেট আছে কি না। আমরা অনেকগুলি প্রোপার্টিজের নাম উল্লেখ করেছিলাম ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী সেইসমস্ত প্রোপার্টিজ বিক্রি করে দিচ্ছে। লোহা লক্কড় থেকে আরম্ভ করে পেরেক পর্যন্ত বিক্রি করা হচ্ছে। একটা হোল্ডার যাকে সারিয়ে নিলে ২।১ বছর চলতে পারত তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এইরকমভাবে গ্যাস কোম্পানীর সমস্ত এ্যাসেটস্‌, প্রোপার্টিজ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সেই কোম্পানীর খাতা, কাগজপত্র নিয়ে আমাদের কি হবে?

[6-30—6-44 p.m.]

কাজেই টাকা দিয়ে এই ম্যানেজমেণ্টকে নিয়ে কোন লাভ নেই। যদি পাইপের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় আরো দুবছর তা আমরা করবো কিন্তু যার কোন অস্তিত্ব নেই, যে প্ল্যাণ্ট এবং পাইপের কোন মূল্য নেই, যে পাইপ এবং প্ল্যাণ্টগুলি কোন কাজ করে না সেইসমস্ত জিনিষ নিয়ে আমরা কি করবো? এইজন্য ডাঃ রায়কে বলছি যে এই বিলটাকে সাকুলেট করুন। তিনি নিজে এটা ইনকোয়ারী করবেন না তা আমরা জানি কিন্তু জনসাধারণ যাঁরা এসম্বন্ধে জানেন, খবর রাখেন তাঁদের কাছ থেকে খবর নিন, তাঁরা কি বলেন দেখুন, এটাকে সার্কুলেসনে দিন। যেসমস্ত প্রপার্টিজ এপর্যন্ত গ্যাস কোম্পানীর হাতে রয়েছে তাও ২।১ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যদি তার তালিকা থাকে তাহলে সেগুলি খোঁজ করে দেখুন যে সেইসব জিনিষগুলি আছে কিনা। এই গ্যাস কোম্পানীর যে নিজস্ব প্ল্যাণ্ট সেগুলি তালিকাভুক্ত আছে বলে অনেকের ধারণা কিন্তু সেই প্ল্যাণ্টগুলির চেহারা একবার দেখে আসতে বলি। সবশেষে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ডাঃ রায় যখন এখানে একটা পুস্তিকা পড়লেন—সেই পুস্তিকার কপি আমার কাছে আছে—তখন সেই পুস্তিকার কয়েকটা লাইন তিনি উহ্য রেখে গেলেন। যে ২।৩টা সেণ্টেন্স তিনি পড়লেন সেই ২।৩টা সেণ্টেন্স উল্লেখ করলে আমার মনে হয় যে আমার বক্তব্যটা যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থনযোগ্য হবে। তার মধ্যে রয়েছে—No useful purpose will be served by preparing a detailed schedule of assets showing the exact state of dilapidation of each item. অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিষ সেখানে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় রয়েছে এটা যে কোন এক্সপার্ট, এক্সপার্ট না হলেও যে কোন ইঞ্জিনীয়ার যাঁর চোখ আছে, যিনি সামান্য পরিমাণে অনেষ্ট তিনি একথা বলতে বাধ্য হবেন, কারণ এর চেয়ে সত্য কথা আর কিছুনেই, একথা চাপা দেবার উপায় নেই। শুধু একটা রিপোর্ট নয়, পরপর তিনটা রিপোর্টের মধ্যে দুটা আছে এবং তিনটা রিপোর্টেই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একথা বলা হয়েছে যে এখনকার মত ৪০ লক্ষ টাকার কাজ চলতে পারে ৫।৭ বছরের জন্য কিন্তু এর পেছনে আরো এক কোটি টাকা খরচ করতে হবে এবং এর ভেতর ১০ লক্ষ টাকা খালি ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগবে মানে বুঝতে হবে যে গুরুতর ব্যাপার এর মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ মূল যন্ত্র সে যন্ত্র ছাড়া গ্যাস কোম্পানী চলতে পারে না সেইরকম কোন যন্ত্রের অভাব ঘটেছে। তারপর ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে বলতে পারি কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ দেখে ভয় হয়। কাজেই গোড়ার কথা হচ্ছে নূতন করে এর পত্তন করতে হবে কিন্তু নূতন করে পত্তন করে লাভ কি? যদি ৮ মিলিয়ান কিউবিক ফিট অব গ্যাস দুর্গাপুর থেকে আনা যাচ্ছে না কেন প্রতিদিন লোকসান হয় তাহলে এই গ্যাস কোম্পানী কি তা সাপ্লাই করতে পারবে? টানা-হাঁচড়া করলে পর ওয়ান মিলিয়ান কিউবিক ফিট অব গ্যাসও এই কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, কাগজে কলমে যাই বলুন না কেন। লাভের অঙ্কের কথা বলবেন না, লাভের অঙ্ক দিয়ে এটা বিচার করা চলবে না—কনজিউমার যাঁরা এর সঙ্গে কানেকটেড আছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে নূতন নূতন করে রেট বাড়ানো হয়েছে, কয়েক বছর আগে তাঁরা যে রেট দিতেন, সেই রেট ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে, বিল বাড়ানো হচ্ছে এবং বিলের টাকা যেমন পরিমাণে বাড়বে নিশ্চয়ই লাভও সেই পরিমাণে বাড়বে। এতে নূতন কোন ইনভেষ্টমেণ্ট নেই—কয়েকবছর আগে বোধহয় নিউ মিণ্ট যখন হয় সেই নূতন মিণ্ট করার সময় কিছু পাইপ লে করেছিলেন, তারপরে বোধহয় আর কোন পাইপ লে করেননি। এই অবস্থায় ডাঃ রায়কে আবার বিবেচনা করে দেখতে বলছি—সরকারের টাকা মানে সকলের টাকা। কাজেই এইভাবে টাকা অপব্যয় করা উচিত নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলি যে আপনি কি বেটার ম্যানেজমেণ্ট করবেন? যার কোন অস্তিত্ব নেই, যেটা একেবারে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে সেটাকে নিয়ে লায়াবিলিটি বাড়িয়ে লাভ কি? এর আগে পূর্ববর্তী বক্তারা

য়্যাভারেজ প্রফিটের কথা এবং অন্যান্য কথাও বলেছেন, কাজেই আমি আর সেবিষয়ে কিছু বলবো না কিন্তু আমি পুনরায় একথা বলি যে এই গ্যাস প্ল্যান্টের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এর সমস্ত জিনিষ নষ্ট হয়ে গেছে।

স্যার, আমার শেষ কথা হচ্ছে – এখানে স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। চারিদিকে পাইপে লিকেজ্ দেখা যাচ্ছে। এমন অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে যে যদি কোন জায়গার মাটি ফেটে ভেঙ্গে যায়, সেখানে দেশলাই জ্বাললে আগুন লাগছে, অর্থাৎ সেখান দিয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে; এবং সেখানে ছেলেরা সন্ধ্যাবেলায় ঐ গ্যাস নিয়ে খেলা করছে, নানাভাবে ব্যবহার করছে। যে কোন মুহূর্তে সেখানে বিপদ ঘটতে পারে। সেদিক থেকে আমি মনে করি এই ডেঞ্জারাস্ প্ল্যান্টকে আর চালান উচিত নয় এই ডেঞ্জারাস্ প্ল্যান্টকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। শুধু সেইসমস্ত রাস্তায় পাইপ রেখে কাজ চালান হচ্ছে যেখানে পাইপের কণ্ডিসন্ একটু ভাল আছে। সুতরাং যে কোম্পানী এই রকমভাবে দিনের পর দিন জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করছে এবং হাসপাতালে গ্যাস সাপ্লাইয়ে অবহেলা করছে তাদের উপযুক্ত কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। সেই শাস্তির ব্যবস্থা সরকার কেন করছেন না? যাতে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায় তার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক্ষনি ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না দুর্গাপুরের পাইপ লাইন বসান হচ্ছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নূতন করে সরকারের তরফ থেকে পাইপ ডিষ্ট্রিবিউসান্ না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত সরকার ম্যানেজমেণ্টের ভার নিতে পারেন কিন্তু তাদের কমপেন্সেসন্ দেওয়ার প্রশ্ন এখন আসতে পারে না এবং এইভাবে কম্পেন্সেসন্ দেওয়া উচিতও নয়।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, when the Oriental Gas Bill was last brought I had suggested for taking up this as a State concern. On that Dr. Roy said "Dr. Majumdar, I know you are a very big business man". But, Sir, I have never been a business man. My last four generations were never been in business. We have been trying live an honest living as professional people, and so we do not want to suggest any improvement in business line. As successful professional men we have been trying to see that the standard does not fall down. This Bill has been discussed threadbare previously and today also there has been a discussion on its different aspects. Now, Sir, Dr. Roy has taken recourse to 31A and also has kept the old Bill so that he need not come to us. Section 31A provides that if the management is for a limited period no compensation should be given. But Dr. Roy says that it is natural justice that they should be paid some compensation. Sir, this is contradictory. Article 31 says that if a public utility fails to fulfil its duty then Government can take over the management but, Sir, for that no compensation need be paid. On the other hand the concern should be penalised for not doing its duty properly Now, Sir, about the details of the Bill, they have been thoroughly discussed, they have discussed threadbare and we find that money is being squandered away. It is not Dr. Roy's money. It is Government money, it is the rate-payers, the electors' money and, Sir, for what purpose this money is being spent? It is not being spent for the good of the common man. The common man wants to live honestly, he wants to pay his tax properly and now his hard-earned money is being squandered away.

Sir, Dr. Roy says that the gas will be produced in about the middle of 1961 and he will require a particular method of distribution, because of this method of distribution it is necessary to acquire management, though he has cutely said that he would like to take over the management for a certain period of time. Sir, this Bill was once thoroughly discussed and Dr. Roy appointed a committee and it was decided that the concern would be kept under Government control for 5 years.

But, Sir, for that a huge amount would be necessary. Sir, I do not understand why compensation for management should be necessary. Moreover, Sir, why should we adopt the mediaeval arrangement for the distribution of gas ?

We might wait for some time. Why not have a streamlined method of distribution ? I have gone through the Bill and the report and I find that you are going to spend about 2 crores of rupees in paying compensation, in repairs and other things Now, there is another side of the thing. If we take up this, we are going to have continual disturbance of repairing the thing all the time. Why take up the thing and particularly a thing by a set of people who have failed to fulfil the public utility service and why not have a streamlined method of distribution ? By spending the same amount of money why not have a modernised gas reservoir system. It may of course take a little time. Sir, there is another side of the question. The employment potential in the State of West Bengal today, we all know, is so poor that even our trained technicians, our trained artisans, our unskilled workers—I mean the children of the soil, and also those children who have made Bengal their home—do not find employment. We have this unemployment going on. If we are spending 2 crores of rupees, we would gladly say, 'yes, try to increase the rate of work, employ the boys of the soil in the engineering group, employ the artisans in the artisan group, employ the unskilled workers in the street-digging and all that, but have a modernised gas system, have a streamlined and modernised gas reservoir system.' You are going to spend 2 crores of rupees, why have this mediaeval thing? Sir, it makes me think that there is something very rotten in Denmark,—Hamlet wanted to revenge his father's death and said that something was rotten in Denmark—and the little that we know of the present system of society, of the Government, fills us with resentment. It is not only Dr. Roy but the whole line from Dr. Roy down to the Governmental departments is corrupt. That has been the arrangement and we know, Sir, it is this capitalist system which is responsible for corruption just to prove that the democratic structure is not what it should be. That is why we heard here the other day that people of West Bengal—well, God forbid, people should ever say that—were waiting for an Ayubshahi or Nasser to come here. The other day I was listening to that. I would rather have this opportunity of expressing my electorate's viewpoint—that is the last thing that I as a Bengalee would think of. That is why it has happened that it is this system—it is not the Jalan Company—it is the system of capitalism which corrupts the whole structure and particularly the Government which follows that system and which has been brought up by the capitalistic system, and as such, Sir, I think the best way of opposing this Bill would be to ask for a circulation for public opinion.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. on Wednesday, the 30th March.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-44 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 30th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 30th March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 172 Members.

Starred Questions

(to which oral answers were given)

[3-3—10 p.m.]

Death of Motilal Sarkar, Officer-in-Charge of Asansol police-station

***40A.** (Short Notice.) (Admitted question No. *3663.) **Shri JATINDRA CHANDRA CHAKRAVORTY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(*a*) whether the enquiry as referred to in reply to suplementary question to starred question No. 77, dated the 30th December, 1958, into the cause of death of Shri Motilal Das, Sub-Inspector of Polic in the Asansol subdivision, has been completed ; and

(*b*) if so, what are the findings of the enquiry ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKHERJEE) : (*a*) Yes ; but the name of the officer was Motilal Sarkar and not Motilal Das.

(*b*) On completion of investigation, the police submitted Final Report True under section 302, I P.C., on 5th January, 1960. The report is yet to be accepted by the Magistrate concerned.

Shri Pabitra Mohan Roy : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে The Report is yet to be accepted by the Magistrate concerned.

Magistrate concerned Report accept করে নেবেন। আমাদের এখানে বলার ছিল যে Findingটা আমরা এখানে জানতে পারি কিনা ?

The Hon'ble Kalipada Mookerjee : Findingএ murder বলে স্বীকার করা হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি। প্রথমে বলা হয়েছিল—আত্মহত্যা কেস্ ; তারপরে সেটা হত্যা বলে স্বীকৃত হয়েছে। কোন আসামীকে পুলিস বিভাগ থেকে সনাক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই।

Postponement of realisation of Canal Tax in the flood-affected areas of Birbhum and Murshidabad districts

***40B.** (Short Notice.) (Admitted question No. *3620.) **Shri TURKU HANSDA :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় কৃষকদের নিকট হইতে বর্তমান বৎসরে ক্যানেল কর আদায় স্থগিত রাখার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

(খ) পরিকল্পনা না থাকিলে, ঐসকল অঞ্চলে ক্যানেল কর আদায় স্থগিত রাখার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI):

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় কৃষকদের নিকট হইতে বর্তমান বৎসরে ক্যানেল কর আদায় স্থগিত রাখা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন। বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ এবং বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকার এখন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

I want to add that on the 16th March, 1960, a circular has been issued by the Board of Revenue to all Commissioners, Collectors, Deputy Collectors and Additional Collectors with the following instructions :—

The question of granting relief to areas affected by natural calamities in 1959, is under consideration of the Government. Pending finalisation of such proposals it has been decided that the following measures be taken as measures of *ad interim* relief for areas affected in 1959—

(1) Certificate proceedings in affected areas are not to be carried beyond section 7, that is to say limitation has only to be saved.

(2) Regarding the dues about which the question of limitation has not yet arisen, pressure should not be put and instructions should be issued accordingly.

(3) Regarding certificate already filed execution of which was to be carried out this season further proceedings should not be carried forward by process of distraint or sale. There is no objection if the certified debtor settles the debt of his own accord.

The above instructions are with respect to the following Government dues which are generally collected from the rural people and will apply to only those areas where the Collector is satisfied that there has been a substantial damage to crops as a result of floods, cyclone or other calamities of 1959. And item 7 relates to "Irrigation Department dues".

Shri Radhanath Chattoraj: লাভপুর থানায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দশ দিন আগেও সার্টিফিকেট জারী হয়েছে—এটা মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Singha: উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি। এই Circular সম্বন্ধে আমার Deptt.এ 16th মার্চ decision হয়েছে। Already Collectorএর কাছে চলে গেছে কিংবা হয়ত পৌছে গেছে দু-একদিন দেরী হতে পারে।

Shri Saroj Roy: যে নোটীশ পড়লেন, তার এক জায়গায়, আছে Pressure যাতে না দেওয়া হয়, তার জন্য Certificate জারী করা বন্ধ করতে পারেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: যেখানে Certificate জারী না করলে তামাদী হবে, সেখানে Certificate জারী করে রাখতে হবে তামাদী রক্ষার জন্য। আর যেখানে তামাদী হবে না, সেখানে Certificate জারী পরেও করা যেতে পারে, সেখানে এখন Certificate জারী হবে না।

Shri Saroj Ray: মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি, তিনি জানেন যে Certificate জারী করলে পর কৃষকদের যে মানসিক অবস্থা হয় তার ফলে তারা গরু, ছাগল বিক্রি করে দেয়, এটা যখন তামাদী হবে না তাহলে এই বিষয়টা clarify কৃষকদের কাছে করার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: এই circular পাঠিয়ে দেওয়া হয় to all the Collectors এবং তারাই তা বলে দেন।

Shri Saroj Ray: এই circularগুলি কৃষকদের কাছে যায় না। Certificate জারী করবার পরই দেখা যায় তাদের ছাগল, গরু যা থাকে তা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চেষ্টা করে। সেটা বন্ধ করার কি করবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : এই Certificate জারী করলেও, টাকা না দিতে পারলে মাল ক্রোক হবে না।

Shri Saroj Ray : তাদের জানাবেন কি করে, Governmentএর কোন machinery আছে কি তাদের জানাবার জন্য ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : এটা pressএর মারফৎ হতে পারে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : সরকারের যে Publicity Department আছে, সেই departmentকে এই কাজে লাগাবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : এখানে Publicity Departmentএর প্রয়োজন হয় না। Certificate জারী করবে, কি করবে না, সেটা departmentএ বলে দেওয়া হয় যে, যেখানে তামাদী হচ্ছে সেখানে Certificate issue কর কিন্তু আদায় করার জন্য pressure দিও না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : আপনাকে pressureএর কথা বলছি না। প্রশ্ন হচ্ছে collector এই জিনিষটা গ্রামে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন কিনা। বিভিন্ন বিষয় Publicity দেবার জন্য গ্রামের Publicity Sectionএর সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক থাকে। সেটা যদি আপনারা কাজে লাগান তাহলে গ্রামের কৃষকরা জানতে পারবে। এটা না করলে যে সর্ব্বনাশের কথা সরোজবাবু বলেছেন সেটা ঘটতে পারে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : সেটা Collectorএর discretionএর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

Shri Mihirlal Chatterjee : জল tax স্থগিত রাখার কথা হয়েছিল, সেই tax মকুপ করার কথা চিন্তা করছেন কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : এটা pending finalisation of such proposal, যতদিন না finalise হচ্ছে ততদিন এটা স্থগিত রাখা হয়েছে।

Transfer of vested lands in Garbeta area for rehabilitation of refugees :

***40C.** (Short Notice) (Admitted question No. *3747.) **Shri SAROJ ROY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার ১৭, ১৯ ও ২০নং ইউনিয়নের কয়েক হাজার বিঘা খাস পতিত ডাঙ্গা জমি ভূমি-সংরক্ষণের জন্য ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ হইতে গ্রহণ করা হয়,

(২) সেই জমির কোন কোন অংশে আদিবাসী ও গরীব কৃষকেরা দীর্ঘকাল যাবৎ উটবন্দী প্রথায় চাষ করিয়া আসিতেছিল, এবং

(৩) মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কেও এই বিষয় জানান হইলে, তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ্যা হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সরকার ঐসকল আদিবাসী ও গরীব কৃষকদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA) :

(ক) (১) হাঁ্যা।

(২) চব্বিশজন এইরূপ চাষীকে কেবলমাত্র ১৩৬৫ সালের জন্য ১৭·১৭ একর জমি অস্থায়িভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে ছয়জন মাত্র সাঁওতাল ছিল।

(৩) আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিই নাই, কারণ ব্যাপারটি আমার বিভাগের নয় এবং সেইজন্য এ-বিষয়ে আমার পক্ষে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি বলিয়াছিলাম, এ-বিষয়ে চেষ্টা করিব এবং তাহা করা হইয়াছে।

(খ) হস্তান্তরিত জমি হইতে উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগ ২৪·০৪ একর জমি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহারা ছাড়িয়া দিলে, ঐ জমি উপরোক্ত চাষীদের অস্থায়ীভাবে চাষ করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

Shri Saroj Roy: মন্ত্রীমহাশয়ের দপ্তরে এইসব অঞ্চল থেকে মেদিনীপুর জেলার S.L.R. গড়বেতার J.L.R.O. র মারফৎ কত দরখাস্ত এসেছে জানাতে পারেন কি ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: কত সংখ্যা সেটা notice না দিলে বলা সম্ভব নয়।

Shri Saroj Roy: সংখ্যা বোধ হয় প্রায় ১০০ থেকে ১৩০ হবে। আমার Supplimentary হল, যেসমস্ত জমি অন্যান্য বিভাগে, যেমন বাস্তুহারা, Agriculture Department এর জন্য দওয়া হইয়াছিল অথচ সেগুলি বিলি ব্যবস্থা না করে এমনই রেখে দেওয়া হয়েছে, সেই জমিগুলি further আবার বিলি করার ব্যবস্থা করাতে পারেন কিনা ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Details দিয়ে চিঠি লিখলে আমি কথা বলে দেখতে পারি।

News report alleging all settlement proceedings being held illegal.

***40D.** (Short Notice.) (Admitted question No. *3731.) **Shri SHYAMAPADA BHATTACHARJEE:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(1) whether the attention of the Government has been drawn to a news report recently published that whole settlement proceedings are illegal ;

(2) if so, what steps the Government propose to take in the matter ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA): (1) In spite of thousands of cases being fought in different law courts, including the High Court, the Government are not aware of any court decision where the whole settlement proceedings have been held to be illegal.

(2) Does not arise.

[3-10—3-20 p.m.]

Shri Shyamapada Bhattacharjee: Will the Hon'ble Minister kindly say whether the Advocate General has been contacted in the matter ?

The Hon'able Bimal Chandra Sinha: There is no necessity for contacting the Advocate General, because the question does not arise.

Members of the West Bengal State Electricity Board

***41.** (Admitted question No. *1772.) **Shri HARIDAS DEY:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) the total number of members on the West Bengal State Electricity Board and who are those members ;

(*b*) whether there is any representative from the Municipalities on that Board ;

(*c*) if not, what is the reason for this ; and

(*d*) whether Government propose to increase the existing number of that Board and take in the representatives of the Municipalities ?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble BHUPATI MAJUMDAR) : (*a*) Seven. The following are the members of the West Bengal State Electricity Board :

(1) Shri D. N. Mitra—*Chairman.*

(2) Shri N. N. Majumder ;

(3) Shri A. K. Bhaumik ;

(4) Shri H. Banerjee, I.C.S. ;

(5) Shri B. C. Mallik ;

(6) Shri H. C. Guha ; and

(7) Shri Saila Kumar Mukherjee—*Members.*

(*b*) No.

(*c*) The Electricity (Supply) Act, 1948, under which the Board has been constituted, does not provide for any such representation.

(*d*) Does not arise as the West Bengal State Electricity Board has been constituted with the maximum number of member as provided in the Act.

Shri Haridas Dey : এই বোর্ড কোন বছর constituted হয়েছে ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : 2 years চলছে।

Shri Haridas Dey : কত বছর অন্তর formed হয় বলবেন কি ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : এটা Developmentএর ভিতর, Commerce and Industryর নয় ; যদি আমার সদস্য এই বিষয়ে সংবাদ জানতে চান, আমাকে সময় দিলে আমি সংবাদ আনিয়ে দেব।

Shri Haridas Dey : আমি জানতে চাচ্ছি কত বছর এটা formed হয়েছে এবং এর মেয়াদ কত বছরের।

The Hon'ble Bhupati Majumdar : এই বোর্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এটা একটা Statutory board, Industryর সংগে এর কোন বাধ্যবাধকতা নাই, এবং দেখাশুনা করেন Development Dept. ।

Shri Haridas Dey : আমি জানতে চাই, West Bengalএর ২৭টি মিউনিসিপ্যালিটিই এর বড় consumer, সুতরাং এই বোর্ডে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কোন representative থাকা যুক্তিসংগত মনে করেন কি না ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : আমাদের মনে করায় কিছু আসে যায় না, কারণ Electricity Boardএ তার জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই—কাজেই নতুন করে আনতে হবে যদি চান।

Inadequate pressure of water in street hydrants in Calcutta.

***42.** (Admitted question No. *2345.) **Dr. GOLAM YAZDANI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that adequate pressure of water cannot be raised in street hydrants in Calcutta during fire ;

(*b*) if so, what is the reason therefor ;

(*c*) in the cases of fire in Dum Dum Aerodrome, fire engines are called for service from Narkeldanga and Cossipore Fire Stations, leaving these places unprotected for emergencies in these areas ;

(*d*) the shed for fire engines in the Canal East Station is out of repair for a long time and the fire engines are exposed to rains ;

(*e*) the total income from license fees imposed on various factories, petro pump stations, warehouses, etc., under West Bengal Fire Service Act from 1954-55 to 1957-58 ;

(*f*) how many Fire Protection Officers are in charge of realisation o these fees and what is the cause of fall of income, if any ;

(*g*) when the Award of the First Industrial Tribunal for industria dispute of the workmen of the Fire Services regarding pay scales, etc. was published ;

(*h*) whether it has been implemented ; and

(*i*) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble ISWAR DAS JALAN): (*a*) and (*h*) Yes.

(*b*) Unfiltered water mains at some places being of small diameter, cannot supply the quantity of water required by fire engines.

The fall in presure is also partly due to the fact that street hydrants are left open or damaged by the public.

(*c*) and (*d*) No.

(*e*)—

					Rs.
1954-55	...	...	...	...	13,87,810
1955-56	...	...	...	...	8,62,817
1956-57	...	...	...	...	11,87,923
1957-58	...	...	...	...	9,30,180

(*f*) Four.

Taking into account collection of arrears, there has been no fall in income.

(*g*) On 26th December, 1957.

(*i*) Does not arise.

Dr. Golam Yazdani : আপনি এখানে বলেছেন unfiltered water mains at Some places being of Small diameter.

এই যে Small diameter, কত ইঞ্চি পাইপ রয়েছে, এবং সেগুলি আগেকার তৈরী কি না ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : I can not say as to the exact demension. I have not got the report.

Shri Saroj Ray : মাঃ মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে কলকাতায় ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে, জলের pressure খুব কম থাকার জন্য fire engineগুলি পরিমিত জল না পাওয়ার ফলে আগুন নেবাতে পারেনি ?

Mr. Speaker : This was discussed in detail during the budget session and answered previously by the Minister.

Shri Saroj Ray : Small diameter থাকার জন্য ক্ষতি হচ্ছে, বা fire engineগুলি কাজ করতে পারছে না—এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করছেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : We have drawn the attention of the Calcutta Corporation to this matter. So far as the Corporation is concerned, there are various difficulties, viz., there is small-sized diameter of unfiltered water mains. Then the street hydrants are left open because pressure

ecomes less. Then the water mains cannot supply the required quantity of vater. It is connected with the entire question of water supply of the Corporation of Calcutta. It is not possible to change at once the small diameter mains into the bigger mains. For that purpose we have been having these tubewells so that the supply may be augmented. Everything that is possible is being done.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : You have said unfiltered water mains pass at some places being of small diameter. Is there any scheme for changing them into a requisite size diameter ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : So far as the water supply of the entire city of Calcutta is concerned, it is under consideration and some steps are being taken. I cannot say exactly in which area there is any scheme for changing the small diameter into big diameter.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Your answer (e) shows that from 1954 to 1958 there has been a steady decrease in the income from licence fees. What is the reason for that ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : In some areas income is more because more arrears have been collected. The total amount every year of demand is not less.

Mr. Speaker : Questions 43 to 51 are held over till Monday.

Number of students in Labpore Multipurpose School, Birbhum district.

***52.** (Admitted question No. *1524.) **Dr. RADHANATH CHATTORAJ :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলায় লাভপুর বহুমুখী বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

(খ) উহাদের মধ্যে তপশিলী ও আদিবাসীর সংখ্যা কত ;

(গ) ইহাদের থাকিবার জন্য ছাত্রাবাস আছে কিনা ; এবং

(ঘ) সকল বর্ণের ছাত্রগণ কি একই ছাত্রাবাসে থাকিতে পারে ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) :

(ক)—

ছাত্র	...	৩৮১
ছাত্রী	...	...
মোট	...	৩৮১

(খ)—

তফশিলী	...	২৩
আদিবাসী	...	...

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) সকল বর্ণের হিন্দু ছাত্রগণ একই ছাত্রাবাসে থাকিতে পারে।

Shri Radhanath Chattoraj : এইসব multi-purpose Schoolএ ছাত্রী ভর্তি করারও কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : That Question does not arise out of this.

Shri Mihir Lal Chatterji : ছাত্রী না থাকার কারণ কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Because it is not Co-educational institution.

Shri Mihir Lal Chatterji: যে সমস্ত multi-purpose school গঠিত হয়েছে সেই সমস্ত স্কুলে ছেলে এবং মেয়ে যাতে একসাথে পড়তে পারে এমন কোন নিয়ম সরকারের আছে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Co-educationএর জন্য স্কুল বিশেষের দরখাস্ত করতে হয়—Co-education institutionএর জন্য permission দেন Secondary Board.

Shri Mihir Lal Chatterji: Co-educationএর জন্য permission না দিলে multi-purpose schoolএ ছাত্রীরা Class VIII পর্য্যন্ত পড়তে পারবে কি না—

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Permission না দিলে পারবে না।

Shri Mihir Lal Chatterji: সরকার একথা চিন্তা করছেন কি না যে, গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য প্রত্যেকটা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত Schoolএ ছেলে এবং মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেককে Class VIII পর্য্যন্ত পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিৎ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: সাধারণভাবে এখন কিছুই বলা যায় না। যেখানে বালিকা বিদ্যালয় আছে সেখানকার তো কথাই উঠতে পারে না, যেখানে নাই সেখানে অভিভাবকেরা এবং Boys' School আবেদন করতে পারেন।

Shri Mihir Lal Chatterji: যদি অভিভাবকেরা দরখাস্ত নাই করেন তাহলেও কি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছেলে এবং মেয়ে নির্বিশেষে পড়তে পারবে কি না Class VIII পর্য্যন্ত?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That is a matter of opinion.

Shri Mihir Lal Chatterji: যদি অভিভাবকেরা দরখাস্ত না করেন তাহলেও ছেলে এবং মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেক multi-purpose schoolএ Class VIII পর্য্যন্ত পড়ার সুযোগ দেওয়ার কোন নীতি সরকারের আছে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: এটা কোন সরকারী নীতি হতে পারে না—কারণ, অভিভাবকেরা চান কি না এবং কোন বিশেষ স্কুলে তার সুবিধা আছে কি না সরকার জানেন না।

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Mihirlal Chatterjee: মন্ত্রীমহাশয় এ খবর রাখেন কি যে মফঃস্বল অঞ্চলে ছেলেমেয়েদের একত্রে পড়াতে গেলে যে সমস্ত কণ্ডিসনস্ করেছেন সেগুলো ফুলফিল করা যায় না?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Shri Mihirlal Chatterjee: একথা কি ঠিক যে মফঃস্বল অঞ্চলে মহিলা শিক্ষয়িত্রী না থাকার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক যায়গায় মেয়েদের পড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং যার ফলে পশ্চিম বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: মোটেই নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে পশ্চিম বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ছাত্রীদের Class VIII পর্য্যন্ত ফ্রি করা হয়েছে গভর্ণমেণ্টের এই নূতন নীতি অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হবেই, কাজেই যা' বললেন তা' সত্য নয়।

Shri Mihirlal Chatterjee : একথা অবশ্য ঠিক যে Class VIII পর্য্যন্ত ফ্রি করা হয়েছে। কিন্তু সেই ফ্রি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না কারণ মফঃস্বল অঞ্চলে মহিলা শিক্ষয়িত্রী না থাকার জন্য অনেক জায়গাই মেয়েরা Class VIII পর্য্যন্ত পড়তে পারছে না। এ খবর আপনার জানা আছে কি ?

Mr. Speaker : You put your supplementary Question.

Shri Mihirlal Chatterjee : তাই তো করলাম। আমি জানতে চাই যে সরকার যদিও Class VIII পর্য্যন্ত মেয়েদের ফ্রি পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু মফঃস্বলের স্কুলে মহিলা শিক্ষয়িত্রী না থাকার জন্য মেয়েরা সেখানে Class VIII পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না। এ সংবাদ আপনার জানা আছে কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, this question relates to the number of Students in Labpore Multipurpose School. How can this general question arise out of it ?

Shri Mihirlal Chatterjee : গভর্ণমেণ্ট লাভপুরে একটা মাল্টিপারপাস স্কুল করেছেন এবং তার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা Class VIII পর্য্যন্ত পড়বার কোন সুযোগ পাচ্ছে না, অথচ যেটা নিতে তাঁরা ব্যস্ত। এ সংবাদ আপনার জানা আছে কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, am I to understand that the general question arises out of this ?

Mr. Speaker : No ; that question does not arise.

Shri Ajit Kumar Ganguli : আমার প্রশ্ন হোল যে সেখানে মহিলা শিক্ষয়িত্রী না থাকার জন্য যে অসুবিধা হচ্ছে তা' দূর করবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : সেই অসুবিধা লাভপুরে আছে কি না সে সম্বন্ধে সরকারের কিছু জানা নেই এবং এ ব্যাপারে কোন আবেদনও আসেনি।

Shri Radhanath Chattoraj : এই স্কুলের যে ম্যানেজমেণ্ট আছে তাঁরা পড়াবার ব্যবস্থা করতে চায় কি না ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : এটা প্রাইভেট স্কুল, কাজেই সেখানকার ম্যানেজমেণ্ট এ ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছে কি না আমার জানা নেই।

Proposed Burdwan University

***53.** (Admitted question No. *2293.) **Shri DASARATHI TAH :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) প্রস্তাবিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ;

(খ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন্ কোন্ ইমারত গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে ;

(গ) এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ; এবং

(ঘ) কোন্ বৎসর হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হইবে ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) :

(ক) বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কলেজীয় ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রসারকল্পে রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন জমি দান করিয়াছেন ও সরকার উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) কেবলমাত্র বর্ধমান রাজপ্রাসাদ গ্রহণ করা হইয়াছে।

(গ) এ পর্যন্ত কোন টাকা মঞ্জুর করা হয় নাই।

(ঘ) এখনও সঠিক বলা যায় না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: So far as this question is concerned, it was replied to in October, 1959. Therefore, I am going to give an up-to-date answer to this question—

(ক) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল রাজ্যবিধান সভায় এবং পরিষদে গৃহীত হয়ে বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সম্মতির অপেক্ষায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ওখানে আরও জমি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

(খ) রাজপ্রাসাদ ছাড়া আরও দুটি ইমারত নেওয়া হয়েছে এবং গোলাপ বাগের ৪টি ইমারত যদিও বর্ত্তমানে সরকারের অন্য বিভাগের দখলে আছে, তাহলেও এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে লাগবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এখনও কোন টাকা সঞ্চয় হয়নি, তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তুতির জন্য বর্ত্তমান বৎসরে ৭৮ হাজার টাকা ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে এবং ১৯৬০-৬১ সালের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। বাজেটে মনে হয়, এটা দেখেছেন।

(ঘ) সম্ভবপর হইলে ১৯৬০ সালের জুলাই মাস বা তৎপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হবে। আইন বিধিবদ্ধ না হবার জন্য সঠিক খবর বলা যায় না।

Principles guiding the selection of schools to be upgraded to academic type and multipurpose schools

***54.** (Admitted question No. *2133.) **Dr. JNANENDRA NATH MAJUMDAR:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state what are the conditions laid down by the Education Department to permit secondary schools to be upgraded to—

(*a*) Eleven-class schools; and

(*b*) Multipurpose schools?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI): The attention of the Member is drawn to the replies given to clause (*c*) of unstarred question No. 8 by Shri Gobardhan Pakray, M.L.A., on the floor of the House on the 15th December, 1958.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Will the Hon'ble Minister please read out the answar.

Mr. Speaker: It has already been circulated.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I do not see any reason why instead of reading the answer he will simply refer to a previous history that it has already been replied on such and such date. It is not possible for us to carry all the questions of the previous session.

Mr. Speaker: If it is not possible for you to bring those questions how will it be possible for the Minister to do that?

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: He has referred to that particular question and so he can very well read that. If he does not do that it will be making a laughing stock of the whole question and answer. When the question was put you could have disallowed the question but since you have allowed it, the Hon'ble Minister should read the answer.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Minister cannot answer the same question over and over again.

Unstarred Questions

(Answers to which were laid on the table)

Sales tax on mill-made cloths and ready-made garments

21. (Admitted question No. 2262.) **Dr. PABITRA MOHAN ROY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পূর্বে প্রাদেশিক সরকার মিলজাত বস্ত্রের উপর বিক্রয়কর আদায় করিতেন, এখন তাহার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত আবগারী কর আদায় করিতেছেন ;

(খ) সত্য হইলে, এইজন্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কত টাকা দিতেছেন ;

(গ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত কারণেই শাড়ী, ধুতি বা থান কাপড় ইত্যাদি স্থানীয় বিক্রয়কর-মুক্ত ;

(ঘ) সত্য হইলে, স্থানীয় বিক্রয়কর-মুক্ত থান কাপড় হইতে প্রস্তুত, ও স্থানীয় বিক্রয়কর-যুক্ত মজুরী দ্বারা প্রস্তুত অর্ডারী অথবা তৈয়ারী পোশাক বর্তমানে স্থানীয় বিক্রয়কর-মুক্ত হইয়াছে কিনা ; এবং

(ঙ) বিক্রয়কর-মুক্ত না হইয়া থাকিলে, এই বিষয়ে কি সরকার বিবেচনা করিতেছেন ?

The Chief Minister and Minister for Finance (The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY) :

(ক) এবং (গ) হাঁ।

(খ) ২০৪ লক্ষ টাকা।

(ঘ) না।

(ঙ) এই বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে, তৈয়ারী পোশাক ইত্যাদি স্থানীয় কর হইতে মুক্ত করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

Shri Pabitra Mohan Roy :— (খ) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন 'না'। আমার প্রশ্ন হল যে স্থানীয় বিক্রয়কর মুক্ত এবং স্থানীয় বিক্রয় কর যুক্ত এই দুটো প্রশ্ন আমি একত্র করেছিলাম এবং এই দুটোর উত্তরে আপনি বলেছেন 'না'—এর মানে কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :— এর মানে হচ্ছে যে সেণ্ট্রাল এক্সসাইজ ডিউটি যখন হল য়্যাডিশ্যানাল ডিউটি তখন আমরা আর এখান থেকে কোন সেলসট্যাক্স নিইনা। অর্থাৎ সেণ্ট াল সেলস্ ট্যাক্সের মধ্যে রইল বলে আমরা তার উপর কোন সেলস-ট্যাক্স করিনি। কিন্তু ওখানে duty for garments গর্ভমেণ্টকে দিতে হবে।

Shri Pabitra Mohan Roy :— বিক্রয়কর মুক্ত এবং বিক্রয়কর যুক্ত এই দুটোর উপরেই কি কর নিচ্ছেন না নিচ্ছেন না ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :— দুটোতেই দিতে হবে—যেমন চায়ের উপর এক্সসাইজ ডিউটি দিতে হয় ; এনট্রি ফি দিতে হয়। আবার অনেক জায়গায় আছে যে কাষ্টাম ডিউটি দিতে হবে এবং সেলস ট্যাক্সও দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নিয়ম হচ্ছে যে একটা জিনিষের উপর ২বার সেলস ট্যাক্স বসবে না, কিন্তু একটা জিনিষের উপর বিভিন্ন রকমের ট্যাক্স বসতে পারে।

Shri Pabitra Mohan Roy :— (ঙ) এ প্রশ্ন ছিল যে "বিক্রয়কর মুক্ত না থাকিলে এই বিষয়ে কি সরকার বিবেচনা করিতেছেন" এই তার উত্তর আপনি দিয়েছেন যে "চিন্তা

করিয়া দেখিয়াছেন" এই "কোন সঙ্গত কারণ নাই।". বিক্রয়কর যুক্ত সম্বন্ধে বুঝতে পারলাম, কিন্তু বিক্রয়কর যুক্ত যেটা সেটা কি ডবল হচ্ছেনা এই হলে এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করছেন জানান ?

[3-30—3-40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :— আমরা বিবেচনা করে দেখেছি যে ছোট ছোট যারা পাইকারী দোকান করে তাদের পক্ষে এখনকার নিয়মে এটা সুবিধা কিন্তু যারা বড় ব্যবসা করে তাদের একটু বেশী দিতে হয়। এ কথা এ্যাসেম্বলীতে ২।৩ বার বলা হয়েছে।

Mr. Speaker : Unstarred Questions 22, 23 and 24 are held over on the same ground as I have mentioned before.

Primary Schools in Banagram Subdivision

25. (Admitted question No. 1455.) **Shri AJIT KUMAR GANGULI :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বনগ্রাম মহকুমায় কতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ;

(খ) এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বোর্ডের অধীন, স্পেশাল ক্যাডার এবং রিফিউজী প্রাইমারীর সংখ্যা যথাক্রমে কত ;

(গ) উক্ত সংখ্যার সমস্তই কি সরকারের অনুমোদন পাইয়াছে ;

(ঘ) সবগুলি অনুমোদিত না হইলে, কতগুলি এখনও অনুমোদনলাভে সক্ষম হয় নাই ; এবং

(ঙ) অনমুমোদিত বিদ্যালয়গুলি আগামী বৎসরে অনুমোদন লাভ করিবে কি ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) :

(ক) ২৪৮টি।

(খ) বোর্ডের অধীন মোট ২৩৯, তন্মধ্যে স্পেশাল ক্যাডার ৯৫ এবং রিফিউজী প্রাইমারী ৬৭।

(গ) হাঁ।

(ঘ) এবং (ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : আপনি (গ) উত্তরে হাঁ বলেছেন। উক্ত সংখ্যার সমস্তই কি সরকারের অনুমোদন পাইয়াছে ? এখন নিয়ম আছে যে বিদ্যালয়গুলি ১ মাইলের মধ্যে হলে অনুমোদন পায়না। মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে অনেকগুলি স্কুল দূরে আছে অথচ তাদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : না এ বিষয়ে আমার জানা নাই।

Special stipends to Muslim students for tuition in Birbhum district

26. (Admitted question No. 2039.) **Dr. RADHANATH CHATTORAJ :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রমধ্যে কতজন মুসলমান ছাত্র (১৯৫৭-৫৮) সালে special stipend for tuition-এর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল এবং কতজনকে ঐ stipend দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(খ) বীরভূম জেলায় ঐ stipend বাবত ১৯৫৭-৫৮ সালে কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) :

(ক) দরখাস্ত করিয়াছিল ১৫০ জন ; stipend দেওয়া হইয়াছে ৪১ জনকে।

(খ) ২,৩৪০ টাকা।

Dr. Radhanath Chatteraj : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় উত্তরে বলেছেন যে ১৫০ জন মুসলমান ছাত্র দরখাস্ত করেছিল এবং ৪৯ জনকে দেওয়া হয়েছে। এদের বৃত্তি দেওয়ার মান কি? কি ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী দেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Poverty-cum-merit অর্থাৎ ছাত্র যদি ভাল এবং গরীব হয় তবেই তাকে বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু গরীব হলে বা শুধু ভাল হলে হবেনা।

Communal disturbance in Midnapore

Shri Saroj Roy : স্পীকার মহাশয়, পুলিশ মন্ত্রীর নজরে একটা জরুরী কমিউন্যাল ঘটনা আনতে চাই। দিন কয়েক আগে মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরে একটা Communal Muslim Organisation ওখানকার অন্যান্য মুসলমান যারা নন কমিউন্যাল সেরকম লোকের ১২ টা ঘর লুটপাট করে নিয়েছে, একটা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে সেখানে ভয়ংকর ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। শুনেছি সেখানকার দারোগা যিনি ইন্‌ভেষ্টিগেট করেছিলেন তাঁকে তারা ইন্‌ফ্লুয়েন্স করার বিশেষ চেষ্টা করেছে এবং তাঁকে সেখান থেকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। এটার সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আমি কিছু জানি না।

Relief of the fire victims of Alipore

Shri Somnath Lahiri : স্পীকার মহাশয়, গত রবিবার আলিপুর রোড চেতলা অঞ্চলে যে অগ্নি কাণ্ড হয়ে গেছে এবং তার যে ফল হয়েছে সে সম্বন্ধে রিলিফ মন্ত্রী যখন উপস্থিত নেই তখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকার পক্ষ খবরের কাগজে সম্ভবতঃ দেখেছেন যে সেখানে আগুন লেগে দুটো বাচ্চা দগ্ধ হয়েছে, আর একটা বাচ্চা খুব সঙ্গীন অবস্থায় আছে। একটা বস্তির একটা অংশ সম্পূর্ণ জলে গেছে, প্রায় ২৭টা ঘরের কোন চিহ্ন নেই। ঐ বস্তির প্রায় ৮৭ জন লোকের আর কিছু সম্বল নেই। আমরা একথা রিলিফ মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, কালকে তিনি একবার গিয়েছিলেন। কিন্তু যে বিষয়ে আমি রিলিফ মন্ত্রীর এবং প্রধান মন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে ৮৭ জন লোক গৃহহারা হলো এদের এখন আমরা একটা কর্পোরেশান স্কুলে রেখেছি, কিন্তু কর্পোরেশান স্কুল ২।৩ দিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, এরপর তারা আর রাখবে না; কাজেই তাদের ঘরগুলি যাতে তাড়াতাড়ি পুনর্নির্মিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।

রিলিফ মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু এসেছেন, তাঁর কাছে নিবেদন করছি। তিনি দেখে এসেছেন এবং বলেছেন যে তাদের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে ২।৩ দিনের মধ্যে কর্পোরেশান স্কুল ছেড়ে দিতে হবে, এরপর তারা গৃহহীন হয়ে যাবে। অতএব তাড়াতাড়ি এদের গৃহগুলির একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে জলের অভাব। ঘরগুলো পুড়তনা যদি জলের ব্যবস্থা থাকত। দূরে Street hydrant থেকে জল আনতে গেছে সেইসময় সেই বস্তি পুড়ে গেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন যে জলকলের diameter এর প্রশ্ন। কিন্তু diameter এর প্রশ্ন নয়, ৮৭ জন মানুষের জীবন মরনের প্রশ্ন, ২ টো বাচ্চা মরে গেল তাদের মৃত্যুর প্রশ্ন। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে সেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন কিনা? যদি করেন তাহলে ভবিষ্যতে এইরকম বিপদ থেকে লোকে রক্ষা পেতে পারে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২ ঘণ্টার মধ্যে সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। তাদের কাপড় দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে, রেড ক্রস তাদের দুধ দিয়েছে, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি এবং কংগ্রেস কমিটি তাদের সাহায্য করেছে। আমি নিজে দেখে এসেছি যে তারা

গৃহহীন হয়ে গেছে। কিন্তু টেনান্সির ব্যাপারে কতকগুলি অসুবিধা আছে। বাড়ীগুলি আমি দেখেছি, সত্বর গৃহ নির্মানের ব্যবস্থা করা হবে।

Shri Sunil Das: আপনি ২ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে যাননি। যেখানে আগুন লাগে সেখানে সেদিন আমরা রাত্রি ১২।-১টা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম। আপনি হয়ত পরে গেছেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: আমি যখন খবর পেয়েছি তার ২ ঘণ্টা পরে গিয়েছি।

Programme of Business

Shri Jyoti Basu: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে ভাবে প্রোগ্রাম হচ্ছে তাতে বাকী দিনগুলি কি দাঁড়ালো সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারলামনা। গত পরশুদিন আমি এই প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের দুদিন নন-অফিসিয়াল ডেজ আছে—একদিন বোধহয় ঐ বিলটিল হবে দুঘণ্টা এবং তারপর অন্য প্রস্তাব হবে। তারপর একদিন খাদ্যের উপর আলোচনা আছে, একদিন রেফিউজীর উপর আলোচনা আছে, ইত্যাদি। এখানে বারে বারে একটা কথা আমি শুনছি বলে এ প্রশ্নটা বিশেষভাবে তুলাম যে বাস্তুহারা সম্বন্ধে আলোচনাটা নাকি সরকার পক্ষের করার ইচ্ছা নেই। এ প্রশ্নটা আমাদের কাছে এসেছিল—শ্রীগণেশ ঘোষ এনেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটা পরের সেসানে হলে পর ভাল হয় কারণ ওঁরা দণ্ডকারণ্য দেখতে যাচ্ছেন। আমরা এটাতে রাজী হইনি এবং আমরা বারবার বলেছিলাম যে এই দিনটা আমরা চাই। সরকারের চীফ হুইপকে ও জানিয়েছিলাম। এটা শুধু দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার নয়, এটা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুহারা সমস্যার ব্যাপার কাজেই সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই, দণ্ডকারণ্য তার সংগে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট আছে। যাহোক এখানে আমরা দেখছি যে প্রস্তাবগুলি দেখা হয়েছে তার মধ্যে দণ্ডকারণ্য বা বাস্তুহারা সম্বন্ধে প্রস্তাবটা তিন নম্বর প্রস্তাব। অবশ্য ইচ্ছা করলে ওঁরা এটাকে উপরে আনতে পারেন, কিন্তু আনবেন কিনা তা জানিনা। তা যদি না আনেন তাহলে আমরা দেখছি যে বাস্তুহারা প্রস্তাবটা আসেই না কারণ ১নং, ২নং প্রস্তাব হবার পর ৩নং প্রস্তাবে আর আমরা আসতে পারবোনা। কাজেই যদি সেটা আনা হয় তাহলে বাস্তুহারাদের জন্য একটা যে আলাদা দিন আছে সেটা আমরা হয়ত য়্যাডজাষ্ট করতে পারি কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে আমরা চানস নিতে পারি না। কাজেই আমাদের জানা দরকার যে বাস্তুহারাদের ব্যাপারটা আলোচনা হবে কিনা? এই প্রস্তাব যদি আলোচনা না হয় তাহারা সরকারপক্ষ থেকে একটা নোট কিম্বা কিছু দেখা দরকার যার উপর আমরা আলোচনা করতে পারি এবং সেটা আমাদের এখানকার বাস্তুহারা সমস্যা এবং দণ্ডকারণ্য এই দুটো মিলিয়ে। আপনি এটা সরকারের সংগে পরামর্শ করে পরিস্কার বলে দিন, তা না হলে শেষ মুহূর্তে দেখবেন তাড়াহুড়া করে বলা হবে আর সময় নেই। তারপর ধরুণ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টের উপর আলোচনা, পাব্লিক য়্যাকাউন্টস কমিটির ব্যাপার যেটা আমরা বলেছিলাম য়্যাডজাষ্টমেণ্ট করা যায়—একটাকে পুটঅফ্ করতে পারি পরের সেসানের জন্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে কি দাঁড়ালো সরকারপক্ষের চীফ্ হুইপ ও আমাদের কিছু বলছেন না, আমরা একটা কনফিউসনে পড়ে গেছি, কারণ আর একবার এরকম হয়েছিল—শেষ মুহূর্তে ওঁরা হয়ত বলবেন আর টাইম নেই, ১২ তারিখের পর আর য়্যাসেম্বলী করতে পারবোনা। কাজেই আপনি দয়া করে জানিয়ে দেবেন যে কি দাঁড়ালো এবং আগে যে প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছিলাম সেটা থাকছে কিনা।

[3.40—3.50 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, if I may throw some light, the position is this. We are meeting for casting votes in the election of members to the Upper House on the 8th May 1960. That is the date for voting fixed by the Election Commission. Therefore, all members will have to come on the 8th May. On the 9th, 10th, 11th and 12th of May we can have

mall session for discussion on the reports of Public Service Commission, blic Accounts Committee, etc. Besides the two Bills, having disposed of the ings at that time, we are left over with two things. One is debate on Food d the other is the debate on Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I spoke to Shri Jyoti Basu about is matter and I thought—I may be mistaken—he agreed with me that nce they will be proceeding to Dandakaranya about the latter part of April, ey will be in a better position to discuss this matter when they meet again May because although the refugee question in West Bengal is an important ie, it is very intimately connected with the position of refugee settlement Dandakaranya. Supposing that Dandakaranya is found to be a problem ie solution of which is not found to be very satisfactory, then we will have) give it up and approach the problem in a different way. So, I thought iat the realistic approach would be to take up this question of refugees on ny of those days—9th, 10th, 11th or 12th May.

Sir, I repeat again that I spoke to the Union Refugee Rehabilitation linister that some members of the different parties will go to Dandakaranya n about 28th April for four or five days. They will come back on the 3rd r 4th May so that they can take part in the voting on the 8th May and then ike up those things in the Assembly. The debate on Food has been fixed for ie 12th April. This is the present position and I have asked Mr. Kolay) convey it to the Speaker. Of course, the non-official resolutions will be iken up on the 1st April and 8th is also a non-official day. So, there is nother occasion when we can express our opinion with regard to the refugees ecause I find that there is a non-official resolution of Shri Tarapada houdhuri with regard to refugees. If you choose to discuss that first on the on-official day, then you may take a little time—say one hour and a half or wo hours—and discuss some part of the refugee problem on the 1st April. here is another non-official day on the 8th April. This is the present position.

Shri Jyoti Basu : এইটাই আমাদের confusion হচ্ছে। আমি এই কথা বলেছিলাম যে ী খান্নাকে একবার আমরা চাই, তাঁকে আমাদের সামনে একবার এনে হাজির করা হোক, ামরা এ্যাসেম্বলীর মেম্বররা এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, সকলে মিলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। খন ডাঃ রায় বলেছিলেন এটা করা এখন ঠিক হবেনা, কারণ এখন আমরা দণ্ডকারণ্য দেখতে াচ্ছি। সেখানে দেখে ফিরে এসে তারপর আলোচনা করা যেতে পারে। ওঁর সঙ্গে এইটাই ঠিক হয়। কিন্তু—আলোচনা একেবারে হবেনা, এ রকম কোন কথা হয়নি। ডাঃ রায় শেষে .djustment সম্পর্কে যা বললেন, অর্থাৎ শ্রীতারাপদ বাবুর যে প্রস্তাব দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে, সেটা ালোচনা হবে। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য এ্যামেণ্ডমেণ্টও আছে, যেমন বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে, সগুলি এখানে আলোচনা হতে পারে। এখন তা যদি হয়, তাহলে সময়টা আগে থেকে ঠিক রে রাখা উচিত, তা নাহলে এই সময় নিয়ে শেষে একটা গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে। তরাং আমি এইটুকু কি মনে করতে পারি যে এটা 'out of turn' হবে ?

Shri Jagannath Koley : হ্যাঁ, এটা 'out of turn' হবে।

Mr. Speaker : May I request Mr. Basu to speak about this matter with he Chief Whip and the Leader of the House outside this House. I think here will be no difficulty about this.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এই নিয়ে discussion হয়েছে, এটা 'out of turn' হবে।

[illegible] Bill.

The Oriental Gas Company Bill, 1969

Shri Niranjan Sengupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয় Oriental Gas Company acquire করার জন্য যে বিল এনেছে সেই সম্পর্কে দু একটি কথা আপনার মাধ্যমে এই Houseএ আমি রাখাতে চাই। এই বিল আনার একটা ইতিহাস আছে, সেটা এখানকার সবাই জানেন। গতবারের সেসনেও যখন এই বিল এসেছিল তখন আমাদের তরফ থেকে, বিরোধীদের তরফ থেকে এমন কি কংগ্রেস সদস্যদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে দারুন প্রতিবাদ উঠেছিল, কারণ এই বিল জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। এই বিল এমনভাবে তৈরী হয়েছে যাতে একটা কোম্পানীকে কতকগুলি টাকা পাইয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা হচ্ছিল ; সুতরাং ডাঃ রায় সেদিন এই বিল withdraw করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বলেছিলেন আমি withdraw করছি এবং দেখি কি করা যায়। কিন্তু এবার তিনি বিল অন্য formএ এনেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে তিনি যে formএ বিলটি এনেছেন সে form অত্যন্ত ক্ষতিকর। অর্থাৎ তিনি সেই বিলটা পাল্টে যে ভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন, তা আগেকার বিলের চেয়েও ক্ষতিকর, আমি কারণগুলি একে একে বলছি।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার এই বিলটা এখানে যেভাবে এনেছেন তাতে এটা স্পষ্ট মনে হয় যে ধনিকগোষ্ঠীর একটা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্যই এই বিল এনেছেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য আমাদের বাংলাদেশের জনসাধারণ যাতে গ্যাসের ব্যাপারে সুবিধা পায়, কলকারখানা সুবিধা পায় তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিলটা এনে একটা ধনিক-গোষ্ঠীকে সাহায্য করা। ডাঃ রায়ের একটা জিনিষ বুঝা দরকার আমরা এটা বুঝেছি যে তাঁর যে অভিসন্ধিগুলি তা তিনি ছাড়েননি। তাঁর যে অভিসন্ধি জালান কোম্পানীকে টাকা পাইয়ে দেওয়া যে অভিসন্ধি এ বিলেও আছে। এবং সে অভিসন্ধি তিনি ছাড়তে পারেননি। এটা যে জনস্বার্থের পরিপন্থী—এটা তাঁর বুঝা দরকার। এই Houseএ বার বার ঘোষিত হয়েছে সবাই বলেছেন এবং আবার এই বিল সম্পর্কে বলছি যে আগেকার বিলে তিনি Company কে acquire করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এ বিলে তিনি ৫ বছরের জন্য কোম্পানীকে take over করতে যাচ্ছেন এবং take over করতে যেয়ে এমন সমস্ত ধারা দিয়াছেন যে তাতে পরে এই এসেম্বলীকে না জানিয়েও কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারবেন এবং আরও বেশীকরে compensation দেবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কারণ বিলের ধারাগুলি দেখলে স্পষ্টই এটা দেখা যাবে যে কয়েক বছরের জন্য তিনি take over করবেন তার জন্য একটা Compensationএর ব্যাবস্থা করেছেন এবং সেই compensationএর হার অবশ্য তিনি দু রকম দিচ্ছেন—এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে compensation দেওয়ার কোন দরকারই নাই, যে কথা অনেক বক্তা বলেগিয়েছেন। বর্ত্তমানে যে সংবিধান আছে তাতে take over ব্যাপারে এরকম compensation দেবার কি রীতি আছে? একটা কথা বলবো, Oriental Gas Company ইতিমধ্যে বহুটাকা লাভ করেছে এবং আমি দেখলাম ৮ বছরে dividend দিয়েছে ৪৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই Company কে আবার Compensation পাইয়ে দেবার ব্যাবস্থা করার ভিতর কি উদ্দেশ্য আছে? এটা আজকে বুঝা দরকার। ডাঃ রায় যে একজন ধনিক তোষণকারী মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রত্যেকটি কাজে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমি বলবো যে তিনি এই বিল আনছেন জালান গোষ্ঠীকে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা-করার জন্য এবং এটা বলাও কিছু অসংগত হবে না।

[3-50—4 p.m.]

এবং তিনি এই বিলের যে ধারাগুলি রেখেছেন, সেই ধারাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা বলা যুক্তিযুক্ত বলেই আমি মনে করি।

তারপর কয়েকটী বৎসর রেখে—দু-তিন বৎসর রেখেই—তিনি একটা resolution মারফৎ যদি বলেন এই whole কোম্পানীটা আমি রাষ্ট্রায়ত্ত করলাম, তখন এই Assemblyর কাছে আর তিনি আসবেন না এবং তার scopeও নেই। আগে যে acquisition ব্যবস্থা ছিল, যার জন্য তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল, সেই তীব্র প্রতিবাদ এড়াবার জন্য এবং এটা আবার Assemblyতে আসবে তা বাদ দেবার জন্যই এখানে বিলে একটা এই ধরণের Provisionএর ব্যবস্থা রেখেছেন। এই বিল আগের চেয়ে আরো খারাপ ফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। জনসাধারণকে ধোকা দেবার জন্য আমাদের হাত থেকে আলোচনার অধিকার নিয়ে যাবার জন্য এই বিল এখানে রেখেছেন, এবং তাতে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, আমার মনে হয়, তা ঠিক নয়।

তারপরে Compensation কিভাবে দেওয়া হবে? তার যে ধারা রেখেছেন সেই ধারার সম্পর্কে আমাদের অনেক মাননীয় বন্ধু বলেছেন। আমি তাদের সাথে একমত হয়ে একথা বলবো যে, যে ট্রাইবুনাল মারফৎ Compensation দেবেন, সেই ট্রাইবুনাল গঠন করবার অধিকারী কে? ডাঃ রায়। ট্রাইবুনালে কাঁদের নিবেন? আমাদের জানা আছে ডাঃ রায়ের কয়েকজন প্রিয়পাত্র আছেন, তাদের নিয়ে ট্রাইবুনালটী গঠিত হবে। এই ট্রাইবুনাল Compensation কিভাবে দেবেন? তাঁরা Verdict দেবেন। অন্য কোন পন্থা রেখেছেন? সমস্ত ব্যাপার দেখে এই কথাই মনে হবে এই বিলটী ডাঃ রায় অন্য উদ্দেশ্যে আনছেন। দেড় বৎসর পরে আমরা জানি দুর্গাপুর থেকে এখানে গ্যাস আসবে। সেই গ্যাস বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করবার জন্য আজকে তিনি যে ব্যবস্থা করছেন, সেই ব্যবস্থা, আমার মনে হয়, বাংলাদেশের করভার প্রপীড়িত লোকের উপর আরো চাপা পড়বে। তারা আরো টাকা দিয়ে আরো নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করে একটা কোম্পানীকে লাভবান করবেন। সুতরাং ডাঃ রায় এটা পাস করতে বলছেন। তিনি যাতে আরো বিবেচনা করেন যে এই বিলটী জনসাধারণের কোন সুবিধায় আসবে না। এই বিলটী কোম্পানীকে লাভবান করবার জন্য আনছেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সে কথা আমরা বিলের ধারা থেকে বুঝেছি।

আর একটা কথা—যেটা এখন উল্লেখ করলাম—১৯৬১ সালের মে মাসে যদি দুর্গাপুর থেকে আমাদের এখানে গ্যাস আসে, তখন সেই গ্যাস আসার ব্যবস্থা—বা distribution এর ব্যবস্থা—, তিনি শুধু একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন। সেই distribution এর ব্যবস্থা করতে গিয়ে—সমস্ত কোম্পানী নিয়ে নেবার যে ব্যবস্থা করছেন, সেটা অন্যায় ও অসঙ্গত। Distribution এর জন্য হয়ত কিছু ব্যবস্থা দরকার হতে পারে। কিন্তু আজকে বারঝরে ভাঙ্গা চোরা ঐ রকম একটা কোম্পানী—যার মেশিনারী সম্পর্কে Expert Committee Report যেটা আমরা পেয়েছি, তাতে এমন সমস্ত জিনিষের উল্লেখ আছে—অমুক জিনিষ বেশীদিন চলবে না। অমুক জিনিষের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, চালাতে গেলে এতটাকা খরচ করতে হবে—ইত্যাদি—এই সমস্ত জিনিষ দেখে এটা আমার মনে হয়, কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। সেই জরাগ্রস্ত কোম্পানী—তিনি আমাদের টাকা দিয়ে হাতে নিতে চাচ্ছেন, তার পেছনে কি কারণ আছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আজ বিভিন্ন দিক থেকে যে প্রতিবাদ উঠেছে তাঁর সে প্রতিবাদের জবাব দেওয়া দরকার—কেন তিনি এই ব্যবস্থা করছেন। এক দেড় বৎসর অপেক্ষা করে তিনি ঐ জিনিষ করতে পারবেন। জালানদের এই কোম্পানীকে নিয়ে—যার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল, তার উপর আবার টাকা খরচ যাতে বাংলাদেশের করভার প্রপীড়িত লোক আরো ঋণের মধ্যে পড়বে এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তা আমরা চাই না।

তারপর ডাঃ রায়, তাঁর opening speechএ বলেছেন, ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে বিরোধী পক্ষ খুব আপত্তি করছে। অর্থাৎ তার কথায় আমরা স্পর্শ কাতর। ঠিকইত আমরা স্পর্শ কাতর কারণ আমাদের টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এবং আমরা এটা মনে করি যে এই

ক্ষতিপূরণ দেওয়া অন্যায়। আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা এই কোম্পানী মুনাফা বাবদ পেয়েছে তার পরেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া আমরা অপরাধ বলে মনে করি। আমরা এই কথা আজকে ঢেকে রাখতে চাই না। আমরা মনে করি এই বিল আনতে গিয়ে ডাঃ রায় যে ব্যবহার করেছেন, যে ভাবে তিনি চালাতে যাচ্ছেন তাতে মনে সন্দেহ হয় যে, তার ব্যক্তিগত কিম্বা কোন এক গোষ্ঠির সুবিধার জন্য এটা তিনি করছেন। এইজন্য এই বিলকে জনমত সংগ্রহে দেবার জন্য আবেদন করে প্রস্তাব করেছি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং আসা করবো এই House যেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

Shri Sisir Kumar Das : Sir, this Bill is a hybrid Bill. It takes advantage of several articles of the Constitution. First of all my objection is that the Bill is completely unconstitutional on two grounds. The first ground is that if you want to requisition a property you can do it, or you can acquire a property, but you cannot do both. At the same time you are requisitioning a property and then acquiring a property. You cannot do both. The Constitution provides this : Look at Article 31, sub-article (2). It runs thus : No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of law. Now there is an amendment and by that amendment which is done in Article 31A, there is no question of requisitioning. There is a provision for the taking over of the management of any property by the State and by a State law which may provide for any compensation or which may not provide for any compensation. That is the arrangement. But what do we find here ? The Bill is for the purpose of taking over the management of a particular company, the Oriental Gas Company for a period of five years. Then, after that you are going to acquire it. I say that it is completely unconstitutional, because you can take over the management of the company quite right, but you cannot take in future the same company by making a provision now. If you like after managing for five years you can bring a Bill before the House saying that the Company is of very great utility to the public and in the interests of the public the property should be acquired. That we can understand. But if your object is to acquire the property, why will you take over the management of the property at all ? Make up your mind, gentleman. Either take over the management of the Oriental Gas Company for five years, manage it in the public interest and if you find after five years that it is no longer necessary to manage it, give it up. But there is no provision in the Bill to give up the management of the Oriental Gas Company after five years. The only provision is that within the course of five years the State may acquire the property after having invested crores of rupees in it. Therefore, you are fettering the discretion of the future Government which you cannot do constitutionally.

[4—4-10 p.m.]

If there is necessity what is the ultimate object ? If for five years Government thinks it necessary in the interest of the country to acquire the property it can pass another Bill but why will it fetter the discretion of the future government by passing a Bill ? Is it not a subtle method on the part of Dr. Roy apprehending that the Congress may lose majority in the next election to make a provision like this so that it might be very difficult for the future government to do anything—to undo the mischief that is being done by this Bill ? I submit, Sir, that if it is brought before a court of law, then its validity will be tested. The constitution never contemplated such a contingency. There are three types of methods—requisition of property, or acquisition of property or confiscation of a property. But here a fourth type is being introduced that you take over the management of the property. If the management is taken over the property is not transferred. What do

we find in section 4 "With effect from the appointed day and for a period of five years thereafter the undertaking of the company shall stand transferred to the State Government." Therefore your main object is to have the industry transferred to the State which you cannot do. Sir, transfer has got certain definite meaning—either it should be complete sell, purchase, mortgage or lease or gift or benama transaction or some other transaction mentioned in the Transfer of Property Act. Here the undertaken of the company shall stand transferred to the State Government for the purpose of management, control. But there lies the difficulty. You cannot do that under 31A of the Constitution. The only thing you can do is to have the management of the company transferred to the State and not the undertaking itself. Look at section 5. "On the transfer of the undertaking of the campany to the State Government for the purpose of management and control every person including the transferee." Now my point is this that under the Constitution if you take over the management of the company the undertaking does not stand transferred to the State. Therefore the very object of the Bill is to vest the property of the company from the very beginning through a camouflage and the camouflage is that after putting one crore of rupees on the property you acquire it. You can acquire a property but you cannot make provision to acquire a property after 30 years. It would be under the Constitution strictly unconstitutional.

Shri Siddhartha Shankar Ray : Sir, today we shall be raising some fundamental questions with regard to this Bill and it is absolutely necessary that the Chief Minister should be here. We may want to ask him some questions during the discussion.

Mr. Speaker : He is listening to everything and he will answer all the points.

Shri Siddhartha Shankar Ray : I can assure you, Sir, that today there will be no rancour or anger. Only we want to discuss certain points.

Mr. Speaker : Surely he will reply to all the points.

Shri Sisir Kumar Das : Mr. Speaker, Sir, you know the very object of the previous Bill was for the purpose of acquiring the property. Dr. Roy says that gas is being manufactured in Durgapur, gas will be wasted if some arrangement is not made with the Oriental Gas Company to have the gas brought from Durgapur to Calcutta, and important bye-products will be wasted. That is the argument of Dr. Roy. If that is the argument, I can very well understand that. But what is the purpose of taking over the management of the company. Acquire it straightaway for whatever it is worth if there is any necessity for acquisition at all. If the Government think that they cannot set up a new undertaking just now for any reason whatsoever, then let them value the property at its present value and pay the compensation and acquire it and the House will say definitely, as the report indicated, that the present break-up value of the company is almost nil. Therefore nil $\times$ 8 times will be zero. Instead of doing that, what you are doing ? You are taking over the management and for what purpose ? For the purpose laid down in section 6—what do you say there ? "The undertaking of the Company shall be run by the State Government and shall be used and utilised by the State Government for purposes of production of gas and supply thereof to industrial undertakings" etc. "The State Government may for effectively carrying out the purposes of this Act add at its own cost to the undertaking of the Company such new works, workshops, plants, machineries, posts," etc., "as it may consider necessary." Repair will come within it. Therefore, if a future Government, say, a Government formed by the Opposition comes to the conclusion that it is not such a worth-while property to be purchased, then it cannot do that because you are investing

money into the fixtures, fittings, pipelines, etc., which are all worn out. Therefore you are fettering the hands of the future government. If you win the next election, Dr. B. C. Roy, if he lives, he will be the Chief Minister and he will bring a Bill. But what if he does not? What is the hurry of bringing a Bill for acquisition along with a Bill for taking over the management must be explained. Otherwise we shall say that there is some ulterior motive behind it and that ulterior motive has been made clear by other members—I do not want to dwell upon that. But if the purpose is honest, namely, that we want to utilise the gas which will be manufactured in the Durgapur Coke Oven Plant, then of course the legislature may sanction the taking over of the undertaking. But the question of acquisition just at present does not arise and cannot arise. The future status of the company, the future condition of the company will determine the question whether that must be acquired or not. If it is found that after five years it is not worth while to acquire that company and to start afresh a new company with new pipes, then why are you fettering the decision of a future government like this and I again submit that it will be unconstitutional to both take over the management and acquire it. You cannot both requisition and acquire it at the same time. Neither can you take over the management of the company with a view to acquiring it in future.

[4-10—4-20 p.m.]

Shri Sunil Das : মিষ্টার স্পীকার স্যার, এই বিলটি আজ ২ দিন যাবৎ আমাদের এখানে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু আমি দেখলাম যে এই বিলের কনটেণ্টে নূতন কিছু নেই এবং আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা শিশির বাবু বলেছেন আগে যে enabling legislation আনতে চেয়েছিল সেই enabling legislation এর ভিতর কনষ্টিটিউসনের ২টি প্রভিসন যোগ করে সেই enabling legislation আনারই চেষ্টা হচ্ছে। প্রথমতঃ বলতে হয় যে আমরা যখন for a limited period এর ম্যানেজমেণ্টের ভার নিচ্ছি তখন এই during the period of management কমপেনসেসন দেবার প্রশ্ন কেন উঠেছে। আমরা দেখছি যে সরকার ৫ বছরের জন্য এটা ম্যানেজ করবেন, কাজেই এই ৫ বছরের ভিতর সরকার কেন কমপেনসেসন দেবেন তার কোন যুক্তি আমি খুজে পাচ্ছি না। তা ছাড়া আমাদের কনষ্টিটিউসনে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং এপর্য্যন্ত কোন ম্যানেজমেণ্ট সরকারের হাতে নেবার জন্য যে সমস্ত আইন হয়েছে তার কোথাও এরকম ব্যবস্থা নেই এবং সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার। শোলাপুর এ্যাক্ট সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়েছে এবং এই শোলাপুর এ্যাক্টকে কেন্দ্র করে আমাদের সংবিধান সংশোধন হয়ে সেখানে Article 31A(B) নূতন করে সংযোজিত হয়েছে। মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে Industries Development and Regulation Act এর দিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং সেই Industries Development and Regulation Act-এ যে সিডিউল রয়েছে তার ৩ নম্বর আইটেমের যোগাযোগে এই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে সেই আইনের আওতায় আনবার চেষ্টা করব। অবশ্য সেই আইনের প্রয়োগ কর্ত্তা যদিও কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু তাহলেও সেই আইনে এমন ধারা রয়েছে যে ধারার বলে তাঁরা রাজ্যসরকারের উপরে Power delegate করতে পারেন। আমার বক্তব্য হোল ঐ Industries Development and Regulation Act-এর বিভিন্ন ধারাগুলি যদি আপনি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে তাঁরা বলেছেন যে for a limited period management and control নিতে পারে কিন্তু তার কোন ধারায় কমপেনসেসন দেবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেননি। স্যার, আমি কয়েকটি ধারার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আমি দেখলাম যে এ ধরনের enabling legislation যে কয়েকটা হয়েছে তার কোথাও কোন কমপেনসেসনের ব্যবস্থা আছে কিনা। আমার কাছে ঐ enabling legislation-এর ২টি দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং একটা বিগতদিনে আলোচনা করেছি এবং আজকেও করছি। কাজেই সেটা নিয়ে আলোচনা না করে আমি Industries Developement and

Regulation Act নিয়ে আলোচনা করতে চাই। Indutries *Development and Regulation* Act এর Section 18 (a) এই ধারা বলে Power of Central Governmet to assume management or control of Industrial undertaking in certain cases, অর্থাৎ Section 18(a) তে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কি কি পদ্ধতির ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে ইণ্ডাষ্ট্রি উপযুক্তভাবে চলছেনা বা যে ইণ্ডাষ্ট্রি সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে পরিচালিত হচ্ছে তা কোন কোন অবস্থায় তাঁরা তার ম্যানেজমেণ্টের ভার গ্রহণ করতে পারবেন। কাজেই Industries Development and Regulation Act এর Section 18(a) এই ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার যদিও নিচ্ছেন কিন্তু তার কোথাও কমপেনসেসনের কথা উল্লেখ নেই এবং যেটা আছে তা' হোল ঐ ম্যানেজিং এজেণ্ট সম্বন্ধে। সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে on the termination অর্থাৎ সেই আইনের প্রয়োগের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সি টারমিনেটেড হবে এবং notwithstanding any Act in force for the time-being ম্যানেজিং এজেণ্টকে কোন কমপেনসেসন দেওয়া হবেনা। কাজেই আজ যখন এক্ষেত্রে কমপেনসেসনের কথা আলোচনা হচ্ছে তখন আমি বলতে চাই যে সরকার যখন একটা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করছেন তখন এই enabling legislation-এর কোথাও এধরণের কমপেনসেসনের কথার স্থান নেই।

আমি এই হাউসের দৃষ্টি আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ আইনের প্রতি আকৃষ্ট করছি। সেই আইনেও কমপেনসেসনে কোন কথার উল্লেখ নেই। সেই আইনে যদিও একটা মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের প্রপারটি সরকার গ্রহণ করছিল ১০ বছরের জন্য কিন্তু তবুও এইরকম জিনিষ সেখানে ছিলনা। সুতরাং প্রথম প্রশ্ন হল যে এই রকম একটা ঘটনা এখানে ঘটবার কেন ব্যবস্থা করলেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না? ম্যানেজমেণ্ট পিরিয়ড-এ একটা কম্পেনসেসান দেওয়া হবে—এটা একটা অভাবনীয় ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান মানেন নি এবং এনেবলিং যে ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন কিছুই গ্রাহ্য না করে কম্পেনসেসনের ব্যবস্থা করলেন। এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে ৫ বছরের জন্য পার্মানেণ্টলি য়্যাকোয়ার না করে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু ধরুন সরকারের যদি মত বদলে যায় বা সরকার যদি বদলে যায় এবং তারা যদি বলেন যে আমরা এই কোম্পানী স্থায়ীভাবে নিবনা তাহলে কি হবে? কারণ এর ভেতরে যে প্রিন্সিপ্যাল involved রয়েছে তাতে খুব অসুবিধা হবে। আর্থাৎ যে ক্যাপিট্যাল এক্সপেণ্ডিচার হল সেটার কি হবে? অর্থাৎ ৫ বছরের ভেতর জেনারেশান এবং ডিষ্ট্রিবিউশান হবে যে ৮০ লক্ষ টাকা ক্যাপিট্যাল এক্সপেণ্ডিচার করলেন সেই ৮০ লক্ষ টাকা কোম্পানী ফিরিয়া দেবে কিনা তার কোন উল্লেখ এই আইনে নেই। সুতরাং এটা একটা মস্তবড় জিজ্ঞাসা বোধক চিহ্ন বিলের মধ্যে যা রয়ে গেছে তার উত্তর হাউসে শুধু দিলে হবেনা সেটা আইনে সংযোজিত করতে হবে। অর্থাৎ যদি পাঁচ বছর পর কোম্পানীটি না নেওয়া হয় তাহলে এই পাঁচ বছরে ব্যয়িত ক্যাপিট্যাল এক্সপেণ্ডিচারের কি হবে সেই সম্পর্কে আইনে উল্লেখ থাকা চাই। তারপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন দুর্গাপুরের নূতন গ্যাস আসলে তা জেনারেশান করতে হবে না। দুর্গাপুরের গ্যাসের ৮ মিলিয়ন কিউবিক ফিট নষ্ট হচ্ছে। কোলকাতায় এখন যে চাহিদা সেই চাহিদার যদি ৫।৬ মিলিয়ন কিউবিক ফিট মেটান যায় তাহলে কোলকাতার বর্ত্তমান চাহিদা মেটান যায়। কিন্তু কোলকাতার পপুলেসানের ২০% লোককে যদি দিতে হয় তাহলে প্রচুর গ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। আমি মানলাম যে ২ বছরের ভেতর দুর্গাপুরের গ্যাস এল এবং সেই গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউটিং সিষ্টেম-এর ভেতর দিয়ে ডিষ্ট্রিবিউটেড হল। কিন্তু জেনারেটারের কি হবে? জেনারেটার মেন তো ফুটো হয়ে গেছে। সুতরাং ২ বছরের জন্য আমরা কেন এই জেনারেটার নেব তার উত্তর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চেই। আমি বলি যে জেনারেটিং সিষ্টেম আমরা নিবনা এবং যদি নিতে হয় তাহলে ডিষ্ট্রিবিউটিং সিষ্টেম নিব। ডিষ্ট্রিবিউটিং সিষ্টেম সম্বন্ধে এই রিপোর্ট রয়েছে যে ৪ ইঞ্চি পুরু পাইপে এমন ভাবে ক্রাষ্ট হয়ে গেছে যে যেখানে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা আছে গ্যাস চলাচলের। সুতরাং ডিষ্ট্রিবিউটিং সিষ্টেমের যে কি অবস্থা সেটাও বুঝতে

পারছেন। ২ বছরের ভেতর দুর্গাপুরের গ্যাস এলে যখন জেনারেটিং বিষ্টেমের প্রয়োজন হবে না তখন আমরা জেনারেটিং সিষ্টেম কি পয়সা খরচ করে নিব? আমি মনে করি এই ক'বছরে এই কোম্পানী যে পরিমান ডিভিডেণ্ড দিয়েছেন সে ডিভিডেণ্ডের পরিমান এবং তার যে মূলধন, অর্থাৎ যে টাকা দিয়ে খরিদ করেছিলেন সেই খরিদের দাম খরচের চেয়ে। এই ভাবে আপনারা যে ডিভিডেণ্ড দিচ্ছেন তার ১০০% উশুল হয়ে গেছে।

[4-20—4-30 p.m.]

আমি সব হিসাব পাইনি, গত ৮।৯ বছরের হিসাব থেকে দেখছি যে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার উপর ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে। ১৯৫৭ সালে জালান গোষ্ঠী এই কোম্পানী কিনে ছিলেন ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে। এই কোম্পানী ৭।৮ বছরের ভেতর অর্থাৎ ১৯৫৬ কি ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ডিভিডেণ্ট দিয়েছে hundred per cent করে। তাদের যা ইণ্টারেষ্ট পাওনা হতে পারত সেগুলি উসুল হয়ে গেছে। সুতরাং এই কোম্পানীকে কেন পয়সা দেওয়া হবে? ইণ্ডাষ্ট্রি আইনে আছে ৬ পার্সেণ্টের বেশী ডিভিডেণ্ট দেওয়া উচিৎ নয় কিন্তু সেই কোম্পানী নির্বিবাদে ১৫।১৬ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়ে গেছে। এক্সপার্ট কমিটি বলে গেছেন যে রিপ্লেসমেণ্ট রিনিউয়্যাল কিছু করা হয়নি। যেটা public utility concern এবং যেখানে তাদের দায়িত্ব আছে প্রায় ৪॥ শো British thermal unit calorific value gas সাপ্লাই করার সেখানে তারা কলকাতার সাধারণ কন্‌জিউমারদের ৩ শো British thermal unit calorific value gas সাপ্লাই করেছে। আমি মনে করি এই কোম্পানীকে প্রসিকিউট করা উচিৎ ছিল। যাদের ৪॥ শো B. T. U. gas সাপ্লাই করার কথা, যারা ভেজাল গ্যাস সাপ্লাই করেছে, গ্যাসের নামে যারা সাধারণ বাতাস সাপ্লাই করেছে, কতকগুলি জঞ্জাল সাপ্লাই করেছে, তাদের কম্‌পেন্‌সেসান দেওয়া দূরের কথা কেন প্রসিকিউট করা হবেনা সে কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই।

সোলাপুর এ্যাক্টের সময় লোকসভায় বিতর্ক বসেছিল, সেখানকার ম্যাল এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসান্ মিসম্যানেজমেণ্টের জন্য প্রসিকিউসান করা হয়েছিল। সেখানকার যেসমস্ত ডিরেক্টার সেয়ার হোল্ডারদের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করেছেন, কন্‌জিউমারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করেছেন তাদের জেলে পোরা হয়েছিল। আমি বলতে চাই যে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী এই ধরণের অনাচার করেছে, যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু গ্যাস দেওয়ার কথা ছিল সেই ক্যালোরিফিক ভ্যালু গ্যাস যারা দিতে পারে নাই তাদের কেন প্রসিকিউট করা হবেনা? তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কিছু রুলস করে রেখেছেন যে তাদের কোন দায়িত্ব নেই—গ্যাসের প্রেসার যদি কমে যায় তাহলে তারা দেবেন না। তবে কি দেবেন? তাহলে কি তারা শুধে ১৫।১৬ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ট দেবেন যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি অনুযায়ী ৬ পার্সেণ্টের বেশী ডিভিডেণ্ড দেওয়া যায়না? এই কোম্পানী চোখের সামনে সেই সমস্ত করে গেছে, ফ্লিস করেছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে period of management তাদের কম্‌পেন্‌সেসান দিতে হবে। ২ নম্বর কথা হল মিঃ স্পীকার সার, যে সময় একয়ার করা হবে তারই বা কি প্রিন্সিপল্ হবে, কোন্ প্রিন্সিপ্‌লে কম্‌পেন্‌সেসান দেওয়া হবে? গতবারে হাউসে যখন বিল এসেছিল তখন আমরা বলেছিলাম যে কম্‌পেন্‌সেসানের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিৎ, শুধু ট্রাইবুন্যালের উপর ফেলে দিলে চলবে না, শুধু একটা ফরমুলা দিলে চলবেনা। সেখানে বিশেষ কোন নীতি নির্ধারিত করা হয়নি। Enabling legislation constitutionএ provision আছে যে কোন নীতির উপর Quantum of compensation দেওয়া হবে সেটা বলে দিতে পারেন কিন্তু বলা হয়নি। কিন্তু আমি বলব মিঃ স্পীকার সার, শুধু physical assets থাকলে পর কম্‌পেনসেসান পাওয়ার অধিকারী কোন কোম্পানী হতে পারে—তার earning powerটা কি, তার physical assetsএর উপার্জন করার ক্ষমতা আছে কিনা এটাই হল criterion। হয়ত মাটির তলায় কয়েক লক্ষ টন লোহা আর ঝরঝরে জেনারেটর এই তার earning capacity। মিঃ স্পীকার সার, আমি বলতে চাই কোন্ ভিত্তিতে কম্‌পেনসেসান

এ্যাসেসমেন্ট হবে? এক্সপার্ট কমিটি বলেছেন কম্পেনসেসানের কোন reliable ভিত্তি নেই। এর assets এর যা valuation সেই valuation ক্রমশ: receding হচ্ছে কোন firm basis নেই। এক্সপার্ট কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি একথা বলেছেন যে কোন্ ভিত্তিতে compensation assessment হবে valuation assessment হবে তার কোন firm basis নেই। এই কোম্পানী physical assets নেই, earning power নেই। সুতরাং একয়ার করার পর এই কোম্পানী কি করে কম্পেনসেসান পেতে পারে তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। একটা token compensation দিয়ে এই কোম্পানীকে লওয়া যেতে পারত। এই বলে আমি এই বিলের প্রতিবাদ করছি এবং এই বিলকে সার্কুলেসানে দেবার জন্য দাবী জানাচ্ছি।

Shri Bijoy Singh Nahar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল গত অধিবেশনে যেভাবে এসেছিল তাতে আমাদের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল যে বিলটা সেভাবে আসা উচিৎ নয়—ভাল করে দেখেশুনে কোম্পানী কি অবস্থায় রয়েছে এবং দানের একটা ব্যবস্থা করে বিলটা আনা হোক। আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তাঁরা দেখেশুনে নূতনভাবে বিলটাকে এনেছেন। প্রথমে সরকার এর ম্যানেজমেন্ট করেন, তারপর এটাকে গ্রহণ করে গ্যাসের ভাল ব্যবস্থা করা হবে—এই ব্যবস্থা বিলের মধ্যে করা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিপোর্ট লিখিয়া মাননীয় সদস্যরা এই বিলে আপত্তি দিচ্ছেন। তাঁদের আপত্তি দুটো ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি—একটা হচ্ছে এই আইন যাতে না হয় এবং আর একটা হচ্ছে বিলের মধ্যে অনেকগুলো জায়গায় গোলমাল আছে, কি ভুল আছে—সেগুলিকে দেখে সংশোধন করে নিয়ে—এই বিলটা গ্রহণ করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা যে আপত্তি বেশিরভাগ পাচ্ছি কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে তার একটা রূঢ় কারণ আছে এবং আমি সেই কারণটা স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে রাখতে চাই। আমি শুনতে পেলাম যে এই কোম্পানীর সংগে কমিউনিষ্ট দলের নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়েছে যে এই বিলটাকে এমনভাবে বাধা দেয়া হোক যাতে এই বিলটা পাস না হয় এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে সেখানে একটা ইউনিয়ন আছে সেটা কমিনিউষ্ট পার্টির ইউনিয়ান এবং সেই ইউনিয়নের যিনি সভাপতি তিনি আমাদের এই হাউসের একজন মাননীয় সদস্য। গত ২ বছরের মধ্যে সেখানে বহু ঘটনা ঘটে গেছে এবং এই কোম্পানীর স্বার্থের জন্য এইদল ও এই দলের ইউনিয়ন কিভাবে কাজ করে আসছেন তার ২।১টা কথা আমি বলতে চাই। আমি প্রথমেই পূজা বোনাসের কথা বলবো—পূজা বোনাস কোম্পানীর যারা কর্মচারী তাঁরা কোম্পানীর কাছ থেকে চেয়েছিলেন। কোম্পানীর সংগে এই ইউনিয়নের এগ্রিমেন্ট হল ১৯৫৭ সাল তখন পূজা বোনাস সম্বন্ধে কোন এগ্রিমেন্ট আর রইল না এবং কাটা গেল ট্রাইবুনালে। তারা যখন জানতে পারলেন যে গভর্ণমেন্ট এই কোম্পানী রাষ্ট্রিয়করণ করে নেবেন তখন যাতে এই কোম্পানীকে টাকা না দিতে হয় সেজন্য যদিও ট্রাইবুনালে এই কেস বারে বারে উঠেছে কোম্পানী এবং ইউনিয়ন দুজনে মিলে কেবল সময় নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করছেন কেননা যদি একমাসের মাইনেও পূজা বোনাস হিসাবে দিতে হয় তাহলে প্রত্যেক বছর তাঁদের ৮০ হাজার টাকা করে যাবে এবং ১৯৫৭, ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ এই তিন বছরের পূজা বোনাস প্রায় ২॥ লক্ষ টাকা গিয়ে দাঁড়ায় এবং যদি সরকার নেবার আগে তাঁদের এটা দিতে হয় তাহলে ২॥ লক্ষ টাকা কোম্পানীর জলে যাবে এবং তা যদি না দিতে হয় তাহলে কোম্পানীর য়্যাসেটে ২॥ লক্ষ বাড়বে এবং এটা ৮গুণ করলে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা কোম্পানী পেয়ে যাবেন এবং তারা সরকারের উপর এই বোনাসের দায়িত্বটা চাপাতে চাচ্ছেন। তারপরে আর একটা জিনিষ আছে সার্টিসফ্যাকসন স্লিপ সহি করার ব্যাপার, এই সার্টিসফ্যাকসন স্লিপের কপি আমার কাছে আছে, এটা একটা অত্যন্ত অদ্ভুৎ জিনিষ। যখন এই বিল হল তখন এই বিলেতে জানানো হল যে এই কোম্পানী ভাল করে গ্যাস দিতে পারছে না—তখন কোম্পানী থেকে সার্টিসফ্যাকসন স্লিপ ছাপিয়ে নিয়ে কনজিউমারদের কাছ থেকে সহি করাবার একটা প্রচেষ্টা চলছিল এবং এই ইউনিয়নের সদস্যরা অগ্রণী হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে এগুলি সহি করাবার চেষ্টা করেছেন এবং এই সার্টিসফ্যাকসন স্লিপে সর্বপ্রথম

করি করেছেন ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ ভট্টাচার্য্য। সেজন্য এই দল চেষ্টা করছেন যাতে এই গ্যাস কোম্পানী সরকার গ্রহণ করতে না পারেন এবং সেই ভাবে তাঁরা এটাতে বাধা দিচ্ছেন এবং পরে যদি কোন নালিশ টালিস করতে হয় কিম্বা কোর্টে যেতে হয়—সরকারের বিরুদ্ধে সেজন্য তাঁরা অনেক রকম ব্যবস্থা করছেন। কেবল তাই নয় এই কোম্পানীকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা আরো অনেকভাবে ব্যবস্থা করছেন—কোম্পানী থেকে তাঁদের বলা হচ্ছে তোমরা যদি আমাদের সাপোর্ট কর তাহলে তোমাদের কর্মীদের ওখানে প্রমোশন দিয়ে দেয়া হবে। স্যার, আপনাকে এটা জানাতে চাই যে ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসের মধ্যে যাঁরা ইউনিয়নের কর্মচারী এবং কমিনিউষ্ট পার্টির কর্মী তাঁদের অনেককে প্রমোশন দেয়া হয়েছে।

[4-30—4-40 p.m.]

স্যার, আপনাকে জানাচ্ছি—ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ মাসের মধ্যে কতকগুলি লোককে কিভাবে promotion দেওয়া হয়েছে,—যারা ইউনিয়নের কর্ম্মচারী কিম্বা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মচারী। তাদের নাম আমি আপনার সামনে রাখছি। তাদের—compensation ও মাইনে হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন এইভাবে কোম্পানীর মালিক পক্ষের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়েছে।

সেখানে Assistant Secretary of the Union B. N. Prosad,—তিনি হঠাৎ General Foreman হয়ে গেলেন Ordinary Foreman এর পোষ্ট থেকে, এবং তাঁর মাইনে ২৫।৩০ টাকা বেড়ে যায়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ এই দুই মাসের মধ্যে তাঁরা এইভাবে একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন যে তোমরা আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দাও, তাহলে ভবিষ্যতে সরকার যখন এই কোম্পানীকে দখল করে নেবেন, তখন আমরা বর্দ্ধিত হারে মাইনে পেতে পারবো। তারপর দেখা যায় সেখানে নূতন একটি লোক, যিনি লেবার অফিসারের আত্মিয়, তাকে ডেকে এনে চাকরী দেওয়া হয়। ইনি তাদের পার্টির লোক এবং একজন ইউনিয়ন ওয়ার্কার। ইনি হচ্ছেন লেবার অফিসারের ভাইপো রবীন মুখার্জী, হঠাৎ তাঁকে নিয়ে এসে চাকরীর বন্দোবস্ত করা হল। প্রথমে তিনি apperentice হিসাবে ঢুকে, একেবারে Inspector হয়ে গেলেন। এই রকম ভাবে দেখা যাচ্ছে তাঁদের আর একটি লোক, যিনি executive member এবং ইউনিয়ন কর্মী, তাঁকে হঠাৎ General Foreman এর পদে promotion দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

এস, কে, বোস, executive মেম্বর, যিনি হচ্ছেন ভাইস-প্রেসিডেন্টের ভাই, তাঁকে promotion দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। Vice-President-এর relation মিঃ এস, কে, মজুমদার এবং নির্ম্মল বোসের ভাই—এস, কে, বোস, যিনি executive member, তাঁদের দু-মাসের মধ্যে promotion দিয়ে অনেক টাকা, মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্যেন বোস, সি, পি, আই-এর প্রমিনেন্ট ওয়ার্কার, তাকে ক্লার্ক থেকে একেবারে ইনস্পেক্টারের পদে প্রমোসন্ দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে তাঁরা ঐ কোম্পানীর মালিক পক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে আজকে চেষ্টা করছেন যাতে সরকার কোম্পানীকে নিতে না পারেন এবং এই বিল যাতে পাশ না হয় তার জন্য প্রচেষ্টা করছেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে আজকে এই বিলকে বাধা দিচ্ছেন।

Shri Siddhartha Shankar Ray; Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1960.

Mr. Speaker, Sir, apart from creating another happy hunting ground for the Government's superannuated officers and its handwashing hangers-on, I do not think that this Bill will bring any appreciable result. I want to demonstrate, Sir, that so far as this Bill is concerned, it cannot work. The result will be absolute fiasco and I hope that the Chief Minister will take these things into consideration :—First of all, The Government is not accuring

he Company. It is only taking over the management of the company under rticle 31A. The ownership is not transferred to the Government, as a result f which it does not become a Government Company. In section 617 of the ndian Companies Act, 1956, 'Government Companies' have been defined, nd in that definition it has been laid down that in any Company where any overnment, whether the Central Government or the State Government, as more than 51 per cent of shareholding, that Company will be a Govern-ent Company. Now, if a Company is a Government Company, Government as the power not to apply the provisions of the Indian Companies Act to uch a Government Company. In so far as the Oriental Gas Company is oncerned, it is a Company now governed by the Indian Companies Act, 1956. Since the Government is not turning it into a Government Company, it will continue to be 'registered', the only difference being that instead of the Board of Directors the Government will manage the Company. The personality of the owner will not change. The Company will continue as it is. There is not a single provision in the Indian Companies Act saying that in respect of companies whose management is taken over under Article 31A, provisions of the Indian Companies Act will not apply. Therefore, the inevitable result is—and Sir, before making such an absolute proposition I can assure you that I have discussed this matter with the finest lawyers that we have in our country.

In so far as the company is concerned, it is bound by the Indian Companies Act. What is the position ? Government is taking over the company under Article 31A but at the same time the full impact of the Indian Companies Act of 1956 is there. What is going to happen to this anomaly ? There is no provision made by the Parliament with regard to such eventuality. What would happen to the shareholders' rights. Under the Indian Companies Act, 1956, they are to continue except that the management is of Government, otherwise the imposition of liabilities is there, the obligation , creating rights and privileges, all these will have full force. Now what will happen if tomorrow there is a litigation and the shareholders want to inspect the books, or they want to hold annual general meeting ? There is no law by which you can stop these. Sir, these are the matters which the Chief Minister will have to seriously take into consideration, particularly in view of the fact that if his contention is to abrogate the Indian Companies Act when the result will again be serious, for the State Legislature cannot pass any enactment which is contrary to the Indian Companies Act for it is a Central law. Therefore, I would ask the Chief Minister to halt, to wait to discuss this matter, and thereafter to find ways and means as to how we can get over this difficult proposition. Perhaps a legislation by Parliament is necessary.

My second point is : Government is not to pay any income-tax. If the Government had acquired the Oriental Gas Company then the Government would not have to pay any income-tax whatsoever but that is not the case. It is being governed by the Indian Companies Act and so who is going to pay the tax ?

My second point is that Government have stated in clause 6(2) what it will do at its own cost, new works, workshops, plants, machineries, posts, pipes, pipelines, appliances, etc. Now this I understand would mean a cost of Rs. 1/ crore. Under the Income-tax Act this will be capital expenditure. Under section 10 of the Income-tax Act you cannot for the purpose of computing your income deduct what you spend, or deduct the expenditure which you incur as and by way of capital expenditure. You all know, Sir, capital expenditure is an expenditure incurred for the purpose of acquiring an asset of an endurable nature and it has been held that the acquisition of new works, workshops, plants, machineries, etc., are all acquisition of assets and of an endurable nature and as such capital expenditure.

[4-40—4-50 p.m.]

So in so far as this expenditure is concerned, this expenditure you will not deduct from the income that you will show. Then what will happen ? This expenditure which you will make, you have not stated in this Bill whether this is going to be by way of loan or gift. You have not stated in this Bill as to what would be the nature of this expenditure by the Government. Government will spend about a crore for erecting new plants and machineries but you have not stated in this Bill as to the nature of this expenditure. Is the Government going to be a lender or a donor ? Is this going to be a loan or a gift ? You have not stated anything. Therefore the income-tax authorities according to the decision, which I am sure, Mr. Speaker, Sir, you know very well, will hold the amount spent by the Government—about a crore—as revenue receipt It will be added to the income of the company So the position is that unless you amend this Bill and lay down categorically as to what the nature of this expenditure by the Government is going to be, the income-tax authorities will be fully justified in saying that this amount of a crore expended by the Government is your revenue receipt. Sir, you also know that it has been held in many cases that although a particular amount is capital expenditure, it can nonetheless be revenue receipt and vice versa—I am sure the Chief Minister knows it. Therefore unless you amend this Bill, you face the danger of paying income-tax at such a staggering figure that it will be impossible for you to run this company with any amount of practicality, it will be an impossible venture. This is a matter which has to be taken into consideration.

My third point is this. You are saying that you will add at your own cost to the undertaking of the company new works, etc., etc. I understand you will spend nearly a crore of rupees. What is going to happen, who is going to repay this one crore of rupees. Supposing after five years Mr. Rajagopalachari's party occupies the Treasury Benches, although I do not think in Bengal that will happen, but supposing for a moment that there is another Government installed in power which thinks that the private sector should be given freer hand and they decide not to acquire this company, there is no provision that this sum of one crore that the Government has spent will form a first charge on the company. When you hand over the company after five years of management, you hand over to the company the assets which you have acquired with your own money amounting to a crore of rupees, there is no provision in this Bill whereby this sum of one crore is made a first charge upon the property. That is a matter which again will have to be taken into consideration.

Then, Sir, come next to is very important clause—clause 4(c). "All contracts, excluding contact or contracts in respect of Managing Agency, subsisting immediately before the appointed day and affecting the undertaking of company shall cease to have effect or to be enforceable against the Company, its agents or any person who was a surety thereto or guaranted the performance thereof and shall be of as full force and effect against or in favour of the State of West Bengal and shall be enforceable as fully and effectively as if instead of the Company the State of West Bengal had been named therein or had been a party thereto.

What is the effect ? The effect is that in respect of all outstanding obligations of the Company the Govenrment takes over the liability, the responsibility and discharges the Company from its obligation or liability.

Now, Sir, this scetion 4(c) would be perfectly all right and in accordanc with the established principles of jurisprudence if the ownership of the Company had vested in the State of West Bengal. The Company is not being owned by the State of West Bengal. The State of West Bengal is merely be-

comig the manager of this Company. Have you ever heard, Sir, that the manager is taking personal liability in respect of affairs of its principal? The State of West Bengal under this Bill will merely act as the manager of the Company which is going to be the principal, the Government will be the agent or the manager. Look at the absurdity, Sir. There is a liability, let us say, of 5 lakhs against the Company. The Creditor of the Company is entiled to realise that sum of 5 lakhs only from the assets of the Company, and if sufficient assets of the Company do not exsist, the creditor of the Company for 5 lakhs will not be able to get the money from any other person. But by this change in affairs what are you doing? You are making the State of West Bengal liable for this 5 lakhs, so that although a creditor of 5 lakhs of the Company might not have been able to realise this 5 lakhs from the assets of the Company will turn against the Government and have the decree passed against the Goverment and realise the money from the Government. This is, Sir, unheard of in jurisprudence. This is contrary to the spirit of Article 31A. A manager can never be liable for the debts of its principal. Therefore, why put in this clause? This clause is redundant because every contract, every transaction, every dealing, which binds the Company, will continue to bind the Company after this Act, and the Government as the Company's manager will have to meet that liability under the contract, under the transaction, from the assets of the company and not from the Government's own assets. But by introducing clause 4(c) you have made Government personally liable to those persons to whom moneys are due by Oriental Gas Company. What is the principle behind this? If the Company's assets are not sufficiet to pay its creditors, if the Company's assets are not large enough to meet the demands of its various creditors, why should the government come forward and make itself liable to pay this money to the Company's creditors? Sir, as I have already said, this is opposed to the principles of jurisprudence. What is going to be the effect? Supposing tomorrow a gentleman comes, after this Act is passed, and produces a promissory note and says that this promissory note was executed by the Company before the 1st of January, 1958, and as such this promissory note is binding on the Government to pay me. The Government will have to pay the money. Supposing the amount is Rs. 5 lakhs. But there is no provision for crediting the Government with this sum of Rs. 5 lakhs.

Sir, the Government pays the money on behalf of the Company, but it does not get credit for the payment so that after five years if the Government chooses not to acquire the company, all these moneys spent by the Government in discharging contracts and other obligations of the company will be a total loss to the people of West Bengal. If you want to insert such a peculiar provision in the Bill, if you want to carry on with it, please insert, in the name of the people of West Bengal, a clause here that in respect of moneys spent by the Government in meeting the liabilities of the company and in paying for the new assets, there should be a first charge upon the assets of the company which first charge will be deducted from the final compensation which becomes payable—the money which you spend for the next five years must be deductable from the compensation which finally becomes payable to the company, otherwise what will happen? This sum of money is, on the one hand, spent by the Government in respect of which a compensation of 2% on the capital outlay is being paid to the owners and, on the other hand, there is no credit entered in favour of the Government and if, as I said, after five years the Government chooses not to acquire the company, the company walks off with equipments, machineries, etc., worth Rs. 1 crore and with a clean balance-sheet, viz., all the debts and liabilities being paid off by the Government and Government having no other further to do in respect of it.

That is the absured position into which you are trying to bring the State of West Bengal. Why should you acquire this company under such circumstances ? If it is a matter of agreement—I do not know what has passed behind doors—the Chief Minister has said that we should follow the principle of natural justice. I should have thought that the day the Chief Minister entered the Writers' Buildings by the front door, Dame Natural Justice left it by the back door. Sir, I am not going to introduce any personal matter, but if you want to follow the principle of natural justice.....

[At this stage the red light was lit]

[4-50—5-15 p.m.]

Sir, I would require another 5 or 7 minuites.

Therefore, Sir, I will say that in so far as this Bill is concernd, it is our incumbent duty as legislators and as representatives of the people of the State of West Bengal to see to it that such a fraud is not perpetrated upon the people of West Bengal. Sir, I do not know what has taken place behind doors, but I for my own part would not like to charge Dr. Roy with any dishonesty whatsoever I do not believe that he has allowed his position to be, in any way, influenced by any dishonest motive. Sir, I may at times get angry with him, I may be rude to him, but I can assure the House that the affection which I hold for him and which, I believe, he also holds for me, is something which probably can never be effaced. Therefore, when I say this, I say this in all sincerity because it is our duty to stop this Bill from going through the anvil of this legislature.

Sir, this Bill will end in fiasco. There will be litigation after litigation and finally we shall see, as we have seen in the case of the fish trawlers or in the case of Kalyani or in the case of the other Governmental commercial or semi-commercial ventures, that the whole thing will collapse like a pack of cards.

Finally, may I ask the Chief Minister, on what principle or basis is he paying a sum of Rs. 2 lakhs—2% of the total capital outlay—from year to year to the company for doing nothing ? Under Article 31A, you are taking over the management of the company—the company will not have to do anything whatsoever.

But nonetheless for doing nothing you will pay the company a sum of Rs. 2 lakhs per year. What is the natural justice which prescribs this particular code of behaviour ? What is the principale of natural justice which dictates that this should be the law. I ask the Chief Minister to answer this question.

I would like him to point out one other State legislation—in any State of India—where for the purpose of loss of managemet under Article 31A compensation has been fixed at such a fantastic figure.

My final submission before the House will be that we should not jump into something in a hurry for the purpose of repenting at leisure. Let us not pass this Bill. Let us not allow this to be made law immediately. Let us consider it over. Let this be sent for public opinion, but if that is thought to be a very clumsy procedure let the Bill be not proceeded with this session. Let us consider the Bill and let us then see whether it will be possible for us to pass this Bill without difficulty and after making certain alterations. But for my own part I want to say that I am not a socialist of that variety who would go to the extent of saying that this Congress Government will be able to manage business affairs and that this Congress Government should be allowed any further to nationalise any industry or to take over the management of any other business. I feel that this Government—I do not blame everyboy—you have not the cadre, you have not the personnel, you have

not the wherewithal to run a business and I for my part will not tread on this slippery and tricky road of Congress socialism. I would like to wait for a really and truly Socialist Government to come and take charge of reign the of Government for the purpose of nationalising the industry. Nationalisation, yes, but no nationalisation by this Gonernment.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Mr. Speaker : Shri Bankim Mukherjee may kindly speak.

Shri Bankim Mukherjee : মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন দেখে আমি খুব আনন্দিত হলাম এবং আশাকরি এর আগে শ্রীবিজয় সিং নাহার যে সমস্ত কথা বলেছেন তা' তিনি শুনেছেন। যা' হোক্, শ্রীবিজয় সিং নাহারকে কংগ্রেস পক্ষের একজন টপ লিডার বলেই আমি এতদিন জানতাম কিন্তু তার মস্তিস্ক যে এত শক্ত অর্থাৎ যার ভিতরে কোন জিনিসই প্রবেশ করে না সেটা আমি আজকে জানলাম। কেননা এতদিন আলোচনার পর তিনি এই ঠিক করলেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বিরোধীপক্ষ এই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে ন্যাসনালাইজ করার বিরোধীতা করছে এই কারণে যে তাঁরা চাইছে যে এই গ্যাস কোম্পানী গভর্ণমেণ্ট না নিয়ে যেন ঐ জালানদের হাতেই রেখে দেয় এবং এটাই নাকি আমাদের আসল উদ্দেশ্য। তবে এতদিন শোনার পর যখন তাঁর মস্তিষ্কে এই জিনিস ঢুকল তখন আমার বলবার কিছু নেই তবে এই হউাসের বোধ হয় সকলেই জানেন যে এই কোম্পানীকে ন্যাসনালাইজ করার ব্যাপারে বা বাংলা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এই কোম্পানীকে নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমরা কোন রকম বিরোধীতা করছিনা এবং আমাদের যা কিছু বিরোধীতা তা' হচ্ছে শুধু ঐ কমপেনসেসনের ব্যাপারে। কেননা এই কনসার্ন সম্বন্ধে ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর প্রভৃতির রিপোর্ট রয়েছে যে একমাত্র প্রোপারটিরই যা' ভ্যালু তা' ছাড়া যন্ত্রপাতির কোন দাম ধরা যায়না এবং সেটার সম্বন্ধেই আমাদের আপত্তি। কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই চৈত্র মাসে আষাঢ়ে গল্প সুরু করে দিলেন এবং শুধু তাই নয় যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ Oriental Gas Workers Union পরিচালিত করে এবং আমি তার প্রেসিডেণ্ট সেই হেতু আমাদের সঙ্গে টাকার বকরার কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটা বোধ হয় কালিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে জানতে পারেননি বা তাঁর পুলিস দিয়ে তদন্ত করাতে পারেন নি বলেই এখানে বলেন নি। স্পীকার মহাশয়, প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি যে এই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে ন্যাসনালাইজ করবার পেছনে ইতিহাস আপনার জানা উচিত এবং সে ইতিহাস অন্তত আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানেন। সে ইতিহাস হোল যে এই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর ইউনিয়নের পক্ষথেকেই প্রথম ন্যাসনালাইজেশনের কথা ওঠে এবং তার প্রমানও রয়েছে।

আমরা ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ সাল, তারিখে সমস্ত প্রেসে একটা প্রেস হ্যাণ্ড আউট দিয়াছিলাম। কারণ সেই সময় কোম্পানীর তরফ থেকে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচার করবার চেষ্টা হয়েছিল বলে আমরা তার উত্তর দিব বলেছিলাম "nationalisation immediate need... The public are aware that some months back a Committee was set up by the Government to investigate into the condition of this concern for the purpose of nationalisation. The report of the Committee is at the hands of the Government. It is not understood as to why the report of the said Committee has not yet been made public, and another Expert Committee is assessing the condition of the plant. It is reported in the newspaper that the previous Committee recommended compensation not more than 70 or 80 lakhs and the Company is bargaining about Rs. 3 crores, etc. সেই প্রেস হ্যাণ্ড আউটার কপি বোধ হয় প্রত্যেকটা সংবাদপত্রের কাছে

আছে। সেটা ১৯৫৮ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর বেরিয়েছিল। সেই সময় আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে অনেকগুলি ডিমাণ্ড দেওয়া হয়। সেই সময় গ্যাস সাপ্লাই অত্যন্ত কম হচ্ছে এবং এজন্য কোম্পানী চার্জ করে যে ওয়ার্কাররা স্লো ডাউন মেথড নিয়েছে বলে এটা হয়েছে। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় গ্যাস সাপ্লাই অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। সেই সময় আমাদের পুলিস মন্ত্রীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরুল যে ফুড মুভমেণ্টকে সাফল্য করার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি নানা জায়গায় ষ্ট্রাইক করাবার চেষ্টা করেছে এবং সেই হিসাবে তারা গ্যাস ওয়ার্কারদের ফোর্স করছে। আমি যেন লেবার মিনিষ্টারের কাছে গিয়ে বলি যে আপনাদের এইরকম কোন প্রমান আছে, কিন্তু তিনি তা দেখাতে পারেননি। কিন্তু সেখানে একটা tripartite কমিটি হয় যাতে গ্যাস কোম্পানীর সমস্ত বিষয়টা বিবেচনা করে দেখা হবে। এরই ফলে পরে গভর্ণমেণ্ট শ্রী এ, বি, গাঙ্গুলী, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট, ডাঃ লাহিড়ী ইত্যাদিকে নিয়ে একটা এনকোয়ারী কমিটি করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর এই কমিটি হল। আমার মনে আছে যে সেই সময় এসেম্বলী সেসান চলছিল। গ্যাসের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ যেনে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি এবং তখন তিনি বলেন যে আমি এই গ্যাস কোম্পানীকে নিয়ে নিতে চাই কারণ এদের সাপ্লাই এর জন্য হাঁসপাতাল ইত্যাদি থেকে নানা রকম অভিযোগ আসছে। সেইসময় কথাবার্ত্তা যখন হয় তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, চট করে আপনি নিতে পারেন না, কেননা পূর্বে একটা এনকোয়ারী বাই দি চীফ ইন্সপেক্টার করিয়ে নিতে হবে। তাতেই বোধ হয় চীফ ইন্সপেক্টার একটা তদন্ত করলেন। তিনি তখন বাহিরে কোথায় ইউরোপে ভিয়েনায় বোধহয় যাচ্ছিলেন। সেজন্য বাহিরে যাবার আগে ওয়ার্কারদের বোনাফাইডি প্রমান করার জন্য গ্যাস সাপ্লাই ঠিক হচ্ছে না সেটা আমি রোজ সন্ধ্যায় তাঁকে বলে আসতাম।

[5-25—5-35 p.m.]

আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে খবর দিয়ে আসতাম যে আজকে এত মিলিয়ান কিউবিক ফিট অব গ্যাস সাপ্লায়েড হয়েছে, তার প্রেসার, তার গ্যাস কনটেণ্ট এত পার্সেণ্ট, যার ফলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবার সময় অর্ডার দিয়ে যান যাতে পূজা বোনাস দেওয়া হয়, এটা বোধ হয় তাঁর মনে থাকতে পারে। আমাদের শ্রমমন্ত্রী সত্তার সাহেবেরও হয়ত এবিষয়ে মনে আছে যে তিনি আমাকে বার বার করে বলেছিলেন যে চীফ মিনিষ্টারের অর্ডার হলে পর এটা অর্ডার দিতে পারি। শ্রীবিজয় সিং নাহার মহাশয় এখানে বলে গেলেন যে ৩ বছর যাবৎ বোনাস পড়ে আছে ইউনিয়ন কেন ক্লেম করছেনা—অথচ ১৯৫৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী বাইরে যাবার সময় অর্ডার দিয়ে যান যাতে অন্ততঃ ১ মাসের মত বোনাস দেওয়া হয়। কারণ, বোনাসের ভিতরকার ইতিহাস হল এই এদের কাসটোমারী হল ১ মাসের মত বোনাস দেওয়া যায়, আর ইউনিয়ন থেকে ৩ মাসের বোনাস চাওয়া হয়—সেটা ট্রাইবুনালের কাছে আছে। আমরা বলেছিলাম ১ মাসের বোনাস দেওয়া হচ্ছে আরও ১৫ দিনের অন্ততঃ বোনাস দিয়ে দিন—ট্রাইবুনালে যদি স্বীকৃত হয় যে না ১ মাসের হবে তাহলে ১৫ দিনের বোনাস মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে, আর ১॥ মাসের বেশী যদি বোনাস হয় তাহলে আমরা সেটা পাব। ট্রাইবুনালে ২ বছর ধার বোনাস সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, তারা বলেছেন এটা আপোষ করা যায় কিনা। গত বছরের বোনাস এখনও পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারেনা কারণ ১৯৫৯ সালের ব্যালেন্স সিট এখনও পর্যন্ত হয়নি অথচ বোনাস পাওয়া যায় কি যায়না এ প্রশ্ন উঠে। সত্যসত্যই ন্যাশানালাইজেশানের প্রশ্নটা আমাদের দিক থেকে আমরা তুলেছিলাম এবং এটা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমিই নিয়ে আসি প্রথমে এবং ইউনিয়ন থেকে শ্রম মন্ত্রীর গোচরে নিয়ে আসা হয়। তারপর যথেষ্ট অনুসন্ধান করবার পর এই ব্যাপারে এসেছে। এ ছাড়া উনি আর একটা চার্জ করলেন যে ইউনিয়নের লোকেরা, কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাপ্লাই যে ভাল হচ্ছে তার সার্টিফিকেট যোগাড় করে নিয়ে আসছে। সভামুখ্য মহাশয়, কোন মেম্বার যদি কিছু উক্তি করেন যার কোন ভিত্তি নেই তাহলে সে বিষয়ে

আর কিছু বলা যেতে পারেনা। তিনি আর একটু ভাল করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তারপর তিনি এখানে এসে এই রকম কথা বলবেন। আসল কথা হচ্ছে কোম্পানীর অধীনে যেসমস্ত ডিষ্ট্রিবিউটার কাজ করে তাদের কোম্পানী থেকে বলা হয়েছে যে তোমরা গিয়ে কনজিউমারদের কাছ থেকে লিখিয়ে নাও। কোন কোম্পানীর অফিসারের সাধ্য আছে সেটা না করবার? যারা গ্যাস চেক করতে যায় তাদের কোম্পানী বলেছে যে তোমরা [illegible] কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে এস যে তোমরা এতে স্যাটিসফ্যাকসান পাচ্ছ কিনা—এটা তো তাদের কর্তব্য—কনজিউমার যদি লিখে না দেন কিংবা কনজিউমার যদি লিখে দেন যে গ্যাস খারাপ সেটাও তাদের কর্তব্য—কোম্পানী তাদের এইরকম অর্ডার করেছে। সেজন্য ঠিক এই জিনিসটা হবে বলে আমাদের ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এটা নিয়ে আপত্তি করেছিলেন এবং কোম্পানীর সঙ্গে অনেক লড়াই করেছিলেন যে এই জিনিসটা আমাদের লোক দিয়ে করাবেন না, এতে অন্য রকম ফল হবে। সত্যসত্যই কোম্পানী সেই লোক দিয়ে কাজ করিয়েছে ইউনিয়নের আপত্তি থাকা সত্বেও। প্রধান সম্বন্ধে অভিযোগ হল এই যে হঠাৎ তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হল। আজ পর্যন্ত কোন লোকের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। একটা লিস্ট তাঁরা তৈরী করেছেন কাদের কাদের বাড়াবার জন্য, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে তা আসেনি। আমরা সমস্ত গ্রেডের বাড়াবার চেষ্টা করছি ২।১ জনের নয়। কোম্পানীর নিজের কিছু থাকতে পারে—তার ভেতরে নাম থাকতে পারে আমরা কিছু জানিনা। তাঁকে যদি জেনারাল ফোরম্যান করা হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—সেটা হচ্ছে নেক্সট প্রোমোশান। কোন লোককে ডিঙ্গিয়ে বা টপ্‌কে তা হচ্ছেনা। কাজেই এই সমস্ত আষাড়ে গল্প তৈরী করে তিনি বোধহয় ভাবলেন বিরোধী পক্ষের যা কিছু প্রস্তাব অভিসন্ধিমূলক এবং তার পিছনে কোনরকম জাতীয়তা হানীকর কিছু উদ্দেশ্য আছে। আমরা আজ থেকে নয় বহুদিন থেকে এটার ন্যাশানালাইজেসান চাইছি। এ ব্যাপারে আরও তিনটা পার্টি আছে। কোম্পানী ছাড়া আরও দুটা পার্টি আছে—বিরোধী পক্ষের দিক থেকে, রেট পেয়ারদের দিক থেকে দেখা উচিত কত টাকা দেওয়া উচিত, কত দেওয়া উচিত নয় এবং সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের বক্তব্য থাকতে পারে যে এত দেওয়া উচিত হবে এবং এত দেওয়া উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখবেন কি দেওয়া উচিত এবং তিনি তার যুক্তিও দেবেন। কিন্তু এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর গ্যাস সাপ্লাই ব্যাপারে আরো দুটো পার্টি হচ্ছে কোম্পানীর ওনার্স ছাড়া গ্রেট কনজিউমার্স তারা একটা পার্টি এবং যে সমস্ত ওয়ার্কার সেখানে কাজ করেন তাঁরা একটা পার্টি। এটাত একটা বিল হতে যাচ্ছে, ন্যাশানালাইজেসন হচ্ছে, অতএব তাঁদের কি হবে? আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এই মালিকদের; জলিল সাহেবদের বোম্বেতে আর একটা গ্যাস সাপ্লাই করার কোম্পানী আছে। কোলকাতায় গ্যাস রেট হচ্ছে বর্তমান থাউজেণ্ড কিউবিক ফিট ৫·২৫ নয়া পয়সা ফর দি জেনারেল পাব্লিক, বোম্বেতে সে যায়গায় ৩·৫০ নয়া পয়সা পার থাউজেণ্ড কিউবিক ফিট অর্থাৎ এখানের দেড় গুণ। অথচ মজা হচ্ছে কি বেম্বেতে গ্যাস তৈরী করতে হলে পর—সেখানে অনেক দূর থেকে কয়লা আনতে হয়, আর এখানে কাছ থেকে আনতে হয়। রেলওয়ে রেটে অনেক বেশী, তাসত্ত্বেও বহুদিন ধরে বোম্বেতে গ্যাসের রেট আমাদের চেয়ে অনেক কম—কোলকাতার রেট হচ্ছে দেড়া। এটা সম্বন্ধে কোন কিছুই আমরা বিলের ভেতর পেলাম না, ক্যালকাটা কনজিউমারদের আমরা কি বলবো? আমি নিজে বোম্বেতে দেখে এসেছি যে সেখানে গ্যাস সাপ্লাই সম্বন্ধে কোনরকম অভিযোগ পাব্লিকের কাছ থেকে নেই এটা সেখানে অধিকাংশ বাড়ীতে, বস্তিতে আধুনিক যেসমস্ত বাড়ী তাদের সবাই-এরই গ্যাস রেনজ রয়েছে, আর কোলকাতায় গ্যাস কানেকশন পাওয়া একটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার যার জন্য বোম্বেতে স্মোক নুইসেনস কোলকাতার চেয়ে কম—তার কারণ চিপ্‌ রেট হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত পরিবার যাঁরা তাঁদের সবাই-এর বাড়ীতে গ্যাস রেনজ রয়েছে, আমাদের এখানেও সেটা হওয়া উচিত। এসম্বন্ধে একটা র‍্যাসিওরেন্স আমরা অন্ততঃ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে চাই, বিশেষ করে দুর্গাপুর কোকওভেন হবার পর কোলকাতায় যে

সাপ্লাই হবে সেটা সস্তা হবে বোম্বের চেয়ে—বোম্বের চেয়ে অন্ততঃ কম রেটে আমাদের কোলকাতার কনজিউমাররা পাবেন সে সম্বন্ধে খানিকটা য়্যাসিওরেন্স দিন কিন্তু আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই গভর্ণমেণ্ট কোন কিছু কনসার্ন চালালে পর শেষ পর্যন্ত পাব্লিকের উপর তার চাপ এসে পড়ে, যেমন ধরুন ট্রান্সপোর্টের ব্যাপার। কোলকাতায় এর আগে পর্যন্ত পাঞ্জাবী বাসওনার্স, পাঞ্জাবী ড্রাইভারস এরা সমস্ত চালাচ্ছিলেন—সেখানে নানারকম অসুবিধা, ঝড়ঝড়ে গাড়ী, রেকলেস স্পীডে চালানো—অবশ্য য়্যাকসিডেণ্ট খুব কম হত—তারপর কনডাক্টরদের রাফ বিহেভিয়ার এই সব থাকা সত্ত্বেও সেখানে মোটামুটি যে ভাড়া প্রভৃতি ছিল তাতে সাধারণ লোক সন্তুষ্ট ছিল। যখন প্রথম ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাস এলো, ঝকেঝকে বেশ সুন্দর বাস, তখন এত ভীড়ও ছিলনা কিন্তু যখন আস্তে আস্তে এই বাসগুলিকে সরিয়ে দিয়ে কোলকাতায় সবগুলি তাঁরা দখল করতে লাগলেন তখন একটা ভয়ংকর আতংকগ্রস্ত অবস্থা উপস্থিত হল কোলকাতার বাসে ট্রামে। তারপরে এই সমস্ত বাসগুলির কোন একটা গতিসীমা নেই—পাঞ্জাবী ড্রাইভারস তারা খুব স্পীডে চালাতো বটে কিন্তু খুব সাবধানে ব্রেক ধরে চালাতো অথচ বর্তমানে বাসগুলি এমনভাবে চলে এবং থামে তাতে আমাদের মত লোককেও প্রায় ৫।৬ হাত দূরে একবার এপাশ একবার ওপাশ করতে হয় এবং লোকেরা যেভাবে বাসে ট্রামে ওঠেন এবং দাঁড়িয়ে থাকেন তা দেখলে বাস্তবিকই ভয় হয়।

[5-35—5-45 p.m.]

State Transportএর বাসে চড়ে নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তারপর সবচেয়ে বেশী আপত্তিকর হচ্ছে—বাসের ভাড়াগুলি ক্রমে ক্রমে নিয়ম মাফিক বেড়ে চলায়। এইভাবে State Transportএর ভাড়া বাড়িয়েও দেখা যাচ্ছে—তাঁদের কোন লাভ হচ্ছেনা। আবার এঁরা যেমন ভাড়া বাড়াচ্ছেন তেমনি অন্য দিকে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়ে চলেছেন। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে—যখনই কোন একটা ব্যাপার গভর্ণমেণ্ট concernএ আসছে, তখন আর তাতে লাভ হচ্ছেনা। সেটা যাতে এই ব্যাপারে আবার না হতে পারে, তারই জন্য আমাদের এত আপত্তি। আইনত যদি আমরা এই কোম্পানীকে কিছু কম দিতে পারি, তাহলে কেন তা দেবো না? যদি কোম্পানীর প্রতি liberal হই, কোম্পানীর মালিকের প্রতি যদি বেশী ঔদাসিক্ হই—তাহলে consumersকে কি দেবেন? ওয়ার্কারস্দের কি দিবেন? ওয়ার্কারস্দের বর্ত্তমান অবস্থা এমন যে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমরা যখন demand পেশ করি, তখন বলেছিলাম কলকাতার যে সমস্ত public utility concern যেমন Calcutta Electric Supply Corporation বা Calcutta Tramways কোম্পানী, তাদের একটা নিয়মের মধ্যে রাখা হোক। আমরা মনে করি Oriental Gas কোম্পানীর যে ধারা প্রভৃতি আছে তা Electric Supply Corporationএর ধারাগুলির সঙ্গে অনেক সামঞ্জস্য আছে। যেমন checking meter, distribution, এর কাজ, valuation করা ইত্যাদি। শুধু productionএর কাজটা হচ্ছে তফাৎ। Electric Supplyএর এক রকম production আর Gas কোম্পানীর production আর এক প্রকার। এখানে যারা rectorএ কাজ করে তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, তাদের জন্য heat allowance চেয়েছিলাম দশ টাকা। কিন্তু তা পূরণ করা হয়নি। গ্যাস ওয়ার্কারসদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাদের মাইনে এবং ভাতা অন্যান্য পাবলিক ইউটিলিটি কন্সারস এ নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা যা পায়, তার চেয়ে অনেক কম। একজনের basic pay গ্যাসেতে হচ্ছে—৩৫ টাকা, আর সেই জায়গায় Electricএতে হচ্ছে—৪২ টাকা এবং Tramwaysএতে হচ্ছে—৪৫ টাকা। আর তাদের dearness allowance হচ্ছে—গ্যাসেতে ৩৪ টাকা আট আনা, Electricতে হচ্ছে—৫০ টাকা এবং Tramwaysএতে হচ্ছে—৪৭ টাকা আট আনা। এবং তাদের হাউস রেণ্ট গ্যাসেতে হচ্ছে—৫ টাকা, Electricতে কোন হাউস রেণ্ট নেই, এবং ট্রামওয়েতে হচ্ছে—চার টাকা আট আনা। মোট total করলে দেখা যাবে গ্যাসেতে হচ্ছে ৭২ টাকা, ইলেকট্রিকেতে ৯২ টাকা এবং ট্রামওয়েতে ৯৭ টাকা। তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রিক ওয়ার্কারসদের চেয়ে ২৫ পার সেণ্ট

কম মাইনে গ্যাস ওয়ার্কারদের দেওয়া হয়। এবং এখানে যারা clerks, তাদের basic pay হল গ্যাসেতে ৭০ টাকা, এবং dearness allowance ৪১ টাকা, আর Electric তে একজন ক্লার্কের এর basic pay হল ৮০ টাকা ও ডি এ হল ১০০ টাকা এবং ট্রামওয়েতে একজন ক্লার্কের basic pay হল ৭৭ টাকা আট আনা ও ডি এ হল ৫৫ টাকা। মোট হল গ্যাসেতে একজন ক্লার্ক পান ১১৬ টাকা আট আনা। ইলেকট্রিকেতে পান ১৮০ টাকা এবং ট্রামওয়েতে একজন ক্লার্ক পান ১৪০ টাকা। অর্থাৎ ২৪/২৫ টাকা lower grade clerksরা এখানে পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন থেকে যখন অনেক লড়াই করা হয় তখন, শেষ পর্য্যন্ত, সামান্য কিছুটা পাওয়া যায়। সেই agreement যখন হয় আমি as the President এদের তরফে ছিলাম আর ও দিক থেকে Mr. B. D. Malakar, Assistant Secretary, এবং Mr. G. V. Karlekar, Labour Officer, Oriental Gas Companyর উপস্থিত ছিলেন।

এখানে একটা আষাড়ে গল্প শুনছিলাম যে ঐ লেবার অফিসার তিনিও নাকি কমিউনিষ্ট মেম্বর। এই কথা কংগ্রেস সদস্য শ্রীবিজয় সিং নাহার বলেছেন।

Oriental Gas Companyর Labour Officer কাকে mean করছেন? কার্লেকর সাহেব না কি Labour Advisor Mr. P. W. Mukherji? তবে মুখার্জ্জি বলে যদি কমিউনিষ্ট গোত্র হয়ে যায় তা হলে বলতে পারিনা, অবশ্য ওদিকে শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি মহাশয়ও আছেন। তা ছাড়া এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়া, যা কিছু এরই সঙ্গে। যাই হোক এখানে আষাঢ়ে গল্প শুনলাম তিনি নাকি Communist Member! আমরা যখন প্রাণপন চেষ্টা করছিলাম তখন Shri S. N. Roy, Assistant Labour Commissionerও এই যুক্তি স্বীকার করেছিলেন যে demand আমরা করছি, তা যুক্তিযুক্ত। তার কারণ হচ্ছে কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর থেকে Pamphlet বেরিয়েছিল শ্রমিকদের খাদ্য কি হওয়া উচিত। Calory value কি যওয়া উচিত। তাতে দেওয়া হয়েছিল গুড় ছোলা থেকে আরম্ভ করে যা নাকি সপ্তাহে খেতে হবে সেই সমস্ত সস্তা জিনিষ যা খেতে হয় একটা মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে। যা Protein দরকার—সেই সমস্তই family-four units ধরে কয়েকটি Tribunal এ বসে আমরা দেখেছি ১২০/১২৫ টাকার কমে সেই সমস্ত হয়না এবং বহু Tribunal এর জজ ও একথা স্বীকার করেছেন যে ১২০।১২৫ টাকার কমে হয়না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বলা হয় কোম্পানীর সাধ্য নাই এত টাকা দেবার, তারা D. A. এবং Basic Pay নিয়ে ১০০ টাকার কাছাকাছি রেখেছে ১২০।১২৫ টাকার পৌছুতে পারেনি। যে List বেরুল, এত লড়াই করবার পরেও ১০০ টাকায় Tram Company পৌছয়নি। Electric Companyও তাই। সমস্ত Engineering concernএও কলকাতায় ১০০ টাকায় পৌছঁয়নি। তাই workers দের fight চলেছে। কিন্তু Oriental Co. তে মাত্র ৭২ টাকা, এটা যে কত নীচে বুঝতে পারছেন। এরা বলছেন হাতে টাকা নাই, যে টাকা রয়েছে Statutory obligation 5% দিতে হবে Shareholdersদের তার জন্য তারা দিতে পারেনা। Labour Commissionerএর অফিসে, Tribunalএর সামনে আমরা বার বার চেয়েছি, ইংরেজের অধীনে যখন কোম্পানী ছিল যে last Balance Sheet তারা করেছিল এই কোম্পানী কিনে নেবার আগে সেই Balance Sheet আমরা দেখতে চাই। কারণ আমার ধারনা অযথা দাম দিয়ে Oriental Gas Company কেনা হয়েছে এবং সেটা কতগুণ কত বেশী সেটা আগেকার Balance Sheet না পেলে পর বলতে পারিনা। তাই আমরা সেই Balance Sheet চাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে যে বিল রেখেছেন সে বিল পাশ করে নেবার পর, এসেম্বলীতে মঞ্জুরী হয়ে গেলে পর যখন টাকার ব্যাপার স্থির হবে, নির্ধারিত হবে তখন আমরা অন্ধকারে থেকে যাবো কিছুই জানতে পারবোনা কাজেই আমরা চাই যে একবার আমাদের সামনে original Balance Sheet, last Balance Sheet পুরাণো কোম্পানীর, যার উপর transaction হয়েছে সেটা আমাদের দেওয়া হোক্, সেটা জানা অত্যন্ত দরকার।

তারপর এও জানি এরা করেছে কি? কলকাতায় Gas Company বলে একটা জিনিস রয়েছে Managing Agency এবং তারা আসল Profit সমস্ত মিলিয়ে নিয়ে Oriental Gas Companyর যা হয় তা অতি অল্প, তারপর devidend দিতে গেলে পর 5% হয়, এনিয়ে locument দেখিনি, আমাদের দেখাননি।

5-45—5-55 p.m.]

অবশ্য আমাদের পয়সা খরচ করে রেজিষ্ট্রারের কাছ থেকে যদি নিয়ে আসি, তাহলে আলাদা কথা। ইউনিয়নের সে সামর্থ হয় নি। চেষ্টা করলে পেতে পারি। এই অবস্থাতে আজ Balance Sheet আমাদের সে বছর দেখিয়েছেন। সেই Balance Sheet থেকে আমরা কিছু বুঝতে পারি না। অর্থাৎ Calcutta Gas কোম্পানীকে আজ নিয়ে নেওয়ার কোন reasonal যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি না জানি না। তাঁরা কয়লা কেনেন, বহু কিছু কেনেন। মাইনে দেন আত্মীয় গোষ্ঠীর ভেতর বড় বড় remuneration দিয়ে যান। এই সমস্ত দিয়ে টাকা চলে যায়। আমরা যদি Calcutta Gas কোম্পানীকে check করতে না পারি, Oriental Gas Company সত্যিসত্যি মুনাফা করে থাকে কি থাকেনা—তা আমরা জানতে পারিনা। এর ফলে শেষ পর্য্যন্ত যা থাকে, তা অতি নগণ্য, তাতে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। এই বিলে একটি মারাত্মক clause রয়েছে, তা হচ্ছে—status quo রাখা অর্থাৎ যেভাবে এখন লোকের মাইনে প্রভৃতি রয়েছে, সেইরকমভাবে তাঁরা রাখবেন। এই একটা জিনিষ রয়েছে—Less advantageous than what they are getting today.

কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা হচ্ছে সাংঘাতিক রকমের ব্যাপার এবং এই আমাদের যে agreement ছিল, সেই agreement ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। এখন fresh agreement করতে হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই আজকে যদি agreement করাতে হয়, এই কোম্পানী বলবেন আমরা এখন কোন কিছু করতে পারবো না;—যেহেতু গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিতে যাচ্ছেন। আর যদি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে demand করি—, তাঁরা বলবেন, এখনো তো আমরা নিয়ে নিইনি। অথচ agreement শেষ হয়ে গিয়েছে। এই জায়গায় আমরা এখন একটা অবস্থায় পড়েছি—যে এখন Strike declare না করলে কোন অবস্থারই প্রতিকার হবে না। সেটা কি যুক্তিযুক্ত হবে? নিজেদের বাঁচবার জন্য Strike declare করা। Strike যদি হয়, তা হতে পারে। গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে একটা ট্রাইবুনাল নিয়োগ করে দেওয়া হতে পারে—যে ট্রাইবুন্যাল আমাদের দাবীদাওয়া সমস্ত demands প্রভৃতি দেখবেন। সে কোম্পানীর হাতে থাকুক বা গভর্ণমেণ্টের হাতে থাক। আমরা যদি এখন চুপ করে থাকি, তাহলে অবস্থা হচ্ছে—Gas কোম্পানী কিছু করতে, গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন assurance পাচ্ছে না। অল্প মাইনে—৭২ টাকা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে—আগেই বলেছি কোম্পানী Nationalise কর—আমাদের কাছ থেকে ধ্বনি উঠেছে। Oriental Gas Companyতে যে exploitations চলেছে—, সেই exploitation West Bengal Governmentও চালাবেন—তা হতে পারেনা। এমন একটা সন্ধিক্ষণে agreement 31st December শেষ হয়ে গিয়ছে। এখন গভর্ণমেণ্ট নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ট্রাইবুন্যাল দিয়ে দেন তো খুব ভাল। আমরা demand করবো সেই ট্রাইবুন্যাল দেন এবং শ্রমিকদের তরফ থেকে যে Grievances রয়েছে, তা নেওয়া হোক্। এই বিল পাস হবার আগে সেই demand করছি। তা যদি না হয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলবো—তাদের অবস্থা যখন সঙ্গীন ছিল, তখন সমস্ত পাবলিক থেকে যে grievances এসেছিল—হাসপাতাল চলে না; তাদের কথামত শ্রমিকরা কিছু গ্যাস supply দিয়েছে। যারা readily কায়দাকানুন করে হাওয়া ঢুকিয়ে দেয়, তারা Chief Inspectorএর সামনে আমাদের workerরা ধরিয়ে দিয়ে। ছোট্ট একটা Part কেনা হ'ল ৩০৲ টাকার জিনিষ ৪৲ টাকা দিয়ে ধর্মতলা থেকে তৈরী করাতে তিন দিন লাগলো। তার ফলে কাজ আটকে আছে। Chief Inspectorকে তা দেখিয়ে দেয়। সেই সময় Gas Supplyএর quality ও quantity ভাল করতে চেয়েছিল। তার কি কিছু মূল্য নাই? এই বিলের একটা clause খুব

সাংঘাতিক—যদি মনে হয় কিছু লোককে ছাটাই করা যেতে পারে—, সাংঘাতিক কথা clause 4এর দ্বিতীয় অংশে—provided দ্বারা যদি মনে হয় যে লোক sufficient রয়েছে, তাহলে সেখান থেকে তাঁরা লোক ছাটাই করতে পারবেন। কিন্তু সেখানে অবস্থা হচ্ছে কি—জানেন? এই কোম্পানীতে এককালে ২২০০ লোক কাজ করতো, সেখানে ২২ শত লোক ছিল, তারপর যে strike হয়েছিল ১৯৪৮ সালে তখন সংখ্যাটা ২২ শত থেকে কমিয়ে ১২-১৩ শততে নাবিয়ে নিয়ে আসা হল। অর্থাৎ এত লোক ছাটাই করা হল। সেই সময় অবশ্য ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী Labour Minister ছিলেন। এবং তারপর ১৯৫১ সালে যখন শ্রদ্ধেয় কালিপদ মুখার্জ্জী Labour Minister ছিলেন তখন আর একবার একটা প্রচণ্ড রকম ধাক্কা Oriental Gas workersদের উপর দেওয়া হয়। তখন প্রায় ৭।৮ শত লোক ছাটাই করা হয়। যেখানে ২২ শত লোক ছিল সেখানে আজকে মাত্র ১২ শত লোক কাজ করে। তাদের মধ্যে আবার সকলে পাকা নয়। অনেকে temporary, permanent কমই আছে। এবং প্রায় ৭ শত লোক কাজ করে তাদের কোন security নেই, তারা বদলিতে কাজ করে। অর্থাৎ ২ হাজার লোক রাখা হয়েছে কিন্তু তাদের কোন permanency নেই, security নেই। এখন Government এটা নেবার পর সেই সব workers দের অসুবিধা হবে। আমাদের সঙ্গে দুই বৎসর ধরে একটা agreement হয়েছে। সেই agreement এর ভিতরের কথা হল এই যে এদের permanent করবেন যদিও এখনও করেন নি। কথা ছিল সে সমস্ত লোককে ১৯৫১ সালে ছাটাই করা হয়েছিল, তাদের অনেকের gratuity প্রভৃতি বাকী ছিল, সেই gratuity ও agreement এ রয়েছে, তবে কথা ছিল এটা নিয়ে union press করবে না, এটা close down করবে। তারপর তার সঙ্গে Explanatory Note রয়েছে, union এটা নিয়ে press করবে না। "Regarding the demands of the workmen as to the reinstatement of all the employees who were discharged in the months of June and August, 1951 and as to grant them full wages for the period of their unemployment since discharge and further to pay full gratuity, pension and service benefit to those discharged employees of 1951 who have already died the Union agrees not to press the same. Explanatory Note to clause 4 of the agreement dated 21-12-57., Without prejudice to the Company's contention that the issues raised in demand 15A and 15B of the Charter of Demands, dated 25-7-57, of the Union are settled and closed. Shri Bankim Mukherjee, President, Oriental Gas Workers' Union, may nevertheless represent their cases if he considers necessary." এটা আমার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এবং আমি এই সব case সম্বন্ধে final agreement করবো। মাঝে আমি ৪।৫ মাস ছিলাম না। তার পূর্ব্বে আমি কথা বলে গিয়েছিলাম। এখন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এবিষয় কথাবার্ত্তা চলছে। তাতে কিছু pension প্রভৃতি রয়েছে। যখন pension system ছিল না তখনকার যে providend fund ছিল তার কি হবে। এই Companyর দেয় pension। তার সঙ্গে আগে যেসব providend fund ছিল এই কোম্পানীর দেয় তার কি হবে ইত্যাদি বহু জিনিস রয়েছে যার মীমাংসা হয়নি এবং কিছু লোককে আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে নিতেও রাজী হয়েছিল। এখন সমস্ত জিনিষটা চেপে রেখেছেন। এখন আর তাদের কিছু করবার নেই। Union একটা hopeless positionএ এসে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে government কোন আশ্বাস কিম্বা কোন একটা tribunal না করলে চলবে না। যার জন্য আমি দেখলাম এই একটা party ছাড়াও আর একটা party রয়েছে। তার মধ্যে একটা consumers, আর একটা labour যার কথা বললাম। এবং পর পর clause আলোচনার সময় তখন labour সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে বলতে পারবো। কিন্তু এখানে হচ্ছে কি, এখানে মুখ্যতঃ আমাদের আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে price hand out। তাতে প্রায় ৫ পাতা typed আছে। তা সবটা পড়তে অনেক সময় লাগবে।

[5-55—6-5 p. m.]

১৮৪৬ সালে এই কোম্পানী হয়েছিল ১০০ বছরের old এই কোম্পানী, এত বছরের মধ্যে কেউ কিছু নতুনত্ব করেনি, এবং বিশেষ করে Oriental Gas Company আসবার পর কেউ কিছু করেনি। এবং managementএ কারা কারা আছেন, না, সুরযমল নাগরমল, সর্ব্বশ্রী তুষার কান্তি ঘোষ, P. R. Sarker, brother of late Nalini Ranjon Sarker, Sukumar Roy, ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জনি—তিনি নিজে ছিলেন এর পূর্ব্বে—এরা হইল এই কোম্পানীর ডাইরেকটার—তার সংগে আছেন B. L. Jalan, T. R. Jalan, A. K. Jalan, Lord Sinha of Raipur.

কিন্তু এতবড় একটা public utility concern যার মধ্যে দেশের এতসমস্ত বিখ্যাত লোক আছেন—এরা দেখলেন না এই কোম্পানীর যেসব যন্ত্রপাতি ও সম্পত্তি আছে তার মধ্যে কিছু নতুনত্ব করে public দেওয়া যায় কিনা। এবং সংগে Calcutta Gas Company propiretory limited firm এই যে dominant group—এদের মধ্যে ৯৭॥% share হইল সুরযমল নাগরমল এর—এরাই বেশীর ভাগটা ভোগ করে থাকেন। এই এর যে সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে সেটা Factory Inspectionএর রিপোর্টই ভাল করে পাওয়া যায়। তারপর এই কোম্পানীর বরাবরের চেষ্টা হচ্ছে কোন কিছু খরচ না করে, কোনরকম কিছু না করে এর থেকে বিশেষ profit সংগ্রহ করতে পারা যায়। তাছাড়া এর কয়েকটা সম্পত্তি বিক্রি করেছেন—এই বিক্রি করে যে টাকা হয়েছে—আমি জানি না এই টাকা সম্বন্ধে আমরা যখন এখান থেকে compensation দেব তখন কি হবে। যেমন Howrah Gas Co., ১৯৪৮ সালে সেটা বিক্রী করা হয়, এর full proceeds, অন্যান্য machinery part, building সমস্তই T. R. Jalan সাহেব নেন। ১২ বিঘা জমি ছিল, এখন ১০ কাঠা জমি আছে। তারপর দেখা যাবে সেখানে যে capital invested ছিল সেটা Oriental Gas Company কিনবার পর invested করা হচ্ছে এভাবে দেখান হবে। দ্বিতীয়তঃ, 18 Ballygunge Park, এটা ছিল Gas Companyর guest house—সেটার এখন নাম হয়েছে Jalan House এবং এটা সমস্তই T. R. Jalanএর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, এবং এই কোম্পানী প্রায় ৫৮ হাজার টাকা খরচ করেছেন খুবই সম্প্রতি, এই বাড়ীটার সজ্জার জন্য। এই যে সম্পত্তি এই রকম করে নেওয়া হয়েছে এগুলি ধরা হবে কি হবে না? তারপর নারকেলডাঙ্গায় ৫ বিঘা জমি in the name of Shrimati Madhuri Jalan, wife of Bajrang, Jalan, son of Shri Mohonlal Jalan.

এগুলি তদন্ত ও investigation হওয়া উচিৎ, কোম্পানীর টাকায় টি, আর, জালান সাহেবের বাড়ী সজ্জিত হয়েছে কিনা এগুলি জানা দরকার—এরকম বহু বিখ্যাত case ভারতবর্ষে হয়েছে, এখানে এই বেলায় কেন হবে না। তারপর, এই যে gas company আমরা নিতে যাচ্ছি সেখানে আমরা জানি যে, প্রতিদিন ছোটখাট machine parts scrap parts বলে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর, এই যে time দেওয়া হয়েছে সেটা আরো সাংঘাতিক—এবং day of appontment আর day of enactment এই যে দুটো সর্ব্বনাশা দিন স্থির করেছেন, Estate Acquisition Act থেকে আমাদের বরং তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, অল্প সময়ের ভিতর বাংলা দেশের জমি সব ফাঁক হয়ে গিয়েছে—এখানে আমাদের আশংকা হচ্ছে এই যে সময় দিচ্ছেন তাতে Govt. managementই নিন আর acquire করবার জন্যই নিন, ইতিমধ্যে সব সম্পত্তি চলে যাবে—তখন কি হবে তার? আমার ধারণা, Govt. এর উচিত একজন Factory Inspector বসিয়ে রেখে প্রতিদিনকার কাজ check করান যাতে কোন গণ্ডগোল বা সম্পত্তিনাশ না হতে পারে। Public Utility দেখিয়ে যদি শ্রমিকদের উপর চাপ দেওয়া যেতে পারে তাহলে সখানে মালিকদের উপর চাপ দিলেও কোন অসংগতি হবে না।

Shri Chitta Basu: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের এখানে যে বিল উপস্থিত করা হয়েছে সেই বিল আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই হাউসের সদস্যদের একটা

মৌলিক নীতি সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এটা আমরা বহুবার আলোচনা করেছি এবং ঘোষণাও করেছি যে সরকার অধিক থেকে অধিকতর শিল্পে এবং বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করুক এটা আমরা চাই। এবং এইভাবে বিশেষ করে সাধারণ নাগরিকদের জীবনের যে অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবসা এবং শিল্প তার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রায়ত্ত হউক এটা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাক সেটা আমরা বরাবর বলে এসেছি। কিন্তু এখানে যে বিল উপস্থিত করা হয়েছে এবং এর ধারা উপধারাগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে ত আমার মনে হচ্ছে—যে রাজা গোপালআচারী মহাশয় যে স্বতন্ত্র দল করেছেন এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এই বলে যে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তিনি ত এই বিল দেখলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না, কারণ এই বিলে তাই করা হয়েছে। কারণ এই বিলে কতকগুলি ধনিকদের রাষ্ট্রায়ত্ত করণের নাম করে মালিকানা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ধনিকশ্রেণী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ঘোষণা করেন রাষ্ট্রায়ত্তের management এর efficiency কম আর private sector এর management এর efficiency অনেক বেশী।

[6-5—6-15 p.m.]

প্রাইভেট সেক্টরের এফিসিয়েনসী বেশী এই যুক্তি দিয়ে তাঁরা আজকে একটা বড় রকমের ধ্বনি তুলেছেন যে ক্রমাগত রাষ্ট্রায়ত্ত করবার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় শুধু বাংলাদেশেই নয় আজ ভারতের সর্ব্বত্র জনমত সংহত হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্তের অংশকে দিনের পর দিন অধিকতর প্রসারিত করবার জন্য এবং এটা সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত মাত্র। কিন্তু জনসাধারণ লক্ষ্য করবে যে এইভাবে যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত হয় তার ম্যানেজমেণ্ট সে ধরণের এফিসিয়াণ্ট হয় না এবং যেভাবে তাঁরা পরিচালনা করেন তার মধ্যদিয়ে মুনাফা হয় না বা তার মধ্যদিয়ে এমন কোন জিনিষ দেখাতে পারবেন না যার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার দিকে মনোভাব গড়ে উঠে জনসমর্থন আকৃষ্ট করেছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি লক্ষ্য করবেন এই যে রিপোর্ট গত সেসনে আমাদের দেওয়া হয়েছে তাতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ঝরঝরে হয়ে গেছে এবং এই জীর্ণ-শীর্ণ প্রতিষ্ঠানকে যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে আমাদের এক বিরাট অঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় সে কাজ করতে গেলে এর বিনিময়ে সে ধরণের সুযোগ সুবিধা আমাদের কন্‌জিউমার্সদের পাওয়া উচিত বা সেখানের নিয়োজিত শ্রমিকদের পাওয়া উচিত তা' তাঁরা আশানুরূপভাবে পাবে না এবং তা'ছাড়া একটা বিরাট পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা বলা হচ্ছে। কাজেই আমার প্রথম পয়েণ্ট মনে হচ্ছে যে এই বিল আসার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব করার দিকে যে জনমত শক্তিশালী হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং অপরপক্ষে ঐ পুঁজিপতিদের চক্রান্তকে শক্তিশালী করছে। স্যার, শ্রমিকদের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই তা' লক্ষ্য করেছেন এবং আমিও একথা বলতে চাই এবং যা' এই হাউসে এর আগে বহুবার বলা হয়েছে যে সরকারী ক্ষেত্রে সরকার যে সমস্ত শ্রমিক নিয়োগ করবেন তাঁদের বেতন এবং কাজের শর্ত্তাবলী নিশ্চয়ই আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। কেন না সরকার নিজে যেখানে নিয়োগকর্ত্তা সেখানে তাঁর নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের শর্ত্তাবলীর মধ্যে যদি আদর্শ না থাকে তাহলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত শ্রমিক নিয়োজিত হয় তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা আদর্শস্থানীয় কাজের শর্ত্তাবলী এবং বেতন বৃদ্ধি করাতে পারব না। কাজেই আমি আশাকরি সরকার যে প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করবেন সেই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য আদর্শস্থানীয় কাজের শর্ত্তাবলী এবং বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হবে এবং অপরাপর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আইনের যেসমস্ত বৈশম্যমূলক ব্যবহার আছে তা' অপসারণ করে সরকার আদর্শ নিয়োগকর্ত্তারূপে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু এ বিলের মধ্যদিয়ে এবং এই রিপোর্টে যা' বলা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ শ্রমিকদের ছাঁটাই করে

বাকী অর্দ্ধেককে সেখানে কাজে নিয়োগ করা হবে এবং তাঁদের বেতন ও কাজের শর্ত্তাবলীর কোন পরিবর্ত্তন করা হবে না। তবে শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে লেস্ ডিজঅ্যাডভানটেজিয়াস অর্থাৎ বর্ত্তমান ম্যানেজমেণ্টের অধীনে যেভাবে শোষণ ও অত্যাচার চলছে এবং যে ধরণের কাজের শর্ত্তাবলী আছে তাকে বহাল রাখবার কথাই এই বিলের মধ্যদিয়ে বলা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সরকার নিয়োগকর্ত্তা হয়েও সেখানকার শ্রমিকদের কাজের শর্ত্তাবলী প্রগতিমুখী না করে বরং ঐ শোষণকেই অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ একে রাষ্ট্রায়ত্ব করেও সেই ধনিকগোষ্ঠীর মনোভাবকেই এখানে প্রতিফলিত করা হচ্ছে। তা'ছাড়া যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্বকৃত ব্যবসা আছে সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবার জন্য যে সমস্ত কাজের শর্ত্তাবলী করা উচিত ছিল তা' এই বিলের মধ্যে দেখছিনা। সুতরাং সমস্তদিক বিবেচনা করলে এই বিলকে কখনই সমর্থন করা যায় না এবং যার জন্য আমি একে জনমত সংগ্রহের জন্য স্থগিত রাখতে অনুরোধ করছি।

Shri Suhrid Mallick Chowdhury : Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th of August, 1960.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী আমাদের দেশে অবস্থিত। এই কোম্পানী সম্পর্কিত যে বিল এসেছে সেটাকে জনমত সংগ্রহ করার জন্য আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ড দিয়েছি। কারণ জনসাধারণের কথা শুনে আমাদের চলতে হয় এবং আমরা যখন যাদের প্রতিনিধি তখন তাদের মত নেওয়া উচিৎ। এই বিলটি যখন প্রথম এলো তখন আমি বলেছিলাম এইরকম ধরণের পুকুর চুরি ইতিপূর্ব্বে কেউ দেখেনি। সুতরাং সেই সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিলটি উইথড্র করেছিলেন তখন জনসাধারণ তাঁকে সাধুবাদ করেছিল এবং বলেছিল যে শেষকালে হয়ত তিনি একটা ভাল কাজ করলেন। সেইসময় কংগ্রেসী তরফ যেটা বিজয় সিং নাহার মহাশয় এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তারজন্য জনসাধারণও তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু আজ আবার তিনি সেই একই বিলকে সমর্থন করলেন। গত ২।৪ দিন আগে আমি যখন আমার কনষ্টিচুয়েন্সিতে ঘুরছিলাম তখন তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা শুনলাম একটা নূতন কোম্পানী হয়েছে এবং নাম হচ্ছে জালান রায় নাহার মিউচিয়াল বেনিফিট কর্পোরেশান। আমি তখন কথাটা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ দেখছি যে কথাটা ঠিক। এই মিউচিয়াল বেনিফিট আগে জালান এবং রায় পরিবারের মধ্যে ছিল কিন্তু এখন দেখছি যে সেখানে নাহারের নামও যুক্ত হল। নাহারের নাম যুক্ত হওয়ায় বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী যেমন বিলটা তাড়াতাড়ি উইথড্র করেছিলেন কিন্তু এখন দেখছি একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপার হল যে জনসাধারণের পকেট কেটে যে টাকা আমাদের দিতে হবে সেই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া আমরা বরদাস্ত করবনা। ওরা মনে করছেন যে মিউচিয়াল বেনিফিট কর্পোরেশানের মাধ্যমে এই টাকা তাঁরা সংগ্রহ করে আগামী ইলেক্সানে যা খরচ করবেন তা হবে না। আমরা এইরকম ধরণের পুকুর চুরি করতে দিতে চাই না বলে এই কমপেনসেসানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছি। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য, জনসাধারণের কল্যাণে যদি এটাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোত এবং সেই প্রচেষ্টা যদি এই বিলের মধ্যে থাকত তাহলে আমরা অভিনন্দন জানাতে পারতাম, কিন্তু আমরা দেখছি যে রাষ্ট্রয়ত্তকরার নাম করে আমাদের এখানে সুগার কোটেড কুইনাইন বিলের মারফৎ পরিবেশন করছেন। সেজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে এই বিলকে এই সেসানে না এনে পরবর্ত্তী সেসানে সংশোধন করে আনুন।

[6-15—6-25 p.m.]

যাহোক এর ভেতর কতকগুলি মোটামুটি কথা আছে যে কথাগুলি ইতিপূর্ব্বে অনেকে বলেছেন আমি সেসব কিছু বলছিনা—মোটামুটি ব্যবসা করতে গেলে যে জিনিষটা আমরা বুঝি সেটাই আমি বলতে চাই। এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী তার অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণ করেছে

জনসাধারণের কাছে। এই যে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী বিলের Statement of Objects and Reason দিয়েছেন তার মধ্যে আমরা যে এক্সপার্ট কমিটির কথা পেয়েছি সেই এক্সপার্ট কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে এই কোম্পানীর সে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে সেই যন্ত্রপাতি এত অকেজো যে তা দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দুর্গাপুর থেকে যে ৮ লক্ষ কিউবিক ফিট গ্যাস আসবে তা আমাদের কলকাতার এবং পশ্চিমবাংলায় জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হবে এবং ২ বছর সময় তিনি চেয়েছেন। আমার কথা হচ্ছে এই যে এত টাকা ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে দিতে যাচ্ছেন যদি এই টাকাটা আমরা দুর্গাপুর থেকে গ্যাস গ্রীড করে যে গ্যাস সাপ্লাই করা হবে তার জন্য দিই তাহলে তাড়াতাড়ি আমরা জিনিষটা গ্রহণ করবার চেষ্টা করতে পারি। অঘটন ঘটিয়সী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এমন অনেক কাজ করেন যা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। তিনি সেই কাজটা করে দিন না। তাঁর হাতে রয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, তার কথা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা শুনেন, বিদেশে তার যাতায়াত আছে, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে এই কাজটা করে কলকাতার অধিবাসীদের উপকারটা করুননা তাঁর শেষ বয়সে। এই কাজটা যদি করতে পারেন তাহলে কলকাতার অধিবাসীরা তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। সেজন্য আমি মনে করি এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর প্রতি যেমন শিশুর প্রতি পিতার স্নেহ, তেমনি স্নেহের বশবর্তী হয়ে যে কাজ করছেন এটা তাঁর করা উচিৎ নয়। তারপর শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু পড়ে গেলেন যে ডিরেক্টর বোর্ডের ভিতর তিনি এককালীন ছিলেন এখন সুকুমার বাবু আছেন। জালান পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে বহুকাল ধরে। লোকে জানে জালান সাহেবের অনেক আত্মীয়স্বজন তার ভেতরে রয়েছেন, অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত প্রখ্যাত নামা মন্ত্রীর অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সুতরাং এত বড় বড় স্বনামধন্য মানুষ যেখানে রয়েছেন সেখানে তাঁরা থাকতে যে সংগঠন ভাল কাজ করতে পারলনা তাদের আবার ৫ বছরের সময় দিয়ে তাদের উপর ভরসা করে জনসাধারণের দুর্গতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার মনে হয় তাঁর পক্ষে অনুচিৎ করা হবে। সেজন্য আমি বলব ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী বিল আপাততঃ তিনি বন্ধ রাখেন। এই সঙ্গে আমি শ্রমিকদের কথা কিছু বলব। এই কোম্পানীর শ্রমিকদের যেমন ফুড ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকদের সর্বত্র চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি দুর্গাপুর অথবা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে তাদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক এবং সেই চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আরও উন্নত করা হোক। এটা যদি তিনি করেন তাহলে শ্রমিক এবং জনসাধারণের আশীর্বাদ তিনি পাবেন। যে টাকা নিয়ে তিনি খেয়ালখুশী চরিতার্থ করতে চলেছেন তা না করে যাতে জনসাধারণ সত্যই উপকার পায় তার ব্যবস্থা করুন এবং লোকে তাঁকে তাঁর শেস দিনে সাধুবাদ দিক এটাই আমরা চাই।

Shri Gopal Bose: স্যার, আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন পঞ্চতন্ত্রে একটা কথা পড়েছিলাম কিং ত্বয়া ধেনু যঃ ন সুতে ন দুগ্ধ দা অর্থাৎ যে গরু দুধও দেয় না, বাচ্ছাও দেয়না সে গরুর কি দরকার? সুতরাং সেই গরুকে কেউ পেটায়, কেউ কেটে খেয়ে ফেলে, কেউ তাকে পিজরাপোলে পাঠিয়ে দেয়—এই তিনটি গতি গরুর হয়। এখানে এই যে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী, এই গ্যাস কোম্পানী গ্যাসও সাপ্লাই করতে পারবে না, এর পরিচালনাতেও অপদার্থতা রয়েছে এবং উৎপাদনের দিক দিয়াও এর অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হয়েছে চারিদিকে ভেজাল চারিদিকে প্রবঞ্চনা। সুতরাং এই রকম একটা গ্যাস কোম্পানীকে রাখার কোন দরকার নেই অতএব তাকে কি করতে হবে, হয় তাকে পেটাতে হবে অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করার জন্য কিন্তু এই সরকার তা করবেন না। এটাকাই ঝড়ঝড়ে হোক একে জবাই করতে পারেন না কেননা জালান কোম্পানী জবাই এর নাম শুনলে ক্ষেপে যাবেন তাঁরা জৈন ধর্মাবলম্বী বলে। সুতরাং পিজরা-পোলে পাঠাতে হবে এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকে। তারপর একটা পিজরাপোল বানাতে চান এবং সেই পিজরাপোলে গাভীটা থাকবে—তাকে দেখাশুনা করার জন্য কিছু লোক

যেখানে নিযুক্ত হবে, কিছু সুপারএ্যাম্বুয়েটেড লোক তার ভরণপোষনের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং আর কিছু করুক বা না করুক, সেখানে তাকে দোহন করার চেষ্টা কিছু হোক বা না হোক তাকে সেখানে খাওয়ানো দাওয়ানো চলবে। তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং বিভিন্নরকম ব্যবস্থা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা হবে। আমি একথা বলবো এরকম একটা কোম্পানী যার দ্বারা জনসাধারণের কোন স্বার্থসিদ্ধ হয় না তাকে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব করতে যাচ্ছেন। কিন্তু স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে আজ বিজ্ঞান অনেক দূরে এগিয়ে গেছে—আজ স্পুটনিক ঘোরে, সিউনিক ঘোরে। সুতরাং আজ বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে—একশো বছর আগেকার যে বিজ্ঞান তা আর আজকে চলে না। কোন কোন লোক কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক একশো বছর আগেকার বিজ্ঞানকে নিয়ে যখন চলতে পারে না। কাজেই সেখানে একশো বছর আগেকার যে মেশিনপত্র সেগুলি আজকের দিনে যে অকেজো একথা বলে দিবার প্রয়োজন হয় না, বর্ত্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে একশো বছর আগেকার মেশিন আজ আর চলবে না। সেগুলি দিয়ে কোন কাজই সম্ভব হবে না—অথচ এরকম একটা কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে তাকে প্রচুর টাকা দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

[6-25—6-35 p.m.]

ঐ পুরাতন গ্যাস কোম্পানীর ঝরঝরে মেসিনগুলি পাল্টে দিয়ে, কলিকাতা বাসীকে যাতে undiluted ভাল গ্যাস আরও কিছু বেশী পরিমাণে দিয়ে, তাদের হাতে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু গ্যাস যদি একটু বেশী হয়ে যায় তাহলে 'পেট' খারাপ হতে পারে, সে কথা তিনি যেন স্মরণ রাখেন। কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশে প্রায় ১৪টা চটকল কোম্পানী বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার কারণ, তার মেসিনগুলি অত্যন্ত পুরাণ ছিল। সরকারকে যখন বলা হয় এই জুট মিল বা কোম্পানীগুলোকে নিয়ে চালাবার জন্য, তখন সরকার বলেন—আই, জে, এম,এ জানিয়েছে যে তার মেসিনগুলি অত্যন্ত পুরাতন এবং সেগুলি বর্ত্তমানে অকেজ হয়ে গিয়েছে এবং উৎপাদন ঠিক করতে পারছে না। সুতরাং এই কোম্পানীগুলোকে নিয়ে চালাতে হলে, তার মেসিনগুলি পালটাতে হবে। কিন্তু এই মেসিনগুলি maximum ৩০।৪০।৫০ বৎসরের হবে, খুব বেশী পুরাণ নয়। কিন্তু তাঁরা সেই মেসিনগুলি পাল্টে দিয়ে, নূতন নূতন high speed মেসিন সেখানে বসিয়ে এক লক্ষ লোককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। ছাঁটায়ের পরিকল্পনা সরকারের তরফ থেকে করতে গেলে, সেখানে আই, জি, এম,এ green signal লাগিয়ে দিলো—৩০।৪০ বছরের যে মেসিনগুলি চলছিল, তাকে পরিবর্ত্তন করে দিল এই অজুহাত দেখিয়ে যে সেগুলি উৎপাদন ঠিকমত করতে পারে না। রিলায়েন্স জুট মিল কোম্পানী তাদের মেসিনগুলি বদল করেছেন ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে—১৯৫৮-৫৯ সালে। সামান্য পুরাতন মেসিনগুলি এত টাকা খরচ করে, পরিবর্ত্তন করে নূতন মেসিন বসিয়ে, বহু লোককে সেখান থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হল, অথচ সরকারের সাহস হল না যে সেই কোম্পানীকে কিছু বলেন। যদি এইভাবে পঞ্চাশ বছরের মেসিনগুলি বদল করে নূতন মেসিন করতে হয় তাহলে, আই, জে, এম, এ কে green signal দিতে হয়। রিপোর্টে আছে এই বিলাতি গ্যাস কোম্পানীর মেসিনগুলি অত্যন্ত পুরাতন, অথচ আমাদের সরকার সেই পুরাতন মেসিনগুলি কিনতে যাচ্ছেন।

রাধা শতবার উল্টো নেচেছিল, তার পায়ে তেল পায়নি বলে। এবার সে তেল পেয়েছে, তখন সে ঠিকই নাচছে। তার কারণ হচ্ছে—সরকার মুখে বলেন শ্রমিক ছাঁটাই হতে দেবোনা, অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি জুট-কলে এক লক্ষ লোক ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। সত্তার সাহেব কখনই এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার ঐ দিকে কি হচ্ছে—গ্যাস কোম্পানী শ্রমিকদের কথা আনতে চাননা, তাদের ছাঁটাই করতে আরম্ভ করেন। তখন ইউনিয়ন শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, এবং শ্রমিকদের দাবী নিয়ে আন্দোলন সুরু করে, তখন শ্রমমন্ত্রীর দৌলতে, ছাঁটাই বন্ধ হয়। কিন্তু এখন আবার ছাঁটাই সুরু হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যেটা কোম্পানীকে দিয়ে তারা পায়নি বলে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন জোর করে লেগেছে, তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলছেন আমি তোমাদের রক্ষা করবো। টাকা তোমরা পাবে,

মুনাফা তোমরা পাবে, তোমরা টাকা সুদ শুদ্ধ পাবে; তোমরা যতখানি পার শ্রমিক ছাঁটাই করো। তোমাদের টাকা compound interestএ পৌঁছে দেবো।

মিঃ স্পীকার স্যার, তারপর আপনি দেখুন বাংলাদেশের বিভিন্ন কলকারখানায় কি হচ্ছে? সেখানে আত্মীয় পোষণ, স্বজন তোষণ এই সমস্ত হয়। গৌরীপুরে Dunlopএর কারখানায় অথবা রংএর ফ্যাক্টরী Texmacoতে বা বিভিন্ন কল-কারখানার সঙ্গে মন্ত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং আমাদের ডান দিকে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যেন কিছু মনে না করেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁদের অনেকের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। এমন কি বাইরে থেকে নিজেদের লোক, technicianদের এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে; যার ফলে আমাদের বহু mechanical hands, experienced hands যাঁরা এখানে কাজ করছেন, তাঁদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। উৎপাদনের দিকে তাদের আর উৎসাহ থাকছে না।

তাদের আর উৎপাদনের দিকে আশা আকাঙ্খা থাকেনা, উৎসাহ থাকেনা, উৎসাহ তাদের নিবে যায়, এইভাবে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষতি করা হয়। কিন্তু এই ঝড়ঝড়ে মেশিনে শ্রমিকরা তাদের সাধ্যানুযায়ী উৎপাদন করছে, যেখানে supersede করে কোন শ্রমিককে বসিয়ে দেবার বন্দোবস্ত নাই। বোধ হয় আমাদের বন্ধু নাহার সাহেব তাঁর কোন বন্ধু কিংবা স্যালক বা ভাইপোকে বসাবার সেখানে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু Union এর জন্য পারেননি তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। স্যার আমাদের কলকাতাকে ধূম্রমুক্ত করতে হলে Gas এর প্রয়োজন কিন্তু দুর্গাপুর থেকে যদি প্রচুর গ্যাস আসে তাহলে সেই গ্যাসের জন্য একটা Reservoir করলে হয়, যে টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সেই টাকায় এ জিনিষ অনায়াসে হতে পারে। আর যদি ৫ বছরের জন্য এটা নেন তাহলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন কোথায়? ৫ বছরের জন্য নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করুন, তার জন্য এত তাড়াহুড়া করে বিল আনার দরকার কি? এসম্বন্ধে একটু আলাপ আলোচনা করুন, ভেবেচিন্তে বিল আনুন। বন্ধু নাহার সাহেব বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে এই বিল এনেছেন, এনেছেন কিন্তু পরিবর্ত্তন কিছু হয়নি, পর্দার আড়ালে আলাপ আলোচনাতেই তারা স্বভাবতঃ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বলি এরকম তাড়াহুড়া করে বিল আনবেন না, কল্যাণ—রাষ্ট্রের কথা বলেন, মানুষের কল্যান করতে চান এই ক্ষতিপূরণ দিতেচান, এ কল্যাণ না চাইলেও আপনারা করবেন, গলা টিপে পর্যন্ত কল্যাণ করবেন, এটা আসলে হচ্ছে নিজেদের শ্রেণীর জন্য দরদ, তাদের জন্য অশ্রু। নইলে দেখুন, Estate Acquisition Bill আনলেন না। সেটাতে কৃষক জমি পাবে কাজেই তার জন্য তাড়াহুড়া নাই, জমিহারা কৃষকদের জমি দেবার জন্য চেষ্টা নাই, কোন তাড়াহুড়া নাই যে বিল আনলে সাধারণের মানুষের উন্নতি হবে তাদের মধ্যে প্রেরণা যোগাবে সেরকম বিল আনলেন না আনলেন রায়পুরের মহারাজা যাতে টাকা পাবে, জালান কোম্পানী টাকা পাবে, ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র টাকা পাবে তার জন্য।

[6-35—6-45 p.m.]

Shri Apurba Lal Majumdar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে Oriental Gas Company Bill আমাদের বিধান সভায় প্রথম উত্থাপন করা হয়েছিল সেদিন এবং তার পরবর্ত্তী দু-তিন দিন ধরে এই Houseএর সদস্যরা Oriental Gas Company Bill সম্পর্কে আমাদের যা বক্তব্য, বিরোধীপক্ষের যা বক্তব্য, পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিল তুলে নিয়েছিলেন।

এবং সেই বিল তুলতে গিয়ে, যেদিন তুলে নিলেন, তখন যে বিবৃতি বিধান সভায় দিয়েছিলেন, তখন আমরা আশা করেছিলাম আমাদের তরফ থেকে যে বক্তব্য আমরা পরিষ্কার করে রেখেছি, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে যে expert committee, তারা যে report সরকারের কাছে রেখেছে, সেই report তাঁরা ভাল করে দেখবেন। এবং দেখে এমন একটা বিল নিয়ে আসবেন যে বিলকে আমরা সমর্থন করতে পারবো। যে বিল পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে,

কলিকাতা সহরের মানুষের উপকারে আসবে। গত December মাসে যে বিল উপস্থাপিত হয়েছিল সেই বিল মুখ্যমন্ত্রী তুলে নেবার পর আমাদের ভরসা হয়েছিল এবং আমরা আশা করেছিলাম Governmentএর হয়ত আরো খানিকটা পরিমাণে সুবুদ্ধি তাদের মধ্যে দেখা দেবে এবং খানিকটা জনকল্যাণমূলক মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা দেবে। কিন্তু এই বিষয় আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এই বিলে গত December মাসে যেভাবে আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছিলাম, আজকে হয়ত অধিকাংশ মাননীয় সদস্যেরাই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। করার প্রয়োজন এই জন্য, নূতন করে এই বিল আললেও, পূর্ব্বের বিলে যে সব দোষত্রুটি আমরা দেখিয়েছিলাম গত অধিবেশনে, এবং আশা করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী সে সব দোষত্রুটির দিকে দৃষ্টি দেবেন, কিন্তু এই Houseএ তিনি যে বক্তৃতা পেস করলেন তাতে নূতন কিছুই বললেন না। স্বভাবতই ত্রুটিগুলির দিকে আমাদের আবার আঙ্গুল নির্দ্দেশ করতে হচ্ছে। Expert committee report সম্বন্ধে অনেক মাননীয় সদস্য তাদের বক্তব্য রেখেছেন। বর্ত্তমান বিলে যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা উল্লেখ করে প্রথমেই বলতে চাই যে, management ও control ৫ বৎসরের জন্য সরকার নেবেন। এই ৫ বৎসরের জন্য management ও control নিয়েই যদি এই বিল সীমাবদ্ধ রাখতেন, সরকার যদি আর এক step এগিয়ে না যেতেন এই ৫ বৎসরের মধ্যবর্ত্তীকাল যে কোন সময়ে সরকার এটা রাষ্ট্রায়ত্ব করতে পারবেন, একথা যদি সরকার না বলতেন তাহলে হয়ত এতটা আপত্তি, এত বিরোধীপক্ষের বক্তৃতা রাখবার প্রয়োজন হোত না। এবং এই বিল এমনভাবে সাজান হয়েছে যে এই বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, মালিককে কিছু পাইয়ে দেওয়া এবং সেই ষড়যন্ত্রই এই বিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইজন্য এই বিলের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এত পরিষ্কারভাবে রাখতে চাই। এখানে clause 4এ—একথা বলেছে যে ৫ বৎসরের জন্য আমরা এই companyর management এবং control নিজের হাতে নিতে যাচ্ছি। এই ৫ বৎসর একটা fixed period দেওয়া হয়েছে। এই ৫ বৎসরের মধ্যে সরকার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে companyর হাতে তা তুলে দিতে পারবেন না। অর্থাৎ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত একটা সীমা টেনে দেওয়া হয়েছে। Government যদি এটা আবার রাষ্ট্রায়ত্ব করে তাহলেও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাখতে হবে। এই আইনে Section 4এ পরিষ্কার বলা হয়েছে, ৫ বৎসর যদি আমরা management এবং control নিজের হাতে রাখি তাহলে ৫ বৎসর পর এটা acquire করতে হবে। তাহলে এই companyর অবস্থা কি দাঁড়াবে।

যদি ৫ বছর পরে acquire করতে চাই বা ৪ বছর পরে acquire করতে চাই—, তখন এই কোম্পানীর অবস্থা কি দাঁড়াবে?

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সদস্যরা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কোম্পানীর বর্তমানে যে condition বিভিন্ন plants থেকে আরম্ভ করে এখন কোম্পানীর সমস্ত assets এবং main distributory systemsএর Gasholder সমস্ত কিছু আজ এই পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে top level expert committee এই কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার করে তাদের রিপোর্টে বলেছেন এই প্লান্টের renovation যদি করা হয়, repair করা হয়, তাহলে ৫।৬ বছরের বেশী বাঁচতে পারে না। এই যদি expert কমিটীর রিপোর্ট হয়ে থাকে, যদি ৫ বছর এর Management এবং Control আমাদের নিজেদের হাতে নিয়ে নিই,—সেই ক্লজের সঙ্গে acquire করবার clauseটা কেন লিপিবদ্ধ করা হলো, তার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। আমি এই সম্পর্কে একটা কথা বলে দিচ্ছি—Expert Committee রিপোর্টে পরিষ্কার করে যে কথা বলেছেন, তার একটা লাইন এখানে তুলে দিতে চাই—S. Lahiriকে Top level expert বলা হয়, তিনি বলেছেন "It should be kept going until gas can be delivered to Calcutta from Durgapur. Long term repair is not justified. We do not recommend any capital expenditure on the plant beyond the immediate repair that has to be carried out in order to ensure

supply of gas for the next two years within which arrangement must be made to supply gas from Durgapur".

অর্থাৎ দু'বছর যতক্ষণ না দুর্গাপুর থেকে গ্যাস কলকাতায় আসুক না পাবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই Oriental Gas Companyর যে Plant আছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে যখন এই বিল উত্থাপন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন আগামী ১৯৬১ সালের মে মাসের মধ্যে সমস্ত pipeline তৈরী হয়ে যাবে এবং ১৯৬১ সালের মধ্যেই দুর্গাপুর থেকে গ্যাস এখানে এসে পৌঁছিতে পারবে। এই দু'বছরের মধ্যে দুর্গাপুরে প্রচুর পরিমানে গ্যাস উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। যে গ্যাস বর্তমানে তৈরী হয়েছে, তার বহু লক্ষ Cubic feet গ্যাস পুড়িয়ে wasted করে ফেলা হয়েছে। সেই গ্যাস আসবার ব্যবস্থাটা ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন। এ নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা নিষ্প্রয়োজন। যে গ্যাস সেখানে উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিদিন three million Cubic Feet of Gas জ্বালিয়ে তাঁরা নষ্ট করে ফেলেছেন। কলকাতায় সেই গ্যাস নিয়ে আসতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এই গ্যাস নিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রীর কথামত পশ্চিম-বাংলায় নিয়ে আসতে যদি pipe lineএর জন্য দু'বছর সময় লাগে, তাহলে এই দু'বছর সময়ের জন্য Oriental Gas কোম্পানীর management এবং Control করায়ত্ব করুন। দ্বিতীয়তঃ সময় নেবার প্রয়োজন কি আছে? পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে কলকাতাকে যদি Smoke-nuisanceএর হাত থেকে বাঁচাতে হয় সর্বপ্রকারে, তাহলে সেই দুর্গাপুর থেকে অবিলম্বে যাতে গ্যাস কলকাতায় পৌঁছতে পারে—সেদিকে আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আজ এক কোটী টাকা Compensation দিয়ে Oriental Gas Company নিয়ে নেওয়া আদৌ সঙ্গত নয়। একথা সত্য ও স্পষ্ট যে এই Gas Company পাঁচ-ছয় বছরের বেশী বাঁচিয়ে রাখতে আপনারা পারবেন না। এই সর্ত অস্বীকার করার অর্থ Expert Committeeর যে মতটা, তার সামান্য মূল্যও না দেওয়া। তা প্রত্যেকের দেওয়া উচিত। সেই মূল্যবোধ যদি জাগ্রত থাকতো যে Top level Expert কমিটীর opinion তা অন্ত কারো স্বার্থে টুকরো টুকরো করে না ফেলি, অস্বীকার না করি, তাহলে, আমাদের পক্ষে পাঁচ-ছয় বছরের জন্য কোম্পানীর management এবং controlএর দায়িত্ব নেওয়া কোন মতে উচিত নয়।

তারপরে আপনার সামনে কয়েকটী বিষয়ে বক্তব্য পরিষ্কার করে রাখতে চাই। Section 4 —একথা বলে কোম্পানীর managementএর control আমরা যদি নেই, ৫ বছরের জন্য কমপক্ষে এর management এবং control নিতে হবে। এই ৫ বছরের মধ্যে—৩ বছর কি ৪ বছর পরে সেই management এবং control ছাড়িয়ে দিতে আমরা পারবনা। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি—গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্যবসায় নেবার চেষ্টা করেছেন যেমন গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরা, যেমন State Transport বাস—সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে গভর্ণমেণ্ট control, সেই সমস্ত managementএ মুনাফার পরিবর্তে প্রতি বছর প্রচুর লোকসান দিয়ে আসছেন।

পাঁচ বছরে গ্যাস কোম্পানীর যে অবস্থা, সেই অবস্থায় অনিবার্য্য লোকসান দিতে আরম্ভ করবেন। অথচ সেই লোকসান হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টকে কোম্পানীকে Conpensation দিয়ে চলে যেতে হবে।

[6-45—6-55 p.m.]

যদি ৫ বছরের মধ্যে এই গ্যাস Plant বা গ্যাস Holder accidentএ নষ্ট হয়ে যায় It has outlived its utility.

এবার ভবিষ্যতে যদি climatic conditionএর জন্য এবার পুরানো company দুই এক বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে 2% compensation দিতে হবে—এই কথা এখানে মাননীয় সদস্যদের পরিষ্কার ভাবে বোঝা দরকার যে management and control যদি করায়ত্ত করি তাহলেও আমাদের সংবিধানে Article 31 অনুসারে বা সংবিধানের এমন কোন নির্দেশ আমাদের উপরে নাই, যার ফলে কোন রকম compensation বা খেসারত মালিককে দিতে

হয় management and control করায়ত্ত করবার জন্য। যদিও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন natural justice হিসেবে তাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু এই যে তিনি natural justiceএর কথা বলে মালিক পক্ষকে যে হৃদয়বত্তা ও সহানুভূতি দেখাচ্ছেন সেটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কল্যাণকর কাজ হবে কিনা সেই দিক দিয়েই এটা বিচার করা প্রয়োজন। এবং সেটা যদি losing concern হয় তাহলে কোন মৌলিক নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এই কোম্পানীকে প্রতিবছর ২% করে compensation দেব। এর পরে section 4 (c) proviss (ii) তার প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেখানে লেখা আছে "any transfer by way of sale, exchange, gift, mortgage, lease or otherwise, affecting the undertaking of the Company or any part thereof, made between the date of commencement of this Act and the appointed day shall....." Companyর যদি কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে compensation দেবার সময় আমরা সেটা হিসেবের মধ্যে আনতে পারছি না। কাজেই এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে বাংলা দেশের মানুষ বিশেষ করে কলকাতার সচেতন মানুষ তাদের কাছ থেকে যে wisdom আশা করেছিল এবং কলকাতা smoke nuisance থেকে বাঁচবার জন্য যে আশা পোষণ করেছিল তাদের সে আশা পূর্ণ হবে না এবং তারা এই মনে করবে যে Gas Company নেবার পেছনে আর যাই উদ্দেশ্য থাকুক কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই। এই বলে এটা circulation দেবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st of May, 1960.

স্যার, আমরা যখন বক্তৃতা করি তখন সরকার পক্ষ বলেন, তোমরা গঠনমূলক সমালোচনা কর না, শুধু গ্যাস দাও। এখন সরকারপক্ষ নিজেই গ্যাস দিতে সুরু করেছেন কলকাতার লোককে। কলকাতার লোকের জল নাই, তারজন্য সরকারের বিশেষ চিন্তা নাই। কলকাতার লোক আগুনে পুড়ে মরছে, জলের ব্যবস্থা নাই কলের diameter ছোট, সুতরাং কলকাতার লোককে আগুনে পুড়ে মরতেই হবে। কলকাতার লোক খাদ্য পায় না, কলকাতার লোক পায়খানা পায় না—এসবের জন্য সরকারের কোন চিন্তা নাই। তাঁদের হঠাৎ চিন্তা হল, কলকাতার লোককে গ্যাস দিতে হবে, নইলে নাকি বাংলাদেশের শিল্প সম্বন্ধে সরকারের কর্তব্য সঠিক হচ্ছে না।

এখন ভেজালের যুগ। এজীবনে, বিশেষ করে কংগ্রেস রাজত্বে, অনেকরকম ভেজাল দেখলাম—দুধে জল, তেলে সেয়াল কাঁটার বীচি, কিন্তু Oriental Gas Companyর ভেজালে এক নতুন জিনিস দেখলাম—গ্যাসেও হাওয়া ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। জালান কোম্পানীর গ্যাসে এমন অবস্থা যে, রাস্তার গ্যাসের আলো জলছে কিনা দেখবার জন্য লণ্ঠন উঁচু করে ধরে দেখতে হয়। এহেন জালান কোম্পানীকে হঠাৎ বিধান বাবুর দল management and control দেওয়ার নাম করে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে কোন কোন লোক আশ্চর্য্য হয়েছেন। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আমাদের কংগ্রেসী সরকারের জালান প্রীতি সুবিদিত। আপনার বোধহয় মনে আছে যে, কয়েক বছর আগে এই Surajmall Nagarmall পরিবার কলকাতার লোককে গুলি করে হত্যা করিয়েছিল—এমনকি পাশের বাড়ীর আসন্ন প্রসবা রমণীকেও তারা গুলি করে হত্যা করিয়েছিল। বিধান বাবুদের রাজত্বে তবু তাদের গায়ে হাত পড়েনি। সুতরাং এই বিল একবার প্রত্যাহার করে নিয়ে পুনরায় এই বিল হাউসের সামনে উত্থাপন করার পিছনে আমাদের কংগ্রেসী সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না—এবং কোন কোন কংগ্রেস সদস্য যে প্রথমে আপত্তি করেও পরে এটা Support করলেন তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

যাহাহোক, এখানে অনেকরকম আলোচনা শুনলাম, এও শুনেছি যে, Expert Committee মত দিয়েছে যে এখন জিনিষপত্র প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থায় এসেছে। কিন্তু Expert

Committeeর কাজের নমুনা দেখে আমি অবাক হলাম। তাদের বলা হয়েছিল গ্যাস কারখানার অবস্থা ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে। কিন্তু তাঁদের পর্য্যবেক্ষণের নমুনা দেখছি একটিই—Expert by inspection 28/9/59। অর্থাৎ এই Expart Committee এমনই expart যে, তাঁরা একবার মাত্র Gas Company inspection করেই রিপোর্ট দিয়ে দিলেন—এবং আমাদের সরকারও সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করলেন। আমি বলব যে, Expert Committeeর রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বিল আনা উচিৎ ছিল না—কারণ এই Expert Committee মাত্র ৩ দিনের জন্য একটা frivolous inspection করেই ছেড়ে দিয়েছেন। আমি বলব, এভাবে ছেড়ে দিয়ে তারা কোন দায়িত্বশীল কাজ করেননি।

এখন এই গ্যাস কোম্পানীর capital ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাসত্ত্বেও সেই capital এবং উক্ত ক্ষয় ক্ষতি বাদ দিয়ে ২% compensation দিতে হবে শুধু management acquire করবার জন্য। তাহার যখন এই কোম্পানী acquire করা হবে, তাই দুটো alternative রাখা হয়েছে, purchese price minus depreciation, না হলে লাভের 8 times দেওয়া হবে—এই জিনিষ রাখা হয়েছে।

[6-55—7-2 p.m.]

এখন আপনার মনে হয়ত হবে যে যখন লেখা আছে অরিজিন্যাল ক্যাপিটালের ভিত্তিতে ডিপ্রিসিয়েসান বাদ দিয়ে পারচেস প্রাইস দেওয়া হবে তখন যদি বাস্তবিক কোম্পানী প্রচণ্ডভাবে ডিপ্রিসিয়েটেড হয়ে থাকে—অর্থাৎ যন্ত্রপাতি মালমশলা—এবং ফিজিক্যাল য়্যাসেটস্ জিরোর পর্য্যায়ে এসে থাকে ট্রাইবুন্যাল সেইভাব দাম ধরবে। কাজেই পারচেস প্রাইস জিরোর পর্য্যায়ের সমান হবে। কিন্তু আইনটা খুঁটিয়ে দেখতে পেলাম যে দাম ইত্যাদি ঠিক করে দেবার সমস্ত ক্ষমতা ট্রাইবুন্যালকে দেওয়া হয়েছে, অথচ অবাক কাণ্ড যে, ফিজিক্যাল য়্যাসেট্স্ একজামিন করার কোন ক্ষমতা ট্রাইবুন্যালকে দেওয়া হয়নি। আপনি দেখবেন ৮ নম্বর ক্লজে পারচেস প্রাইস সম্বন্ধে লেখা আছে এই—সাব-সেকসান (২) তে আছে যে Compensation shall be determined by a Tribunal সাব-সেকসান (৪) এ লেখা আছে যে ট্রাইবুন্যালের কি কি পাওয়ার থাকবে। অর্থাৎ তাতে লেখা আছে—"Tribunal shall have the powers of a civil court while trying suits under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath,

(b) requiring the discovery and production of documents,

(c) receiving evidence on affidavits, and

(d) issuing commissions for the examination of witnesses or documents."

আশ্চর্য্য কাণ্ড যে তাদের ডিপ্রিসিয়েসান এর আস্থা, ফিজিক্যাল য়্যাসেট্স্ কি অবস্থায় আছে সেসব বিচার করার ক্ষমতা ট্রাইবুন্যালকে দেওয়া হয় নি। একসঙ্গেই কমিটি য়্যাপয়েণ্ট করা ফিজিক্যাল য়্যাসেটস্ একজামিন করবার, মেটিরিয়াল একজামিন করার ক্ষমতা এর মধ্যে নেই। এই বিলে বলে কোম্পানী যদি আপত্তি করে যে এই ট্রাইবুন্যালের কোন ক্ষমতা নেই ফিজিক্যাল য়্যাসেটস্ একজামিন বা চেক করার তাহলে আপনাকে কিছু করার থাকবেনা। অন্য সময় হলে বলতাম না এটা একটা সিরিয়াস ফ্লু ইন দি বিল। আমাদের এই সরকারের জ্বালান গোষ্ঠীর প্রতি প্রীতির কথা কোলকাতার অধিবাসীরা জানে এবং সেসম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। সুতরাং এই সরকারের ইতিহাস যেরকম কালো তাতে আমার মনে হয় যে এই ফ্লু ইচ্ছা করে রাখা হয়েছে যাতে ফিজিক্যাল এসেট্সের ঘুণধরা অবস্থা একজামিন করে ধরা না পড়ে। ট্রাইবুন্যালকে যদি একথা বলা হয় যে এক্সপার্টরা একজামিন করে গেছেন, এসেটস্ এর অবস্থা বলে দিয়ে গেছেন তখন আর একজামিন করার কি প্রয়োজন আছে? একথা

বলার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি বলছি এই বিলে দেখছি যে লক্ষ লক্ষ সব বিসর্জ্জন দিয়ে যে কোন রকমে জালান কোম্পানীকে কিছু টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করাচ্ছেন।

এইসব কারণেই আমরা বলছি যে circulate it for eliciting public opinion মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে কোলকাতার জনসাধারণের দরকারের জন্য তাদের গ্যাস দেবার জন্য এই বিল আনছেন। কিন্তু জনসাধারণ মত এ বিষয়ে কি সেটার জন্য এটিকে সার্কুলেট করতে আপত্তি কি আছে? পার্টির মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ থাকার দরুণ তিনি এই বিল সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তখন দম্ভসহকারে সেই বিল এনেছিলেন এবং তা' পার্টি মেম্বারের চাপে বাধ্য হয়েছিলেন প্রত্যাহার করতে। এখনও পার্টির মধ্যে এই নিয়ে তর্ক হবার ফলে তাঁর উচিৎ যে এই বিলটা পাবলিক্ ওপিনিয়ানের জন্য পাঠান। এখন এই বিল নিয়ে তাঁর দলের সভ্যদের মধ্যে তর্ক চলাকালে কোলকাতার লোকের মনে এই বিল সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি করছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে তাঁর উচিৎ হচ্ছে এই বিলটাকে সার্কুলেট করা। সেজন্য আবার সেখানে আমি বলেছি যে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কোলকাতার অধিবাসীদের কাছে এই বিলটা সার্কুলেট করুন এবং তাতে যদি দেখেন যে কোলকাতা শহরের জনসাধারণ গ্যাস পাবার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত তখন আপনি এই বিল এনে পাশ করাবেন। এছাড়া আপনার যেখানে মেজোরিটি আছে সেখানে সেদিক থেকে তো আপনি assurance সুতরাং বিল পাশ হবার সম্বন্ধে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু আপনার কংগ্রেস পার্টির মধ্যে যেখানে প্রতিবাদ উঠেছে সেখানে আপনার একটু ভাবা উচিৎ। অবশ্য আপনাদের কয়েকজন জালান গোষ্ঠীর দ্বারা গ্যাষাস হবার ফলে এই বিল প্রত্যাহারে বিরোধী, কিন্তু আমি বলব যে যখন আপনার দলের মধ্যে বিভেদ দেখা দিচ্ছে তখন আপনার নিজের মনটা strengthen কথার জন্য কোলকাতার অধিবাসীদের কাছে তাদের মতামত জানার জন্য এই বিলটা প্রচার করুন। কোলকাতার অধিবাসীরাও আপনার কাছ থেকে এটাই আশা করে।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-2 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 31st March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 31st March, 1960, at 3 p m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 184 Members.

Starred Questions

(to which oral answers were given).

[3-3-10 p.m.]

Grant of certain concessions to agriculturists possessing not more than 2 acres of land during 1959-60

***54A.** (Short Notice.) (Admitted question No. *3676.) **Shri ANANGA MOHAN DAS :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য ২ একর বা তন্নিম্ন কৃষি-জমির স্বত্বাধিকারিগণকে কয়েকটি সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার স্থির করিয়াছেন ;

(খ) ইহা সত্য হইলে, কি কি সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ;

(গ) ইহা কি সত্য যে, ২ একরের কম কৃষি-জমির অধিকারী অথচ জোত একসংগে রহিয়াছে এইরূপ কৃষককে ঐসব সুবিধা দেওয়া হইবে না ;

(ঘ) সত্য হইলে, ঐরূপ কৃষককে ঐসব সুবিধা দিবার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে—

(১) যে-সমস্ত অঞ্চলে সেচজলের সুবিধা নাই, সেই অঞ্চলের জন্য এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং

(২) রাজস্ব আদায়কারী বিভিন্ন কর্মচারিগণ বেসিন অঞ্চলের বা জলনিকাশী খালের সুবিধা পায় এরূপ অঞ্চলকেও সেচের অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিতেছেন না ; এবং

(চ) সত্য হইলে, এ-সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA) :

(ক) হইতে (ঘ) এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনামা দুইটি লাইব্রেরী টেবিলে রাখা হইল। ইহার অধিক কোনও সুবিধা দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া সরকার মনে করেন না। অবশ্য বন্যা বা দুর্দশাপীড়িত অঞ্চলে আরও সুবিধা দিবার জন্য পৃথক্ নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

(ঙ) এবং (চ) প্রথম নির্দেশ যে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট ছিল, তাহা পরের নির্দেশে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Shri Ananga Mohan Das : প্রথম নির্দেশনামায় দেওয়াছিল যে ২ একর agricultural land থাকলে বাদ পড়বে। Total holding দুয়ের কথা যে সুবিধা প্রথম নির্দেশনামায় দেওয়া ছিল পরবর্তী নির্দেশনামাতে তা সংকোচ করা হয়েছে কিনা ?

The Hon'ble Bimal Candra Sinha : এবিষয়ে প্রথমে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা অস্পষ্ট ছিল বলে মাননীয় ডাঃ রায় এবং ডাঃ ঘোষের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল—তাঁরা দেখে যে

কথা বলেছিলেন সেকথা সুস্পষ্ট করে দেবার জন্য পরবর্তী নির্দেশনামাতে সেরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Shri Ananga Mohan Das : যেসমস্ত গরীব লোকের কৃষি জমি নেই শুধুমাত্র ২ একর non-agricultural land আছে তাদের সুবিধা দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন কি ?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : সে কথা বিবেচনা করায় অনেক বাধা আছে। তার কারণ যাদের শুধু ২ একর কি ১ একর non-agricultural holding আছে তাদের মধ্যে টালিগঞ্জ আসতে পারে, বরানগর আসতে পারে। সেগুলি জমিদারী আইনের আওতার বাইরে। তাদের যদি ১ একর অর্থাৎ ৩ বিঘা জমির হোল্ডিং থাকে তাহলে তারা প্রচণ্ড বড় লোক। এইরকম লোককে দিলে এরকম বহু জমি বেরিয়ে যায়। দার্জিলিং শহরে দেখুন—যাদের বাড়ী আছে, একটা আমোদ ভবন, সেখানে application হবে। কাজেই সেগুলি বাদ দেওয়া উচিৎ।

Shri Ananga Mohan Das : যারা অত্যন্ত গরীব লোক, যাদের agricultural land মোটেই নেই, তারা কিছু সুবিধা পাবে কি না ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : যাদের agricultural land মোটেই নেই তাদের relief এর জন্য এই ব্যবস্থা আমরা করি নাই। আমরা শুধু যাদের agricultural land আছে এবং drought এর জন্য যাদের difficulties হয়েছে তাদের কথা ভেবেছি।

Shri Mihirlal Chartterjee : নির্দেশনামায় আছে একটা holding। কিন্তু একাধিক holdingএ ২ একরের কম যদি জমি থাকে তাহলে কি খাজনা মুকুব করা হবে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : দেখব।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আইনটা অন্যভাবে interpret করছে ? আজকে ২ বিঘা কি ৪ বিঘা কি ৬ বিঘা ভোগ করছে কিন্তু আসলে সেটা হয়ত রেভেনিউ হিসাবে ১৭।১৮ বিঘার একটা জমা। সেই জমার একটা অংশ ভোগ করছে.....

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : প্রত্যেক family যে individually cultivate করে তার যদি ২ একরের কম থাকে তাহলে হবে। তার যদি এক জায়গায় ২ একর আর এক জায়গায় ২ একর থাকে তাহলে হবে না।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : যার ২ একর জমি আছে সে যা রেভেনিউ দেয় তা চেকে লেখা থাকে যে সেই জমিটা অমুক জমার অন্তর্গত। সেই লোকের যেখানে যা জমি আছে তার টোটাল জমি হচ্ছে ২ একর কিন্তু সেই ২ একর এমন জমার অন্তর্গত যে জমাটা অরিজিন্যালি হচ্ছে বেশী। সেখানে split করে আলাদা পৃথক করে দেওয়া জমি খুব কম সমস্ত বাংলাদেশে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : আপনারা নির্দেশ নামার প্রথম paragraph দেখুন, সেখানে owns কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে নিজের ভাগে own করতে পারে—সমস্ত আলাদাভাবে own করতে পারে। কাজেই owning হচ্ছে ২ একরের কম।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একটা এক্সপ্লানেটরী নোট যদি স্থানীয় অফিসারদের কাছে না যায় তাহলে অসুবিধা আছে কারণ আমি খুব অল্প দিন আগে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে কেউ হয়ত মোট জমির দু বিঘা রাখে মাত্র—সেই অরিজিনাল জমির এক অংশ কিন্তু মোট জমি যেহেতু বেশী সেহেতু তাকে দিচ্ছেন না। এমন কি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ননইরিপেটেড্ এরিয়া ইরিগেসন যায়নি, কালনায় ধরুন ভবিষ্যতে ইরিগেসন যেতে পারে কিন্তু ডি,ভি,সি,র ক্যানেল এরিয়া বলে সেটাকে এখন ধরে নিচ্ছেন, যেহেতু এটা ক্যানেল এরিয়া সেহেতু তারা পাবেনা।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: এখানে পরিষ্কার লেখা আছে পেজ—*ভবিষ্যতে যেন পেজ হয়না।*

Shri Natendra Nath Das: এখানে দিয়াছেন ল্যাণ্ডকম্‌প্রাইজ অব এনি হোল্ডিং……

Mr. Speaker: উনিতো বলেই দিলেন।

Shri Ganesh Ghosh: ডা: রায় যা বল্লেন সেটা সার্কুলেট করে বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট অফিসে পাঠিয়ে দিলে ভাল হবে।

Shri Benoy Krishna Chowdhury: সিভিল ল ইয়াররা হোল্ডিং শব্দটার অর্থ বুঝতে পারছেন, ইণ্ডিভিজুয়াল লোক যে জমি হোল্ড করে সে অর্থে এটা ব্যবহার হয় না। হোল্ডিং মানে রেভিনিউর একটা সার্টেন হোল্ডিং সে হয়ত ½ হোল্ড করে। জমির রেভিনিউ হিসাবে হোল্ডিং মিন করে, না ইণ্ডিভিজুয়াল লোক সে কতটা হোল্ড করছে সেটা মিন করে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: এতে লেখা আছে নন্ এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড চাই হোল্ডিংএর কোন প্রশ্ন নেই। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে যেটা লেখা আছে তার উদ্দেশ্য কি? একটা হোল্ডিং-এ ৩।৪ রকম জমি থাকতে পারে—নন এগ্রিকালচারাল থাকতে পারে, এগ্রিকালচারাল থাকতে পারে, পাথর থাকতে পারে, ফরেষ্ট থাকতে পারে ইত্যাদি। এখানে প্রপোরসানেট রেণ্ট রিমিসন—হোল জমির রেণ্ট হয়ত ৫ টাকা, এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড হলো ½ সেখানে এক টাকা একথা লেখা আছে। সুতরাং গোলমালটা কোথায়?

Shri Haridas Dey: ডিক্লারেসন ৩১শে চৈত্রের মধ্যে দিতে বলেছেন কিন্তু চৈত্রমাস ৩০ দিন, আজকে ১৭ দিন। এই টাইম এক্সটেণ্ড করার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: আপনারা সেখানে দেখুন কিরকম কাজ চলে। যদি দেখা যায় সত্যই অসুবিধা হচ্ছে তাহলে সরকার টাইম এক্সটেণ্ড করার কথা বিবেচনা করবেন।

Shri Haridas Dey: এখান থেকে অর্ডার যাবে কালেক্টরের কাছে, সেখান থেকে মফঃস্বলে যাবে। কাজেই এত অল্প টাইমের মধ্যে সেটা সম্ভব নয়। সেজন্য এটা এক্সটেণ্ড করা উচিত।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: যদি দেখা যায় যে ৩১শে চৈত্রের মধ্যে অসুবিধা রয়েছে তাহলে সে বিষয়ে বিবেচনা করে যদি প্রয়োজন হয়তো টাইম এক্সটেণ্ড করা যাবে।

[3-10—3-20 p.m.]

Shri Ramanuj Halder: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (ক) এবং (ঘ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন অবশ্য বন্যা বা দুর্দ্দশা পীড়িত অঞ্চলে আরও সুবিধা দেবার জন্য পৃথক নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি বন্যা পীড়িত ও দুর্দ্দশা পীড়িত অঞ্চল কোনগুলি, এবং সেটা কি ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: সেটা ঘোষণা করবার প্রয়োজন নেই। সেটা আমাদের রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের সবাই জানেন এবং কলেক্টার বলে দিয়েছেন definition of flood affected areasটা কি।

Shri Ramanuj Halder: কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের লোকেরা না জানতে পারলে কেমন করে খাজনা দেবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: খাজনা দেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী অজয় বাবু আর একটা প্রশ্নের উত্তরে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

Shri Ajit Kumar Ganguli : তাদের সুবিধা দেবার জন্য আরও কি কি পৃথক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ?

The Hon'ble Bimal Chandra Shinha : একথা বহুবার ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাজেট স্পীচেও আমি বলেছি। সেটা হচ্ছে সমস্যাটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হল আপাত রিলিফ, আর একটা হল পার্মানেণ্ট রিলিফ। আপাত রিলিফের মোট কথা সম্বন্ধে গতকাল circular word by word অজয় বাবু পড়ে দিয়েছেন। মোটামুটি তাঁবাদি রক্ষার জন্য নানান dues আছে শুধু revenue, rent নয়, গভর্ণমেণ্টের নানান dues, যা যেখানে আছে তার একটা list অজয় বাবু পড়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছে কারুর উপর চাপ দেওয়া হবে না, যেমন ১৯৫৬ সালের ফ্লাডের সময় ব্যবস্থা হয়েছিল, যে দেবে তার কাছ থেকে নেবো, যারা দিতে refuse করবে, তাদের উপর চাপ দেওয়া হবে না। দু নম্বর যেখানে তাঁবাদি হচ্ছে সেখানে তাঁবাদি রক্ষার জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হবে, কিন্তু ক্রোক করা হবে না। সেখানে পার্মানেণ্ট রিলিফ দেওয়া হবে, কি না হবে, সে সম্বন্ধে কলেক্টার ঠিক করে একটা suggestion পাঠিয়েছেন, সেটা cabinetএ consider করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : এই নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কো-অপারেটিভ এর ব্যাপারে ক্রোক করা হচ্ছে। সেই জন্যই আমি এটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : মাননীয় সদস্য মহাশয় জানেন কো-অপারেটিভ গভর্ণমেণ্টের কোন অঙ্গ নয়। ডিরেক্টররা যা করবেন তাই হবে, তাতে আমাদের কিছু করবার নেই।

Setting up of a plant at Durgapur for manufacture of basic drugs.

***54B.** (Short Notice) (Addmitted question No. *3607.) **Shri BENOY KRISHNA CHOWDHURY :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state whether it is a fact that the proposal to set up a plant at Durgapur to manufacture basic drugs has not received the approval of the Government of India ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reasons given by the Government of India for not selecting Durgapur as a site for the proposed plant ; and

(*ii*) what further action, if any, is being taken by the State Government in this regard ?

The Chief Minister and Minister for Development (The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY) : (*a*) No information has been received from the Central Government.

(*b*) Does not arise.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : এই উত্তরটা কত দিনের ? আপনি এ সম্বন্ধে informationটা কি পাননি ?

The Hon'ble Bidhan Chandra Roy : যদি জানতাম তাহলে উত্তরে দিতাম।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : আপনার কাছে up-to-date কোন information নেই ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : আমার কাছে কোন খবর নেই, উত্তরে না বলা হয়েছে, তার চেয়ে আর বেশী কিছু বলতে পারবো না।

Shri Benoy Krishna Chowdhury : ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ইন্‌ফরমেশন পাবার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : অনেকবার।

Shri Sunil Das : প্রশ্নোত্তর থেকে এইটাই বুঝবো যে এখনও বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীনে আছে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : সেখানে আমাদের দরখাস্ত দেওয়া আছে। আপনারা জানেন কোন ইন্‌ডাষ্ট্রি করতে হলে, সেই ইন্‌ডাষ্ট্রির জন্য লাইসেন্স লাগে। সেই লাইসেন্সএর জন্য এ্যাপ্লিকেসন দেওয়া হয়েছে, এখন সেটা তাঁরা দেবেন কি না দেবেন, তাঁরাই জানেন।

Shri Sunil Das : এটা ঠিক পরিষ্কার হল না। এ্যাপ্লিকেসনটা কি এখনও pending for decision রয়েছে ? আমি সেইটা জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : আমাকে তাঁরা সেটা ফেরৎ দেননি, কিছুই বলেননি।

Shri Sunil Das : একথা কি সত্য যে সোভিয়েট টিম্ recommend করেছিলেন drug factory দুর্গাপুর siteএ করবার জন্য ; কিন্তু সেখানে না করে কল্যানীতে করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে ? এ খবর কি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় জানেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chadra Roy : কোন খবর নাই।

Shri Sunil Das : একথা কি সত্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের মাহুভাই দেশাই সরকারী দরখাস্ত না মঞ্জুর করেছেন এ সম্বন্ধে কোন খবর সরকারীভাবে কিংবা বেসরকারীভাবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি না ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : আমার কাছে খবর নাই।

Assault on motor drivers at Siliguri, on 30th May, 1958

***55.** (Admitted question No. *1879.) **Shri DEO PRAKASH RAI :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state whether he is aware of an incident of assault on hill drivers at Siliguri on 30th May, 1958, by a mob ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the cause of the assault and the actual place of occurrence ;

(*ii*) the names of the persons injured ;

(*iii*) the number arrested so far ; and

(*iv*) whether any of the police personnel were present at the place of occurrence at the time of assault on hil drivers on 30th May, 1958, and whether any police officer was manhandled by the mob ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) The incident took place over the question of fare between a passenger and the driver at Siliguri North Railway Station, Motor Stand.

(*ii*) Pa Tshering, Aitey Dorjee, Nima Sherpa, Lachuman Tamang and Sadhan Ch. Paul.

(*iii*) Three.

(*iv*) Yes.

Assault on motor drivers at Siliguri on 30th May, 1968

***56:** (Admitted question No. *1926.) **Shri BHADRA BAHADUR HAMAL:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ৩০-৫-১৯৫৮ রাত্রে শিলিগুড়ি মোটর স্টাণ্ডে সংঘটিত একটি হাঙ্গামায় মোটর ড্রাইভারেরা নির্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াছিল এবং তাহাদের গাড়ীসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং

(২) এই-সমস্ত ড্রাইভারেরা প্রাণরক্ষার জন্য সুকৃনায় পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঘটনাস্থলে পুলিস হাঙ্গামা নিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল,

(২) এ-পর্যন্ত কতজনকে এ-সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং

(৩) ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE):

(ক) একজন যাত্রী এবং ড্রাইভারের মধ্যে ভাড়া লইয়া হাঙ্গামা বাধিলে দুইজন ড্রাইভার, একজন ক্লিনার এবং অপর আরও দুইজন সামান্য আহত হয়। দুইখানি গাড়ীও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত ঘটনার পর ঐ অঞ্চলের প্রায় সকল ড্রাইভারই সুকৃনায় চলিয়া যায়।

(খ) (১) ঘটনাস্থলে কর্মরত একজন কনস্টেবল উক্ত হাঙ্গামায় বাধা দিয়া ব্যর্থ হইয়া থানায় সংবাদ দেওয়ায় আরও অধিকসংখ্যক পুলিস উপস্থিত হয়। অতঃপর জনতা চলিয়া যায়।

(২) তিনজনকে।

(৩) ঘটনাস্থলে পুলিস মোতায়েন এবং উক্ত এলাকায় পুলিস টহলের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: যখন মারামারির ঘটনা হয়ে গেছল তারপর Deputy Commissioner দার্জিলিংএ কদিন পরে দাঙ্গাহাঙ্গামা রুখবার চেষ্টা করেছিল ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee: দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে প্রথমে যে পুলিশ উপস্থিত ছিল তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা থামাবার চেষ্টা করে তারপর Deputy Commissionerএর হস্তক্ষেপে দাঙ্গা মিটে যায়।

Shri Satyendra Narayan Majumder: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই ঘটনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল—জানেন বুঝতে পারছি এই অবস্থা prevent করার জন্য কর্তৃপক্ষ সময় মত কি ব্যবস্থা করিছিলেন ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee: যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

Shri Satyendra Narayan Majumder: মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে দার্জিলিংএর Deputy Commissionerএর কাছে নাগরিকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল শান্তির আবহাওয়া আনবার চেষ্টা করার জন্য কিন্তু ৩ দিন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee: আমার যতদূর জানা আছে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়, রূপ পরিগ্রহ করে ঘটনা সংঘাতের ফলে যাতে সেই রূপ না নেয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

Shri Satyendra Narayan Majumder : সেইরূপ পরিগ্রহণ করিলে সে সম্বন্ধে কার্য্যকরী কি ব্যবস্থা যথাবিহিত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন কি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee : পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল, যারা গোলমাল করে তাদের ধরবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যারা উস্কানি দেয় তাদের ধরবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

Shri Satyendra Narayan Majumder : বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষার জন্য কোন উদ্যোগ করা হয়েছিল কি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee : উত্তেজনা যখন থাকে সেই সময় যদি সবাইকে ডেকে মিলেমিশে করার চেষ্টা হয়তো সবসময় কার্য্যকরী হয় না।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : আপনি বলেছেন তিনজনকে ধরা হয়েছে, কোন case হয়েছে কি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee : Case হয়েছে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : সেই caseএর result কি জানতে পারি কি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee : সাধারণত: দাঙ্গাহাঙ্গামা যা হয়ে থাকে তাতে সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যায় না, পরে তারা খালাস পেয়ে যায়।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : আর যাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয় সেজন্য শিলিগুড়িতে Driverদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

The Hon'ble Kalipada Mookherjee : তারপর দাঙ্গাহাঙ্গামা আর কিছু ঘটেনি, সেখানকার অবস্থা শান্ত আছে।

Shifting of Bagda police-station of Bongaon subdivision to Helencha

***57.** (Admitted question No. *2008.) **Shri MANINDRA BHUSAN BISWAS :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমার বাগদা থানাকে হেলেঞ্চায় সরাইয়া আনিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং এই সংক্রান্তে প্রয়োজনীয় জমি রিকুইজিসন করা হইয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) থানার জন্য গৃহাদি নির্মাণ শুরু হইয়াছে কিনা, এবং

(২) না হইয়া থাকিলে, কতদিনে শুরু হইবে ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE) :

(ক) হ্যাঁ, তবে প্রয়োজনীয় জমি রিকুইজিশন করা হয় নাই, কারণ তাহা দান হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(খ) (১) না।

(২) ১৯৫৯-৬০ সালে নির্মাণাদি কার্যের জন্য অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা হইতেছে। হেলেঞ্চায় নূতন জমিটির দানপত্র নিষ্পন্ন হইলে ও অর্থবরাদ্দ হইলে থানার জন্য গৃহাদি নির্মাণ শুরু হইবে।

[3-20—3-30 p. m.]

Shri Ajit Kumar Ganguli : বাগদা একটা থানা কোয়ার্টার আছে—তা' জানা আছে কি ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : যা আছে, তাতে সংকুলান হয় না। হেলেঞ্চায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে হেলেঞ্চায় থানাকে স্থানান্তরিত করা হবে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : বাগদায় কি প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া যাচ্ছে না ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : উপযুক্ত জমি পাওয়া যায় নাই।

Shri Ajit Kumar Ganguli : হেলেঞ্চায় কত বিঘা জমি পাচ্ছেন ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : জমির পরিমাণ এখনো সঠিক জানা যায় নাই।

Shri Ajit Kumar Ganguli : বাগদায় প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে কি থানা ওখানে রাখবেন ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : Decision হয়ে গেছে ; এখন আর হয় না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : আপনি বলেছেন—জমি দান করবে, কারা জমি দান করবে বলতে পারবেন ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : সেখানকার কোন দাতা।

Shri Ajit Kumar Ganguli : মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন—হেলেঞ্চা কলোনী এলাকা—এবং সেখানকার সমস্ত জমি গভর্ণমেণ্টের ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : হতে পারে। সে জমি তাদের উপর অর্পননামা হয়েছে। আবার তারা সরকারকে দান করতে পারে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : সরকার আবার সরকারকে দান করবে ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : ঠিক তা নয়।

Shri Ajit Kumar Ganguli : আর কারো জমি সেখানে নেই জানেন কি ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee ; জানি না এবং তা জানবারও প্রয়োজন নাই।

Shri Ajit Kumar Ganguli : মন্ত্রী মহাশয়—বলবেন কি বাগদা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বাগদায় থানা রাখবার জন্য আবেদন করেছিলেন ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : স্মরণ হচ্ছে না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : এতদিনে জমি পাওয়া কি সেখানে শেষ হয়েছে ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : ও সম্বন্ধে আইনতঃ অসুবিধা হয়েছে। আমাদের আইনসচিবকে দেখান হয়েছে। এবিষয়ে কি ঠিক হয়েছে—তা দেখে পরে বলবো।

Shri Ajit Kumar Ganguli : এই হেলেঞ্চায় থানা হলে পর, ওখান থেকে বয়ড়া ইউনিয়ন কতদূর পড়বে—জানেন কি ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : জানা আছে, অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু মাপিনি।

Shri Ajit Kumar Ganguli : বয়ড়া বর্ডার অঞ্চলে তা জানেন কি ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : নিশ্চয়ই জানি।

Shri Ajit Kumar Ganguli : থানা থেকে বেশীদূর হলে, ওখানে যাতায়াত করতে অসুবিধা হবে কি ?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee : তা' অনুভব করি না।

Gazetted officers employed in Deep Sea Fishing Scheme

***58.** (Admitted question No. *2533.) **Shri SUBODH BANERJEE** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) how many gazetted officers are placed in charge of Deep Sea Fishing Scheme ;

(*b*) what are their designations, functions and qualifications ;

(*c*) what are their monthly salaries and allowances ; and

(*d*) is it a fact that for the Deep Sea Fishing properly qualified Superintending Engineer is not available ?

The Chief Minister and Minister for Development (The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY): (*a*) Twelve gazetted officers exclusively for Deep Sea Fishing Scheme.

(*b*) and (*c*) A statement is laid on the Library Table.

(*d*) There is no such post. Hence, the question does not arise.

Shri Subodh Banerjee : এই উত্তরটা যে দিচ্ছেন, এটা কবেকার অর্থাৎ কবেকার ঘটনা নিয়ে বলছেন ?

Mr. Speaker : The date of the answer is 24-8-59.

Shri Subodh Banerjee : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, Mr. Vesuna কোন পদে ছিলেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray : Siladitya Chaudhuri, Ranjit Moitra.....

Shri Subodh Banerjee : আমি একটা specific নাম বলেছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray : আপনি প্রশ্নটা আবার বলুন।

Shri Subodh Banerjee : আমি প্রশ্নটা আবার করছি, please ask the Director of Fisheries, এখানে Mr. Vesuna বলে কোন officer ছিল কিনা, এবং তার designation Superintending Engineer কিনা ? He tendered his resignation। সে resignation কেন দিল that is the whole point।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray : তা এখন বলতে পারি না।

Shri Sunil Das : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এখানে Japanese expert একজন ছিল, তার নামটা স্মরণ নেই, গত বৎসর এই Japanese expert resignation দিয়ে চলে গিয়েছে এ কথা সত্য কিনা এবং যদি দিয়ে থাকে তাহলে কি কারণে দিয়েছে ?

Mr. Speaker : That is not a relevant supplementary question.

Levy of double sales tax on ready-made textile goods

***53.** (Admitted question No. *2695.) **Shri SUNIL DAS :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state if it is a fact that sales tax is being levied twice on the ready-made textile goods that are sold in the market ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the reasons for imposing such double taxation ; and

(*ii*) whether Government have taken into consideration the effect of such double taxation on the industry of ready-made textile goods ?

The Chief Minister and Minister for Finance (The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY) : (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Shri Sunil Das : যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার উত্তরে বলেছেন, No. এটা সত্য কথা যে Sales taxটা এখন exciseএর আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে এতে double taxation রাখছেন কেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : না, এখানে, there is no question of double taxation. এখানে textile goods are subject to additional excise duty কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি কেউ বিক্রি করে as garment, তার উপর এটা রয়েছে।

Shri Sunil Das : এটা পরিষ্কার হলনা। 1957 এর December মাসে textile goods excise এর আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগে যেটা sales tax ছিল এখন সেটা additional excise duty হয়েছে। সুতরাং এখানে double taxation হচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : তখন কাপড়ের উপরে ছিল এবং ready made goods এর উপরেও ছিল। কাপড়েরটা চলে গেল excise duty র মধ্যে, আর এটার উপরে আছে।

Shri Sunil Das : কিন্তু additional excise duty যেটা সেটা Sales tax হচ্ছে কেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এটার difference কিছু হয় না।

Arrests under the Preventive Detention Act in Howrah district

***60.** (Admitted question No. *2884.) **Dr. BRINDABON BEHARI BASU :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট কতজন গুণ্ডাকে Preventive Detention Act-এ আটক রাখা হইয়াছে ;

(খ) ইহা কি সত্য যে—

(১) হাওড়া শহরে গুণ্ডাদের কার্যকলাপ এখনও অবাধ গতিতে চলিতেছে, এবং

(২) হাওড়া শহরে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁয় স্ত্রীলোক কর্মচারী নিয়োগ করায় নানাপ্রকার দুর্নীতিপূর্ণ কার্যের সহায়তা করা হইতেছে ; এবং

(গ) সত্য হইলে, উহার প্রতিকার করিবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কিনা ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE) :

(ক) ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে মোট ২১ জনকে।

(খ) (১) না।

(২) হাওড়া শহরের কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁয় স্ত্রীলোক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, তবে কোন দুর্গতির অভিযোগ সরকারের কাছে আসে নাই।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

Preservation of the Sal forests in Midnapore district

***61.** (Admitted question No. *2916.) **Shri SAROJ ROY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Forests Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের শাল জঙ্গলগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং

(২) দশ বৎসরের কম বয়সের শাল জঙ্গলগুলি auction sale-এ বিক্রয় হইতেছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন ?

The Minister for Forests (The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR) :

(ক) (১) না।

(২) জমিদারী দখল আইনে যে-সব বে-সরকারী জঙ্গল সরকারের হাতে আসিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে যেগুলি সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী ছেদনের উদ্দেশ্যে auction sale করা হইয়াছে, সেই-সব জঙ্গলের কোন কোনটিতে কিছু অপরিণত বৃক্ষ ছিল।

(খ) প্রশ্নই উঠে না।

Low Income Group House-Building Scheme in Darjeeling district

*62. (Admitted question No. 2952.) **Shri SATYENDRA NARAYAN MAZUMDAR and Shri BHADRA BAHADUR HAMAL :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) দার্জিলিং জেলায় নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

(খ) থাকিলে, ঐ পরিকল্পনার বিবরণ কি ?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) এই পরিকল্পনার নিয়মাবলী-সম্বলিত একটি পুস্তিকা লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থিত করা হইল।

[3-30—3-40 p.m.]

Shri Satyendra Narayan Majumdar : যাদের নিজেদের কোন জমি নাই তাদের জন্য Govt. থেকে বাড়ী বানিয়ে ভাড়া দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : বর্ত্তমানে নাই।

Shri Satyendra Narayan Majumdar : যে নিয়ম অনুযায়ী এই ঋণ দেওয়া হয় সেই নিয়মের কড়াকড়ি সম্বন্ধে সরকার কোন অভিযোগ পেয়েছেন ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : কিরকম কড়াকড়ি ?

Shri Satyendra Narayan Majumdar : যেমন যে plan দেওয়া হয় সেই plan এর সামান্য অদল বদল করা যায় না—আর যদি কেউ দোতালা বানাতে চাই তাহলে allow করা হয় না।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : না, অদল বদল allow করা হয়, তবে অদল বদল করতে হলে আগে থেকে অনুমতির প্রয়োজন।

Shri Satyendra Narayan Majumdar : কিন্তু এই অনুমোদন পেতে অনেক সময় লাগে জানেন কি ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : যথাসম্ভব শীঘ্র দেওয়াও চেষ্টা করা হয়।

Shri Satyendra Narayan Majumdar : অনুমতি পেতে কত সময় লাগে ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : নির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

Shri Ganesh Ghosh : বর্ত্তমানে বাংলাদেশে কোন্ কোন্ জেলায় low income group housing scheme এ loan দেওয়া হচ্ছে, শুধু কি দার্জিলিংএই দেওয়া হচ্ছে ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : সব জেলাতেই দেওয়া হয়।

Shri Satyendra Nath Majumdar : মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, এই ঋণ পরিশোধের কিস্তিওয়ারী যে নিয়ম আছে তাতে বাড়ী তৈরী করবার পর তা দিতে একটু দেরী হলে সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয় ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Timely না দিলে রিবেট পাওয়া যায় না।

Shri Ganesh Ghosh : এই low income housing Scheme কি এখনো চালু আছে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : ব্যাপারটি হচ্ছে, low income group এ জমি দিতে হবে, the total expenditure must be 10 thousand ; regular housing schemeএ ২৫ হাজার খরচ হবে, তারা দেবে ১৬ হাজার, Development দেবে ৪ হাজার, তোমাকে দিতে হবে ৫ হাজার।

Shri Ganesh Ghosh : Low income group এর এই যে loan এটা খুব popular হয়েছিল, এখন application accept করছেন কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chanda Roy : হ্যাঁ।

The schemes worth Rs. 5 crores with employment potential of 27,000 persons

***63.** (Admitted question No. *3104.) **Shri SAMAR MUKHOPADHYAYA :** With reference to his statement in course of the debate on the demands for grants for displaced persons on 24th February, 1959, in the Assembly, to the effect that some more schemes involving a total expenditure of about Rs. 5 crores and having total employment potential of 27,000 persons had been sent to the Government of India for sanction, will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) what are the details of the abovementioned scheme drawn up by the State Government ;

(*b*) when this scheme had been sent to the Government of India for sanction ;

(*c*) to which department of the Union Government the same had been sent for sanction ; and

(*d*) when the State Government expects to receive the necessary sanction ?

The Minister of State for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY) : (*a*) Details of schemes in respect of which the Rehabilitation Directorate wrote to the Chairman, Rehabilitation Industries Corporation, set up by the Ministry of Rehabilitation on 14th February, 1959, are shown in the statement laid on the Library Table.

(*b*) to (*d*) Do not arise.

Eligibility of refugees for appearing in the Pharmacist Examination

***64.** (Admitted question No. *3133.) **Shri SAMAR MUKHOPADHYAY :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in Charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Depatment be pleased to state whether the attention of Government has been drawn to the fact that bona fide refugees are not allowed by the

State Medical Faculty to sit for the Pharmacist Examination if they were *not residents of West Bengal on or before the 31st December, 1950 ?*

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what action has been taken by Government to remove this disability of the refugees ; and

(*ii*) if no action has been taken, whether Government consider the desirability of taking steps for removing the disability of the refugees as mentioned above ?

The Minister of State for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY) : (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) This Government has already moved the Government of India for suitable ammendments to the Pharmacy Act, 1948.

(*ii*) Does not arise.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Has this Government moved the Government of India for this Pharmacy Act ?

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : This Bill has already been enacted and it has been enforced in West Bengal.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : There is no disability now ?

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : As far as the refugees are concerned, there is no disability.

Santipur Weaving School, Nadia district

*65. (Admitted question No. 2175.) **Shri HARIDAS DEY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state—

(ক) নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার বয়নশিক্ষা বিদ্যালয়টিকে সরকার গত তিন বৎসরে কত টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছেন ;

(খ) ইহা কি সত্য যে—

(১) উপযুক্ত অর্থের অভাবে উক্ত বিদ্যালয়টির সমূহ উন্নতি হইতেছে না, এবং

(২) গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-সচিব মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে উক্ত বিদ্যালয়টিকে সরকারের পরিচালনাধীনে লইবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন ; এবং

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত বিদ্যালয়টিকে সরকারের পরিচালনাধীনে লইবার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, এবং

(২) করিয়া থাকিলে, তাহা কতদিনে কার্যকরী হইবে ?

The Deputy Minister for Cottage and small-Scale Industries (Shri CHITTARANJAN ROY);

(ক)—

বৎসর		অর্থসাহায্যের পরিমাণ টাকা।
১৯৫৫-৫৬	...	৮,২০০
১৯৫৬-৫৭	...	৯,২০০
১৯৫৭-৫৮	...	৯,০০০

(খ) (১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

(২) এবং (গ) (১) হ্যাঁ।

(২) সম্ভবত আগামী বৎসরের মধ্যে।

Shri Mihir Lal Chatterji: সরকার যদি এই বিদ্যালয় গ্রহণ করেন তাহ'লে সরকারের আনুমানিক কত খরচ হবে বৎসরে?

Shri Chittaranjan Roy: নোটিশ চাই।

Shri Mihir Lal Chatterji: এখানে যে সব figure দিলেন তাতে কি আনুমানিক দিতে পারেন না?

Shri Chittaranjan Roy: অনুমান করে কিছু বলতে পারি না, তাদের ব্যয় দেখে, তাদের প্রয়োজন দেখে সব ঠিক করতে হবে, এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।

Shri Mihir Lal Chatterji: আমি তো বিবরণ চাহি না, কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেটাই জানতে চাচ্ছি।

Shri Chittaranjan Roy: নোটিশ চাই।

Free primary education up to the age of 11 in rural areas and in certain Municipalities

*66. (Admitted question No. 1451.) **Shri RAMA SHANKAR PRASAD and Dr. GOLAM YAZDANI**: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state whether Government is aware that in reply to lok Sabha question, the Hon'ble Education Minister of Union Gnvernment stated on 2nd August, 1957, that primary education up to the age of 11 was free in rural areas and also in certain Municipalities of West Bengal?

(*b*) If the answer to (*a*) be in affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the Union Minister for Education was supplied with facts in respects of the above statement by the Government of west Bengal; and

(*ii*) if so, names of the districts, names of the police-stations and unions in each district and the names of the Municipalities where Primary Education up to the age of 11 is free?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) No information in respect of this particular question was supplied to the Union Minister. In connection with two starred Lok Sabha questions, Nos. 37 and 728, particulars of informations in respect of the position in this State at the end of 1955-56 were furnished by the Education Department. The informations so furnished are laid on the Table.

(*ii*) A statement is laid on the Table.

The informations referred to in reply to clause (b) (i) of starred question No. 66 (Lok Sabha starred question No. 37)

QUESTIONS

Shri SHREE NARAYAN DAS: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state—

(*a*) whether the Central Government have made any attempt to ascertain the progress made in the direction of introducing free and compulsory education in different States ;

(*b*) whether any programme has been drawn up with a view to furthering this cause ;

(*c*) if so, the main features thereof ; and

(*d*) if the answer to (*a*) above be in the affirmative, the existing position as regards the provision of free and compulsory education in different States ?

REPLIES

(*b*) Yes,

(*c*) A pilot scheme drawn up by the State Government for the introduction of compulsory free primary education for the children of age group 6—11 years was introduced in 1951-52 as an experimental measure only in such selected rural areas of the State as are well provided with primary schools so that the children may attend schools within their easy reach, the distance between the residence of a child and the nearest primary school being less than a mile. Each primary school was provided with two additional teachers (on an average) on the staff. The entire cost for the implementation of this scheme is borne by the State Government. In areas where the problem of accommodation is acute, classes are held in shifts, if necessary, to accommodate the additional children.

Besides this, with a view to accelerating the progress and to making better provision new primary schools have also been set up under the Unemployment Relief Scheme. The rural areas have thus been fairly provided with primary schools.

Primary education has also been made partially free by some of the Municipalities with matching grants from the State Government. A few Municipalities have also introduced compulsory primary education under the provision of the relevant Act.

(*d*) A statement showing the present position and progress of compulsory free primary education in this State is enclosed for information of the Government of India.

PROGRESS OF COMPULSORY EDUCATION

Type of area under compulsion.	Year in which compulsion was introduced.	Age group of children under compulsion	Number of towns/ villages under compulsion.	Total estimated population of the children of school-going age in area(s) under compulsion.
Urban—				
Calcutta ...	1934	6—10 years ...	5 wards (Nos. 30, 31, 34, 43 and 44) of Calcutta Corporation.	4,508
Darjeeling ...	1955	6—11 years (entire Municipal areas).	8 wards ...	5,348
			Total ...	9,856
Rural ...	1951-52	6—11 years ...	5,745	413,057

Type of area under compulsion.	Number of institutions where compulsion is in force.	Number of students on rolls under compulsion.		Percentage of enrolment under compulsion to total population.	Percentage of average daily attendance.	Total expenditure.
		Boys.	Girls.			
Urban—						Rs.
Calcutta ...	43	4,006	...	88·8	90·4	1,37,493
Darjeeling	40	2,624	1,951	83·7	80·0	1,24,623
Total ...	83	6,630	1,951	86·2	85·2	2,62,116
Rural ...	2,914	230,951	107,539	81·7	76·5	42,78,635

Lok Sabha starred question No. 728 asked by Shri Shraddhakar Supakar so far as the State of West Bengal is concerned.

(*a*) Whether Government have any scheme for encouraging compulsory education in elementary stage in different States of India, and

(*b*) Whether there is any difficulty in making elementary education compulsory in selected areas of each State even as an experimental measure ?

Reply

(*b*) The pilot scheme for compulsory free primary education has been introduced in selected areas only of the State of West Bengal as an experimental measure in 1951.

Information asked for in letter No. F.8-4/57-B.1, dated 3rd May, 1957

	Number of areas in the State where compulsory education has been introduced.	Number of children attending school in those areas.
Urban—		
(*i*) For the age group 6—11	... (*i*) Calcutta Corporation (five words only, viz., 30, 31, 34, 43 and 44)	4,006
	Darjeeling Municipality (entire area).	4,575
		8,581
(*ii*) For the age group 11—14	... (*ii*) Nil ...	Nil
Rural—		
(*i*) For the age group 6—11	... (*i*) 5,745 villages ...	338,490
(*ii*) For the age group 11—14	... Nil ...	Nil

Information about areas under compulsory education called for in the Government of India letter No. F.39-3/57-B.1, dated 12th May, 1957

Name of the State—West Bengal

POSITION AT THE END OF 1955-56

Name of the State.	Place where compulsion has been introduced for the age group 6—11 years.		
	Number of		Area in square miles.
	Villages.	Towns.	
1	2	3	4
West Bengal ...	5,745	Five words of Calcutta Corporation and 8 words (entire area of Town—Darjeeling Municipality).	Rural—3,834.85. Darjeeling—4.08. Calcutta Corporation.*

*The figures shown under column No. 4 regarding "Area in square miles" do not include the area of the five wards of Calcutta Corporation as the information is not available in this office.

Name of the State.	Places where compulsion has been introduced for the age group 6—14 years.		
	Number of		
	Villages.	Towns.	Area in Square miles.
1	5	6	7
West Bengal ...	Nil	Nil	Nil

Name of the State.	School enrolment in the areas under compulsory education. Age group 6--11 years.			
	Boys		Girls.	
	Number.	Percentage of the total number in those areas.	Number.	Percentage of the total number in those areas.
1	8	9	10	11
West Bengal ...	230,951	55 .91	107,539	26 .03
	2,624	49 .06	1,951	36 .48
	4,006	88 .86	Nil	Nil

Name of the State.	School enrolment in the areas under compulsory education. Age group 11—14 years.			
	Boys.		Girls.	
	Number.	Percentage of the total number in those areas.	Number.	Percentage of the total number in those areas.
1	12	13	14	15
West Bengal ...	Nil	Nil	Nil	Nil

N.B.—The figures for 1956-57 are being collected. As complete reports for the year 1956-57 have not yet been obtained from all the districts, figures for 1955-56 have been furnished.

The figures in columns Nos. 9 and 11 have been calculated on the figures of school-going population of—

Rural	...	...	...	413,057
Darjeeling	...	...	...	5,348
Calcutta Corporation		...	...	4,508

Statement referred to in reply to clause (b) (ii) of starred question No. 66

IN RURAL AREA

Primary education is free in the entire rural area of the State of West Bengal.

IN URBAN AREA

Primary education is partially free in urban area of West Bengal inasmuch as the schools under the direct management of Municipalities, as well as certain other schools sponsored by the Government, do not charge tuition fees.

Shri Rama Sankar Prasad : Sir, only in five wards of the Calcutta Corporation the school-going children between 6 and 11 are given free education. My question now is what the Government is proposing to do for the rest of the wards in the Calcutta Corporation ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : It is not for the Government to take the initiative in this matter.

Shri Rama Sankar Prasad : Who will take the initiative ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri ; Calcutta Corporation.

Shri Rama Sankar Prasad : If the Corporation does not take initiative, so the Government propose to do anything in this matter ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Not now.

Shri Rama Sankar Prasad : At what time ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Only after what the Corporation do can be ascertained.

Shri Rama Sankar Prasad : Do the Corporation communicate what action they take to the Government ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : No.

Shri Rama Sankar Prasad : Then what is the machinery by which the Government can get the information ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : There are the inspectors who can inform us what is the position there.

Shri Rama Sankar Prasad : Do those inspectors supply any news to the Government ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Surely.

Shri Narayan Chobey : আপনি এখানে জবাবে yes বলেছেন,—Calcutta আর Darjeeling ছাড়া আর কোথাও কি হয়নি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : হয়েছে, Calcutta, Darjeeling ছাড়া বোলপুরে হয়েছে।

Increase in prices of writing and printing paper

*67. (Admitted question No. *1960.) **Shrimati MANIKUNTALA SEN** (i) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that recently prices of writing and printing papers have increased by 100 to 200 per cent. in Calcutta as well as in other districts of West Bengal ; and

(*ii*) that due to the sharp increase in the prices of all types of papers, many publishing houses have stopped publication of school text-books ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of taking steps to see that prices of writing and printing papers are reduced ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) : (*a*) (*i*) No, the price of white printing paper has increased by 9 per cent. over the rates prevailing in 1957.

(*ii*) No.

(*b*) Does not arise.

Shrimati Manikuntala Sen : এখানে বলা হয়েছে the price of white printing paper has increased by 9 per cent over the rates prevailing in 1957. ১৯৫৭ সাল থেকে কত বেড়েছে ? ১৯৫০ সালে কত ছিল ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : বলতে পারি না, যদি এই খবর চান তবে Commerce and Industries Dept থেকে জানতে হবে।

Shrimati Manikuntala Sen : এখানে printing paper সম্বন্ধে বলা হয়েছে, writing paper ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : নোটিশ চাই।

Shrimati Manikuntala Sen : আপনি কি জানেন যে, আগে যেখানে ৫।৬ আনা ছিল এখন সেখানে ১০।১২ আনা করে বিক্রি হচ্ছে দিস্তা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The answer given is : "No, the price of white printing paper has increased by 9 per cent over the rates prevailing in 1957". This information was obtained from Commerce and Industries Department.

Shrimati Manikuntala Sen : আপনি এখানে printing paper সম্বন্ধে বলছেন, writing paper সম্বন্ধে দামটা এখানে বলা হয়নি, সেটা বলুন—

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : নোটিশ দিন আর আপনি যখন জানেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন ?

[3-40—3-50 p.m.]

Shrimati Manikuntala Sen : আমার প্রশ্ন হচ্ছে দাম বেড়ে বর্ত্তমানে কত পারসেণ্ট হয়েছে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri ; আমি তো বলেছি যে ৯% বেড়েছে ১৯৫৭ সনের তুলনায়। আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন recently prices of writing and printing papers have increased by 100 to 200 p.c,...আমি জেনারেলি তাতে নো বলেছি। আপনি আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যে due to the sharp increase in the price of all types of paper many publishing houses have stopped publication of school text-books. তাতেও আমি নো বলেছি।

Shrimati Manikuntala Sen : আমি সাধারণভাবে রাইটিং পেপারের কথাই জিজ্ঞাসা করেছি। আপনি তার জবাবে বলেছেন প্রাইস অব হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার হ্যাজ ইনক্রিস্ড বাই নাইন পারসেন্ট। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, প্রিন্টিং পেপার সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন সেটা মেনে নিলেও রাইটিং পেপারের দাম সম্বন্ধে এখানে পরিস্কার কিছু বলা হয়নি। আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : আমি সেই প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বেই দিয়েছি।

Shri Somnath Lahiri : আপনি প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার মানে কি এই যে শুধু হোয়াইট প্রিন্টিং পেপারের দাম ৯৲ টাকা বেড়েছে এবং অন্য পেপারের দাম বাড়েনি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : হ্যাঁ সেই জবাবই দেওয়া হয়েছে—অন্য বিষয়ের জবাব দেইনি। তবে এই হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার সম্বন্ধে যদি আরও বিশদ বিবরণ চান তাহলে নোটিশ দেবেন।

Shrimati Manikuntala Sen : স্পীকার মহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করছি উনি যে জবাব দিয়েছেন এবং পরবর্ত্তী জবাবে যখন "নো" এবং তারপর "ডাস্ নট অ্যারাইজ" লিখেছেন তাহলে এগুলি সত্য কথা নয়—ফল্ থ্রু হয়ে যাবে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : My reply "no" is in answer to the question that "due to the sharp increase in the prices of all types of papers many publishing houses have stopped publication of school text-books".

Establishment of a College at Ghatal

***68.** (Admitted question No. *1857.) **Shri NARAYAN CHOBEY** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have received any representation from the citizens of Ghatal requesting Government to start a College there ; and

(*b*) if so, whether Government have any proposal to start a College there at an early date ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) : (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Shri Narayan Chobey ; ঘাটালে কোন কলেজ হবে কিনা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ?

She Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে বর্ত্তমানে উত্তর হচ্ছে...application from Sj. Manmatha Pathak, Secretary, Ghatal College Committee for establishing a college at Ghatal has been received from D. M. Midnapore on 25-8-59. By his applicated dated 12-8-59 the letter from D. M. stated that application had been sent directly to the Calcutta University seeking affilication. There is no proposal to start a Govt. College at Ghatal এটা হোল "B" প্রশ্নের উত্তর...If the local people can raise sufficient funds and provide sufficient land Govt. might consider the question of making a matching grant in due course...আশাকরি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

Shri Narayan Chobey: মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওখানকার স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জমি ও টাকা দেবে বলে কোন আবেদন এসেছে কি না ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: আমি তো সবই বললাম—আপনি কি ইংরেজীটা বুঝলেন না ?

Shri Narayan Chobey: আপনি বলেছেন যে গভর্ণমেণ্ট কোন কলেজ করবেন না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হোল যে জমি ও টাকা দেবে বলে কোন আবেদন আপনার কাছে এসেছে কি না ?

The Hon'ble Rai Rarendra Nath Chaudhuri: আমি উত্তরে বলেছি যে ঘাটাল কলেজ কমিটির সেক্রেটারী শ্রীমন্মথ পাঠক ঘাটালে কলেজ স্থাপনের জন্য একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন এবং সেটা ২৫-৮-৫৯ তারিখে ডি-এম-এর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে এবং ডি-এম এক চিঠিতে লিখেছেন যে আর একটা দরখাস্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে—এটা হোল পার্ট "এ"-র উত্তর যে কোন দরখাস্ত এসেছে কি না ? তারপর পার্ট "বি" অর্থাৎ if so, whether Govt. have any proposal to start a college there at an early date. অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট সেখানে কোন গভর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপন করবেন কি না ? তার উত্তর হচ্ছে There is no proposal to start a Govt. College at Ghatal. If the local people can raise sfficient funds and provide sufficient land, Govt. might consider the question of making a matching grant in due course.

Shri Narayan Chobey: আপনার ইংরেজীটা বুঝেছিলাম, কিন্তু আমার প্রশ্ন হোল যে জমি এবং টাকা-পয়সা দেবে বলে কোন আবেদন এসেছে কি না এবং আপনি কিছু করেছেন কি না ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri: এর পরে কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায়নি।

Management of Balarampur High Scool, Purulia

***69.** (Admitted question No. *682.) **Shri PROVASH CHANDRA ROY**: (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state whether Government has received a petition submitted on behalf of the people of Balarampur, district Purulia, detailing their grievances against the Management of the Balarampur High School ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether any steps have been taken by Government to investigate into those grievances ; and

(*ii*) if not, whether Government consider the desirability of enquiring into the matters raised in the petition ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) Yes ; and after the investigations were completed the Board of Secondary Education appointed an Administrator who took charge of the School on 24th August, 1957.

(*ii*) Does not arise.

Shri Ajit Kumar Ganguli: বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসনের কোন স্কুল কোড আছে কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: নিশ্চয়ই কোড আছে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : কোন ধারা অনুসারে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : কোন ধারা অনুসারে হয়েছে তা' বলতে পারবনা—আপনি কোড দেখুন। তবে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েন্ট করার নিয়ম আছে তাই সেখানে দেওয়া হয়েছে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েন্ট করার ক্ষমতা বোর্ডের নেই ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : না, বোর্ডের সে ক্ষমতা আছে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে হাইকোর্ট এ সম্বন্ধে রায় দিয়েছে এবং হাবড়ায় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : আমার সেটা জানা নেই। তবে আপনি যদি সবই জানেন তাহলে প্রশ্ন করার প্রয়োজন কি আছে ?

Shri Ajit Kumar Ganguli : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেসন এখন পর্য্যন্ত কোন স্কুল কোড করেননি এবং সেই পুরোণো কোড-ই ফলো করে চলেছে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : বোর্ডের ক্ষমতা আছে under the Act to appoint an Administrator, এবং তা' ছাড়া আমাদের যে কোড পূর্ব্বে ছিল নূতন বোর্ড সেই কোড adopt করে নিয়েছেন।

Shri Gopal Basu : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েন্টেড হওয়ার পর এখন ম্যানেজিং কমিটি কবে পর্য্যন্ত ইলেকটেড হবে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : যদিও আমি সঠিক বলতে পারবনা তবে যখন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তখন যে পর্য্যন্ত না এই সমস্ত ইরেগুলারিটিজ (irregularities)এর অনুসন্ধান বা তদন্ত হচ্ছে সে পর্য্যন্ত কিছু হবেনা। কাজেই তাঁদের অনুসন্ধান হয়ে গেলে তাঁরা রিপোর্ট করবেন এবং তারপর বোর্ড ম্যানেজিং কমিটি গঠন করবার জন্য নির্দ্দেশ দেবেন।

Shri Gopal Basu : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এর কোন টাইম লিমিট আছে না অনির্দ্দিষ্ট কাল অবধি চলবে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : কোন টাইম লিমিট নেই।

Shri Gopal Basu : সরকার কি তাহলে তাঁদের অনির্দ্দিষ্ট কাল দেবেন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : সরকার দেবেন বলে যা' বলছেন এটা আপনার ভুল ধারণা। এ ব্যাপারে বোর্ড যে সিদ্ধান্ত করেন তাই হয়।

Shri Gopal Basu : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে এনকোয়ারী হয়েছিল তা'তে এমন কি কি ত্রুটি পেয়েছিল যার জন্য ম্যানেজিং কমিটির বদলে সেখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হয়েছে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : প্রথম ত্রুটি ছিল যে সেই ম্যানেজিং কমিটি নিয়মিতভাবে কাজ করছিলেন না। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি স্কুলের খরচপত্র নিয়মিতভাবে করছেন না। তৃতীয় নম্বর প্রিভাল ছিল যে কোয়ালিফাইড ষ্টাফ্ নেই অর্থাৎ আনকোয়ালিফাইড ষ্টাফ্ নিয়ে কাজ চলছিল। তদ্ব্যতীত

আরও অনেক গোলমাল ছিল পার্টিকুলারলি অ্যাডমিসন অর্থাৎ ছাত্র ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে। কাজেই এইসব নানা কারণের জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অ্যাপয়েণ্ট করেছেন।

[3-50—4 p.m.]

Shri Gopal Basu : Defalcationএর কোন charge ছিল কিনা ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : বলতে পারি না।

Shri Narayan Chobey : সেখানকার এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসান, ম্যাল এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসান প্রভৃতি গণ্ডগোলের অভিযোগ পাওয়ার পর আপনারা ২৪শে আগষ্ট এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করেছিলেন। এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করার পর কি সেগুলি দূরীভূত হয়েছে ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : দূরীভূত হয়ত সব এখনও হয়নি নতুবা এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর স্থলে বোর্ড বা ম্যানেজিং কমিটি করতে বলতেন। যখন এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর এখনও রয়েছেন তখন সব বিষয় বোধহয় এখনও সংশোধন করা হয়নি।

Shri Narayan Chobey : ২ বছর ধরে যদি না করতে পারেন তাহলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : তার সম্বন্ধে আমাদের কিছু করার নেই, বোর্ড করবেন।

Junior Primary Scholarship Examination in Purulia district

***70.** (Admitted question No. *2269.) **Shri SAMAR MUKHOPADHYAY** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state whether Government have any proposal of reintroducing Junior Primary Scholarship Examination in the ceded district of Purulia ?

The Minister for Education (The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHAUDHURI) : There was Lower Primary Scholarship Examination in the district of Purulia under the administration of Government of Bihar and this Government do not propose to reintroduce the said examination.

———o———

Unstarred Questions

(answers to which were laid on the table)

Number of different crimes committed in Malda district from 1956

27. (Admitted question No. 1951.) **Shri MONORANJAN MISRA** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত থানা হিসাবে কোন্ কোন্ থানায় কত (১) ডাকাতি কেস্, (২) হত্যা কেস্ (Murder), (৩) রাহাজানি কেস্ ও (৪) গরু-বলদ চুরি কেস্ সংঘটিত হইয়াছে ;

(খ) কতগুলি কেসে সাজা হইয়াছে এবং কতগুলি কেস্ বিচারাধীন আছে ;

(গ) এ-সকল কেসের আসামীদের মধ্যে পাকিস্তানের অধিবাসী কেহ আছে কিনা ; এবং

(ঘ) থাকিলে, তাহাদের সংখ্যা কত ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE):

লাইব্রেরী টেবিলে একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

Construction of several bridges over the Navigation Canal of D. V. C. in Burdwan district

28. (Admitted question No. 3147.) **Shri PHAKIR CHANDRA RAY:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the Navigation Canal of D. V. C. cuts the District Board Road from Sarool to Damodar Embankment joining the Damodar Embankment with the Grand Trunk Road in the police-station Galsi, district Burdwan ; and

(*ii*) that the Navigation Canal of D. V. C. cuts the Panagar-Randia Irrigation Road in the police-station Galsi, district Burdwan ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) if any link bridges will be provided at these places ; and

(*ii*) if so, when ?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI): (*a*) Yes.

(*b*) There is no contemplation to provide any bridge at these crossings. Sarool Road crosses the left bank Main Canal at chainage 1634 and bridges on the upstream and downstream are located at chainage 1564 and chainage 1675 respectively. The Panagar-Rhondia Road crosses the Left Bank Main Canal an chainage 720 (roughly) and the bridges on the upstream and downstream are at chainage 650·25 and chainage 770, respectively.

Shri Phakir Chandra Ray: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় (b) উত্তরে বলেছেন যে Sarool road ১৬৩৪ chainage-এ left bank Main canal cross করেছে। আর bridges on the upstream and downstream যথাক্রমে ১৫৬৪ chainage এবং ১৬৭৫ chainage এ হল। অথচ Sarool road যেখানে Main canal cross করছে সেখানে bridge করা হল না। কেন করা হলনা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: এই bridge কোথায় হবে সেটা D.V.C. নিজে ঠিক করে থাকেন এবং সেজন্য তাঁরা District Collector এর সঙ্গে যুক্তি করেন। কেন হলনা তাঁরা বলতে পারেন, এর কোন যুক্তি নেই। তাঁরা যেখানে উচিৎ মনে করেন সেখানে করেন।

Shri Phakir Chandra Ray: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে District Magistrate বলেছিলেন ১৬৩৪ chainage এ bridge করতে হবে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: আমার যা Report আছে তাতে এরা District Magistrate এর সঙ্গে consult করেছিলেন। District Magistrate যেটা বলেছেন সেটা নিতে হবে তার কোন মানে নেই। consult করে তাঁরা নিতে পারেন আবার নাও নিতে পারেন।

Shri Phakir Chandra Ray : ৭২০ Chainage এ Panagar Rhondia Road Left Bank Main Canal cross করছে। কিন্তু bridge তৈরি হল ৬৫০ chainage এ এবং ৭৭০ chainage এ। ৭২০ chainage এ bridge দেওয়া হলনা কেন যেখানে রাস্তা Left Bank Canal কে cross করেছে ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : একই জবাব।

Lock industry in West Bengal

29. (Admitted question No. 2207.) **Shri RABINDRA NATH MUKHOPADHYAY :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small-Scale Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have recently conducted a survey of the condition of lock industry in West Bengal ;

(*b*) if so, what are the findings of this survey ; and

(*c*) what action, if any, are being taken by Government to revive and promote the abovenamed industry ?

The Deputy Minister for Cottage and Small-Scale Industries (Sj. CHITTARANJAN ROY) : (*a*) Yes.

(*b*) Report of the survey has not yet been finalised.

(*c*) (*i*) A Central Lock Factory has been established at Bargachia (Howrah) for supplying machine-made lock components to the local lock-smiths for enabling them to make locks according to the I. S. I. specifications at economic cost.

(*ii*) Quality of marking of locks produced by the Small and Cottage Units of West Bengal has been arranged for securing a market for the locks produced by them.

(*iii*) Marketing of the quality marked locks through the Government Sales Emporia has been taken up.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে report এর কথা বলা হয়েছে এখনও finalised হয়নি—এটা কোন তারিখের কথা বলা হয়েছে ?

Shri Chittaranjan Roy : report টা গত February তে তৈরি হয়েছে, সেটা ছাপাবার জন্য Press এ গেছে। এটা circulate করা হবে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে Central Lock factory র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে যে I C I Specification অনুযায়ী economic Cost করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই economic cost এর ফলটা বাস্তবে কি দাঁড়িয়েছে তা জানাবেন কি ?

Shri Chittaranjan Roy : পরবর্তী Question এ উত্তর আছে ?

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Economic cost এ আনার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছেন ?

Shri Chittaranjan Roy : বর্তমানে সেখানে components manufacture করা হচ্ছে। আর Scheme revise করে 20% of the locks manufactured will now be converted into Complete locks in the factory itself. The remaining 80% will be sold to the cottage units in the neighbourhood. The arrangement is to step up the production of components by encouraging Casual labour if the demand for the local locks exceeds 80% of the normal manufacture.

recently খুব demand বেড়েছে এবং partly এই supply contract পেয়েছে Howrah Chabikal Industry Co-operative Society। প্রায় ৫৪ হাজার লক তাদের Supply করতে হবে। কাজেই rural লোককে distribute করার জন্য components তৈরি করা হচ্ছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: ইকনমিককষ্টের ফল হিসাবে কি দাঁড়িয়েছে মূলতঃ ফ্যাকটরী কি লাভে চালাচ্ছেন।

Shri Chittaranjan Roy: যে জিনিষ তৈরী হয়েছে বাকিটা হয়েছে এবং তার মূল কি তা দেখানো আছে পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তরে, তবে একটা জিনিষ যেটা দেখানো নেই সেটা সম্বন্ধে বলতে পারি যে আগে সেলিং প্রাইস আই এস আই যা করেছেন সেটা আমরা বড়াই করে কমিয়ে দিয়েছি—যেমন ৩ ইঞ্চি আগে দর ছিল ১৭·৫০ নয়া পয়সা, এটা এখন করা হয়েছে ১২ টাকা, ২॥০ ইঞ্চি যেটা আগে ছিল ১২ টাকা সেটা এখন কমিয়ে করেছি ৭॥০ টাকা, ২ ইঞ্চি আগে ছিল ৮ টাকা, সেটা কমিয়ে করা হয়েছে ৫॥০ টাকা, ১½ ইঞ্চি আগে ছিল ৫ টাকা, সেটা এখন কমিয়ে করা হয়েছে ২৸০। আগে যে ভাল তৈরী হয়েছে তার সংগে আপটুডেট যা তৈরী হয় তার ভ্যালুয়েসন করে দেখা যাচ্ছে যে কটা ক্রমে বাড়ছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: আমার প্রশ্নটা হল ফ্যাকটরীতে যে কাজ হচ্ছে তাতে করে সেটাকি লাভের কারবারে দাঁড়িয়েছে?

Shri Chittaranjan Roy: ফ্যাকটরীর যে প্রোডাকসন সেটা যতক্ষন না বিক্রী হয় ততক্ষন কিছু বলা যায় না—আনুমানিক বা অংক কষে কিছু হয় না, তবে এতে লাভ থাকবে আমাদের মনে হয়।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: কত টাকা ১৯৫৮-৫৯ সালে ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট ছিল?

Shri Chittaranjan Roy: ১৯৫৮ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আমাদের মোট ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট ছিল ৭৫ হাজার ৫৩২ টাকা, তারপরে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে যে অর্থ ষ্টাবলিসমেণ্ট, এ্যালাউয়েনস, র মেটিরিয়াল ইত্যাদি পার্চেজ কেনবার জন্য মোট ছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৪ টাকা।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: এবার আপনি বলুন যদি ঐ ফিগারটা আপনার ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট হয়ে থাকে তাহলে ১৯৫৮-৫৯, ১৯৫৯-৬০ বা ১৯৬০-৬১ সালে এষ্টিমেটের যে বাজেট আছে সেই অনুযায়ী প্রফিট এ্যাণ্ড লস য়্যাকাউণ্টের অবস্থা কি?

Shri Chittaranjan Roy: বাজেটে প্রফিট এ্যাণ্ড লস য়্যাকাউণ্ট হচ্ছে পার্ট অফ দি স্কীম। য়্যাকচুয়াল প্রফিট এ্যাণ্ড লস য়্যাকাউণ্ট করার পর আফটার বিজনেস যা ভ্যালুয়েসন হয়েছে তা বলতে পারি যদি জানতে চান।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: পিকিউলিয়ার কথা বলা হচ্ছে উনি বলছেন স্যার; যে ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট এই পরিমানে হয়েছে কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে যে ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট হয়েছিল তাতে এই লক ইণ্ডাষ্ট্রীর লাভ হয়েছে, না লোকসান হয়েছে, এই কথাটার পরিস্কার জবাব উনি দিতে পারছেন না। উনি বলুন যে এটা কোন পর্য্যায়ে আছে।

Shri Chittaranjan Roy: ১৯৫৮-৫৯ সালের য়্যাকচুয়াল প্রফিট এ্যাণ্ড লস য়্যাকাউণ্টটা নোটীশ দিলে বলতে পারি।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: একথা কি সত্য যে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে?

Shri Chittaranjan Roy: প্রফিট এ্যাণ্ড লস য়্যাকাউণ্টা আসে নাই, কাজেই আপনাকে আমি সেটা বলতে পারলাম না।

Mr. Speaker: The question time is over.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, this question may be held over.

Mr. Speaker: All right.

[4—4-10 p.m.]

Boat disaster

Shri Hemanta Kumar Basu: স্যার, একটা বিশেষ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে—। শ্যামবাজার থেকে ভাঙ্গড় যেতে যে খালটা আছে, সেই খালে একটা লঞ্চ ডুবির ফলে কালকে কতকগুলি শিশু ও নারী মারা গিয়েছে। আমরা সংবাদপত্রে ও দেখেছি। যেখানে Capacity ১২০ জন, সেখানে আড়াইশো লোক তারা নিয়েছিল। গতবার ও এই রকম অত্যাধিক প্যাসেঞ্জার নেওয়ার জন্য অন্যত্র ও লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটেছিল। এদিক থেকে কি গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না—অত্যধিক প্যাসেঞ্জার লঞ্চ যাতে বহন না করে? আর বর্তমান এই ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি।

Adjournment motion

Mr Speaker: There is an adjournment motion. It was given on the 7th March 1960. It was given in Bengali then and now it is in English. It has not been allowed, but Mr Chatterjee can read it.

Shri Basanta Lal Chatterjee: The business of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., as sugar is selling at a high price, viz., Rs. 1.75 nP. up to Rs. 2 per seer in various parts of Raiganj town, Itahar P.S. and Harirampur in the district of West Dinajpur and as sugar is not being regularly supplied per head for ration shops, it has been very difficult for the people to procure sugar for patients, children and tea shops. Failure of the Government to improve the position has been responsible to add distress to the people of all positions.

Payment to staff in Godapiasal refugee women's camp.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এইমাত্র একটা অত্যন্ত জরুরী চিঠি পেয়েছি। মেদিনীপুর থেকে ছয় মাইল দূরে Godapiasal Women's Refugee Camp আছে, তার যে medical unit সেখানে আছে, তার কর্মচারীর একজন লেডী ডাক্তার ও আরো সাতজন অফিসার গত দুইমাস ধরে তাদের কোন মাইনে দেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি কি করছেন জানি না। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে Assistant Director of Health Short noticeএ telephonic orderএ সেখানে transfer করা হয়েছে। আপনার কাছে telegram করবার পরেও তারা মাইনে পাচ্ছে না। আর কতদিনের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট তাদের মাইনে দেবেন?

Letter read during Budget

Shri Jyoti Basu: স্পীকার মহাশয়, কালকে বাস্তুহারাদের উপর একটা আলোচনা হবে। আপনার হয়ত মনে আছে পূর্বের এক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী একটা চিঠি পড়েছিলেন বাজেটের সময়। যেটা প্রফুল্ল সেন মহাশয় নাকি লিখেছিলেন থানার কাছে। আমরা ভেবেছিলাম টেবিলে রাখবার যে নিয়ম আছে, সেই অনুসারে ঐ পঠিত চিঠির কপি

আমরা টেবিলে পাব ; কিন্তু তা আমরা পাই নাই। তিনি তখন তাড়াহুড়া করে পড়েছিলেন। সেটা ধীরে সুস্থে দেখতে চাই। আমরা ভেতরে খোঁজ করলাম, বক্তৃতার মধ্যে সেটা ছাপান হয়েছে কিনা ; তাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই চিঠিখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; তার মধ্যে নানা বিষয় ছিল।

Mr. Speaker : Shrimati Maya Banerjee is not in the House.

Shri Jyoti Bose : It is the property of the House.

Mr. Speaker : I do not know whether the whole of the letter was read or part of it was read.

The Honble Prafulla Chandra Sen : যেটুকু চিঠি পড়া হয়েছে, তার সবটুকুও তাঁদের রেকর্ডে আছে।

Shri Jyoti Basu : ওঁদের রেকর্ড নাই। আমরা তো পাচ্ছি না! For 15 minutes তিনি সেই দীর্ঘ চিঠিখানি পড়লেন ; সবটা পড়লেন কিনা জানি না। একটা নিয়ম আছে হাউসে কোন কিছু পড়লে সেটা টেবিলে রাখতে হয়। আমরা তা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা না পেলে কালকে কি করে আমরা আলোচনা করবো ?

Mr. Speaker : Part of the letter was read and it is in the record.

Shri Jyoti Basu : সেটা রেকর্ডে ও কি থাকবে না ? কেন আমরা সেটা পাচ্ছি না ? আপনি অর্ডার দিন, আমাদের দাবী সেই চিঠি আমরা চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : That is in the proceedings.

Shri Jyoti Basu : এইতো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—Proceedingsএ চিঠি আছে। একটা চিঠি খান্নাকে লিখেছেন, তাতেই আপনাদের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করছেন ? এখন তা লুকোচ্ছেন কেন ? আমাদের সেটা দেন, আমরা সেটা দেখতে চাই। এর কপি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে। It must be in your file.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : চিঠি যেটুকু এখানে পড়া হয়েছে—That is property of the House.

Shri Jyoti Basu : এটা ইংরেজী চিঠি আপনার কাছে আছে, ওঁর কাছে আছে। মিঃ স্পীকার, আপনি অর্ডার দেন, আপনাদের Proceedings থেকে বেরোক।

Mr. Speaker : The portion of the letter which was read has been embodied in the proceedings.

Shri Jyoti Basu : Can we not get hold of a copy of the letter ? Otherwise we would feel difficulty. I hope Mr. Speaker would ask Government to produce that letter from which Shrimati Maya Banerjee read out something.

Mr. Speaker : I assure you that the portion of the speech which has been read out in this House has been incorporated in the proceedings.

Shri Jyoti Basu : She read out for about fifteen minutes. Where is that part of the letter ? It is not in the proceedings. That is my difficulty.

Shri Siddhartha Shankar Ray : I am asking the Deputy Minister, Shrimati Maya Banerjee, to lay down the letter on the table now, because it is necessary for us to refer to that letter tomorrow. There is no limitation and there is no time bar. Unless it is the intention of Government to suppress the letter, why is not Government giving us a copy of the letter ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : The portion of the letter as was read out will be available from the proceedings.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I do not know how much portion of the letter was read out in this House. The portion that was read out in this House is the property of this House.

Shri Siddhartha Shankar Ray : It is not in the proceedings of the House. Will the copy of the portion of the letter read out in this House be circulated before the debate begins tomorrow ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Yes.

Shri Sudhir Chandra Roy Choudhuri : Sir, এখানে আগেই বলা হয়েছে, Godapiasal refugee women's camp এর medical unit এর lady doctor দের দুই মাস মাইনে দেওয়া হয়নি। এ বিষয় আমাদের কাছেও চিঠি এসেছে। তাই আমি অনুরোধ করছি যে এদের ব্যবস্থা যদি তাড়াতাড়ি করেন তাহলে আমরা খুব বাধিত হব।

Mr. Speakeg : একথা আগেই বলা হয়েছে।

[4-10—4-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : যতীনবাবু যে কথা বলেছিলেন, আমি জেদ্ নিয়ে দেখলাম সেটা ঠিক নয়, তারা প্রত্যেকেই সময় মত মাহিনা পায় ; lady doctor ও সময় মত মাহিনা পেয়েছেন। তিনি যে তারিখে Join করেছিলেন তার পর থেকে।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আপনি কি খবর নিয়েছেন। তারা আমার কাছে Talegram করেছেন।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : আমি খবর নিয়েই বলছি।

Boat Disaster in Bhangore Canal on 30-3-60

Shri Hemanta Kumar Basu : একটা Launch ডুবির মর্ম্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিল, তাতে কি সরকারের কোন কিছু করনীয় নাই ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Sir, with your permission I went to make a statement in connection with this incident. A Service Motor Launch —"M. L. Bangali" sank near Krishnapur village while navigating through the Bhangar canal on 30. 3. 60 at about 09.40 hours. As a result of this disaster 13 persons were drowned. The Superintendent of Police, the District Magistrate and other superior Police officers rushed to the spot on receipt of information and rescue operations quickly commended under their personal supervision. The services of the members of the Fire Brigade and the Port Commissioner's Divers were requisitioned for a successful rescue operation.

The Service Motor Launch was carrying 200 passengers and about 50 maunds of ice-slab while its carrying capacity was only 60. The disaster was due to overloading and rash and negligent driving by the Sarang. A Police case has been registered at Rajarhat O. S. under sections 280/304A I.P.C. and under section 58 of the Indian Steam Vessels Act. The driver of the launch has been arrested and attempts are being made to arrest the Sarang and other members of the crew all of whom absconded following the disaster. 13 dead bodies were recovered and photographs were taken before disposal. The launch has been seized by the police. and further enquiries are in progress.

Shri Niranjan Sengupta : এই overloading বন্ধ করবার কোন চেষ্টা হচ্ছে কী না, সেটা জানতে চাই।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Investigation এর পর যা কিছু করণীয়, তা অবলম্বন করা হবে।

Shri Niranjan Sengupta : Who is the owner of the launch ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Shri Kali Das Banerjee 42, Coondu Lane, Howrah.

Govt. Bill.

The Oriental Gas Company Bill, 1960

Shri Amarendra Nath Basu : শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই gas বিল সম্বন্ধে আমি আমার সামান্য বক্তব্য আপনার সামনে রাখতে চাই। আমরা যেটা অনুভব করি যে সরকার এই gas company কে গ্রহণ করা উচিত। আগে কলকাতার gas এর প্রচুর প্রয়োজন ছিল যদিও এখন অনেকটা কমে এসেছে। যদি সত্যই যে gas দুর্গাপুরে অপচয় হচ্ছে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে দরকারের তত্ত্বাবধানে পরিবেশন করার ব্যবস্থা হত তাহলে আমার মনে হয় এই আলোচনা যা এখানে হয়েছে তা এতটা তিক্ত হয়ে উঠত না। এখানে মুখ্যমন্ত্রী একটা জিনিষ জড়িয়ে দিচ্ছেন যে এই কোম্পানীকে প্রথমে পরিচালনার ভার গ্রহণ করা হবে তার পরে পুরাপুরি ভার গ্রহণ করবেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেটা আমি বুঝতে পারছি না যে দুর্গাপুর থেকে gas আসবে কী না এবং তা কলকাতার প্রয়োজন মেটাতে পারবে কী না? যদি কলকাতার প্রয়োজন দুর্গাপুরের gas মেটাতে পারে তাহলে এই oriental gas co. যেটার কোন মূল্য নাই সেটা গ্রহণ করবার কি হেতু আছে। এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে এখানকার আলোচনার মধ্য দিয়ে যে এই company র যে যন্ত্রপাতি আছে তা শুধু পুরানো নয় এ লোহা লক্করের দামে শুধু বিক্রয় হতে পারে। এটা সকলেই বুঝতে পারছেন যে ১০০ বছর আগে যে Pipe বসান হয়েছিল এই কলকাতার মাটীর নীচে সেই Pipe আজকে যদি তোলা যায় তাহলে পুরান লোহার দামও পাওয়া যাবে না এমনকি তোলার মজুরী উঠবে না। সে ক্ষেত্রে এই কোম্পানীটা এত টাকা খেসারত দিয়ে, তার পরিচালনার ভার নেওয়া এবং তার পুরুপুরি ভার নেবার কি প্রয়োজন আছে। এখানে আলোচনার ভিতর দিয়ে কথা উঠছে যে এখানে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবার সময় পরিস্কার করে বলে দেবেন এখানে যে সন্দেহ উঠেছে তার কোন ভিত্তি নাই। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে oriental gas co. সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। এখানে অনেকে বলেছেন যে এই company র অনেক share তাঁর আছে এবং তার জন্য তিনি অনেক টাকা পাবেন। সেটা সত্যি কী না সেটা এখানে তিনি পরিস্কার করে বলবেন। আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে এই আইনের যে ত্রুটীবিচ্যুতি আছে যা মাননীয় সদস্য সিদ্ধার্ত্ত শঙ্কর রায় বলেছেন—যদিও এটা আমার ও ধারনা তা সত্ত্বেও যদি আপনারা এই বিল পাশ করানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব সেই ত্রুটীবিচ্যুতিগুলি দূর করবার চেষ্টা করবেন। যাদের আগে কলকাতার যে gas এর প্রয়োজন ছিল তা আজকে আর নাই। কলকাতার পৌরসভা তাদের gas এর বাতি প্রায় একরকম কমিয়ে দিয়েছে। বোধহয় ২।৪ বছর পর কলকাতায় gas এর বাতি আর থাকবেই না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে gas সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক রান্নার কাজে ব্যবহার করবে, আমার মনে হয় এখনই সেটা চিন্তার বাহিরে থাকা উচিত। কারণ কলকাতার লোকে বস্তীতে বাস করে ভাড়া বাড়ীতে বাস করে তাদের অবস্থা এমন নয় যে তারা gas দিয়ে রান্না করতে পারবে। হয়ত ২০।৩০ বছর পর এই রকম অবস্থা আসতে পারে তখন হয়ত gas এ use করবে না তার বদলে বিদ্যুৎচুল্লীর ব্যবস্থা হবে। দুর্গাপুর থেকে যে gas আনছেন তা লাভজনক হবে না এটা আমি সন্দেহ করি। তবে হাসপাতালগুলিতে gas এর প্রয়োজন আছে। এর দিকে যদি নজর দেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব ভাল কাজ হবে। এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যারা নিজেরা gas তৈরী করেন।

[4-20—4-30 p.m.]

অতএব মোটামুটিভাবে এর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরের গ্যাসের অভাব মেটাবার জন্য বা অপর পক্ষে সাধারণ মানুষকে কম দরে গ্যাস সরবরাহের চেষ্টা যে সরকার করছেন তার কোন ইঙ্গিত

আমরা পাচ্ছিনা বরং আমার মনে হয় দুর্গাপুর থেকে যে গ্যাস এখানে আসবে তার খরচ এতে বেড়ে যাবে এবং যার ফলে কোলকাতার মানুষ এখন যে দামে গ্যাস পাচ্ছে তা' থেকে তাঁদের আরও বেশী দিতে হবে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থ কেননা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের কথাও বিশেষভাবে এসে পড়বে এবং তারপর যখন এই সভার কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যগণও এটাকে জনমত সংগ্রহের জন্য দাবী তুলেছে তখন আমি আশা করব যে সরকার এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে একে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেবেন। তা' ছাড়া এর আগে যখন এই বিল এসেছিল তাতে সত্যকথা বলতে গেলে সেই বিলে আর এ বিলে একটা জিনিস ছাড়া আর বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই এবং সেটা হোল এই যে সরকার বর্ত্তমানে কিছুকালের জন্য এর পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করছেন এবং প্রয়োজন হলে পরে এটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন। আজ আমি কংগ্রেস পক্ষের সভ্যদের শুধু এটুকু বলব যে দুর্গাপুরের গ্যাস এখানে পৌছাতে যখন আর বেশী বিলম্ব নেই তখন এই বিল এত তাড়াতাড়ি করে পাশ করাবার কি প্রয়োজন আছে সেটা তাঁরা ভেবে দেখবেন। সুতরাং এখনই এর পরিচালনার ভার গ্রহণ না করে উভয়পক্ষ থেকেই যখন এ ব্যাপারে জনমত সংগ্রহের দাবী তোলা হয়েছে তখন সরকার তা' বিবেচনা করুন এবং এতে যে সমস্ত অহেতুক সন্দেহ লোকের মনে জেগেছে তা'ও দূর হবে। এখানে আর একটা বলা হয়েছে যে আমরা-নাকি জাতীয়করণের বিরোধীতা করে এটাই চাইছি যে এই কোম্পানী জালান গোষ্ঠীর হাতেই থাক। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা এবং বিজয় সিং নাহার যে কি করে এ কথাটা বললেন তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা। আমরা পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে আমরা জাতীয়করণের বিরোধী নই বরং ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসন, ট্রামওয়েজ কোম্পানী প্রভৃতি যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারের পরিচালনাধীনে আসে সেটাই আমরা চাই। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st of May, 1960.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অপোজিশানের তরফ থেকে এই বিল সম্পর্কে যে প্রতিধ্বনি উঠেছে আমি তাকে সমর্থন করছি এবং এই বিল জনমত সংগ্রহের জন্য দেওয়া হোক এই কথা বার জন্য উঠেছি। স্যার, গতবার বিলটা যখন ডাঃ রায় প্রত্যাহার করলেন তখন যে ভাষা ভঙ্গীতে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করেছিলেন তাতে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে এই ষড়যন্ত্র আবার নূতন আকারে দেখা দেবে। বাস্তবিক পক্ষে এটা এবার মূলতঃ একই রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা করি যে গতবার তাঁরা বিরোধীতা করেছিলেন কেন এবং এবার তাঁরা একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলেন কেন? কারণ গতবারের চেয়ে এবার কি এমন একটা কিছু মূল পরিবর্ত্তন ঘটেনি যার জন্য তারা চুপ হয়ে রইলেন। গতবার তাঁরা কোন মুহূর্ত্তে উঠে ডাঃ রায়কে প্রতিনিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর এবার বিজয়সিং নাহারকে এক অসভ্য উক্তি করতে আসরে নাবিয়ে ছিলেন। বিজয়বাবুর প্রতিপত্তি যে কতদেশে আছে সেটা সকলেই জানে—আমরা অবশ্য সেটার কোন মর্য্যাদা দিয়ে বিবেচনা করি না। কিন্তু অন্যান্য সদস্য যাঁরা গতবারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, এবার কি কারণে তারা নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলেন তা আমরা এই ক'দিনে বুঝতে পারলাম না। স্যার, এটা ঠিক কথা ম্যানেজমেণ্ট টেকওভার করা হচ্ছে। গ্যাস একটা ইসেনসিয়াল সার্ভিস বলে এটা রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং এর ডিষ্ট্রিবিউশানের দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। আবার যে কোম্পানী বছর বছর এত মুনাফার অঙ্ক দেখছে এবং এরূপ একটা ইসেনসিয়াল সার্ভিসকে যারা স্যাবোটেজ করছে এই কোম্পানীর প্রতি কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিৎ তা আমরা অপোজিশানরা একরকম ধরে নিচ্ছি এবং বিধানবাবুরা যা মনে করেন তা এই বিলের মধ্যে আছে। জনমত সম্পর্কে যদি বলা হয় যে যেহেতু আমরা এখানে মেজরিটি আছি অতএব এখানেই ভোটের মাধ্যমে জনমত প্রতিফলিত হবে তাহলে আমি বলব যে ডেমোক্রেসির থেকে দৃষ্টিভঙ্গীটা আর একটু

প্রসারিত করুক। গ্যাস সাপ্লাই হচ্ছে কোলকাতার মানুষের কাছে। এই যে গ্যাস সাপ্লাইড হয় তাতে কোলকাতার ইণ্ডাষ্ট্রিগুলিই প্রধানতঃ এর দ্বারা উপকৃত হয়। এই গ্যাসের মালিক যারা তারা কোলকাতার ধনী অধিবাসী। কোলকাতায় যারা শ্রমিক বসবাস করে তারাও এর খানিকটা সুবিধা পায়। সুতরাং এ বিষয় কোলকাতা অধিবাসীদের মত একেবারে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কোলকাতার মত যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোলকাতায় অপোজিশানের সংখ্যা অনেক বেশী। কোলকাতার স্বার্থ এই বিলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং এখানে যদি অভিমত কিছু গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে শ্রমিক অধিবাসী যারা এই গ্যাস ভোগ করবে তারা এই বিলের বিরুদ্ধে অভিমত জানাবে। এছাড়া পেপারের কণ্ঠরোধ যদি না করা হয় এবং তাঁদের যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে তাঁরাও এর বিরুদ্ধে যাবে। অর্থাৎ কয়েকটি গোষ্ঠী ছাড়া এই বিলের সম্পর্কে জনমত নেই। জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে নিশ্চয় কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা বেশী। কিন্তু কোলকাতার অধিবাসীরাই এই গ্যাস পরিচালনায় যুক্ত। সুতরাং তাদের স্বার্থের দিক থেকেই সমস্ত বিবেচনা করতে হবে এবং দেখা যাবে যে তারা অপোজিশানের যে মত সেই মতেই রায় দেবে। সুতরাং ডাঃ রায়ের ইণ্টিগ্রিটি যেখানে চ্যালেঞ্জ হয়েছে সেখানে উচিৎ হবে এটায় জনমত গ্রহণ করার জন্য পাঠানো। ডাঃ রায়ের ভয় হচ্ছে যে সম্ভবতঃ মাত্র গুটিকয়েক গোষ্ঠী ছাড়া যারা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারাও বোধ হয় এই গ্যাস বিলের পক্ষে ভোট দেবেনা। সেই কারণেই বোধহয় তিনি জনমতের জন্য দিতে রাজী নন। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব। আমি নিজে একটা কারখানার ব্যাপার জানি ইণ্ডিয়া ফ্যানের ব্যাপারে। এই কারখানা নিয়ে সরকারের কাছে আমরা দরবার করেছিলাম যে এই কারখানায় ম্যানেজমেণ্ট টেকওভার হোক, একে কিছু অর্থ সাহায্য করা হোক। সেটা খুব লাভের কারখানা ছিল এবং কোটি কোটি টাকা মালের অর্ডারও এখানে ছিল। সেজন্য ইণ্ডিয়া ফ্যানের ম্যানেজমেণ্ট টেকওভার করা এবং ওকে কিছু অর্থ সাহায্য করার জন্য আমরা দাবী তুলেছিলাম।

[4-30—4-40 p. m.]

কিন্তু গত ৫।৭ বছর যাবৎ কিছুই করা যায়নি—একথা ঠিক নিশ্চয়ই সেটা এসেন্সিয়াল সার্ভিস নয়, এর সংগে সেটাকে দেখানো যায় না কিন্তু সেখানে ২ হাজার শ্রমিক ছিল, সেটা একটা লাভের কারবার ছিল সেখানে কিছু অর্থ সাহায্য দিলে এবং ম্যানেজমেণ্টের দিক থেকে সে সমস্ত ক্রটীবিচ্যুতি ছিল সেগুলি দূরীভূত করলে সেই কারখানাটায় লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করা যেতে পারত। আমরা সরকারের দরজায় দরজায় ঢুকেছি কিন্তু হঠাৎ কারখানাটাকে নিতে দেখিনি। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত কারখানায় ম্যানেজমেণ্টগুলি গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে ক্ষতিপূরণ দেয়া বা লাভের অংশ দেয়ার ব্যবস্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই। ভূ-ভারতে কোথাও বা ঘটেনি, ডাক্তার রায়ের রাজত্বে তা ঘটছে। সরকারের হাতে তাই লাভের কারখানাকে তুলে দেবার জন্য শ্রমিকদের তরফ থেকে বরাবর আবেদন আসে কিন্তু তা অগ্রাহ্য করা হয়, আর যেটা ওদের জরাজীর্ণ সেটাকে নেয়া হচ্ছে। অবশ্য আমি আর সে সম্বন্ধে বেশি বলতে চাইনা, সকলেই বলেছেন যে স্ক্র্যাপ ছাড়া আর কিছু নেই—যে রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে সেই রিপোর্টের প্রতি ছত্রে একথা বলা হয়েছে যে স্ক্র্যাপ ছাড়া এর আর অবশিষ্ট কিছু নেই। সুতরাং এই কারখানাকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে নূতন কি কারণে এটাকে গ্রহণ করছেন এবং কি পরিবর্ত্তন এখানে অধিক হচ্ছে—সেটা পরিস্কার করে বলা দরকার। তাদের কিজন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হবে এটাও আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। স্যার এসেন্সিয়াল সার্ভিসে যারা বিঘ্ন ঘটায় এরূপ একটা এসেন্সিয়াল সার্ভিসের সর্বনাশ সাধন করে যারা লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা বছরের পর বছর ধরে মুনাফা করেছে এবং যারা মিনিমাম সার্ভিসটুকুও রাখতে সমর্থ হয়নি তাদের জন্য কম্পেনসেসন অথবা শাস্তিবিধান কোনটা হবার আবশ্যক? সংগে সংগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই সরকারের নিযুক্ত যে কমিটি পাই কমিটির

রিপোর্টে উল্লিখিত আছে যে শ্রমিকরা সেখানে অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থার মধ্যে কাজ করে এসেছে এবং সেখানে এটুকুও লেখা আছে যে যাদের আনস্যুটেড মনে করবেন তাদের ছাটাই করবেন। এর থেকে পরিস্কার ধারণা করা যায় যে শতকরা অন্ততঃ ৫০ জন শ্রমিকের মাথার ওপর ছাঁটাই এর খড়্গ ঝুলছে। একদিনে যাঁরা এসেনসিয়াল সার্ভিসের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে এবং কারখানার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা—তাদের হাতে কোটী কোটী টাকা তুলে দেবার ব্যবস্থা করা, অপর দিকে যারা এতদিন বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করে এসেছে তাদের ছাটাই এর ব্যবস্থা করা—এ এক অপূর্ব জিনিষ। কংগ্রেস সদস্যরা কি কারণে এটাকে সমর্থন করছেন আমাদের কারো কাছে সেটা পরিস্কার নয়। আমি আশা করি তাঁরা একেবারে ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত ধারনায় শুনে যদি গিয়ে না থাকেন যা অনেকেই বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা এর বিরোধিতা করবেন এবং তাকে এর থেকে দানছত্র করার চেষ্টা করবেন এই আমার বক্তব্য।

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri : মিঃ স্পীকার স্যার, গত অধিবেশনে যখন এই বিলটা প্রত্যাহৃত হল তখন আমরা একটা সাময়িক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছিলাম, ভেবেছিলাম ডাঃ রায়ের ইতিমধ্যে কিছু সুবুদ্ধির উদয় হবে এবং তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন তা থেকে ক্ষান্ত হবেন। কিন্তু এখন যে রূপ নিয়ে এটা আমাদের কাছে আবার এসেছে সেটা আরও সাংঘাতিক। এবারে প্রথমে ম্যানেজমেণ্ট তারপর এ্যাকুইজিসান। সরকারী টাকা বিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এভাবে বিলিয়ে দেওয়ার কল্পনা আমরা কখনও করতে পারিনি। প্রথম জিনিস হচ্ছে কোম্পানীটা আদৌ নেওয়া উচিৎ কিনা। কোন কোন বন্ধু বলেছেন এটা নেওয়া উচিৎ কিন্তু কমপেন্‌সেসান দেওয়া উচিৎ নয়। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার প্রথম মত হচ্ছে এটা আদৌ নেওয়া উচিত নয় কারণ এতগুলো টাকা দিয়ে আমরা কি নিচ্ছি না mere Scrops। ১৮৫৬ সালে যে পাইপ পোঁতা হয়েছিল সেই পাইপের আর কোন অস্তিত্ব নেই, সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। যাঁরা কিছু কিছু গ্যাসের ব্যবস্থা বাড়ীতে নিয়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে এই গ্যাস জ্বলেনা কিন্তু বিলটা ঠিক হয়। তার উপর এক্সপার্ট কমিটি বলছেন যে এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে খুব কম মাত্র 3.5 to 4 million cubic feet এবং সেটাকে যদি আরও ভাল করে চালান হয় তাহলে হয়ত 5 million এ উঠতে পারে। কিন্তু রিকয়ারমেণ্ট হচ্ছে কেবল 20 percent of urban population। এরজন্য 20 to 25 million cubic feet gas। সুতরাং এটা নিয়ে তিনি বড় বড় ফিরিস্তি দিয়েছেন যে হাসপাতাল অমুক তমুক বড় বড় বাড়ীতে গ্যাস পৌঁছে দেবেন কিন্তু তা দিতে পারছেন না তিনি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একটা কমিটি বসিয়েছিলেন। তাঁরা রিপোর্টে পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে It is in a very poor state of maintenance। তাঁরা বলেছেন যেখানে brass দেওয়া উচিৎ সেখানে কাঠ দিয়ে চালান হচ্ছে, অনেক যন্ত্রপাতি অচল, তবুও তাকে পয়সা দিয়ে নিতে হবে কেন এই হচ্ছে প্রশ্ন। এটা দেশের স্বার্থে নেওয়া হচ্ছে না নিজেদের স্বার্থে নেওয়া হচ্ছে এইটাই হচ্ছে বড় কথা। তার কারণ ভ্যালুয়েশান আগে করলেন না কেন ১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে সরকার ঠিক করলেন এন্‌কোয়ারী করার জন্য। প্রথম কথা রিপোর্টে ছিল including valuation of the under taking for the purpose of taking over valuation. valuation হল না কেন? valuation চাপা পড়ল কেন? এর কারণ দেখান হয়েছে The committee thinks that no useful purpose will be served by preparing a detailed Schedule of assets showing the exact set up of cach item. তারপর বলছে যে এটা এত খারাপ অবস্থায় রয়েছে in a very poor state of maintenance যে valuation করা যায় না। Valuation made at this stage may not hold good even in the near future ভবিষ্যতের জন্য valuaiton করা যায় না। তাহলে কি সরকার টাকা দিয়ে যখন এগুলি renovate করবেন, নতুন নতুন প্ল্যাণ্ট বসাবেন তখন valuation হবে? যদি আগে valuation করে নিতেন তাহলে management এর কোন প্রশ্ন উঠত না, ৫ বছর পরে আবার acquisition কথা উঠত না। যদি আগে এর valuation

করতেন তাহলে বোঝা যেত যে এর দাম নিল, কোন মূল্য নেই। অথচ সেটা নেবার জন্য সরকার কোটি কোটী টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত। এই কোম্পানীটি নেওয়া হলে তার management এর জন্য at 2 percent of the capital outlay দেওয়া হবে বলেছেন। capital outlay এর মানেটা কি? capital outlay এর মানেটা বিলের মধ্যে দেওয়া উচিৎ ছিল। অনেক রকম ভাবে এর মানে করা যায়। capital ontlay কি, তার আজ পর্যন্ত valuation হয়নি—বলেছেন valuation করা সম্ভব নয়, অথচ তাদের 2 percent দেওয়া হবে এইখানেই বড় রকমের চুরি। দেখা যাচ্ছে এই কোম্পানীর ক্যাপিটাল হচ্ছে ৩ লক্ষ পাউণ্ড equal to ৪০ লক্ষ টাকা।

[4-40—4-50 p.m.]

কি অনুযায়ী Dividend দিচ্ছেন, সবই খাতার কারচুপি। তারা Brassএর জায়গায় Brass দিতে পারে না—কাঠ রেখে দেয়, তাদের অবস্থা শুনুন, বহু টাকার মালিক এই কোম্পানী, তারা devidend দেয় 15% free of tax অর্থাৎ ২১/২২% ১৯৫৬ সালে 15% দিচ্ছেন, ১৯৫৭ সালে 15% free of tax ১৯৫৮ সালে 10% free of tax দিচ্ছেন devidend অথচ কোথা থেকে Profit করছেন? Maintenanceএর কাজ কমে গিয়েছে, লোকের বাড়ীতে গ্যাস দিতে পারে না, খাতা কলমে Huge Profit-manipulate করা হচ্ছে যাতে এই undertaking মারফৎ মোটা টাকা নানা ছুতোয় আদায় করে নেওয়া হয়। Capital Reserve, Postwar fund ১৫,৬,৬৬১ টাকা, জমি পেয়েছে ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার, সবই বেচে দিয়েছে যা কিনেছে। তারপর General Reserve ৩৭ লক্ষ টাকা, Reserve for Contegency ১,৫০,০০০ টাকা এগুলি কি—Capital outlay? ৪০ লক্ষ টাকার capitalএর উপর 2% দিতে হবে ঠিক করেছেন কি? এই capital outlayর মানে কি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে বলতে হবে; আর জোচ্চুরি করতে পারবেন না, এত টাকা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী চলে না তাকে নিয়ে চালু করা—কি এত সোজা? দেশে কি কোন আইন নেই। আইন না থাকে আইন করে কোম্পানীকে কি বাধ্য করা যায় না—যাতে করে ঠিক করে দেশের লোককে সব জায়গায় সস্তা দরে Gas Supply যাতে করতে পারে! কোথায় এদের penalise করবেন, P. D. Actএ বেচে দেবেন, তা না করে এদের কোটি কোটি টাকা এগিয়ে দিচ্ছেন।

Board of Directors List নিয়ে দেখছি জালান ছাড়াও আরও অনেক বন্ধু বান্ধবএর মধ্যে আছেন। C. L. Bajoria, K. D. Jalan, P. R. Sarkar, শ্রীনলিনী সরকারের ভাই, সুকুমার রায়, ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, সিংঘ রায়, রায়পুরের, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, লজ্জা হয় ঘৃণা হয় যে তারা এর ভিতর থাকেন। আজকে তাঁর নিজের interest রয়েছে যে কথা বললেন যতীনবাবু তার ভাইপোর shareএর জন্য। আজকে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই এই under taking নেওয়া হচ্ছে। ৫ বছরের জন্য management নেওয়া হচ্ছে এবং 2% on capital outlay দেওয়া হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি এই capital কথাটা Significant যদি capital outlayর মধ্যে Reserve fund যায় তাহলে অঙ্কটা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায়। এটা বছর বছর দিতে হবে। তারপর Plant & Machinery বসানো হবে তার কি করে valuation হবে বুঝতে পাচ্ছিনা।

তখন তো কিছু পুরান থাকবে না। তখন সবইতো repaired এবং renovated হয়ে যাবে—এক Govt. costএ। তখনকার valuation কি করে সম্ভব হবে?

তারপর এই বিলটার মধ্যে এত ফাঁক রাখা হয়েছে for the benefit of the company. তারা কোথা দিয়ে কত টাকা বের করে নিয়ে যাবে তার কোন ইয়ত্তা নাই। সবাইতো সবজান্তা গভর্ণমেণ্ট মহলে। তাই উঠে উঠে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যাচ্ছেন পেছনে। তিনি বুঝছেন বিলটা defective. তা না হলে তাঁর পেছন দিকে যাবার কারণ নাই। He is not a member of the Treasury Bench.

আজকে কি হয়েছে গভর্ণমেণ্ট স্কীমে? সমস্ত রুটে প্রাইভেট বাস বন্ধ করে দেবেন—পয়লা এপ্রিল থেকে। সেখানে গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট্ বাস চালাবেন। Justice J. K. Mitterএর judgement সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সমস্ত রুটে সরকারী বাস এখন ply করতে পারবে না। সিদ্ধার্থ রায় ছিলেন সেই মামলায়। এর পরে যদি সেক্রেটারীদের সাজা দেবার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে হারতেন না। যখন ঘটনা ঘটছে, তখন তাদের বুদ্ধিতে চ'লে সরকার পরে বিপদে পড়ছেন, যখন কোন আইন কার্য্যকরী হয় না, তখনতো আর তাদের কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না! এই হচ্ছে মজা! তাহলে তাদের ভেবে চিন্তে কাজ করতে হ'তো। গ্যাস কোম্পানী রয়ে গেল। Companies Act 1956 অনুসারে কোম্পানীকে income tax দিতে হবে। গভর্ণমেণ্ট খালি management এবং control নিচ্ছেন—no acquisition of the concern in toto. সমস্ত জিনিষ তাকে বেচে দিয়ে চলে যেত তাহলে সেটা গভর্ণমেণ্ট property হ'ত। এটা এখন Govt. property হয় নাই, এটা কেবল Govt. management এবং control হচ্ছে। রয়ে গেল মালিক অথচ গভর্ণমেণ্ট নিলেন এর উন্নতি সাধন করবেন টেক্স দেবেন ও কমিশন দেবেন। অদ্ভুত! আমি মনে করি এই আইন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রত্যাহার করা উচিত। Valuation আগে করে আমাদের বুঝিয়ে দেন এই scrapএর এত দাম, এই ironএর দাম, এত দামে এখন এটা নেওয়া উচিত কিনা! আমরা মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না নূতন গ্যাস যেটা তৈরী হবে দুর্গাপুরে সেই গ্যাস যখন পাওয়া যাবে তাকি এই কোম্পানীর ভাঙ্গা পাইপ দিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছবে? তা আমাদের জীবনে হবে না। একটা সাধারণ মানুষ সেটা চিন্তাও করতে পারি না। সেই জিনিষ ডাঃ রায় করতে যাচ্ছেন। তিনি একটা Plan বা Project পেলে লাফিয়ে ছুটে যান। এ জিনিষ খারাপ নয়। তিনি কিন্তু সব জিনিষ তলিয়ে দেখেন না, তিনি কি বলতে পারেন কোন জিনিষ তাঁর successful হয়েছে? যে জিনিষ ধরেছেন, তা ছাই হয়ে উড়ে গেছে। তাই আবারও আমি বলবো—এই বিলটী প্রত্যাহার করুন। বন্ধুবান্ধব অনেক ব্যবসায় আছে, সেই দালালদের দু পয়সা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন না। আমি তাদের নাম করে বলছিনা, বলতে পারি—বলব না। রাগ আমার নাই। তিনি যে কাজ করছেন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে অন্যরা খাচ্ছে। আজকাল কাউকে এক কাপ চা খাওয়ান ও বিপদ; ফুটপাতে নেবে বন্ধুটী বলবে হ্যাঁ, ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ে এলাম। কাজেই আপনার ঘরের খবর আমাদের কাছে ঠিক চলে আসে। কোথা থেকে কি করে বাগিয়ে নিচ্ছে টের পাই। এতে আপনার স্বার্থ আছে তাই বলি you shuld not pilot the Bill, because you are interested.

এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এই বিলটা তাঁর pilot করা উচিত হয় না। গতবারেও শুনলেন না; এবারও জালানদের কিছু পাইয়ে দিচ্ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং তাঁকে বলছি যে এই বিলটি প্রত্যাহার করুন।

[4-50-5 p.m.]

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Mr. Speaker, some of the honourable members of this House realise that this is a very important Bill. Of course the subject matter is quite simple, namely taking over of a gas company for the welfare of the citizens. But many controversial questions have been raised here, some on the ground of propriety others on the question of legality—some legal question have been raised by some of the honourable members. So far as the propriety of taking over of this concern by Government, I dare say every honourable member is in a position to give his judgement and it would be for the House to cosider it but one or two legal questions which have been raised I wish to deal with them. The first legal question that was raised was by our honourable friend Mr. Sisir Kumar Das. He has raised a constitutional point. He says Governmet cannot in the same breath take over the management and control and later on acquire the property and pay compensation. I have vainly looked through the Constitution and also through the unrevised speech of Mr. Das.

I have not been able to lay my hand on the reasons which led him to say that. The right to take over management ane control in provided by the Constitution itself and Mr. Das certainly will agree with me that such a provision is there. 31A (b) provides "Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property etc". The point is that we can take it over. There is no doubt about it. I think it is one the fundamental thinks provided in the Constitution that nothing can be taken over either temporarily or permanently without payment of compensation. Even Dr. Das will remember that under the Life Insurance Act compensation was made payable under two heads—copensation for loss of management and compensation for taking over of the undertaking, two different compartments. In this particular case there is no question just at the moment of taking over the undertaking. All that is being taken over today is the management and control of the Oriental Gas Co. The company will remain alive. I dare say honourable members of this House have realised it. The company will be there in full strength but of course their right may be limited, may be curbed by Government. In my humble opinion perhaps Mr. Das will take out writ at the proper hour, but still I feel it is a perfectl constitutional act and it is a constitutional measure which has been adopted.

I would now touch Mr. Siddhartha Sankar Roy's point.

I agree with him that the Company will be there, it is not going to be a Government Company, the company will be there, there is no doubt about it and let us make no mistake about it either. The Constitution gives us the right to take over the management for the time being. That power is being exercised. I do not think there is anything faulty or wrong about it. Now, reverting to the point which I was making, namely, that the company will be there, there is not the slightest doubt about it but the company's power will be curbed in so far as it touches the question of managing and controlling the company. One of the points which I had the privilege of discussing with Mr. Ray—and Mr. Ray agrees with me now—is that if any money is put in, that will not be a revenue receipt. Perhaps just in the heat of the moment he said so. Supposing the Government invest 20 lakhs of rupees while they are managing and controlling the concern, it will not be a revenue receipt, there is no doubt about it. If it were a revenue receipt, the net result would have been that income tax at a very high rate might have been demanded. But Mr. Ray has agreed with me—we carefully went through it together—it is not going to be treated as revenue receipt. When the money is put in, it will be taken as block assets of the company. If it is an ordinary private company, they will be entitled to depreciation at 10 per cent if they invest the money in purchasing machineries etc So there is no question about it that whatever difficulties may be in our way, income tax certainly is not going to be a diffiiculty, (Shri Siddhartha Shankar Ray : It will be a capital expenditure but it will not be deducted from the income). All that I want to tell the honourable members of this House is that it will not be a revenue receipt and it makes a great deal of difference in the meaning. One thing we discussed in this House when the Oriental Gas Bill was before us—what is the value of the property that we are going to take over? I was the first person, I went and told the Chief Minister that you say you are going to take over the company ; we do not know what property you are taking over, we do not know what machineries are there, we do not know the condition of the pipes and so on. So I had suggested that it is much better, if it is at all to be taken over, take over the management and control, look through the books, get the machineries examined, look into the entire assets and you will then be able to find out what the actual value of the property is. Of course, in the balance sheet

which is to be prepared under the 1956 Companies Act, you have got to give the break-up of everything, break-up of the assets, break-up of your liabilities, break-up of the subsisting contract. If you just take the trouble of going through Schedule 6 and the form of the balance sheet which has been framed by the legislature, you will have no doubt that the materials are there and you can check them up very easily. Bring on the balance sheet along with the control of the power, and I dare say it won't be very difficult to find out what is the actual value of the property which we are going to take over, if we at all take it over. Of course, Mr. Sudhir Ray Choudhuri has challenged the propriety of the Act itself. I say nothing about it. It is well known to the citizens of Calcutta—those who use gas and many of us do...that the supply of gas has been hopeless. If you want to use the gas, say, at about 9 o'clock, the supply of gas is so feeble that it is practically useless. People have told me that gas is mixed with air, it is diluted with air, and it is useless for the purpose of cooking and for other industrial purposes.

[5—5·20 p.m.]

Shri Bankim Mukherjee was good enough to tell us yesterday that it was his party or he himself who had suggested the nationalisation of the Gas Company. What does it matter ? Whether the suggestion comes from Shri Bankim Mukherjee's side or from our side, I think it is a proper thing to nationalise the Company and if your can run it properly I think the Government is going to do a good thing. So far as the danger that we are apprehending, I do not think we need to worry very much about that. There are instances—the Insurance has been taken over, the Air Companies have been taken over—our Chief Minister had aircraft—he was interested in one of the Air Companies—that has been taken over, but the Company is not dead. There are Air companies which are being run by Birlas, and other Companies are there. There is no impediment. If the whole undertaking is going to be taken over and money is paid, no doubt the shareholders will be paid their just dues. And I do not think there is any legal difficulty. Therefore, in the fitness of things I think Government ought to take over and run the Company in a proper way. (Shri Basanta Kumar Panda : Are we bound to give any compensation if we take over ?). There is no impediment.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After Adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY : Sir, I am asked to reply to the motions that have been put before the House for circulation of the Bill to elicit public opinion. Often I should have thought that having had privilege of listening to the discussion that took place a few months ago when the Bill for acquisition came before the House and the subsequent period that elapsed the public knew exactly what our views were. I may reiterate what I said then, and that is that I withdrew the Bill at that time because some of our friends expressed doubts as to whether or not the amount of compensation proposed in that Bill for acquistion was correct or that the basis was correct. Therefore, we felt that it would perhaps be better to take over the management for a certain period and then take over or acquire the whole thing later on. Sir, I want to make perfectly clear certain points before I go further because it seems to me that even those who ought to know better feel rather doubtful about the usefulness of this particular Bill or even about the legality of the Bill.

Sir, the Constitution gives us certain powers. Under the Seven Schedule, as you know, there is a State List as well as a Union List. In the Union

List, item 52 runs thus: "Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest" and, as you know, there is an Act...the Industries Development Regulation Act, 1951, modified by the Act of December 1, 1958, enacted by the Parliament. Sir, the Government of West Bengal has no power to act under that Act. It is a Central subecjt and it is a subject under the Union List...List I...and, therefore, we have got nothing to say about. But we have got the power to act with regard to the subjects mentioned under the State List...Item 25, viz. Gas and gas works. We can legislate with regard to them and we are proceeding on that basis. Then the question arises as to how to proceed. There, again, there are two sections. One section is Section 31(2) of the Constitution which says: "No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given." So, under Section 31(2), we had provided in the last Bill, that I placed before the House, the manner in which the compensation would be paid, the principle on which the compensation would be paid. We have reproduced that in this Bill also. There is another section of the same Constitution...Section 31A...which says: "Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for the taking over of the management of any property by the Sate for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property... "There are two conditions laid down...first of all, management of the property for a limited period and, secondly, it must be in the public interest or in order to secure the proper management of the property. When people begin talking about the Sholapur Spinning Mill or, nearer home, about the Barasat-Basirhat Railway, they forget that this provision in the Article was not in existence at that time and, therefore, what had happened then has no reference to what is happening today.

Sir, one legal luminary, who wants to tell us how our action may prove to be illegal, suggested two things. First of all, he said that we are not competent to enact the present law. He suggested that the Constitution does not authorise the framing of a law which will allow the Government to take over a property for a limited period for management and then acquire the same property. Sir, that is an apprehension which is absolutely unfounded. The powers given under Article 31 (2) and Article 31A are different powers no doubt, but there should be no objection if the powers derived from different sources are grouped together for the purpose of passing a comprehensive legislation. I will remind him that there are examples where powers derived from different sources have been grouped together for the purpose of passing a comprehensive legislation. For example, the Code of Civil and criminal Procedure (Amendment) Act of 1951 (Act XXIV of 1951).....deals with amendment of both the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code. Now the Criminal Procedure Code is a subject appertaining to item 2 of List III of the Seventh Schedule, and Civil Procedure Code is a subject appertaining to item 13 of List III of the Seventh Schedule in the Constitution of India. There is no difficulty found to combine these two subjects for the purpose of one law. Other laws have been passed by the Central Legislature and the State Legislature in which it has been done.

The second point that has been raised is that it is defective because we have authorised payment of a compensation for the period for which the property is to be managed by the Government. It is definitely not unconstitutional although it is not obligatory if compensation is paid for the period

of such management by the Government. Articles 31A does not prohibit payment of such compensation. West Bengal Estates Acquisition Act, which we know very well, authorises payment of compensation. It has been suggested that the Act is defective on this ground. Therefore, there should be no objection if Government proposes to give a small compensation to the share-holders for the period which the undertaking of the company is managed by the Government.

The other question raised is the power to legislate about trading Corporations belongs to Goverement under item 43 of list I of the Seventh Schedule and Parliament alone has power to lagislate regarding industries the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. The Industries Act they have just mentioned provides for control of the management of the company ; in this case it is not the management of the company. Those who have put in amendments asking for introduction of the word "director" in the definition loses the fundamental point that we are not taking over the company. We are only taking over the property of the company. (Shri Siddhartha Sankar Ray : Taking over the management of the company,). We are taking over the property for the management of the company ; we are taking over the management in that sense. The Industries Development Act provides for control of the management of a company. Article 31A gives power to the State not to take over the management of a company but to take over the management of a property in public interest. There is a vast difference between the two. This is what the present Bill seeks to do. If there is a property in a particular place...I take over the property and manage it without touching the company. Take for instance I was interested for many years in the Airways India Limited. That was taken over by the Government of India. The company still remains but they have taken over the whole property. (Shri Siddhartha Sankar Ray : Airways were not taken over under Article 31A but under 31.) I do not want interruption. Article 31A gives power to the State not to take over the management of a company but to take over the management of any property in public interest. This is what the present Bill seeks to do. It does not in any way seek to take over the management of the affairs of the company ; it seeks to take over the management of the property as is specificaliy permitted by Article 31A and the State's power to legislate is derived from that Article read with item 25 of List II relating to gas and gas-works and item 42 of List III relating to acquisition and requisition of property.

[5-30—5-40 p.m.]

Item 25 of this list would show that the State has exclusive power to legislate on gas and gas works. The present Bill is, therefore, entirely within the cempetence of the State Legislature. In view of the fact, however, that the Bill is related to Article 31A and Article 31 read with Item 42 of List III of Seven Schedule regarding acquisition of property, it will have to be reserved for the assent of the President after it is passed by the State Legislature as provided for in the Constitution.

As regards payment of income-tax there is absolutely no substance in the argument trotted out by Mr. Siddhartha Shankar Ray. This property will be managed by the Government under Clause 6 of the Bill and therefore Government does not pay any income-tax which has been put forward. Any Government of the State is free from Union taxation unless it is specifically provided for by law made by Parliament after the undertaking is taken over under the provision of this Bill. It will be run by the State Government and will be used for the purposes specified in Clause 6. Any income which may accrue to the State after additions or improvement made by the State

Government will go into the consolidated fund of the State as provided in the Constitution. There is no escape from it. Such income cannot be deemed to be income of the Company nor income of the Staie on behalf of the Company. The State will not manage the property on behalf of the Company or as agent of the Company as Mr. Siddhartha Shankar Ray wanted to say. The State will manage the property in exercise of its own statutory powers. The question of payment of income-tax on such income cannot possibly arise.

Shri Sidhartha Shankar Roy : I hope the court will say that.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Courts may consist of Judges who have a different way of thinking than ourselves but we have got higher courts. We can go to that.

Now supposing some contracts have been made and that contract is handed over to us. What then would happen ? We can refer to provide to 4(c). If the contract is made after the 1st of January, 1958, that contract may declared by the Government not to be valied. Why did he say 1st of January because we did not do anything till 15th April, 1958, and it is very unlikely that there was any question of somebody trying to put in false contract made before that date but if however any contract was made in bad faith, Government is not prevented from exercising its rigth. The justification for taking over rights and liabilities under contracts is that there may be many bonafied contracts and that is the reason why that is put in. For instance, the Company may have made contract for supply of iron and steel or coal at a particular rate. Therefore, if under the bonafied contract goods were supplied to the Company including supply of tools and machinery from overseas involving foreign exchange which would not be in the best interest of the undertaking or conductive to better management of the Government, that is repudiated altogether.

Then about the provision of the Bill which has been amended. My friend probably did not see the amendment when he spoke. In case the Government does not acquire the property or undertaken of the Company, we need not be afraid. The option to take over rests on the facts as determined by the Tribunal.

In case the company does not choose to exercise the option, Government will have to remove or dispose of any condition made by it.

As regards the power of the Tribunal about which Shri Somnath Lahiri was exercising regarding the inspection of assets, surely any judicial Tribunal will have inherent power to inspect the assets. It is not necessary to place that in so many words in the Bill itself. It is not done anywhere. Any evidence which is adduced before the Tribunal will be accepted. On the other hand if you look at the formation of the Tribunal, you will find that besides the gentleman who forms the Tribunal the Government may appoint ane or more persons possessing knowledge of any matter relating to the enquiry to assist the Tribunal in determining the compensation. In that case Government will put in an engineer or an expert in gas, etc. etc. in order to assess the value of the particular company. Sir, that covers the whole field.

My friend Shri Bankim Mukherjee—he is not here—was annoyed very much when Shri Bijoy Singh Nahar had said something about his party. He was very happy when Shri Bijoy Singh Nahar on the last occasion went against my proposal. At that time he was very good for him. Now that Shri Nahar has said something about his party—I am not interested in what said or the other man has said ; I have taken both as correctly said and

honestly said—he was annoyed. My point is that if Shri Bankim Mukherjee thinks that he is going to frighten the Government into conceding higher rate for the workers there at this stage, as I have said, by threatening a strike, well he will have to take the consequences. I am not going to be cajoled or blackmailed. All I can say is that the workers will get the proper deal. One thing I want to make perfectly clear is that if this particualr measure is not going to help the people of this State, there is no point in having this measure. I feel very definite, Sir, that this measure will not only decrease the cost of gas that is to supplied to to the consumer, but also it will increase the quantity of gas that is available. At the present, as far as I know, the total amount of gas that can be supplied every day is about 3 million cubic feet and no more. If the total amout that is required by the people be about 7 million cubic feet as the demand is there, then it would mean an expenditure of a crore or more, as Mr. Siddhartha Sankar Ray seems to think. Probably it would be more, but what is more than that is that more machinery should be brought about from abroad which would mean more foreign exchange and that will be difficult to get. On the other hand, here is gas from Durgapur which will be coming over by the end of May, 1961. According to the contract Czechoslovakia has already started sending pips which will help us to get our gas by may, 1961. Therefore, it is only natural that we should think that by Government control and Government management we will know exactly what are the difficulties of supplying gas to the town of Calcutta, what are the additions and how to obviate those difficulties of financing the additions during this period of, shall I say, trial. It is only by trial and error that you can go ahead. I do not think that there is any change of the present company being able to supply the total quantity of gas that is necessary for the people of Calcutta, not mearly as regards quality but also as regards quantity.

[5-40—5-50 p.m.]

If you look further as I do, the question of increasing your industrial pursuits depend to a great extent on the amount of gas which is available amount of fuel that is necessary for development of industries. I see it from this point of view and so I desire that early steps should be taken to let the people of Calcutta have larger supply of gas. I have not referred to the other aspects of the question which are also for the welfare of the people of Calcutta, namely, to avoid smoke nuisance in Calcutta which is a great point in favour of this particular scheme of taking the gas from Durgapur to Calcutta.

With those words, Sir, I oppose all the amendments for sending the Bill for circulation for public opinion.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, an agitation has been going on that the Chief Minister is a shareholder of the company. I do not believe this because I do not think that the Chief Minister that I have known would be such a dishonest person. I an sure he is not a shareholder of this company. I therefore think that he should make a statement that he has no share in the company.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have no share in the company.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and a division taken with the following result :—

NOES—98

Abdul Hameed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—56

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari

Basu, Shri Chitto	Halder, Shri Renupada
Basu, Shri Gopal	Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Basu, Shri Hemanta Kumar	Jha, Shri Benarashi Prosad
Basu, Shri Jyoti	Lahiri, Shri Somnath
Bera, Shri Sasabindu	Majhi, Shri Jamadar
Bhaduri, Shri Panchugopal	Majhi, Shri Ledu
Bhagat, Shri Mangru	Maji, Shri Gobinda Charan
Bhattacharya, Dr. Kanailal	Majumdar, Shri Apurba Lal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna	Mondal, Shri Bijoy Bhusan
	Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra	Mitra, Shri Haridas
Chatterjee, Shri Basanta Lal	Mitra, Shri Satkari
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar	Modak, Shri Bijoy Krishna
Chattoraj, Dr. Radhanath	Mondal, Shri Haran Chandra
Chobey, Shri Narayan	Mukherji, Shri Bankim
Das, Shri Natendra Nath	Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Das, Shri Sisir Kumar	Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Das, Shri Sunil	Panda, Shri Basanta Kumar
Dey, Shri Tarapada	Ray, Shri Phakir Chandra
Dhibar, Shri Pramatha Nath	Roy, Dr. Pabitra Mohan
Elias Razi, Shri	Roy, Shri Siddhartha Shankar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar	Sen, Dr. Ranendra Nath
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra	Sengupta, Shri Niranjan
Golam Yazdani, Dr.	Tah, Shri Dasarathi
Halder, Shri Ramanuj	Taher Hossain, Shri

The Ayes being 56 and the Noes 98, the motion was lost.

The other motions fall through.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Oriental Gas Company Bill, 1960, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that in clause 2(1), in line 4, after the word "other" the words "area or" be inserted.

স্যার, আমার যে amendment আছে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে ২ (১) তে other areas as may be....কথাটা রয়েছে, সেখানে এই area কথাটা দিতে চেয়েছি যাতে বক্তব্যটা সম্পূর্ণ হয়। সেইজন্য area or areas as may be....এটা insert করতে চেয়েছি।

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that after clause 2 (2) the following be inserted, namely :—

"(2a) 'Companies Act' means the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913)".

Sir, I also beg to move that in clause 2(3), at the end the words "and any other thing declared by the State Government by notification in the 'Official Gazette' to be undertaking of the Company" be inserted.

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, আমার দুটী সংশোধনী প্রস্তাব আছে—একটা ২৪ নম্বর, আর একটা হচ্ছে ৩১ নম্বর। এই দুটী প্রস্তাবের উপর আমি বলছি।

প্রথম নম্বর হচ্ছে যে আমি এই যে সংজ্ঞা ধারাটার মধ্যে Company's Act বলতে কি বোঝায়—সেটা দিতে চেয়েছি। কেন দিতে চেয়েছি? সেটা বলে দিই। প্রথম কথা হচ্ছে Company's Act কতকগুলি rights & privileges of the shareholders, Directorদের আছে, বা কতকগুলি কাজ কোম্পানীর উপর বর্তায়। সেইগুলি এই বিলের মধ্যে নেই বলে আমি মনে করি। সেটা এই বিলে থাকা উচিত। সুতরাং সংজ্ঞা ধারার এইটা অনুসারে যদি Company's Act না হয়, তাহলে অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। তাই ঐটা বলা হয়েছে।

[5-50—6 p.m.]

দ্বিতীয় নম্বর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটা ৩১ নম্বর সেটাতে আছে undertaking এটা undertaking of the company এই সম্পর্কে। এখানে দেখলে দেখবেন undertaking of the company বলতে কি বুঝায়, এখানে তার সংগা হিসাবে বলা হয়েছে undertaking of the company means the properties of company, movable or immovable. এরপর অবশ্য জগন্নাথ কোলে মহাশয়ের সংশোধনী প্রস্তাব আছে; এই প্রস্তাবে তিনি টাকাটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে। সেখানে তিনি বলেছেন, other than cash balance and reserve fund এটা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু আরো কিছু দিয়েছেন by way of illustration, তিনি কতকগুলি নিয়েছেন including this ইত্যাদি বলে, এই illustration বড় কথা নয় এটা বুঝাবার জন্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সমস্ত রকম property illustrationএর মধ্যে থাকে না। কিন্তু একটা জিনিস থাকা দরকার বলে মনে করি including কথাটা ব্যবহার করেছি এবং যথাসম্ভব comprehensive করার চেষ্টা করছি। তাতে কি বাদ গেল তার ঠিক নেই। কি আছে দেখুন listএ including. Including works, workshops, plants, machineries, posts, pipes, pipe-lines, appliances, apparatus, accessories, furniture, equipments and stores, and lands appertaining thereto, actually in use immediately before the commencement of this Act, in connection with the production of gas or supply thereof. এবং এই সম্পত্তিগুলি illustration আছে connected with the production and supply. কিন্তু একটা lorry এটা কি production and supplyএর মধ্যে পড়ে। এটা productionএর মধ্যে পড়ে না, supplyর মধ্যেও পড়ে না। Immediately in use কিসের জন্য? এটা in connection with the production and supplyএর মধ্যে পড়ে না। এই রকম জিনিষ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি। তাই আমি Governmentএর হাতে ক্ষমতা দিচ্ছি, Government যদি প্রয়োজন মনে করেন কোন জিনিষ তাহলে সেটা undertaking of the company বলে declare করা উচিত; এবং তাহলে Governmentএর অধিকার থাকবে। তাই includingর মধ্যে সবগুলি দিয়েছি and any other thing declared by the State Govt. by notification in the Official Gazette to be undertaking of the Company.

অর্থাৎ আমি Governmentএর হাত আরো বাড়িয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে undertaking of the company যা মনে করছি তাকে official gazette—declare করবেন এবং পরবর্ত্তী ধারাগুলির বলে তার management গ্রহণ করতে পারবেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে ৫ বৎসরের মধ্যে তা acquire করতে পারবেন।

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that after clause 2 (2), the following be inserted, namely :—

"(2a) 'Directors' means the directors appointed by the Government after transferece of the undertaking to the State Government ;".

এই পর্য্যায়ে আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব সংযোচিত করছি। এখানে directorএর প্রশ্ন আনছি। Clause 5, clause 6এ বিশেষ করে clause 6এ এই undertaking কে পরিচালনা

করবে, কে run করবে এবং delivery and possession of the company এটা কে নেবে সেকথা বলা রয়েছে। এখানে State Governmentএর কথা বলা রয়েছে এবং বিশেষভাবে যখন clause 5 ও clause 6এর আলোচনা না হবে তখন এর বিশেষ ব্যাখ্যা দেবো। এখন এই কথা বলতে চাই যে director থাকা উচিত। কারণ State Government যদি Public Limited Company or Corporation করেন এবং সেখানে যদি State Government departmentally run না করান তাহলে সেখানে directorএর প্রশ্ন উপস্থিত হচ্ছে। সেইজন্য director কথটা এই পর্য্যায়ে সংযোযিত করবার জন্য আমি আমার প্রস্তাব এনেছি।

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that in sub-clause (3) of clause 2—

(1) in line 2, after the words "movable or immovable", the words "other than cash balances and reserve funds but" be inserted, and

(2) in line 7, after the words "commencement of this Act" the words "or intended to be used" be inserted.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 2(3), in line 2, after the word "including" the words "buildings, structures," be inserted.

I also beg to move that in clause 2(3), lines 6 to 9, for the words beginning with "immediately before" and ending with "its environs" the words "or necessary for use by the Company in connection with the production of gas or supply thereof in Calcutta and its environs and owned by the Company immediately before the commencement of this Act and includes all rights enjoyed and responsibilities undertaken by the Company in connection with such production and supply" be substituted.

[6—6-10 p.m.]

স্পীকার মহাশয়, এখানে আমি আমার দুটো amendment 26, 29এর উপর বলব। 26এর subclause 3তে properties of the companyর যে list দেওয়া হয়েছে, work, workshops, plants ইত্যাদির আগে আমি buildings & structures এ কথাগুলি জুড়ে দিতে বলছি, কারণ exhaustive listএর যে কথা এখানে বলা হয়েছে তা থেকে এগুলি বাদ গিয়েছে বলে এগুলি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। Clause 6(2) তে দেখুন আছে the State Govt. may add list of articles; plants, machineries, posts, pipes, pipe-lines, appliances, apparatus, furniture, equipments, stores, lands, buildings, erections or fixtures. এগুলি থাকলেও buildings and structuresএর মত conspicuously important properties include করা হয়নি, সেজন্য আমি একথা দুটি ঢুকিয়ে দিতে বলছি। তারপর amendment 29, clause 2(3) এর শেষ দিকের অংশে properties of the company and lands appertaining thereto the production of Gas or supply thereof in Calcutta and its environs.

Actually in use or necessary for use by the Company in connection with the production of gas or supply thereof in Calcutta and its environs and owned by the Company immediately before the commencement of this Act and includes all rights enjoyed and responsibilities undertaken by the Company in connection with such production and supply.

এটার পরিবর্তে আমি একথাগুলি দিতে বলছি যে, আমি যে পরিবর্তন করতে বলছি তাতে দেখবেন তিনটি বিশেষ অংশ আছে; প্রথম হচ্ছে, যেখানে actually in use রয়েছে তার সংগে or necessary for use immediately before the commencement of this Act. এটাও দেওয়া দরকার, কারণ এমন কতগুলি property কোম্পানীর থাকতে পারে যেগুলি কোম্পানী temporarily use করতে পারে। অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে chief whip

একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন intended to be used বলে, তাতে খানিকটা cover করছে বটে, তাহলেও আমি মনে করি actually in use এর পরে necessary for use কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে আরো একটা কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত properties actually in use and necessary for use এর পরে undertaking owned by the company এটাও বলে দেওয়া উচিৎ, কারণ undertakingটা যখন Govt. নিচ্ছেন, তখন properties actually in use for the production of gas এই সংগে owned by the company এটাও পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। আমি আরেকটা জিনিষ যোগ করতে বলছি—শুধু material properties নয়, কোম্পানী responsibilities undertaken by the company in connection with such production and supply. এগুলিও undertaking এর মধ্যে included হওয়া উচিৎ—এইগুলি included করলেই আমার মনে হয় এটা comprehensive হবে।

Shri Niranjan Sengupta : I move the amendment standing in the name of Dr. Narayan Chandra Ray. I move that for the proposed Amendment No. 25A of Shri Jagannath Kolay, the following be substituted, viz.,—

"including cash and Bank balances and reserve funds and". That is all.

Shri Apurba Lal Majumdar : I move that in clause 2(3), lines 6 and 7, the words "actually in use immediately before the commencement of this Act" be omitted.

স্যার স্পীকার মহাশয়, আমার amendment 27, এখানে clause 2, subclause 3তে যেখানে actually in use immediately before the commencement of this Act. বলেফেলা আছে একথাটা omit করার জন্য বলছি। কারণ, কোম্পানীর বহু assets or properties আছে যেগুলি বর্তমানে actually in use নয়, যদি actually in use immediately before the commencement of this Act. একথাটা থাকে তাহলে undertaking of the company যখন দেওয়া হবে তখন অনেক জিনিষ, সম্পত্তি হয়তো কোম্পানী actually use করেনি, সে সময় অর্থাৎ সেই appointed dayতে যদি actually in use না থাকে তাহলে এই limitation থাকার জন্য, অর্থাৎ এভাবে সীমাবদ্ধ করে দেবার জন্য, power আমাদের হাত থেকে সরে যাবে—সেজন্য Govtএর হাতে ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে সরকার সেইসব সম্পত্তি সরকার প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই omit করার জন্য প্রস্তাব করছি।

Shri Basanta Kumar Panda : I move that in clause 2(3), lines 6 and 7, for the words "immediately before the commencement of this Act" the words "on the first day of January, 1958" be substituted. In the Bill a date is mentioned—not a definite date—but a date immediately before the commencement of this Act. There is no knowing when this Act will be given effect to. We heard from many honourable members that there has been removal of property or parts of this undertaking If that goes on, on the date when the Act will commence we may be getting some property which may not be very useful. I wish, therefore, to give a definite date—a particular date at a time when there was no contemplation of this acquisition as proposed in the Bill. The Hon'ble Minister said that the first attempt to take over the property began some time in March 1958. Therefore three months earlier to that there was no contemplation on the part of the directors or any other person interested for the transfer or taking away of some portion of the property. I have, therefore, proposed substitution of the "1st January 1958" for the words "immediately before the commencement of this Act."

If you look to that you would see that for the purpose of contracts there is a date mentioned—1st of January, 1958. So in order to keep a consistency

between the validity of these contracts on this particular day, i.e. the 1st of January, 1958, if we put a date here, then the consistency would be maintained and at the same time any illegal transfer of any movable and immovable property of this undertaking may be stopped or if it has already been done, that can be brought out for the purpose of running this undertaking efficiently and smoothly.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that in clause 2(3), line 9, the words "and its environs" be omitted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I accept the amendment of Shri Jagannath Kolay and also that of Shri Ramanuj Halder. I oppose the rest of the amendments.

The motion of **Shri Niranjan Sen Gupta** that for the proposed amendment No. 25A of Shri Jagannath Kolay, the following be substituted, viz.—

"including cash and Bank balances and reserve funds and" was then put and lost.

The motion of **Shri Jagannath Kolay** that in sub-clause (3) of clause 2—

(1) in line 2, after the words "movable or immovable," the words "other than cash balances and reserve funds but" be inserted ;

(2) in line 7, after the words "commencement of this Act" the words "or intended to be used" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of **Shri Ramanuj Halder** that in clause 2(1), in line 4, after the word "other" the words "area or" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that after clause 2(2) the following be inserted, namely :—

"(2a) 'Companies Act' means the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913)", was then put and lost.

The motion of **Shri Sunil Das** that after clause 2(2), the following be inserted, namely :—

"(2a) 'Directors' means the directors appointed by the Government after transference of the undertaking to the State Government ;" was then put and lost.

The motion of **Shri Sasabindu Bera** that in clause 2(3), in line 2, after the word "including" the words "buildings, structures," be inserted, was the put and lost.

The motion of **Shri Apurba Lal Majumdar** that in clause 2(3), lines 6 and 7, the words "actually in use immediately before the commencement of this Act" be omitted, was then put and lost.

The motion of **Shri Basanta Kumar Panda** that in clause 2(3), lines 6 and 7, for the words "immediately before the commencement of this Act" the words "on the first day of January, 1958" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Sasabindu Bera** that in clause 2(3), lines 6 to 9, for the words beginning with "immediately before" and ending with "its environs" the words "or necessary for use by the Company in connection with the production of gas or supply thereof in Calcutta and its environs and owned

by the Company immediately before the commencement of this Act and includes all rights enjoyed and responsibilities undertaken by the Company in connection with such production and supply" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Niranjan Sen Gupta** that in clause 2(3), line 9, the words "and its environs" be omitted, was then put and lost.

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that in clause 2(3), at the end the words "and any other thing declared by the State Government by notification in the 'Official Gazette' to be undertaking of the Company" be inserted, was then put and lost.

The question that Clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that in clause 3, line 3, for the words "five years" the words "ten years" be substituted.

In this amendment I wish to enhance the period of taking over. The amendment I have proposed is for the purpose of minimising the amount of compensation which shall be paid during the period of taking over. Under Article 31A (1) (b) there is a provision for taking over of an undertaking, but under Article 31A there is no provision at all for the purpose of giving any compensation during the period of taking over under that Article. Therefore, if I do not pay anything in cash to the Company during this period under Article 31A, the Company cannot claim anything and we are also not bound to pay. During this period that I have proposed, I do not wish to pay anything to the Company in cash but during this period I am giving much or investing much in kind.

Because, Sir, during this period I shall have to make certain additions to the plant and other machineries, I shall have to improve those machineries during this period. Therefore, though I am not giving them any compensation in cash for the purpose of payment or distribution among the shareholders, I am adding to the assets of the company during this period. Therefore, while there should be an addition to the assets of the company in two ways, first by improving its apparatus and adding to the machinery, and secondly by giving some money for distribution among the shareholders, in consonance with the subsequent amendment which I have proposed for the enhancement of this period of management no compensation should be paid to the company in cash during this period. And if we do not pay, the company cannot realise any money from us under Article 31A. Of course when under Article 31 (2) I shall proceed to acquire or requisition, I shall have to give certain compensation and the quantity I may fix whatever may be the amount, but during this short period of management I am not bound to give anything and according to the account which has been shown before the House, the Company has already made enormous profit and its profit has exceeded the capital invested long years ago. Therefore, Sir, I submit that during this small period of management by us under Article 31A 'do not give them anything'. For that purpose I have proposed the enhancement of this period of management from 'five years' to 'ten years'.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that in clause 3, line 3, for the words "five year" the words "eight years" be substituted.

স্যার, আমি ৩নং ক্লজে যেখানে ৫ বছর রয়েছে সেখানে ৮ বছর করতে বলছি। আমি আগের এমেন্ডমেন্টে কোম্পানীকে ন্যাকোয়ার করার বিরুদ্ধে বলেছি। কোম্পানীকে ন্যাকোয়ার না করে শুধু ম্যানেজমেন্ট এর কন্ট্রোল নিয়ে সেখানে বিলের ক্ষেত্রে সরকারের হাত সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। এজন্যই আমি আমার এমেন্ডমেন্টে ৫ বছরের জায়গায় ৮ বছর করতে চাই। এই ৮ বছরের মধ্যে যদি বোঝা যায় তাহলে সরকার সেই ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর হাতে যাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অর্থাৎ সাময়িকভাবে কোলকাতাকে শ্লোক সুইসেন্স করার জন্য যদি কিছুদিনের জন্য ম্যানেজমেন্ট রাখা হয় তাহলে তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু আমি নীতিগতভাবে ন্যাকোয়ার করার বিরোধী সেহেতু আমি ম্যানেজমেন্ট এবং কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ৫ বছরের জায়গায় ৮ বছর করতে বলছি।

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that in clause 3, line 3, for the words "five years" the words "two years" be substituted.

আমরা মুখ্যমন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতায় শুনলাম যে ১৯৬১ সালের মে মাসে দুর্গাপুরের গ্যাস আমরা পাব। সুতরাং সেখান থেকে গ্যাস পেলে তারপর আরও এক বৎসর আমরা বাড়িয়ে নিতে রাজী আছি। কিন্তু এখন ৫ বছর করার কোন মানে বুঝি না। ৫ বছর করতে গেলে আমার মনে হয় অনেক আর্থিক ক্ষতি হবে এবং যে কোম্পানীর সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষপত্র সব খারাপ হয়ে গেছে তাকে আরও সাহায্য করা হবে। সুতরাং দুর্গাপুর থেকে গ্যাস আসলে আমার মনে হয় যে নূতন ব্যবস্থার দিকে চেষ্টা করা উচিৎ। এই কারণেই আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ডে বলেছি যে ৫ বছরের জায়গায় ২ বছর করতে বলছি।

Mr. Speaker : You may move Shri Ganesh Ghosh's amendment.

Shri Niranjan Sen Gupta : আমি মুভ করছি। I beg to move that the following proviso be added to clause 3, viz.,— "Provided that the State Government can re-transfer the management and control of the undertaking to the Company any time before the expiry of five years. Compensation shall be paid for the actual period for which the management and control of the undertaking was under Government mangement." এ্যামেণ্ডমেণ্ট সমস্ত পরিষ্কার করে লিখিত আছে। সুতরাং এবিষয়ে আমার আর কিছু বক্তব্য রাখতে চাইনা।

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that in clause 3, line 4, for the words "such date as may be specified in the notification" the words "the date of notification" be substituted.

I also move that in clause 3, in lines 5 to 7, the words beginning with "not being earlier" and ending with "in the Official Gazette" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ক্লজে আমার দুটো এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। এই ক্লজে বলা হচ্ছে State Government official gazette এ notification দিয়ে কোম্পানীকে ৫ বছরের জন্য নিতে পারবেন। কিন্তু সেখানে আর একটি loop hole থাকছে। সেটার অর্থ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেটা হচ্ছে official gazette এ যেদিন notification দেওয়া হবে তার থেকে ৭ দিনের আগে নয় কোম্পানীটাকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং সেটাকে বলা হবে appointed day। ৭ দিনের অথবা তার চেয়ে বেশী সময় কোম্পানীকে কেন দেওয়া হচ্ছে ? Official gazette notification দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানীটাকে অমুক দিন থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কমপক্ষে ৭ দিন সময় দেওয়া হবে। আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টে বলেছি যে এই সময় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তার কারণ, মিউনিসিপ্যালিটিকে যখন সুপারসিড করেন, তার কন্ট্রোল এবং ম্যানেজমেণ্ট যখন নেন তখন কি তাকে ৭ দিন কি ১০ দিনের সময় দিয়ে, নোটিশ দিয়ে নেওয়া হয় ? এই সময় যদি দেওয়া যায় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তারা এমন কাজ করতে পারে সেগুলি হয়ত আমাদের State এর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে such date as may be specified in the notification এর বদলে the date of notification

দিয়ে দেওয়া হোক এবং not being earlier than 7 days of publication in the official gazette এই কথাগুলি বাদ দেওয়া হোক। তাহলে ক্লজটা দাঁড়াবে এই "State Govt. may by notification in the official gazette take over for a period of five years with effect from the date of notification the management and control of the undertaking of the company for the purposes, and in accordance with the provisions of this Act."

Shri Sunil Das : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ৩৮নং য্যামেন্ডমেন্টটা আমি মুভ করছি—Sir, I beg to move that in clause 3, lines 5 and 6, for the words "earlier than seven days" the words "later than a month" be substituted এখানে ক্লজ ৩ এতে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে টেকওভার করা হবে তা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে নোটিফিকেসন হবে, নোটিফিকেসনের পর not been earlier than 7 days earlier than the publication of the notification in the official gazette অফিসিয়াল গেজেটে পাব্লিস হবার ৭ দিনের পূর্বে এই টেকিংওভার হলনা একথা বলা হয়েছে। মিনিমাম একটা সময় দেওয়া হয়েছে ৭ দিনের ভেতর হবেনা। এখানে কথা হচ্ছে নোটিফিকেসন হয়ে গেল, ৭ দিনের ভেতর টেকিংওভার হলনা কিন্তু ক'দিনের ভেতর হবে তার কোন সময় বাঁধা নেই। সেজন্য আমার য্যামেন্ডমেন্টে আমি বলেছি not later than a month. নোটিফিকেসনের এক মাসের ভেতর নিতে হবে, তাতে টেকিংওভারের একটা সেন্স অব ডিরেকসান থাকা যে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেকিংওভার হবে তার সার্টেনটি থাকার এবং টেকিংওভার সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় আমাদের এই য়্যাকটের ভেতর এমবডিং হয়ে থাকবে। সেদিক থেকে আমি আমার য্যামেন্ডমেন্টটাকে হাউসের সামনে রাখছি।

[6-20—6-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : There are two types of amendments to this clause. Some members have suggested for a period of 5 years and some have suggested to decrease the period. Therefore the honourable members are not very serious about their suggestions. I may say, Sir, that I went up to the Government of India on a previous occasion with regard to the taking over the management of the R. G. Kar hospital. We wanted it for more than 5 years.

The Government of India ultimately agreed to ten years. They would not agree to more than five years because they feel that if you are thinking in terms of taking over the management and trying to recover the management and give it back to the party, then it should not be for a long period. On the other hand, as in this case, we are taking it over within as short a period as possible. Therefore the period should be five years. Therefore I certainly oppose the amendments wherein the period has been sought to be extended. As regards the period shorter than five years, you will find that section 7 says—"The State Government may, if it so thinks fit, at any time within the period of five years referred to in section 4, acquire the undertaking" etc. So the intention is there, we like to take it earlier. The only thing is that we do not want to bind ourselves down by a provision of the Act to any particular period-either two years or one year-as you can easily understand. As I have said several times here that if we are getting the gas grid completed by May 1961, it will be foolish for us to have the gas grid brought over here and then to generate the gas here. That is not possible. There may be some unknown difficulty that may arise and therefore we prefer to remain more or less a little vague in these general terms, giving to the legislature our idea that we ought to do it as quickly as possible as laid down in section 7, the maximum period being not more than five years. The

question about whether we should have seven days or one month or something-these are only matters of procedure. I do not think that the amendments that have been proposed will help the Government in carrying out its programme and therefore I oppose all the amendments.

The motion of **Shri Basanta Kumar Panda** that in clause 3, line 3, for the words "five years" the words "ten years" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Apurba Lal Majumdar** that in clause 3, line 3, for the words "five years" the words "eight years" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Niranjan Sengupta** that in clause 3, line 3, for the words "five years" the words "two years" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Dr. Kanailal Bhattacharjee** that in clause 3, line 4, for the words "such date as may be specified in the notification" the words "the date of notification" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Dr. Kanailal Bhattacharjee** that the clause 3, in lines 5 to 7, the words beginning with "not being earlier" and ending with "in the Official Gazette" be omitted, was then put and lost.

The motion of **Shri Sunil Das** that in clause 3, lines 5 to 6, for the words "earlier than seven days" the words "later than a month" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Niranjan Sen Gupta** that the following proviso be added to clause 3, viz.—

"Provided that the State Government can re-transfer the management and control of the undertaking to the Company any time before the expiry of five years. Compensation shall be paid for the actual period for which the management and control of the undertaking was under Government management.", was then put and a division taken with the following result :—

NOES—98

Abdul Hameed, Haji
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Geyen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed

Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Patel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shir Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES—45

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 45 and the Noes 98, the motion was lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, in this clause I have several amendments. As amendment No. 32 has been refused I cannot move amendment No. 39 also. I am, therefore, moving the other amendment of mine which is No. 48, viz. that in clause 4(c), line 5, for the words "or to be enforceable" the word "as" be substituted.

Sir, if you look to the sentence it comes to this, "all contracts, excluding any contracts or contracts in respect of managing agency, subsisting immediately before the appointed day and affecting the undertaking of the Company shall cease to have effect or to be enforceable against the Company". Sir, if any clause ceases to have effect there is no necessity of keeping these words. This cannot be enforced. If a clause is void from the very beginning under the provisions of the Act then it becomes unenforceable. So, the words "or to be enforceable" are unnecessarily introduced in the body of the Bill. Sir, introduction of unnecessary words create trouble in the matter of interpretation and in the matter of application. If the contract itself ceases to have its effect then automatically it loses its force of enforceability, but if these words are kept there then an inference may be drawn that there may be something beyond these contracts. Or there may be certain other things which do not fall within the category of the contracts, but they are also not unenforceable. Therefore, if you omit this portion and substitute it by the simple word "as", then the effect of the whole clause will be maintained.

[6-30—6-40 p.m.]

Then I move my next amendment—amendment No. 50.

Sir, I beg to move that for paragraph (i) of the proviso to clause 4(c), the following be substituted, namely :—

"the provision of this clause shall not apply to any contract which was executed after the 1st day of January, 1955".

Sir, my object is this. Though all the contracts are made enforceable under clause 4(c), certain exceptions have been made in this proviso, i.e. all contracts after a certain date are not being made enforceable. The Bill proposes that the 1st day of January, 1958 will be the limit, but we have learnt from the Hon'ble Chief Minister that the proposal for taking over this company or this undertaking began in March, 1958. Therefore, the Directors or other persons interested or concerned with this undertaking might have got scent of the proposed taking over of this undertaking by the State at some earlier date and so earlier contracts may have been created or manufactured with retrospective dates. Therefore, if you recede this date, then there will be no harm, but there will be a definite gain in the shape of frustrating the purpose of manufacturing false and fabricated contracts with the company, the burden of which will now fall upon the State itself. So, if we recede the date of limit by three years, then the chances of the burden of fabricated contracts or fabricated documents falling upon the State will be reduced.

Then I come to my next amendment—amendment No. 56.

Sir, I beg to move that clause 4(d) be omitted.

Sir, sub-clause (d) is a signed blank cheque in the hand of the company and that is proposed to be given by the State by this sub-clause. It is a signed blank cheque in this way that here certain causes of action which may be created or may be generated at any past time may be enforceable against the State itself. So, this provision is very dangerous. Sir, it is a very dangerous burden and an uncertain burden which is being imposed upon the shoulders of the poor tax-payers of the State of West Bengal. If any adventurous person taken into his head to create back-dated documents or fabricated documents, who will resist it ? This can be done by the State, but, as we have heard from many honourable members, the Directors of this particular company and some of the Ministers are interested in this company and the purpose of both of them is to give a larger sum of money from the Consolidated Fund of the State of West Bengal to the share-holders or the Directors of this particular company. There is no provision for checking inflated claims against the State.

Therefore, if free hand is given innumerable causes of action will be created as against the undertaking Many contracts will come up, many back-dated letters may come, and many things may be manufactured. All those manufactured documents will be thrust upon the State and the persons in charge of minimising the amount on behalf of the State being in collusion with the directors or share-holders will not make a sincere attempt to minimise the same. Therefore, you should delete the sub-clause.

Shri Apurba Lal Majumdar : I do not move amendment No. 40. I move (amendment No. 44) that in clause 4(b), in line 4, after the words "of the Company" the words "but the State Government may, at any time, by notification in the Official Gazette, appoint as many persons as it thinks fit for the purpose of management and control of the Company" be inserted.

I also move (amendment No. 49) that in clause 4(c), line 8, the words "against or" be omitted.

এই clauseটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ clause বলে মনে করি। কারণ Oriental Gas Company যখন Government take over করছেন তখন কি কি responsibilities এবং কি কি obligation বর্ত্তমান Governmentএর উপর বর্ত্তাবে সে সম্পর্কে এই clauseএ ভালভাবে বলা আছে। Clause 4(b) সেখানে আছে the company and its agents, including managing agents, if any, and servants shall cease to exercise management or control in relation to the undertaking of the company. অর্থাৎ সেই appointed day থেকে Oriental Gas Companyর agent, বা, managing agent, বা servantদের তার উপর management এবং control আর থাকবে না কিন্তু Governmentর তরফ থেকে এই companyর management ও control কারা চালাবে, কাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে সে সম্পর্কে এই বিলের মধ্যে কোন উল্লেখ নেই। কাজেই Government এই Oriental Gas Co. চালাতে গিয়ে কোন নূতন লোককে যদি appoint করতে চান কিম্বা কার হাতে ক্ষমতা দিতে চান, তাহলে সেকথা পরিষ্কার করে এই বিলের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আইনের প্রথম থেকে শেষ ধারা পড়ে আমরা বুঝলাম যে Government management ও control নেবার পর, তার তরফ থেকে কোন ব্যক্তি সেই management ও control পরিচালিত করবে। তা থাকা প্রয়োজন। যদি কোন নূতন লোক appoint করতে হয়, যদি কোন special লোককে চাকরী দিয়ে management ও controlটার দায়িত্ব দিয়ে বসাতে হয় তাহলে যদি আইনের মধ্যে provision না থাকে তাহলে কি করে সেই সমস্ত লোকের হাতে দায়িত্ব দেবেন। সেইজন্য এখানে এইকথা add করতে চাই add after the words "of the company" the words "but the State Government

may, at any time, by notification in the Official Gazette, appoint as many persons as it thinks fit for the purpose of management and control of the Company" একথা ঠিক যে, companyর যারা employees তারা ঠিক থাকবে, অর্থাৎ companyর যারা workmen তারা ঠিক থাকবে। সেইভাবে কাজ করবে। কিন্তু এর management ও control Government নিজের হাতে নেবার আগে পর্য্যন্ত যারা প্রধানতঃ এই কাজ চালাতো তাদের অবসান করা হবে appointed day থেকে। তার অবসান হলে Governmentর তরফ থেকে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে কোন লোককে সেখানে বসিয়ে দেওয়া। যারা এই company চালনা করবেন সরকারের পক্ষ থেকে। কাজেই আমার মনে হয় যেহেতু আইনের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন কথা বলেননি সেইজন্য এখানে এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে প্রয়োজন হলে Government এর management ও control এরজন্য কোন লোককে appoint করতে পারবেন।

[6-40—6-50 p.m.]

স্যার, আমার next amendment 49, এই amendmentএ আমি বলছি that in clause 4(c), line, the words "against or" be omitted clause 4 c) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই clauseএ govt. সরাসরি কতগুলি obligations নিচ্ছেন, এবং এই obligationsগুলি দেওয়া আমাদের stateএর পক্ষে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ—এই clause clause 4(c)তে contracts—অবশ্য এখানে managing agents সংগে যেসমস্ত contracts আছে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, ভালই হয়েছে, কিন্তু তার পরেই আছে subsisting immediately before the appointed day, and affecting the undertaking of the Company shall cease to have effect or to be enforceable against the Company, its agents or any person who was a surety thereto or had guaranteed the performance thereof and shall be of as full force and effect against এই কথাটার বিরুদ্ধেই আমার আপত্তি কেন সে কথায় আমি পরে আসছি or in favour of the State of West Bengal and shall be enforceable as fully and effectively as if instead of the Company the State of West Bengal had been named therein or had been a party thereto. পরেনিলাম এই বিলের মধ্যে দিয়ে যে ক্ষমতা সরকারের হাতে বর্তাবে, সেই ক্ষমতার বলে management and control সরকার গ্রহণ করলেন—কিন্তু এই management and control গ্রহণ করার সংগে সংগে যদিও assets and properties সরকার নিজের হাতে নিলেন, তাহলেও contracts ছিল এই কোম্পানীর সংগে ব্যক্তিবিশেষের সংগে excluding the contract of the managing agency ইত্যাদি সমস্ত কিছু enforced হবে against the state, তখন সেগুলি enforceable against the state হবে। এখন এমন অনেক contract সৃষ্টি হবে, যেগুলি fraud contract ছাড়া কিছু নয়। সরকার যদি এই সমস্ত obligation fulfil করার চেষ্টা করেন, এগুলি honour করার জন্য যদি সরকার থেকে চেষ্টা করা হয় তাহলে আমাদের State Exchangeএর বহু অর্থ অপচয় হবে। সেজন্যই আমি বলছি এই against কথাটা তুলে দেওয়া দরকার অর্থাৎ stateএর formএ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, যে সমস্ত contracts go in favour of the state সেগুলিই শুধু honour করা যেতে পারে। অবশ্য এতে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন যে, কথাগুলি আমাদের formএ contracts সেগুলিই শুধু honou করা আছে ব্যক্তি বিশেষের সংগে যেমন contract আছে সেগুলি dishonour করা তাহলে natural justice হবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, যেখানে management and contractই শুধু আমরা নিয়েছি সেখানে oriental gas company কে তাদের liabilites থেকে রক্ষা করেও বাঁচিয়ে দিয়ে ভালবাসাও সদয়তা দেখান ভুল ও অন্যায়ের হবে। সেজন্য আমি মনে করি

management and control যে বহু পরে এই সমস্ত contract state এর বিরুদ্ধে enforceble হওয়া উচিৎ নয়। আমি একথা এখানে আগেও বলেছি যে, যে ক্ষেত্রে govt. যখন management and control নেবেন সেসময় মালিকপক্ষ 2% of the total capital outlay compensation হিসাবে পাবেন এই বিরাট পরিমাণ টাকা যখন তারা আমাদের state থেকে পাচ্ছেন খেসারত হিসাবে, তখন তাঁরা এই সবের জন্য কেন responsible থাকবে না? এই responsibility এবং liability থেকে কোন্ আইন বলে তাঁরা মুক্ত হবেন এবং কেনইবা এই সব মালিকদের সরকার পক্ষ থেকে 2 percentum of the Total Capital দেওয়ার পরেও এই সুবিধা দিচ্ছেন। আমার মতে এটা অসংগত ও অন্যায়। আমি মনে করি এই সমস্ত liabilities and contracts enforce করার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া উচিৎ নয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং তখনও আমি মনে করি যে, তাঁরা যাতে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন এই সমস্ত contract এর ব্যাপারে সেই ক্ষমতা ও সরকারের এখানে দেওয়া উচিৎ। সেজন্য আমি বিশেষ করে প্রস্তাব করছি যে, in factory the West Bengal state ছাড়া অন্যান্য contracts যা রাষ্ট্রবিরোধী, সেগুলি যেন সরকার fulfil না করেন এবং সেজন্য এই against কথাটা omit করার জন্য আমি বলছি। এই ধরণের অন্যান্য loopholes যা বিলের মধ্যে আছে সেগুলি সম্বন্ধেও সতর্ক হবার জন্য আমিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে আমার amendment হচ্ছে 57 এই amendment এ clause 4(d) out করতে বলছি, Subject to the provisions of clause (c), any proceeding pending or any cause of action existing before the appointed day in relation to the undertaking of the Company may be continued or enforced by or against the State of West Bengal and shall cease to be continued or enforced by or against the Company, its agents, sureties or guarantors, এর অর্থ দাঁড়াল যে appointed day থেকে, যেসমস্ত litigation pending আছে company র বিরুদ্ধে যেসব suit pending আছে, অথবা যেসব cause of action বা মামলা যা এখনো তাঁরা দায়ের করেনি management and control নেওয়ার সংগে সংগে তেমন সরকারের বিরুদ্ধে চলতে পারে এবং নতুন যেসব জানান হবে ইচ্ছা করলে তাহলেও গবর্ণমেণ্টকে বিব্রতকর করে মামলা দায়ের করতে পারে কিন্তু এখানেই আমার বিশেষ আপত্তি। management and control হাতে নিলেও এসবের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিৎ নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তাঁদের assets থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এসবের liabilities তাঁদেরই বহন করা দরকার। আর একটা কথাও বলা দরকার —

[6-50—7 p.m.]

মামলা দায়ের করলে কোম্পানীর সুবিধা হবে না বলে তারা এখন মামলা দায়ের করছেনা, কিন্তু কজ অফ এ্যাকসান সৃষ্টি হবে। এই কজ অফ এ্যাকসান সৃষ্টি করতে কোম্পানীর লোক সাদা কাগজে কণ্ট্রাক্ট করবে—ব্যাক ডেট দিয়ে কণ্ট্রাক্ট করবে—forged paper তৈরী করবে। তার কারণ কোম্পানী একটা আসন্ন গভর্ণমেণ্ট যখন সমগ্র লায়াবিলিটিজ নিচ্ছে তখন আমরা forged কজ অফ এ্যাকসান তৈরী করতে সাহায্য করি এইভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষভাবে টাকা কোম্পানীর তরফ থেকে প্রাপ্য এই রকম ফ্রণ্ড কজ অফ য়্যাকসান যদি নূতন করে কোম্পানী করার সুযোগ করে দিয়ে থাকে তাতে কোম্পানী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, সে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারকে হতে হবে। এমন সুযোগ যদি আমরা দিই তাহলে সমস্ত নূতন কজ অফ য়্যাকসান হবে এবং পেণ্ডিং প্রোসিডিংসগুলো থেকে কোম্পানী বেঁচে যাবে এবং the coy. may partieipate practice এর ফ্রণ্ড করবেন in conspiracy with other persons. সেজন্য আমার মনে হয় যে এতখানি দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিৎ নয়। এই অবলিগেশানস এই পেণ্ডিং প্রোসিডিংসগুলো যারা বর্ত্তমানে এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর মালিক তাদের বিরুদ্ধে চালু করা উচিৎ এবং যে সমস্ত কজ অফ এ্যাকসান গড়ে ওঠে বা নূতন নূতন সৃষ্টি হবে

সেইগুলির লায়াবিলিটিজ এর হাত থেকে যেন বাদ না যায়। এ যদি না করা যায় তাহলে আমাদের এমপ্লয়েজের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ক্লজটা বলিষ্ঠ করা হোক।

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 4(c) line 4, for the word "employed" the words "allowed to continue" be substituted. স্যার, এই ৬৬-তে যা' রয়েছে সেখানে আমি অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিতে চাইছি যে এই এমপ্লয়েড কথাটার পরিবর্তে allowed to continue কথাটা রাখা হোক। কেননা এমপ্লয়েড বলতে যখন কর্মরত অবস্থা বোঝায় তখন সেখানে গভর্ণমেণ্ট আণ্ডারটেক করবার পর যারা পূর্ব থেকেই কোম্পানীর কাজে রত রয়েছে—who are employed before hand by the company— সেক্ষেত্রে এমপ্লয়ী কথাটা পুনরায় বলার কি অর্থ আছে আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই এখানে এমপ্লয়েড কথাটা না বলে shall be allowed to continue by the State Govt. on such terms and conditions কথাটা বললেই পরিষ্কার হয়। তাছাড়া পূর্ব থেকেই যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের এই এমপ্লয়েড কথাটা বলার জন্য discontinuance of service বোঝায়। সুতরাং discontinuance of service যাতে না বোঝায় সেইজন্যই আমি এই এমপ্লয়েড কথাটার পরিবর্তে shall be allowed to continue কথাটা দিতে বলছি। নতুবা চাকুরী করতে করতে কোন লোককে এই এমপ্লয়েড কথাটা বলার জন্য যদি discontinuance of service বোঝায় তাহলে সেই এমপ্লয়ী কাজ কন্টিনিউ করবার জন্য যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন তা' আইনতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই আমি বলতে চাই যে এই এমপ্লয়েড কথাটার পরিবর্তে shall be allowed to continue কথাটা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারপর I beg to move that in provison clause 4(c), in line 2, for the word "person" the word "employed" be substituted. সিমিলারলি এখানেই আমি বলতে চাই যে এও ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর অধীনে যারা পূর্ব থেকেই চাকুরী করে আসছেন তাঁদের এই পার্সোন কথাটা বলার জন্য তাঁদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এমপ্লয়ী বলতে যাঁরা কাজে নিযুক্ত রয়েছে তাদেরই বোঝাবে কিন্তু এই পার্সোন কথাটায় তা' না-ও বোঝাতে পারে। কাজেই এখানে যে পার্সোন শব্দটি রয়েছে তার পরিবর্তে এই এমপ্লয়ী কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি। তারপর, Sir, I also beg to move that in proviso to clasue 4(c), line 3, for the word "person" the word "employee" be substituted.

স্যার, তারপর এই 66-এও আমি সিমিলারলি এই একই জিনিস দেখছি যে এই প্রোভাইসোর মধ্যে 4E-র line 3-তে সেই person শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে যে person কথা রাখা হয়েছে সেই person বলার জন্য উপরের E-তে এমপ্লয়ী কথাটার মধ্যে যে অর্থ থেকে গেছে, এখানে person কথাটা বলার জন্য সেই অর্থেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সুতরাং পূর্ব থেকে কর্মরত কর্মচারীদের পরিবর্তে যদি কোন শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেখানে পার্সোন না বলে এমপ্লয়ী বলা উচিত। কাজেই এই 65-এ যেমন আমি পার্সোনের পরিবর্তে এমপ্লয়ী রাখতে চেয়েছি ঠিক তেমনি 66-এও পার্সোন শব্দের পরিবর্তে এমপ্লয়ী কথাটা রাখার জন্য এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : স্যার, হাউস য়্যাডজোর্ণ হবার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। জ্যোতিবাবু এবং সিদ্ধার্থবাবু শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী যে চিঠিটা পড়েছিলেন সেটা সার্কুলেট করার কথা বলেছিলেন এবং সেটা সার্কুলেটেড হয়েছে দেখছি। কিন্তু আমি দেখছি যে যতখানি তিনি পড়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ এখানে দেওয়া হয়নি। সেজন্য বলছি যে এটাকে টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক। কারণ আমাদের সন্দেহ যে ডেলিবারেটলি খানিকটা অংশ সাপ্রেস করা হয়েছে।

Mr. Speaker : The report as available in the office has been circulated.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমি বলছি যে টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক, কারণ এক্সট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে।

Shri Jagannath Kolay : আমাদের রিপোর্টাররা যা শুনেছেন তাই রিপোর্ট করেছেন।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমি ফুল রেসপনসিবিলিটি নিয়ে বলছি যে সাপ্রেস করা হয়েছে। সেজন্য বেষ্ট কোর্স হচ্ছে কাল হাউস আরম্ভ হবার আগে টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হোক।

Shri Jagannath Kolay : তাহলে আপনি কি রিপোর্টারদের উপর সন্দেহ করছেন ?

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমি রিপোর্টারদের সন্দেহ করছিনা, তবে মেলাতে বলছি।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. There will be non-official business and no questions

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7 p m. till 3 p. m. on Friday, the 1st April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 1st April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 186 Members.

[3—3-10 p.m.]

Point of privilege.

Dr. Ranendra Nath Sen : On a point of privilege, Sir, আমার পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ হচ্ছে এই যে কালকে জ্যোতিবাবু একটা কথা তুলেছিলেন যে, মিস মায়া ব্যানার্জী আমাদের ডেপুটি মিনিষ্টার সেদিন রিফিউজী ডিবেটের সময় যে চিঠিখানা পড়েছিলেন সেই সম্পূর্ণ চিঠিখানা should be laid on the table. এইজন্য আমরা বলছি যে মিনিষ্টার এবং ডেপুটি মিনিষ্টারের বেলায় এই নিয়ম আছে যে তাঁরা যদি কোন ডকুমেণ্ট পড়েন তাহলে সেই ডকুমেণ্টটা automatically laid on the table হয়। আমরা যারা মিনিষ্টার কিংবা ডেপুটি মিনিষ্টার নই, যারা অডিনারী মেম্বার তাদের বেলায় এটা প্রযোজ্য হয় না। তাদের বেলায় প্রযোজ্য হয় তখনই যখন আপনি স্পীকার হিসাবে ডিমাণ্ড করবেন যে ডকুমেণ্ট আমরা পড়েছি সেই ডকুমেণ্ট should be laid on the table. তখন আমরা এই প্রশ্ন তুলিনি কারণ আমরা জানতাম যে এটাই হচ্ছে নিয়ম। পরে কালকে এই কথাটা তোলা হয় এবং সেটা নিয়ে খানিকটা বিতর্ক হয়। পরে আমাদের সামনে যে চিঠিটা প্রোসিডিংস থেকে দেওয়া হয় সেখানে আপত্তি উঠে। আমরা as a part of the proceedings সেটা চাইনি, আমরা চাই final letter as such should be laid on the table. অতীতে এ বিষয়ে যা হয়েছে সে ব্যাপারে নয়, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে একটা গাইডেন্স হাউসের সামনে থাকা দরকার। সে সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে নির্দেশ প্রার্থনা করি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : স্যার, আমি কালকে এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছিলাম যে যে এক্সট্র্যাক্টটুকু আমাদের কাছে সার্কুলেট করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী বলেছিলেন। আমরা বলেছিলাম যে টেপ্ রেকর্ডিং এর সঙ্গে এটা মেলান হোক, আমি জানিনা সেটা মেলান হয়েছে কিনা। চীপ হুইপ দাঁড়িয়ে বললেন যে আমরা বোধ হয় অফিসিয়াল রিপোর্টারদের উপর এ্যাসপার্সান করছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম যে রিপোর্টাররা সেজন্য দায়ী নয়, এখানে যা সার্কুলেট করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আপনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে। On a point of privilege এটা আমি জানতে চাইছি যতখানি পড়া হয়েছে তা যেটুকু সার্কুলেট করা হয়েছে তার থেকে বেশী কিনা? সেই চিঠিটার কপি তাঁর কাছে আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। আমাদের ক যদি না রাখা হয় তাহলে প্রিভিলেজ ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। কারণ, যতখানি তিনি পড়েছেন স এক্সট্র্যাক্ট আমাদের কাছে সার্কুলেট করার দাবী জানিয়েছি এবং জানান উচিৎ। সেদিক থেকে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা টেপ্ রেকর্ডিং এর ছে কিনা, ভেরিফাই করা হয়েছে কিনা?

Shri Sunil Das : মিঃ স্পীকার স্যার, যে প্রসংগে মাননীয় সদস্য ডাঃ রনেন সেন এবং বলেছেন সেই প্রসংগে আমি বলছি যে একটা ডকুমেণ্ট এখানে পড়া হয়েছে— অংশ পড়েছেন বলে শুনছি, মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন। আমার বক্তব্য হল ডকুমেণ্ট থেকে এই হাউসে পড়া হয় তখন সেই ডকুমেণ্টটা হাউসের ায়। কাজেই সেই ডকুমেণ্ট হাউসের টেবিলে লে করা উচিৎ কিন্তু সেইভাবে

Publisher

আমাদের কাছে ডকুমেন্টটা আসেনি। এখানে ডকুমেন্টটা এসেছে প্রসিডিংস এর অংশ হিসাবে এবং সেদিক থেকে আমি মনে করি—হাউসের প্রিভিলেজ এর সংগে জড়িত আছে। সুতরাং ডকুমেন্টটা য্যাজ সাচ হাউসের টেবিলে প্লেসড. হওয়া উচিৎ কারণ সেটা অলরেডি হাউসের প্রপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Mr. Speaker : So far as the question of privilege raised by Dr. Sen is concerned, I consider it an important matter because, as far as I remember, this matter has not been raised previously in this House. So, I will consider all aspects of the matter and give my ruling afterwards.

So far as Mr. Jatin Chakravorty's allegation or whatever it may be (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Humble submission) is concerned, I would ask the Secretary to look into the tape-record and see if it is quite in order and if the paper which has been distributed to the members tallies with what has been recorded in the Tape-recording Machine.

Shri Sidhartha Shankar Ray : I think it will not be in order not to place the whole copy of the letter before the House. Although a part of the letter has been read by Miss Maya Banerjee, we have got the full copy now and I think it will be in order to place the whole copy before the House.

Mr. Speaker : I do not know.

Remission of the Canal Cess

Shri Radhanath Chattoraj : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ময়ূরাক্ষীর সেচ এলাকায় ১৫ হাজার কৃষক বকেয়া ক্যানেল কর মুকুব এবং হ্রাসের জন্য দরখাস্ত করেছেন—আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এটা পড়ে দিতে পারি।

Mr. Speaker : You have mentioned it—that is sufficient.

Shri Subodh Banerjee : আমার যতদূর মনে হয় তুমি সেচ হয়ে কমিটি অব পিটিসনের কাছে ওটা দিতে চাচ্ছেন।

Mr. Speaker : He did not say that.

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Shri Abani Kumar Basu : Sir, I seek your indulgence to move the resolution standing in the name of Shri Tarapada Choudhuri which has been allowed by you to be taken out of turn. I was a joint signatory of that resolution.

Sir, I beg to move—

That whereas this Assembly has noted with grave concern the deteriorating developments in Dandakaranya Administration ; and in view of the failure of the Rehabilitation Ministry in fulfilling its plan and programme according to target declared from time to time of rehabilitating the unfortunate East Bengal refugees ;

And whereas this Assembly feels that if the decision to close down the Rehabilitation Ministry by 1961 is reallly carried into effect the same will naturally shift a very serious load of unfulfilled tasks in the matter of rehabilitation on the shoulder of the State Government, which it will be highly difficult for the State Government to perform with its slender resources ;

Therefore this Assembly is of opinion that this Government should move the Union Government for adoption of the following measures by that Government, viz.—

(a) The target date declared for closing down the Rehabilitation Ministry should be extended ;

(b) The Dandakaranya Administration be properly reconstituted with a larger autonomy for effecting speedy rehabilitation of East Bengal refugees in Dandakaranya ; and all ancilliary steps to fulfill this objective and to inspire confidence in the minds of the refugees including appointment of Bengali Personnel in key positions should also be adopted ;

(c) An allocation of at least one hundred crores of rupees be made in the Third Five-Year Plan for the general development of the State economy with the particular object of integration of Displaced Person Assistance Programme, so that the accumulated burden of unassisted D.Ps. may cause lesser strain on the economy of the State.

3-10—3-20 p.m.]

I rise today to move this resolution from a sense of national duty which, believe, is shared by all honourable members of this House. In the recent ast we have found that the Dandakaranya administration and, for the matter f that, the rehabilitation of these unfortunate victims of Partition is not eing conducted in the way in which the same has been declared from me to time. We find that the doles of the refugees are being stopped on imsy grounds—on the ground that they are incligible. There is no prospect bf rehabilitation. To illustrate my point I will be presently coming to some figures. I will first of all confine myself to the aspect of the camp refugees. In December 1956 the number of camp refugees were 2 lakhs 97 thousand of which, as far as I know, the Centre took over the responsibility of rehabilitating 2 lakhs 40 thousand and the rest was sought to be taken over by the State Government. Then in July 1958 another conference was held in Calcutta—it was a Ministers' conference—and according to the figures available at that time the number of camp refugees were estimated at 45,000 of which the Centre undertook to rehabilitate 35 thousand families—it was as far back as July 1958—and the State Government took over responsibility of rehabiliting 10,000 of them. I should not omit to mention a very significant fact, viz., that at the conference of Ministers in Calcutta in July 1958 it was decided that the camps would be closed by 1960 obviously with the purpose and in the hope that all the camp refugee population would be rehabilitated by this time. But what is the net result of all these promises ? What do we find ? We find that up till now the Centre has been able to rehabilitate only 2,653 i.e. 7 per cent of its total commitment. As against that we find that the State Government undertook to rehabilitate 10,000 families out of which the State Government has already been able to rehabilitate 6,890 families—it was up to September, 1959. I do not know the present position. That means that the State Government has been able to achieve 70 per cent of its total commitments.

But, Sir, what do we find in the corresponding period ? We find that the Union Rehabilitation Ministry, instead of fulfilling its target, is more engaged in weeding out these unfortunate victims on various pretexts Sir, impossible conditions are sought to be imposed on the matter of eligibility of these victims for rehabilitation. Sir, the grounds shown are diverse. On the basis of an alleged Screening Committee the refugees, at least 70 per cent of them, are found to have subsidiary income which disentitles them to have any

assistance from the Rehabilitation Ministry. Sir, I would quote from a book which is published by the Ministry of Rehabilitation. It is a report for the year 1958-59 containing statistical information on the subject of refugee rehabilitation. Sir, we find that under the head of private income it is said that about 70 per cent of the camp families had some sort of private income in addition to all those. It was decided that prompt action should be taken to weed out the ineligible from camps etc. multiple units of a single family, etc.

Then, Sir, another tactics are being pursued to squeese out the refugees and to liquidate the camps. The refugee people are given the option of voluntary dispersal on acceptance of cash doles to the tune of six months of their cash doles that are receivable by them.

Then, Sir, another method is being pursued—to report adversely against the refugees. One fine morning the camp inmates are told by the Superintendent and the other officers present that their doles have been stopped upon orders from higher officers on the ground of insubordination and indiscipline. Sir, these poor victims are not given any chance to say anything in self-defence. Some confidential report is submitted and their doles are stopped.

Then, Sir, another policy is being pursued, viz. that permanent liability camps are also suspended. In this way we find that since 1957 this Rehabilitation Ministry can claim credit for having squeezed out 59,441 up to 1950 on a conservative estimate. Sir, this statistical figure is shown under the head of "present discharge". Taking the mortality figure at 15 per cent which is higher than the mortality figure of any other category of all persons, the number of deaths cannot count for more than 3,000.

[3-20—3-30 p.m.]

Therefore, subtracting this 3,000 from 59,000 we find that in course of these three years since 1957 this Rehabilitation Ministry has been successful in squeezing out 56,000 refugees although the number rehabilitated by them cannot exceed more than 4,000 families in a year. Then, Sir, my point is that this Union Rehabilitation Ministry has not been able to demonstrate conclusively that it has got a plan for ultimate rehabilitation of these poor people. Sir, from the report of this Rehabilitation Department I find that it was declared there that apart from Dandakaranya in other States of India 10,02,000 acres of land were selected for rehabilitation of these refugees. These lands naturally required development before the refugees were settled thereon. But, Sir, we find that prior to 1957 29,000 acres of these lands were developed and between 1957 and 59...

[At this stage the red light was lit but the honourable member was allowed to continue.]

we find that out of this 10 lakhs 2 thousand acres only 50,000 acres of land have been reclaimed and made suitable for rehabilitation of these refugees.

Sir, turning to industrial establishment we find that up till now for the purpose of making situations available to these refugees a sum of Rs. 2.45 crores were sanctioned for 19 establishments. This loan was given by the Central Government for the purpose of creating employments for 3000 of these refugees, but up to the end of 1959 although a sum of 1.33 crores of rupees have been spent, we find that only 2000 situations have been created. It is a deplorable position no doubt. Regarding the sanction of schemes of development we find also the same lethargy. We find that the allotments

are gradually diminishing. Sir, this Rehabilitation Ministry promised that both grant and loan would be given to these refugees I will quote the figures only for three years. In 1956-57 Rs. 9 lakhs 11 thousands were sanctioned out of which the disbursement was only to the extent of Rs. 3 lakhs 12 thousands.

In the year 1957-58, the sanctioned amount was 14.36 lakhs, but disbursement was nil. In the year 1958-59, the total allotment was 12.37 lakhs, the disbursement was nil. Sir, I feel that some steps have got to be taken immediately because we are told that this Union Rehabilitation Ministry is going to close by the end of 1961. We shudder to think what will be the fate of these poor victims of partition—they would be so many thousands hangers on the economy of this State which is, as you know, Sir, already at the low ebb. Therefore we cannot tolerate this situation to come over the State of West Bengal.

Another point that I would like to mention is this : Dandakaranya administration is constituted and conducted in such a way that the refugee population from East Pakistan have lost their confidence in this Dandakaranya administration. Therefore, Sir, I want to place before the members of this House that this Dandakaranya administration should be properly re-constituted and in the key position Bengali officers should be posted to bring back and restore confidence in the mind of these poor victims.

Mr. Speaker : All the amendments are taken as moved.

Shri Anandagopal Mukherjee : Sir, I beg to move that after the word "That" and for the words beginning with "whereas this Assembly" and ending with "economy of the State" the following be substituted, viz.—

"this Assembly having learnt with grave concern reports of the arrangements so far made for the plan to rehabilitate the East Bengal Refugees in Dandakaranya, is of opinion—

(a) that the Rehabilitation Ministry should not be closed down in 1961 as reported, until the arrangements for complete rehabilitation of refugees in Dandakaranya and other places are made more effective ;

(b) that the West Bengal State Government should be more closely associated with Dandakaranya Development Project ;

(c) that the departments in Dandakaranya Project dealing with education, health, social services, etc., should have officers who have intimate knowledge of the custom, culture and language of the East Bengal refugees ;

(d) that adequate funds should be allocated by the Government of India in the Third Five-Year Plan for the general development of the State economy with the particular object of the economic integration of displaced persons in the State."

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move the following amendments to the amendment to be moved by Shri Ananda Gopal Mukherjee to the non-official resolution of Shri Tarapada Chowdhury, viz.,—

(1) after the words, "as reported" in paragraph (a) the words, "and doles and other existing facilities should not be withdrawn" be inserted ;

(2) for the words beginning with "until the arrangements" and ending with "more effective" in paragraph (a), the words "until the refugees are economically rehabilitated" be substituted ;

(3) for the words beginning with "should have" and ending with "East Bengal refugees" in paragraph (c), the words "should be manned by Bengali Officers and employees" be substituted ;

(4) after paragraph (d) the following new paragraph (e) be inserted, viz.,—

(e) that no employee of the Refugee Relief and Rehabilitation Department of the Government of West Bengal should be retrenched until he is given an alternative appointment on terms and conditions not less advantageous than what he was entitled to immediately before such retrenchment".

Shri Khagendranath Naskar : Sir, I beg to move that the following be added at the end of the resolution, viz.,—

"This Assembly is also of opinion that the Leader of the House be requested that while impressing upon the Union Government for early implementation of the above recommendations, he should also acquaint the Union Government the sentiment of this House, which is evident in the lack of confidence in the Union Rehabilitation Minister, his policy and performance."

Dr. Prafulla Chandra Ghosh : Sir, I beg to move that—

(i) in paragraph 2, after the words "slender resources" the following be added. viz.,—

"and also having regard to the failure of the State Government to carry out optimum utilisation of the resources placed at its disposal for rehabilitation of the Displaced Persons." ;

(ii) in paragraph (b), line 2, after the words "larger autonomy" the words "and with adequate representation of the State of West Bengal" be inserted ;

(iii) after paragraph (c), the following new paragraph be added, viz.,—

"and that a State Advisory Board with members drawn from all sections of this House be constituted to advise and guide the activities of the State Rehabilitation Department for speedy implementation of Rehabilitation programmes and to check waste and corruption." ;

(iv) the following new paragraph be added at the end, viz.,—

"That adequate compensation be given to Displaced Persons from East Pakistan who have left their properties there in the same manner as has been provided for similar Displaced Persons from West Pakistan."

Dr. Suresh Chandra Banerjee : Sir, I beg to move that—

(i) for paragraph (a), the following be substituted, viz.,—

"(a) The Rehabilitation Department to continue until the economic rehabilitation of the refugees is complete." ;

(ii) for paragraph (b), the following be substituted, viz., –

"The Dandakaranya Administration be properly reconstituted with a representative in the Development Authority from Bengal and that this authority won't take any decision without previous consultation with the Bengal Government and that in order to inspire confidence in the minds of East Bengal refugees Bengali personnel should be appointed in large number in all key and other positions of Dandakaranya Adminisrtation." ;

(iii) in paragraph (c), lines 2 to 6, for the words beginning with "for the general development" and ending with "economy of the State" the following be substituted, viz.,—

"for the economic rehabilitation of the East Bengal refugees by developing medium-sized and cottage industries" ;

(iv) the following be added at the end of the resolution, viz.,—

"(d) that non-regularised squatters' colonies be regularised as soon as possible,

(e) that exchanged properties be regularised by asking the Centre to pass a suitable legislation,

(f) that the doles of camp refugees be not stopped until they are suitably rehabilitated.

Shri Jatin Chakravorty : Sir, I beg to move that—

(i) in the third paragraph, first line, after the word "should" the following be inserted, viz.—

"inform the Union Government about the complete failure of the policy of the Union Minister for Rehabilitation which has resulted in a complete lack of confidence of this House in him and should" ;

(ii) after paragraph (c) the following be added, viz —

"This Assembly further recommends that the Leader of the House while impressing upon the Union Government the needs of the early fulfilment of the above recommendations should also acquaint the Union Government with the feeling and sentiment of this Assembly which is clearly evident from the lack of confidence in the Union Rehabilitation Minister, his policy and programme".

Shri Apurba Lal Mazumdar : Sir, I beg to move that—

(i) in lines 3 to 5 for the words beginning with "Rehabilitation Ministry" and ending with "East Bengal refugees" the following be substituted, viz.,—

"Dandakaranya Development Authority to reclaim and develop the area suitably for the purpose of rehabilitating at least 5,000 refugee families in one area as a minimum unit and the anti-people policy of the Rehabilitation Ministry of forcing the East Bengal refugees against their will, through various coercive methods, to go to inhospitable areas of Dandakaranya without developing lands for agriculture with irrigation facilites or necessary arrangement for drinking water, medicine, communications and education, etc." ;

(ii) for clause (a) the following be substituted, viz.,—

"(a) that no target date for closing down the Rehabilitation Ministry should be declared before the economic rehabilitation of all categories of East Bengal refugees and of carrying out the following responsibilities in addition to the rehabilitation of the refugees residing in Government Camps and Homes :

(1) all the refugee families living in Muslim or other abandoned houses should be allotted homestead land with House Building Loans and loans to carry out business or employment according to requirement ;

(2) all the Squatters' Colonies established up to the 31st day of December 1959 be regularised and adequate loans to be advanced to the businessmen and jobs to the unemployed ;

(3) in large colonies and in all places where the concentration of the refugees is considerable various large and small-scale industries to be established and developed to create employment avenues for the employment of the youths of those areas ;

(4) all the refugees residing in tenanted houses or with their relations to be extended all facilities of economic rehabilitation ;

(5) that an expert committee be set up with some representatives of the refugee organisations to find out land and to explore all possibilities of rehabilitation within the State of West Bengal." ;

(iii) for clause (b) the following clause be substituted, viz., "(b) that the Hon'ble Minister of Rehabilitation, Government of India, be removed and the Dandakaranya Scheme be abandoned ;

Or,

(1) the Dandakaranya areas be brought under one Administrative unit ;

(2) the departments of education, medical and health, social services, etc., in Dandakaranya areas should be dealt with officers who have got intimate knowledge of the custom, culture and language of the East Bengal refugees ;

(3) that no refugee should be forced against his will or be compelled through coercive method, to go to Dandakaranya for rehabilitation ;

(4) that the West Bengal Government should be more closely associated with the Project and the State Government must be consulted in all important issues."

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that—

(i) in the first paragraph (line 3) for the words "Rehabilitation Ministry the following be substituted, viz.,—

"Union Government as well as the Government of West Bengal." ;

(ii) in the same paragraph (line 4) for the word "its", the word "their" be substituted ;

(iii) in the second paragraph (lines 4 to 6) for the words beginning from "shoulder of the State Government" and ending with "slender resources", the following words be substituted, viz.—

"State of West Bengal which will generate further pressure on her already overburdened economy" ;

(iv) in (a) (line 2) after the words "should be extended", the following words be added, viz ,—

"till all the displaced persons from East Bengal get rehabilitation" ;

(v) for paragraph (b) the following be substituted, viz.—

"(b) Adopt necessary measures for the allround development of Dandakaranya. But the rehabilitation of displaced persons from East Bengal should not be wholly dependent upon the development of Dandakaraya, Rehabilitation at Dandakaranya should be planned on a voluntary basis. No displaced person should be sent to Dandakaranya

against his or her will. The camp refugees should not be deprived of the doles because of their unwillingness to go to Dandakaranya. Doles should be restored in cases where the same have been discontinued."

(vi) after paragraph (c), the following new paragraph be added, viz.—

"(d) This Assembly is of opinion that the Government should also adopt forthwith the following measures, viz.—

(1) reassessment of the entire policy of the Government with regard to the rehabilitation of displaced persons in this State,

(2) exploration of all the avenues for rehabilitating the displaced persons inside the State of West Bengal in industry, agriculture and in other spheres.

(3) implementation of all the existing Government schemes, industrial, agricultural and others in connection with rehabilitation,

(4) formulation of new schemes and putting them into practice immediately,

(5) restoration of stipends to refugee students and T. B. grants to T. B. patients,

(6) regularisation of squatters' colonies,

(7) speedy development of Government colonies, and

(8) seeking the co-operation of all political parties, groups and organisations in this State to ensure speedy rehabilitation of displaced persons."

Dr. Prafulla Chandra Ghosh : Sir, I am glad that I shall not have to move the amendment as it has already been circulated and it would economise time on my part. Sir, 9th April was fixed for the discussion of the refugee rehabilitation but Shri Ganesh Ghosh told me that the Chief Minister wanted to discuss the refugee problem after he came back and we also came back after visiting Dandakaranya. But today what do we see ? We see a resolution very ably moved by our friend Shri Abani Bose on the other side and an amendment moved by Shri Ananda Gopal Mukherjee from the same Congress side but they only concentrate or at least 99 p. c. concentrate on Dandakaranya scheme, as if the Dandakaranya scheme is the only thing of the refugee problem. That in my opinion is trying to bypass the whole issue. We want to discuss the whole refugee problem and not the Dandakaranya scheme simply. We shall be in a better position to discuss the Dandakaranya scheme after we return from Dandakaranya. It has been promised to us by the Chief Minister that he will give us an opportunity to discuss the whole thing in this House after we return from Dandakaranya. Therefore I have given my amendment to cover the whole refugee problem, and I want to assure my friends of the Congress that refugee problem is not a question of party politics. Nobody on this side of the House takes this as party politics and I hope that nobody on the other side will take it as party politics We want to solve the refugee rehabilitation in the West Bengal on humanitarian consideration, on social welfare consideration, otherwise the whole State of West Bengal will suffer. After all, Dandakaranya is only a part of the whole refugee problem. It is admitted by all that Dandakaranya work has not progressed satisfactorily. The number of refugees which the Rehabilitation Ministry wanted to take to Dandakaranya during the last 3 years have failed to do that.

[3-30—3-40 p.m.]

They have been able to take only 15,00 families and that also is no rehabilitation. A good many of them are in tents and not properly

rehabilitated as we hear from the report. But this State Ministry cannot exonerate itself from the responsibilities. When we offered our hand of co-operation and repeatedly said that we were prepared to go to Dandakaranya, Shri Tarun Kanti Ghosh ultimately promised to us in this House, during the last session of the Assembly, that he would take us to Dandakaranya after the session was over. I may tell you, Sir, if I were in his position I would have apologised to the whole House, at least to the Opposition, for his inability to fulfil what he promised to do. Then I also know, Sir, that none of the four dignitaries belonging to the State Rehabilitation Ministry—one Minister, two Ministers of State and one Deputy Minister—one State Minister has now been promoted to the post of Food Production Minister—now they are three but last year when I raised the matter in the Assembly they were four—had gone to Dandakaranya. Then Shri Prafulla Sen got up and said that it was not necessary to go to Dandakaranya—then Shri Khanna and Shri Prafulla Sen were **'hariharatma'**. But now what has happened we want to know. Then about the letter that Shri Prafulla Sen wrote to Khanna —I have also got a copy after I came to the House from another source—the last sentence is this : "You have always taken a broad view of the refugee problem and I hope you will agree with me that my suggestions were entirely based on facts, reason and common sense," one complimenting the other. Therefore, Sir, when I met Shri Khanna, I said that I have not come here to adjudicate between you and Shri Prafulla Sen as to who is more guilty and who is less guilty, our concern is to see whether the refugees are rehabilitated or not. We are not to apportion blame and if the State Minister is all right and the Union Rehabilitation Minister is bad, then if the State Minister continues in office, he is also wrong. That's what I have got to say. He cannot exonerate himself from the responsibility by merely writing a letter. Then, Sir, I do not understand why this abnormal procedure was taken by the Deputy Minister, Shrimati Maya Banerjee, of reading out a portion of the letter which Shri Prafulla Sen had written to Mr. Khanna. It is a very abnormal procedure I must say and it was an indiscreet act also I should say. I did not get up at that time simply because I know she is young and inexperienced Deputy Minister and it is no use troubling her. But we have every right to know what reply Mr. Khanna gave, what happened afterwards. We are only given an extract from a letter—this is very unfair to the House. When you read a thing, we must know what is the reply and Mr. Khanna cannot reply here. It is a very abnormal procedure for the State Ministry to adopt. I know why they have done it because the newspapers created a **halla gulla** in Bengal. Therefore they have awakened from their slumber. They were sleeping, they have very little work to do and so they were sleeping and now they have been aroused from their slumber and so this position has come. We wanted to go to Dandakaranya. I told my friend Shri Bijoy Singh Nahar, 'I am prepared to go with you to Dandakaranya' and then he said 'come'. But when I said that unless the Government makes arrangements, it is not easy to go there. He nodded his head, but no arrangement was made for us to go. I am prepared to go with them but they cannot exonerate themselves of the responsibility and so, Sir, the question is that we must consider the whole refugee problem together.

I know, Sir, it is well known to everybody in this House that the problem of East Pakistan refugees do not stand on the same footing as that of the West Pakistan refugees. As a result of communal upheaval of an unprecedented nature in the Punjab both in the East and in the West there was practically compulsory and forcible transference of population—the Hindus and the Sikhs came away **en masse** from the West Punjab and the Muslims more or less **en masse** went to West Punjab. Therefore, there was no difficulty in resettling the agriculturist families coming from West Punjab Sind or Beluchistan because

large unmber of Muslims left land in the East Punjab and went away to West Punjab. That condition does not hold here. Many people who left West Bengal—a good many of them no doubt—also came back after the Nehru-Liaqat Pact. That is a fact admitted by all. And, therefore, it was a difficult problem. I do not deny that. But even after 12 years if you continue to say that it is a difficult problem then I should say, you had better declare that you cannot cope with the problem, and let us be free of these 3 Ministers of Refugee Rehabilitation Department. There is no justification of keeping 1 Minister of State, 1 Deputy Minister and 1 Minister. (Shri Mihirlal Chatterjee : Two more may be added.). Yes.

Another thing is that, Sir, in West Bengal migration from East Pakistan continued for years. They came in large numbers in 1947 to 1949. Again after 1950 they began to come. In the earlier years you could say, well, we did not know who would remain here or who would go back to Pakistan, and, therefore, there was difficulty. But today you cannot say that. Even in 1957 you could not say that.

Sir, as I said, there was very little vacated land in West Bengal. And not merely that. West Bengal is one of the most populated States in India. Next to Kerala it is the most populated State. But Sir, I must mention one thing here. In Assam the percentage of actually cultivated land out of the cultivable land was only 22 in 1952, whereas the percentage for West Bengal was 80 in 1950. Shri Prafulla Chandra Sen said it is 87 now. I do not know from where he collected this statistics. It may be correct. But I have got the figures from Sir John Russel's book of Survey on Food and World Population. He has said that 80 per cent of the cultivable land is actually cultivated in West Bengal—that was in 1950.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I said 82 per cent.

Shri Prafulla Chandra Ghosh : I agree with that, because in 1950 it was 80 per cent and in 1959 it was 82. I do not doubt that. But in Assam it was only 22 in 1950 It may be 30 per cent today at the most because about 4. 8 lakhs of refugees from East Pakistan have gone to Assam. In Bombay it was 81 per cent. in Orissa it was 59 per cent—these are all 1950 figures. But my friend Shri Prafulla Chandra Sen said "Assam won't take refugees". Why Assam won't take refugees ? Central Government must compel them. They all belong to the same organisation—the Congress. We are all citizens of one Indian Union.

[3-40—3-50 p.m.]

Sir, can we not tell them ,'We have got so much surplus population, you have got surplus land—so you must take them" ? Sir, we must compel them to do so, otherwise India will be disintegrated in future, I have no doubt about that. Sir, the Congress has failed to do that and I say this failure is not merely the weakness of the West Bengal Ministry, this failure is the failure of Shri Jawaharlal Nehru who is not merely the Prime Minister of India but the uncrowned King or whatever it may be of the Congress and the Leader of the Congress. They have failed to do that and now it is no good saying, under these circumstances we must rehabilitate them here or send them to Dandakaranya or some other place. Sir, I know the refugees would like to go to Assam if we can induce Assam to accept them.

Then, what did Shri S. K. Patil, Food Minister at the Centre, say when there was a question of joining Orissa with West Bengal in respect of food and the Minister for Orissa was objecting to it ? He said in Bombay in one meeting—I have read it carefully—that if Orissa wants to deny rice to West

Bengal, West Bengal also may tomorrow say "We won't give you coal". Then there will be disintegration of India. If Assam refuses to give us land when they have not sufficient people to cultivate the land that they have, then we won't give coal to Assam. If the Congress cannot say that, people will say that. Even the Food Minister at the Centre has said that already. Therefore, you must think about it seriously. If one part of India becomes recalcitrant, we must educate them properly so that they may act and behave well. (Shri Jagannath Majumder : What about the P.S.P.?) Yes, I was going to say about the other political parties also. The other political parties outside West Bengal also have failed in this matter. Even some of the P.S.P. leaders in Orissa also said that when Orissa and West Bengal were going to be joined together as regards food. Today I saw in the press that the leader of the Communist party in the Orissa Legislature has also said that they want to have demonstrations on that issue. So, I find that not merely the Congress but other political parties also outside West Bengal have failed in this matter and it is a serious thing.

Sir, we can also appeal to the United Nations to take care of the refugees, to do all that is possible to help these refugees to be rehabilitated just as they have taken up the cause of the Arab refugees who have come away from Israel. They are helping them by spending a lot of money. We can also ask them to do it here through the World Refugee Organisation. We can also appeal to America, Canada, Russia and Australia to take a portion of our surplus population because I consider that most of the present troubles in the world are due to this imbalance in the population of the different countries of the world. Sir, America has got a population of only 50 per square mile—they have got a vast territory. Australia's population is also very little compared with the land that they have got. America comes to us, Russia comes to us and say "We are willing to help you". I will tell them "Help us to this extent by taking even our surplus population." In Russia they give money for production of more children. If people have more children there, they get stipends, but they come to India and say "India suffers from over-population." Sir, what is this ? I cannot understand this American psychology or the Russian psychology. Every year about 25,000 to 30,000 immigrants come to Canada from Holland. But Canada is a Commonwealth country. So, why not send our surplus population to Canada ?

The world imbalance is being caused by the white races keeping as close preserve for them-selves vast territories of the world and there will be conflict again if not today, tomorrow of white races versus what is called the black races or by whatever name you call them.

We have got 32 lakhs of refugees in West Bengal from East Pakistan. What was the Dandakaranya scheme ? The Central Government promised to take about 50,000 families which means 2 lakhs 40 thousand persons. The problem is of 32 lakhs ; it is not a question of only 2 lakhs 40 thousand. From Press report I know that the Dandakaranya scheme up till now has been a failure but I cannot say definitely before we go there. We shall be in a better position to say when we go there. For-get these 2 lakhs 40 thousand for the time being. What about the remaining 29 lakhs ? My friend Shri Prafulla Chandra Sen is to explain what he has been able to do for them. Our friend Shri Abani Bose—I do not know where he is—he has disappeared after delivering his speech—he is not here. He was waxing eloquent that "our State Government has rehabilitated 6,800 out of the 10,000 camp refugees". But what is meant by "rehabilitation" ? It has been agreed that by "rehabilitation" is meant that at least they have got the average income which the people of West Bengal have. That is what is

meant by "rehabilitation". Can Shri Prafulla Chandra Sen lay his hand on his breast and say that these 6,800 families have been rehabilitated on that standard ? I would say, no. I would be prepared to go with him where he has rehabilitated them and see whether the average income is Rs. 24 per head per month. If it is, then it is rehabilitation. So you may say that some help has been given. I am glad that Abani Babu has come back. Some help has been given. Unfortunately in this State after some help is given it is said rehabilitation has been done. But in 1957 Shri Prafulla Chandra Sen made a confession more or less in his statement which I have here with me. I need not go into the details. There he said that more than half the refugees have not been taken care of at all. Then after 1957 about three years have elapsed, and we want to know from him what he has done. But in the speech that he delivered while opening the debate on the Budget on rehabilitation of refugees, he said that the refugees from the largest number of tubercular patients. If that is so, I must take it that this refugee rehabilitation has been a failure. Then merely saying "failure" would not do. It is the Minister who must say what has to be done for the future. He says, "we want your co-operation". Co-operation, for what ? Co-operation on zero activity. We are willing to co-operate for rehabilitating refugees, but what is his plan ? If he says, "I have no plan", then there is no point in his continuing as a Minister just as there is no point in Mr. Khanna's continuing as a Minister when he cannot deliver the goods. He must give a programme. We do not know all the facts. That is why I have made the suggestion in a mild way. If I say that this Rehabilitatian Minister should resign, immediately Dr. Roy would stand up and say, "No, he has been a member of my Cabinet. I have found him useful".

He would say "I have got votes" but Sir, we have got the reason. They have got votes but we have got the reason. If you cannot reasonably rehabilitate the refugees, you have no right to continue as a Minister. That is all that I have got to say and I shall be doing an unfriendly act if I do not give the friendly advice both to Shri Meher Chand Khanna and Shri Prafulla Chandra Sen. If they fail to rehabilitate the refugees, they have no business to continue as rehabilitation Minister.

[3-50—4 p.m.]

Then I want to know when will they be able to rehabilitate. Nothing should continue like a chronic disease. They must give a plan that before a certain target date they will settle the whole thing. Otherwise what will happen ? Thousands of people will be thrown into the street and other things would happen. We do not want that. Therefore, what I suggest is that an Advisory Committee, consisting of non-officials belonging to this side of the House and that side of the House, should be formed and I would implore upon the Congressmen not to import any party politics and I can assure them that we shall not import party politics on our side. That is all that I can say ! We must solve this problem.

With regard to cash doles I entirely agree with Dr. Suresh Chandra Banerjee when he says that cash doles should not be stopped ; Unless you have made a suitable arrangement for rehabilitation. I have not gone into those details because those details we can discuss when we sit together. If you do not think of our co-operation, then it is your entire responsibility. I must frankly confess that within the last twelve years you have failed. I have no doubt you will again fail if you do not take the co-operation of all ungrudgingly. I know that giving doles demoralises people and many refugees have been sufficiently demoralised and therefore, they must be treated very cautionsly and carefully. Three lakhs who are there in the

camps are to be taken care of now because they are in the camps. Every day you are to spend Government money. You do not bother about the others. You must bother about the others also. It is not by simply sending some people outside—whether in Canada or Australia or in America, or Dandakaranya or Assam—you will be able to solve the problem. Every refugee should be properly rehabilitated. Out of 140 colonies within the last few years, you have been able to regularise only 80 colonies. Is it the fault of Shri Meher Chand Khanna ? I am not anxious to make a post-mortem examination of the activities either of Shri Meher Chand Khanna or Shri Prafulla Sen. I am willing to forget the past altogether. If you are determined to rehabilitate the refugees within two or three years you should sit together with the Opposition for consultation. Even I wish to put up with Shri Pafulla Chandra Sen. He will say—who are you to say that I wish to put up with Shri Prafulla Chandra Sen ? I know you have got the votes. I know you are there and will be there whether you can do it or not. That will be an unfriendly act to West Bengal, that will be an inhuman act and in the interest of West Bengal and in the interest of humanity, I want you to do that.

Personally I would like the Rehabilitation Ministry to go. I would like the Refugee Department to be merged into the Social Welfare Department, and the poor people of West Bengal and the poor people who have come from East Bengal must be put on the same category. Their income must be the same and they must be integrated together. We cannot keep this Rehabilitation Ministry going **ad infinitum** and go on saying 'we want this or that' year after year. Therefore, I say 'do not raise all kinds of questions and try to by-pass the issue and raise a different question'. I know it can be done, but not by settlement on land alone. I want to say this in conclusion that—whatever you may say or my friends from this side or the other side may say—there is no surplus good cultivable land in West Bengal. I have not an iota of dout on that point, and because we have not got that, we cannot rehabilitate them on lands, but we can rehabilitate them by industries —by small industries, big industries and medium-size industries. But what has been done by the Government during all these years for cottage industries and medium-size industries or whatever it is ? My friend Dr. Suresh Banerjee said about certain mills. I said 'only mills cannot solve the problem'. He said 'why do you object ? Dr. Roy has agreed'. I said 'if you and Dr. Roy can solve the refugee problem, go ahead'. But what do I find today ? I find that both the Doctors have failed. I would, therefore, say that the cumulative effect of all these things viz., agricultural works and industrial works—big, small, medium-size and cottage industries, must be there by which you can solve this problem. Sir, I will not dogmatise on every one of my amendments. I am willing to sit in a Conference of representatives of different parties and come to an agreed decision, if possible. It would be very good if in the interest of West Bengal and in the interest of all the parties we can come to an agreed decision in the solution of the refugee problem.

With these words, Sir, I resume my seat.

Shri Ananda Gopal Mukherjee : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সংশোধনী প্রস্তাব আমি এখানে দিয়েছি, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি তার সঙ্গে আর একটি clause জুড়তে চাই। সেটা হচ্ছে "While impressing upon the Union Government the need for early implementation of the above recommendations, the Leader of the House be also requested to communicate to the Union Government the feeling of this Assembly as recorded in the speeches of the members of this House"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা দেশের বিধানসভায় বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা সমাধান করার জন্য এবং তাদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন মনোভাবকে ব্যক্ত করার জন্য আজ বিধানসভায় এই বেসরকারী প্রস্তাব উথাপিত হয়েছে। আজ যখন এই বিধানসভায় আমরা এই বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনা করছি তখন আমার মনে হয়, বিধানসভার বাইরে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ এই প্রস্তাবের আলোচনার ফলে তাদের ভাগ্যে একটু সুদিন আসবে এই আশায় সাগ্রহে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে। এই বিধানসভায় এই প্রস্তাব আলোচনা করতে গিয়ে যে সংশোধনী প্রস্তাব আমি এনেছি তার সম্বন্ধে আমি এটুকু বলতে চাই যে বিধানসভায় এ সম্বন্ধে আজকে স্পষ্টভাবে আমাদের মতামত দেবার প্রয়োজন এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু যারা তাদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ করে দণ্ডকারণ্যে তাদের পুনর্বাসনের কথা বিশেষ করে আলোচনা করতে গেলে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত এবং ১৯৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতি প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আমি মনে করিনা যে সকলের নেই কিন্তু সকলের ধারণা থাকলেও স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত হচ্ছেনা বলেই আমার মনে হয়। ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সমস্ত পুনর্বাসন নীতি নির্দ্ধারণ করে এসেছেন, যে সমস্ত Scheme নিয়েছেন সেগুলি scrutiny করে, finalise করে তাদের মতামত জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালের পর থেকে এই Houseএর মাননীয় সদস্য বন্ধুদের নিশ্চয়ই মনে থাকবে হাওড়ায় Conference হয়েছে এপ্রিল ও মে মাসে, ১৯৫৭ সালে, তারপর M. P. Confernce তারপর ১৯৫৮ সালের মার্চ্চ মাসে দার্জ্জিলিং Conferenceএর ফলে পুনর্বাসনের নীতি সম্বন্ধে, দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট সীমারেখা নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন যদি দেখি কেন্দ্রীয় সরকারই হোক্ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারই হোক্ তাদের দায়িত্ব পালনে কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি থাকছে এজন্য বিধানসভা থেকে একবাক্যে আমরা প্রত্যেকেই নিন্দা করবো। এই নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী ২ লক্ষ ৯৭ হাজার Camp Refugeeদের মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার Refugeeর দায়িত্ব নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার আর ৫০ হাজার কি তার কিছু বেশীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ১০ হাজার পরিবারের settled করার দায়িত্ব ছিল। আমি খোঁজ নিয়েছি এবং জেনেছি আমার তথ্যের মধ্যে ভুল থাকতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৮৯০টি familyকে পুনর্বাসন দিয়েছে, হিসাব করলে শতকরা ৭০ ভাগকে দেওয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি। কিন্তু যে ২ লক্ষ ৪০ হাজারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন সেটা আমাদের হিসাব করে দেখতে হবে। মাননীয় সদস্য বন্ধুদের একথা বলবো ১৯৫৭ সালের মধ্যে এবং পরের ঘটনা যদি দেখি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব সেখানে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিনা।

[4—4-10 p.m.]

কিন্তু বর্ত্তমানে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যে সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আজকে এখানে যে আলোচনার অবতারণা করছি সেখানে দেখতে গেলে দেখবেন এবং সেখানে দেখতে গেলে দেখবো কেন্দ্রীয় সরকার ২ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ তথা ৩৫ হাজার familyর পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার মধ্যে কতগুলির পুনর্বাসন হয়েছে? আমরা যদি হিসেব নিয়ে দেখি, তাহলে দেখবো খান্না সাহেব এক একবার এক এক রকম কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে জড়িয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা ঠিক তথ্য পেয়েছি বলে গ্রহণ করতে মুস্কিল হচ্ছে। আমি সেই তথ্য ঘাটতে গিয়ে দেখেছি যে সঠিক তথ্য পাওয়া সত্যিই মুস্কিল। আজ দেখছি ৪০৬৩টী family পুনর্বাসন পেয়েছে। তাদের ধারণা official report পুনর্বাসন সম্বন্ধে কি করেছে। ইতিপূর্বে কোন খবর পেয়ে উঠিনি। আমি এখানে দেখতে

পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যখন পুনর্বাসনের দায়িত্ব সম্বন্ধে নিজেরা এগিয়ে চলেছিলেন, সেখানে একবার বলেছেন ৪ হাজার familyকে আমরা পুনর্বাসন দিতে পেরেছি। আমরা তার মধ্যে হিসাব দেখলে দেখতে পাব যখন মিঃ জৈন এখানে মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের, তাঁর আমলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলার বাইরে আসামে, মনিপুরে ও ত্রিপুরা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে ৬ হাজার ক্ষমতা উঠেছে। আর এখন দেখতে পাচ্ছি, তা আস্তে আস্তে কমতে কমতে আসছে। এখানে সে সম্পর্কে বিশেষ তথ্য এনে হাউসের সময় নিতে চাইনা। আমি এখানে বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসনের কথা ছিল আগে যে পরিমান জমি আসামে, মনিপুরে ও ত্রিপুরায় পাওয়া যাবে reclaim করে পুনর্বাসনের জন্য সেখানে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই জমির ½ ভাগ জমিও reclaim করা হয় নাই এবং সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় নাই।

যে পর্য্যন্ত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করার কাজে তাদের programme ছিল তার থেকে বহু কম তারা করতে পেরেছেন। কিন্তু আর এক দিকে দেখছি আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জায়গার উদ্বাস্তু ভাইরা নিজেদের চেষ্টায়—আসাম সরকারের চেষ্টায় নয়, মনিপুর সরকারের চেষ্টায় নয়—তারা নিজেদের জায়গা নিজেরা করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও তাদের অনেককে পুনর্বাসন করেছে। তাছাড়া দণ্ডকারণ্যে যাদের পুনর্বাসন করা হবে তাদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মতামত দেবার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আমরা যদি দেখি দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাহলে দেখবো যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী যে সমস্ত programme করেছিলেন তার কতখানি implemented হয়েছে আমি সেই তথ্য এখানে তুলে ধরতে চাই। এখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ভাইরা, তাদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন করতে গিয়ে যাতে refugeeরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত হয় এবং সেই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারে তার ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে তাহা ঠিক করেছিলেন operation of trucks—সেখানে তারা কাজ পাবে। পূর্ব্ববঙ্গের refugeeদের মধ্যে যারা camp refugee তাদের আগে সে কাজ দেওয়া হবে। যদি তাদের মধ্য থেকে লোক না পাওয়া যায় তাহলে campএর বাইরের refugeeরা তা পাবে। আমরা দেখলে দেখবো যে সেখানে আরো কথা হয়েছিল যে এই trucks unitকে একটা co-operativeএর মধ্যে এনে সেই co-operative এর এরা কর্মী সদস্য হবেন এবং ultimately সেই co-operative তাদের অধিনে, তাদের owner shipএ এসে যাবে। এবং এই co-operativeএ যে লাভ হবে সেই লাভ তাদেরই থেকে যাবে। কিন্তু আমরা কার্য্যক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এ সম্বন্ধে কোন co-operative হয়নি। সরকারের তথ্য থেকে এর হিসাব আমরা পাইনি তবে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেখানে trucksগুলি idle হয়ে পড়ে আছে। তারপর পরিকল্পনা করা হয়েছিল distribution of consumer goods, এটা খুব ভাল পরিকল্পনা চিন্তা করেছিলেন। সেখানে যে সমস্ত লোক যাবে, সেখানে বসতি করবে, তাদের যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দরকার তারজন্য একটা co-operative society করে consumer goodsএর দোকান করা হবে। তারপর সেই consumer goods বেচার পর তার যে লাভ হবে সেই লাভ societyর সদস্যরা তার benefit পাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করার কথা হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখছি listribution of consumer goods বলে কোন society দণ্ডকারণ্যে জন্মগ্রহণ করেনি, হয়ত কারো সুস্থ্য মস্তিস্কে জন্মগ্রহণ করেছিল। এখানে dairy units করার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেখানে যে সমস্ত লোক যাবে তাদের প্রয়োজনীয় দুধ supply করা হবে। এবং এই জন্য সেই সমস্ত individual unitদের গাই supply করা হবে এবং অন্যান্য জিনিষ দেওয়া হবে এবং পূর্ব্ববঙ্গের যে সমস্ত উদ্বাস্তু এই সব co-operativeএর মাধ্যমে যে লাভ করবে তা তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কল্পনাতেই রয়ে গিয়েছে। এখনও কিছু হয় নি। তারপর manufacture of bricks, manufacture of tiles, wood working centres, করার কথা

ারা চিন্তা করেছিলেন এবং এই refugeeদের দিয়ে তা করাবেন ঠিক ছিল। যাতে এরা কর্মী সাবে সেই কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে এবং কিছু রোজগার করতে পারে এবং এই জিনিষ খানে ব্যবহার হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত manufacture of briks এবং manufacture of les, এটা বাস্তব রূপায়িত হয়নি। wood working centre, আমরা শুনেছি যে একটা ছোট ারখানা গড়ে উঠেছে কিন্তু এতে পূর্ব্ব বাংলার লোক কত আছে এবং বাইরের লোক কত আছে া জানিনা, তবে আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে উদ্বাস্তুদের বেশীর ভাগ লোক এই াজে নিযুক্ত হয় নি। এছাড়া reclamation of land, village construction, irigation ork, construction of project building, এই রকম সব একটা একটা করে আপনার ামনে তুলে ধরতে চাই। reclamation of landএর খবর নিয়ে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন া, যে পরিমাণ জমি reclaim করার কথা ছিল, যে পরিমাণ জমি কাজে আসবার কথা ছিল, ার অল্প পরিমাণ জমি reclaim করা হয়েছে।

4-10—4-20 p.m.]

আজকে যদি আমরা দেখি কয়টা পরিবার সেখানে গিয়েছে এবং কিভাবে তাদের বিলি করা য়েছে তাহলে ৫-১-৬০ তারিখ পর্য্যন্ত যে তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাজার ২৩২টি পরিবার সেখানে গিয়েছে। খাদ্যমন্ত্রীসাহেব বলেছেন ২ হাজার পরিবার গিয়েছে ামি একথা বিশ্বাস করি না। এদের মধ্যে agriculturist family আছে ১ হাজার ২০৫টি, াকী ৩৭টি পরিবার small traders family। কিন্তু এই ১ হাজার ২০৫টি agriculturist amilyকে জমি দিয়ে, মাছ দিয়ে, গরু দিয়ে এইরকম অন্যান্যভাবে সাহায্য করার দিকে যদি খেন তাহলে আমরা একবাক্যে বলতে বাধ্য হবো যে, কাজ কিছুই হয় নি। জমি অল্পসংখ্যক রিবার পেয়েছে বটে, কিন্তু জমির title পায়নি। জমি কাজে লাগাবার জন্য implements াও পাচ্ছে না। মাঃ স্পীকার মহাশয়, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি আলোচনায় ংশগ্রহণ করতে হয় তা'হলে অন্তত ১ ঘণ্টা সময় লাগবে, তাই আমি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা সব। গত কয়েকবৎসরের মধ্যে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনায় কি পর্য্যন্ত াজ হয়েছে যদি আমরা তার হিসাব দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচ ল, কিন্তু এত টাকা খরচ করেও কোন ফল হল না। আমি জোরের সংগে বলব, উদ্বাস্তু নর্বাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুন না কেন, যদি আমরা মনুষ্যত্ব ও রদ দিয়ে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হই তাহলে কখনোই এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা লপ্রসূ হয়ে উঠবে না। আমি পূর্ববংগে যাইনি, আমি রাঢ়বংগের শেষপ্রান্তের লোক, র্গাপুরের পাশে একটি গ্রামে, যেখানে সমস্ত গ্রামকেগ্রাম তুলে নিয়ে যেভাবে বসানোর ব্যবস্থা য়েছিল, আজ তাদের দোল দুর্গোৎসব, পূজাপার্বণ, পাঠশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অব্যাহত ল। তাই সেইভাবে ব্যবস্থা করতে হবে আজকে যদি উদ্বাস্তুপুনর্বাসন সাফল্যমণ্ডিত করতে য় সেখানকার উদ্বাস্তুরা বলেছে, তাদের নামকরণ নব ঢাকা, নব ফরিদপুর এইভাবে করতে বে। যারা পূর্ববংগ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এসেছে, তাদের অবস্থা আমাদের দরদ দিয়ে দেখতে বে—এবং তারা যে পরিবেশ যেক্ষেত্র গেছেন, সেই পরিবেশ যাতে গড়ে তুলতে পারা যায় দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি আমরা সেই ব্যবস্থা করি তবেই উদ্বাস্তুপুনর্বাসনের াজ সুষ্ঠু হতে পারে বলে মনে করি।

Shri Samar Mukhopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব একজন ংগ্রেস সদস্য এখানে রেখেছেন তার সম্বন্ধে কতগুলি সংশোধনী আমরা দিয়েছি সেগুলি আমি ালাদা করে এখানে পড়তে চাইনা। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যর্থতা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁরা এই আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে যদি নর্বাসন দপ্তর বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে পশ্চিমবংগ সরকারের ঘাড়ে একটা প্রচণ্ড বোঝা এসে াবে সুতরাং এই দপ্তর যাতে বন্ধ না হয় এবং দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার শাসন ব্যবস্থার যাতে

উন্নতি হয় তার জন্য তাঁরা বলেছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১০০ কোটি টাকা পশ্চিম বাংলার জন্য দেওয়া হবে। মোটামুটিভাবে তাঁদের এই বক্তব্যের সংগে আমি একমত, কিন্তু আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে এই কথাই বলেছি যে, এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ একতরফা। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী দপ্তরের ব্যর্থতা আজ স্বীকৃত, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদির পর্য্যায় প্রমাণের প্রয়োজন নাই আজ শ্রীখান্নার পদত্যাগের দাবি উঠেছে সেটা ন্যায়সংগত, এবং এই দাবির পিছনে আমাদের পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবংগ সরকারকে আড়াল দেবার একটা সচেতন প্রচেষ্টা রয়েছে। আমাদের পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন মন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন যে, যাদের rehabilitation দেওয়া হয়েছিল তাদের শতকরা ৫০ ভাগের আসল rehabilitation হয়নি, তিনি একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে (G) loan তারা পেয়ে ফেলেছে এবং তারা business করতে পারেনি। তিনি একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, শতকরা ৯৯টি co-operative ব্যর্থ হয়েছে। তারপর, বিভিন্ন বক্তা এখানে ক্যাম্পের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, শুধু যে সন্তোষজনক নয়, তাই নয়, রীতিমত সাংঘাতিক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। ইতিমধ্যে Statesman কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, ১০ হাজার পরিবারের উপর dole কাটার নোটিশ জারী হয়েছে এবং মাত্র ১॥ হাজার পরিবার দণ্ডকারণ্যে গিয়েছে, অর্থাৎ, যাদের উপর ডোল বন্ধের নোটিশ জারী হয়েছিল তার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে গিয়েছেন, ৯০ ভাগ উদ্বাস্তুকে ক্যাম্প থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে ২ হাজারের উপর নোটিশ জারী হবে, তাদের ডোল কেটে দেওয়া হবে, এই হচ্ছে ক্যাম্পের অবস্থা। তারপর, যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন, তাদের মধ্যে নানারকম অভাব অভিযোগ ও দুর্দশার অন্ত নাই। তারপর, ক্যাম্পের বাইরেও লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা আছেন, তাদের অর্থনৈতিক জীবন আজ চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর যদি ছাত্রদের stipend কেটে দেওয়া হয়, T. B. রুগীদের grant যদি কেটে দেওয়া হয়, এবং বিভিন্ন রকম যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি যদি কেটে দেওয়া হয়, এবং যে সমস্ত Scheme সরকার গ্রহণ করেছিলেন সেই সব Scheme যদি একে একে উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বুঝতে পারছেন, এই পরিস্থিতিতে পুনর্বাসন বিভাগ কিরকম চরম দায়িত্বজ্ঞান হীনতার পরিচয় দেবেন এবং পুনর্বাসন বিভাগ বন্ধ হয়ে যাবার মানে কি হবে, কি পরিনাম হবে। এই পরিস্থিতিতে যদি পুনর্বাসন বিভাগ বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে সারা বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়বে তাতে শুধু মাত্র কয়েক লক্ষ বাস্তুহারার জীবনই বিপর্য্যস্ত হবে তা নয়, পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনই তাতে গুরুতরভাবে বিপর্য্যস্ত হবে। আজকে পুনর্বাসন বিভাগের ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষী করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই। আজ যখন এই ব্যর্থতার দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তখন আমরা দেখতে পাই যে, একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছেন পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী, আবার খান্নাসাহেব বলছেন আমি তো আলাদাভাবে কিছু করিনি, বাংলা সরকারের concussence নিয়েই করেছি যা করেছি। তিনি একটা suggestion দিয়েছিলেন, সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটা বৈঠক ডাকা হোক, সেই বৈঠক বাংলাদেশেই হোক, আমি impeachmentএর সম্মুখীন হতে রাজী আছি। এটা করা হবে কি না জানিনা। বাস্তবিকপক্ষে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের এই চরম ব্যর্থতার জন্য পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই সমান দায়ী।

[4-20—4-30 p. m.]

আজকে অবণীবাবু এবং আনন্দ গোপালবাবু বিভিন্ন সংখ্যার হিসেব দিয়ে দেখালেন যে দণ্ডকারণ্যে কত জমি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং কার্য্যতঃ কত জমির উন্নয়ন হয়েছে। তাঁদের তথ্যে যদিও আমি dispute করতে চাচ্ছিনা তবে যুগান্তরে আজ যে তথ্য দেখলাম তা'তে তাঁরা লিখেছেন যে দণ্ডকারণ্যে যেখানে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ছিল সেখানে কার্য্যতঃ ৪ হাজার একরের উন্নয়ন হয়েছে এবং ৬ হাজার একরের

াছ কাটা হয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১০ হাজার একর জমি রিক্লেম করা হয়েছে। কাজেই দখা যাচ্ছে যে দণ্ডকারণ্যে এই হোল তাঁদের গত ২ বছরের প্রগ্রেস। এছাড়া ১৯৫৮ সালে াঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে ৬০ হাজার একর জমি ডেভলপ করব এবং ১০ াজার ফ্যামিলিকে এখানে পুনর্বসতি দেব। কিন্তু সেখানেও দেখছি যে ঐ ৬০ হাজার একর মি ডেভলপ করার প্রতিশ্রুতির মধ্যে তাঁরা মাত্র ১১৯ একর জমি ডেভলপ করেছে এবং সটা আমি বাজেট বইতে দেখলাম। আজকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার াকর জমির জায়গায় ১০ হাজার একর ডেভলপ করার জন্য যদি খাম্নার পদত্যাগ দাবী করা য় তাহলে এঁরা যেখানে ৬০ হাজার একরের জায়গায় মাত্র ১১৯ একর ডেভলপ করেছে তখন ঁদেরও পদত্যাগ দাবী করা হবেনা কেন? আজকে এঁরা আমাদের একটা ভুল জিনিস বাঝাবার চেষ্টা করছে যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাঁদের প্রতিশ্রুতির ৭০ ভাগ পালন করেছে এবং যটা আনন্দ গোপালবাবু একটা হিসেব দিয়ে দেখালেন যে ১০ হাজার লোকের রিহ্যাবিলি-টসনের দায়িত্ব আমাদের উপর ছিল এবং আমরা যখন সেখানে ৬ হাজার লোকের বন্দোবস্ত রেছি তখন ৭৫% দায়িত্ব পালন করেছি বলে বলা যেতে পারে। আমি এর আগের দিন লেছিলাম যে এঁরা প্রকৃত সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করছে এবং সেটা হোল এই যে, ঐ হাজারের মধ্যে ৫ হাজারের পুরোণো বায়নানামা স্যাংসন হয়েছিল এবং সেই স্যাংসনড ায়নানামাই আজকে এক্সিকিউটেড হয়েছে। সুতরাং ঐ ১০ হাজারের মধ্যে এই ৫ হাজার য ইনক্লুডেড নয় তা' যে বই গত বছর বাংলা গভর্ণমেণ্ট সার্কুলেট করেছিলেন তাতেই স্বীকৃতি য়েছে। সেই বইতে লেখা আছে another 4,900 cases of bayenanama are about to e concluded.

এ ছাড়া যে ৪৫ হাজার ক্যাম্প ফ্যামিলি ছিল তার মধ্যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট হিসেব দিচ্ছেন য It is also worth noticing that 95 per cent of the applicants are from non-griculturists.

এ বইতে আরও লেখা আছে "Government expect that of the total camp nmates numbering 45,000 families about 5,000 families would be settled nder the bayenanama scheme. The remaining 40,000 families of which early 32,000 will be agriculturist families are to be rehabilitated. As stated bove, Government can develop land in West Bengal to settle 10,000 griculturist families. Government are thus left with the problem of settling 2,000 agriculturist families and 8,000 non-agriculturist families."

অর্থাৎ ঐ ৪৫ হাজার থেকে ৫ হাজার বাদ দিলে থাকছে ৪০ হাজার এবং এই ৪০ হাজারের ধ্যে ৩২ হাজার এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট এবং ৮ হাজার নন-এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট। এখন এই ৩২ হাজার গ্রিকালচারিষ্ট ফ্যামিলির মধ্যে ১০ হাজারের দায়িত্ব নেবেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এবং াহলে আর বাকী থাকছে ২২ হাজার এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট এবং ৮ হাজার নন-এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট ্যামিলি এবং যার দায়িত্ব নেবেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট। যা' হোক্, এঁরা বলেছিলেন যে or these 10,000 families আমরা ৬০ হাজার একর ডেভলপ করব কিন্তু কার্যতঃ সেখানে দখছি তার মধ্যে তাঁরা মাত্র ১১৯ একর ডেভলপ করেছে। This is the record of the West Bengal Government এবং এ ছাড়া আরও যতগুলি স্কীমের প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন তা' সবই fail করেছে। যেমন "বাগজোলা" স্কীম সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন য ৩৪ হাজার একর জমি ডেভলপ করতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সেই জমি ডেভলপ করার পর সেই স্কীমটি ড্রপ করে দিলেন এবং সেখানে রিফিউজীদের ুনশন ধর্মঘট হচ্ছে। বাস্তুহারারা সেখানে বছরের পর বছর পড়ে রয়েছে এবং তাদের ডোল দেওয়া হচ্ছে। তারপর শালিমপুর স্কীমে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করার পর সেটিও ফেল করল এবং যার ফলে বাস্তুহারারা নানারকম দুর্ভোগ ভোগ করছে। এছাড়া গভর্ণমেণ্ট আরও বিভিন্ন

ধরণের স্কীম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো ইমপ্লিমেণ্টেড না হয়ে ড্রপ্‌ড হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমি উল্টোডাঙ্গা মার্কেটের কথা উল্লেখ করে বলব যে সেখানে ৩০ হাজার টাকা খরচ করে জমি কেনা হোল এবং সেটা কার্যকরী করা হবে বলে বাজেটেও এ্যানাউন্স করা হোল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ এটা ড্রপ করে দিলেন।

এইভাবে আমরা দেখছি যে টাকা ওয়েসটেজ হচ্ছে। অর্থাৎ আপনারা এক একটি জমি খরচ করে ডেভালপ করছেন এবং তারপর আবার তাকে ড্রপ করে দিচ্ছেন। এইসব দেখে মনে হয় যে আপনাদের কোন প্ল্যান নেই। টেনামেণ্ট স্কীমে রিফুজিদের বাড়ী দেবার জন্য গাঙ্গুলীবাগান টেনামেণ্ট ৮৯ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হল। কিন্তু সেই বাড়ী পড়ে আছে এবং তার কতক কোয়ার্টার নন-রিফুজিদের দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে এঁদের ক্রেডিট! কায়াটার কলোনী এখনও রেগুলারাইজেশান হল না। যারা মুসলিম হাউসে আছে তাদের রিহ্যাবিলিটেশান হল না। লোন যাদের পাবার কথা তারা সেই কণ্টিবিউটারী লোন-এ বাড়ী অর্দ্ধেক তুলে ইনকম্পিট করে ফেলে রেখে দিয়েছে। এইরকম ইনমিউমারেবল ঘটনা রয়েছে। এইগুলি যদি বিচার করি তাহলে দেখব যে কমপ্লিট ক্যাওস, টোটাল ফেলিওর এবং মাঙ্গলিং হয়েছে। চুরির তো কোন লিমিটেশান নেই। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে গভর্ণমেণ্ট ডিসিসান নিচ্ছেন যে ১৯৬১ সালের ভেতরে রিহ্যাবিলিটেসান ডিপার্টমেণ্ট ক্লোজ করে দেবেন এবং ক্যাম্পের বাস্তুহারাদের নোটিশ দিয়ে বলবেন যে হয় দণ্ডকারণ্যে যাও, না হয় ৭ দিনের ডাল নিয়ে চলে যেতে হবে। এই ডিসিসান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট একলা নেননি। ৩।৪ঠা জুলাই কালকাতায় বসে জয়েণ্ট কনফারেন্স ডিসিসান নেওয়া হয়েছিল। এই কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রী ছিলেন এবং অতুল্যবাবুকেও ডাকা হয়েছিল। সেই সভায় অতুল্যবাবুকে ডাকাতে আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম। কংগ্রেসী এম. পি.-দের আলাদা কনফারেন্স করে ডিসিসান হয়ে গেল সেখানে আর হঠাৎ বললে চলেনা এইগুলির জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট দায়ী নন। সদিন বাস্তুহারাদের জন্য মায়া ব্যানার্জীর দরদ উতলে উঠল এবং তিনি বললেন যে ডোল না দিলে পদত্যাগ করব। আজ এই শো-এর কোন মূল্য নেই। আজ এই শো-এর মানে হচ্ছে রিফুজি প্রবলেমের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু এই সিরিয়াস প্রবলেম সম্বন্ধে বাংলাদেশের সংবাদপত্র এর চারিদিক থেকে সমস্ত মানুষ এই বাস্তুহারা প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। অতএব এখন সমস্ত ডিনিয় য়্যাসেস এবং রিয়্যাসেস করা দরকার। সেজন্য প্রশ্ন হল এই পলিসিকে ফাণ্ডামেণ্টালি চেঞ্জ করা। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে যে পলিসি ধার্য্য হয়েছিল সেই পলিসির মূল লক্ষ্য ছিল কত তাড়াতাড়ি এই দায়িত্বকে এড়ান যায় এর টার্গেটডিট ফিক্স হয়েছিল ৩১শে জুলাই ১৯৫৯ সাল। রেডিও, সিনেমার মারফৎ এমন সব হৈ-হুল্লোড় করা হল তাতে মনে হল যেন দণ্ডকারণ্যে স্বর্গ তৈরী করা হচ্ছে। সেখানে তাঁরা বললেন যে ক্যাম্পের প্রশ্নই প্রধান। অর্থাৎ অন্য ক্যাটিগরী রিফুজি প্রশ্নের চেয়ে priority for camp। এর মানে হল এইযে সমস্ত ইমপ্লিমেণ্টেশান একের পর এক বন্ধ করে দিলেন। ১৯৫৮ সালে যে ডিসিসান হয়েছিল সেই ডিসিসানের যে কুপন হয় তারজন্য বাংলা গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন মন্ত্রী এম. খান্না দায়ী। আজ বাস্তুহারারা শেয়াল কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। Arbitarily সমস্ত অর্ডার ক্যান্সেল করা হচ্ছে, ডকুমেণ্ট থেকে তাদের নাম খারিজ করা হচ্ছে এবং অফিসাররা তাদের কোন ভরসা দিতে পাচ্ছেন না। অতএব তাদের মধ্যে এইযে ফিউচার ফিলিং ডেগেছে এটা না দূর করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হবে না এবং এদের ইমপ্রুভমেণ্ট করাও পসিবল হবে না। সেজন্য বলব যে এই সমস্যা সম্বন্ধে বাংলাদেশে পাবলিক ওপিনিয়ান নিন। কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগালি না দিয়ে একটা থরো য়্যাসেস দেওয়া দরকার, অবিলম্বে টার্গেট ডেট বন্ধ করে দিতে হবে এবং পলিসির মূল লক্ষ দ্বারা উচিৎ যত তাড়াতাড়ি সুষ্ঠুভাবে এদের পুনর্বাসন দেওয়া যায় এবং সেই অনুযায়ী একটা কমপ্রিহেনসিভ স্কীম নেওয়া দরকার। একটা টোটাল কমপ্রিহেনসিভ স্কীমের পার্ট এবং পার্সেল হিসাবে স্কীমগুলো আমার দরকার।

[4-30—4-40 p.m.]

এর সঙ্গে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে নতুন করে প্রস্তাবে যে কথা বলা হয়েছে তাতে আমি এইটুকু হুঁশিয়ারী দিচ্ছি যে দণ্ডকারণ্য ব্যাপারে আর কোন মোহ সৃষ্টি করবেন না—*do not create* any illusion। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে, আমি দেখলাম, প্রস্তাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে যে অটোনোমাস বডি করা হোক ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে সুরেশবাবুর একটা চিঠির জবাবে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর জানিয়েছিলেন with compliments from Mr. Khanna—সমস্ত এম. এল. এ. দের কাছে পাঠান হয়েছিল, তার কি জবাব তার থেকে বুঝতে পারবেন—The first condition is that the areas on which the refugees will be settled should be under the administrative control of the Central Government and not under the authority as at present. "This we must categorically state we cannot accept."

এটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে "This we must categorically state we cannot accept" ! Joint Secretary, Central Rehabilitation Ministry প্রেম কিষান না কে এই চিঠি সুরেশবাবুর কাছে দিয়েছেন এবং তার forwarding letter আছে with compliments from Mr. Khanna। সুতরাং তারা বলে দিয়েছেন categorically we cannot accept, Dandakaranya comprises of areas of three States, Orissa, Madhya Pradesh, Andhra। তারা বলেছেন At present we are operating only in the first two States. This scheme has been conceived with the twin object of rehabilitation of displaced persons from camps in West Bengal and the advancement of the interests of the local tribal population. Just as some other States they are similarly being taken to Dandakaranya for settlement.

অর্থাৎ যেমন রেতিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তরাইয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তেমনি দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা no special administration, no special provision, clearly, categorically বলে দিয়েছেন। সুতরাং নতুন বাংলার মোহ দয়া করে সৃষ্টি করবেন না। Just as displaced persons have been taken to Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and some other States for rehabilitation, they have been similarly taken to Dandakaranya for settlement. The areas which have been placed at the disposal of the Ministry of Rehabilitation for settlement cannot be excised from the parent State and converted into separate Centrally-administered areas. You have presumably not realised the mischief that such a suggestion will create তারা বলেছেন। এই suggestion দেবেন না, তাতে mischief হয়ে যাবে। If an impression is given that the other State which permits its territory to be utilised for the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan will be deprived of that territory, the rehabilitation of displaced persons outside West Bengal will become impossible সুতরাং আপনারা এখানে বক্তৃতা করবেন আর অন্যান্য প্রদেশ থেকে তারা বাস্তুহারাদের তাড়াবে—এখানে স্থান দেবেনা, এখানে বসলে এরপর দাবী করবে এই জায়গা বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আবার আলাদা administration দিতে হবে। সুতরাং আমি বলছি এই illusion দয়া করে সৃষ্টি করবেন না এবং করে বলবেন না দণ্ডকারণ্যে না গেলে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর কিভাবে সেই দণ্ডকারণ্যে কাজকর্ম হবে যে সম্বন্ধে আনন্দ গোপালবাবু বলেছেন যে আগে থেকে তাদের সব নিয়ে যাচ্ছে ; ভালভাবে co-operative farming ঠিক করা হবে—এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার কি হল ? তারা বলেছেন Under the scheme displaced

persons themselves will make their own houses, roads, etc. and reclaim and develop lands for their own settlement from the very beginning.

অর্থাৎ বাস্তুহারারা যাবার পর area development হবে, গাছ কাটা হবে, ঘরবাড়ী তৈরি হবে, রাস্তা হবে ইত্যাদি। তারা জানিয়ে দিয়েছেন অনেক লোককে একসঙ্গে রাখা সম্ভব হবেনা, তবে বড় বড় জায়গা যদি পাওয়া যায় তাহলে একসঙ্গে রাখার চেষ্টা করব। কিন্তু এখন পাচ্ছিনা—ছোট ছোট জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদাভাবে রাখব। আপনারা এইসব প্রস্তাব পাশ করেছেন কিন্তু বাস্তবে যতটা কার্যকরী হবে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেজন্য আমি বলছি বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যকে ট্যাগ করে দেবেন না। যারা voluntarily যেতে চায় তারা যাক্। Development scheme হিসাবে দণ্ডকারণ্যের উন্নতি হোক এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি বলেছিলেন যে দুর্গাপুর, ভিলাই ইত্যাদির মত দণ্ডকারণ্য একটা development scheme। দুর্গাপুর, ভিলাই এরসঙ্গে একে যুক্ত করে দরকার নেই। Development scheme হিসাবে দণ্ডকারণ্যের নাম করে তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৮ হাজার familyর উপর notice দেওয়া হয়েছে, মাত্র ১৫শো গেছে। সেখানে তাদের ডোল বন্ধ করে ক্যাম্প থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য বলি বাস্তুহারাদের প্রতি যদি দরদ থাকে তাহলে আপনাদের মৌলিক decision পরিবর্তন করতে হবে। এবং পশ্চিমবংগের ভিতর সমস্ত সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে হবে। এখানে জমির প্রয়োজন, ২৫ হাজার familyর বাংলাদেশে জমি জুটবেনা একথা আমরা বিশ্বাস করি। বাযনানামা স্কীম ওপন করে দিন, স্কোপ করে দিন, যারা agriculturist তারা প্রয়োজন হলে vocation change করে নেবে, বহু family নিজেদের ইচ্ছামত settlement করতে পারবে গভর্ণমেণ্টের help পেলে এবং তারপর যে সমস্ত residuary agricultural family থাকবে তাদের জন্য জমি পাওয়া কিছুতেই অসম্ভব নয় একথা আমি বিশ্বাস করি।

এই গভর্ণমেণ্টের রিয়ালি কোন ইনটারেষ্ট নেই—তারা পশ্চিম বাংলার স্কীমভলিষ্ট অবহেলা করে এসেছেন। হেড়োভাঙ্গা, গড়বেতা, কেলেঘাই স্কীমের প্রগ্রেস অত্যন্ত শ্লো হচ্ছে এবং গড়বেতায় যে জমি আছে সেই জমিতে ১০ হাজার ফ্যামিলি রিহ্যাবিলিটেটেড হতে পারে। আমার সময় নেই বলে এসমস্ত ব্যাপারে আমি ডিটেলড আলোচনা করতে পাচ্ছিনা কিন্তু আমার কংক্রীট বক্তব্য হচ্ছে এই যে থরো এসেসমেণ্ট করে সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই মন্ত্রী দুজনকে পরিবর্তন না করলে গভর্ণমেণ্টের পলিসি পরিবর্ত্তিত হবেনা, কেননা তাঁরা ফেলিয়র স্বীকার করেছেন কিন্তু কি কারণে ফেলিয়র হলেন সেই কারণ তাঁরা খুঁজে বের করেননি, এর থেকে কোন লেসেনও তাঁরা ড্র করেননি—নূতন করে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কি করে ভালভাবে তাদের রিহ্যাবিলিটেসনের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধেও পজিটিভ বক্তব্য রাখেননি। কাগজে দেখেছিলাম যে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ডোল দেয়া হবে বলে প্রফুল্লবাবু এবং খান্নাসাহেব এগ্রিমেণ্ট করেছেন কিন্তু তারপর কি হবে, একই জিনিষের কি পুনরাবৃত্তি হবে—রিপিটিসন অব দি সেমথিং? সেজন্য বলছি যে এর দ্বারা কিছুই হবেনা—আপনারা একটা সমস্ত দলের কনফারেন্স করেছেন এবং সেই কনফারেন্স পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়ে একটা কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান সেখান থেকে গ্রহণ করুন এবং ডাঃ ঘোষ যেটা বলেছেন একটা য়্যাডভাইজরী বোর্ড করুন, শুধু সেণ্ট্রালি নয়, যেখানে যেখানে আপনারা স্কীম গ্রহণ করেছেন সেখানে সেই স্কীমকে ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য এবং পপুলার কোঅপারেসন নেবার জন্য য়্যাডভাইজরী কমিটি করুন। আমরা ফুল্লি তাতে কোঅপারেট করতে রাজী আছি। কোরাপসন বন্ধ করার জন্য, য়্যাডমিনিষ্ট্রেসনে রেড্‌টেপিজমের বিরুদ্ধে ফাইট করে যদি খুব স্পিডি বিভিন্ন ষ্টেপ আপনারা নেন তাহলে সে জমিতে আমরা কোঅপারেট করতে রাজী আছি। সেজন্য আমার বক্তব্য পজিটিভ আউটলুক নিয়া সমস্ত জিনিষটা নূতন করে চিন্তা করতে হবে এবং যে যে কাজগুলি এখনও বাকী পড়ে আছে সেগুলিকে একের পর এক

টেকআপ করতে হবে এবং রিহ্যাবিলিটেসনের প্রশ্নে সব থেকে বেশী প্রাইওরিটি দেওয়া উচিৎ গেনফুল অকুপেসনকে। ইণ্ডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে সকলে বলেছেন যে চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে এবং ইণ্ডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে যেটা প্রাইমারী ব্যাপার হচ্ছে সেটা শুধু ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন একটা লোন গিভিং এজেন্সী হয়ে বসে আছে, তাদের নিজস্ব কোন প্ল্যান নাই, প্রোগ্রাম নাই। সেখানে আমার বক্তব্য যে ইণ্ডাষ্ট্রী গভর্ণমেণ্ট স্পনসোর করুন, ষ্টেট নিজস্ব ইনিসিয়েটিভ নিয়ে—মিডিয়াম, স্মল, বড় ইণ্ডাষ্ট্রী এবং তার সংগে কুটীর শিল্প গড়ে তুলে ডেভেলপ্ করান এবং সেখানে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য আমাদের ভাগ দিতে হবে। এই সঙ্গে আমি একথাও বলি যে ১৯৬১ সালে পুনর্বাসন বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া যে সিদ্ধান্ত আছে সেটাকে স্থগিত রাখার জন্য সকলকে মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং সে ব্যাপারে কোন টার্গেট ডেট ঠিকানা করে যতদিন না পর্য্যন্ত সুষ্ঠু পুনর্বাসন কমপ্লিটেড হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত যাতে পুনর্বাসন বিভাগ ওপেন থাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

[4-40—4-50 p.m.]

এদিক থেকে কংগ্রেসী বন্ধুরা প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের এই অংশ সমর্থন জানাই। আর এখানে শুনলাম Third Five Year Planএ মাত্র ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, সেখানে আমাদের ১০০ কোটি টাকার দাবীই থাকবে কারণ যারা পশ্চিম বাংলার উপর যে Economic চাপ রইল তার জন্যই এটা প্রয়োজন। যার Rehabilitation Scheme কার্য্যকরী করার জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটার সঙ্গে যাতে এই দাবী যুক্ত না হয় সেটা দেখা উচিত।

[Here Red light is lit up and the Hon'ble Member resumes his seat.]

Shri Hemanta Kumar Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয় উদ্বাস্তুদের অবস্থা হচ্ছে, from frying pan to the fire. ১৯৫৬ সাল অবধি এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব ছিল এবং সে দায়িত্ব যে তারা কি ভাবে পালন করেছেন একথা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা এই আইন সভায় প্রতি বছরই এই উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে আলোচনা করি কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এ সম্বন্ধে বার বার আলোচনায় বলেছি যে এটা একটা জাতীয় প্রশ্ন, সকলে মিলে সকল দল মিলে এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য সকলের মত গ্রহণ করা হোক্। ১৯৫৬ সাল অবধি তারা যেভাবে পুনর্বাসন করেছেন সেটা আপনারা সকলেই জানেন এবং উদ্বাস্তুরা বিশেষভাবে ভুক্তভোগী। আমরা যখন campএর বিরাট সংখ্যা প্রায় দু লক্ষের উপর জনসংখ্যাকে পুনর্বাসনের জন্য বার বার চাপ দিতে আরম্ভ করেছিলাম বাংলা সরকারের ব্যর্থতার জন্য তখন ভারত গভর্ণমেণ্ট এগিয়ে এলে এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন মন্ত্রীর উপর তারা ভার দিলেন, পুনর্বাসনের দায়িত্ব দিলেন, এবং সেই ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী কিভাবে ১৯৫৬ সাল থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন তা অতি পরিষ্কাররূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখলাম কিভাবে আজকে campএর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে তাদের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত করেছে কিভাবে তাদের জীবনে দুঃখ, দারিদ্র বেদনা এবং অভাব সৃষ্টি করেছে, কিভাবে scrning করে তাদের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিভাবে 90 days notice দিয়ে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার নামে তাদের ব্যতিব্যস্ত করা হয়েছে, কিভাবে তাদের নামে মামলা রুজু করে অনেককে ডোল বন্ধ করে দিয়েছে এমন কি অনেক T.B. রোগীর পর্য্যন্ত ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এতে বুঝতে পারছি তিনি যেন সমস্ত campএর উদ্বাস্তুদের মেরে ফেলার নীতিই গ্রহণ করেছেন। কাজেই সেদিক থেকে আজ আমাদের হাউসে সব দলের লোকই বলছেন যে এই দণ্ডকারণ্য প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে পুনর্বাসন ব্যর্থ হয়েছে এবং সেজন্য আজকে হাউসে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য এই ভারত Govt. বাংলা Govt. যে Target date fix করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানিয়েছিলাম। কারণ সরকার যে পরিকল্পনা করেন যে উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন পুস্তকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন সেটা কিভাবে

কার্য্যকরী করেন এবং ফল কি হয় সেটা আমরা সকলেই জানি, সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেজন্যই আমরা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার এত বিপক্ষে ছিলাম যদিও আমরা বলেছিলাম যে উদ্বাস্তুরা যারা স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় তাদের নিয়ে যান কিন্তু তাদের যেন জোর করে না নেওয়া হয়। কিন্তু এই যে 90 days notice দেওয়া হচ্ছে এটা জোর নাত কি? এভাবে যদি dole বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারা কিভাবে বাস করবে, বায়নানামা জমি কি করে পাবে যদি তাদের যথেষ্ট সময় না দেওয়া হয়, এই যে পুনর্বাসন নীতি এতে উদ্বাস্তুদের camp পরিত্যাগ করতে হবে। এই করলে উদ্বাস্তুদের যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের যে দাবী তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কাজেই আজকে বিশেষ করে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং বাংলা গভর্ণমেণ্ট ব্যর্থ হবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এসেছে। আজ ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে সারা বাংলার সর্বত্র আজ দাবী উঠেছে যে ভারত গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন মন্ত্রী পদত্যাগ করুন এবং এই আইন পরিষদ থেকে আমরা বারবার বলেছি, দাবী করেছি যে বাংলা গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন মন্ত্রী যিনি তিনিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন; তাঁরও পদত্যাগ করা উচিত। কাজেই সেদিক থেকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পুনর্বাসন বিষয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং সেদিক থেকে সেভাবে এখানে আলোচনা হচ্ছে, সেদিক থেকে আমি সকলকে বিশেষভাবে আবেদন করবো, নিবেদন করবো—এখানে দলাদলির কোন প্রশ্ন নয়। বাস্তবিক যদি সকলে চান, উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হোক, তাহলে সকলে একসঙ্গে বলতে হবে, চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। কাজেই সেই চিন্তা করবার জন্য, সেই রকম একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্য আসুন সকলে একসঙ্গে একভাবে বসে জাতীয় পরিকল্পনা হিসেবে এটা গ্রহণ করি। যদিও বারবার বলেছি এবিষয়ে কোন রাজনীতির প্রশ্ন নাই, এটা যে দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে সেই বিবেচনা করে এর ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সেই কথা শোনা হয় নাই। বারবার একটা দলগত মনোভাব নিয়ে আমাদের সেই আবেদনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। আজ দেখতে পাচ্ছি যে কোন কারণেই হোক কংগ্রেস পক্ষ ও দণ্ডকারণ্য ব্যর্থতার জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এটা খুবই সুলক্ষন। দেরীতে হলেও ক্ষতি নাই, লাভ আছে। সেদিক থেকে আমি মনে করি আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের, তাতে করে আজ তাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কবে যে সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হবে, তা সেখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আগে যেমন Indentured labour South Africaতে নিয়ে যাবার দরুন সারা ভারতবর্ষে একটা বিরাট প্রতিবাদ হয়েছিল। এখানেও সেই রকমভাবে উদ্বাস্তুদের সেই দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং slaveএর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এর ঘোরতর প্রতিবাদ জানাই। বাস্তবিক তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে হবে। তারা আমাদের সমাজেরই মানুষ। তারা গৃহহারা সর্বস্বহারা হয়েছে কেন? কারণ কংগ্রেস চেয়েছিল দেশ বিভাগ করে তারা হাতে ক্ষমতা নিতে। পূর্ববঙ্গের লোক তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। তখন পণ্ডিত নেহরু এই কথা বলেছিলেন যারা পূর্ববঙ্গ থেকে তা পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে এসেছেন, তাঁরা আমাদের ভাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের পাশে বসে তাঁরা করেছেন। তাঁদের ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত, আমাদের ধমনীতে ও সেই রক্ত রয়েছে—, তাদের কথা ভুলে যাব না। আজ স্বাধীনতার তের বছরে সেটা কতখানি তাঁরা পালন করেছেন? পণ্ডিত নেহরু ও ভারত গভর্ণমেণ্ট কতখানি তা পালন করেছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা কতখানি তা পালন করেছেন? আজকে সেটা বিশেষভাবে ভাবতে হবে। সেইজন্য আমি সকলকে বলবো আমরা নিশ্চয়ই সরকারের কাছে আবেদন করবো আজ যখন এই সমস্যা গুরুতরভাবে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে, তখন এই সমস্যার সমাধানও করতে হবে। কাজেই কেন 15th April date ঠিক করা হয়েছে? তার মধ্যে যাঁরা দণ্ডকারণ্যে যাবেন এবং ফিরে এসে রিপোর্ট দেবেন, সেটা তার পরে হয়ে

যাবে। কেন তাঁরা এই 15 day's এর agreement করলেন ডোল দেওয়া হবে? এই date দেওয়া উচিত হয় নাই। তার পরেও কেন ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই? আমি বলবো কোন বিষয় Target date স্থির না করে, সকলে একসঙ্গে বসে পনর্বাসন নীতি স্থির করে—যাতে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পনর্বাসন হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করি।

4-50—5-15 p.m.]

Shrimati Anima Hoare : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জনের বেদনাদায়ক পরিণতি এই উদ্বাস্তু সমস্যা যা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। এই উদ্বাস্তুরা আজো বন্যার মত ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভেসে চলেছে। কোন জায়গায় তাদের স্থান দিয়ে সত্যিকারের বসবাসের বন্দোবস্ত করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। এই দায়িত্ব আজকে প্রধানতঃ ভারত সরকারের কারণ দেশ বিভাগ যখন মেনে নেওয়া হয়েছিল তখন উদ্বাস্তুদের বলা হয়েছিল, "West Bengal will be the homeland of the East Bengal refugees". তখন বোধহয় বিবেচনা করেননি যে পশ্চিমবাংলায় ভূমি দিয়ে তাদের কখনই সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। যাইহোক দেরী হলেও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করলেন ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে এবং সেই কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন Sub-committeeর গৃহীত যে নীতি ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্না অঙ্গিকার করেন যে দণ্ডকারণ্যে পূর্ব্ব বাংলার ২০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আজকে কি দেখতে পাচ্ছি? আজকে দেখতে পাচ্ছি যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যার্থ হতে চলেছে। কেন ব্যর্থ হতে চলেছে তার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দরদবোধের অভাব, দরদবোধ যদি থাকতো তাহলে সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভবপর হোত। যে অঙ্গিকার ছিল তার পরেও শ্রীমেহের চাঁদ খান্না বারবার তাঁর লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, আমি যা করছি তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শেই করছি। কিন্তু আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে, তিনি যা করেছেন তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই করেছেন। এই যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এই বক্তব্যের জন্য আজ উদ্বাস্তুরা ও জনসাধারণ পুনর্বাসন দপ্তরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে একথা অস্বীকার করা যায় না। অথচ শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার হাতে এই দায়িত্ব ছিল যে camp উদ্বাস্তুদের তিনি সর্ব্বপ্রথম পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু দেখা গেল যে তা সম্ভবপর হোল না। তখন কথা ছিল যে উদ্বাস্তুদের জন্য জমি উন্নয়ন করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার পর সেখানে উদ্বাস্তুদের পাঠান হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে এতজন উদ্বাস্তু মন্ত্রী আছেন তাঁরা একবারও কি সেখানে দেখতে গিয়েছিলেন যে এতদিনে এই পরিল্পকনা কতদূর অগ্রসর হয়েছে? কাজেই অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, উদ্বাস্তুরা আজ এঁদের উপর তাদের আস্থা রক্ষা করতে পারছে না। আরো আমরা দেখেছি, সেদিন শ্রীমতি মায়া ব্যানার্জ্জী যে পত্র আমাদের পাঠ করে শোনালেন সেই পত্রে পরিষ্কার এই বক্তব্য ছিল যে, শ্রীমেহের চাঁদ খান্না আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর অজ্ঞাতসারেই ডোল বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছিল এবং তার copy A. G. Bengal কে পাঠিয়ে ছিলেন। এই অবস্থায় বিড়ম্বিতভাগ্য উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কিন্তু আজকে এই বিড়ম্বিতভাগ্য উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা না করতে পারলে,—আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অবগতির জন্য বলতে চাই—গণতন্ত্রই শুধু বিপন্ন হবে না, সাধারণ উদ্বাস্তুদের সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে বাধ্য করা হবে। এদের যাতে সংগ্রামের মধ্যে না নিয়ে আসা হয় সেই নিবেদন করতে চাই।

আমার নিজের যে resolution ছিল তার মধ্যে ছিল re-constitution of Dandakaranya Development Authority এবং আইনসভার সদস্যদের নিয়ে একটা statutory standing committee করা হবে, এবং আরো ছিল যখন Dandakaranya Development programme নেওয়া হবে, পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে এই authority করা হবে

ক্ষতি করে পশ্চিমবংগ সরকারের সংগে Dandakaranya Authorityর সবাকার যোগাযোগ থাকে, তা'নাহলে কাজের আগে অসুবিধা হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, খান্না সাহেব তাঁর অঙ্গীকার পালন করেন নি, সেজন্য আমি এই আবেদন করতে চাই যে, statutory standing committee এই হাউসের প্রতিনিধি নিয়ে করা হোক, তা'নাহলে আজকে যদি খান্না সাহেব পদত্যাগ করেন ও ভবিষ্যতেও যিনি আসবেন তাঁর আমলেও একই অবস্থা হবে, সুতরাং উদ্বাস্তুদের নিয়ে আর যেন খেলা না করা হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Shri Siddhartha Shankar Ray : শ্রদ্ধেয় স্পীকার মহাশয়, শ্রীমতি মায়া ব্যানার্জি সেদিন খুব পরিষ্কারভাবে ২১শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিটা আমাদের সামনে পেশ করে দেখাতে চেয়েছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন কত ভালো লোক, refugeeদের প্রতি তাঁর কত দরদ। এই চিঠিটা অবশ্য এখন এই হাউসের সামনে নাই, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ সেই চিঠির কপি আমাদের কয়েকজনের কাছে আছে। এই চিঠি কতগুলি কথা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় বলবার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খান্না সাহেবের কাছে, তাঁর কাছে প্রতিবাদ করেছেন। কি কি প্রতিবাদ করেছেন? ৯০ দিনের নোটিশজারী করা হচ্ছে, কি বিপদ। এখানে বলা হয়েছে ৯০ দিন পার হয়ে গেলে পর refugeeদের কোন expenditure, refugee familyর maintenance খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, agriculturist familyকে option দেওয়া হয়েছে, বায়নানামা ৯০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা দণ্ডকারণ্যে rehabilitationএর জন্য চলে যেতে হবে। Non-agriculturist family যারা তাদের option দেওয়া হয়েছে, তোমাদের যে জমি দিচ্ছি সেই জমি নাও, গৃহ নির্মাণের জন্য যে ঋণ দিচ্ছি সেই ঋণ নাও, অথবা, কোন একটা tenement ভাড়া কর, নয়তো বায়নানামা স্কীম অনুযায়ী কাজ কর। প্রফুল্ল সেন মহাশয় এই নোটিশের প্রতিবাদ করে বল্লেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এই নোটিশ হয় cancel করুন নয় revoke করুন। এই চিঠির কপি আমার কাছে, কেউ যদি চান আমি tableএ place করতে রাজী আছি। আসলে ২১শে তারিখে যে চিঠি লেখা হয়েছিল সেটা লোক দেখানো, এবং সরকারও একজন উপমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতি ব্যানার্জির উচিৎ ছিল কেবলমাত্র ২১শে তারিখের চিঠিটাই পড়া নয়, তার আগে ও পরে তাঁর মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন কি কি কীর্তি করেছেন তা এই সভার সামনে পেশ করা। তাই আমি এখানে আমি একটু সময় নেব তার জন্য স্পীকার মহাশয়, refugee policyর ইতিহাস একটু দিতে চাই। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রশ্ন উঠেছিল এই নোটিশের যে নোটিশের প্রতিবাদ প্রফুল্ল সেন মহাশয় করছেন এবং শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি ১৯৬০ সালের মার্চে যার প্রতিবাদ করছেন তারা খান্না সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁরা একটা conference করেছিলেন, এবং conference করে ঠিক করেছিলেন নোটিশ দিতে হবে, decision হল ১০ হাজার পরিবারকে আমাদের State Government নোটিশ দিতে হবে, এবং এই ১০ হাজারের ভিতর ২ হাজার পরিবার প্রতি মাসে দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে হবে, এই ২ হাজারের ভিতর ১ হাজার agriculturist family এবং এক হাজার non-agriculturist family। ১৯৫৯ সালের August মাসে ঠিক হল নোটিশজারি করা হবে—১৯৫৯ সালের August থেকে ১৯৫৯ সালের November পর্য্যন্ত কিছুই হলনা। প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় এটা মেনে নিলেন, এই দায়িত্ব নিলেন এই নোটিশ দিতে হবে, কিন্তু বিশেষ কিছু করা হলনা, কাউকে পাঠান হলনা। তারপর, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর যে চিঠি পড়া হয়েছে তার দুহপ্তা আগে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় নিজে এই প্রস্তাব করলেন, এই যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই নোটিশের period একটু extend করে দেওয়া হোক, সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেই

নোটিশ যে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে তার কোন প্রতিবাদ নাই। আমার কাছে মিটিংএর minuteএর কপি আছে প্রফুল্ল সেন ও খান্না সাহেবের যে মিটিং হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে তার কপি আছে, অন্যান্য প্রস্তাবের কপিও আমার কাছে আছে। এগুলি আর লুকিয়ে রাখা উচিৎ নয়। বাংলা দেশের মানুষকে পরিষ্কারভাবে একথা বলা দরকার যাতে করে বাংলা দেশের মানুষ জানতে পারে, এই যে refugee নীতি এরজন্য প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব কার। 6th December, 1959 থেকে, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় বলছেন নোটিশের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হোক। তিনি আর কি কি বলেছেন? প্রথম নং বায়নানামার যে স্কীম আছে সেই স্কীম বাংলা দেশে চালু হতে পারে না।

কাজেই বায়নানামা স্কীমে কিছু হবেনা। তারপর সাবাই এবং হেড়োভাঙ্গা প্রভৃতি যে সব লংটার্ম ডেভলপমেণ্ট স্কীম আছে তাতেও যখন কোন ফল পাওয়া যায়নি তখন সেগুলোকে এই আলোচনার ভিতরে আনা উচিত নয়। ১৯৫৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর থেকে বলা হচ্ছে যে এগুলো করা হবে—আমি minute, থেকে পড়ছি। "Early arrangement should be made by the Government of India for removing 35 families from camps in accordance with 1958 July Ministers Conference decision."

অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে মিনিষ্টারস্ কনফারেন্সে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ৩৫ হাজার পরিবারকে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর তিনি বললেন যে এই সমস্ত ফ্যামিলিকে দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য দুই মাসের নোটিশ দিতে হবে—৯০ দিনের নোটিশ দেবার যে কথা ছিল তাও তিনি দিলেন না। আমার কাছে minutes এর কপি আছে কাজেই প্রফুল্লবাবু যদি এসব কথা অস্বীকার করেন তাহলে আমি বলব যে প্রফুল্লবাবুকে বিশ্বাস না করে আমি minutes কেই বিশ্বাস করব। তিনি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বলেছিলেন যে ২ মাসের নোটিশ দেওয়া হোক এবং যদি তাঁরা সেই নোটিশ অনুযায়ী চলে না যায় তাহলে তাঁদের ৬ মাসের ডোল দেওয়া হবে এবং তারপর রিফিউজি রেজিষ্টার থেকে তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হবে। তারপর তিনি বলেছেন যে বাংলা সরকার ১০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছে এবং তার মধ্যে ৬ হাজারের পুনর্বাসন হয়ে গেছে এবং বাকী ৪ হাজারকে হয় জমি দিয়ে বলা হবে যে তোমরা বাড়ী কর আমরা টাকা ধার দিচ্ছি অথবা Refugee colonyতে tenement দিচ্ছি তোমরা ভাড়া নেও। তবে যদি রিফিউজিরা এতে রাজী না হয় তাহলে তাঁদের ৬ মাসের ডোল দিয়ে ক্যাম্প থেকে নাম কেটে সরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট ফ্যামিলিদের phased programme অনুসারে ৬০ দিনের নোটিশ দিতে হবে। ১৯৫৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে খান্নার যে কনফারেন্স হয় তাতে এসব কথা যা' বললাম তা' পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এবং এতে তা' লেখা আছে কাজেই এখন আর সেগুলো পড়তে চাইনা। এর প্রত্যেকটি কথা অর্থাৎ record of discussion between Shri Mehr Chand Khanna and Shri Prafulla Sen at Writers' Buildings on Friday, the 25th December. 1959,—এতে পাওয়া যাবে এবং সেই মিটিংএ পূর্বেন্দু নস্করও উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ৬ই ডিসেম্বর যখন এসব ঘটল তারপর তিনি ন্যাকা সেজে ২১শে ডিসেম্বর এই চিঠি লিখলেন যেন কিছু জানেন না। অন্যায়ভাবে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তারজন্য আমি প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কে তাকে এই নোটিশ দিতে বলেছিল? খান্না খুব খারাপ লোক হতে পারে—তবে সে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তখন সেটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা বিচার করবে—আমরা অবশ্য বলব যে খান্না খারাপ লোক। কিন্তু আসল আসামীকে খুঁজে বার করতে হবে। আজ যদি কংগ্রেস পক্ষ থেকে কেউ বলেন যে খান্নাকে চলে যেতে হবে তাহলে আমি বলব যে তার আগে condition precedent হবে যে এই প্রফুল্ল সেনকে চলে যেতে হবে এবং যে পর্য্যন্ত তা' না হবে সে পর্য্যন্ত এই রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেসন সমস্যার সমাধান হবেনা। আমি বলব এই ভদ্রলোকের লজ্জা বলে কোনকিছু নেই।

[5-25—5-35 p.m.]

আমি যদি ওঁর মতন অবস্থায় পড়তাম তাহলে মন্ত্রীতে থাকতাম না। আমার কাছে প্রত্যেকটা মিনিউটের কপি আছে এও আমি তা প্রেস করতে পারি। তারপর ১৯৫৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী, ধরমবীর এক বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এম, এন, ব্যানার্জির মধ্যে একটা কনফারেন্স হল। সেই কনফারেন্সে ব্যানার্জি সাহেব বললেন বায়নানামা স্কীম চলতে পারে না—আনরিয়াল কথাটা তিনি বলেছিলেন। সুতরাং বাংলা দেশে পুনর্বাসনের জন্য বায়নানামা স্কীম অনুযায়ী এগ্রিকালচারিষ্টদের কোন নোটিশ আমরা দেবনা—এটা তাঁরা ঠিক করলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বললেন যে হোলসেল নোটিশ দিতে হবে, ক্যাম্প ভাঙ্গতে হবে। ক্যাম্পারকের হোলসেল নোটিশ দেবার কথা তাঁরা বললেন। এবং বাংলা সরকার ঠিক করবেন যে কাকে কাকে নোটিশ দেওয়া উচিৎ। ধরমবীর এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে একটা সর্ত্ত রাখতে চাইলেন। সেই সর্ত হল যে ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে বাংলা সরকারকে হাজার ফ্যামিলিকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে হবে। কারণ তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে আমাদের যা এক্সপিরিয়েন্স তাতে দেখছি বাংলা সরকার পাঠাতে পারেননি—অর্থাৎ যেখানে হাজার ফ্যামিলির উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেখানে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী তাঁরা পাঠাতে পারেননি। আমি সেই minute of meeting dated 20th Decr. 1959 between Dharamvir I.C.S. and S. N. Banerjee থেকে পড়ছি এঁরা তাতে বলেছেন in the case of these families, therefore action either to move them outside West Bengal or to disperse them after payment of 6 months' doles.

তাঁরা রাজী হলেন যে নোটিশ যেগুলি জারী করা হবে, রিপোর্ট করতে হবে, মডিফাই করতে হবে। ১৯৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তাঁরা রাজী হলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ২১শে ডিসেম্বরের চিঠি মার্চ মাসের শেষের দিকে পড়ে গেলেন। তারপর কি হল একটা কথাও বললেন না। বাংলা সরকারের প্রফুল্ল সেন এবং তাঁদের প্রতিনিধি প্রত্যেক বারে স্বীকার করে এসেছেন এবং প্রস্তাব করেছেন যে নোটিশ দেওয়া হোক—৬০ দিনের নোটিশ দেওয়া হোক এবং সেই নোটিশ অনুযায়ী যদি কাজ না করে তাহলে ৬ মাসের ডোল দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে ২১শে ডিসেম্বরের চিঠিটা মায়া ব্যানার্জিকে শিখণ্ডিরূপে পড়ান হল। প্রফুল্লবাবুর সাহস নেই—তিনি ভীরু কাপুরুষের মতন মায়া ব্যানার্জিকে দিয়ে চিঠিটা পড়ালেন। কত বড় অন্যায় তিনি করেছেন। মায়া ব্যানার্জি হাউসের ব্রিচ অফ প্রিভিলেজ করেছেন, কারণ ২১শে ডিসেম্বরের চিঠিটা পড়লেন তারপরে যে কি হয়েছে সেই সমস্ত ঘটনার কিছু বললেন না। সেই ঘটনার মাধ্যমে দেখা যাবে যে সেই চিঠিটাতে যেসব কথা আছে প্রত্যেকটি মিথ্যা কথা—প্রফুল্লবাবু নিজেই স্বীকার করে গেছেন। এর উপরেও কি কি বলেন যে ঐ ভদ্রলোকের উপর আস্থা থাকবে—আমার কোন আস্থা ওঁর উপর নেই। তারপর ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালে—unkindest cut of all হল—meeting between M. C. Khanna and P. C. Sen on 28.12.59 হল। আমার কাছে মিনিটের কপি আছে। এক নম্বর the distinction between pre-June 1953 and post-June 1954 করেছেন এবং DPs will now be discontinued. অর্থাৎ মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করে এসেছেন যে ১৯৫৪ সালের আগে এবং পরে যে তফাৎ ছিল সেটা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বীকার করলেন period of notice will be the same for agriculturists as well as non-agriculturists families initial notices will be for a period of two months and the State Govt. would have the discretion to extend it for another 60 days in such cases as they consider it necessary এবং তৃতীয়তঃ The State Govt. in the first instance furnish the Ministers of such rehabilitation about families to whom notices will be issued. The scheme for the dispersal of non-agriculturist families within the State will be furnished

by the State Government to the Ministry of Rehabilitation by the end of March 1960.

আজ পর্যন্ত কোন স্কীম গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ? কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমি ১শো বার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলব যদি তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দোষী হয়ে থাকেন। এই এ্যাসেম্বলীতে আমরা যা বক্তৃতা দিচ্ছি সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কি মনে করবেন যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দিই ? যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিটে লেখা আছে যে বাংলা সরকারকে পুরো scheme of dispersalকে furnish করতে হবে মার্চ, ১৯৬০ সালের ভেতর তখন উনি আজ পর্যন্ত কি করেছেন তা জানতে চাই। তারপর উনি ১৭ই মার্চ পর্যন্ত সমস্ত স্বীকার করে এসেছেন—4th January, 1960তে যে resolution হল সেটা আবার minutes of the meeting held between Shri Meher Chand Khanna and Shri P. C. Sen, dated 4th January, 1960 তাতে কি হল শুনুন—Experience had shown that only about 50 per cent of the individual families actually agreed to go to Dandakaranya while the remainder exercised the option to live in camps on payment of doles. In view of this it was necessary that about two thousand families should be notified by the State Government so that the required number of one thousand were moved to project areas without break till the Ministry had given notice to about four thousand agriculturist families who would be called upon to move to Dandakaranya during January and February, 1960. In order to advance the movement during March 1960 it was necessary to notify another two thousand families during January 1960, giving them 60 days' notice as decided to exercise their option to go to Dandakaranya or leave the camps. Shri P. C. Sen agreed that two thousand families more should be given notice during the month. Notices should be issued in consultation with the State Government.

প্রফুল্ল সেন মহাশয় প্রত্যেকটি মিনিটসে সই করে দিচ্ছেন আর এখানে বলেছেন মিথ্যাকথা। আমি বলব মিথ্যাবাদী। এটা যদিও unparliamentary তবুও সত্যই যে মিথ্যাকথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলবার অধিকার আমার আছে, আমি তাকে বলব মিথ্যাবাদী।

Mr. Speaker : Please Mr. Ray, you are not expected to use this language.

Shri Siddhartha Shankar Ray : তারপর দেখা যাচ্ছে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে ৫২৮ ফ্যামিলিকে গভর্ণমেণ্ট নোটিশ দিলেন, তার ভেতরে দণ্ডকারণ্যে পাঠালেন মাত্র ৩৩৫টি ফ্যামিলিকে ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বর মাসে নোটিশ দিলেন ৪৬৭ ফ্যামিলিকে, পাঠালেন মাত্র ১৬৬টি। ১৯৬০ সালে ২৫শে জানুয়ারী ৮১৮ ফ্যামিলিকে নোটিশ দিলেন, পাঠালেন মাত্র ২৩৯টি। এই রকম যেখানে অবস্থা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বললেন যে এই রকম করলে চলবে না। Working season before the monsoon has started. You must send the refugees in adequate number. Otherwise the result would be that works will have to be held up which will not be in the interest of the project—28th January 1960—17th March 1960.

বাংলা সরকার পাঠাতে পারেনি। নিশ্চয়ই শ্রীখাঁরা দোষী। কিন্তু তার আগে আমি বলব শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় কি সেই সমস্ত সইগুলি অস্বীকার করেন ? তারপর, ১৯৬০ সালে ২৮শে জানুয়ারী আবার এই রকমভাবে রাজী হলেন। তারপর ১৯৬০ সালে ১৭ই মার্চ গিয়ে রাজী হয়ে এলেন যে প্রত্যেককে নোটিশ দিতে হবে। It was agreed that all camp families in West Bengal should be notified by the 31st December, 1960.

এখন কথা হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনার পর, এই সমস্ত মিনিটসে সই করার পর যদি কোন মন্ত্রী এসে বলেন যে আমরা ২১শে ডিসেম্বর বলে দিয়েছিলাম এটা খুব অন্যায় হয়েছে—এই সমস্ত কথা

কি একটা সভায় যেখানে বাংলা দেশের প্রতিনিধিরা বসে আছেন সেখানে বলা উচিৎ? এই সমস্ত কথা চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে বলা যেতে পারে, এখানে বলা যেতে পারেনা, এখানে আমরা একথা সহ্য করব না।

[5-35—5-45 p.m.]

Dr. Maitreyee Bose : মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার কাছে ব্যাপারটা যেন কি রকম অসংগত মনে হচ্ছে। আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না এবং প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এঁদের মধ্যে কে দোষী কে দোষী নয় সেটা আমরা বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে এতক্ষণ ধরে শুনলাম। তাঁদের কাছে যে সমস্ত মিনিট্স এসেছে সেগুলি কি করে এল, কোথা থেকে তাঁরা পেলেন সেটা আমি জানতে চাই। তাঁরা যেগুলি পেয়েছেন আমরা কেন তা পায়নি? বিরোধীপক্ষরা কোন্ গুণে গুণী যার জন্য তাঁরা সেগুলি পাবেন আর আমরা কি অপরাধ করেছি যার জন্য সেগুলি পাবনা? আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রী খান্নার সঙ্গে যে সমস্ত পত্রালাপ হয়েছে সেগুলি বিরোধীপক্ষের লোকেরা পেয়ে আমাদের বিদ্রুপ করবে আর আমাদের সেগুলি বসে বসে শুনতে হবে? আমরা কেন সেগুলি পাবনা তার জবাব চাই? তারা যদি পেয়ে থাকেন, আমরা পেতে চাই এবং আমি বলব মেহেরচাঁদ খান্না পদত্যাগ করবেন কি প্রফুল্ল চন্দ্র সেন পদত্যাগ করবেন এ বিষয়ে আমার একটুও ইন্টারেষ্ট নেই।

আমার মনে হয় ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমন করাটা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। সেখানে আমাদের নীতিটা দেখতে হবে এবং সেই নীতি কিভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তা দেখতে হবে সেই নীতি এবং নীতিটাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরা সমালোচনা করবো কিন্তু কোন লোক কোথায় গেছে, কোন লোক কোথায় মন্ত্রীত্ব করেছেন সে সম্বন্ধে আমার অন্ততঃ একটুও ইন্টারেষ্ট নেই। যাঁরা পদত্যাগ করুন বলছেন তাঁদের হয়ত মন্ত্রী হবার ইচ্ছা মনে মনে আছে কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব ভাল নয়। অজিত প্রসাদ জৈন ছিলেন, রেণুকা রায় ছিলেন তাঁরা আজকে নেই কিন্তু তারজন্য আজকে কি আমাদের অবস্থা খুব ভাল হয়েছে? মাঝখান থেকে বেচারা বাস্তুহারাদের একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছেন—তাঁরা কি করছেন তার কোন ঠিক নেই, তাঁদের কোথায় রিহ্যাবিলিটেসনের বন্দোবস্ত হল তাও আমরা জানিনা। আমি তবু একটা কথা বলবো যে দণ্ডকারণ্যে যাওয়া যখন ঠিকই হয়েছে তখন আজকের দিনে এত উষ্মা প্রকাশ করার কি আছে? সেখানে গিয়ে আগে দেখে আসুন কি হয়েছে তারপর উষ্মা প্রকাশ করুন, কেউ তো এখনও সেখানে যাননি। কাজেই আজকের দিনে এভাবে উষ্মা প্রকাশ করাটা আমার কাছে একটু অসংগত বলে মনে হচ্ছে। অবণীবাবু এখানে যে রেজলিউসন এনেছেন সেটাও কিন্তু আমার একটু অসংগত বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে তিনি বলেছেন যে রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্ট্রি কিছু করতে পারেননি, তারপরে অবশ্য স্বীকার করছেন এই বলে যে রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্ট্রি আরো অনেকদিন রাখা হোক—এর মাধ্যমে সংগতি আছে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু পরে অনাদি গোপালবাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেটাকে মোটামুটি সমর্থন করি তবে তাঁর বক্তব্যে তিনি একটা কথা বলেছেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে রিহ্যাবিলিটেসনের ফিগার ভাল তিনি সব সরকারীভাবে পেয়েছেন কিন্তু কেন্দ্রিয় মন্ত্রী কি করেছেন ওখানে সেগুলি তিনি সরকারীভাবে পাননি, সেগুলি তিনি খবরের কাগজে পড়ে পড়ে জেনেছেন কিন্তু খবরের কাগজের উপর এতখানি আশা রাখাটা কি উচিৎ? খবরের কাগজে কোন জায়গায় কিছুটা হোক, কখন কার বিরুদ্ধে তাঁরা চেঁচাতে থাকবেন, কখন কাকে প্রশংসা করবেন সেটা তাঁরা নিজেরাও সব সময় জানেন না। কাজেই খবরের কাগজের ফিগার দেখে কিছু বলাটা আমার মনে হয় উচিৎ হবে না। সেখানে গিয়ে আগে দেখে আসা হোক, তারপর বলা হোক। অবশ্য আনন্দবাবুর সংশোধনীর প্রস্তাবের মধ্যে সেকথা নেই, কাজেই সেটাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারি। আমি শুধু একটা কথা বলবো যে দুই সরকারের

রেষারেষি ঝগড়া ঝগড়ির ভেতর পড়ে বেচারা বাস্তুহারারা মারা যাচ্ছেন। আমি বাস্তুহারাদের কোন কাজ করি না কিন্তু আমি একথা বলবো যে তাদের লোকরা যে মারা যাচ্ছে, সেটা বড় কষ্টের হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্ট্রি আমাদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্ট্রির কাজ হয়ে গেছে। অতএব রেফিউজী অরফ্যানরা আর কোন ওয়েলফেয়ার হোমে জায়গা পাবেন না। তাঁরা অরফ্যান, তাঁদের তো অরফ্যানত্ব ঘোচেনি—তাঁরা অনাথ রয়েছেন, তাঁদের হঠাৎ তো বাপ মা কোথাও গজিয়ে যায়নি। কাজেই এই ব্যবস্থা ভালভাবে কোথায়, তাঁদের ভার কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেবেন? আমি জানি উত্তর বংগে যখন বন্যা হয়েছিল তখন প্রফুল্লবাবু ওখানে শিশুসদন স্থাপন করবার জন্য আমাদের সংস্থাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং শিশুদের কথা তিনি ভাবেন একথা আমি জানি।

তাঁর বিশেষ করে এদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষন করি, এদের জন্য কাজ করুন নইলে শিশুগুলি মাঝখান থেকে মারা যাবে। আমি তাঁর কাছে যার বিশেষভাবে appeal করছি যে তিনি তো অনেক শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন কাজেই বলি তিনি যেন নিশ্চয়ই তাদের দেখেন এবং দেখবেন বলেই আশা করি।

আর আমি অনুরোধ করবো যে এই যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ঝগড়া সেটা এখন বন্ধ রেখে দণ্ডকারণ্য দেখা আসা যাক, তারপর উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে একটু ভাল করে পরিকল্পনা নেওয়া যাক। শুধু দণ্ডকারণ্যই নয় অন্য জায়গাও দেখতে হবে, শুধুতো দণ্ডকারণ্যই একমাত্র পরিকল্পনা নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলি। সমস্ত জমি develop করে, সমস্ত কিছু করে, যেমন Improvement Trust করে, চড়া দামে সেই জমি বিক্রী করে। এই রকম ধরণের জিনিষ বড় বড় contractorদের দিয়ে করিয়ে যদি বিলি করা যায় তাহলে অযথা খরচ হয়ে যায়। তার চেয়ে সেখানে গিয়ে develop করার জন্য যদি সমস্ত সুযোগ পায়, নিজেরা cooperative করে করতে পারে, সেটা খুব ভাল হবে। আর আমরা যদি সমস্ত কিছু develop করে তবে তাদের পাঠাই তাহলে দেখা যাবে বড় বড় contractors সেখানে হাজির হচ্ছে। এই সম্বন্ধে বলবো নানাভাবে tubewell বসিয়ে, ৭০ feet বসিয়ে ৭০০ feet বসালেন বলে যদি বিল না দেয় এবং এ যদি না হয় এবং সেখানে গিয়ে নিজেরা কষ্ট সহ্য করেও যদি নিজেরা করে নিতে পারে তাহলে অনেক ভাল হবে। আজকে cooperative হয়নি সেটা কোন বড় কথা নয়। বাংলাদেশে যে cooperative খুব ভাল হচ্ছে সার্থক হয়েছে তা দেখি না। এখানে যা হচ্ছে তাও আনন্দবাবু খবর কাগজেই পাচ্ছেন। কাজেই আমাদের দেখা উচিত কি করা উচিত এবং contractorদের হাতে যেন না যায় এটাই আমি বলি।

আর শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এবং শ্রীসেন দুজনেই গোকুলে বাড়ুক তাতে আমার একটুও আপত্তি নাই।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : স্যার, আমি কোন পক্ষের ওকালতি করিনা, পেশোয়ারী মীনা পেশোয়ারীর দেশে জুড়ি, তার জুড়ি খান্না পেশোয়ারীর ওকালতি করবো না, প্রফুল্ল সেন মশায়েরও ওকালতি করবো না: কিন্তু একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি কোন সমস্যার সমাধান যখন কেউ করতে পারবে না, যে কোন সরকারই হোক্, তখনই আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী না রাজ্য সরকার দায়ী, কার কতখানি দোষ উভয়পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। কার কি দোষ। এখানেও দেখছি তাই হয়েছে। খান্না দোষ দিচ্ছেন প্রফুল্ল সেন মশায় দায়ী আর প্রফুল্ল সেন মহাশয় দোষ দিচ্ছেন খান্না দায়ী। কিন্তু স্যার, আজকে উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে যে রাজনৈতিক জুয়াখেলা চলেছে তাতে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের কোন্দল, আর সেই কোন্দলে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে কারণ কংগ্রেসের internal feud আছে, অশোক সেন Vs অতুল্য ঘোষ—এর ফলে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অতুল্য ঘোষ মশায় খান্নার পেছনে দাঁড়িয়েছেন একথা কারও

অজানা নাই। উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে খান্নাজী এসে বলেছিলেন নূতন অধ্যায় সুরু হল। খান্নার চক্রান্ত, তাঁর নীতির ব্যর্থতা failure of his policy. প্রতিশ্রুতির বিশ্বাস ঘাতকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা ছিল না কিন্তু ১৯৫৭ সালে যে নূতন অধ্যায় খান্নাজী ঘোষণা করেছিলেন, ভেবেছিলাম তাঁর সাথে বোধ হয় প্রফুল্লবাবুদের কোন যোগাযোগ নাই। কিন্তু আজকে যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে, আনন্দ গোপালবাবু যে প্রস্তাব আনলেন শ্রীতারাপদ চৌধুরীর প্রস্তাবে তা গৃহীত হবে কেননা সরকারী দলের উপদলের মুখপাত্র হিসাবে আনন্দবাবু এই প্রস্তাব এনেছেন। এর মধ্য দিয়ে খান্নাজীর সাথে প্রফুল্লবাবুদের যে যোগসাজস আছে গোপন হস্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। আমি আজকে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে খান্নাজীর উপর আমাদের যে অবস্থা আছে সেটা এখান থেকে ঘোষিত হোক্, তার পরিবর্ত্তে এখানকার speech recorded হয়ে সেগুলি চলে যাক। আজকে তারা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার মাধ্যমে আমি কেবল দুটি জিনিষ দেখাব। খান্নাজী যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে ২ লক্ষ ৪০ হাজার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার, কিভাবে তিনি সেটা করলেন ?

[5-45—5-55 p.m.]

তারপর ২ লক্ষ ৪০ হাজার উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দায়িত্ব তিনি কিভাবে পালন করেছেন ? Liquidation through death and discharge ঘাতকবৃত্তি করেছেন ১৯৫৭ সালে ২৬,৮৪১ জন ; ১৯৫৮ সালে ১৩৬০০ জন এবং ১৯৫৯ সালে ১৯ হাজারের মত তিনি death and discharge মারফৎ liquidate করেছেন। যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হার ১২% ধরা হয়, হাজার করা তাহলে ২ লক্ষ ৪০ হাজার জনে বড জোর আড়াই হাজার (?) এই মৃত্যু সংখ্যা হতে পারে। অথচ এই বিরাট সংখ্যার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের liquidate করেছেন। খান্নাজী মীনা পেশোয়ারীর দেশের লোক। ১৯৫৬ সালে তিনি বলেছিলেন ১০ লক্ষ ২ হাজার একর জমি select করে develop করবেন। ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত ৫০ হাজার একর জমি prepared করবার যে scheme ছিল, তার মধ্যে ২৯ হাজার একর শ্রী এ, পি, জৈন করে গিয়েছিলেন। এই হচ্ছে খান্নাজী যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তা পালনের নমুনা। আজকে এর ফলে কি হচ্ছে ? এর প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে ? ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু আমাদের ঘাড়ে রয়েছে ; রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। তার উপর আজকে আরো ১ লক্ষ ২০ হাজার vagrant বলে declared হবে। ১৬ লক্ষ completely unaided এবং ৮ লক্ষ partially aided সবশুদ্ধ হল ১ লক্ষ ৩০ হাজারের মত।

১৯৫৭ সালের প্রথম খান্নাজী দায়িত্ব নেবার পরে এই যে উদ্বাস্তু তাদের আজকে ভিখারীর মত। আজ সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই বলুন আর রাজনৈতিক কাঠামোই বলুন, সমস্ত কিছু খসে পড়বে ঐ খান্নাজীর কল্যাণে। তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভেবে দেখেছেন কি ? জনমতের প্রতিধ্বনি সংবাদ পত্রের মারফৎ দেখতে পাই। আজ সংবাদ পত্রে সম্পাদকীয় বেরোয় খান্নাজী সরে পড়। জনমতের যে দাবী, সেই দাবী এখান থেকে আমরাও করছি। সেই দাবীর record সেখানে প্রেরিত হোক।

স্যার, আমরা শুনেছি স্বদেশী যুগে যে অবস্থা ছিল, সেই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় ও আরো অনেকে হতাশ হয়ে এই কথাই সকলে বলেছিলেন যে লেখনী দ্বারা আর কিছু হবে না। ওহে, লিখে আর কিছু হবে না, চল, মেরে আসি। আমিও আজ সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই, সেই সুরে এই কথা বলতে ইচ্ছা হয়—এই সভায় দাঁড়িয়ে শুধু বক্তৃতা দিলে কিছু হবে না, চীৎকার করলেও কিছু হবে না, কুকুর মারা বেত নিয়ে চলো একবার যাই। সেখানে গিয়ে সেই বেতের সদ্ব্যবহার করি।

স্যার, সেদিন আমরা খান্নাজীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলাম। রাজ্য সরকার ও তার মন্ত্রী দপ্তরকে সতর্ক করে দিচ্ছি বাংলা দেশের জনমত, ছিন্নমূল মানুষ যারা, তারা এ অবস্থা আর সইবে না ; রাজনৈতিক জুয়াখেলা তাদের নিয়ে আর আমরা হতে দেব না। যে রাজনৈতিক জুয়াখেলা চলছে, কেবলমাত্র খান্নাজীর কুশপুত্তলিকা সাঙ্গ করে, তা শুদ্ধ হবে না ; খান্নাজীর কুশপুত্তলিকা দাহ করার সাথে সাথে জনগণ এখন যুগপৎ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের ও কুশপুত্তলিকা দাহ করতে এগিয়ে যাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সন্তোষজনক ব্যবস্থা যদি না হয়। জেনে রাখুন কেবল খান্নাজীকে যেতে হবে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলকেও যেতে হবে এই দপ্তরে যাঁরা বসে আছেন। তার আগে আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু মন্ত্রী খান্নাজী যিনি এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তিনি আগে যান্। তারপর আমরা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করবো।

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri : স্পীকার মহোদয়, গত অধিবেশনে যখন দণ্ডকারণ্যের আলোচনা এখানে হয় তখন আমরা সকলেই খান্না সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম। আমরা তাঁর অপসারণের দাবী করেছিলাম, সভার বাইরে কোন কোন রাজনৈতিক দল তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলেন। এবারে যেন আবহাওয়াটার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এরমধ্যে এমন কিছু একটা হয়েছে যাতে, যে responsibility খান্না সাহেবকে দেওয়া হয়েছিল সেই responsibility shift করে একটা confusion create করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রফুল্ল সেনের কাজের কোনদিন আমি সুখ্যাতি করিনি, তিনি সত্যই অনেক অন্যায় করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আজকে খান্না সাহেবকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব প্রফুল্ল সেনের ঘাড়ে চাপান আমি পছন্দ করিনা। আমার মতে দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারে একমাত্র দায়ী খান্নাসাহেব এবং তাঁর অধীনস্থ non-Bengali members এবং কর্মচারী। আমার কাছে এর অনেক নথিপত্র আছে, তারপর সেখানকার বাস্তুহারা সমিতির সঙ্গেও আমার correspondence হয়, এছাড়া বহু পরিচিত লোক সেখানে গিয়েছেন তারাও আমাকে লিখেছেন। এখানে শ্রদ্ধেয়া মৈত্রী বসু বলেছেন যে খবরের কাগজে অনেক আজেবাজে কথা বলে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আমার যে সংবাদ, আর কয়েকটা বাংলা খবরের কাগজে যে সংবাদ বেরিয়েছে তার মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে। তারা এত সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে যা সম্প্রতিকালের মধ্যে আর দেখা যায়নি। আজ এখান থেকে লোক পাঠাচ্ছেন দণ্ডকারণ্যে, তারজন্য এখানকার Governmentএর উপর কতটুকু কাজের ভার আছে, কতটুকু ক্ষমতা আছে, কতটুকু দায়িত্ব আছে, আর দণ্ডকারণ্যের জন্য Central Governmentএর কতটুকু দায়িত্ব আছে সেটা বিচার করে দেখতে হবে। সেখানে যে body আছে, Dandyakaranaya Development Authorityর, সেখানে Chief Engineer ছাড়া আর একটাও বাঙ্গালী নেই। তার Chairman হচ্ছেন রামমূর্ত্তি, members, শ্রী সিং, শ্রীসম্ভু, গারোয়াল সিং ইত্যাদি, আর আছেন আমাদের ডাঃ বিধান রায়ের ব্যাণ্ডো সাহেব। তিনিও তাদের দলে মিলে গিয়েছেন। তিনি যে বাড়ীঘরগুলি সেখানে করেছিলেন তা এই দুই বৎসরের মধ্যে ফেটে গিয়েছে, দুই বৎসরও টিকলোনা, ভেঙ্গে গেল। তিনি এখান থেকে বাঙ্গালী নিয়ে গেলেন, তারা কেউ refugee নয়, তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রত্যেককে জায়গা দেবেন, চাকরী দেবেন। তিনি বাঙ্গালী নিয়ে গেলেন যারা non refugee এবং তাদের নিয়ে একটা group তৈরী করে তিনি তার leader হলেন। আমি নিজে তার প্রমাণ দিতে পারি। এখন কথা হচ্ছে এখান থেকে দণ্ডকারণ্যে লোক পাঠাবেন কিন্তু সেই লোক পাঠানোর উপযোগী পরিবেশ সেখানে হচ্ছে কিনা ? সেখানে জমি নেই, জল নেই, কোন চাকরী নেই। আমার কাছে বহু list আছে, যা থেকে দেখানো যায় যে চাকরী দেব বলে নিয়ে গিয়ে চাকরী দেওয়া হয়নি। Malaria দমনের জন্য সেখানে resugee পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাদের নিয়োগ করা হয়নি। প্রত্যেক appointment যা দেওয়া হয়েছে তা non-Bengaliকে দেওয়া হয়েছে। তারপর সেখানে transport নিয়ে যে Society করলেন, সেইসব transport এর জন্য বহু driver চাই, cleaner চাই, এবং নানারকম

কাজের জন্য লোক চাই, কিন্তু সেখানেও দেখা গেল majority Punjabee। আমাদের এখান থেকে যারা গিয়েছে তারা বসে আছে, চাকরী পায়নি। যে refugeeদের সেখানে পাঠাচ্ছেন তাদের যদি প্রতিদিন সেখানে এইভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয় তাহলে আরো এত গাদায় গাদায় refugee পাঠিয়ে লাভ কি। তারপর এখানে conducted tourএর কথা হচ্ছে, কিন্তু তারা গিয়ে কি প্রত্যেকটা কলোনী দেখতে পারবেন, প্রত্যেকটা বাসস্থলে দেখতে পারবেন, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন? এই তিনদিন সরকারের খরচে বেড়িয়ে এসে তাদের সম্বন্ধে আপনারা এখানে কি বক্তব্য পেশ করতে পারবেন তা আমি বুঝতে পারি না। আজকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই সরকারের সঙ্গে খান্না সাহেবের একটা ঝগড়া বেধে গিয়েছে।

[5-55—6-5 p.m.]

কিন্তু যে সমস্ত কাগজপত্র আমাদের দেখালেন বা পড়লেন সিদ্ধার্থশংকর রায় মহাশয় যেগুলিতে আমাদের প্রফুল্ল সেনের লেখা রয়েছে, সই আছে, আমি বিশ্বাস করি খুব বিশ্বস্তসূত্রে এগুলি না গেলে তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না। আমি বলব, তিনি যদি লিখে থাকেন, খুব বোকার মত কাজ করেছেন, বোকার মত সই দিয়েছেন, কারণ, movementএর ব্যাপারে তার কোন ক্ষমতা নাই। দণ্ডকারণ্য Development authority রয়েছে, পর পর ৩টি committee রয়েছে, সমস্ত খবর উপর থেকে এসেছে, হুকুম উপর থেকে এসেছে, এতে প্রফুল্ল সেন মহাশয় গিয়ে কেন যোগ দিলেন তিনি আমাদের পরিষ্কারভাবে বলেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি এই কমিটির মধ্যে নাই, ওখানে তাঁর কোন ক্ষমতা নাই, Development authority বা officerদের মধ্যেও যে তাঁর কোন ক্ষমতা আছে কোথাও তো দেখতে পাচ্ছিনা—তবে তিনি যান কেন? সই করেন কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি এরজন্য একমাত্র দায়ী খান্নাসাহেব এবং তাঁর কমিটি। আজ এখানে Fletcher সাহেবের কথা কেউ বলেননি। Fletcher সাহেব তো আজকে ডুবে গেলেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি, কাগজপত্রেও যা দেখেছি এবং বাস্তুহারা সমিতির যে সমস্ত চিঠি আমার কাছে আছে ওঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এই ভদ্রলোকের অন্ততঃ বাঙ্গালীদের প্রতি একটু দরদ ছিল। সেখানে অফিসারদের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই, একমাত্র medical officer B. Bose ছাড়া, খান্নান বলে এক ভদ্রলোক Director of Administration নাকি ছিলেন, তারপর আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গাঙ্গুলী উপাধি তাঁর—এদের সকলকেই নাকি তাড়ান হয়েছে আমার কাছে সমস্ত officerদের list আছে এই list পড়ে দেখুন, একজনও বাঙ্গালী নাই। আজ সেখানে এক Bando-Sando কারবার চলেছে বাস্তুহারাদের মধ্যে আজ এই নাম একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে এই Sando, তিনি সেখানে agriculturalএর chargeএ আছেন। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের প্রধান দাবি কি খান্নাসাহেবের অপসারণ না হলে যে কিছু হবে না, তিনিই মূলতঃ দায়ী। এখানে কেউ কেউ নীতির কথা বলেছেন, কিন্তু আসল কাজ তো লোকের দ্বারা সেই মানুষই যদি বাঙ্গালী বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন না চায় তাহলে তাঁর দিয়ে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন হবে আমি বিশ্বাস করিনা। He must be removed, Dandakaranya Development authorityএর complete reorganisation আমরা চাই বাঙ্গালী উদ্বাস্তু সেখানে যাবে, সুতরাং সেই organisationএ বাঙ্গালী থাকবে না তা হতে পারে না। তারপর, Dandakaranya Development authority it must be autonomous তাহলেই আপনারা যে কাজ শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মায়া দেবীর ক্ষমতা প্রশংসনীয়, কিন্তু বাস্তুহারাদের প্রতি তাঁর দরদ হঠাৎ উথলে উঠল কেন? বরাবরই যখন বুঝছিলেন খান্নাসাহেব কাজ করছেন না, তখনতো তাঁর এই দরদী চেহারাটা দেখা যায়নি!

Shri Narendra Nath Sen: মাঃ স্পীকার মহাশয়, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে আজকে অনেকের মনে একটা বিরাট সন্দেহ এবং আশংকা দেখা দিয়েছে। গত ৯ই মার্চ তারিখে বাস্তুহারা পুনর্বাসন খাতে ব্যয় বরাদ্দ আলোচনা প্রসঙ্গে এটা

পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল এবং তার সঙ্গেই সেদিন এটাও দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীখান্নার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রীর একটা মনোমালিন্য ঘটেছে। সেটা কেন হয়েছে, কি নিয়ে হয়েছে, তার কারণ কিন্তু সব আমাদের জানা প্রয়োজন, কেননা, আমরা দেখছি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যখন আসে তখন কিভাবে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে তার কার্য্যাবলী কি হবে, সেটা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগে পরামর্শ করেই হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা এই যে বিরোধের পরিচয় পেলাম দুই মন্ত্রীর মধ্যে, এই বিরোধ যদি চলে তা'হলে দুর্ভাগা বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই, আমার মনে হয়, আজকে যার বিরুদ্ধে এত তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সেই খান্নাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজন কেননা We should not condemn a person unheard. কাজেই তাঁরা আমাদের সামনে উপস্থিত করে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে কি বলবার আছে, সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি বলতে পারেন আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দায়ী নই, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী, কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিধানসভারও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই তাঁর কাছ থেকে শুনচে তেই আমরা, তারা কি করেছেন এই বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে। আমাদের constitution-এ বিধান আছে, তাঁকে আমরা এখানে উপস্থিত করতে পারি। স্যার, দেখা গিয়েছে যে, খুব অল্প সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে তারা দণ্ডকারণ্যে নিয়ে সামর্থ্য দেখিয়েছেন। ক্যাম্পের অধিবাসীরা তো যেতেই চায় না।

[6-5—6-15 p.m.]

ক্যাম্পের অধিবাসীদের না যাওয়ার কারণ নিয়ে আমরা তাদের ভেতর যাবার জন্য অল্প প্রেরণা সঞ্চার করতে পারিনি। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যখন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন আমাদের ধারণা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের জন্য যে সব রিফুজি আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চয় তাদের একটা পুনর্বাসন হবে এবং সেই কারণেই আমরা সেই পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলাম কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে না তা সম্ভব হয়নি। সেখানে যাবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়—সেটা আমাদের। কিন্তু আমরা কেন সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি সেটা আজ আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল এর আগে আন্দামানে উদ্বাস্তু প্রেরণের একটা পরিকল্পনা হয়েছিল ওরা তখন অনেক আশা নিয়ে অনেকে আন্দামানে গিয়েছিল। প্রথম যে দল আন্দামানে যায়—আমার মনে আছে তাদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য হাওড়ায় এক কলোনীতে যে সভা হয়েছিল সেই সভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম এবং তাদের মধ্যে জিনিষপত্র বর্ণনা করেছিলাম। সেই বাস্তুহারারা অনেক আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিলেন আমরা যদি ওখানে থাকবার সুযোগ পাই তাহলে পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে তাদেরও আমরা ওখানে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু আজ আর তাদের কথা শুনতে পাইনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, যদি আমরা আন্দামান পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে পারতাম তাহলে নিশ্চয় আমাদের এইভাবে বিব্রত হতে হোত না এবং বহু বাস্তুহারা পরিবার আন্দামানে গিয়ে বসবাস করতে আগ্রহশীল হোত। স্যার, বাস্তুহারাদের মধ্যে একটা প্রবল ফ্রাস্ট্রেশান দেখা দিয়েছে যার জন্য তারা সেখানে যেতে আজ দ্বিধাগ্রস্ত। শ্রী পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন আমি তখন তাঁকে নিয়ে গয়েশপুর কলোনীতে গিয়েছিলাম এবং বাস্তুহারারা যেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন কুপার্স ক্যাম্পে গিয়েছিলেন আমিও তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেই কুপার্স ক্যাম্পের অবস্থা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সেখানে বিরাট এক গুদাম ঘরে ৩৫ হাজার পরিবার আছে এবং তাদের মধ্যে কোন প্রাইভেসি নেই। অর্থাৎ সেখানে এক পরিবারের যুবতীর পাশেই অন্য এক পরিবারের যুবক শুয়ে আছে—মধ্যে সে রকম কোন একটা পার্টিশান নেই। ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য জিনিষ দুই

পরিবারের মধ্যে পার্টিশানের কাজ করে। এই ভাবেই তাদের জীবন চলছে। এই পরিবেশের ভেতরে বাস করলে সেখানে নৈতিক অবনতি হবেই। কাজেই কুপার্স ক্যাম্প এবং পল্লীশ্রী ক্যাম্পের অধিবাসীদের ভেতরে যে নৈতিক হীনতার সম্ভাবনা রয়েছে তার ফলে সেখানে প্রায়ই ভ্রূণহত্যা দেখা যায়। কাজেই দণ্ডকারণ্যে বাঙালী উদ্বাস্তু পাঠাবার যে পরিকল্পনা রয়েছে তাহা স্বার্থক করে তুলতে হলে সেই রকম পরিবেশ আগে সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া বাঙালীদের বিভিন্ন দেশে না পাঠিয়ে যাতে এক জায়গায় আমরা তাদের সীমাবদ্ধ করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের আগে করা হোক তাহলেই এই পরিকল্পনা স্বার্থক হবে। এ সম্বন্ধে আমার একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত দণ্ডকারণ্যে সমস্ত ক্যাম্প রিফুজিদের নেওয়া সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্যাম্পগুলি রাখা হোক। আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে—"Standing Committee composed of seven or more members of this Assembly should be set up with a view to periodically examine the condition of the East Bengal refugees settled outside this State including Dandakaranya and submit recommendations to the proper authorities for their proper rehabilitation and betterment of living conditions. (2) Examine the present condition of rehabilitation of both camp and non-camp refugees and submit its report to this Assembly with recommendations for speedy implementation of the plan and programme of their rehabilitation and early fulfilment of the Dandakaranya scheme ; and (3) enquire into the causes of failure of effective and satisfactory solution of this programme and suggest remedies." এগুলি যদি করা যায় তাহলে তাদের উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : মাননীয় স্পীকার স্যার, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা উভয় সরকারই যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ একটি প্রস্তাবের আলোচনা এখানে করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই এবং তার প্রথমটি হোল যে পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব মোটামুটি ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নিলেও পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীর হিসেবে এ বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব কতখানি এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা থাকে সেই সমস্ত ক্যাম্পে তিনি নিজে কখনও গিয়েছেন কিনা এবং গেলে কোন জায়গায় কতবার গিয়েছেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল যে এই উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে কর্তৃপক্ষ সবসময় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন তাতে রাইটার্স বিল্ডিংস্ ছাড়া তাদের কিভাবে বিবেচনা করা হবে সে সম্পর্কে তিনি নিজে কোন উপদেশ দিয়ে থাকেন কিনা? আমি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্যাম্পে যে অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তুদের কাটাতে দেখেছি তাতে মনে হয় মোটা মোটা মাইনে দিয়ে রাখা এই ডিরেক্টর, কণ্ট্রোলার, কমিশনারদের এবং তাঁদের অধস্তন কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর না করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর নিজের এই সমস্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে এ অবস্থা লক্ষ্য করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা যে অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তা' কল্পনাও করা যায়না। তারপর কথা হচ্ছে যে দণ্ডকারণ্য, উড়িষ্যা, ইউ. পি., নৈনিতাল এবং আন্দামান প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পাঠান হয়েছে তাদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দায়িত্ব না থাকলেও ভারত সরকারের কাছ থেকে এঁদের সম্পর্কে কোনরকম সংবাদ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আছে কিনা। তবে যদি এই সরকার এ ব্যাপারে এখনও সচেতন না হয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের আমি অবিলম্বে সচেতন করে দিতে চাই কারণ আমি উড়িষ্যা, বেতিয়া এবং বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে যে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি তাতে দেখছি যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাদের পাঠান হয়েছে তাদের সম্পর্কে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা, স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং তাঁদের সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীরা এই সকলে মিলিত হয়ে একটা প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে যে রিফিউজিদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে যখন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তখন এই উদ্বাস্তুরা আমাদের দেশের পক্ষে একটা ভার স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এবং যার ফলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয়

টবে। কাজেই তাঁরা বলছেন যে এই উদ্বাস্তুরা এখন পশ্চিমবাংলায় ফিরে যাক। এ সম্পর্কে ব বেশী দিনের কথা নয় অর্থাৎ এই ১ মাসের মধ্যে উড়িষ্যা থেকে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া য়েছে যে এঁদের সম্পর্কে আমাদের কিছু করণীয় নেই সুতরাং তাঁরা পশ্চিমবাংলায় ফিরে যেতে ারে। কাজেই এমতাবস্থায় এই সরকার কিছু ভেবেছেন কিনা সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রী এবং পুনর্বাসন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তারপর নৈনিতাল থেকে সেখানকার বিধান সভার একজন বিশিষ্ট সদস্যের চিঠিতে জানতে পারলাম যে সেখানকার উদ্বাস্তুরা একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁরা এখন পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসছে।

[6-15—6-25 p. m.]

একে আমাদের দেশে এইরকম দুরবস্থা—দেশের মধ্যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এইরকম একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারপর হাজার হাজার উদ্বাস্তু যাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠান হয়েছে, তারা যদি সেখান থেকে ফিরে আসে তাহলে কি নিদারুণ অবস্থা হবে সেকথা তাঁরা কল্পনা করেছেন কিনা। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কথা বলব যে যেভাবে আপনারা দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার চেষ্টা করেছেন সেইভাবে চেষ্টা করে দণ্ডকারণ্যে পাঠান যাবেনা। আপনারা উদ্বাস্তুদের উপর যতদূর অমানুষিক ব্যবহার করেছেন সেকথা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গত ১৯৫৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে সত্যাগ্রহী হিসাবে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু বলেছিলেন যে দণ্ডকারণ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করে কোন উদ্বাস্তুকে সেখানে পাঠান চলবেনা। আপনারা তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন? তাদের ডোল কেটে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা কেস করে তাদের জীবনকে আপনারা দুর্বিসহ করে তুলেছেন। তাদের সম্পর্কে কে দায়ী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকার, এ সম্পর্কে আপনারা পরিষ্কার করে বলুন। ডোল সম্পর্কে আপনারা ১৫ই জুলাই অবধি ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি আপনারা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সমস্ত উদ্বাস্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে সমাজ বিরোধীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এবং তার ঢেউয়ে পশ্চিমবংগের সমস্ত কিছু ধ্বসে যাবে। একথা আমি পশ্চিমবংগ সরকারকে এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বলছি যে তাঁরা প্রচার করেও কোন কিছু করতে পারবেন না। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পির্যয় এমন ভাবে আসবে সেটা আমরা কল্পনা করতে পারছিনা।

Shri Niranjan Sengupta : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে অনেকক্ষণ ধরে বহু বিষয়ে পুনর্বাসন নীতি নিয়ে আলোচনা হল। আমার সময় কম বলে আমি দু'একটা কথা আপনার মাধ্যমে এখানে রাখছি। প্রথমে একটা কথা বলব যে এই হাউসে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এবং প্রফুল্লবাবু একথা বলেছিলেন যে দণ্ডকারণ্যে আমরা তাদের পাঠাবনা যাদের যাওয়ার ইচ্ছা নাই অর্থাৎ স্বেচ্ছায় যারা যাবেন তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে এমন লোককে পাঠান হয়েছে কিংবা যারা যেতে চায়নি তাদের কিরকম শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার একটা তথ্য আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। বাগজোলায় ১০।১১টি ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পের অনেক লোক দণ্ডকারণ্যে চলে গেছে কিন্তু ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর, এবং বিভিন্ন ক্যাম্পের ২৩, ১৯, ১২, ৮৫, বহু পরিবার যাননি। এদের ক্যাস ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হলাম যে এই পরিবারগুলিকে একবারও জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে তারা দণ্ডকারণ্যে যাবে কি যাবেনা। কেন এইরকম প্রতিহিংসা মূলক শাস্তি তাদের উপর দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। বান্টিয়া ক্যাম্পে এইরকম হয়েছে—বহু পরিবারের ক্যাস ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে তারা দণ্ডকারণ্যে যাবে কি যাবেনা। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই এটা সত্য কি সত্য নয়। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখানে আমরা পুনর্বাসন মন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশান করা হয়েছে এবং যার নায়ক হচ্ছেন বিড়লা সাহেব। যেসব অঞ্চলে বাস্তুহারারা বসতি পেয়েছে কিন্তু চাকরি পায়নি সেইসব

অঞ্চলে তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য ছোট, মাঝারি এবং বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই কর্পোরেশানের মারফৎ।

গতকাল মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী একটা জবাবে বলেছেন। প্রায় ৬০টা প্রতিষ্ঠান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন কেউ হয়ত ১ কোটী টাকা চেয়েছেন, কেউ ১০ লক্ষ, কেউ ১৫ লক্ষ টাকা এরকম করে টাকা চেয়েছেন এবং তাতে সংখ্যা দিয়েছেন হয় সেই স্কীমগুলিতে প্রায় ২৭ হাজার উদ্বাস্তু হয়ত অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পেতে পারতেন কিন্তু সেটা বলেই তিনি ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। ওর কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই জানিনা। আমরা বার বার একথা জিজ্ঞাসা করেছি যে আজকে সরকারের পুনর্বাসন নীতির ভেতর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা আছে কিনা। আমরা একথা এই হাউসে বার বার বলেছি যে বহু গভর্ণমেণ্ট কলোনী আছে সেখান থেকে একখণ্ড জমি দিয়ে লোককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ তারা কালকে কি খাবে তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সবদিক দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই এই সমস্ত স্কীমে যে এত কোটী টাকা ব্যয় করা হবে বলা হয়েছিল তার কি হল, সেটা আমাদের এই হাউসের সামনে রাখছেন না কেন? আমরা একথা জানিয়েছি যে এটা সেই আট নমাস হতে এদের কাছে থেকে কিছু পাওয়া যায় না কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কীমে কি কি করা হয়েছে এবং কতদূর করা হয়েছে এবং করা না হলে তার কারণ কি? আমি ২।১টা ঘটনার কথা বলবো গোকুলপুর কলোনী চাঁদমারীর কাছে সেখানে একটা সুতাকল বসাবার কথাছিল, বিনিময়ে অনেক টাকা নিয়েছেন এবং একথা ডাঃ ব্যানার্জী এই হাউসে বহুবার বলেছেন যে একটা সুতাকল বসাবার জন্য সেখানে একটা ষ্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবছরে সেখানে কিছুই করা হয়নি এইতো অবস্থা [redacted] রাং একথা আজকে বুঝতে হবে যে এই মন্ত্রীসভা এবং ইউনিয়ন মন্ত্রীকেও আমি এর ভেতর ইনভলভ করবো তারা উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, খেলছেন এবং খেলবেন। সুতরাং আজকে একথা বলা দরকার যে একটা সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি সবাইএর সাথে আলোচনা না করে তাঁরা নিজেরা যদি ঠিক করেন তাহলে এমনিভাবে উদ্বাস্তুদের জীবন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কাজেই আজকে আমি একথা বলবো যে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন মারফৎ কত টাকা দেয়া হয়েছে, কাকে কাকে দেয়া হয়েছে এবং তাতে কতজন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হয়েছে এটা হাউসের সামনে রাখা দরকার, নাহলে জিনিসটা ঠিক বুঝা যাবে না। এইত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কীমের কথা বল্লাম এগ্রিকালচারিষ্টদের সম্বন্ধে কি করেছেন? গয়েশপুর কলোনীতে ৫শো ফ্যামিলী আছে এবং প্রায় ১৫শো উদ্বাস্তু আছে তাদের বলা হয়েছিল ৩ একর জমি দিয়ে তাদের পুনর্বাসন দেয়া হবে কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত খবর নিয়ে জেনেছি যে অধিকাংশ পরিবারকে ২ একর কিম্বা ২ একরের কম জমি দেয়া হয়েছে। আপনারা ইণ্ডাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এগ্রিকালচারিষ্টদের পুনর্বাসন নীতির ব্যাপারে এমনিভাবে ভুল করেছেন এতে হবে কি? তারাতো রাস্তায় ছন্নছড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[6-25—6-35 p.m.]

এদের হবে কি! এ জিনিষ বলেদিন। আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছি তাতে অনেকগুলি Govt. colony আছে। মল্লিকবাগ খানবাটিতে আপনি গেলে দেখবেন মানুষ কি দুর্দ্দশার মত বসে আছে। অথচ মন্ত্রীর দল নিশ্চিন্ত বসে আছেন আর এখানে ফিরিস্তির পর ফিরিস্তি দিচ্ছেন; আর কেউ কেউ বলছেন খাম্নার দোষ, আমি বলি এই সমস্ত কংগ্রেসী সরকার, বাংলাদেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই সরকারই জনসাধারণের কাছে দায়ী হবে এটাই আজকে ঘোষণা করতে চাই।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Squatters Colony সম্বন্ধে বহু আলোচনা এখানে হয়েছে। এই সরকার এখানে বলেছিলেন যে Squatters Colony regularise করা ত্বরান্বিত করবেন,

Budget discussion এও একথা বলেছিলেন, Squatters Colonyর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এদের উপর যেন একটা Revengeful attitude রয়েছে, তারা যেহেতু জমি দখল করেছে, তাদের পুনর্বাসন বন্ধ করে দিয়ে কোন কিছুই দেবনা এই হচ্ছে সরকারের নীতি। অথচ তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনে দিনে সেখানে বসতি গড়ে তুলেছে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা অন্যায়, আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি।

আর একটা কথা হচ্ছে যে Squatters Colony সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আমি বলতে চাই আমার বন্ধু ডাঃ রনেন সেনের কাছে শুনেছি মানিকতলা মুরারিপুকুর গভর্ণমেণ্ট কলোনী যেটা আছে, সেখানে ঘরগুলো কিভাবে ধ্বসে পড়েছে। সাধারণ মানুষ এই উদ্বাস্তুরা কি দারুণ অবস্থায় সেখানে দিন যাপন করছে। এটা খোঁজ নেওয়া দরকার। Muslim refugee houses যেগুলিতে উদ্বাস্তুরা থাকে, সেখানে কি অবস্থা, সেকথা সকলে জানেন। অথচ আজিকার দিনে প্রত্যেক Categoryর উদ্বাস্তুরা কিভাবে জীবন যাপন করছে, তার কোন ফিরিস্তি এঁরা কোনদিন আমাদের দেন নাই। আজকে একথা বলার সুযোগ হয়েছে, সময় হয়েছে এবং আমরা যারা বিরোধী পক্ষ থেকে আবেদন নিবেদন করেছি, যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছি, তা তাঁরা রাখেন নাই। তাঁরা নিজেদের খেয়াল খুসীমত উদ্বাস্তুদের সর্বনাশ করেছেন, তাদের জীবনকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছেন। শুধু বাস্তুহারাদের কাছে নয়, জনমতের কাছেও তাঁরা একদিন দায়ী হবে এবং তাঁরা ধ্বসে পড়বে।

Shri Bijoy Singh Nahar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাই আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে। তিনি এই সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন যে কংগ্রেস ফেল্ করেছে, কমুনিষ্ট পার্টিও এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ফেল্ হয়ে গেছে, P.S.P.ও ফেল্ হয়েছে। উড়িষ্যায় ফেল্ হয়েছে। ডাঃ ঘোষ non-party হিসাবে তিনি কোন party politics না এনে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবার জন্য যে কথা বলেছেন, সেজন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি সেই সঙ্গে একটা পরিকল্পনার কথা—একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন যে যদি দরকার হয় তাহলে Canada তিনি নিয়ে যাবেন। আমি ভেবেছিলাম—ওঁর এই চিন্তার পূর্বে আমাদের এখানে ভারতবর্ষে Canada Dam তৈরী হয়েছিল। তাঁর এই চিন্তাধারায় এই Canada Dam রাখা হয়েছে, তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন, তাহলে অনেকে যেতে চাইবেন। এই হাউসেরও কয়েকজন সদস্য যেতে রাজী হতে পারেন। যখন আমরা আলোচনা শুনছিলাম কিছুদিন পূর্বে refugee সম্বন্ধে আলোচনায় কমুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে তাঁরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, খান্নাসাহেবকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বড় বড় কথা এই হাউসে বলেছিলেন। বাইরেও সভাসমিতি করে মাননীয় যতীন চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁরা খান্নাসাহেবের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছেন, তাঁকে চরম অপমান করবার জন্য বারে বারে নানা কথা বলে এসেছেন। আর আজ সমর মুখার্জীর বক্তৃতা শুনলাম—খান্নাসাহেব খুব ভাল লোক ; আর যত দোষ সব প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের।

[A voice : কেউ বলেন নাই।]

পরিষ্কার ভাষায় সমর মুখার্জী বলেছেন। কি করে হলো ব্যর্থ, কেন হলো ব্যর্থ? অন্তরালে হ'ল কি? আমি জানি না। আমি শুনে অবাক হচ্ছিলাম কি করে তিনি ও তাঁর দলীয় সদস্যরা হঠাৎ খান্নাসাহেবের উপর প্রীত হয়ে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের উপর সমস্ত দোষ চাপাতে চাইলেন? আমি সেইজন্য দেখছি যে যখন পূর্বেও এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার নিয়ে খান্নাসাহেব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা না করে বহুরকম ব্যবস্থা করছেন—যেটা এখানের মন্ত্রীমণ্ডলী এবং বাংলাদেশের লোকেরা মনে করে দণ্ডকারণ্যে যে সব উদ্বাস্তু পাঠান হচ্ছে, তা মঙ্গলের জিনিস হবে না, একথা স্পষ্ট ভাষায় ডাঃ রায় জানিয়েছেন ; পি, সি, সেনও জানিয়েছেন। এই আলাপ-আলোচনা না করার ফলে এই অসুবিধা ঘটেছে। একথা

স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে ডোল বন্ধ করবার নোটীশ দেওয়া হয়েছিল ;—তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে ছিল না, এঁরা কিছু জানতেন না। Central Govt.এর তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। তার দরুন আমাদের উপমন্ত্রী মায়া ব্যানার্জী যে চিঠি পড়েছিলেন, তাতে এই আপত্তি ও প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা—এই প্রতিবাদ জানানোর দরুন কেন্দ্রীয় সরকার ও খান্নাসাহেবকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে—তাঁরা যে ডোল বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা আবার তাদের বন্ধের দিন থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে—আপনাদের তরফ থেকে ঐ কুশপুত্তলিকা পোড়াবার জন্য নয়।

তারপর আমরা শুনলাম—গরম গরম ভাষায় মাননীয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয় অনেক কথা বলেছেন। আমি জানিনা ঐ কাগজখানা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন! Smuggle করে পেয়েছেন, না, তাঁর যা অভ্যাস, সেইভাবে পেয়েছেন—জানি না। সেই কাগজ সম্বন্ধে তিনি চতুর ব্যারিষ্টার হিসেবে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। সমস্ত কথা না বলে তিনি মাঝে মাঝে কয়েকটী কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন। জানিনা তার মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা অসত্য আছে। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারে বারে প্রচেষ্টা করছেন—যাতে উদ্বাস্তু সমস্যা গোলমেলে অবস্থায় থাকে এবং সমস্ত অব্যবস্থার জন্য খান্নাসাহেবকে দাযী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরে পড়তে চান—যাতে করে বাংলা সরকারকে কেউ দোষী সাব্যস্ত না করে। যে কথা তিনি বললেন—এটা অত্যন্ত গোলমেলে কথা। সমস্ত জিনিসটা পড়ে যদি তিনি বলতেন, তাহলে বুঝতে পারতাম যে Central Ministryর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোলমাল বেধেছে। এটা স্পষ্ট কথা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানতে চান যে ব্যবস্থা দণ্ডকারণ্যে চলছে—, তা যে অব্যবস্থা চলছে—, তার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানতে চান—এবং সেই অব্যবস্থার মধ্যে হাত দিয়ে সুব্যবস্থা করতে চান! আমি খবর পেয়েছি—আমার পরিচিত বন্ধু সেখানে উদ্বাস্তু হিসেবে গিয়েছেন, তার চিঠি পেয়েছি। তিনি বলেছেন সেখানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে গিয়ে বিশেষ কোন ভাল ব্যবস্থা না করে সেই ক্যাম্পের ভেতর রেখেছেন। তার ফলে উদ্বাস্তুদের এখান থেকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারছেন না, যাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছেন, এক বছরের মধ্যেও তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। অবশ্য তার নানা কারণ থাকতে পারে। আমরা বারে বারে বলেছিলাম দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা একটা ভাল পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা যদি সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। এখনো বলি সেই ব্যবস্থার পেছনে প্রাণের ছোঁয়াচ থাকা উচিত। সেই পরিকল্পনার পেছনে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে বাংলাদেশের যেসব উদ্বাস্তু ছেলেমেয়ে সেখানে যাবে—তারা যাতে সুস্থ পরিবেশে থাকতে পারে, তাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি—যে সব আছে, তা তারা বজায় রাখতে পারবে। তাঁরা জানেন আজ অনেক কিছু তার উল্টো ব্যবস্থা হয়েছে। যারা সেখানে গিয়েছে, তাদের জন্যও কোন ব্যবস্থা সেখানে হয় নাই।

[6-35—6-45 p.m.]

তাদের জন্য এখানে থাকবার পুরো ব্যবস্থা হয়নি। এখানেও তারা campএ আছে সেখানেও তারা campএ আছে। সেখানে অবশ্য তাদের কিছু কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে, তারা কিছু কিছু রোজগার করছে, ৮০, ১৲, ১।০ মত। শিক্ষা ব্যাপারেও ছেলে মেয়েদের উচিতমত শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়নি। যেসব বিদ্যালয় করা হয়েছে তাতে বড় ছেলে মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা হয়নি, সেখানে class IV, V, পর্য্যন্ত হয়েছে। এবং তাও আবার সেখানে ঠিকমত বই পাওয়া যায় না, খাতা পেন্সিল পাওয়া যায় না। তারপর আমরা জানতে পেরেছি যে, সেখানে জিনিষপত্রের খুব অভাব। সেখানে যদিও সরকার থেকে consumers' shop করা হয়েছে কিন্তু সেইসব দোকানে জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত বেশী, দৈনন্দিন যেসব জিনিষের দরকার

তার ভয়ানক দাম। বাস চলাচলের জন্য যাতে সুবিধা হয় সেই রকম কোন রাস্তা হয়নি, বর্ষাকালে, বারমাস যাতে বাস চলাচল করা সম্ভব হয়, সেই রকম কোন রাস্তা তৈরী হয়নি। এবং এইসব পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী রূপ দেওয়া হয়নি এর একমাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে যেসব officer নিয়োগ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। আর এখানে ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে তাঁদের নিয়ে যাবার কথা অনেকদিন আগে তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালোরে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেই সময় আমরা খান্নাসাহেবকে বলেছিলাম যে আমাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুণ। তিনি তখন আমাদের বলেছিলেন ফ্লেচার সাহেবের সঙ্গে গোলমাল চলছে এখন যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা জানি তাদের নিজেদের অব্যবস্থার জন্য, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঝগড়া ও দলাদলির জন্য সেখানে কাজ হচ্ছে না। এবং এই উদ্বাস্তুদের ধ্বংস মিশে যাতে তাদের সম্পূর্ণ খোঁজ খবর নিতে পারে সেইজন্যই আমরা এই প্রস্তাবে দাবী জানিয়েছি যে সেখানে সেই ব্যবস্থার মধ্যে বাঙ্গালী থাকা দরকার। এই যে বিরাট পরিকল্পনা হচ্ছে, এই পরিকল্পনার দ্বারা সেই অঞ্চলের উন্নতি হবে এটা ঠিক কথা। এবং সেখানে যে development হবে, উদ্বাস্তুদের, জমি, বাড়ী দেওয়া হবে সেখানে বাঙ্গালী কর্মচারী থাকা দরকার। এই ব্যবস্থা না করলে এই পরিকল্পনা কিছুতেই কার্য্যকরী হবেনা। আজকে এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে দণ্ডকারণ্যে পাঠান দরকার নেই। কিন্তু তারা এবিষয় পূর্ব্বেও আপত্তি করেছিলেন, এখনও আপত্তি করছেন। এবং তাদের আপত্তি করা সত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি, কংগ্রেস চেষ্টা করেছে, কংগ্রেস প্রচার করেছে, সরকারী প্রচারের দ্বারাও বহু পরিবার সেখানে গিয়েছে এবং বহু পরিবার আজকে যাবার জন্য প্রস্তুত আছে। সেখানে যে বিরাট ভবিষ্যত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকে কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে সেই গোলমাল বন্ধ না করলে কোন মঙ্গল হবেনা। আর একটা কথা বলবো, এটা জোর করে বলতে চাই, যে campগুলি আছে তা যত তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়া যায় ততই তাদের মঙ্গল হবে। আজকে আমরা দেখছি যে দিনের পর দিন এইসব campএর ছোট ছোট ছেলেরা ভিখারীর জাতে পরিণত হচ্ছে। এই অবস্থা যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যায়, ততই তাদের মঙ্গল হবে এবং বাংলাদেশেও মঙ্গল হবে। তারপর আর একটা কথা, এই উদ্বাস্তু বা refugee শব্দটা তুলে দেওয়া উচিত। আমরা সকলেই ভারতবর্ষের লোক বাংলাদেশের লোক, কে refugee কে non refugee, কে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এসেছে, কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে! এই ব্যবধান থাকা উচিত নয়। আমাদের সকলের সমান সুযোগ থাকবে এবং আমরা সকলে সকলের সঙ্গে মিশে নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারবো। এইজন্য সকলের সমবেত শক্তি দিয়ে, এবং রাজনৈতিক যেসব দল আছে, তারা তাদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক খেলা না খেলে যাতে তাদের পূর্ণ সমর্থন দিতে পারেন, আসুন সকলে মিলে আমরা তার চেষ্টা করি। রাজনীতি করবার জন্য আমাদের অনেক জায়গা আছে, তাদের নিয়ে যেন আমরা রাজনীতি না করি।

6-45—6-55 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen : মাঃ ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, যখন শ্রীতারাপদ চৌধুরী মহাশয় আনীত প্রস্তাবটা দেখলাম তখন ভাবলাম এবার কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কৌদল কি রকম হয়ে আমরা শুনতে পাব, কিন্তু আনন্দবাবুর সংশোধনী দেখে মনে হল, এযে দুধে আঁটিতে কি হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম উপরতলায় যেন কি হয়েছে, এবং আনন্দবাবু এক নিরপরাধ কি প্রস্তাব নিয়ে এলেন হঠাৎ। যাই হোক, সমগ্রভাবে আমাদের বক্তব্য হল, পুনর্বাসন নীতির ব্যর্থতা যদি এঁরা আজকে স্বীকার করে থাকেন তাহলে যদি কাউকে এজন্য দোষী করতে হয় তাহলে দুই মন্ত্রী, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এবং খান্না এবং দুইটি গভর্ণমেণ্ট, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবংগ সরকার সমান দায়ী ও অপরাধী। গত ১২ বৎসর ধরে তাঁরা সময়

পেয়েছেন, তাঁদের অর্থ ছিল, তাঁদের সুযোগ ছিল, কিন্তু তাঁরা partitionএর আগে এবং পরে সমগ্র জাতির কাছে প্রদত্ত সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। যদি এই ব্যাপারে দেশের লোকের কাছে কেউ অপরাধী হয়ে থাকেন তাহলে—জৈন সাহেবের আমল থেকে রেণুকা রায় থেকে আরম্ভ করে তাঁরা কেউ দেখতে পারবেন না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যাপারে তারা কেউ কিছু কাজ করতে পারছেন। সুতরাং আপনারা কাজের ফিরিস্তি দেখাবেন না, আমরা পশ্চিমবংগে এই কাজ করেছি। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীই হোক বা বাস্তুহারাই হোক, কেউ একথায় ভুলতে রাজী নয়। এই যে কলঙ্ক ইতিহাস পশ্চিমবংগ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তার ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। আজকে এদের ঝগড়ার কথা শুনছি, আজকে আনন্দবাবু বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন মনোভাবের কথা। কিন্তু ১৯৫৬ সালে এই আনন্দবাবু বলেছিলেন, আমাদের জাতীয় সরকার সব শক্তি নিয়োগ করে এর পিছনে দাঁড়িয়েছেন, সুতরাং মাভৈঃ। আজ এসব কথা ভুলে যান কেন? এই Assemblyতে দাঁড়িয়ে বলেছেন—তখন যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কথা বলতাম তখন ওঁরা সব হাঁ হাঁ করে উঠতেন। এই শ্রীমতি রেণুকারায় Assemblyতে দাঁড়িয়ে কি বলেছেন খান্না সম্পর্কে আমি একটা একটা করে বলে দিচ্ছি—দুইবার প্রশস্তি করেছেন—১৯৬১ সালে এই houseএ বলেছেন, I must acknowledge that the Government of India are making valiant attempts to find planned rehabilitation for largest numbers of people. আবার বলেছেন এই খান্না সম্বন্ধে বলেছেন—As I mentioned in my opening remarks—I was grateful to the Union Minister and it was due to his stay in the city and in the Eastern Region for a long period, to his going round to appraise himself with the facts that had lead to better appreciation on the part of the Central Government of the problem of rehabilitation as it faced this province of ours.

এখানে শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় যা পড়লেন সেই দলিলে দেখা যাচ্ছে সব ব্যাপারেই একমত ছিলেন। আজ যখন নৌকা ডুবছে, আজ যখন দেশের লোকের কাছে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবংগ সরকার অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন, এবং সকলেই আজকে যখন ধিককার দিচ্ছে, তখন এক অপরকে কাঁদা ছুঁড়ে ফুটো নৌকা থেকে পার পাবার চেষ্টা করছেন এঁরা। কলঙ্ক কথা। যদি এঁদের সাহস থাকতো, খান্না ও প্রফুল্ল সেনের যদি সাহস থাকতো তাঁরা বলবেন, আমরা ভুল করেছিলাম। অত্যন্ত লজ্জার কথা, দুঃখের কথা—সমস্ত কংগ্রেস সদস্য না হলেও, কোন কোন কংগ্রেস সদস্য এই আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব যা তখন পশ্চিমবংগ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তাতে সায় দিয়েছেন এই Assemblyতে। আমাদের চারণ কবি বিজয়বাবু এখানে বলেছিলেন, যে কংগ্রেস দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজকে তাড়াতে পেরেছে তাঁরা নিশ্চয় এই refugee সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আজকে বলছেন, ভীষণ ও প্রবল সমস্যা, খান্না এই করেছেন, প্রফুল্ল সেন এই করেছেন, কিন্তু তারা কোনদিন এসব কথা আগে ভাবেননি, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়েই চলেছেন। যখনই আমরা refugee problem এই কথা বিরোধী পক্ষ থেকে বলেছি তখনই তারা বলেছেন তোমরা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করছ, যখনই scheme implement করার কথা বলেছি, তখন যেহেতু আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সেইসব scheme তারা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজকে বলা হচ্ছে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে, তারজন্য officerরা দায়ী, খান্নাসাহেব দায়ী। এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দল থেকে কি কথা বলা হয়েছিল? প্রফুল্লবাবু কি বলেছিলেন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে? এই Assemblyতে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন 15th June—এখন migration Certificate বন্ধ হওয়ার ফলে উদ্বাস্তু আগমন অনেক কমে গিয়েছে, তারপর বলছেন আরো অনেক কথা—বিজয়বাবুর মতো। দণ্ডকারণ্য ২০ হাজার Sqr. mile, বিস্তৃত এলাকা, যদি বাঙ্গালী সেখানে যায় তবে সব লোকেরই পুনর্বাসন ব্যবস্থা হতে পারবে। তাঁরা উদ্বাস্তুদের মনে মোহ সৃষ্টি করেছেন, ধাপ্পা দিয়েছেন।

যখন আমাদের দেশের প্রত্যেকটা খবরের কাগজ বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে প্রমাণ করা চেষ্টা করেছিল যে, এই scheme সফল হতে পারে না, এই পরিকল্পনার সদস্য সম্বন্ধে যখন প্রত্যেকের মনে সন্দেহ জেগেছে, যখন খবরের কাগজের Staff reporterরা সেখান থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে—তখন এঁরা কর্ণপাত করেননি। এঁরা সেখানে না গিয়ে, সেখানকার কোন সংবাদ না জেনে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ষড়যন্ত্র করে বাঙ্গালীকে বিপর্য্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে, একথা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। এঁরা একটা saturative pt theory আবিষ্কার করেছেন, পশ্চিম বাংলায় জায়গা হবেনা পশ্চিম বাংলায় আর স্থান সংকুলান হবেনা—এখন তাঁরা সেই saturation point theory কার্য্যকরী করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ষড়যন্ত্র করে আমি এই অভিযোগ করছি। এবং শুধু তাই নয় তাঁরা বার বার বলছেন বাইরে যেতে হবে,—আজ বাইরে গেলে কেউ কোথাও স্থান দিতে চাযনা একথা জেনে শুনেও তাঁরা বার বার এই কথা বলেছেন ; আজ বাইরে গেলে কোন বাঙ্গালী ছেলে চাকরী পায় না, বাঙ্গালী বাইরে কোথাও জমি পায় না আজ এসব কথা কেনা জানে—এমন কি অনেক কংগ্রেস ভক্তও একথা লজ্জার সংগে স্বীকার করেন।

[6-55—7-5 p.m.]

উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিলেন এবং এঁদের পুলিশ ক্যাম্পের মত করে আটকে রেখেছিলেন বলেই এঁরা পালিয়ে এসেছিল। এসব ঘটনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কেননা তাদের অনেককেই আপনারা campএ স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আপনারাই তাদের উপর জোরজবরদস্তি করছেন যাতে বাঙালী রিফুউজিরা এখান থেকে চলে যায়। আমার মতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জোর করে চাপ দিয়ে সে সব কাজ করা উচিত ছিল তা' এঁরা করেনি। কিছুদিন আগে এই হাউসে বিজয়বাবু বলেছিলেন যে এটা স্যাচুরেসন পয়েণ্টে এসে গেছে। তখন আমাদের জ্যোতিবাবু তাকে তামাসা করে বলেছিলেন যে স্যাচুরেসন পয়েণ্ট কথাটার মানে বুঝেছেন কি ? এঁরা খান্নার চরিত্র ভালভাবেই জানতেন এবং এও জানতেন যে তিনি বাঙালীকে দু-চোখে দেখতে পারেননা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত জেনেশুনেও যখন তাঁরই উপর এর ভার গেল তখনই এঁদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেসব কিছু না করে তখন এঁরা শুধু খান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সুরু করলেন এবং তারপর হঠাৎ আজকে বুঝলেন যে সে খুব খারাপ লোক। আমরা জানতাম এবং এই এ্যাসেম্বলীতেও বলেছি যে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে কিছু না জেনেশুনে মন্ত্রীরা সেখানকার সম্বন্ধে নানা কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। দণ্ডকারণ্যে যখন লোক পাঠান হোল তখন প্রফুল্লবাবু ও মায়া ব্যানার্জী তাদের হাওড়া ষ্টেশনে বিদায় অভিনন্দন জানাল, তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল কিন্তু একবারও এই দায়িত্বজ্ঞান হোলনা যে সে জায়গাটা একবার গিয়ে দেখে আসি। খান্না যখন বাঙালী নয় তখন তাঁর কেন বাঙালীদের উপর দরদ থাকবে। কিন্তু এঁরা তো এই বাংলাদেশেই জন্মেছে, এঁদের কেন সেই দায়িত্ব হোলনা। মায়া ব্যানার্জী ২৪ পরগণা কংগ্রেস অফিসে "দণ্ডকারণ্য সেবা সমিতি" নামে একটা সমিতি গঠন করেছিলেন এবং ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে লোক রিক্রুট করত আর বলে বেড়াত তোমরা দণ্ডকারণ্যে যাও—সেটা খুব ভাল যায়গা এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট পয়সাও খরচ হয়েছে। এগুলো কি সত্য কথা নয় ? কাজেই আমি বলব যে এঁরা বাঙালীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র আমরা জানি এবং প্রাদেশিকতার কথা না বলেও বলা যায় যে তাঁরা বাঙালীকে দু-চোখে দেখতে পারেন না এবং এই দণ্ডকারণ্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন দিয়েই তা' প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এর আগের গভর্ণমেণ্ট অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও বাঙালীকে দেখতে পারত না। যা' হোক, খান্নাসাহেব বলেছেন যে নিউ বেঙ্গল হবে এবং যেমন আজকে আনন্দগোপালবাবু বললেন নূতন ঢাকা, নূতন বরিশাল প্রভৃতি অনেক কিছুই হবে। কিন্তু এই নূতন বাংলার কথা এ্যাসেম্বলীতে যারা যারা বলেছেন আমি তাঁদের বলব যে তাঁরা কিছু না বুঝেই বলেছেন

এবং তাদের বোঝাবারও বোধহয় কিছু দরকার হয়না। কেননা উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের কিছু কিছু অংশ নিয়ে যে জায়গাটা হোল সেটা কি একটা ষ্টেট হোল? আমরা তখনই বলেছিলাম যে ২০।৩০।৪০ হাজার স্কোয়ার মাইল দিন আর যা'ই করুন এদ্বারা নূতন বাংলা তৈরী হবেনা। কিন্তু এসব কথায় তখন কেউ কান দেননি অথচ আজকে তাঁরা বলছেন সেখানে স্কুল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি এর আগের ইতিহাস জানতেন না? কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আমরা এর আগে বলেছিলাম যে নৈনিতালে যাদের পাঠিয়েছেন ভাল কাজই করেছেন। কিন্তু এখবর রাখেন কি যে সেখানে এমন একটা স্কুল নেই যেখানে বাঙালী ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখতে পারে এবং যার ফলে আজ তাঁরা বাংলা ভাষা ভুলে যেতে বসেছে। পার্লামেণ্টের সদস্যা রেণু চক্রবর্ত্তীও এসব কথা পার্লামেণ্টে তুলেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কি সেসব কথা ভুলে গিয়েছেন যে আবার তাঁরা নূতন বাংলা, নূতন ঢাকা, নূতন বরিশাল হবে বলছেন। আমি বলব যে পশ্চিমবাংলা এবং এই ৩০ লক্ষ উদ্বাস্তুদের কথা আপনারা একটু সিনসিয়ারলি ভেবে দেখুন যে কোন পর্য্যায়ে তাদের নিয়ে গেছেন। কাজেই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আসুন আর অমুকতমুক যাই আসুন পশ্চিমবাংলার সর্বনাস যে আপনারা করেছেন তা বলতেই হবে। সুতরাং বাঙালী বলে যদি পরিচয় দিতে চান তাহলে আপনাদের বলতেই হবে যে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই সমান দায়িত্ব রয়েছে। আমরা আপনাদেরই উপর বেশী দায়িত্ব দিতে চাই কেননা আপনারাই তো গভর্ণমেণ্ট। যা' হোক্, আমরা দু-জনকেই সমান অপরাধী বলে মনে করি এবং রিঅ্যাসেসের ও সামগ্রিকভাবে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এছাড়া আজকে সমরবাবু যে কথা বলেছেন আমিও সে কথা বলব যে সমস্ত রিঅ্যাসেস করুন এবং যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি পালন করবার চেষ্টা করুন। আর তা' ছাড়া সমস্ত দলের সহযোগিতা নিয়ে পশ্চিম-বাংলার উন্নতি করে যাতে এখানেই উদ্বাস্তুদের স্থান দেওয়া যায় সে কথা চিন্তা করে সেটা ইম্প্লিমেণ্ট করার চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ দণ্ডকারণ্যকে একটা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে না রেখে তার সত্যিকারের উন্নতি করুন এবং জোরজবরদস্তি করে নয়, যে সব বাঙালীরা সেখানে স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে তাঁদের পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলব এবং যেটা অন্যান্য বন্ধুরাও বলেছেন যে সামগ্রিকভাবে রিঅ্যাসেস করার আগে খান্না এবং প্রফুল্লবাবু এই হাউসের একটা কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে কার কি বক্তব্য আছে তা' দলিলের আকারে উপস্থিত করুন এবং তাতে যে বা যারা যারা দোষী বলে মনে হবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক। আর একটা কথা বলব যে খান্না যায় যাক্ কিন্তু এই প্রফুল্লবাবুর হাত থেকে আমাদের বাংলাদেশকে রেহাই দিন। কেননা তিনি খাদ্যমন্ত্রী এবং ১৯৫৭ সালের পর থেকে রিফিউজি মন্ত্রী হয়ে আমাদের অনেক খেল দেখিয়েছেন—আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। বিধানবাবু তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন যে এরকম একজন এফিসিয়াণ্ট মন্ত্রী নাকি তিনি এই ১১ বছরে আর কখনও দেখেননি। কিন্তু আমি বলি কর্ম্মকুশল মন্ত্রীদের তো কেন্দ্রে স্থান আছে, যেমন অন্ধ্রের গোপাল রেড্ডী এবং মোরারজী দেশাইকে কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি এই কর্ম্মকুশল মন্ত্রীকেও কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ২ জনকেই এক গোকুলে বৃদ্ধি হতে দেওয়া হোক এবং যাতে আমাদের আপত্তি তো নেইই বরং আমরা চাই প্রফুল্লবাবু কেন্দ্রে স্থান দখল করে বাংলাদেশকে বাঁচতে দিন। আর তা না হলে প্রফুল্লবাবু এবং ডাঃ রায় দুজনেই কেন্দ্রে যাক্ তারপর তাঁরা একজন বেছে নিক—অর্থাৎ শালুক চিনুক গোপাল ঠাকুর। সর্বশেষ আমি বলব যে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়েই চিন্তা করুন যে তাঁদের নীতির কোথায় ভুল ছিল এবং তারপর সেটা দূর করার চেষ্টা করুন। যা' হোক, আজ আমাদের ৩ জনের নামে যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে সেটা সমর্থন করছি এবং তারাপদবাবু ও আনন্দগোপালবাবুর সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have taken a very keen interest in the Dandakaranaya Project. I do not think I am

wrong if I say that I am the only member present in the House who has actually visited Dandakaranaya. Many members were anxious to go to Dandakaranaya. I remember Mr. Jyoti Basu, Leader of the Opposition, approached me and asked me if it would be possible to take him and some members of his party to see what Dandakaranaya is like. Many members of the Congress also approached me with a similar request. Not being a person in authority I could not answer the question. Of course, so far as my visit was concerned, it was purely a voluntary visit on my part not sponsored by the Government, or else I can say Mr. Jatindra Chandra Chakravorty would not have spared me. It was a visit entirely voluntary. I bore the expenses totally and I spent eleven days visiting different parts. I came back full of hopes, because in my tour I covered more than one thousand miles I started from Raipur. I went via Bastar, Koraput to Raigarh and came back again. The total tour was more than one thousand miles. Of course, in a big country like that there are hill areas, there are plains, there are areas where you can grow wonderful rice. There are areas having forests which have been cut down and which could be reclaimed with our modern implements with the greatest of ease. I was there assured that it was a wonderful site for rehabilitating the refugees. I met many Bengali doctors in Dandakaranaya area—about forty of them. They begged of me to send Bengalis to that area so that they could be rehabilitated. The question that I asked them was—does this country suit you ? Does the climate suit you ? Do you think they will be able to live here in peace and comfort ? They assured me that if I could manage to send them down here, the unfortunate refugees—the Bengali refugees—would be very happy indeed. I came back full of hopes. To many of the honourable members of this House—members on this side and the members opposite—the Leader of the Opposition—I assured that there was a wonderful prospect and therefore, I looked forward that this set-up would send out refugees. I met Mr. Khanna and I told him that I was more than satisfied with the prospects. I wanted him to expedite matters because that was the thing which worried me most. When I was there, one thing I noticed. There was the Administrator, Mr. Fletcher who was very co-operative. He gave me all facilities, all papers and documents that I required to get a proper picture of Dandakaranaya. The other members who accompanied me were one of the Chief Engineers, a gentleman from Punjab, and a Deputy Director of Health from the Central Government who happened to be a Madrassi. There were officers but there no Bengalis at all none in the picture—and from what I could gather, it was their desire that the whole administration—the whole set up—would be made up of non-Bengalis. I came back. I discussed the matter at some length with the Chief Minister and I told him "if you want success of the scheme, you must see that Bengalis are appointed in the set up."

[7-5—7-15 p.m.]

If non-Bengalis are in the administration and they rule the roost I think there will be trouble and it will not be possible for us to understand the feelings of the Bengali refugees and rehabilitation would be a difficult matter. A similar question was raised in this very House and I definitely remember the Chief Minister also gave an assurance to answer the question put by the Opposition that he would make his best endeavour to see that Bengali officers are sent out to arrange for rehabilitation of the refugees, but unfortunately that did not prove to be correct. As far as I know there were two distinct set-ups. From 1957 the question of refugee rehabilitation in Bengal was a matter to be dealt with by the Government of West Bengal. So far as the Dandakaranya scheme was concerned, that was a matter to be dealt with by Mr. Khanna and his set up. As far as I know the West

Bengal Government could only suggest. Whether Mr. Khanna and his administration was going to accept the suggestion or not was a matter purely for him to decide ; the West Bengal Government has nothing to do with it. The money was entirely under their control ; the officers were entirely Central Government officers of Dandakaranya set-up. It is no good accusing, maligning and saying hard words either against Mr. Khanna or Shri Prafulla Sen. We must examine this problem carefully. This problem concerns Bengal and Bengalis more than any other Indians. It is our duty to see that we are relieved of the great burden, great liability which we are bearing on our shoulders for the last 12 years. I will give you some figures, Mr. Speaker, Sir, which I think wtll be a revelation to many members of this House. They have never even heard of these figures. Now, I do not believe in maligning Mr. Khanna. I know him very well. He is a very good friend of mine. All I say is this : what he did with the aid of his officers, what he did with the aid of the Administrators has proved a failure and there can be no doubt about it. I shall presently tell you what the position in Bengal is. According to certain figures which I have been able to collect I find 41 lakhs 17 thousands of Bengalis have come into Bengal from East Pakistan...

Dr. Prafulla Chandra Ghose : Including Assam ; only 32 lakhs from East Bengal.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : From West Pakistan on the other hand 47 lakhs 40 thousands of refugees entered India. The amount spent for rehabilitating people who came from Western Pakistan has been Rs. 178 crores. The amount spent for rehabilitation people who came out from East Pakistan is 144 crores of rupees. I am leaving the lakhs alone ; it is about Rs. 34 crores less. One thing which will appeal you when you come to hear about it is this : for properties left behind by people who came from Western Pakistan the Government of India has paid 100 crore 56 lakhs 64 thousands, and you will be surprised to hear that not one anna has been paid for compensating those unfortunate Bengalis who came from Eastern Pakistan and now in East Bengal—not an anna. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay. When did you know it ? Today ?)

Kindly listen. I will answer your question. The Dandakaranya scheme came into being in 1958. সুতরাং ৮ বৎসর ধরে হতে পারে না...

[noise and interruptions...]

Please do not interrupt me. I did not interrupt you when you were speaking. Have the patience to listen to me because you know practically nothing. Now, this scheme was started in 1958 and this is 1960. According to the admission made by Mr. Khanna himself Rs. 3 crores have been spent on this. This is his figure and this is a statement made by him and it appeared in the "Statesman" of yesterday. I would like to know and ask the honourable members of this House to consider how this money has been spent. I do know that large number of officers have been appointed on high salary—Rs. 2,000/- and Rs. 2500/- -some are members of the Indian Civil Service, some are members of the Indian Administrative Service, some belong to Medical Service and some to Engineering Service. Each of them has been given a car, large number of jeeps have been requisitioned. I was told by Mr. Khanna that large number of tractors would also come from the Eastern Himalayan region where reclamation had been completed and all the tractors would be available in no time. Such assurances, I may tell you, were given by Mr. Fletcher but he is also not present in the House to defend himself. Sir, I take the greatest amount of care to see that nothing

is said against persons who are not in the House to defend themselves. But, Sir, they assured me that with the help of the tractors it was the easiest thing in the world to reclaim the lands. Mr. Fletcher also told me that they would start dairy, poultry and all that. I asked him as to who would buy the goods. He said with a smile, I still remember the smile, that there is Villai which is crying for foodstuff and it will be the easiest thing in the world to market those goods. They would be sent to Villai and everything will be absorbed there. In fact he said that we would be producing much less than the requirement of Villai. Then I asked Mr Fletcher about watersupply. He told me that there was plenty of water in the wells and he took me to the back of the dak bunglow and I found that 3 or 4 feet under the well, just like in Bengal. Then he showed me the scheme the blue prints and I could understand that they meant business. Then I came away. I wish I had gone again but of course I could not venture to go again to unwelcome arms. It now seems that the scheme has been a failure but we have not prevented him from making his scheme a success.

[7-15—7-25 p.m.]

Now, I looked into the papers. It is no good entering into a debate and burdening you with figures. But here is a piece of paper—what were the promises made by Mr. Khanna—which shows the list of activities with which the D. Ps are to be associated for rehabilitation. These are—operation of trucks, distribution of consumer goods, dairy units, manufacture of bricks, manufacture of tiles, wood-working centres, reclamation of land, village construction, irrigation works, construction of project buildings, construction of roads, etc. Then he made a promise that he would have schools, masters, doctors, nurses, open health centres and so on. What has been done within the last three years—I would like the House to consider what has been done within the last three years. Mr. Khanna promised to give land and in fact he made a statement in the House that two thousand families had been taken. We find from the figures given by the State Government—well, you can say, it is different—that 1225 families have been taken. There should not be any contradictory figures—difference between the figures given by the Central Ministry and those given by the State Government—well, there should not be any controversy. If this state of rehabilitation goes on, may I ask the honourable members of the House to consider when are we going to finish our work—two and a half years have been taken for the re-settlement of only 1225 families. I think Mr. Khanna made a promise here—and he almost entered into an agreement—that he would take charge of three-fourths of the refugees and one-fourth would be the burden of the West Bengal Government. Well, you can judge for yourselves what has happened. Now, much has been said that notices were issued and so on and so forth, that unless you clear out within ninety days and so on, doles will be stopped. I have heard it too that notices were infact issued. But I will tell you a small thing which came to my notice long before it came to the notice of most of the honourable members of this House. I happened to meet somebody very important at the Centre and he said, on the 1st of May, 1959, dole is going to be stopped and refugees must find out their own ways and means. I came and told this to Dr. Roy, Chief Minister. I said, 'what is this ? Do you think that we have been able to do anything that we can afford to throw out the refugees ?' He said—'it is the most ridiculous thing I have ever heard. I cannot believe my own ears that without making other arrangements refugees can be thrown out. I certainly will never agree to that sort of thing.' Since then lot of water has flown down the river, lots of meetings have been held and so on and so forth. We know this that the first string of the Refugee Rehabilitation Department lies elsewhere, it is not with us. In many matters we are dictated.

When I say 'we', I mean the Governmcnt, I am only a humble member of the House, but in fact dictations are given and they have to be carried out. Today I am happy to inform the members of the House that although notice had been sent that doles will be stopped, that notice has been withdrawn at this moment and already messages have been sent to the different refugee colonies and camps saying that notice has been withdrawn and they will get back their doles until they are properly rehabilitated. It has been restored, notices have already been sent. As a matter of fact, I know a copy of the notice has been sent to Bagjola today. The whole point is this I notice that some of our friends—I mean my respected friend and colleague Shri Siddhartha Ray in his speech—charged against a particular person. Now, what is the good of that ?

It only shows that you do not like that particular person. He comes armed with several sheets of paper which he calls minutes. Well, I will never say that Shri Siddhartha Shankar Ray has forged those minutes. I will be the last person to believe it. He has been briefed by some gentleman. If you ask me who has given me these papers I can say frankly and fairly that I got these papers from Miss Maya Banerjee There is nothing hide and seek about the matter. I could understand Shri Siddhartha Roy if he could stand up and say, like a good lawyer as he is, as to where he got these papers. Why this hush hush ? Why not disclose the source ? Have the guts, have the courage to disclose the source and let us see a manly approach Mr. Siddhartha Roy accused Shri Prafulla Sen of cowardice. Was it less cowardice not to disclose the source of the paper ? (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : He is a lawyer.) We all know—I am a lawyer and undoubtedly so is Mr. Siddhartha Ray. All I can say is this. We are in a grave danger today. These Bengali refugees are there in a hopeless condition. They are not being alloted lands. From time to time they are being threatened with stoppage of doles. We have not been able to find employment for the unfortunate children who are there. We have sent them to schools and I know many of these boys have passed the Matriculation Examination. As I told you a few minutes ago that without trying to ascribe motives, without trying to find any fault of individual Ministers either of the West Bengal Government or of the Centre, we should have one policy. We—Dr. Prafulla Ghose and myself—were discussing the position. There should be a proper party to advise the Government. People who take interest in the refugees, people who like the welfare of Bengal, people who do not deliver speeches for the purpose of making speeches and attracting public and want a press publication on the following day, people who are sincere, should come forward, and I think, it would be right for the Government to take help of the honourable members of the House whether they are in the Government or not, whether they occupy this side or the other side, they should co-operate, they should consult others and formulate a policy which will lead to the ultimate success of the Refugee Rehabilitation Department.

I will again impress upon the West Bengal Government to insist that in the Dandakaranya set up they should see that the largest number of Bengalis are appointed. I was surprised to find that in the present set up only 5 Second Grade officers are there. Three are returning, only two are going to remain. And so far as I know there is nobody in the First Grade. In the Third Grade and Fourth Grade there are only 12 per cent of the total number of employees.

[7-25—7-35 p.m.]

Sir, I remember on many occasions I have written letters to Mr. Khanna to this effect : "Please employ these men—they are trained motor-drivers. You are appointing a large number of drivers. So, why don't you take in these people ?" The answer was : "We must have them screened." Now,

what is screening? Am I to understand that the people of West Bengal are nothing but a nation of criminals and you need the help of the Intelligence Department to go on screening and screening and screening till you find.....

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এখন খায়াকেই screening করা দরকার।

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Without your advice, I think I can go on. When you speak, I never interrupt because what you say is not worth interrupting.

Sir, I would advise the Government to look into the details and see that all possible steps are taken for rehabilitating the refugees.

Sir, I wholly disagree with those honourable friends who have tried to ascribe motives to one person and that is Mr. Prafulla Chandra Sen. Of course, the reason is that the old feud is still being carried on, but there is no substance in that.

Shrimati Maya Banerjee : মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বেসরকারী দিনে সরকার পক্ষের থেকে বিশেষ করে একজন উপমন্ত্রী হিসাবে আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে বলে মনে করিনা, যদিও সমস্ত সদস্য ও সদস্যার অধিকার আছে প্রস্তাব এনে বা যেভাবেই হোক তাঁদের অভিমত প্রকাশ করার। তবে আজকের সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে এপক্ষ বা ওপক্ষ থেকে অন্যান্য সকলের থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে কোন কথা বলা হয়নি, সেজন্য আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলতে সুযোগ পাচ্ছিনা এবং আমি মনে করি আমাদের privilege কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে শুনলাম ভবিষ্যতে নাকি এখানে আরেকবার ডিবেট হবে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় এবং অন্যান্য সদস্যরা দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসার পর। আমি আজকে বহু file নিয়ে এসেছিলাম, কারণ আমি জানতাম আজকে এখানে এইভাবে বলা হবে। সুখের বিষয়, দুইচার জন সদস্য কিছু কিছু সত্য তথ্য এই হাউসের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তবু আমাকে এসম্পর্কে বলতে উঠতে হয়েছে এইজন্য যে, কিছুকাল থেকে এই হাউসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ঝড় বইছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কিত ব্যয়বরাদ্দের দাবি উত্থাপনের দিনে মন্ত্রীদের right হিসাবে reply দিতে উঠে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে, সদস্য ও সদস্যাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তার কিছু অংশ আমার বক্তৃতার মধ্যে উদ্ধৃত করেছিলাম। আমি অবাক হলাম যে, কিছুকাল থেকে একটা চেষ্টা করা হচ্ছে লোকের মনে সন্দেহ জাগাবার—আমি নাকি লোককে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এবং এমনকি tape recordএর tapeও নাকি কেটে ফেলেছি, কিন্তু আমার মনেহয়, মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বার বার করে এই কথাই বলার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে বিরোধীপক্ষেরও দায়িত্ব কম নয় এবং আমাদের কারুর অধিকার নাই বাইরের লোকজনকে ভুল বুঝাবার, বিশেষ করে যাদের tax থেকে সকলেই মাইনে পান, তাদের mislead করার অধিকার কারুর নাই। কাজেই এই হাউসের যেটা property—এখানে বক্তৃতা লেখার দায়িত্ব হচ্ছে যাঁরা এখানকার writer তাঁদের এবং তারজন্য রয়েছেন স্পীকার মহাশয় এবং সেক্রেটারী এবং এখানে ন্যায়ের দণ্ড বসিয়ে রেখে যদি সন্দেহ করা হয় যে উপমন্ত্রী সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে দিয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের খুবই দুর্দিন এবং আমরা কোথায় চলেছি সেটা ভেবে দেখার বিষয়। আমার আরো অবাক হওয়ার কারণ হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় সিদ্ধার্থ শংকর রায়, যিনি নাকি এককালে আমাদের Judicial Minister ছিলেন তিনিও ইঙ্গিতাকারে এমন একটা ভাবপ্রকাশ করেছেন। তারপর, পশ্চিমবংগের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাকে describe করলেন inexperienced deputy minister এবং indiscreet বলে; আমি ইচ্ছা করলেও আমার চুল সাদা করতে পারবনা, আমার চুল কালোই থাকবে, and I am young in age and also young in mind.

যাইহোক, আমি May's Parliamentary Practice থেকে একটা লাইন পড়েই আমি বসে পড়ব—এটা হচ্ছে document পড়া সম্পর্কে—ডাঃ ঘোষ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এটা তাঁর জানা দরকার ছিল। তিনিও এবার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোট পেয়ে এসেছেন, আমি এই প্রথম এসেছি, parliamentarian হিসাবে আমার মুস্কিল হলেও কেন যে তাঁর এই ভ্রম হল আমি বুঝতে পারছিনা। যাইহোক তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমি এখানে সেই লাইনটা পড়ে দিচ্ছি—May's Parliamentary Practice, 16th Edition, page 461 থেকে আমি পড়ছি—the rule for the laying of cited documents cannot be held to apply to private letters or memoranda. সুতরাং কেন তিনি table করা কথা এমন করে বল্লেন আমি বুঝতে পারিনা। আমি বসে তাঁর থেকে ভীষণ ছোট, তাই অন্য কিছু না বলে এটুকুই শুধু বলব, এটা তাঁর কাছে আমি আশা করিনি। পরিশেষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর এই অনভিজ্ঞতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয় আজকের এই বিতর্কে আমার যোগদান করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না এবং আমি বেশী সময় নেবনা। আমাদের মহাবীর সদস্য তাঁকে এখন এখানে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছিনা তাঁর সাহস এবং দুঃসাহস দুইই আছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতার সহিত এখানে অনেক কথাই বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি মাত্র দুএকটি কথা বলব। আমার সংগে শ্রীখান্নার কোন বিরোধ নাই, এবং বাগবিতণ্ডাও নাই, একটিমাত্র ঘটনা নিয়েই কথা উঠেছে, সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে, ১৯৫০ সালের ৩রা জুলাই তারিখে আমাদের মাঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে শ্রীমোরারজী দেশাইএর সংগে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে কতগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তখন বিভিন্ন ক্যাম্পে যে ৪৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের ভাইবোনেরা ছিলেন, তাদের মধ্যে ১০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনেব ব্যবস্থা হবে পশ্চিমবংগে আর ৩৫ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে পশ্চিমবংগের বাইরে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এবং সেই সময় এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, যদি কেউ যেতে না চান তাহলে তাকে ২ মাসের নোটিশ দেওয়া হবে, এবং দুই মাসের নোটিশ অতিক্রান্ত হবার পর তাকে ৬ মাসের ডোলের টাকা দেওয়ার দায়িত্ব পশ্চিমবংগ সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সেখানেই শেষ হবে। আমি যেটা আপত্তি করেছি সেটা হচ্ছে, কিছুদিন আগে—specific কোন scheme of rehabilitation না দিয়ে বহু লোকের উপর en masse কতগুলি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি শুধু বলেছি, নোটিশ দেবার অধিকার হল পশ্চিমবংগ সরকারের। কিন্তু ৯০ দিনের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সমস্ত ক্যাম্পের অধিবাসীদের উপর।

[7-35—7-45 p.m.]

আমি বলেছিলাম যে এটা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মোরারজী দেশায়ের সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আলোচনা হয়েছিল এবং যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তার সঙ্গে এটা খাপ খায় না। আমরা যেমন পশ্চিম বাংলায় কতকগুলি স্পেসিফিক স্কীম অফ রিহ্যাবিলিটেশানএ নোটিশ দিচ্ছি যে তুমি অমুক কলোনীর অমুক প্লটে যাও তোমাকে ঘর তৈরীর টাকা দেওয়া হবে, S. T. Loan দেওয়া হবে, তুমি অমুক tenementএ যাও তোমাকে এই এই দেওয়া হবে এবং তাতে যদি এই পরিবার যেতে অস্বীকার করে তাহলে তখন আমরা বলব যে ৬ মাসের ডোল নিয়ে চলে যেতে হবে। আমি খান্নাকে এই কথা বলেছিলাম এবং এটা এমন কিছু গোপন কথা নয় বা এমন কিছু অন্যায় করা হয়নি। আমি একথা লিখেছিলাম যে হোলসেল নোটিশ দিয়ো না এবং একটা স্পেসিফিক স্কীমের againstএ নোটিশ দাও যে অমুক অমুক দণ্ডকারণ্যে যাও। এরা একটা ক্যাম্প ধরে নোটিশ দিতে আরম্ভ করলেন যে হয় তোমরা দণ্ডকারণ্যে যাও, নয় নিজেরা বয়েনানামা করে চলে যাও, না হয় tenementএ যাও, না হয় কোন কলোনীতে যাও। এটাতে আমরা আপত্তি করেছিলাম। উনি খুব মহাবীরের মত কাগজ পড়লেন, ওঁর খুব সাহস আছে এবং আমি খুব কাপুরুষ এপক্ষ ওপক্ষের অনেক সদস্যের

বাহিরে কি পরিচয় আছে আমি তা জানিনা। কিন্তু এখানে আমার কথা মিথ্যা বলে আমার সম্বন্ধে যেসব কথা বললেন তাতে তাঁর দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায় এবং যেসব দাম্ভিকতা প্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়। খান্নার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। মোরারজী দেশাই এর সঙ্গে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কনফারেন্স হয়েছিল এবং সেই কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা কাজ করছি। এখানে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে যে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আমাদের যে আশা ছিল সে আশা ব্যাহত হয়েছে। আমি আমার বাজেট ডিমাণ্ডএর গ্রাণ্টএর সময় বলেছিলাম যে আমাদের আশা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে এবং সেজন্য দণ্ডকারণ্যের অবস্থা ভাল করে দেখে এসে আমরা বলব যে সেখানে কত লোক আমরা পাঠাব। আগে মৌজে নোটিশ দেবার আমি বিরোধী। আমি খান্না সাহেবকে বলেছিলাম যে specific schemeএর againstএ আপনারা নোটিশ দেবেন, তা না হলে কিছুই হবেনা। ডাঃ ঘোষ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে বাংলাদেশে চাষের জমি নেই—সকলেই এটা এখন বোঝেন তবে স্বীকার করুন আর না করুন। কাজেই খুব বেশী চাষী পরিবারকে বাংলাদেশে বসান যাবে না এবং যারা চাষী নয় তাদের যদি আমরা বাংলাদেশে পুনর্বাসন দিতে চাই তাহলে শিল্পে তাদের নিয়োগ করাতে হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় বৃহৎ শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ লোক আছে। এই বৃহৎ শিল্পে আর খুব বেশী লোক নিয়োগ করার সম্ভাবনা নেই। ছোটখাট কুটিরশিল্পে আমরা কিছু লোক নিয়োগ করতে পারি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় এখন প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু তাঁতী তাঁত বুনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে এতে খুব বেশী তাদের টাকা রোজগার হচ্ছে না। সেজন্য ছোটখাট কুটিরশিল্প ও মাঝারী শিল্পেও খুব বেশী লোকের পুনর্বাসন হবে না। আমি সেজন্য যখন বাজেটে ডিমাণ্ড move করি তখন বলেছিলাম যে পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এসেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ভূমিহীন কৃষক আছেন তারা সমদুঃখী। এই দুঃখ আমাদের দূর হবে তখন যখন আমরা তাদের শিল্পের কাজ দিতে পারব, অথবা পশ্চিম বাংলার বাহিরে পাঠাতে পারব। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশান ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আমি যতদূর শুনেছি ইতিমধ্যে ২৭ লক্ষ টাকা ডিষ্ট্রিবিউটেড হয়েছে এর ১ কোটি ২৭ লক্ষ তাঁরা মঞ্জুরী করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। —হয়ত আর বছর খানেকের মধ্যে তারা ৩ কোটি দেবেন। আমাদের এখানে ২ কোটি টাকার উপর উদ্বাস্তু ভাইবোনেদের দেওয়া হয়েছিল দিল্লীতে যে Rehabilitation Finance Corporation তাদের মারফৎ। কিন্তু যাদের আমরা দিয়েছিলাম তাদের পুনর্বাসন ঠিক ঠিক ভাবে হয়নি। মোরারজী দেশায়ের সঙ্গে ৩।৪ঠা জুলাই যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল সেখানে আমি বলেছি যে আংশিকভাবে যাদের পুনর্বাসন হয়েছে তাদের কথা নূতন করে আমাদের ভাবতে হবে এবং সেটা তাঁরা স্বীকার করেও নিয়েছেন এবং সামান্য টাকাও বরাদ্দ করেছেন। তাঁরা জোর দিচ্ছেন যে ৫।৬ কোটি টাকা খরচ করে যে ক্যাম্পগুলি রাখা হয়েছে সেখানে আগে রিহ্যাবিলিটেশস করা হোক, পরে অন্যদের ব্যবস্থা হবে। কাজেই এখানে, যে সমস্ত উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে তার বিশেস কোন কারণ ছিল না। আনন্দ গোপালবাবু যে Amendment এনেছেন তাতে একথা বলা হয়েছে যে পুনর্বাসনের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের। আমি পড়ে দেখলাম এখানে যে কথা বলা হয়েছে তাতে এই কথার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যে পুনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয়।

Shri Abani Kumar Basu : Mr. Speaker, Sir, in view of the speeches made I find that the purpose of my resolution has been served. The deteriorating condition in the Dandakaranya Administration has been fully recorded and, in a sense, lack of confidence in the Dandakaranya Authority has also been expressed in the speeches made in the House. I also find that the amendment proposed by Shri Ananda Gopal Mukherjee will serve the purpose of my resolution. I, therefore, accept the amendment of Shri Ananda Gopal Mukherjee and oppose all the other amendments.

Mr. Speaker : Division is wanted on amendments Nos. 5, 7, 8 and 9. Amendment No. 1 is accepted by the mover. I therefore put all the other amendments to vote.

[All amendments except Nos. 5, 7, 8, 9 and also 1 were then put *en bloc* to vote and lost.]

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that the following amendments to the amendment to be moved by Shri Ananda Gopal Mukherjee to the non-official resolution of Shri Tarapada Chowdhury, viz.,—

(1) after the words, "as reported" in paragraph (a) the words, "and doles and other existing facilities should not be withdrawn" be inserted ;

(2) for the words beginning with "until the arrangements" and ending with "more effective" in paragraph (a), the words "until the refugees are economically rehabilitated" be substituted ;

(3) for the words beginning with "should have" and ending with "East Bengal refugees" in paragraph (c), the words "should be manned by Bengali Officers and employees" be substituted ;

(4) after paragraph (d) the following new paragraph (e) be inserted, viz.,—

"(e) that no employee of the Refugee Relief and Rehabilitation Department of the Government of West Bengal should be retrenched until he is given an alternative appointment on terms and conditions not less advantageous than what he was entitled to immediately before such retrenchment".

was then put and lost.

The motion of **Shri Khagendranath Naskar** that the following be added at the end of the resolution, viz.,—

"This Assembly is also of opinion that the Leader of the House be requested that while impressing upon the Union Government for early implementation of the above recommendations, he should also acquaint the Union Government the sentiment of this House, which is evident in the lack of confidence in the Union Rehabilitation Minister, his policy and performance."

was then put and lost.

The motion of **Dr. Suresh Chandra Banerjee** that—

(i) for paragraph (a), the following be substituted, viz.,—

"(a) The Rehabilitation Department to continue until the economic rehabilitation of the refugees is complete." ;

(ii) for paragraph (b), the following be substituted, viz.,—

"The Dandakaranya Administration be properly reconstituted with a representative in the Development Authority from Bengal and that this authority won't take any decision without pervious consultation with the Bengal Government and that in order to inspire confidence in the minds of East Bengal refugees Bengali personnel should be appointed in large number in all key and other positions of Dandakaranya Administration." ;

(iii) in paragraph (c), lines 2 to 6, for the words beginning with "for the general development" and ending with "economy of the State" the following be substituted, viz.,—

"for the economic rehabilitation of the East Bengal refugees by developing medium-sized and cottage industries" ;

(iv) the following be added at the end of the resolution, viz,—

"(d) that non-regularised squatters" colonies be regularised as soon as possible,

(e) that exchanged properties be regularised by asking the Centre to pass a suitable legislation,

(f) that the doles of camp refugees be not stopped until they are suitably rehabilitated."

was then put and lost

The motion of **Dr. Prafulla Chandra Ghosh** that—

(i) in paragraph 2, after the words "slender resources" the following be added, viz.,—

"and also having regard to the failure of the State Government to carry out optimum utilisation of the resources placed at its disposal for rehabilitation of the Displaced Persons." ;

(ii) in paragraph (b), line 2, after the words "larger autonomy" the words "and with adequate representation of the State of West Bengal" be inserted ;

(iii) after paragraph (c), the following new paragraph be added, viz.,—

"and that a State Advisory Board with members drawn from all sections of this House be constituted to advise and guide the activities of the State Rehabilitation Department for speedy implementation of Rehabilitation programmes and to check waste and corruption." ;

(iv) the following new paragraph be added at the end, viz.,—

"That adequate compensation be given to Displaced Persons from East Pakistan who have left their properties there in the same manner as has been provided for similar Displaced Persons from West Pakistan."

was then put and a division taken with the following result.

NOES—88

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bose, Dr, Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Digpati, Shri Paachanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri

Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Bhikari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Ras Behari
Patel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri, Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Jatindra Nath
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra

Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan

Ayes being 51 and the Noes 88, the motion was lost.

[7-45—7-52 p.m.]

The motion of **Shri Jatin Chakravorty** that—

(i) in the third paragraph, first line, after the word "should" the following be inserted, viz.—

"inform the Union Government about the complete failure of the policy of the Union Minister for Rehabilitation which has resulted in a complete lack of confidence of this House in him and should" ;

(ii) after paragraph (c) the following be added, viz.—

"This Assembly further recommends that the Leader of the House while impressing upon the Union Government the needs of the early fulfilment of the above recommendations should also acquaint the Union Government with the feeling and sentiment of this Assembly which is clearly evident from the lack of confidence in the Union Rehabilitation Minister, his policy and programme" was then put and a division taken with the following result.

NOES—88

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Bhikari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla

Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Ras Behari
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—11

Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mondal, Shri Haran Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra

Ayes being 11 and the Noes 88 the motion was lost.

The motion of **Shri Apurba Lal Mazumdar** that—

(i) in lines 3 to 5 for the words beginning with "Rehabilitation Ministry" and ending with "East Bengal refugees" the following be substituted, viz.,—

"Dandakaranya Development Authority to reclaim and develop the area suitably for the purpose of rehabilitating at least 5,000 refugee families in one area as a minimum unit and the anti-people policy of the Rehabilitation Ministry of forcing the East Bengal refugees against their will, through various coercive methods, to go to inhospitable areas of Dandakaranya without developing lands for agriculture with irrigation facilities or necessary arrangement for drinking water, medicine, communications and education, etc." ;

(ii) for clause (a) the following be substituted, viz.,—

(a) "that no target date for closing down the Rehabilitation Ministry should be declared before the economic rehabilitation of all categories of East Bengal refugees and of carrying out the following responsibilities in addition to the rehabilitation of the refugees residing in Government Camps and Homes :

(1) all the refugee families living in Muslim or other abandoned houses should be allotted homestead land with House Building Loans and loans to carry out business or employment according to requirement ;

(2) all the Squatters' Colonies established up to the 31st day of December 1959 be regularised and adequate loans to be advanced to the businessmen and jobs to the unemployed ;

was then put and a division taken with the following result :

NOES—88

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Bhikari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Ras Behari
Platel, Shri R. E
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain Shri Mohammad

AYES—11

Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Elias Razi, Shri
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mondal, Shri Haran Chandra

Ayes being 11 and the Noes 88 the motion was lost.

The motion of **Shri Samar Mukhopadhyay** that—

(i) in the first paragraph (line 6) for the words "Rehabilitation Ministry" the following be substituted, viz.,—

"Union Government as well as the Government of West Bengal." ;

(ii) in the same paragraph (line 4) for the word "its", the word "their" be substituted ;

(iii) in the second paragraph (lines 4 to 6) for the words beginning from "shoulder of the State Government" and ending with "slender resources", the following words be substituted, viz.—

"State of West Bengal which will generate further pressure on her already overburdened economy" ;

(iv) in (a) (line 2) after the words "should be extended", the following words be added, viz.,—

"till all the displaced persons from East Bengal get rehabilitation" ;

(v) for paragraph (b) the following be substituted, viz.—

"(b) Adopt necessary measures for the allround development of Dandakaranya. But the rehabilitation of displaced persons from East Bengal should not be wholly dependent upon the development of Dandakaranya, Rehabilitation at Dandakaranya should be planned on a voluntary basis. No displaced person should be sent to Dandakaranya against his or her will. The camp refugees should not be deprived of the doles because of their unwillingness to go to Dandakaranya. Doles should be restored in cases where the same have been discontinued."

(vi) after paragraph (c), the following new paragraph be added, viz.—

"(d) This Assembly is of opinion that the Government should also adopt forthwith the following measures, viz.—

(1) reassessment of the entire policy of the Government with regard to the rehabilitation of displaced persons in this State,

(2) exploration of all the avenues for rehabilitating the displaced persons inside the State of West Bengal in industry, agriculture and in other spheres,

(3) implementation of all the existing Government schemes, industrial, agricultural and others in connection with rehabilitation,

(4) formulation of new schemes and putting them into practice immediately,

(5) restoration of stipends to refugee students and T. B. grants to T. B. patients,

(6) regularisation of squatters' colonies,

(7) speedy development of Government colonies, and

(8) seeking the co-operation of all political parties, groups and organisations in this State to ensure speedy rehabilitation of displaced persons."

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—88

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Bhikari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jodu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Ras Behari
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Sisir Kumar

Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labany Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri, Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 51 and the Noes 88, the motion was lost.

The motion of **Shri Anandagopal Mukhopadhyay** that after the word "That" and for the words beginning with "whereas this Assembly" and ending with "economy of the State" the following be substituted, viz.—

"this Assembly having learnt with grave concern reports of the arrangements so far made for the plan to rehabilitate the East Bengal Refugees in Dandakaranya, is of opinion—

(a) that the Rehabilitation Ministry should not be closed down in 1961 as reported, until the arrangements for complete rehabilitation of refugees in Dandakaranya and other places are made more effective ;

(b) that the West Bengal State Government should be more closely associated with Dandakaranya Development Project ;

(c) that the departments in Dandakaranya Project dealing with education, health, social services, etc., should have officers who have intimate knowledge of the custom, culture and language of the East Bengal refugees ;

(d) that adequate funds should be allocated by the Government of India in the Third Five-Year Plan for the general development of the State economy with the particular object of the economic integration of displaced persons in the State ; and

(e) that while impressing upon the Union Government the need for early implementation of the above recommendations, the Leader of the House be also requested to communicate to the Union Government the feeling of this Assembly as recorded in the speeches of the members of this House."

was then put and agreed to.

The motion of **Shri Abani Kumar Basu**, as amended by the motion of **Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay**, viz.—

"That this Assembly having learnt with grave concern reports of the arrangements so far made for the plan to rehabilitate the East Bengal refugees in Dandakaranya, is of opinion—

(a) that the Rehabilitation Ministry should not be closed down in 1961 as reported, until the arrangements for complete rehabilitation of refugees in Dandakaranya and other places are made more effective ;

(b) that the West Bengal State Government should be more closely associated with Dandakaranya Development Project ;

(c) that the departments in Dandakaranya Project dealing with education, health, social services, etc., should have officers who have intimate knowdedge of the custom, culture and language of the East Bengal refugees ;

(d) that adequate funds should be allocated by the Government of India in the Third Five-Year Plan for the general development of the State economy with the particular object of the economic integration of displaced persons in the State ; and

(e) that while impressing upon the Union Government the need for early implementation of the above recommendations, the Leader of the House be also requested to communicate to the Union Government the feeling of this Assembly as recorded in the speeches of the members of this House."

was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-52 p. m. till 3 p. m. on Monday, the 4th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—6

4th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 4th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 7 Deputy Ministers and 204 Members.

Starred Questions

(To which oral answers were given)

Held over questions

[3—3-10 p.m.]

Failure of crops in Raina police station of Burdwan district

*44. (Admitted question No. *1394.) **Shri Gobardhan Pakray :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার কোন্ কোন্ ইউনিয়নে এই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি ঘটিয়াছে ; এবং

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ-সমস্ত অঞ্চলকে ঘাটতি এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কিনা ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) :

(ক) ১৯৫৭-৫৮ সালে বড়বাইনান, হিজলানা, মুণ্ডরা, শ্যামসুন্দর, নাতু ও আকুই ইউনিয়নগুলিতে অনাবৃষ্টির ফলে কিছু পরিমাণে শস্যহানি ঘটিয়াছে।

(খ) না।

Shri Saroj Roy : যে অঞ্চলে শস্যহানি হয়েছে, সেই অঞ্চলকে ঘাটতি এলাকা বলেন নাই কেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : তার কারণ ওখানে যে শস্য হয়েছিল, তাতে করে ঐ এলাকাকে ঘাটতি এলাকা বলার দরকার হয় নাই। আমার কাছে যে figure রয়েছে, তাতে দেখতে পাই—ওটা শস্যহানি হওয়া সত্ত্বেও that is a surplus a area.

Shri Saroj Roy : আপনি বলেছেন কিছু পরিমাণ শস্যহানি হয়েছে, এর কোন percentage আছে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ক' মণ কম বা অন্য বছরের তুলনায় কত percentage ক্ষতি হয়েছে ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : যেখানে expected yield ৬ লক্ষ ৭০ হাজার মণ, সেখানে হয়েছে ৬ লক্ষ ৩ হাজার মণ। অর্থাৎ প্রায় ৬৫ হাজার মণের মত হয় নাই।

Shri Saroj Roy : কি পরিমাণ শস্যহানি ঘটিলে তাকে ঘাটতি এলাকা বলবেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : যে লোকসংখ্যা, তার যা দরকার তার চেয়ে কম হলে ঘাটতি এলাকা হতে পারে। কিন্তু এখানে তা হয় নাই।

Failure of crops in Binpur police-station, Midnapur district

***45.** (Admitted question No. *1472,) **Shri Sudhir Kumar Pandey :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিনপুর থানার ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ নং ইউনিয়নে অনাবৃষ্টির দরুন শতকরা ৫০ ভাগ হইতে শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে ধান্যচাষ হয় নাই এবং ১২ নং ইউনিয়নে স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৪০ ভাগের বেশি হয় নাই ;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর না হয়, তাহা হইলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে উক্ত ইউনিয়নগুলিতে গড়ে একরপ্রতি ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ কত ; এবং

(গ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ভবিষ্যতে যাহাতে ধান্যচাষের এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) :

(ক) ১৯৫৭-৫৮ সালে বিনপুর থানার ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০নং ইউনিয়নে অনাবৃষ্টির দরুন যথাক্রমে শতকরা ৩৯, ১৪, ২৪, ৭০, ৩৪ এবং ৮২ ভাগ জমিতে ধান্যচাষ হয় নাই ; ১২নং ইউনিয়নে স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৪০ ভাগ ধান উৎপন্ন হইয়াছে।

(খ) উক্ত ইউনিয়নগুলিতে একরপ্রতি ধান্য উৎপাদনের পরিমাণের একটি তালিকা এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) উক্ত থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩-টি সেচ পরিকল্পনা কার্যকর করা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 45

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলিতে একরপ্রতি ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ

ইউনিয়নের নাম ও নম্বর।	একরপ্রতি ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ (মন)।		
	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
বালিদিহা-১৫	২০·০০	২০·৫০	৬·১৪
শিলদা-১৬	১৯·০০	১৮·০০	১৪·৮৬
বেলপাহাড়ী-১৭ ...	২০·৫০	১৩·১২	১৬·১০
সন্ধ্যাপাড়া-১৮	২০·০০	২১·০০	৮·১৭
শিমুলপাল-১৯ ...	১৯·০০	১৫·২৫	১৫·৬০
বাঁশপাহাড়ী-২০	১১·৩০	৯·৮৬	৫·২১
হর্ষা-১২	১১·৫০	১৪·০০	১৩·৩৫

Shri Sudhir Kumar Pandey : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি—তিনটী সেচ পরিকল্পনায় কত বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : তিনটা পরিকল্পনায় সবশুদ্ধ আটশো বিঘার মত।

Shri Sudhir Kumar Pandey : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি—ঐ কয়টী ইউনিয়নে মোট চাষের জমির পরিমাণ কত ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : আমি আপনার উদ্দেশ্য বুঝেছি—যা দরকার তার তুলনায় এটা কিছুই হয় নাই, খুবই কম। তবে কয়েক হাজার বিঘা জমি যেখানে চাষ হয়, সেখানে দু-হাজার বিঘায় জলসেচও কিছু হয় না that I throughly realise.

Shri Sudhir Kumar Pandey : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন ঐ থানায় এমন একটী সেচ পরিকল্পনা আছে যা গ্রহণ করলে সমস্ত ইউনিয়নের অর্ধেকের বেশী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : আমার জানা না থাকলেও আমরা ঐরকম পরিকল্পনার বিষয় চেষ্টা করে দেখবো—যদি তা করা সম্ভব হয়।

Damage to sugarcane cultivation by "Red-rot" pestilence in Nadia district

***46.** (Admitted question No. *1754.) **Shri Jagannath Majumdar :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) whether Government is aware that there had been a great damage to cane cultivation in the district of Nadia due to spread of the disease "Red-rot" ;

(*b*) if so, what are the reasons for the sudden appearance and spread of this pestilence ; and

(*c*) what steps, if any, Government proposes to take to check and eradicate the disease ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : (*a*) Yes ; the disease has appeared in sugarcane' particularly of the variety C.O. 453.

(*b*) The Red-rot is a fungal disease which under certain changes in environment and due to mutation undergoes changes in strains. On account of this phenomenon a variety which may remain resistant to a certain type of strains for a time may become susceptible to it due to change of the strain to a virulent type. It is possibly due to this reason that the variety C.O. 453 has been affected in that locality and the serious devastating flood which occured a couple of years back submerging most of the cane tracts of the area has helped in the spread of the disease by carrying infective spores far and near.

(*c*) Government have already taken the following steps :

Distribution of seed canes of the affected variety was stopped. In the factory farms also this variety has been totally discarded from planting. The retention of ratoon crops of this variety has been discouraged. Instructions have been issued to crush the standing canes at the earliest possible opportunity and to destroy the begasse by burning. Replacement of the variety affected and and adoption of prophylactic meesures in the cultural practices are being advocated.

Shri Haridas Dey : মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে C. O. 453 varietyতে নষ্ট হয়েছে। কত একর জমি, কি পরিমাণ জমি affected হয়েছে বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : কত একর জমি affected হয়েছে তা বলতে পারি না। তবে এই সম্বন্ধে একটা কথা বলি যে এটা experimental stageএ রয়েছে, এটা যে পুরো বন্ধ হবে তা এখন বলা সম্ভব নয়। তারপর এটা technical matter এ সম্বন্ধে যদি জানতে চান তাহলে পরে জানাবো।

Shri Haridas Dey : (c)তে বলেছেন Distribution of seed canes of the affected variety was stopped, তাহলে অন্য different seed variety কিছু দেওয়া হয়েছিল কি ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : এটা বন্ধ করে অন্যগুলি দেওয়া হয়েছিল যাতে এটা spread না করে।

Shri Saroj Ray : এই stepগুলি নেবার পর কোন উপকার হয়েছে কি ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : We have not been able to master the whole thing. It is still in the experimental stage.

Cattle-purchase loan in Bongaon subdivision

*47. (Admitted question No. *1866.) **Shri Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৭-৫৮ সালে কত বলদ-খরিদ ঋণ বনগ্রাম মহকুমায় মঞ্জুর করা হইয়াছিল ;

(খ) ইহার মধ্যে কত টাকা বিলি হইয়াছে ;

(গ) ইহার জন্য কত দরখাস্ত পড়িয়াছিল ;

(ঘ) কতজনকে তাহা বিতরণ করা হইয়াছে ;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, যাঁহারা বলদ-খরিদ ঋণ পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই চাষ করেন না বা আদৌ বলদ খরিদ করেন নাই ; এবং

(চ) সত্য হইলে, এ-সম্বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) ২০০০ টাকা।

(খ) ৫,০০০ টাকা।

(গ) ৩২৫-টি।

(ঘ) ৫০ জনকে।

(ঙ) ইহা সত্য নহে।

(চ) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Rama Shankar Prasad: How much money was given to each applicant ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ৫০ জনকে। কাকে কত দেওয়া হয়েছে তা বলতে পারি না।

Shri Rama Shankar Prasad: বাকী দরখাস্তগুলি কি হল ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: সাধারণতঃ আমরা টাকা পাঠিয়ে দিই District Magistrate এর কাছে। এবং District Magistrate ও S. D. O. তাঁরা ঠিক করে যাদের উপযুক্ত মনে করে তাদের দেয়। অতএব ৩২৫টা দরখাস্তের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ৫০ জনকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে বাকীগুলিকে দেওয়া হয়নি !

Unstarred Questions

(Answers to which were laid on the table.)

Electrification of Garbeta Town, district Mindapore

22. (Admitted question No. 2486.) **Shri Saroj Roy:** Will the

Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় বিগত আইনসভার বৈঠকে ১লা আগস্ট, ১৯৫৮ তারিখে আমার ৩৯নং প্রশ্নের জবাবে জানাইয়াছিলেন যে, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা শহরে ১৯৫৮ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সুসম্পন্ন হইবে—সেই হিসাবে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাইবেন যে, ঐ কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ;

(খ) ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হইবে কিনা :

(গ) ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন না হইলে, তাহার কারণ কি ; এবং

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, West Bengal State Electricity Boardকে সরকার হইতে যথোপযুক্ত ও যথাসময়ে বৈদ্যুতীকরণের মালপত্র সরবরাহ করা হয় নাই ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) :

(ক) গড়বেতা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইলে খড়্গপুর হইতে গড়বেতা পর্যন্ত প্রায় ৪১ মাইল Transmission line টানিতে হইবে। ঐ কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ২৫ মাইল পর্যন্ত লাইন নেওয়ার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। ঐ কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইলে বাকী লাইনের কাজ আরম্ভ হইবে।

(খ) না।

(গ) ইস্পাত, কাঠের পোল এবং বৈদ্যুতীকরণের মালপত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই কারণ।

(ঘ) এই প্রশ্ন আদৌ উঠে না, কারণ West Bengal State Electricity Board নিজেরাই বৈদ্যুতীকরণের মালপত্র খরিদ করিয়া থাকে।

Shri Saroj Roy : এই questionটা দিয়েছিলাম ১৯৫৮ সালে, আর এটা হচ্ছে ১৯৬০ ; দুই বৎসর পর জিজ্ঞাসা করছি যে এই electrification অন্ততঃ ১৯৬০ সালের ভিতর শেষ হবে কি ?

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : It is stated that Garbeta Electrification scheme will be completed by the end of April 1960 approximately.

Shri Manoranjan Hazra : তাহলে কি বুঝব State Electricity Board এর উপর আপনাদের কোন হাত নাই ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : State Electricity Board একটা autonomus body—হাত থাকলে সেইভাবে আমাদের হাত নাই যা আপনি বলছেন। এঁরা technical কাজ করেন তাতে একটু দেরী হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

Shri Saroj Roy : আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একটু enlighter করতে চাই, উনি তাতে যা বলেছেন, সেটা কিন্তু ঠিক নয় ; ২ বৎসর আমরা দেখছি, প্রচুর মাল জমা হয়ে আছে, শুধু কাজটাই হচ্ছে না।

Lands remaining uncultivated in the eastern areas of Labour police-station

23. (Admitted question No. 946.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, বীরভূম জেলায় লাভপুর থানার পূর্বাঞ্চলে ঠিবা ও জামনা ইউনিয়নে প্রায় ১০ হাজার একর জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে;

(খ) সত্য হইলে, উক্ত জমি আবাদযোগ্য করিবার সরকারের কি কোন পরিকল্পনা আছে; এবং

(গ) উক্ত এলাকায় সমবায় ভিত্তিতে tractor-যোগে চাষ-আবাদ করিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) প্রশ্নোক্ত অঞ্চলটি কুইয়া নদীর মজা অংশ এবং লাঙ্গলহাটা বিল নামে পরিচিত। উহা বৎসরের প্রায় ৮ মাস জলমগ্ন থাকে। এতদঞ্চলে অনাবাদী জমির পরিমাণ মোট ৩,৫০০ একরের মত হইবে।

(খ) এবং (গ) না।

(Further supplementaries to unstarred held over question No. 29)

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: It has been stated in reply A Central Lock Factory has been established at Bargachia for supplying machine made lock components to the local lock smiths for enabling them to make locks according to the I.S.I. specifications at economic cost.

কিন্তু এর ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে?

Shri Chittaranjan Roy: এই Schemeটা হচ্ছে যে development of lock industry actually এটা commercial scheme নয়, এটা হচ্ছে Servicing scheme, এটা হচ্ছে components তৈরী করার জন্য, তাদের components দেওয়া হোত according to specification of I. S. I. এবং তাদের যে price ঠিক করে দেওয়া হোত সেই price এর ভিতর যাতে তারা তৈরী করতে পারে তারজন্য অনেক সময় components তৈরীর যে খরচ তার থেকে কমান হোত এবং keeping that in view land, building, plant, equipment recording expenditure এই সমস্ত Central Government থেকে grant দেওয়া হয়েছিল 50 percent. in order to protect those small manufacturers to produce in consonance with the value fixed by I. S. I. এইভাবে আমরা 1959 এর December মাসে ৮ হাজার ৫৬৩ পাউণ্ড আমরা sale করেছি, এর আগেও sale করেছিলাম, কিন্তু খুব কম। তার পর থেকে কম ব্যয়ে component তৈরী করে যাতে specification অনুযায়ী বিক্রী করতে পারে তারজন্য তাদের help করা হচ্ছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: এই যে specification এবং at economic cost এই দুটো purpose কি served হচ্ছে?

Shri Chittaranjan Roy : Specification অনুযায়ী তৈরী হচ্ছে? And as a matter of just, already at Borgachia factory 60,000 locks এর order পেয়েছে। এবং price কমাবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে বড় বড় manufacturerরা যারা বড় machinery নিয়ে কাজ করেন তাদের সংগে compete করে এবং grant এর টাকা বাদ দিয়ে profit and loss calculate করতে পারা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে আপনি এখানে দেখালেন item করে অমুক অমুক বৎসরে এত টাকা invested হয়েছিল তাতে আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, ১৯৫৮ সালে কত investment হয়েছে এবং তার পরবর্তী বৎসরে কত হয়েছে?

Shri Chittaranjan Roy : ১৯৫৭ সালে ৭৫,৫৩২ এবং upto December 1959, অর্থাৎ upto-date যা investment state থেকে, সেটা ৪৬ হাজার ১৪০০ that is about (?)

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই টাকার মধ্যে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত?

Shri Chittaranjan Roy : ক্ষতির পরিমাণ calculate করতে হলে grant add. করতে হয় অথবা করতে হয়—কয়েক বৎসরেও লাভলোকসানের হিসাব করতে হলে audit report চাই; তার জন্য নোটিশ দিন।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আপনি জানেন কি গত ৩ বৎসর যাবৎ এই factoryতে ক্রমাগত কয়েক লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হয়েছে?

Shri Chittaranjan Roy : আমি বলতে পারব না, নোটিশ দিলে খোঁজ করে বলতে পারব।

Lock factory at Bargachia, Howrah

30. (Admitted question No. 2208.) **Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state whether Government have started a factory at Bargachia to manufacture locks?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) when this factory has been started;

(*ii*) amount of money spent up to date on each item;

(*iii*) total number of locks manufactured up till now;

(*iv*) total number of locks sold out up till now; and

(*v*) what is the selling price of each type locks?

The Deputy Minister for Cottage and Small-Scale Industries (Sj. Chittaranjan Roy) : (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) In November, 1957.
(*ii*)—

Item.	Amount spent up to 31st August, 1958. Rs.
Pay of establishment	 13,455
Allowances	 1,861
Contingencies	 21,050
Purchase of raw materials	 39,166
Total	 75,532

(*iii*) 1,643 pieces.

(*iv*) 355 pieces.

(*v*)—

Type of lock (brass padlock).	Selling price of each. Rs. nP.
3"	.... 17 50
2½"	.... 12 00
2"	.... 8 00
1½"	.... 5 00

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এখানে আপনি বলেছেন total number of locks manufactured uptil now ১৬৪৩ peices এটা কোন্ পর্যন্ত ?

Shri Chittaranjan Roy : 31st August, 58 পর্যন্ত দিয়েছি।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : পরের দুই বৎসরের সংখ্যা বলতে পারেন ?

Shri Chittaranjan Roy : এগুটা হচ্ছে ৪ হাজার ৩০০ locks, আরেকটা হচ্ছে ২২ হাজার ১২১টি components।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই গোড়ার প্রশ্ন হচ্ছে, total number of locks sold out up till now, এগুলি কাদের কাছে বিক্রী হচ্ছে ?

Mr. Speaker : I dont allow this question.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আমি বলছি এজন্য যে, এটা সরকারী sponsord industry.

[3-20—3-30 p. m.]

Shri Chittaranjan Roy : আমি পূর্বেই বলেছি যে এক জায়গা থেকে ৬০ হাজার লকের অর্ডার পেয়েছি। তবে যদি ডিটেলস্ জানতে চান তাহলে এখন বলতে পারব না।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই ৩৫০টি পিস্ কোথায় বিক্রী হোল তা আপনি বলতে পারবেন না ?

Shri Chittaranjan Roy : কোথায় বিক্রী হয়েছে তা জানতে চাইলে বলতে পারব।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে ৩৫০টি পিস্ বিক্রী করলেন এবং তারপর এই যে কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেষ্ট করলেন তাতে এই বিজনেস কতটা স্বার্থকভাবে চলছে তার কোন রিপোর্ট আছে কি ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে ১৭।১২.৮।৫৲ টাকা দাম দিয়েছেন সেটা এর এ্যাকচুয়াল কষ্টিং করেই কি এই ১৭।১২।৮।৫৲ টাকা দাঁড়িয়েছে এবং তা যদি না হয় তাহলে এর অ্যাকচুয়াল কষ্ট্ কত ?

Shri Chittaranjan Roy : আমি পূর্বেই বলেছি গোড়ার দিকে যে কষ্ট্ বেড়েছিল সেটা রিডিউস্ হয় এবং রিডাকসন হয়ে সেটা ৫৲ টাকার জায়গায় ২৸০ আনা, ১৭৲ টাকার জায়গায় ১২৲ টাকা, ১২৲ টাকার জায়গায় ৮৲ টাকায় দাঁড়ায়। তবে আমরা আরও কমাবার চেষ্টা করছি।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ১৭'৫০ নয়া পয়সা তালার দাম স্থির করলেন এর অ্যাকচুয়াল কষ্টিং কত ?

Shri Chittaranjan Roy : অ্যাকচুয়াল কষ্টিং কত তা বলতে গেলে কষ্ট্ অ্যাকাউন্টটেন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কাজেই নোটিশ না দিলে সে ষ্ট্যাটিস্টিকস্ দেওয়া সম্ভব নয়।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে ১৭'৫০ নয়া পয়সা তালার দাম স্থির হয়েছে তাতে এই দামে বিক্রী করলে লাভ হবে না লোকসান হবে ?

Shri Chittaranjan Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, It is a hypothetical question. কেন না বিক্রী করলে পর লাভ হবে কিনা সেটা এখন কি করে বলব।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এইসব বিক্রী করার ফলে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে ?

Shri Chittaranjan Roy : নোটিশ চাই।

Starred Questions

(to which oral answers were given)

Government policy regarding establishment of Health Centres in the State

***71.** (Admitted question No. *1207.) **Shri Durgapada Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) থানা বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বর্তমানে কি নীতিতে স্থাপন ব্যবস্থা হইতেছে ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, নূতন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনকার্য কার্যত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ;

(গ) যে-সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও টাকা সংগৃহীত হইয়াছে অথচ কার্য হইতেছে না, তাহাদের সংখ্যা কত ;

(ঘ) নূতনভাবে যে-সমস্ত প্রস্তাব আসিয়াছে তাহার সংখ্যা কত ;

(ঙ) উক্ত দুইপ্রকার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইবে কিনা ;

(চ) হইলে, কতদিনে স্থাপিত হইতে পারে ; এবং

(ছ) নূতনভাবে কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করার কোন নির্দেশ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলায় এ-বিষয়ে পরামর্শ দান করার জন্য যে কমিটি আছে, তাহাদের দেওয়া হইয়াছে কি ?

The Minister of State for Helth (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) নূতন নীতি অনুসারে থানা বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে প্রত্যেক Development Block-এ একটি করিয়া Primary ও দুইটি বা তিনটি করিয়া Subsidiary স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

(খ) না।

(গ) ৯১-টি।

(ঘ) নূতন কোন প্রস্তাব স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

(ঙ) এবং (চ) ঐ সমস্ত এলাকাগুলিতে Development Blocks স্থাপিত হইলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করিবার বিষয় বিবেচিত হইবে।

(ছ) হ্যাঁ।

Shri Ananga Mohan Das : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এইগুলি আপনার বিভাগের হুকুমে দিয়েছিল না স্বেচ্ছায় দিয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। আমাদের ফার্ষ্ট প্ল্যান পিরিয়ডে যখন প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ সুরু হয় তখন প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে সেই হিসেবে যাঁরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জমি কিংবা টাকা দান করেছিলেন, তাঁদের সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে যে সমস্ত প্রোপোজাল এসেছে তার সংখ্যা জানতে চাইলে বলতে পারব।

Shri Ananga Mohan Das : আপনারা তার কয়টা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এখন বলতে পারব না।

Shri Ananga Mohan Das : আপনি বলেছেন যে নূতন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যে যে জায়গায় ব্লক হয়েছে সেখান থেকে যদি কোন প্রস্তাব আসে, তাহলে সেটা গ্রহণ করবেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে যদি কোন প্রস্তাব আসে অর্থাৎ According to our plan and the location of the proposed health station, if it comes within our or bit, then the proposal and the donation of money and donation of land will be acceptable.

Shri Chitta Basu : পূর্বে নিয়ম ছিল যে প্রতি ইউনিয়ানে একটা করে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করা হবে। কিন্তু এখন এই নীতির পরিবর্তনের কি কারণ হোল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এই নীতি পরিবর্তন করার কারণ হচ্ছে যে প্রথম প্ল্যান পিরিয়ডের পরে দেখা গেল যে রেটে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী হচ্ছে তাতে দুটো জিনিষ হচ্ছে—একটা হচ্ছে যে যেখানে বেশী অবস্থাপন্ন লোক বাস করেন সেখানেই বেশীরভাগ হতে লাগল। আর একটি জিনিষ সেই অনুসারে দেখা গেল যে এই অনুসারে প্ল্যান পিরিয়ডে কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হবে না এবং এজন্য সেন্ট্রাল হেল্‌থ মিনিষ্ট্রি প্ল্যান চেঞ্জ করতে বললেন।

Shri Chitta Basu : আপনি (গ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে ৯১টার প্রস্তাব আপনার কাছে আছে—এই ৯১টার ভেতর কতগুলি ব্লক ডেভালাপমেণ্ট এরিয়ায় এবং কতগুলি নন-ব্লক ডেভালাপমেণ্ট এরিয়ায় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এইসবগুলি নন-ব্লক এরিয়ায় ছিল। এই প্রশ্নের সময় হচ্ছে ২৯. ১. ৫৮ তারিখ এবং আমাদের অনুসন্ধান করা হয়েছে ২৯. ১০. ৫৮ তারিখে। তারপর ঐ ৯১টার ভেতর ৩৬টা ব্লকের ভেতরে এসে পড়েছে এবং সেখানে কাজ চলছে।

Shri Chitta Basu : যে সমস্ত নন-ব্লক এরিয়ার জনসাধারণ অর্থ এবং জমি দিয়েছেন, অথচ অনতিবিলম্বে সেখানে ব্লক হবার সম্ভাবনা নেই সেখানে সেই জমি এবং টাকা কি ফিরিয়ে দেওয়া হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না। আমাদের সর্বসমেত ৪১৭টা প্রোপোজাল এসেছিল যার থেকে ৯১টা দাঁড়িয়েছে। আবার এর মধ্যে ৩৬টা যেখানে ব্লকের মধ্যে আসার সম্ভাবনা খুব কম সেখানে যারা টাকা চাইছেন বা জমি চাইছেন তাদের দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সমস্ত পশ্চিমবাংলায় ৫টিকে দেওয়া হয়েছে এবং বাদবাকী যেখানে আমরা সুবিধা পাব সেখানে প্রাইওরিটি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যখন ব্লকের মধ্যে আসবে তখন প্রাইওরিটি পাবে তা নাহলে স্থির করেছি যে আমরা সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করব।

Shri Chitta Basu : যে সমস্ত অঞ্চল পূর্বে নন-ব্লক এরিয়ায় থাকার দরণ জনসাধারণের পক্ষ থেকে টাকা এবং জমি পেয়েছিলেন সেখানে আপনাদের নীতির পরিবর্তন হওয়াতে সেখানে ২।৩টা ইউনিয়ন মিলিয়ে একটা সাবসিডিয়ারি হয়ে আছে। আমার প্রশ্ন হোল যে পূর্বে যে সমস্ত জায়গায় থেকে জমি এবং টাকা পেয়েছেন সেখানে যদি করা উচিত নয় বলে মনে হয় তাহলে কি করা হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আমরা যতদূর সম্ভব সেখানে করার চেষ্টা করব, তবে যেখানে সম্ভব হবে না সেখানে দেরী করতে হবে। এখন আমাদের প্ল্যান হচ্ছে প্রথমে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং ৩টা সাবসিডিয়ারী হেল্‌থ সেন্টার করা। আবার থার্ড প্ল্যান এমন হতে পারে যে ৩টার জায়গায় ৪টা হতে পারে—Subsidiary Health Centres may be allowed according to the make plan which may be revised.

Shri Chitta Basu : আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পূর্বে যেখানে প্রতি ইউনিয়ানে একটা করে হেল্‌থ সেন্টার করার পরিকল্পনা ছিল এবং সেজন্য ইউনিয়ান থেকে জমি ও টাকা পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন নূতন পরিকল্পনায় দেখা গেল যে ২।৩টা ইউনিয়ান মিলিয়ে একটা করে সাবসিডিয়ারী হসপিট্যাল করা হবে—তাহলে ঐসব জায়গায় কি হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : যতদূর সম্ভব সেখানে করার চেষ্টা করা হবে।

Dr. Golam Yazdani : আপনি (ক) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে ব্লক এরিয়ায় একটা করে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং ২ বা ৩টি করে সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে এই ২ বা ৩টা কোন নীতিতে হচ্ছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সেখানকার লোকসংখ্যা, scorraptical condition, communication and so on. All these and considered before a definite selection of a side is made.

[3-30—3-40 p. m.]

Dr. Golam Yazdani : কত লোকসংখ্যা হলে দুটো হবে, কত লোকসংখ্যা হলে তিনটা হবে এই নীতিটা আমি জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আপনারা জানেন যে একটা ব্লকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার পর্যন্ত লোক হয়। যে জায়গাতে ১ লক্ষের উপর লোক হয় সেখানে ২টা ব্লক হয়। সুতরাং যেখানে যে রকম পপুলেসান বাড়বে, সেই অনুপাতে সেখানে ব্লক হবে।

Dr. Golam Yazdani : আপনি এইমাত্র বললেন যে ৫০ থেকে ৬০ হাজার লোক হলে একটা subsidiary এবং একটা primary হেল্‌থ সেন্টার হবে। যেখানে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকসংখ্যা হবে, সেখানে কটা হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সেখানে দুটো ব্লক হবে। Necessarily there will be two primary health centres in each block and as setellites of that primary health centre there will be two or three subsidiary health centres.

Dr. Golam Yazdani : কিন্তু এমন ব্লক আছে যেখানে already এই রকম লোকসংখ্যা আছে কিন্তু সেখানে একটা ব্লক আছে, দুটো ব্লক হচ্ছে না। সেখানে কি ২ subsidiary হবে না ৪টা subsidiary হবে এবং ২টা primary হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ব্লকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ব্লক হলে আবার একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার হবে এবং সাবসিডিয়ারী হেল্‌থ সেন্টার হবে।

Dr. Golam Yazdani : ঐ এরিয়ায় ব্লক হতে অনেকদিন দেরী করতে হবে। কিন্তু ব্লক তো already রয়েছে। এখন ব্লক এরিয়া একটা কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী। সেই লোকসংখ্যার বেসিসে ২টা প্রাইমারী এবং ৪টা সাবসিডিয়ারী হেল্‌থ সেন্টার হবে কিনা ?

Mr. Speaker : সেটা তো উনি বলেই দিলেন যে "উপস্থিত নয়"।

Dr. Golam Yazdani : ব্লক এরিয়ায় যে ২।৩ সাবসিডিয়ারী হেল্‌থ সেন্টার হবে তার জায়গা সিলেকসান করার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে স্থানীয় এম. এল. এ.-দের কোন পরামর্শ নেওয়া হয় কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সাইট সিলেক্ট করার জন্য ওখানকা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে নেওয়া হয়, সিভিল সার্জেনকে নেওয়া হয়, এইভাবে সিলেকসান হয় এম. এল. এ.-দেরও মত নেওয়া হয়।

Shri Saroj Roy : আজ পর্যন্ত কোন সমগ্র থানা এলাকায় যেখানে কোনরকম হেল্‌ সেন্টার হয়নি, না হয়েছে ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার, না হয়েছে থানা হেল্‌থ সেন্টার, এই সমস্ত জায়গা স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য আপনাদের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? যেখানে কোন ব্লক সেই সেখানে কি ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে আমাদের সেখানে মোবাইল ইউনিট প্লেস করা হয়।

Shri Saroj Roy : প্রত্যেকটা থানাতে কি এইরকম মোবাইল ইউনিট আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আছে।

Shri Saroj Roy : উনি বলছেন প্রত্যেকটি থানাতে আছে। সেখানে আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন আছে। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্টের কেশপুর থানায় কোন মোবাইল ইউনিট আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : হ্যাঁ। মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশী মোবাইল ইউনিট দেওয়া হয়েছে।

Shri Pabitra Mohan Roy : এই যে প্রাইমারী অথবা সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র আপনারা বিভিন্ন জায়গায় করছেন মন্ত্রীমহাশয় বোধহয় জানেন যে প্রাইমারীতে ৫০ হাজার টাকা দিলে যে কোন নামকরণ করা যেতে পারে অথবা ১০ হাজার টাকা দিলে ছোট কিছুতে করা যেতে পারে, ৪ হাজার টাকা দিলে বেড করা যেতে পারে, এ সম্বন্ধে পলিসিটা কি বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আগে ছিল এই সমস্ত হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে ১ লক্ষ টাকা পেলে নাম হোত, এখন সেটা কমিয়ে ৫০ হাজার দাঁড়িয়েছে; ৫০ হাজার টাকা দিলেই নামকরণ হয়। যদি জনসাধারণ মনে করেন যে কারো স্মৃতির উদ্দেশ্যে নামকরণ হওয়া উচিত, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক হোন বা যাঁরা হয়ত দেশের কাজ করেছেন, তাহলে সেইসব লোকের নামেই হয়।

Shri Subodh Banerjee : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি তিনি যে সাইট সিলেকসনের কথা বল্লেন, আগে রিজিওনাল হেল্‌থ কমিটি সাইট রেকমেণ্ড করতেন, সেই পলিসিটা চেঞ্জ হয়েছে, না এখনও রিজিওনাল হেল্‌থ কমিটি সাইট সিলেকসন ব্যাপারে রেকমেণ্ড করেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সেই পলিসি চেঞ্জ হয়নি, এখনও তাদের সাজেসন করা হয়।

Outdoor patients in Government Hospitals in Calcutta

*72. (Admitted question No. *1227.) **Dr. Hirendra Kumar Chatterjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) what is the average number of outdoor patients treated daily in

(*b*) how many doctors are there whose services are exclusively used for treating outdoor patients ; and

(*c*) how many of them are senior doctors ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) 7,291.

(*b*) 172.

(*c*) 53.

Dr. Abu Asad Obaidul Ghani : The result is that one doctor has to see 46 cases. Will the Hon'ble Minister please state what is the time involved in examination of these cases ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : As a doctor the honourable member knows that one case may require half an hour and for another case one minute may be quite sufficient.

Dr. Abu Asad Obaidul Ghani : I just wanted to know the average total period.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : The average will be about 5 to 10 minutes.

Dr. Abu Asad Obaidul Ghani : What is the total period involved in seeing 46 cases for one doctor ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Three hours. Besides these doctors who are exclusively meant for treating outdoor patients there are other doctors also who are attached both to the outdoor and indoor departments. Visiting is also under the charge of a particular department.

Dr. Abu Asad Obaidul Ghani : So, for 46, cases 180 minutes will be involved. May I know what is the ratio in the Eye Department of the Medical College ?

Mr. Speaker : This supplimentary does not arise out of this question.

Shri Nepal Roy : মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি ৫০।৬০ জন গড়ে রোগী দেখা একজন ডাক্তারের পক্ষে কষ্টকর কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না, কষ্টকর নয়।

Shri Nepal Roy : তাড়াতাড়ি করে দেখার জন্য অনেক সময় ডায়াগনোসিস সম্ভব হয় না একজন ডাক্তার হয়ে আপনি একথা স্বীকার করেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : In fact what happens is supposing a case has been operated under anaesthesia the case has to be observed for hours together. If necessary the time may be extended. There is no hard and fast rule.

Shri Nepal Roy : ১৮০ মিনিট যেটা আমার বন্ধু বললেন সে কথা নয়—আমার কথা হচ্ছে দরকার হলে ৩ ঘণ্টার জায়গায় ৬ ঘণ্টা সেই ডাক্তাররা রোগী দেখবেন কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : I may inform the honourable members that doctors sometime keep themselves overnight engaged in the treatment of patients. Even they are to go without food.

Shri Abani Kumar Basu : It has been stated in the answer that 7,291 is the average number of outdoor patients treated daily and the number of doctors exclusively meant for the outdoor patients, as I find it, is 172. Will the Hon'ble Minister please tell us how many patients are treated on an average by a medical practitioner ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : So long I have been trying to make it clear that these doctors are exclusively meant for outdoor patients. Besides, we have got 85 more doctors to look after these cases.

[3-40—3 50 p.m.]

Shri Syamadas Bhattacharyya : In view of the enormous increase in the number of out-door patients, does not the Government feel the necessity of increasing medical facilities ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : We are taking up the matter both of the outdoor and indoor departments.

Shri Abani Kumar Basu : What is the pattern Government has in view ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : That is a long list. If you give me notice I can give you the answer. This question does not arise out of this.

Shri Abani Kumar Basu : Will the Hon'ble Minister kindly give us an indication of the line of the pattern that he has in view ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : I have asked for notice because this is a long list.

Shri Nepal Roy : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি outdoor-এ দেখাতে যারা যায়, তারা কোন শেডের অভাবে বৃষ্টির দিনে বাইরে দাঁড়িয়ে ভেজে।

Mr. Speaker : It does not arise out of this.

Shri Nepal Roy : স্যার, আপনি যদি এইভাবে বাধা দেন তাহলে question করা না করা সমান, we will sit tight, মিনিষ্টার যা কিছু লিখে দেবেন, তাতেই চুপ করে থাকবো ? আমি বলছি বাইরে লক্ষ লক্ষ রোগী বাংলাদেশের যারা outdoor patient হিসেবে দেখাতে আসেন, তাদের বসবার কোন শেড্ নাই, তাদের জন্য শেডের কোন ব্যবস্থা মন্ত্রীমহাশয় করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আমাদের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। আমি বিভিন্ন Health Centre-এ গিয়ে নিজে দেখেছি—outdoor এর দুধারে বারান্ডা। আগে যেখানে ঢাকা ছিল না, সেখানে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এমন কি পুরুষ ও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

Shri Subodh Banerjee : মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের Orthopadic Department আছে, ear, nose, throat Department আছে, সেখানে patientদের passage এর উপর বসে থাকতে হয় কিনা এবং লোক যাওয়া-আসার সময় তারা wounded হয় কিনা জানাবেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : This does not arise out of this question.

Smallpox epidemic in Nainan and Gazipur villages in Diamond Harbour subdivision

***73.** (Admitted question No. *1336.) **Shri Ramanuj Halder :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার থানার ১নং ইউনিয়নের নৈনান-গাজীপুর গ্রামে গত ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে গত জানুয়ারি ১৯৫৮, পর্যন্ত কতজনের মৃত্যু হইয়াছিল ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত গ্রামদ্বয়ে এই সময়ে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছিল ;

(গ) সত্য হইলে, বসন্তের প্রতিরোধকল্পে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এবং

(ঘ) বসন্তের আক্রমণে উক্ত সময়মধ্যে কত প্রাণহানি হইয়াছে ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) ১৫২ জনের।

(খ) ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুর গ্রামে এবং ১৯৫৭ সালের ২৪শে অক্টোবর হইতে ১৯৫৮ সালের ২০শে জানুয়ারি পর্যন্ত নৈনান গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল।

(গ) একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) ১৪৭ জনের।

Statement referred to in reply to clause (গ) of starred question No. 73.

Temporary regulations for the prevention and control of smallpox were promulgated in the district of 24-Parganas under the Epidemic Diseases Act, 1897 (III of 1897), giving wide powers to the local Health authorities.

Government Public Health staff consisting of one Mobile Medical Unit and two Health Assistants were deputed to the villages of Nainan and Gazipur in order to supplement the anti-epidemic work of the District Board staff.

Both Government and District Board Public Health staff made concerted efforts for pushing on anti-smallpox vaccination and for carrying out other anti-epidemic measures. Out of total population of 550 in Gazipur and 1,284 in Nainan, 260 and 1,046 were vaccinated respectively in the two villages.

Shri Natendra Nath Das : আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—ঐ ছুটো গ্রামে বসন্ত রোগ হবার আগে vaccination দেওয়া হয়েছিল কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : হ্যাঁ, vaccination দেওয়া হয়েছিল। তবে কবে দেওয়া হয়েছিল, তার উল্লেখ এখানে নাই।

Shri Natendra Nath Das : ঐ ছুটো গ্রামে এত heavy mortality হবার কারণ কি—বসন্ত যখন Preventible এবং Vaccinationও দেওয়া হয়েছিল ?

The Hon'ble Anath Bandhu Roy : এর প্রধান কারণ এমন অন্ধবিশ্বাস ছিল তাদের ভেতর যে কেউ কেউ প্রচার করেছিল Vaccination নিলে আরও শীঘ্র মারা পড়বে। তাই অনেকে ছুটে পালিয়েছে এবং যাদের টীকা দেওয়া হয়েছে তাও অনেকে গোবর ও জল দিয়ে তুলে দিয়েছে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : এই যে দিতে চায় না, তারজন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আইন জারী করা হলে সেই আইনের বলে দেওয়া যায়, কিন্তু দেবার পর তা যদি গোবর ও জল দিয়ে তুলে দেওয়া যায় তাহলে তার প্রতিকার কি ?

Shri Subodh Banerjee : আপনি এখানে বললেন যে মাননীয় প্রফুল্ল সেন আপনাকে জানিয়েছেন, তাহলে সেখানে কি আপনার department এর কোন লোক ছিল না আপনাকে information দেবার জন্য ? What was your Department doing all through ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : বিভাগীয় যে সমস্ত করবার তা করা হয়েছিল কিন্তু তারা এসে বলেছিল যে ৫।৬ শত লোক মারা গিয়েছে, সেইজন্য আমি নিজে গিয়েছিলাম।

Shri Subodh Banerjee : You just now said that you got the infortion from the Relief Minister. My question is what was your Department doing all through ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : They were taking all precautions. It was not necessary for me to have this information just then, because I got that information.

Shri Rama Shakar Prasad : The Health Minister got the information from the Relief Minister. May I know whether your Department got that information ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : The Health Department was fully aware of it.

Shri Bhupal Chandra Panda : মন্ত্রীমহাশয় এটা কি অবগত আছেন, প্রয়োজনের তুলনায় lymph যথাসময়ে Supply না করার জন্য এই রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : এ কথা সত্য নয়।

Shri Bhupal Chandra Panda : এই সময় প্রতি সপ্তাহে কত করে lymph ঐখানে centre থেকে যেতো এবং সেখানকার ডাক্তাররা কত lymph চেয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : যা দরকার হয়েছিল তা দেওয়া হয়েছিল এবং তার কোন অভাব হয়নি।

Shri Bhupal Chandra Panda : কত চেয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Notice চাই।

Shri Bhupal Chandra Panda : সেই সময় আমাদের সে mobile centre, সেই centre যেখানে বসন্ত রোগ হয়েছিল সেখান থেকে কত দূরে ছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : কত দূরে ছিল যে প্রশ্ন নয়, আমাদের যে machinery ছিল, তার through দিয়েই work হয়েছিল and the work was satisfactory. I enquired and was told that all steps were being taken already before I reached there. So it was not necessary for me to have information and then to investigate. In fact the S. D. O. was inducing the people to take vaccination.

Shri Subodh Banerjee : Let us know if it is a fact that refusal to take vaccination is a punishable offence ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Primaryর উপর চলে, Secondaryর উপর চলে না।

Shri Bhupal Chandra Panda : সেখানে টীকা নেবার ব্যবস্থা থাকলেও মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে, মুসলমান মেয়েরা সাধারণতঃ হিন্দুপুরুষদের কাছ থেকে, তাদের টীকা নেওয়া সম্ভব নয় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : এ জিনিস আমার ডাক্তারী জীবনে দেখিনি।

Shri Bhupal Chandra Panda : এইজন্যই কি মুসলমান মেয়েদের বেশী বসন্ত হয়েছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : না, তা নয়।

[3-50—4 p.m.]

Shri Niranjan Sengupta : মাঃ মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন কুসংস্কারের জন্য অনেকে টিকে নেয়না—আমি জানতে চাই সরকারের পরিচালনাধীনে এমন কোন Dept. আছে কিনা জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : যাঁরা টিকে দিতে যান, তাঁরাই জনসাধারণকে উপদেশ দেন টিকে নিলে মঙ্গল হবে। Health Assistantsরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে টিকে নেবার জন্য উপদেশ দেন।

Supply of morphine and atropine injectules in Nilratan Sircar Medical College Hospital, Calcutta

***74.** (Admitted question No. *1849.) **Dr. Golam Yazdani :** Will

the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is true that there was no supply of the following medicines at the Nilratan Sircar Hospital, Calcutta, for one month in November-December, 1957, viz., morphine injectules, and atropine ; and

(*b*) if so, what is the reason ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : No.

(*b*) Does not arise.

Dr. Golam Yazdani : Morphin and atropin এর আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে পারেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : আমি সাপ্লাই সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলতে পারি, আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে চাইলে নোটিশ চাই।

Shri Nepal Roy : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি কলকাতা এবং মফঃস্বলের বহু হাসপাতালে ঔষধের অভাব প্রায়ই ঘটে থাকে এবং তারজন্য রোগী প্রায়ই মারা যায়—আর তা না হলে রোগীদের বলা হয় কিনে নিয়ে আসার জন্য ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : আজকাল হাসপাতাল থেকেই ঔষধপত্র দেওয়া হয়।

Dr. Golam Yazdani : November এবং December মাসে morphin and atropin এর আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে পারেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : The Central Medical Stores of the Directorate of Health Services, West Bengal, supplied to the Nilratan Medical College, Calcutta, 8400 morphin 1/4 grain ampoules and 204 atrophin sulphate 1/10 on 16. 1. 57 and prior to this supplied 5000 injectules of morphin on 23. 7. 57 against an indent of 22. 7. 57. It is not therefore true that there was no supply of morphine and atrophine sulph.

Shri Saroj Roy : মন্ত্রীমহাশয় খোঁজ নেবেন কি তিনি যা হিসাব দিলেন তার চেয়ে অনেক কম সেখানে গিয়েছে কিনা এবং বাকী সব চোরাবাজারে গিয়াছে কিনা ?

(No reply)

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : নীলরতন সরকার হাসপাতালে বা অন্যান্য হাসপাতালে morphine and atrophin যাদের দরকার হয়, তাদের নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : দেওয়া হয়—হাসপাতালে Supdt. আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন নিয়মিত supply করা হয়।

Arrangement of water-supply and latrine at Sonadabazar, Darjeeling district

*75. (Admitted question No. *1345.) **Shri Bhadra Bahadur Hamal:** With reference to the answer to the unstarred question No. 3, dated the 19th February, 1958, wherein it was stated that there was arrangement for water-supply at Sonadabazar in the district of Darjeeling, will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) at which places of Sonadabazar there is arrangement for water-supply;

(*b*) how many of the water-supply sources are meant for drinking water;

(*c*) if it is a fact that there is no arrangement for any latrine at Sonadabazar; and

(*d*) if so, the reasons therefor?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) There are arrangements for water-supply at the following places of Sonadabazar:

(*i*) one water reservior at Sonadabazar belonging to the N. E. Railway;

(*ii*) one reservoir in the Bazar built up by Shri Havildar Chhetri of Sonada;

(*iii*) one tank on District Board Road No. 12, Sonada, built up by Shri Havildar Chheeri; and

(*iv*) natural spring near the Bazar.

(*b*) All the above water-supply sources are meant for drinking water.

(*c*) Yes.

(*d*) Though a scheme for construction of public latrines at Sonadabazar at an estimated cost of Rs. 16,000 was approved under the Local Development Scheme, the work could not be taken up as the local sponsoring agency failed to deposit the required local contribution.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Agency আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: They formed a Latrine Construction Committe and they are the Sponsoring Agency.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: ওদের নাম বলতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: The names are not here—I can't give you the names.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: ওখানে কি tribal population বেশী?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: আমি জানি না।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Latrine করতে হলে টাকা দিতে হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: যে সময় প্রশ্ন করেছিলেন তখন এই কথা হয়েছিল, এখন approach করলে হবে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: আপনার কাছে অনেক দরখাস্ত এসেছে এই বিষয়ে আপনার Dept.এ খোঁজ করলে জানতে পারবেন—খোঁজ করে ব্যবস্থা করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: দেখব।

Shri Ajit Kumar Ganguli: আপনি বল্লেন approach করলেই হবে—আপনি কি মনে করেন না যে it is already on approach ?

(No reply)

Number of Anæsthetists in Nilratan Sircar Medical College Hospital, Calcutta

***76.** (Admitted question No. *1350.) **Dr. Golam Yazdani:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) what is the number of Anæthetists in the Nilratan Sircar Medical College Hospital, Calcutta ; and

(*b*) whether they have got recognised diploma or degree in Anæsthesology ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) Ten.

(*b*) Two of the Anæsthetists possess recognised diploma in Anaesthesiology, four are unnergoing the diploma course and two have post-graduate training in Anaesthesiology. One post is vacant at present.

Dr. Golam Yazdani: আপনি (a) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১০, অথচ (b) প্রশ্নের উত্তরে ৮ জনের হিসাব দিয়েছেন, আর ২জন কি হল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: ২জনের they have got special diploma in anæthesiology ৪জন they are undergoing the D. A. course, ২জন they have post graduate training in anaesthesiology—এভাবে বর্তমানে সবশুদ্ধ ১১জন আছেন।

Dr. Golam Yazdani: নীলরতন সরকার হাসপাতালে কটা anaesthesis apparatus আছে বলবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: নোটিশ চাই।

Taking over of Public Health Service of District Boards by Government

***77.** (Admitted question No. 1359.) **Shri Gobinda Charan Maji:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether Government have taken over the Public Health Service of District Boards under Government control ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the date of taking over ;

(*ii*) whether accrued service benefit of the staff concerned will be maintained ; and

(*iii*) if not, the reason thereof ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Mr. Speaker: This question is held over for supplementaries.

[4—4-10 p.m.]

Increase of telephone rent

Shri Ganesh Ghosh: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, with your permission আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এবং বিশেষ করে ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এই যে রিসেণ্টলি টেলিফোন রেণ্ট বেড়েছে এবং সমস্ত টাকাটাই একবারে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে এতে সমস্ত লোকের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে এবং বিশেষকরে ডাক্তারদের পক্ষে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকাল ডাক্তারদের এবং সমস্ত লোকের পক্ষেই টেলিফোন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাজেই সেখানে যদি এরকমভাবে রেণ্ট বাড়ান হয় এবং সমস্ত টাকাটা একেবারে জমা দিতে হয় তাহলে সকলের পক্ষেই সেটা কষ্টকর হয়ে পড়বে। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে এ ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং দুটো ব্যাপারেই যাতে পুনর্বিবেচনা করা হয় তার ব্যবস্থা করুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: আমি অলরেডি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি এবং ঐ ২৪০ টাকার কথাও লিখেছি।

Hungerstrike in Chandmari camp.

Shri Jatindra Chakrovorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি এবং যার অরিজিনালটা ডেপুটি মিনিষ্টার শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জীর কাছে পাঠিয়েছে। সেই টেলিগ্রামের বক্তব্য হোল যে চাঁদমারী : নম্বর ক্যাম্পে রিফিউজি টি. বি. পেসেণ্টদের স্পেসাল ডায়েট বন্ধ করেছে এবং যার ফলে তাঁরা সেখানে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছে। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

The Hon'ble Profulla Chandra Sen: আমি খোঁজ করে দেখব।

Excess Expenditure for the year 1952-53, 1953-54 and 1954-55

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to present the Statement of Excess Expenditure for the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55. I may explain that this is the result of the finding of the Public Accounts Committee on the accounts of those three years. We are only presenting it now. We shall discuss it and pass it some time when we meet again in May.

Laying of Appropriation and Finance Accounts for 1958-59 and Audit Reports thereon.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to lay before the Assembly :—

(*a*) Appropriation Accounts of the Government of West Bengal for 1958-59 and the Audit Report, 1960 ; and

(*b*) Finance Accounts of the Government of West Bengal for 1958 59 and the Audit Report, 1959.

GOVERNMENT BILL

The Oriental Gas Company Bill, 1960.

Shri Subodh Banerjee : I move that after clause 4(a) the following be inserted, namely :—

(*a*1) all persons holding office as directors of the Company immediately before the appointed day shall be deemed to have vacated their offices as such ;

(*a*2) the State Government may, at any time, by notification in the Official Gazette, appoint as many persons as it thinks fit to be directors of the Company for the purpose of taking over the management and control of the undertaking of the Company and may appoint one of such directors to be Chairman ;

(*a*3) the directors so appointed by the State Government shall, for all purposes, be directors of the Company duly constituted under the Companies Act and shall alone be entitled to exercise all the powers of the directors of the Company, whether such powers are derived from the Companies Act or from the Memorandum or Articles of Association or otherwise".

I move that in clause 4(*c*) in proviso (*ii*), lines 4 and 5, for the words "between the date of commencement of this Act and the appointed day" the words "after the 1st day of January, 1958" be substituted.

I also move that in clause 4(*d*), line 2, for the word "before" the word "on" be substituted.

I move that in clause 4(*e*), in proviso, lines 6 to 8, the words "the provisions of section 25FF. of the Industrial Disputes Act, 1947, shall be applicable, that is to say," be omitted.

I move that in clause 4(*e*), proviso (ii), last line for the words "said Act" the words "Industrial Disputes Act, 1947" be substituted.

স্পীকার মহাশয়, এই বিলের ৪নং ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং এতে এমন কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি একটু সাবধানতার সহিত বিবেচনা করা উচিৎ বলে মনে করি। সেজন্য আমি এদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিলে একটা জিনিস দেখছি যে ওরিয়েনটাল গ্যাস কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেকটারস যারা আছেন তাঁদের থাকা ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ এই কোম্পানীর সম্পত্তিগুলি সরকারের ম্যানেজমেণ্টএর কণ্ট্রোল-এ

আসার পর তাঁরা থাকবেন। ডাঃ রায় যুক্তি হিসাবে বলেছেন Art 31(A) of the constitution of India-এ বলা আছে যে taking over management and control of a properties of a coy.—Not the Coy. অর্থাৎ যেহেতু কোম্পানী নেওয়া হচ্ছে না কেবল মাত্র তার সম্পত্তি দেখাশুনা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেহেতু কোম্পানীতে তা এক্সজিস্ট করছে এবং কোম্পানীতে এক্সজিট করলেই বোর্ড অব ডাইরেক্টারস থাকছে; এই হচ্ছে ডাঃ রায়ের যুক্তি আর কথা। Taking over management and control হলেই কি বোর্ড অফ ডাইরেক্টারস রাখতেই হয়? এর স্পেসিফিক্যালী জবাব ডাঃ রায় দেবেন। আমি এ বিষয়ে একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি। মুন্দ্রা কোম্পানীর জেসপের কথাই ধরা যাক। মুন্দ্রার জেসপ কোম্পানী সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিলেন এবং ওল্ড বোর্ড অফ ডাইরেক্টারসদের সরিয়ে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট নিজে ডাইরেক্টারস র‍্যাপয়েণ্ট করছেন। এর one of the directors হচ্ছেন ডি এন. মিত্র মহাশয়। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট জেসপ কোম্পানী কোন আর্টিকেল বলে নিয়েছেন—নিঃসন্দেহে আর্টিকেল ৩১ নয়, নিয়েছেন আর্টিকেল ৩১-এ দ্বারা। অর্থাৎ taking over management and control of a property of company.

আর্টিকেল ৩১ এপ্লাই করা সত্ত্বেও বোর্ড অফ ডাইরেক্টারস গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চেঞ্জ করলেন in the interest of industries itself এবং in the interest of the concern itself এই জায়গায় আমার পয়েণ্ট হচ্ছে যে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি এই করে থাকতে পারেন তাহলে আমরা ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর ক্ষেত্রে বোর্ড অফ ডাইরেক্টারসদের 'সুপারসিড করে আমরা যাদের ভাল মনে করি তাদের কেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টারসদের মধ্যে দেব না? এই প্রশ্নের জবাব ডাঃ রায়কে দেবার জন্য অনুরোধ করব। আর্টিকেল ৩১ নিয়া ডাঃ রায় একটু কনফিউস করছেন। অর্থাৎ বোর্ড অফ ডাইরেক্টারস.....। Dr. Roy is not found here. He should have some duty towards this House. তাহলে উনি ঘরে যান তারপর আমি বলতে আরম্ভ করব।

Shri Jagannath Koley : আপনি জানেন যে উনি ঘরে বসে শুনছেন। আপনার যা যা ইনফরমেশন আছে সমস্ত পয়েণ্টের জবাব আপনি পাবেন। এ ছাড়া আমরা তো আছি।

Shri Subodh Banerjee : বেটা ছেলে তো একটা আর সব প্রকৃতি, সুতরাং বলে লাভ নেই।

Shri Annanda Gopal Mukhopadhyay : আপনার এই মন্তব্যের কি প্রমাণ আছে?

Shri Subodh Banerjee : যারা পুরুষ তাদের এসারসান আছে, আর যারা প্রকৃতি তারা পাত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

Shri Mihirlal Chatterjee : Mr. Speaker Sir, is this the way in which the dignity of the House and should be maintained.

Mr. Speaker : Talks and countertalks won't be helpful. I would ask Mr. Banerjee to go on with his speech.

Shri Subodh Banerjee : যা হোক, বোর্ড অফ ডাইরেক্টারসদের ব্যাপারে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যে জিনিস দেখিয়েছেন এবং যে প্রভিসান জেসপের ক্ষেত্রে এপ্লাই করা হয়েছে সেই জিনিস এই বিলের মধ্যে নেই কেন সে জবাব ডাঃ রায়ের কাছ থেকে পেতে চাই?

আমার দ্বিতীয় নম্বর কথা হল যে ডাঃ রায় একটা মিসকনসেপসানে ভুগছেন। ডাঃ রায় তাঁর আগের বক্তৃতায় বলেছেন যে যাঁরা বোর্ড অফ ডাইরেক্টারস এর কথা লিখেছেন তাঁরা ভেবেছেন যে আর্টিকেল ৩১(এ)-এর প্রভিসান অনুযায়ী কোম্পানীকে নিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু তা নয়—we are not so ignorant. আর্টিকেল ৩১(এ) ভাল করে দেখেছি। সেখানে বলছে যে property of the concern নিয়ে, management and control নিয়ে।

[4-10—4-20 p.m.]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা নিলে কোথায় কি অন্তরায় আছে বুঝি—Board of directorsকে supersede করে—আজকে যদি তা না থাকে তাহলে ডাঃ রায় কেন করছেন না, তাদের কেন রাখছেন এর জবাব আপনাকে দিতে হবে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট করেছেন। আমি উদাহরণ দিচ্ছি—শুধু জেসপের কথা বলছিনা, মুদ্রার যতগুলি ফার্ম আছে বি. আই. সি. বলুন সমস্ত ফার্মগুলিতে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এই জিনিসটা করেছে। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তা কেন করছেন না সেটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন। রাজ্য সরকারের হাতে এই ক্ষমতা আছে যে বর্তমানে যে board of directors আছে তাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থলে সরকার যা মনে করবেন সেই board of directors appoint করবেন এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত board of directorsএ যে সমস্ত ডিরেক্টরস থাকবেন তাঁরা কোম্পানীজ এ্যাক্ট ডিরেক্টরদের যা যা ক্ষমতা তা তা পাবেন এই আমার দাবী। সুতরাং এ দিক থেকে এই প্রশ্নগুলির সমাধান হওয়ার দরকার। যদি আইনগত কোন অসুবিধা থাকে তাহলে আলাদা কথা। ডাঃ রায় তাহলে বলুন যে আইনতঃ আমরা তা পারি না। দ্বিতীয় নম্বর সংশোধনী হচ্ছে ৪ নম্বর ক্লজের (সি) উপধারার প্রোফাইসো (ii) সম্বন্ধে। প্রথমে সি উপধারা পড়ে দেখুন। সেখানে বলছেন।

(c) all contracts, excluding any contract or contracts in respect of managing agency, subsisting immediately before the appointed day and affecting the undertaking of the Company shall cease to have effect or to be enforceable against the Company, its agents or any person who was a surety thereto or had guarranteed the performance thereof and shall be of as full force and effect against or in favour of the State of West Bengal and shall be enforceable as fully and effectively as if instead of the Company the State of West Bengal had been named therein, etc.

মোট কথা এই যে সেই কোম্পানীর নামে কোম্পানীর পক্ষে হোক, বিরুদ্ধে হোক যে সমস্ত contracts অন্য যা কিছু থাকবে excepting managing agency সেই সমস্তগুলি কোম্পানীর againstএ enforceable হবে না, সেগুলি enforceable হবে against the State Government এই এই সি উপধারায় বলা হচ্ছে। তারপর (ii) provisoতে করে দিচ্ছেন।

Provided that any transfer by way of sale, exchange, gift, mortgage, lease or otherwise, affecting the undertaking of the Company or any part thereof, made between the date of commencement of this Act and the appointed day shall have no effect whatsoever and shall stand cancelled, so, however, that such cancellation shall not affect any rights, etc. etc.

এই appointed day এবং day of commencement of the Act এর মাঝখানে যদি কোন জিনিস বিক্রি হয়ে যায় তাহলে সেগুলি cancel হবে। এই তো point। মনে করুন

আজও বিলটা commencement হয় নি। আজ যদি কোম্পানী তার সম্পত্তি বিক্রি করে দেয় তাহলে কি হবে? তাকে আপনি ঠেকাচ্ছেন কেমন করে? এ সম্বন্ধে কোন কথা এ বিলের মধ্যে কোথাও নেই। সেজন্য আমি বলছিলাম যে আপনারা যেমন first provisoতে 1st January 1958 বলেছেন তেমনি দ্বিতীয় provisoর পিছনে ঐ দিনটা দিচ্ছেন কিনা? একথা বলুন যে 1st January 1958 পর কোম্পানী যদি কোন জিনিস বিক্রি করে থাকে তাহলে সেই বিক্রি invalid হবে এবং এটা হওয়া দরকার। আমি আগেই বলেছি মিঃ স্পীকার, স্যার, যেদিন কোম্পানী বুঝল যে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পত্তিটা নিয়ে নেবেন সেদিন থেকে সে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। হাওড়ার সম্পত্তি জমি বিক্রি করে দিয়েছে। কে responsible হবে? এটা invalid করা দরকার। কোম্পানীকে compensation দেব ওর সম্পত্তি আগে যা ছিল তার উপর। ইতিমধ্যে কোম্পানী সেই সম্পত্তি dispose of করতে থাকবে, বিক্রি করতে থাকবে, সেগুলি বন্ধ করতে পারবেন না, invalid declare করতে পারবেন না অথচ তাকে খেসারত দিতে হবে!

একটা ক্ষেত্রে ফাষ্ট অব জানুয়ারী ১৯৫৮ সাল বলেছেন, অন্যান্য কনট্রাকটের বেলায়, চালের ক্ষেত্রে কেন তুলে দিচ্ছেন—Commencement of the Act and appointed day.

আজকে তো এই য়্যাক্ট কমেনসড হয়নি। আমি তো বলেছি যে ইতিমধ্যে আমাদের এই আলোচনা শুনে এই ৪নং ধারা পাশ হবার পর যদি তারা সেল করে দেয় how do you check? কারণ ৪নং ধারা ধরুন আজ পাশ হল, তাহলেই কমেন্সমেণ্ট অব দি য়্যাক্ট হলনা, এই য়্যাক্ট কমেনসড হতে গেলে লোয়ার হাউস, আপার হাউস পাশ করবে, then it will go to the President for his assent. It will take a pretty long time.

ইতিমধ্যে যদি কোম্পানী তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে দেয় তাহলে কি করে নালিফাই করবেন এই ট্রান্সফার এবং সেলকে? সুতরাং আমার বক্তব্য ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর থেকে যদি কিছু সেল হয়ে থাকে তাহলে সেই সমস্ত সেলকে নালিফাই ডিক্লেয়ার করা প্রয়োজন কারণ তা না হলে বহু সম্পত্তি সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাবে, কোম্পানী বেনামদারদের কাছে সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে একুল টাকা কামিয়ে নেবেন।

এরপর ৪(ডি)-র দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে কি বলছে—

"Subject to the provisions of clause (c), any proceeding pending or any cause of action existing before the appointed day. Mark the word "before"....."Before the appointed day". What does it mean? It does not necessarily mean immediately before. "Before the appointed day".

বিফোর কথার অর্থ কি? য়্যাপয়েণ্টেড ডে, মনে করুন লেখা হচ্ছে, গেজেট করেছেন। ধরুন বাই দি বাই বলি—সেদিনটা হয়ত ১৯৬০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, তাহলে বিফোর ১০ই সেপ্টেম্বর মানে কি? কত সাল পর্যন্ত ব্যাকডেটেড—what is the meaning of the word "before" carries no meaning at all. বিফোর দি য়্যাপয়েণ্টেডতে কত বছর, কত দিন? এক বছর আগে হলেও বিফোর দি য়্যাপয়েণ্টেডডে হবে, একদিন আগে হলেও বিলের দি য়্যাপয়েণ্টেড ডে হবে, দশ বছর আগে হলেও বিফোর দি য়্যাপয়েণ্টেড ডে হবে। কাজেই এখানে বিফোর প্রিপোজিশন বসেনা, কারণ কোন টাইম নেই। আরো আশ্চর্যের কথা দেখুন, আর একটা জায়গায় বলেছেন ইমিডিয়েটলি বিফোর—এই ইমিডিয়েটলি কথাটা বেশ কনভিনিয়েণ্টাল এখানে ড্রপড হয়েছে। আমার মনে হয় ডাঃ রায় মিন করতে চেয়েছেন on the date not "before any cause of action existing on the appointed day". এই হওয়া

উচিৎ। বিফোর এখানে প্রিপোজিসন নয়, অন্যই হবে কারণ বিফোর বল্লে কোন টাইম রইলনা, পেছনে অনেক সময় চলে যাবে সময় ফিক্সড্ হয় না।

[4-20—4-30 p.m.]

আর immediately before কথাটা নেই এখানে। সুতরাং আমার বক্তব্য existing before the appointed day যে কথাটা রয়েছে এটা হওয়া উচিত existing on the appointed day. Appointed dayতে যে সমস্ত cause of action সেগুলি সরকারের উপর enforceable হবে। কি আশ্চর্য জিনিস দেখুন, appointed day cause of action সরকারের উপর দিতে চাচ্ছেন। আজকে before কথাটি থাকলে ২ বছরের যে cause of action ছিল তা সরকারের উপর বর্তাবে কিন্তু on কথাটা রাখতে হবে। তাই before বাদ দিতে হবে। In place of the word before I want to use the word on. Before বললে সমস্ত cause of action যা appointed dayতে থাকছে সমস্তগুলি সরকারের উপর বর্তাবে। তার অর্থ কত টাকা সরকারকে দিতে হবে, Government does not know even এবং কোন time fixed রইল না। On হলে বুঝতে পারি এই দিন না; Compensation যা বাদ যাচ্ছে দিতে পারি, ৪ বছর আগে কি রয়েছে তা আমি জানিনা।

Next point হচ্ছে এখানে আইনগত ভুল হচ্ছে এরা বলেছে, তাকিয়ে দেখুন—

"Provided that the State Government may, if it considers any such person to be unsuitable, discharge him, so, however, that, in the case of any such person who has been in continuous service under the Company for not less than one year immediately before the appointed day." আমরা দেখি Not before the appointed day, এতে শুধু before রয়েছে The Provission of Section 25FF of the Industrial Disputes Act, 1947 shall be applicable.

আশ্চর্য Industrial Dispute Act-এ কি বলে। কোন relevancy আছে নাকি? এখানে অন্য জিনিস তাকিয়ে দেখুন, আমি পড়ে দিচ্ছি Industrial Dispute Act 25FF বলছে—

"Notwithstanding anything contained in section 25F no workman shall be entitled to compensation under that section by reason merely of the fact that there has been change of employer or in any case where the ownership or management of the undertaking in which he is employed or if transferred whether by agreement or by operation of law from one employer to another.

তাহলে Section 25F বলছে Industrial Dispute Actএ—ছাটাই করে দিলে কোন business যদি closer হয়, বা transfer করে দিলে অন্য লোকের হাতে, কতকগুলি Compensation দিতে হবে। Section 25(F) এ যে কথাই লেখা থাকুক না কেন Employee কোন Compensation পাবে না। Notwithstanding anything contained in Section 25F no workman shall be entitled to any compensation. তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য সরকার কি সেই principle apply করতে যাচ্ছেন? না তারা apply করতে যাচ্ছে 25(F) (2)-এ যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ ১ মাসের notice দিতে হবে।

অর্থাৎ এক মাসের নোটীশ দিতে হবে—in lieu one month's notice, এক মাসের wages দিতে হবে। এবং compensation so be calculated at a given rate—15 days wage for every completed year of service. এই সমস্তগুলি দিতে হবে। সেটার Provision হচ্ছে—25(F), ঐ 25(FF) নয়। তাতে বলছে—পারে না। Compensation এর বেলায় সেই principle adopt করলেন কেন? তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে—ঐসব আজে-বাজে সব কিছু বাদ দিয়ে আপনি সরাসরি বলে দিন—

"Shall be entitled to a compensation as given in section 25(f) of the Industrial Disputes Act, viz., (1) and (2) given him notice as provided in clause (a) and had him compensation as provided in clause (b) of section 25 of the Act".

এটা রাখলেই চলবে। মাঝখানে 25(FF)-এ যে কথাগুলি আছে,—তার দরকার নাই। এই সংশোধন প্রস্তাবগুলি রাখলাম, আশাকরি এর জবাব মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় দেবেন।

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 4(b), line 2, for the words "and servants" the words "and the servants of the Company except in their capacity as servants of the State Government as provided in clause (e)" be substituted.

I also beg to move that in proviso (ii) to clause 4(c), in line 10, after the word "other" the words "but such rights shall have no effect against the State Government" be inserted.

I also beg to move that for sub-clause (e) of clause 4 the following sub-clause be substituted, namely :—

"(e) persons employed by the Company in connection with the undertaking of the Company and continuing in office immediately before the appointed day shall on the appointed day be deemed to have been the employees of the State Government, the terms and conditions of their employment remaining unaffected by the transfer of the undertaking of the Company to the State Government :

Provided that the State Government shall within three months from the appointed day appoint a suitable commission to examine the conditions of service of such persons and to recommend measures for their improvement, and shall on the basis of the recommendation, if any, make such revisions of the terms and conditions of their employment as it thinks fit."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার এই ক্লজে ৩টী সংশোধনী প্রস্তাব আছে– 43, 55 এবং 60.

আমার ৪৩ নম্বর amendment ৪ নম্বর ক্লজের (b) sub clause-এ "and servants" যে কথাটা আছে, তারপরে এই কথাগুলি ঢুকিয়ে দিতে চাই—and the servants of the company except in their capacity as servants of the State Government as provided in clause (e).

এখন যখন undertaking of the company and its management গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিচ্ছেন, তখন কোম্পানী থেকে যাচ্ছে। Clause (e)তে বলা হচ্ছে—Persons employed by the company in connection with the undertaking of the company and

continuing in office immediately before the appointed day shall be employed by the State Government.

এখন যে servants যেগুলো State Government appoint করছে, কোম্পানী তখনও exist করছে, তারা কোম্পানীর servants হবে কিনা, তার সুমীমাংসা হচ্ছে না। যেহেতু কোম্পানী তখনও থেকে যাচ্ছে। State Government এর direct servant হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না। (e)তে যে কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই কথাগুলি ঢুকিয়ে দিতে চাই—clause 4(b)তে বলা হয়েছে, undertaking of the company গভর্ণমেণ্টের কাছে transfer হয়ে যাবে এবং তখন company and its agents including managing agents, if any and servants shall cease to exercise management or control in relation to the undertaking of the company.

কিন্তু এই যে servants থেকে গেল—তারা ও তাদের power of management and control exercise করতে পারবে না। এখন এই সমস্ত servants যারা নাকি immediately before transfer ছিল, তারা এই undertakingএর কাজ পূরণের জন্য যাতে তাদের power and control exercise করতে পারে, সেই জন্য বলতে চাই—servants of the company, তখন management and control এর কাজ করতে পারবে। আমি বলতে চাচ্ছি—servants of the company except in their capacity as a servant of the State Government as provided in clause (e). এটা দিলে এর অর্থ পরিষ্কার হয় এবং কোন অর্থের অসঙ্গতি থাকে না বলে আমি মনে করি।

তারপর ৫৫ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাব, তাতে Clause 4, sub-clause (e)—Second provisoর শেষে কয়েকটী কথা জুড়ে দিতে চাচ্ছি— but such rights shall have no effect against the State Government". এই second provisoতে রয়েছে—কোন sale, exchange, gift, mortgage deed or otherwise.

এই রকম যদি কোন transfer করে থাকে company তাহলে সেই সমস্ত transfer cancelled হবে।

"Transfer cancelled between such and such dates so however that such cancellation shall not affect any rights which the transferor and the transferee may otherwise have against each other."

[4-30—4-40 p.m.]

এইগুলি cancelled হয়ে যাবে date of commencement of this Act and the appointed day। এই কথার অর্থ এই রকম দাঁড়ায় যে যদি date of commencement of the Act and the appointed day, এই দুইটির মধ্যবর্তীকালে যদি company আর কোন সম্পত্তি transfer করে, sale করে যদি থাকে এবং sale করার জন্য যদি কিছু consideration money পেয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, transfer, sale করে যে consideration money বা টাকা নিলো, এই যে right যে any right which the transferor and the transferee may otherwise have against each other.

এই right কিন্তু cancelled হল না, so, however that such cancellation shall not affect any rights এই কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, টাকাটা

যদি company নিয়ে থাকে তাহলেও সেই টাকার জন্য দায়ী হবেন State Government. এবং আগের যে ব্যবস্থা রয়েছে clause (c)তে তাতে contract, transfer sale ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সেই responsibility নিচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য State Government এর উপর দায়িত্ব পড়ছে। Clause (c), other rights which the transferor and the transferee may otherwise have against each other বলা হয়েছে, এই right থেকে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই রকম transfer will stand cancelled এবং এই যে rights which the transferor and the transferee may otherwise have against each other.

এরজন্য কোনক্রমেই State Government দায়ী হবেন না। পরিষ্কার এই provision থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এইজন্যই আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব। এরপর আমার amendment No. 60. এই amendment-এ এই clause এর sub-clause (c)-টা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি। এই sub-clause-এ বলা হয়েছে company যে সমস্ত লোকদের appointment দিয়ে থাকবে, transfer হবার পর সেই সমস্ত লোকেরা—

"Shall be employed by the State Govt. on such terms and conditions not being less advantageous than what they were entitled to immediately before the appointed day, as may be determined by the State Govt."

এখানে তাদের service under the company চলে গেল। এবং গভর্ণমেণ্ট তাদের employ করলেন। Term হ'ল not being less advantageous, কিন্তু not being less advantageous to whom ? এখানে বলে দেওয়া হয়েছে not being less advantageous than what they were entitled to immediately before the appointed day, কিন্তু not being less advantageous to whom একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি! কারণ State Government এর service এর সঙ্গে এটার link নেই। আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে এটা terminate করছে। তাই এই কথা না বলে আমি অন্যভাবে বলতে চাই। এখানে বলা হচ্ছে তাদের service terminated হয়ে গেল এবং তারা আবার newly appointed হলেন, by State Government। এই রকম provision এর consequence কি হবে, না হবে সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা যায় না। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এটার পরিবর্তে এই অংশটা রাখতে চাই—"persons employed by the company in connection with the undertaking of the company and continuing in office immediately before the appointed day shall on the appointed day be deemed to have been the employees of the State Government, the terms and conditions of their service remaining unaffected by the transfer".

Proviso to sub clause (c)-তে এখানে বলা হয়েছে State Government ইচ্ছা করলে এই সমস্ত employeesদের discharge করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে consideration এর কথাও বলা হয়েছে। আমি "on the appointed day be deemed to have been the employees of the Sate Government" ইত্যাদি এই কথাগুলির দ্বারা বলতে চাই যে the terms and conditions of their service যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এবং তারপর যে provision আমার প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে তাতে এই কথা বলা হয়েছে যে

condition of service বিচার করে দেখবার জন্য পরে tribunal বসবে। এই tribunal দেখবে কি করে তাদের service condition inprove করা যায়। এই provision দেখলেই পরিষ্কার হবে—

'Provided that the State Government shall within three months from the appointed day appoint a suitable commission to examine the conditions of service of such persons and to recommend measures for their improvement, and shall on the basis of the recommendations, if any, make such revisions of the terms and conditions of their employment as it thinks fit.'

এর অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমার মনে হয় those who are serving under the company, তাদের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে আমার সংশোধনী অনুযায়ী যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তাদের চাকরীর ভাল ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা হতে পারে বলে আমি মনে করি।

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 4(b), the following words be added at the end, namely :—

"and any contract of management between the Company and the managing agents thereof holding office as such immediately before the appointed day shall be deemed to have terminated."

I also beg to move that in clause 4(c), lines 1 and 2, the words "excluding any contract or contracts in respect of managing agency," be omitted.

I also beg to move that in clause 4'd), in line 4, after the words "the Company" the words "excluding any proceedings or any cause of action in respect of the managing agencies" be inserted.

আমার বক্তব্য হ'ল 'clause 4(b)তে' বলা হচ্ছে the Company and its agents, including managing agents, if any, and servants shall cease to exercise management or control in relation to the undertaking of the Company'.

এই contract যদি থেকে যায় managing agencyর সঙ্গে তাহলে সেই contract এর ভিতর দিয়ে managing agencyর companyতে control residuary control, substantive control হতে পারে, সেই control যদি extinguish না করা হয়, তাহলে clause 4(B) উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অবশ্য contracts কি আছে না আছে আমরা জানিনা—bill move করার সময় মুখ্যমন্ত্রী তা: রায় কি কি contracts submit করছে তা আমাদের বলেননি—তবে managing agency যখন রয়েছে তখন নিশ্চয়ই controlও আছে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই contracts সম্পূর্ণ অপসারিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেই contractsএর ভিতর দিয়ে managing agent এর control কোম্পানীর উপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে থাকতে বাধ্য। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে, managing agent এর control সম্পূর্ণরূপে extinguish করতে হবে, এবং স্পষ্টভাবে বলতে হবে, যেটা amendment 45এ বলেছি—

"Any contract of management between the Company and the managing agents thereof holding office as such immediately before the appointed day shall be deemed to have terminated".

তারপর, 47A; 59 এই দুটো amendment consequential amendment, আসল amendment 45। সুতরাং আমি মনে করি যদি এই amendment গৃহীত না হয়, তাহলে

কোম্পানীর উপর Managing Agencyর সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে একটা control এর চেষ্টা থেকে যাবে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the following proviso be added to clause 4(b), namely :—

"Provided that all employees discharged or dismissed after the 1st day of January, 1953, shall be re-employed, if that employee concerned is found willing to join the service again."

আমার amendmentটা খুব simple। এর আগে সকলেই একথা স্বীকার করেছেন এই কোম্পানীর যোগ্যতা ছিলনা, এই কোম্পানী দুর্নীতিপরায়ণ ছিল—এবং এপর্যন্ত খুব বিপজ্জনক অবস্থায় কর্মচারী এবং শ্রমিকেরা কাজ করেছে। গত কয়েকবৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীর হাতে বহুসংখ্যক কর্মচারী এবং শ্রমিক discharged ও dismissed হয়েছে। সুতরাং আজ যখন সবাই মনে করছেন এই কোম্পানীটা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, কোম্পানী যাদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করেছে গত কয়েক বৎসর ধরে তারা যদি কাজ করতে প্রস্তুত থাকে নতুন পরিবর্তিত অবস্থায়, তাহলে আমি মনে করি যে, তাদের সর্বাগ্রে কাজে পুনর্বহাল করার সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

[4-40—4-50 p.m.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : I have got two amendments—প্রথমটা বিলের যে জায়গায় বলা হয়েছে—in proviso (ii), lines 4 and 5, for the words "between the date of commencement of this Act and the appointed day" the words "after the 1st day of January, 1958 be substituted. আমি সেই জায়গায় after the 1st day of '58 একথা বলতে চাচ্ছি। বিলের clause C(ii)-তে বলা হচ্ছে any transfer by way of Sale, etc. between the date of commencement of this Act and the appointed day shall have no effect. এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যদি এভাবে appointed day বা commencement of this Act এর মধ্যে যে সমস্ত transfer বা sale হবে সেগুলির কোন effect থাকবেনা—এই কথা সরকার বলছেন, কিন্তু এর কোন মূল্য হয়না, কারণ এই সময়টা খুব কম। এতে sale বা transfer করার ইচ্ছা যদি কোম্পানীর থাকে তাহলে সেটা বন্ধ করা হবে, কিন্তু তার দ্বারা বিলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমি মনে করি, যেসমস্ত transfer বা sale ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর হয়েছে, সেগুলির কোন effect থাকবেনা এইরকম একটা ধারা বিলের মধ্যে থাকা উচিৎ, কারণ, Oriental Gas Co. nationalise করা হবে, সরকার এর control নিয়ে নেবেন এই ধরণের কথা আজ অনেকদিন থেকেই উঠেছে, এবং কোম্পানীও সেটা জানে—কাজেই কোম্পানীর যদি কোনকিছু transfer করার ইচ্ছা থাকে—এবং সেই চেষ্টা তারা already করছে—এবং এই বিলটা Act হবার আগেই তারা আরো চেষ্টা করবে—সেজন্যই এটা সত্যিই effectively করতে হয় তাহলে এই amendment গ্রহণ করা উচিৎ। এর পর—

Sir, I beg so move that proviso to clause 4(c) be ommitted.

Mr. Speaker : Your other amendment has already been moved. You can speak on it.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার দ্বিতীয় অ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে ৬৩, ৬৪, এবং সে সম্বন্ধে বলতে চাই যে এই ক্লজ-এর সাবক্লজ "ই"-তে যে প্রভাইসো আছে সেটা বাদ দেওয়া হোক, কারণ এতদিন ধরে এই প্রভাইসোতে বলা হচ্ছে যে সরকার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এই কণ্ট্রোল নিয়ে নেবার পর ওয়ার্কারদের ছাঁটাই করতে পারবেন। কিন্তু বিলের মধ্যে এরকম একটা ধারা আনার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করিনা কারণ সরকার যদি মনে করেন যে একসেস ওয়ার্কার আছে অথবা কাজের তুলনায় এত শ্রমিকের প্রয়োজন নেই তাহলে তাঁরা তো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁদের ছাঁটাই করে কমপেনসেসন দিয়ে দিতে পারবেন। সুতরাং এটা এখানে দেওয়ার কোন যুক্তি আছে বলে করি না। তা'ছাড়া এই কোম্পানীর মেসিন যে অবস্থায় চলছে তাতে সেখানকার শ্রমিকরা নানারকম বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়ে এই মেসিনে কাজ করে চলেছে কেননা ডাঃ রায় যে রিপোর্ট আমাদের কাছে পেশ করেছেন সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে সেখানে চার্জিং এবং ডিস্চার্জিং যে অটোমেটিক মেসিনে হোত তা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখন ম্যানুয়াল চার্জিং এ্যাণ্ড ডিস্চার্জিং করা হচ্ছে এবং যার ফলে শ্রমিকরা তাঁদের লাইফ রিস্ক করে কাজ করছে। সুতরাং যেখানে শ্রমিকরা তাঁদের লাইফ রিস্ক করে জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়ে দিয়েছে সেখানে আজ তাঁদের ছাঁটাই করা উচিত বলে আমি মনে করিনা এবং সেইজন্যই এই ক্লজটিকে বাদ দিতে বলছি। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটা বলব যে last come first go যারা সবচেয়ে পরে এসেছে তাঁদের ছাঁটাই করা যেতে পারে এবং যে সমস্ত লেবার লস আছে সেগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং ঐসব কথা দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that in clause 4(c), in line 2, after the words "respect of" the words "agency or" shall be inserted.

[4-50—5 p.m.]

Shri Bankim Mukherjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে এই বিলের ফার্ষ্ট রিডিং-এর পর জবাব দিতে গিয়ে ডাঃ রায় কতগুলো কথা বলেছেন যা' অত্যন্ত পাবলিসিটি পায়। প্রকৃতপক্ষে আমি যে সব কথা এখানে বলেছিলাম তা' ঠিক মত পাবলিসিটি না হওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে এরকম একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যেন আমি একটা ষ্ট্রাইকের ভয় দেখালাম এবং যার জন্য ডাঃ রায়ও তার বক্তব্যে বললেন যে কোন থ্রেটনিং বা ইন্টিমিডেসনের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে বিচলিত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আপনি প্রায়ই বলেন যে ডাঃ রায় এখানে না থাকলেও তাঁর ঘরে বসে সব কথা শোনেন। কিন্তু এ ঘটনার পর এটাই প্রমাণিত হোল যে কোন মানুষের পক্ষে তার ঘরে বসে অন্যান্য কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সব কথা মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে শোনা সম্ভবপর নয় এবং যার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তিনি আমার বক্তব্য ভাল করে না বুঝে তার জবাব দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আমার বক্তব্য ছিল যে ইউনিয়নের ওয়ার্কারসদের সঙ্গে যে এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল তা' ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে এবং তারপর যেহেতু একটা ট্রানজিসন পিরিয়ড চলছে অর্থাৎ এই কোম্পানী থাকবে কি থাকবে না সেই জন্যই আর নূতন কোন এগ্রিমেণ্ট হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। যা' হোক্, গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিলের মধ্যে ট্রাইবুনালের কোন প্রভিসন করেনি এবং ক্লজ ৪-এতে তাঁরা সরাসরি এই অধিকার নিচ্ছেন যে দরকার হলে লোক সরিয়ে দেবেন এবং মাইনের ব্যাপারে শ্রমিকদের যে ষ্টাটাস্ কো ছিল সেটাই থাকবে এবং তদুপরি ছাঁটাইও

হতে পারে। কাজেই ক্লজ ৪ যে ভাবে লেখা হয়েছে তাতে এই কথাগুলোই আমরা ধরে নিচ্ছি এবং এটাই ছিল আপত্তির কারণ। আমার বক্তব্য ছিল যে আমরা যদি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ট্রাইবুনাল চাই তা' আমরা পাবনা এবং আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা এটাই দেখেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত ষ্ট্রাইক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রাইবুনাল পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এমতাবস্থায় পরামর্শ হিসেবে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছিলাম যে আপনারা কি এটাই চান যে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর শ্রমিকদের আমরা বলব যে তোমরা গোলমাল করে ট্রাইবুনাল আদায় করে নেও। কিন্তু তিনি এতে মনে করলেন যে আমরা তাঁদের থ্রেট করছি। আমার আসল বক্তব্য হোল এই ক্লজ ৪-ই যদি না থাকত তাহলে এই অবস্থাই হোত যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ডিসপুটস্ এ্যাক্টের যে ধারা আছে তার সবগুলিই প্রয়োগ হোত অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী ম্যানেজমেণ্ট বদলে গেলেও কোন লোকের চাকুরী যাবার ভয় থাকবে না এবং যদিও বা কাহারও চাকুরী যায় তাহলে ওই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট অনুসারে তাঁর একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখানেই ক্লজের মধ্যে যদি এই সেকসনটি না থাকত তাহলে সাধারণভাবে অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রিতে যেমন হয় অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্ট বিক্রী হলে বা হাত বদল হলে সেখানকার শ্রমিকরা প্রয়োজন হলে কোর্টের আশ্রয় নিতে পারবে কিন্তু এখানে তা' রেষ্ট্রিকট করা হয়েছে এবং তদুপরি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট অনুসারে আমাদের যে ক্ষমতা ছিল তা' সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। এবং সেটা হোল এই যে যদি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কন্‌সিডার করেন যে কাহারও কার্যকলাপ আনস্টেবেল হয়েছে তাহলে তাকে ডিস্‌চার্জ করতে পারবেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে সেই কাজ ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট করবেন না স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী করবেন? তবে আমি জানি যে তিনি নিজে একাজ করতে পারবেন না কেননা তাঁর সময়াভাব। কাজেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে নিশ্চয়ই এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকে চালাবার জন্য কোন ম্যানেজার বা ডাইরেক্টর অ্যাপয়েণ্ট করবেন এবং যে সব অফিসাররা তাকে এই সব খবর বা কোম্পানীর অবস্থা জানিয়ে দেবেন। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে যেমন একজন অফিসার কতগুলো মিথ্যা সংবাদ দিয়ে বিজয় সিং নাহারকে ব্রিফ করেছিলেন—অবশ্য পরে আমি জানতে পেরেছি যে সেই অফিসারটি কে। কাজেই আমরা জানি যে এরকম বহু দালাল অ্যাপয়েণ্টেড হবে যারা ওয়ার্কার্সদের খবরাখবর গভর্ণমেণ্টকে জানাবে এবং ষ্টেট-গভর্ণমেণ্টও সেই খবরকে ভিত্তি করে তাঁদের ইচ্ছামত যে কোন লোকের চাকুরী নিয়ে নেবে। কাজেই এই যে জিনিস রয়েছে এর পরিণাম অত্যন্তই ভয়াবহ। কেননা যদি এমনিতে কারুর চাকুরী নিয়ে নিত তাহলে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট অনুসারে যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে আমরা কিছুটা সুবিচার পেতাম। কিন্তু এখানে যে নূতন আইন করা হচ্ছে তাতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিস্‌পুটস্ এ্যাক্টের রেফারেন্স রয়েছে এবং তা' থাকার দরুণ নূতন ব্যবস্থা কি হচ্ছে, না ডেস্‌পাইট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট। অবশ্য সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় দেখিয়ে দিয়েছেন যে সেকসন ২৫ এফ্ এফ্ যা' আছে তা ভুল, সেকসন ২৫ এফ্ হওয়া উচিত। সেকসন ২৫ এফ্ এফ্ যা' বলা হয়েছে তা'তে তাঁরা কিছু পেতে পারে না।

যা হোক, এ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে লোক superfluous, কোন লোক unsuitable—unsuitable মানে কি? Unsuitable বহু রকমে হতে পারে। এত flexible তার মানে যে, যে কোন লোককে unsuitable বলা যেতে পারে। যিনি Director তাঁর সঙ্গে suit করছে না, তিনি যে কাজ করেন তাঁর কাজের সঙ্গে suit করছে না—এর অর্থটা কি? সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তিনি যে কাজ করেন সেই কাজের সঙ্গে suit করছে না। তাহলে এতদিন রয়েছে কি করে? কোম্পানী তো তাড়াতে পারত। সেখানে যা বলা হচ্ছে—আর, তাও পরিষ্কার করা নেই যে বেশী লোক রয়েছে কাজেই কম লোক নিয়ে rationalise করব এ কথার কোন মানে হয় না। যদি workers এর তরফ থেকে দেখি তাহলে এর এত মানে হয় যে,

যে মানে থেকে ভয়ংকর পরিস্থিতি উঠতে পারে। কাজেই শেষ পর্যন্ত জিনিষটা হচ্ছে একজন বা কিছু লোকের উপর কিছু দায়িত্ব আসছে যদিও লেখা আছে State Government consider করলে পর, কিন্তু সেটা আসল নয়, আসল হচ্ছে State Government appointed authority, তিনি যদি মনে করেন তাহলে বহু লোকের service যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে যে service agreement, term ছিল তাতেও খানিকটা মুস্কিল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লোক surplus নয়, লোক অত্যন্ত কম আছে। আমরা আপনাকে সেদিন বলেছিলাম যে আগে যেখানে ২ হাজার থেকে ২২ শো লোক কাজ করত, এখন সেখানে ১২ শো লোক কাজ করছে এবং ৭ শো লোক floating অর্থাৎ বদলিও ঠিক নয়, daily wage earner হিসাবে তাদের রাখা হয়েছে এবং সে জায়গায় আমাদের সঙ্গে একটা agreement হয়েছিল, সেই agreement-এ পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে—

"Workmen working in permanent vacancies shall be made permanent in accordance with the standing orders of the Company and individual cases, if brought to the notice of the management by the representatives of the workmen, shall be immediately looked into"

এই ৭ শো লোকের সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি, যদিও এটা management এর notice-এ আনা হয়েছে। এই লোকগুলি ৬ মাসের বেশী কাজ করছে এবং standing order অনুসারে তারা কাজ পেতে পারত, তা সত্ত্বেও হয়নি, সেটা সম্বন্ধে কি করা যায়—কারণ এখন আমাদের agreement চালু হয়েছে, নতুন agreement না হওয়া পর্যন্ত পুরাণ agreement থাকবে। তারপর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ১০ বছর আগে একটা strike এর ফলেতে ১২ শো লোক ছাঁটাই হয়েছিল। আমরা তার reinstatement প্রভৃতি চেয়েছিলাম। সেটার সম্বন্ধে অবশ্য এই agreement হয়েছে যে—

"Regarding the demands of the workmen as to the reinstatement of all the employees who were discharged in the months of June and August, 1951 and as to grant them full wages for the period of their unemployment since discharge and further to grant them full gratuity, pension and service benefits to these discharged employees of 1951 who already died, the Union agrees not to press the same". কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা note আছে। সেই নোটটা হচ্ছে—"Without prejudice to the Company's contention that the issues raised in demands No. 15(a) and 15(b) of the Charter of Demands dated 25. 7. 57. of the Union are settled and closed, Shri Bankim Mukherjee, President, Oriental Gas Workers Union, may nevertheless represent their cases if he considers necessary".

[5—5-20 p.m.]

অর্থাৎ as President আমার উপর খানিকটা ভার রয়েছে এই কেসগুলি নিয়ে—তাদের সম্বন্ধে represent করা এবং তাদের representation চলছে, এখনও কোন একটা final settlement হয়নি, তারই বা কি পরিস্থিতি হবে, ওখানকার নতুন যে সমস্ত agreement রয়েছে তারই বা কি পরিস্থিতি হবে এ সম্বন্ধে কোন সদুত্তর নেই। একমাত্র সম্ভব হত যদি গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত ব্যাপারগুলির জন্য immediately after taking over—যে status quo রয়েছে সেই status quo থাকে। কিন্তু তারপর তারা একটা ট্রাইবুন্যাল appoint করবেন, সেই ট্রাইবুনালে আমাদের যে charter of demands ছিল, যে সমস্ত জিনিষ terms of agreement থেকে

উঠেছে সেই সমস্ত জিনিষ যদি ট্রাইবুনাল consider করতেন তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝতাম যে এর একটা হদিশ হবে, কেন না আমরা দেখেছি যে এত লোক ছাঁটাই হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যেটা দেখছি—আমাদের টার্মস অব এগ্রিমেণ্ট থেকে দেখছি যে সেই সমস্ত লোকের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা সেই সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম কোনরকম একটা এগ্রিমেণ্ট করে বোনাস পাবার জন্য এবং সেজন্য আমরা আমাদের বহু ডিমাণ্ড ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি সেদিন আপনার সামনে দেখিয়েছিলাম যে ইলেকট্রিক কোম্পানী বা ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানীর মিনিমাম ওয়েজেসের সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর মিনিমাম ওয়েজেসের পার্থক্য হচ্ছে ২০ টাকা বেশী, ক্লার্কস-এর পার্থক্য হচ্ছে ২৫ টাকারও বেশী। এত কম ওয়েজেসে তাঁরা সম্মত হয়েছিলেন ইউনিয়ন রেকগ্‌নিসন্, পূজা বোনাস প্রভৃতি বহু কারণের জন্য—দু' বছরের জন্য আমরা এগ্রিমেণ্ট করি যাতে পরে ফার্দার কিছু করা যেতে পারে। কাজেই গভর্ণমেণ্টের এই ভুল ধারণা যেন না থাকে যে ইউনিয়নের তরফ থেকে কোন ভয় বা ভীতি দেখানো হচ্ছে, বরং ইউনিয়ন নিজেই ভীত-সন্ত্রস্ত এই বিল আনবার পর কারণ কে থাকবে না থাকবে তা তাঁরা জানেন না। কাজেই তাঁরা গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রার্থনা করছেন যে ঐ কোম্পানী নেবার পর একটা ট্রাইবুনাল করে এই সমস্ত ব্যাপারগুলির যাতে একটা মীমাংসা হয়।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

After Adjournment

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Manoranjan Hazra : স্পীকার মহাশয়, শ্রীগনেশ ঘোষ এবং শ্রীসুহৃদ মল্লিক চৌধুরীর নামে যে সংশোধনী আছে আমি সেগুলির সমর্থনে দুটো কথা বলবো। এই বিলটা এই হাউসে যখন প্রথম পর্যায়ে আসে তখন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন ধর কতকগুলি ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স দিয়েছিলেন যে এই সম্পত্তি কিভাবে বিক্রী হয়েছে, হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সেগুলি সত্য হলে নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ আছে। সেজন্য প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে যে বলা হয়েছে "১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সেইভাবে এটাকে করা দরকার তা না হলে অনেক সম্পত্তি বেরিয়ে যাবে। আমি এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে বলি—এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। আর দ্বিতীয় বক্তব্যটা আপনাকেই বলেছেন, বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী এটাকে খুব ভালভাবেই রেখেছেন—আমার কথা হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস য়াক্ট একটা যে আছে সেই আইনের আওতায় শ্রমিককর্মচারীরা যে অধিকার পেয়ে আসছেন সেই অধিকারের নাম করে তাকে খণ্ডিত করার কোন যুক্তি থাকতে পারেনা এবং সেদিক থেকে বর্তমান সরকারের হাতে যখন এই প্রতিষ্ঠান আসবে তখন এই শ্রমিক কর্মচারীদের উপর একটা অবিচার হওয়ার আশঙ্কা থাকা উচিৎ নয়। কাজেই শেষ উপধারাটাকে বাদ দেয়া হোক এই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, all the comments made in the House with regard to the different provisions of section 4 have been, to my mind, due to some misapprehension with regard to the objectives of the Act or the provisions of section 4. In the first place the proposal is not to use the provisions of the Central Act namely, the Industries (Development and Regulation) Act, which has been leasted by the Government of India under List I.

We cannot pass any law under the Act. The reference to Mundhra and Jessop shows that there is a misrpprehension that taking over is being

done under that Act. We are taking over under item No. 25 of the Seventh Schedule, Second List Gas and gas works under Article 31A of the Constitution the management of the property and nothing else. We have nothing to do with the managing agents, with the company's affairs at all. We do not touch the company. The question of the Directors or any reference to the Directors is out of place. That is my first point.

My second point is this :—There are three types of contractual obligations mentioned in Section 4. One is the engagement between the Company and its agents, including managing agents, etc. Secondly, the contract between the company and the suppliers of various things. Thirdly, let us say the contract between the consumers and the Company. Fourthly, let us say the powers enjoyed by the Company with regard to digging of the earth which they have held under the Act of 1857. What this Section 4 says is that we have nothing to do with the Company. Therefore, under section 4(b) the Company and its agents, including managing agents, if any, and servants shall cease to exercise management or control in relation to the undertaking of the Company. They go out of the picture ; rub them out altogether. Then sub-section (c) says "all contracts, excluding any contract or contracts in respect of managing agency, subsisting immediately before the appointed day will cease to have any effect". Others will be enforceable. For instance, if there is a contract for the supply of coal or supply of a particular type of steel or machinery to the Company, that contract we would like to keep, because otherwise we shall not be able to carry on the work of the Company. Then with regard to the limitation of the contract we have got provision (i) and provision (ii). One relates to the contractual obligations made after the 1st day of January, 1958. I mentioned in my opening speech that it was not likely that any particular party will enter into a contract with the Company in order to defraud the Government when it takes the Company before there is any talk about the Government taking it over. You will remember that Government first thought of taking it over on the 15th April, 1958. Therefore we have put down the date as the 1st of January regarding the contract. The second one is the transfer by way of sale, etc. and it has been suggested that here also we should put down a date. My difficulty is lawyers told me—and lawyers are very difficult people sometimes to get round—that the Privy Council decision has been that when you are not taking over any property, you cannot antidate any provision for a thing which has happened in the past. Therefore although I would like it, it is not possible.

Legally it would be challenged. Then with regard to provision of transfer of employees, my friend Shri Subodh Banerjee, who is usually an informed person in this House referred to the old Industrial Disputes Act. The figure given in the Bill is about 25. Now, Sir, the whole picture is that all these men will become employees of Government whether they be 1200 or 2500. Personally, I feel that the rights of the employees and their privileges ought to be protected in as many ways as possible. This is partly covered by section 25(ff) of the Industrial Disputes Act, but it is also necessary to assure Shri Bankim Mukherjee who is the President of the Union that any just demand of the employees will be looked into by the Government. Sir, I have nothing more to add. With regard to the amendment of clause 4, I do not think that they have been able to improve the picture and they have been conceived under a

misapprehension of the objectrive of the Bill. Therefore I oppose all the mendments except that of Shri Jagannath Kolay.

Demonstration by the surplus staff of the Relief and Rehabilitation Department.

Dr. Maitreyee Bose : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি—নর্বাসন দপ্তরের কয়েক হাজার কর্মচারী এখানে শোভাযাত্রা করে এসেছেন ; তার মধ্যে খাদ্যদপ্তরে রা আগে কাজ করতেন, পরে পুনর্বাসন দপ্তরে কাজ হয়েছিল, তাঁদের অনেকেও এর মধ্যে আছে বং বেশ কিছু লোকের চাকরী বরখাস্ত হবার নোটীশ এসে গেছে। আমার কাছে তাঁরা লোক ঠিয়েছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি। তাঁরা যে memorandum দেবেন, তা পুনর্বাসনমন্ত্রী ও খ্যমন্ত্রীর কাছে আমি পরে রাখবো। এই কথা জানিয়ে আমি সেখানে যাচ্ছি।

Shri Subodh Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা পয়েণ্ট সম্পর্কে ঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা শুনছি যে আপনি Food Deptt. এর মত ওঁদের াজ দেবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ২২৫ জন কর্মচারী ছাটাই হয়ে গেছে, সেই ছাটাই নোটীশ তাঁরা পয়েছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I suggest that this lause be put and then this matter may be taken up.

Mr. Speaker : Yes.

THE ORIENTAL GAS COMPANY BILL

The Motion of Shri Jagannath Kolay that in clause 4(c), in line 2, fter the words "respect of" the words "agency or" shall be inserted, was hen put and agreed to.

The motion of Shri Sunil Das that in clause 4(c), lines 1 and 2, the vords "excluding any contract or contracts in respect of managing gency", be omitted, was then put and lost.

Clause 4

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 4(a) the following e inserted, namely :—

"(a1) all persons holding office as directors of the Company immediately before the appointed day shall be deemed to have vacated their offices as such ;

(a2) the State Government may, at any time, by notification in the *Official Gazette*, appoint as many persons as it thinks fit to be directors of the Company for the purpose of taking over the management and control of the undertaking of the Company and may appoint one of such directors to be Chairman ;

(a3) the directors so appointed by the State Government shall, for all purposes be directors of the Company duly constituted under the Companies Act and shall alone be entitled to exercise all the powers of the directors of the Company, whether such powers are derived from the Companies Act or from the Memorandum or Articles of Association or otherwise" was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 4(b), line 2, for the words "and servants" the words "and the servants of the Company except in their capacity as servants of the State Government as provided in clause (c)" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(b), in line 4, after the words "of the Company" the words "but the State Government may, at any time, by notification in the *Official Gazette*, appoint as many persons as it thinks fit for the purpose of management and control of the Company" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Rabin Mukherji that the following proviso be added to clause 4(b), namely :—

"Provided that all employees discharged or dismissed after the 1st day of January, 1953, shall be re-employed, if that employee concerned is found willing to join the service again" was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4(c), line 5, for the words –"or to be enforceable" the word "as" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(c), line 8, the words "against or" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that for paragraph (i) of the proviso to clause 4(c), the following be substituted, namely :—

"the provision of this clause shall not apply to any contract which was executed after the 1st day of January 1955" was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(c) in proviso (ii), lines 4 and 5, for the words "between the date of commencement of this Act and the appointed day" the words "after the 1st day of January, 1958" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in proviso (ii) to clause 4(c), in line 10, after the word "other" the words "but such rights shall have no effect against the State Government" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clause 4(d) be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(d), line 2, for the word "before" the word "on" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that in clause 4(d), in line 4, after the words "the Company" the words "excluding any proceedings or any case of action in respect of the managing agencies" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 4(e), line 4, for the word "employed" the words "allowed to continue" be substituted was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that proviso to clause 4(e) be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in proviso to clause 4(e) in line 2, for the word "person" the word "employee" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in proviso to clause 4(e), line 3, for the word "person" the word "employee" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(e), in proviso, lines 6 to 8, the words "the provisions of section 25FF, of the Industrial Disputes Act, 1947, shall be applicable, that is to say," be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(e), proviso (ii), last line for the words "said Act" the words "Industrial Disputes Act, 1947" be substituted was then put and lost.

[5-30—5-40 p.m.]

The motion of Shri Sunil Das that in clause 4(b), the following words be added at the end, namely :—

> "and any contract of management between the Company and the managing agents thereof holding office as such immediately before the appointed day shall be deemed to have terminated.',

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—111

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban

Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Seleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri, Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Srimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, the Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal

Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and Noes 111, the motion was lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that for sub-clause (e of clause 4, the following sub-clause be substituted, namely :

"(e) persons employed by the Company in connection with the undertaking of the Company and continuing in office immediately before the appointed day shall on the appointed day be deemed to have been the employees of the State Government, the terms and conditions of their employment remaining unaffected by the transfer of the undertaking of the Company to the State Government :

Provided that the State Government shall within three months from the appointed day appoint a suitable commission to examine the conditions of service of such persons and to recommend measures for their improvement, and shall on the basis of the recommendations, if any, make such revisions of the terms and conditions of their employment as it thinks fit."

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—111

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Srimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri, Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee

Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Giasuddin, Shri
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri, Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Kisir Kumar
Saha, Shri Nakul Chandra
Sarkar Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri, Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mandal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Sri, Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 110, the motion was lost.

The question that clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Retrenchment in the Refugee Department

Shri Subodh Banerjee : স্যার, Refugee Department এর কিছু কর্মচারী এসেছেন বাইরে, প্রফুল্লবাবু বাংলা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বলেছিলেন alternative service না দিয়ে কাউকে ছাঁটাই করা হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ২২৫ জনকে Refugee Department থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে, তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি যে কথা বলেন actually তা কার্যকরী হচ্ছে না কেন ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমি একথা বলেছিলাম যে যাঁরা যাঁরা ছাঁটাই হবেন তাঁদের জন্য আমরা alternative job এর ব্যবস্থা করব—আমরা প্রত্যেক Department-এ জানিয়ে দিয়েছি কোন vacancy হলেই এঁদের যেন নিয়োগ করা হয়।

Shri Subodh Banerjee : ছাঁটাই হয়ে গেল, alternative service ছাঁটাই করবেন না, সেটা করা হচ্ছে না কেন ?

Shri Hemanta Kumar Basu : Food Department-এও surplus declare করা হয়েছিল অনেককে, কিন্তু যতদিন না alternative চাকরী দেওয়া হয়েছে, ততদিন তাঁদের মাইনে ইত্যাদি সবই দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সেটা করা হোক।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যাঁরা surplus হয়েছে, তাঁদের camp-এ চাকরী ছিল, তাঁদের বেতন সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকার দিতেন, আমরা দিই না।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : স্যার, প্রফুল্লবাবু জানেন না বাণ্ডিল বাণ্ডিল discharge notice তৈরী হয়ে আছে এই হচ্ছে এক নম্বর ; দুই নম্বর হচ্ছে, অনেককে মুখ দেখেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আমার কথা হচ্ছে, আপনি বলেছিলেন alternative employment না দিয়ে কাউকে ছাঁটাই করা হবে না, কিন্তু ২২৫ জনকে discharge notice দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যাঁরা surplus হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৮৩ জন primary teacher ও কিছু পিওন আছে—শিক্ষা বিভাগকে আমরা জানিয়েছি, তাঁরা খুব চেষ্টা করছেন নিয়ে নেবার জন্য।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : কিন্তু notice যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

Shri Nepal Ray : তাঁদের service break হলে, সেটা count করা হবে কিনা, এবং অন্যান্য advantage পাবে কিনা তারা যখন নতুন চাকরীতে যাবেন ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বিবেচনা করে দেখব।

Shri Bankim Mukherjee : যখনই কোন deputation আসে মন্ত্রীরা সেই deputation গ্রহণ করেন, তাই বলি এখানেও যদি সেই ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ Assemblyর বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিও যাঁরা Refugee Department থেকে deputation-এ এসেছেন তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যদি দেখা করেন এবং এই সমস্ত জিনিষ আলোচনা করেন তাহলে পর ভাল ফল হবে, তা নাহলে আমরা এখানে প্রশ্ন করব, আপনারাই তার উত্তর দেবেন, অযথা এভাবে অনেক সময় নষ্ট হবে অথচ আসল জিনিষটা পরিষ্কার হবে না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা alternative চাকরী দিতে পারছি, তারা কোন স্টোকবাক্যে সন্তুষ্ট হবে না।

Shri Bankim Mukherjee : প্রত্যেক সময়েই deputation মন্ত্রীরা গ্রহণ করেন, এবং বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধি ও deputationistদের প্রতিনিধির সামনে যদি কথাবার্তা হয় তাহলে অন্ততঃ ভুল বুঝাবুঝির থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যাঁরা surplus হয়েছেন তাঁদের alternative job দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং আমাদের Chief Secretary প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কোন নতুন appointment করতে হলে qualification দেখে এঁদের যেন নিয়োগ করা হয়, এবং শুধু তাই নয়, আমরা একজন special officier নিয়োগ করেছি, যেমন Food Department-এ করেছিলাম, এই special officerকে জানিয়ে দিয়েছি তাদের কত বৎসরের service, record কি রকম, কি qualification ইত্যাদি সব দেখে সমস্ত Department এর সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য। সমস্ত জেলাতেও আমরা District Magistrateদের এই মর্মে জানিয়ে দিয়েছি।

Shri Bankim Mukherjee : এতে কতগুলি ভুল বুঝাবুঝি হবে। লোকের ধারণা ছিল Food Department-এ যে রকম ব্যবস্থা হয়েছিল এখানেও সেইরকম হবে, কিন্তু আপনার কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে সে রকম হচ্ছে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Food Department এর ব্যাপারটাই ছিল—

[5-40—5-50 p. m.]

Shri Bankim Mukherjee : মুখ্যমন্ত্রী আমার কথাটা আগে শুনুন—যাদের এখন চাকরী চলে যাবে তাদের নানারকম difficulties হবে, service break হয়ে যাবে ; যদি সে জায়গায় একটু সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তাহলে হয়তো alternative job ইতিমধ্যে পেয়ে যাবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমার মনে হয় এরা এখনো retrenched হয়নি :

Shri Jatindra Chakrovorty : Actually নোটিশ দেওয়া হয়েছে, বঙ্কিমবাবুর কথামত ওঁদের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করলে—

The Hon'ble Profulla Chandra Sen : আমি শ্রীঅরবিন্দ বসু এবং আরও ৫।৭ জনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম—আমরা alternative job দেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, এখন আর আলোচনা করার কি দরকার আছে ?

Dr. Ranendra Nath Sen : Refugee Department এর টাকা Central Government থেকে আসে এটা ঠিক। Food Department-এ অন্য রকম ব্যবস্থা ছিল। এখানে সেদিন একটা প্রস্তাব পাস হল, এবং সেটা কংগ্রেসপক্ষেরই প্রস্তাব, যে camp ইত্যাদি যেন close না করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা যদি discharge হয়ে যায় তাহলে তাদের কি হবে, reappointment হবে, না reinstatement হবে ইত্যাদি অনেক difficulty হতে পারে, কিন্তু Food Department এর বেলায় surplus declared হলেও তাদের অন্য department এ alternative employment দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, হেমন্তবাবু সেটা বলেছেন, তারপর, নেপালবাবু যেটা বলেছেন—তাদের continuity of service এর প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : প্রথম কথা হচ্ছে, তাঁরা তো আমাদের চাকরী করেন না, Central Government এর চাকরী করেন, এই একটা difficulty they are not our servants. They are servants of the Central Government. তাহলেও তাদের খানিকটা responsibility আমরাও নিয়েছি, যেমন teacherদের বিষয়, তাদের আমরা নিতে বাধ্য—তারপর ৫০।৫২ জন পিওন আছে, তাদেরও আমরা নিয়ে নিতে পারব ; তারপর clerks, তাদের service record কি রকম আছে ইত্যাদি দেখে আমরা খুব সম্ভব তাদের district-এ নিয়ে নিতে পারব ধীরে ধীরে—তবে আমি যতদূর জানি নোটিশ দেওয়া হলেও actually ছাঁটাই হয়নি।

Dr. Ranendra Nath Sen : ২২৫ জন ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে, it is fact, they are no longer in service, তাঁদের termination of service হয়ে গিয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : আমরা ব্যাপারটা দেখছি।

Dr. Ranendra Nath Sen : শুধু Campই নয়, total Refugee Department এর সকলেরই চাকরী যাবার আশংকা রয়েছে। তারপর, Central policy যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে total refugee department তুলে দেওয়া হচ্ছে, কাগজে দেখেছি—দিল্লীতে Union Rehabilitation Ministryর সামনে demonstration হয়েছে। কাজেই কথা হচ্ছে, West Bengal Government থেকে এঁরা যদি কোন protection না পান তাহলে এই ৮।১০ হাজার ছেলেমেয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাদের যদি কোন প্রোটেকসান না দেন তাহলে ৮।১০ হাজার কর্মচারীর সর্বনাশ হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : পরে জানাব। এটা তো সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার।

Dr. Ranendra Nath Sen : ফুড ডিপার্টমেণ্টে দিয়েছিলেন।

Shri Bankim Mukherjee : আমি বলছিলাম যে এইভাবে ডিসকাস করে হাউসের সময় নষ্ট না করে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রফুল্ল সেনকে অনুরোধ করবো যে তাঁরা উভয়েই তাঁদের বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে আলোচনা করুন এবং তারপর একটা ঠিক করুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : কথা বলে কোন লাভ হবে না।

Shri Bankim Mukherjee : খুঁটিনাটি অনেক বিষয় তো পরিষ্কার হতে পারে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এখন আলোচনা করা তো সম্ভব নয়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : খাদ্য বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে আমরা কোন পরামর্শ না করেই আমরা ১২ হাজার লোককে পুনর্নিয়োগ করেছিলাম। অর্থাৎ তাদের অলটারনেটিভ employment আমরা দিয়েছিলাম।

Shri Bankim Mukherjee : তাঁদের যাঁরা প্রতিনিধি আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করুন এবং কোন কিছু ঠিক করার আগে তাঁদের কি বলার আছে সেটা শুনুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এখন আমি কোন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করব না, অন্য জায়গায় করতে পারি।

Shri Bankim Mukherjee : রাইটার্স বিল্ডিংস-এ তাঁদের সঙ্গে কবে দেখা করবেন সেটা বলতে পারলে তারা ডিসপার্স করে যাবে।

[No reply]

The Oriental Gas Company Bill, 1960

Clause 5

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 5(1), lines 2 and 3, the words "for the purpose of management and control," be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(3), lines 3 and 4, the words "for the purpose of management and control," be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 5(3), lines 5 and 6, the words "on conviction before a Magistrate" be omitted.

স্পীকার মহাশয়, ক্লজ ৫-৬ আমার ৩টা ছোট ছোট এমেণ্ডমেণ্ট রয়েছে। ৭০ এবং ৭৯—এই দুটো প্র্যাকটিক্যালি এক। এখানে রয়েছে Transfer of the undertaking of the company to the State Government, for the purpose of management and control under clause (a) of section 4 থাকার কোন প্রয়োজন নেই যেহেতু transfer under clause (a) of section 4, for the purpose of management and control বলে দেওয়া আছে। কাজেই for the purpose of management and control কথাটা বলার কোন দরকার নেই। এই পোরসানটা রিডানডাণ্ট। সেজন্য এই পোরসানটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা সংশোধনী প্রস্তাবটা নিতে বলছি।

তার পরেরটা যেখানে shall on conviction before a Magistrate be punishable কথা আছে সেখানে on conviction before a Magistrate কথাটা বাদ দিতে চাচ্ছি। কারণ এখানে কি পানিসমেণ্ট হবে সেটা স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করে লেখা রয়েছে—অবস্ট্রাকসানের ক্ষেত্রে shall be punishable কাজেই এখানে on conviction before a Magistrate থাকার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যদি কনভিকসান হয় তাহলে পানিসিবল হবে– on conviction যদি হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে পানিসিবল হবে। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। সেজন্য বলছি যে shall এর পর on conviction before a Magistrate এই পোরসানটুকু বাদ দেওয়া হোক।

Mr. Speaker: Amendments of Shri Sunil Das and Shri Subodh Banerjee are not moved.

[5-50—6 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that in clause 5(3), in line 1, after the words "Whoever refuses" the words "or fails to comply with the provisions of the sub-section (1)" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ৫ নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে যে কোম্পানীর অফিসিয়ালসদের যদি ট্রান্সফার না করেন তাহলে সেখানে বলা হচ্ছে যে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ডেলিভারী এনফোর্স করবে এবং সেই ডেলিভারী এনফোর্স করবার সময় যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে তাকে পানিসমেণ্ট দেওয়া হবে। ৫ নম্বর ক্লজে মোটামুটি এই কথাই বলা হয়েছে এবং আমি সেখানে সংশোধনী দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে যদি কোন লোক অথবা যদি কোন অফিসার রিফিউসেস্ টু কমপ্লাই অর ফেইলস্ টু কমপ্লাই উইথ দি প্রভিসনস্ অব দি সাবসেকসন (১), অর্থাৎ সরকার পক্ষ থেকে যখন নোটিশ দেওয়া হবে যে তুমি অমুক দিনের মধ্যে আমাদের পজেসন ডেলিভারী কর এবং সেই অর্ডার যদি কেউ কমপ্লাই না করে তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট ডেলিভারী এনফোর্স করবে সেটা যদিও বুঝতে পারা যাচ্ছে কিন্তু তাকে সাজা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। সেইজন্যই আমি বলতে চাই যে হু এভার রিফিউসেস্ অর ফেইল টু কমপ্লাই উইথ দি প্রভিসনস্ অব দি সাব-সেকসন (ওয়ান) এ কথাটা যোগ দেওয়া হোক। কেননা এটা যোগ দেওয়া হলে যারা ডেলিভারী দেবেনা তাঁদের সাজা দেবার একটা বন্দোবস্ত হবে।

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 5(3), line 8, for the words "which may extend to" the words "amounting to over" be substituted.

স্যার, গভর্ণমেণ্ট এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী নিতে চেয়েছেন এবং তারজন্য যথেষ্ট আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। তবে এদিক থেকে যেমন আগ্রহ দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি বিপত্তিকারীদের দমন করবার জন্য সরকার তাঁর কঠোর হস্তে যে সমস্ত আইন প্রনয়ন করেছেন তা' প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোরতার দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রেখেছেন। এখানে ৩-এর "এ"-তে বলা হয়েছে হু এভার রিফিউসেস্ অর উইল ফুল্লী অবস্ট্রাক্টস্ দি ডেলিভারী টু দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এবং তারপর শেষের দিকে লাষ্ট বাট ওয়ান লাইন সেখানে রয়েছে যে বি লায়েবেল আণ্ডার অ্যানি আদার ল ফর দি টাইম বিয়িং ইনফোর্স উইথ্ ফাইন হুইস্ মে এক্সটেণ্ড টু ওয়ান থাউস্যাণ্ড রুপিস্। স্যার, অনেক সময় দেখা গেছে যে আদালতের বিচার বিভাগ পর্যন্ত দুর্নীতিতে কলুষিত হয়ে রয়েছে এবং সেইজন্যই আমি বলতে চাই যে অনুশাসন যদি উপযুক্তভাবে দৃঢ় না করে সেখানে যদি ফাক রাখা হয় তাহলে কোন রন্ধ্র দিয়ে যে দুর্নীতি প্রবেশ করবে তা' বলা যায় না। কাজেই সরকার যখন এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী নিতে যাচ্ছেন তখন সেক্ষেত্রে যদি কোন বিপত্তিকারী থাকে তাকে দমন করবার জন্য যে আইন রাখা হয়েছে এবং যে ফাইনের কথা বলা হয়েছে তাতে অন্যান্য যে সমস্ত বিধিবদ্ধ আইন ইতিপূর্বে থেকে গেছে তার উপর এটা বলা হয়েছে যে উইথ ফাইন হুইস্ মে এক্সটেণ্ড টু ওয়ান থাউস্যাণ্ড রুপিস। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই কথাটার সুযোগ নিয়ে ঐ বিপত্তিকারীদের, বাধাসৃষ্টিকারীদের ফাইন হয়ত বা করা হবে কিন্তু তা' ঐ ১০/৫৲ টাকা পর্যন্ত। সেইজন্যই আমি বলতে চাই যে যথেষ্ট কঠোরতা থাকার প্রয়োজন আছে এবং কি পরিমাণ দণ্ড হওয়া উচিৎ তার একটা মিনিমাম ঠিক করে দেওয়া দরকার। তবে এই মিনিমাম যদি ঠিক করা না হয় তাহলে যেহেতু এই বাধাসৃষ্টিকারীদের নামমাত্র শাস্তি পাবার সুযোগ আছে সেইহেতু তাঁরা বাধাসৃষ্টি করে সরকারকে নানাভাবে বিব্রত করার সুযোগ পাবে এবং এই টেকিং ওভারের ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবে। একথা বলার আরও একটা কারণ হচ্ছে যে বহুক্ষেত্রে এরকম দেখা গেছে যে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরা যখন চোরাকারবার করে ধরা পড়ে তখন আইনে শাস্তির যে ব্যবস্থা আছে তাতে দেখা গেছে যে বহুপরিমাণ হরলিকস্ চোরাবাজারে বিক্রী করায় যে শাস্তি বা ফাইনের ব্যবস্থা হয় তার পরিমাণ অত্যন্তই কম।

Mr. Speaker : Mr. Haldar, it is a very simple amendment. All that you want is, it should be over one thousand rupees.

Shri Ramanuj Haldar : Yes, Sir, it is a very simple amendment and I think the Chief Minister will accept the amendment.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I have nothing to say. I oppose all the amendments.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 5(1), lines 2 and 3, the words "for the purpose of management and control," be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 5(3), in line 1, after the words "Whoever refuses" the words "or fails to comply with the provisions of sub-section (1)" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 5(3), lines 3 and 4, the words "for the purpose of management and control," be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 5 3), lines 5 and 6, the words "on conviction before a Magistrate", be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 5(3), line 8, for the words 'which may extend to" the words "amounting to over" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 6(1), in line 6, after the word "lighting" the words "and for other purposes, if any," be inserted.

স্যার, clause 6(1)-এ আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে। State Government undertaking নিয়ে নেওয়ার পর undertaking কাজে লাগাবেন for the purpose of production of gas and supply thereof to industrial undertakings, hospitals and other welfare institutions.

আমি এই street lighting এর পর and for other purposes, if any এই কথাগুলি ঢুকিয়ে দিতে চাইছি। কারণ, দেখা যাচ্ছে এই গ্যাস সাপ্লাই করা হবে industrial undertakings, hospitals, welfare institutions-এ কিসের জন্য সে রকম কোন restriction এখানে impose করা হচ্ছে না। তারা যে কোন purpose-এ গ্যাস নিতে পারে এমন কি domestic consumption এর জন্য। গ্যাস সাপ্লাই করা হবে to public in general, সেখানে কোন restrictions দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু local authorityকে বলে দেওয়া হচ্ছে gas to be supplied to local authoritise for street lighting alone সেখানে এই restriction impose করবার কোন অর্থ আমরা খুঁজে পাই না। Local authorities street lighting ভিন্ন অন্য কোন purpose এও ব্যবহার করতে পারবে এ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কাজেই সেখানে restriction দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। সেজন্য আমি বলছি এই restriction না রাখা উচিত এবং local authorities এর পরে for street lighting and for other purposes এই কথাগুলি জুড়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এই সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

[6—6-10 p. m.]

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that in clause 6(1), in lines 6 and 7, after the words "domestic consumption" the words "at a rate not higher than the rate that existed on the 1st day of January, 1959" be inserted.

I also move that the following proviso be added to clause 6(2), namely :—

"Provided that the rate of supply shall be reconsidered with a view to progressively reducing the rate after completion of the Gas Grid and supply received from Durgapur plant."

মিঃ স্পীকার স্যার, ৮৭ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে—আমাদের আশংকা আছে যে গ্যাস কোম্পানী আমাদের ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট য়্যাকোয়ার করার পর গ্যাস সাপ্লাই এর রেট অব চার্জ বেড়ে যাবে অথচ বাড়া উচিত নয়, আমরা দুর্গাপুর থেকে সাপ্লাই পাবো এবং আশা করবো এখন কোম্পানী যেভাবে ম্যানেজড হচ্ছে তার চেয়ে বেটার ম্যানেজড হবে। বেটার সাপ্লাই অব গ্যাস হবে অথচ গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য কনসার্নের বেলায়ও দেখেছি—রেট অব চার্জ বেড়ে যাবে। সেজন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে ১৯৫৯ সালের ফার্ষ্ট ডে অব জানুয়ারী যে চার্জ ছিল বাই নো মিন্স—রেট তার চেয়ে বেশী হবে না এ কথাটা ডাঃ রায় যদি আমাদের একটু বলেন তাহলে আমরা আশ্বস্ত হই।

আমার সেকেণ্ড য়্যামেণ্ডমেণ্টের বক্তব্য হচ্ছে কোম্পানী য়্যাকোয়ার করার পর ইমপ্রুভমেণ্টের জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা হবে—জমি কেনা হবে, মিকচার ফিটিং হবে, মেসিনারী বসানো হবে প্রভৃতি একটা খুব বিগার আউটলুক নিয়ে সাপ্লাই পজিসন ইমপ্রুভ করার জন্য যে ব্যবস্থা হবে সেই ব্যবস্থার সংগে—"It will be also within the scope and purview of the Government to see that the present rate charged will be diminished after the supply is obtained from Durgapur". এই দুটো ব্যাপার সম্বন্ধে যদি ডাঃ রায় আমাদের একটু আশ্বাস দেন তাহলে আমরা খুব স্যাটিসফায়েড্ হই।

Mr. Speaker : I find that there are only three amendments moved—86, 87 and 91.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : With regard to amendment No. 86 I am prepared to accept it, because the use of gas may be necessary for other purposes.

As regards Shri Ganesh Ghosh's first amendment I cannot give an undertaking here and now that the rate will be not higher than the rate on 1st of January, 1959. As I have said before my calculations are that it should be less, but I cannot give an undertaking in the Act itself that it is going to be so. Therefore, I cannot accept that amendment.

Amendment No. 91 says "Provided that the rate of supply shall be reconsidered with a view to progressively reducing the rate after completion of the Gas Grid and supply received from Durgapur plant". Through an Act you want to lay down the procedure. After all he should know something about the economics and something about commercial matters. They are governed not marely by what we desire but by various other factors. Supposing the price of coal is very high, supposing there is an increase in the rate of salary of workers, the rate of supply will be high. Many such things may happen. But as I have said before my present calculations are that it will be at least one rupee less per thousand cubic feet when the gas comes from Durgapur. I cannot put it in the Act itself. Therefore I oppose all these amendments.

Mr. Speaker : I shall now put the amendments to vote. Amendment No. 86 has been accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 6(1), in line 6, after the word "lighting" the words "and for other purposes, if any", be intserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that in clause 6(1), in lines 6 and 7, after the words "domestic consumption" the words "at a rate not higher than the rate that existed on the 1st day of January, 1959" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the following proviso be added to clause 6(2), namely :—

"Provided that the rate of supply shall be reconsidered with a view to progressively reducing the rate after completion of the Gas Grid and supply received from Durgapur plant".

was then put and lost.

The question that Clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Shri Ganesh Ghosh : Mr. Speaker Sir, I beg your permission to make a little change in this amendment.

আমি acquire the arrangements for distribution of Gas" একথা বদলে দিয়ে য়্যাকোয়ার দি আণ্ডারটেকিং এ কথাটা করতে চাই।

তারপর—I beg to move that for clause 7(1), the following be substituted, namely :—

"(1 The State Government may, if it so thinks fit, at any time within the period of two years referred to in section 4 acquire the undertaking after receiving the sanction of the Legislature and by notification published in the Official Gazette for the purpose of this Act".

স্যার, ১০৩ নং-টা আমি মুভ করছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এ সম্পর্কে যে বর্তমান বিলের থ্রু দিয়ে ম্যানেজমেণ্ট এবং কনট্রোল নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এর প্রিয়ামবেলে বলা হয়েছে this Bill is brought with the ultimate object of taking over the concern itself. লক ষ্টক এ্যাণ্ড ব্যালেনস্। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কনট্রোল য়্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট নেবার পর আফটার সাম টাইম এটাকে যখন য়্যাকোয়ার করা হবে। সেই সময়—let Dr. Roy come before the House.

আমরা সেই পজিসনটা জানতে চাই এই হচ্ছে আমার য়্যামেণ্ডমেণ্টের উদ্দেশ্য—it will be published in the official gazette. A bill Should be brought to take the opinion of the House. এ সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের যদি আপত্তি থাকে তাহলে সেই কারণগুলি জানতে পারলে খুসী হব।

Dr. Kanailal Bhattacharyya : মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি amendment move করতে চাই না, কিন্তু clause এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিলটা এর গোড়া থেকেই আমরা বিরোধিতা করছি এই কারণে যে আমরা মনে করি কয়েক বছরের মধ্যে—২।৩ বছরের মধ্যে যখন Gas পাওয়া যাবে এবং এতদিন যখন কেটে গেল তখন এই undertaking নেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। কারণ এর দ্বারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে undertaking নেওয়ার কথা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। যাই হোক বিলের এতগুলি clause পাশ হয়ে গেছে

পর এই clause এর বিরোধিতা করছি এজন্য যে management & control নেওয়া যেতে পারে কয়েক বছরের জন্য কিন্তু পুরোপুরি সেটা acquire করা উচিত হবে না। এটা acquire করার কোন প্রয়োজন নাই। ৫ বছরের জন্য control নিতে পারেন, এটা বিলের মধ্যে আছে, তার বেশী নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ company'র Life যত বেশী খরচ করাই হোক না কেন ৫ বছরের বেশী চলতে পারে না। এই obsolete method a কোন দেশেই তৈরী হয় না।

Distribution system সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে কয়েক বছর কাজ করার পর দেখা যাবে acquire করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। Acquire করার পর clearing ইত্যাদিতে যে খরচ হবে নূতন Distributing system হয়ত সেই খরচে হয়ে যেতে পারে. উপরন্তু এর পেছনে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে যে অসুবিধা হবে সরকার পক্ষের জগন্নাথ কোলে মহাশয় amendment move করার এবং তা গ্রহণ করায় এই টাকাটা হয়ত নষ্ট হবে না কিন্তু ৩।৪ বছর management নেওয়ার পর এটাকে কোম্পানীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল। সরকারের হাতে রেখে কোন লাভ নাই, এতে সরকারী অনেক টাকা অপব্যয় হবে।

Shri Jagannath Kolay to move that in clause 7, after sub-clause (2), the following sub-clause be added, namely :—

"(3) If the undertaking of the Company be not acquired by the State Government in accordance with the provisions of sub-section (1), the State Government shall, on the expiry of the period of five years referred to in section 4, by order made in this behalf, transfer the management and control of the undertaking to the Company after removing or disposing of such additions to the undertaking as may have been made by the State Government at its own cost in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6, unless the Company agrees to pay the amount being the cost of such additions less such depreciation as may be agreed upon or, in the absence of agreement, determined by a Tribunal appointed for the purpose. The amount so agreed upon or determined shall be paid by the Company to the State Government within such time as may be agreed upon or allowed by the Tribunal and until such payment, the amount shall be a charge on the undertaking of the Company."

[6-10—6-20 p. m.]

The Hon ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, the answer to the question that has been raised by Mr. Ganesh Ghosh is clearly indicated in the section itself. The section says : "The State Government may, if it so thinks fit, at any time within the period of five years referred to in section 4, acquire the undertaking of the Company by notification published in the Official Gazette for the purposes of this Act". So, the acquisition is to take place within five years. As I have said before many times, it is not worthwhile for the Government to defer the question of acquisition for five years when the gas comes from Durgapur. It is possible that the period will be only one year or two years. As you will see, Sir, from the trend of the amendments, some of the amendments speak of the period being extended from fiive years to eight years or ten years. Sir, I do not know why there is a demand on the part of some members to extend the period of management. But the procedure is given very

clearly : "On the publication of the notification under sub-section (1), the undertaking of the Company shall, on and from the beginning of the day on which the notification is so published, vest absolutely in the State Government free from all incumbrances". So, there is no question of the matter coming up before the Legislature any more. But a doubt was expressed by some people as to what will happen to the amount that we might hava invested under section 6 during the period when the Government is managing the Company before its acquisition. In order to cover the amount that is invested during this period, paragraph (3) has been added by the amendment of Shri Jagannath Koley to section 7 which protects the Government. In fact, the question had been raised by Shri Siddhartha Shankar Ray and others in the course of the debate in the opening stages of this Bill as to what will happen to the amount money that is to be invested by the Government to keep the thing going for at least two years. I think this gives the answer to the question that has been raised. But the procedure is now complete that we take it for management and, as I visualise it, we take up the management for a particular purpose—the Government gets itself familiar with the distribution system, how the consumers get their gas-supply, who are the people who are not getting the proper type of gas or the proper quantity of gas and so on. All these details will have to be collected in the meantimr and it is possible that when the time comes for the gas to come from Durgapur. We may be in a position to give a better supply of gas to the people in Calcutta. When I said a little while ago that the price of gas in Calcutta will be lower, to my mind it was based upon the calculation on the present supply, but if the supply is larger, then it is likely that the price would go down a little more.

Sir, Section 7 is a procedural section and there is no escape from it. It gives the method by which the management is to be followed by acquition by the Government. There is no question that we have to make up our mind here and now as to how the Government is to go over from the stage of management to the stage of acquisition.

Sir, I oppose all the amendments except the amendment of Mr. Kolay.

Mr. Speaker : There are two amendments before the House—amendments Nos. 95 and 103A. Amendment No. 103A has already been accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Shri Jagannath Kolay that in clause 7, after sub-clause (2), the following sub-clause be added, namely :—

"(3) If the undertaking of the Company be not acquired by the State Government in accordance with the provisions of sub section (1), the State Government shall, on the expiry of the period of five years referred to in section 4, by order made in this behalf, transfer the management and control of the undertaking to the Company after removing or disposing of such additions to the undertaking as may have been made by the State Government at its own cost in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6, unless the Company agrees to pay the amount being the cost of such additions less such depreciation as may be agreed upon or, in the absence of agreement, determined by a Tribunal appointed for the purpose. The amount so agreed upon or determined shall be paid by the Company to the State

Government within such time as may be agreed upon or allowed by the Tribunal and until such payment, the amount shall be a charge on the undertaking of the Company" was then put and agreed to.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that for clause 7(1), the following be substituted, namely :—

"(1) The State Government may, if it so thinks fit, at any time within the period of two years referred to in section 4 acquire the undertaking after receiving the sanction of the Legislature and by the notification published in the Official Gazette for the purpose of this Act" was then put and lost.

The question that clduse 7, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Dr. Maitreyee Bose : স্পীকার মহোদয়, যে memorandumটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেবো বলেছিলাম সেটা আমার হাতে এসেছে এবং সেটা আমি তাঁর কাছে পৌছে দিচ্ছি।

Mr. Speaker : All right.

Clause 8

Dr. Kanailal Bhattacharje : I move that in clause 8(1) (a), lines 4 to 6, for the words "at two per centum of the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company" the words "on the basis of net annual profit to be divided between the Company and the Government in the ratio of the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company and the total capital outlay made by the Government as per the provisions of the sub-section (2) of section 6, provided that no compensation shall be payable in case of loss" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই clauseটা খুব important clause। তার কারণ হচ্ছে, এই clause এর দ্বারা কি compensation দেওয়া হবে সেটা নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য company'র যদি undertaking নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে compensation দেওয়া হবে আর যদি control ও management নিয়ে নেওয়া হয় তাহলেও compensation দিতে হবে এই clause এর মধ্যে দুইটি দেওয়া আছে। আমি মনে করি এবং এটা আমাদের constitution-এও আছে, যদি management এবং control নেওয়া হয় কোন company'র ক্ষেত্রে তাহলেও যে compensation দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ যদি সরকার পক্ষ থেকে Oriental Gas Company ৫ বৎসরের জন্য নেওয়া হয় তাহলে compensation যে দিতেই হবে, constitution-এ তার ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ compensation না দিলেও চলে এবং compensation দেবারও কোন কারণ নেই। ডাঃ রায় অবশ্য আমাদের কাছে বলেছেন যে, তিনি মনে করেন compensation দেওয়া উচিত। কেন উচিত মনে করেন তার কোন যুক্তি দিতে পারেন নি। এই company'র management সরকার নিয়ে management করতে গিয়ে যদি দেখা যায় এই company লাভ করছে, কিছু অর্থ ঢেলে, capital outlay করে কিছু লাভ হচ্ছে ; তাহলে সেই লাভের কিছু অংশ তারা পেতে পারে, এটা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু control ৫ বৎসরের জন্য নিয়ে তার compensation হিসাবে শতকরা দুইভাগ প্রত্যেক বৎসর আমরা compensation

দিয়ে যাবো, এটা আমার মনে হয় অত্যন্ত অন্যায়। এবং State Exchequer টাকা এইভাবে, কাকেও compensation হিসাবে পাইয়ে দেওয়া মোটেই ভাল কথা নয়। জনসাধারণের টাকা এইভাবে দান করবার scope নেই। যেহেতু আইনতঃ দিতে বাধ্য নই, শুধু শুধু আইন তৈরী করে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে এইজন্য amendment দিয়েছি যে সরকার company নিয়ে নেবার পর তার পিছনে যে অর্থ দেবেন সেটার উন্নতিবিধান করবার জন্য এবং control করে যে rate-এ লাভ হবে, এই দুইটি ratio ভাগ করে দিয়ে সেই লাভের একটা অংশ তাকে compensation দেওয়া হবে। আর যদি লোকসান হয় তাহলে একটা পয়সাও এই companyকে compensation পাবে না। আমি আমার amendmentটা পড়ে শুনাচ্ছি।

"In the case of the taking over of the management and control of the undertaking of the Company, the annual compensation payable shall be a sum calculated on the basis of net annual profit to be divided between the Company and the Government in the ratio of the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company and the total capital outlay made by the Government as per the provisions of sub-section (2) of section 6, provided that no compensation shall be payable in case of loss".

আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এই amendment গ্রহণ করবেন।

[6-20—6-30 p.m.]

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 8(1) (a), lines 4 to 6, for the words beginning with "total capital" and ending with "Company" the words "sum that would have been payable to the Company under the provisions of clause (b) of this sub-section, if the undertaking were acquired by the State Government on the appointed day" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(1) (b), in line 14, before the word "income" the word "annual" be inserted.

Sir, I again beg to move that in clause 8(1) (b), lines 18-19 the words "for the purpose of management and control" be omitted.

Sir, I further beg to move that in the Explanation (ii) to clause 8(1) (b), in line 2, after the words "means the" the word "annual" be inserted.

মাঃ স্পীকার মহাশয়, আমি দেখছি জগন্নাথ কোলে মহাশয় 107a যে amendment দিয়েছেন এবং সেটা যখন গৃহীত হচ্ছে, তখন 107তে আমার কোন বক্তব্য নাই। কারণ এ দুটো সমার্থক।

Shri Jagannath Koley : Sir, I beg to move that in clause 8,—

(1) in sub-clause (1)(a), in lines 4-6, for the words "the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company" the words "the sum representing the purchase price of the undertaking of the company reduced by such depreciation as may be allowed by the Tribunal referred to in sub-section (2) after considering the period and the nature of the use and the present condition of the properties concerned on the appointed day" be substituted ;

(2) in sub-clause (2), in lines 3-4, after the words "undertaksng of the Company" the words "or the amount payable by the Company under sub-section (3) of section 7 for the additions made by the State Government at its own cost to the undertaking of the Company" be inserted.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I have already moved my amendment—যেহেতু জগন্নাথবাবুর amendment আমার amendmentটা cover করছে তারজন্য এ সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। এর পর ১৩৫।১৪০।১৪১ amendmant এখানে দেখবেন clause 8, sub clause (1)(B) or a sum representing eight.

Net income এর মাঝে net annual income করতে চাচ্ছি, কারণ এটা স্পষ্ট করে এখানে বলা হয়নি, শুধু average net income বল্লে পরিষ্কার হয় না বলে আমি average net annual income বলতে চাচ্ছি। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন by the undertaking of the company over a period of five complete years.

Average net income বল্লে net average annual income বোঝায় না। তারপর ১৪০।১৪১ নং amendment-এ এখনও বলা হয়নি Explanation (2)—net income of the undartaking of the company means the difference between the amount of the gross revenue receipts, etc. etc. এখানে net annual income একথা পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে না, average net annual income যেটা আসলে mean করছেন সেটার expression থাকছে না বলেই annual কথাটা বলতে চাচ্ছি।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, in this clause I have got several amendments and I move them.

Sir, I beg to move that in clause 8(1)(b), in line 13, for the words "eight times" the words "five times" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(1)(b), lines 15-19, for the words beginning with "preceding the" and ending with "management and control" the words "of management of the undertaking of the compauy by the State Government under clause (a) of section 4" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(1), Explanation (ii), lines 2 to 19, for the words beginning with "the difference between" and ending with "as may be prescribed" the words "the 'total income' as defined in clause (15) of section 2 of the Indian Income-Tax Act, 1922, and computed in the manner laid down in the said Act" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(2), line 6, the words "or has been" be omitted.

Sir, this is a very important clause in this Bill because it deals with the payment of compensation during the period of taking over and thereafter compensation for the purchase of the whole undertaking. Sir during the period of taking over we are not bound to pay any compensation according to Article 31A, but still here is a proposal—for what consideration I don't know—for payment of annual compenation during the period of taking over. Sir, in this case opinions have been expressed in this House that there may be difference as to the value of the under-

taking. Some honourable members have said that it is about 55 lakhs and some have expressed the apprehension that it may go up to 1 crore 50 lakhs. If this is the position and if we pay at the rate of to percent., the amount would vary from one lakh to three lakhs. It is a very big sum and in addition to this we shall have to invest money for the improvement of this undertaking during those five years and we do not know what is the actual amount we shall have to invest. Therefore, in the fitness of things nothing ought to have been paid as compensation during the period of management for five years or for any lesser period. But as there is a proposal for payment of compensation at two percent., in my amendment No. 108 I have sought to reduce it to compensation that we shall pay to the company when we shall acquire it. Sir, this Government has a very soft corner for persons who have invested capital in commercial undertakings. Sir, if you look to the age of this company, it is about one century old and the shareholders invested money about a century ago and also if you look to the intermediaries of the State, they invested money, if at all, more than one century ago. In case of acquisition of the zemindary properties, if you look to section 16 of the Estates Acquisition Act, you will see that up to a net income of one lakh of rupees we are paying them three times and when it exceeds one lakh we are paying two times and that is being paid in twenty equal annual instalments.

[6 30—6-40 p.m.]

That is the provision with regard to acquisition of landed properties of this State. And simultaneously while acquiring industrial undertakings we are paying them 8 times This is a very anomalous provision. We see that this Company has made a profit to the extent of 5 to 8 lakhs annually. Therefore, if we bring in the analogy of the compensation paid to the zemindars we ought not to have paid them more than 2 times. If we pay 2 times to the zemindars of the State why the shareholders of this Company should get a preference to the zemindars ? They have invested money, if at all, one century ago. They stand on the same footing as the zemindars. They have got several times the money they have invested. Why should we pay them 8 times ? It should be reduced drastically. Therefore, I have made a proposal of giving them 5 times.

Then Sir, we find a very sinister motive in this clause. As I have said before in clause 8(1) (b), lines 15 to 18, for the words beginning with "proceeding the" and ending with "the management and control" the words "management of the undertaking of the Company by the State under clause (a) of section 4" be substituted. The original Bill says that the compensation shall be computed with the 5 year period while the undertaking was under the management of the Directors. Sir, it has been stated by several members in this House that the Company has inflated its profit during the 5 or 6 year period—they have shown an artificially inflated amount of profit ranging from 5 to 8 lakhs during the last 5 or 6 years. Now, if we give them compensation and these years are taken into consideration then we shall be giving them compensation according to their rate which has been inflated by them for the purpose of getting a higher rate of compensation. I think, after taking over the management we shall be able to have a fair knowledge of the profit that may have been earned by the Company. Therefore, instead of taking the

period when the Company or the Directors managed this undertaking let us take into consideration the 5 years during which we shall be managing the undertaking ourselves when we shall have a correct figure of the earning and that should be the basis for payment of compensation. Why should we be guided by the motivated and inflated figures of the Directors of the Company which they have shown after they have come to know that the undertaking was going to be taken over by Government?

Then, Sir, in Explanation (ii) we find there is a very elaborate procedure for determination of the net income of the undertaking of the Company.

A tribunal will be appointed and the tribunal will take various evidences about rents, taxes and so on. Explanation (ii), sub-clauses (a) to (d) gives us an elaborate list of the field of enquiry. Now, evidence is necessary to be taken with regard to all these things—a very expensive and elaborate and also a long procedure to be undertaken. Sir, this is a Limited Company and it is an assessee to income-tax. It has shown its total income. It has shown what profit it has made. Let us accept that income or that total profit which it has shown or let us accept the finding of the Income-tax authorities where they have assessed this company to income-tax The company, for whatever purpose it may be, may have shown a lower amount for the purpose of evading tax. Now, if this Company is a tax-dodger, let it enjoy the fruits of its tax-dodging. The Income-Tax authorities have assessed it for five years and let us take the average of five years. If we take this, the procedure would be simplified, the procedure would be less costly and if it has reduced its income for the purpose of payment of lesser amount of income-tax, let it have the consequences.

Then my last amendment is with regard to sub clause (2). In all these Acts which are being passed we see that this Government tries to employ superannuated persons. This Government has got a very strong inclination for appointment of retired persons. It is trying to solve unemployment problem but at the same time it is always going to re-employ as many retired persons as possible Therefore, Sir, in all the recent Acts which have been passed since 1950, during the last decade, wherever there is provision for employment of a person to constitute a tribunal it has always made this provision "a person who is or who has been". The words "has been" should not be there. Only use the words "is or qualified to be". Appoint persons who are in service or appoint who are qualified persons but not superannuated persons.

These are my amendments.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that clause 8(1)(b) be omitted.

I move that in clause 8(1)(b), line 13, for the words "eight times the words "two times" be substieuted.

I move that in clause 8(1)(b), lines 17—19, for the words "transferred to the State Government under clause (a) of section 4 for the purpose of management and control" the words "acquired by the State Government" be substituted.

I move that in clause 8(2), in line 6, after the words "High Court" the words "as Chairman, and two other members one of whom shall be the President, the Institute of Chartered Accountants and the other shall be the President, Bar Association, Calcutta High Court" be inserted.

স্যার, এই "১১২-বি"-তে আমি বলতে চাই যে—৮(.-বি) যে ক্লজ আছে সেটাকে ওমিট করা হোক। তার কারণ এর পূর্বে ডাঃ রায় যখন এখানে এই বিল এনেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে কমপেন্সেসন দিয়ে এই কোম্পানীকে এ্যাকোয়ার করা হবে। তারপর অবশ্য শ্রীবিজয় সিং নাহার এই বিল প্রত্যাহার করবার জন্য যখন একটা প্রস্তাব আনলেন তখন ডাঃ রায় সেই বিল প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সেই সময় বলেছিলেন যে এই কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কনট্রোল নেবার জন্য তিনি পরে একটা বিল আনবেন। কিন্তু আজ সেই ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কনট্রোল নেবার জন্য যে বিল এনেছেন তাতে দেখছি তার সঙ্গে একটা গাদা বোট জুড়ে দিয়ে একে এ্যাকোয়ার করতে যাচ্ছেন।

[6-40—6-53 p. m.]

সেইজন্য আমি এই ক্লজটাকে omit করার কথা বলেছি। একবার করবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ আপনি আমাদের কাছে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আগের বিল প্রত্যাহার করবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ম্যানেজমেণ্ট এবং কনট্রোল নেবেন, আজকে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। সেইজন্য আমি এই amendment এনেছি যে 8(1)(b)-তে acquire করবার clause যতটুকু রয়েছে সেটুকু যেন omit করা হয়। এর পরের amendment হচ্ছে ১৩৩ এবং ১৩৪ নম্বর। ১৩৩ নম্বরে আমি বলেছি যে 8(1)(b)-তে compensation সংক্রান্ত একটা ধারা রেখেছেন যে ৮ গুণ তিনি compensation দিতে চান। আমার কাছে Oriental Gas Company'র ৩০. ৬. ৫৮ তারিখের যে last balance sheet রয়েছে সেই balance sheet-এ যেটুকু হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৫ বছর আগে যে profit and loss account ছিল তার যদি আমরা average করি তাহলে ৫ বছরে average profit দাঁড়াচ্ছে ১৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ১ শত ৬৭ টাকা। উনি eight times the average profit compensation দেবার প্রস্তাব করেছেন। সেটা হিসাব করে দাড়ায় ১ কোটি ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শো ৩৬ টাকা। ওটাকে ৮ দিয়ে গুণ করে এবং তার সঙ্গে আরও ৪০ লক্ষ টাকা যোগ হবে কারণ ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫ সালে যে depreciation দেখান হয়েছে—১৯৫৫ সালে দেখান হয়েছে ২২ হাজার ৮ শো ২৬, ১৯৫৪ সালে ১৭ হাজার ৮ শো ৪৪, ১৯৫৩ সালে ১৬ হাজার ৮ শো ৯৪। অথচ ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮ সালে যে depreciation দেখান হয়েছে সেটার average প্রায় ৪ লক্ষ ৪৷৷ লক্ষ করে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে depreciation দেখিয়েছেন ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮ শো ৪৮, ১৯৫৭ সালে দেখান হয়েছে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬ শো ৬৩ এবং ১৯৫৮ সালে depreciation দেখান হয়েছে ৪ লক্ষ ৯২ হাজার ১ শো ৬০, average করলে দাঁড়ায় প্রায় ৫ লক্ষ ৮ হাজারের মত। অথচ ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫ সালের যে depreciation Income-tax যে depreciation allow করেছে সেই depreciation ৩ বছর আগে দেখান হয়েছে কিন্তু তার আগের ৩ বছরে average ৫ লক্ষ টাকা বেশী depreciation দেখিয়েছিলেন Income-tax সেটাকে মঞ্জুর করেনি অর্থাৎ Income-tax যে depreciation allow করেনি সেটা যদি হয় তাহলে ওটা ৫ লক্ষ টাকা average depreciation দেখান হয়েছে। সেটা profit খাতে চলে যায়। তাহলে যে ৫ লক্ষ টাকা average profit খাতে যায় তার eight times করলে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার মত হয়, তার সঙ্গে আরও

৪০ লক্ষ টাকা যোগ দিলে প্রায় ১॥ কোটি টাকা ঐ কোম্পানীকে দেবার প্রস্তাব উনি ঠিক করেছেন। Eight ttmes average profit তার মধ্যে রয়েছে, যদিও একটা alternative তার মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিধানবাবুকে জানি—তাঁর সঙ্গে জালান কোম্পানীর যে সম্পর্ক আছে সেটাও আমরা জানি এবং এও জানি এই Director Board এর মধ্যে কারা কারা রয়েছেন। এবং ওঁর একজন আত্মীয় যিনি সুকুমার রায় সেখানে থাকার ফলে এতে ওঁর স্বার্থ রয়েছে। সেজন্য average profit যেটাতে উনি বেশী পাবেন সেটাতে উনি বেশী দেবেন।

তারপর আর একটা এমেণ্ডমেণ্ট আছে ১৩৮এ, উনি অল্টারনেটিভ ক্লজ রেখেছেন যে—a sum representing 8 times the average net income of the undertaking of the company over a period of 5 complete years preceding the year in which the undertaking of the company has been transferred ট্রান্সফার কি করে হবে—না, transfers (2) to the State Government under clause (a) of sec. 4 for the purpose of management and control."

উনি ম্যানেজমেণ্ট য়্যাণ্ড কন্‌ট্রোল কোম্পানীর নিয়ে নিচ্ছেন, উনি বলছেন তার পাচ বছর আগে যেটা ছিল য়্যাভারেজ প্রফিট তার এইট টাইমস অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্ট য়্যাণ্ড কন্‌ট্রোল যদি উনি আজকে নিয়ে নেন, তার যদি আরো পাঁচ বছর আগে নেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঐ য়্যাভারেজ প্রফিট ৫ লক্ষ টাকা করে তাঁরা দেখাতে পারেন এবং তার এইট টাইমস দিলে ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা হয়, প্লাস আরো ৪০ লক্ষ টাকা যোগ হয় যেহেতু এই কোম্পানীর প্রফিট ডিমিনিসিং রিটার্ণ সেহেতু যতদিন যাবে এই কোম্পানীর প্রফিট ততই কমবে। সেজন্য আমি প্রস্তাব করছি যদি য়্যাট অল সংখ্যাধিক্যের জোরে এই য়্যাকোয়ার করবার ক্লজটা গৃহীত হয়ে যায় তাহলে ট্রান্সফারের বদলে য়্যাকোয়ার বাই দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এ কথাটাই দেওয়া হোক। যদি য়্যাকোয়ার করেন পাচ বছর পরে, তাহলে এই কোম্পানীর পাঁচ বছরে যে য়্যাভারেজ প্রফিট তা আরও কম হবে এবং সেখানে কম কমপেনসেসন তাদের দিতে হবে। সেই জায়গায় আমি ট্রান্সফারের পরিবর্তে য়্যাকোয়ার বাই দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এই কথাটা দিয়েছি। এরপর আমার য়্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে ১৪৮এ—উনি ট্রাইবুনালের কথা যেখানে রেখেছেন ইন ক্লজ ৮(২) সেখানে বলছেন যে কমপেনসেসন যেটা কোম্পানীকে দেওয়া হবে সেটা—"shall be determined by a tribunal which shall be appointed by the State Government consisting of a person who is or has been a judge of a High Court or a District Judge or an Additional District Judge and such tribunal shall make an award in respect of the compensation so determined."

আমি হাইকোর্ট জাজ্‌ পর্যন্ত রেখেছি এবং ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্‌ কিম্বা য়্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্‌ এটাকে ডিলিট করেছি—এজন্য করেছি, ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্‌ কিম্বা য়্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্‌ সম্বন্ধে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দেম আমি একথা বলবো—ডাঃ রায় অত্যন্ত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক, কয়েকটা মামলাতে যার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল দেখা গেছে লোয়ার লেভেলে যে সমস্ত বিচারক আছেন, জাজ্‌ আছেন তাঁদের উপর নানাভাবে যে কোন কারণে হোক তিনি প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি প্রতিপত্তিশালী লোক হন বা তাঁর বিগার পার্সোনালিটি থাকুক, আমরা দেখেছি যে সেই জাজ্‌ যে রায় দিয়েছেন তাঁর অনুকূলে, উপরে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে সেই রায় একেবারে উল্টে গেছে, পুনর্বিচারের আদেশ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারকদের প্রভাবান্বিত করা যায় না এটা আমরা দেখেছি যতবড় লোকই হন না কেন, এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর মত প্রভাবশালী লোক হলেও হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রভাবান্বিত করা যায় না—সেজন্য আমরা এখনও কিছুটা বিশ্বাস পাচ্ছি। সুতরাং অন্য জাজের কথা আমি ডিলিট করেছি এবং হাইকোর্টের জাজের কথা আমি বলেছি। এবং

বলেছি হাইকোর্টের বিচারপতি একলা হলেই হবে না। কারণ দেখা গিয়েছে একজন ভুলচুক করতে পারে, একজনকে হয়ত যেভাবেই হোক্ প্রভাবান্বিত করা যেতে পারে। সেজন্য Tribunal ৩ জনকে নিয়ে করতে বলেছি। High Coart এর Judge, Chairman হবেন, এবং আরও দুজন Tribunal এর সদস্য হবেন। তার মধ্যে একজন হিসাব বিষয়ে অভিজ্ঞতা Institutes of Chartered Accounts এর সভাপতি তাঁর নাম আমি প্রস্তাব করেছি, আর একজন প্রস্তাব করেছি কলকাতা হাইকোর্টের Bar Association এর যিনি সভাপতি। আমি দেখেছি বহু Independent spirit এর লোক সেখানে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সেজন্য Police Court Bar Association নয়, কলকাতা হাইকোর্টের Advocate Bar Association এর সভাপতি থাকবেন। Institute of Chartared Accounts এর সভাপতি থাকবেন, হাইকোর্টের জজ্ Chairman হবেন, এ নিয়ে Tribunal হবে, তাহলে ঠিকমত বিচার হবে হিসাব পরীক্ষা হবে এবং সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গতভাবে Social Justice হবে। সেজন্যই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি এবং আশা করবো যে এই প্রস্তাব সম্পর্কে House এর মেম্বাররা ভেবে দেখবেন।

Adjournment

The House was then adjourned at 6-53 p. m. till 3 p. m. on Tuesday, the 5th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembl

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—7

5th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price Rs. 1·20 nP. English 10-9d. per

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 5th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 190 Members.

[3—3-10 p.m.]

Further supplementaries to starred question No. 77

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Before supplementaries are asked, I may say that the Health portion of the District Board has been taken over by Government from the 1st January, 1959.

Starred Questions

(To which oral answers were given)

Opening of infectious Diseases Wards in Health Centres

***78.** (Admitted question No. *1412.) **Shri Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি জানেন যে, পল্লী অঞ্চলে বহুলোক উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে pox ইত্যাদি infectious diseases-এ মারা যায় ;

(খ) অবগত থাকিলে, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে Infectious Ward-এর ব্যবস্থা করিয়া ঐ-রকম সংক্রামক রোগীর চিকিৎসার সুযোগ প্রদানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

(গ) পরিকল্পনা থাকিলে, পল্লী অঞ্চলে ঐ-ধরনের রোগীদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) ইহা সত্য নহে।

(খ) এবং (গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'infectius wards'-এর ব্যবস্থা নাই, তবে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে এবং সেখানে সংক্রামক রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ পান। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির দ্বারা গ্রামে-গ্রামে সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : উত্তর দেওয়া হয়েছে ইহা সত্য নহে। কোনটা সত্য নয়—চিকিৎসার অভাব একথা সত্য নয় না মারা যাচ্ছে এটা সত্য নয় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : বেশী মারা যাচ্ছে এটা সত্য নয় আবার চিকিৎসার অভাব হয়েছে এটাও সত্য নয়। আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে তাতে দেখা

যাচ্ছে কিভাবে death rate দাঁড়াচ্ছে—০·২, ০·০৬, ·০১। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কলেরা, স্মল-পক্স, প্লেগ অন্যান্য death সংখ্যায় যা রয়েছে তা থেকে খুব বেশী মৃত্যুসংখ্যা তা বলা যায়না এবং চিকিৎসার অভাব রয়েছে এটাও বলা যায় না।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : প্রশ্ন হচ্ছে—উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব আর দ্বিতীয় হ'ল মরে যাওয়া। দুটোই যদি না হয় তাহলে চিকিৎসার অভাব হচ্ছেনা আর মানুষও মরে যাচ্ছেনা, তাহলে কারা মারা যাচ্ছে।

Mr. Speaker : ডাঃ চ্যাটার্জী, কথাটা হচ্ছে বহুলোক নিয়ে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : তাহলে আমার supplimentary হল বহু লোক কথাটা সম্বন্ধে notion কি? কত লোক মরলে বহুলোক হয়?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এটা প্রশ্ন হয় না।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : অর্থাৎ যদি সংখ্যাটায় দশমিক কোথাও থাকে তাহলে বহুলোক হবেনা, সেই দশমিক থেকে integral দিয়ে বহুলোক হবে।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : নিজের নিজের মত অনুসারে যিনি যা বুঝেন।

Shri Chitto Basu : (খ) প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এইধরণের সংক্রামক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এইধরণের কটি রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে?

The Hou'ble Dr. Anath Bandhu Roy : প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যবস্থা আছে—যে সব এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই সেইসব এলাকার রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে, সংবাদ দিলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র আছে তা থেকেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

Shri Gobinda Charan Majhi : আমাদের এই বাংলাদেশে বহু থানা আছে সেসব অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়নি সেইসব কেন্দ্রে কিভাবে infectious disease এর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এটা হওয়া সম্ভব এবং দরকার হলে আমরা Subdivisional Hospital-এ ব্যবস্থা করতে পারি।

Dr. Golam Yazdani : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে কি ambulance আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না, থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ambulance আছে।

Dr. Golam Yazdani : সব থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই কি আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : যেখানে যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেখানেই একখানা করে জীপগাড়ী দেওয়া হয়েছে যাতে করে ambulatory purpose-এ সেটা ব্যবহার করা যায়।

Spread of tuberculosis in the State

***79.** (Admitted question No. *1500.) **Shri Ananga Mohan Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) বর্তমানে দেশে যক্ষ্মারোগের বিস্তারলাভ হইতেছে, ইহা সরকার অবগত আছেন কি;

(খ) অবগত থাকিলে, ইহার কারণ কি ; এবং

(গ) উক্ত রোগবিস্তারের প্রতিষেধক কি কি ব্যবস্থা সরকার লইয়াছেন ;

(ঘ) যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার জন্য কোথায় কোথায় কয়টি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় আছে এবং উহাদের দ্বারা এককালে কতগুলি রোগী চিকিৎসিত হইতে পারে ;

(ঙ) আরোগ্যলাভের পর রোগীদের রাখার জন্য কোন আফটার-কেয়ার কলোনী সংস্থাপন করা হইয়াছে কিনা ;

(চ) হইয়া থাকিলে, উহা কোথায় কোথায় করা হইয়াছে ও তদ্বারা কত লোককে এককালে রাখা যাইতে পারে ;

(ছ) চিকিৎসার খরচ লাগে না এরূপ কতগুলি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় এই রাজ্যে আছে ও কতগুলিতে চিকিৎসার খরচ লাগে ;

(জ) সরকারী যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে রোগী ভর্তির নিয়ম কি ; এবং

(ঝ) গরীব ও গুরুতররূপে আক্রান্ত রোগীকে সঙ্গে-সঙ্গে ভর্তির কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসায় ঔদাসীন্য, রোগীদের প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্নকরণ না করা প্রভৃতি।

(গ) শিক্ষামূলক ব্যবস্থা, বি সি জি টিকা ব্যবস্থা, বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যার ব্যবস্থা, চেস্ট ক্লিনিক স্থাপন, গৃহে গৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ প্রভৃতি।

(ঘ) যাদবপুরে একটি, কলিকাতায় চারটি, শ্রীরামপুরে একটি, ডিগ্রীতে (মেদিনীপুর) একটি, বীরভূমে একটি, কাঁচরাপাড়ায় একটি, দার্জিলিং-এ দুইটি উক্ত মোট ১১-টি টি বি হাসপাতালে ২,৫৬১-টি শয্যা আছে। এতদ্‌ভিন্ন আরও ৩৪-টি বিভিন্ন হাসপাতালে ৪৩৯-টি শয্যা আছে।

(ঙ) করা হইতেছে।

(চ) মেদিনীপুর জেলার ডিগ্রী গ্রামে। পঞ্চাশজন লোককে।

(ছ) পাঁচটি হাসপাতালে বিনামূল্যে ও ছয়টি টি বি হাসপাতালে কতক শয্যায় বিনামূল্যে ও কতক শয্যায় মূল্যে চিকিৎসা করা হয়। এতদ্‌ভিন্ন আরও ৩৪-টি সাধারণ হাসপাতালে বিনামূল্যে টি বি চিকিৎসা হয়।

(জ) নিয়মিত ফরমে "ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসে"-র অফিসে দরখাস্ত করিতে হয়। ঐ-সকল দরখাস্ত সরকার-নিযুক্ত নির্বাচক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয় এবং উপযুক্ত রোগীদের ভর্তির বন্দোবস্ত করা হয়।

(ঝ) কোন বিশেষ নিয়ম না থাকিলেও যতদূর সম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করা হয়।

Shri Ananga Mohan Das : T. B. রোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই রয়েছে আপনারা প্রতিষেধকের যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা কি সব জায়গায় করেছেন এবং করলে তার কিরূপ ব্যবস্থা করেছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : নয়টি mobile কেন্দ্র আছে তাছাড়া Health Centre থেকে ব্যবস্থা আছে আর যেখানে রোগী আসতে সমর্থ নয় it is deth-mental to his condition সেখানে তার বাড়ীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

[3-10—3-20 p.m.)

Shri Ananga Mohan Das : Chest Clinic আরো বেশী করে স্থাপন করার কথা চিন্তা করছেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Chest Clinic এর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে—T. B. শয্যাসংখ্যাও বাড়ান হচ্ছে।

Shri Ananga Mohan Das : কতগুলি হাসপাতালে কতসংখ্যক শয্যায় বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা আছে, এবং কতগুলি paying bed বলবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Ana h Bandhu Roy : অধিকাংশই বিনামূল্যে, বিভিন্ন হাসপাতালে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা আছে, কোথাও ৩০টা, কোথাও বা ২০টা—যেটা সাধারণ হাসপাতাল, সেখানেই সব বিনামূল্যে।

Shri Pramatha Ranjan Thakur : আপনি একথা জানেনকি যে, পল্লীগ্রামে পাট পচার দুর্গন্ধ নাকে যাবার জন্য lungs tissue ছিঁড়ে যায় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : অনেক কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, পাটপচা গন্ধ, guity থেকে, কারখানা থেকে যে সমস্ত বাজে জিনিস বের হয় তাতেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে—এগুলি থেকে যথাসম্ভব নিজেদের বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

Shri Pramatha Ranjan Thakur : এগুলি বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : প্রশ্নের বিষয়বস্তু থেকে আমরা বহু দূরে চলে গিয়েছি—পাটপচার গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য কি প্রতিকার করা যেতে পারে বলতে পারি না।

Shri Chitto Basu : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন আজ পর্যন্ত এরকম টি. বি. রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা কত ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Rural, urban, and Calcutta এসমস্ত মিলিয়ে ৪ লক্ষ ১২ শত ৪৬৮—Sample survey যা করা হয়েছে তাতে বিভিন্নরকম তথ্য পাওয়া যায়।

Shri Chitto Basu : Home treatment যারা পায় তাদের জন্য পথ্যের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

The Honble Dr. Anath Bandhu Roy : পথ্যের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি—তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যবিভাগ থেকে কখনো কখনো দুধ দেওয়া হয়।

Shri Chitto Basu : Health Directorate থেকে এদের আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না, সেরকম কোন উপায় নাই।

Shri Chitto Basu : যারা Home treatment পায় তাদের প্রতিমাসে কতবার X-ray করা হয় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : নিয়ম কিছু নাই, যেমন দরকার।

Shri Chitto Basu : যারা পল্লীগ্রামে থাকে তাদের X-ray করার জন্য সহরে আসতে অনেক অসুবিধা হয় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : হাঁ, X-ray করতে গেলে জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে আসতে হয়।

Shri Chitto Basu : Mobil-unitএর মারফৎ X-rayর ব্যবস্থা করার বিষয় বিবেচনা করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এখন পর্যন্ত সে ব্যবস্থা নাই—ভবিষ্যতে যাতে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেইজন্য চিন্তা করা হচ্ছে।

Shri Chitto Basu : আপনি বলেছেন নির্বাচক কমিটির মারফৎ রুগীদের ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় -এই নির্বাচক কমিটিতে কারা কারা আছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Director of Health Services আর অন্যান্য কয়েকজন আছেন।

Shri Chitto Basu : কোন বেসরকারী সদস্য আছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : বহু আছেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আপনি (খ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, প্রাথমিক অবস্থায় রোগনিরূপণ, চিকিৎসার ঔদাসীন্য, রোগীদের প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্নকরণ না করা প্রভৃতি আপনি জানেন, prevention is better than cure—সুতরাং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদির জন্য সম্প্রতি কি চিন্তা করছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সকল দিক থেকেই সামগ্রিক প্রচেষ্টা চলছে যাতে লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে, লোকের কল্যাণ হতে পারে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : অনেকবার এখানে আমাদের cabinet of joint responsibilityর কথা শুনান হয়েছে—তবে এঁরা প্রত্যেকেই একটা না একটা জিনিসের জন্য দায়ী, যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য প্রফুল্লবাবু, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য Finance Minister responsible—যাইহোক্, আমার কথা হচ্ছে, চিকিৎসার জন্য Finance কার ?—সরকারের না রুগীদের ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আমি তো বলেছি আর্থিক উন্নতির জন্য সকলদিকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

Shri Manoranjan Hazra : Serampore T. B. Hospital-এ কয়টা শয্যা আছে বলতে পারেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ১২টা free, ১৮টা paying।

Shri Manoranjan Hazra : হুগলী জেলার মধ্যে শ্রীরামপুরে একটিমাত্র হাসপাতাল।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না ঠিক তা নয়—Imambara Hospitalএ যক্ষ্মারোগীদের privately চিকিৎসা করা হয়—তাছাড়া Walsh Hospital-এ Chest Clinic এর ব্যবস্থা আছে।

Shri Monoranjan Hazra : হুগলী জেলায় ১৬ লক্ষ লোকের বাস—তাছাড়া এটা industrial area এসব বিবেচনা করে হুগলী জেলায় আরো বেশী করে হাসপাতাল করার কথা চিন্তা করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সম্প্রসারণের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে।

Shri Monoranjan Hazra : এই সম্প্রসারণ কতদিনের মধ্যে বলতে পারেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : অদূরভবিষ্যতেই হবে, ইতিমধ্যেই চেষ্টা চলছে।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: আপনি '(জ)"তে জবাব দিয়েছেন নিয়মিত করমে Director of Health Servtces ইত্যাদি—যত রুগী দরখাস্ত করবে, ততই ভর্তি করা হবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There are only 50 beds. You can have accommodation only for 50 persons.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: দরখাস্ত করার পর কত মাস পরে নেওয়া হয় জানেন কি ?

The Honble Dr. Anath Bahdhu Roy: খুব শীঘ্রই নেওয়া হয়।

[3-20—3-30 p. m.]

Shri Bhadra Bahadur Hamal: আমাদের দার্জিলিং জেলায় যে প্রায় ৭৫% টি. বি. রোগী আছে তাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করছেন জানাবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: সেখানে একটা আফটার কেয়ার কলোনী অর্থাৎ, after they are cured they can take their admission there. They can undergo some sort of training to earn their likelihood so that they may be useful members of the society.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: দরখাস্ত করার পর কতদিনে রোগীরা ভর্তি হতে পারবে তা না জানার ফলে বছরের পর বছর রোগীদের অপেক্ষা করতে হয় এ খবর মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: বছরের পর বছর নয়।]

Shri Haridas Dey: মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে আপনি লিস্ট দিয়েছেন তাতে ধুবুলিয়া হাসপাতালের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: ধুবুলিয়া হাসপাতালে যে হাজার বেড হবে তার মধ্যে ২॥ শত বেড ব্লকের মধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে এবং ৫০টি রোগী রাখা হয়েছে। কোলকাতা হস্‌পিটালে যে সব যক্ষ্মা রোগী ছিল তাঁদের কিছু কিছু সেখানে রাখা হয়েছে।

Shri Haridas Dey: মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ধুবুলিয়া হাসপাতালের সামনে যে আফটার কেয়ার কলোনী হওয়ার কথা ছিল সেই পরিকল্পনার কি হোল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: সেখানে আফটার কেয়ার কলোনী হওয়ার কথা ছিল না—ওয়ার্ক সেন্টার হওয়ার কথা ছিল এবং সেটা করা হচ্ছে।

Shri Abani Kumar Basu: Would you kindly state how many cases of admission are still pending ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: I cannot say that at the present moment. If you give notice I can say.

Shri Abani Kumar Basu: Would the Hon'ble Minister kindly state how long it usually takes for a patient to get admission ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: There is no certainty. A patient may get admission tomorrow also, if it is possible, if there is a vacancy.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: মন্ত্রী মহাশয়কে এই টুমরো কথাটা বাদ দিতে অনুরোধ করবো কেন না আজ পর্যন্ত টুমরো বোধ হয় কারুর ভাগ্যে হয়নি—তবে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পেলে হয়ত টুমরো হতে পারে। সে যা হোক্, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমাদের এই

আপার হাউসের একজন মেম্বার আছেন যিনি ২½ বছরেও অ্যাডমিসন পান নি এ খবর আপনার জানা আছে কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত তথ্য। তবে আপনার যদি কোন রকম সন্দেহ থাকে তাহলে আমার কাছে আসবেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মোটেই ভ্রান্ত ধারণা নয়। মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে চন্দন নগরের এম. এল. সি. শ্রীকালীচরণ ঘোষের যখন এক সাইডে ইনফেক্সন হয় তখন অ্যাপ্লিকেসন করা হয়ে ছিল কিন্তু তারপর যখন দুই সাইডই ঝরঝরে হয়ে গেছে সে পর্যন্তও সে অ্যাডমিসন পায়নি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আমি অবগত নই।

Shri Jagannath Majumder : আপনি "খ" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে ১১টি হাসপাতালে টি. বি. শয্যার ব্যবস্থা আছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এই যে আপনি হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন এগুলি কি সরকারী হাসপাতাল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সরকারী এবং বে-সরকারী হাসপাতাল উভয়ই আছে।

Shri Jagannath Majumder : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি রানাঘাটে যে একটি বে-সরকারী টি. বি. হাসপাতাল আছে তার কোন উল্লেখ নেই কেন এবং তা' ছাড়া বে-সরকারী হাসপাতালগুলিতে কি কি সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সমস্ত বলতে গেলে নোটিশ দেবার প্রয়োজন হবে।

Shri Jagannath Majumder : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে বে-সরকারী হাসপাতাল-গুলিতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় কিনা ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : হ্যাঁ, দেওয়া হচ্ছে এবং রানাঘাটেও দেওয়া হয়।

Shri Jagannath Majumder : কি কি ধরণের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় জানাবেন কি ?

Mr. Speaker : For getting this information you will have to give notice.

Dr. Golam Yazdani : আপনি "গ" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে গৃহে গৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং এখানে একটি সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে ৯টি ইউনিট হয়েছে এবং যে সমস্ত রোগীরা ডেটিমেণ্টাল টু দেয়ার হেলথ হাসপাতালে যেতে পারে না তাঁদের এর সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি জানতে চাই যে মফঃস্বল এলাকায় এ রকম ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র কতটা আছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সব শুদ্ধ ৯টি আছে এবং যার মধ্যে ২টি কোলকাতায় এবং বাকীগুলো বিভিন্ন জেলায় কাজ করছে। তবে এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং যক্ষ্মা হাসপাতাল হবে সেখানেও এ ব্যবস্থা থাকবে।

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani : May I know if you have got any figures showing what has been the percentage of postmortem admission in T. B. hospitals during the last year ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : I am not aware of any such instance.

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani : The other day I pointed out to you one case of K. D. Banerjee.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : By 'post-mortem admission' you mean the patient waited for it and he died ?

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani : Yes.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : It might be.

Shri Ajit Kumar Ganguli : আপনি "ঝ" প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকলেও যতদূর সম্ভব শীঘ্র তার ব্যবস্থা করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে বিশেষ কোন নিয়ম করবার পরিকল্পনা আছে কি ?

(No reply)

Mrinalini Maternity and Child Welfare Centre at Aurangabad, Murshidabad district

***80.** (Admitted question No. *1536.) **Shri Lutful Hoque :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা রেল স্টেশনের নিকটে "মৃণালিনী মেটারনিটি এ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার" কেন্দ্রটির বাড়ী কতদিন প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে ;

(খ) ইহাতে সরকার কত টাকা সাহায্য দিয়াছেন ;

(গ) এই কেন্দ্রটি কি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

(ঘ) এই কেন্দ্রটি কবে চালু করা হইবে ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

(ক) বাড়ীটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

(খ) বাড়ী নির্মাণ বাবত ২৭,০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) বাড়ীর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলেই কেন্দ্রটি চালু করা হইবে।

Shri Shyamapada Bhattacharjee : কতদিন থেকে এই বাড়ীটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ১৯৫২ সালে জনসাধারণের অর্থের দ্বারা বাড়ীটার নির্মাণ কার্য শেষ করে এবং তাঁদের যে ব্যয়ভার বহন করার কথা ছিল তা তাঁরা করতে সক্ষম হন নি। সেজন্য ১৯৫২ সালে তাঁরা একটা প্রস্তাব করে গভর্ণমেণ্টকে সেটা দিতে চান। দলিল ইত্যাদি তৈরী হয়েছে এবং গভর্ণমেণ্ট সেটাকে গ্রহণ করেছেন। একোনমিকের দিক থেকে সেটা যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহার হতে পারে সেই সব আয়োজন চলছে।

Shri Shyamapada Bhattacharjee : কত টাকা গভর্ণমেণ্ট দিয়েছেন ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : এখন সমস্ত গভর্ণমেণ্টের উপর এসে পড়েছে।

Shri Shyamapada Bhattacharjee : ২৭।২৮ হাজার টাকা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট আর কত টাকা দিয়েছেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : সেখানে এখন আর কিছু দেওয়া হয়নি।

Shri Shyamapada Bhattacharjee : কবে থেকে চালু করা হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : সেটাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হচ্ছে এবং সেখানে মেটারনিটির সঙ্গে অন্যান্য রুগীও যাতে থাকতে পারে সেইরকম ভাবে তৈরী করার ব্যবস্থা চলছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : সরকার কবে চার্জ নিয়েছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ১৯৫৮ সালে। সেই বাড়ীটা নিয়ে এস্টিমেট করা হয় যে বাড়ীটা সারাতে গেলে কত পড়বে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র করতে গেলে কত পড়বে। তারপর কিছুদিন পরে দেখা গেল যে শুধু মেটারনিটি সেন্টার করলে একোনমিক হবে না। সেজন্য সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হচ্ছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এই ২৭ হাজার টাকা কবে দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ২৭ হাজার টাকা গ্র্যান্টেড দেওয়া হয়েছিল—তা ব্যয়িত হয় নি এবং তারা টাকা দিলেই ডেভালাপমেণ্ট করা হবে, কিন্তু তারা সেটা দিতে সক্ষম হয় নি।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : ২৭ হাজার টাকা কবে দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : যা হওয়ার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সব তাঁরা পালন করতে পারেন নি।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এখানে তাহলে উত্তরে ভুল দেওয়া আছে, এখানে হওয়া উচিত ছিল ২৭ হাজার টাকা মঞ্জুরী করা হয়েছিল, কারণ দেওয়া হয়েছিল মানে was paid. যা হোক এই মঞ্জুরী কবে দেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : It was granted in 1947.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কি অবস্থায় ছিল?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কোন কাজ হয় নি, ১৯৫২ সালের পরে তাঁরা যখন এসেছিলেন তখন কোন কাজ হল না এবং তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। মফঃস্বলের কাজ করতে একটু দেরী হয় বলে এই অবস্থা হচ্ছে।

Spread of leprosy in Purulia district

*৪'. (Admitted question No. *1631.) **Shri Sagar Chandra Mahato :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠরোগ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে ও তাহা ক্রমবর্ধমানরূপে প্রসারলাভ করিতেছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি—

(১) পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য সরকার কোন বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

(২) কায়ম থাকিলে, তাহা কি, এবং

(৩) তাহা কার্যকরী করার কি ব্যবস্থা হইতেছে?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) না, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কয়েকটি জেলায় তুলনায় পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠরোগের প্রসার ও ব্যাপকতা বহুলাংশে কম।

(খ) (১) পুরুলিয়ার জন্য কোন বিশেষ পরিকল্পনা আপাতত নাই। অন্যান্য জেলার জন্য যে পরিকল্পনা আছে তাহা এই জেলাতেও প্রয়োজ্য হইবে।

(২) এবং (৩) উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগ নিবারণকল্পে ১৫-টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট এবং তদধীনে ৬৪-টি সাব-ইউনিট স্থাপন করিবার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তদনুসারে পুরুলিয়ায় একটি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট এবং চারটি সাব-ইউনিট স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উক্ত পরিকল্পনায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা ছাড়াও গৃহে-গৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

Maternity and Child Welfare Centres in the rural areas of Darjeeling district

***82.** (Admitted question No. *1703.) **Shri Deo Prakash Rai:** (*a*) Will the Hon'ble Minister incharge of the Health Department be pleased to state whether Government have started Maternity and Child Welfare Centres in the rural areas of Darjeeling district ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the number of such Centres with their locations ?

(*c*) If the answer to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government have any proposal to open such Centres in Darjeeiing district ; and

(*ii*) if so, when and which are the selected places ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy): (*a*) Yes.

(*b*) One Centre atached to Takdah Thana Health Centre and one attached to Naxalbari Thana Health Centre.

(*c*) Does not arise.

[3-30-3—40 p. m.]

Shri Satyendra Narayan Majumder : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নাকসালবাড়ী থানা হেল্‌থ সেন্টারের কথা বলেছেন। নাকসালবাড়ী থানা কিন্তু গঠিত হয়েছে সম্প্রতি। কাজেই ওটা কোন জায়গাতে বলবেন কি ? Union Health Centre কত দূরে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : ইউনিয়ন হেল্‌থ সেন্টার যেটা ছিল সেটাকে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার বলে ধরা হচ্ছে। That is considered as primary health centre.

Attacks and deaths from cholera and smallpox in Nandigram police-station Midnapore

83. (Admitted question No. *1773.) **Shri Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানায় গত এক বছরে বহুলোক কলেরা ও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ঐ থানার কোন্ কোন্ ইউনিয়নে ও কোন্ কোন্ গ্রামে কতজন কলেরা ও কতজন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং কতজন মারা যায়,

(২) এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন,

(৩) মহামারী অধ্যুষিত এলাকাতে কতজন মানুষকে কলেরা-প্রতিষেধক ইনজেকৃশন ও বসন্ত-প্রতিরোধক টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ইহার ফল কি হইয়াছিল, এবং

(৪) ঐ সময় নন্দীগ্রাম থানার জন্য কি পরিমাণ টিকা দিবার বীজ ও কলেরা ইনজেকৃশন সরবরাহ করা হইয়াছিল ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) হ্যাঁ, কিছু লোক মারা গিয়াছে।

(খ) (১) বিবরণী (ক) এবং (খ) লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(২) বিবরণী (গ) এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(৩) ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত উক্ত থানায় ৬৮,৩৬০ জনকে কলেরার টিকা এবং ৮৭,৫৬০ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে মহামারী আয়ত্তে আনা গিয়াছিল।

(৪) উক্ত সময়ে নন্দীগ্রাম থানায় ১,৫০৭·৫ সি সি বসন্তের টিকা বীজ এবং ৩৯,০০০ সি সি কলেরা-নিরোধ বীজ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

Statement (গ) *referred to in reply to clause* (খ) (২) *of starred question No. 83*

Temporary regulations for the prevention and control of cholera and smallpox promulgated under the Epidemic Diseases Act, 1897 (III of 1897), giving wide powers to the Loal Health Authorities, are already in force in the district of Midnapore.

Besides the District Board Public Health Staff, Midnapur, attached to Nandigram police-station which includes one Sanitary Inspector, two Health Assistants, one permanent Vaccinator, one temporary Vaccinator, one epidemic Doctor and another Health Assistant in addition, Government have employed one Mobile Medical Unit and two Health Assistants in order to cope with epidemics of cholera and smallpox in Nandigram police-station. The staff of the Health Centres in the area as well as other Health staff of the local areas also take necessary preventive measures against cholera and smallpox.

During the period from April 1957, to March 1958, total number of 87,560 persons were vaccinated against smallpox and total number of 61,360 persons were inoculaled against cholera in the affected areas of Nandigram police-station. Sixty-nine houses, 13 wells and 37 tanks in the said areas were also disinfected by that time.

Shri Monoranjan Hazra : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ৭৮ নম্বর অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর বলেছেন যে ইহা সত্য নহে, বসন্তে লোক মরে নাই। আবার এখানে বলেছেন কিছু লোক মারা গেছে। কোনটা সত্য ?

No Reply

Number of Health Centres established and number of proposals pending with Government

***84.** (Admitted question No. *1805.) **Shri Abani Kumar Basu :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) the districtwise number of Union Health Centre in West Bengal ;

(*b*) the districtwise number of pending proposals for such Health Centres against which contribution in cash and/or lands has been received by Government ;

(*c*) the reasons for which the said Health Centres have not yet been established ;

(*d*) the total number of beds in the existing Union Health Centres in West Bengal ;

(*e*) if it is a fact that in the Union Health Centres established nowadays, only outdoor patients are treated, where no beds are provided even for maternity patients ;

(*f*) if so, what alternative arrangement Government has in view to provide treatment to such patient who require indoor treatment ;

(*g*) the districtwise number of Thana Health Centres in West Bengal and the total number of beds therein ; and

(*h*) the districtwise number of auxiliary hospitals with the total number of beds therein ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*), (*d*), (*g*) and (*h*) Statement "A" is laid on the Library Table.

(*b*) and (*c*) Statement "B" is laid on the Library table.

(*e*) No.

(*f*) Does not arise.

Shri Abani Kumar Basu : In answer to my question (b) the Hon'ble Minister has stated 'No'. So, I want a little clarification whether under the present arrangement in the union health centre any arrangement for the indoor patients are made ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : It is not a fact that the subsidiary health centres which are now being made only outdoor cases are taken. There is provision for taking emergency and maternity cases.

Shri Haridas Dey : আপনি যে লিষ্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে নদীয়ায় থানা হেল্‌থ সেন্টার ৭টি এবং বেডের সংখ্যা ১৭০টি। এই সমস্ত থানা হেল্‌থ সেন্টারে ২০ বেডের

বেশী ৫০ বেডের জন্য আগে ঠিক করেছিলেন। এখনও সেটা হয়নি। সে বিষয়ে বেডের সংখ্যা বাড়াবার কিছু পরিকল্পনা আছে কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : আগে full coverage দিতে পারলে সেগুলি বাড়াতে পারি। যেখানে খুব বেশী চাহিদা দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে রোগীর সংখ্যা এমন হয়েছে যে না বাড়ালে উপায় নেই সেখানে বাড়ান হবে।

Visiting Surgeons in certain State Hospitals in Calcutta

***85.** (Admitted question No. *1807.) **Shri Sunil Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) how many Visiting Surgeons there are in the M.R. Bangur Hospital ;

(*b*) whether such Surgeons in Bangur Hospital and in other Calcutta Hospitals are paid any allowances ;

(*c*) what is the number of beds allotted to the Senior and Junior Visiting Surgeons, respectively, in the Department of Midwifery and Gynæcology in the—

(*i*) M R. Bangur Hospital,

(*ii*) Medical College Hospitals,

(*iii*) N.R. Sircar Hospital, and

(*iv*) S.S. Karnani Hospital ;

(*d*) if it is a fact that the posts of Assistant Professor of Midwifery and Gynæcology are lying vacant in the Medical College ;

(*e*) if it is a fact that the Public Service Commission, West Bengal, gave interview to 11 candidates in November, 1955, for recruitment to those two vacant posts but no candidate was selected for one of the posts ; and

(*f*) If so, the reasons therefor ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) Nine.

(*b*) No, only the Visiting Surgeons of the Medical College Hospitals, Calcutta, the Nilratan Sircar Medical College Hospital, Calcutta, the Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital, Calcutta, and the B.C. Roy Polio-Clinic and Hospital for Crippled Children, Calcutta, are given honorarium.

(*c*) A statement is laid on the Table,

(*d*) Yes.

(*e*) The Public Service Commission, West Bengal, gave interview to 11 candidates in December, 1955, for recruitment to one post only lying vacant at that time and they recommended one candidate for that post.

(*f*) The posts which have since been included in the cadre of the W.B.H.S. under the W.B.H.S. (Cadre, Pay and Allowance) Rules, 1958, are lying vacant as the teaching load and the requirement of teaching staff in the Medical College, Calcutta, have not been finally assessed.

Statement refered to in reply ta clause (c) of starred question No. 85

Name of hospital	Number of beds allotted to—	
	Senior Visiting Surgeon.	Junior Visiting Surgeon.
(1) M. R. Bangur Hospital	13	6
(2) Medical College Hospitals ...	Nil	Nil
(3) Nilratan Sircar Medical College Hospital	Nil	8 beds per head to 2 Surgeons. 7 beds per head to 2 Surgeons,
(4) Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital	Nil	Nil

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আপনি ১০ নম্বর পাতায় উত্তর দিচ্ছেন M. R. Bangur Hospital-এ Senior Visiting Surgeon এর অধীনে ১৩টি বেড ছিল, Junior Visiting Snrgeon এর অধীনে ছিল ৬টি। Medical College Hospitalsএ Senior Visiting Surgeon এর অধীনে Nil এবং Junior Visiting Surgeon এর অধীনে Nil। Senior এর অধীনে যদি বেডগুলি না থাকে, Junior এর অধীনে যদি বেডগুলি না থাকে তাহলে কি যমরাজ এই বেডগুলি দেখে ?

Mr. Speaker : You cannot put ironical questions. I draw your attention to Rule 31(1) of the West Bengal Legislative Assembly Rules and Regulations.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : সিনিয়ার ভিজিটিং সার্জেনের কোন বেড নেই—তাহলে বেডগুলি কার চার্জে আছে।

The Honble Dr. Anath Bandhu Roy : এগুলি সিনিয়ারের চার্জে আছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : তাহলে এটা নিল হল কেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : এখনি কোন গনারারিয়ামের ব্যাপার নেই বলে নিল লেখা আছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মেডিকেল কলেজে সিনিয়র ভিজিটিং সার্জেন এবং জুনিয়ার ভিজিটিং সার্জেনের চার্জে কোন বেড নেই—তাহলে এই বেডগুলি কার চার্জে আছে ?

The Honble Dr. Anath Bandhu Roy : হসপিটালের সার্জেন, ফিজিসিয়ান তাদের চার্জে আছে। অনারারিয়াম যেখানে দেয়া হয় সেই বেড ভাল দেখানো হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি স্থির হয়ে শোনেন তাহলে এটা অনুধাবন করতে পারবেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এখানে অনারারিয়ামের কোন কোয়েশ্চেন নাই। এখানে দেয়া আছে what is the number of beds alloted to the Senior and Junior Visiting Surgeons, respectively in the Department of Midwifery and Gynatcology in the M. R. Bhangur Hospital.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : The Honorary Doctors or Surgeons do not get any honorarium—that is why it has been shown as 'Nil' in the table.

Mr. Speaker : In the question itself there is no mention of any honorarium—he says that.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : There is mention of honorarium.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : I am referring to question (c).

[3-40—3-50 p. m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Becaue they are in the service cadre they do not get any honorarium.

Shri Abani Kumar Basu : Will the Hon'ble Minister tell us how many senior visiting surgeons and how many junior visiting surgeons are there in the Calcutta Medical College ?

The Hon'ble Anath Bandhu Roy : That is a different question and for that question I would ask for notice.

Shri Abani Kumar Basu : The answer is not complete.

Mr. Speaker : He says that for that question he wants notice.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : About the (c) portion of the question it might be held over and we want a proper answer.

Mr. Speaker : No ; it is not necessary. You read the question ; his answer is, so far as (c) is concerned, "A statement is laid on the Table". On the next page it is printed, "Statement referred to in reply to clause (c) of starred question No. 85". All these things are printed. No question of honorarium is here. The question (c) is, "What is the number of beds allotted to the Senior and Junior Visiting Surgeons, respectively, in the Department of Midwifery and Gynaecology" and the answer has been given.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : As I said, because these doctors do not get honorarium, that is why these beds are not given there.

S.B. Dey T.B. Sanatorium, Kurseong

***36.** (Admitted question No. 1826.) **Shri Satyendra Narayan Mazumdar :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) whether Government received last year any recommendation from the Kurseong Subdivisional Development Committee for increasing the number of free beds in the S.B. Dey T.B. Sanatorium ;

(*b*) if so, what were the specific recommendations regarding the number of beds and categories of persons for whom these beds are to be reserved ; and

(*c*) whether any action has been taken or is proposed to be taken on the said recommendations ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) No.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

Shri Satyendra Narayan Majumdar :উনি একেবারে 'No' বললে মুস্কিল হয়। আমি Sub-Divisional Committeeর মেম্বার ছিলাম। যে সময় প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, উপস্থিত ছিলাম, আবার জানাই, উনি যদি 'No' বলেন—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই dept. এর কত কাগজপত্র হারিয়ে যায় এবং সেটা জানতে পারি কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Relief Rehabilitation Dept. থেকে তারা বলেছিল যে আমাদের এখানে শয্যাসংখ্যা, Bed এর সংখ্যা বাড়ান হোক্, কিন্তু দেখা গেল Bed করতে গেলে যে খরচ হয় সেটা অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশী এবং সেখানে যে অনুপাতে রোগী পিছু সাহায্য সেটা কিছু কম নয়, সেজন্য নিরাময়ে Bedগুলি করা হয়েছিল।

Shri Satyendra Narayan Majumdar : এটা কি জানেন যে প্রস্তাব যেটা করা হয়েছিল সেখানে যারা Refugees তাদের জন্য শয্যা সংরক্ষিত আছে, তা ছাড়া Hillmanদের জন্য সংরক্ষিত ২৫টি এবং সমতলবাসীদের জন্য শয্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং Sanatorium-এর পক্ষ থেকেও এ প্রস্তাব করা হয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : Hillmanদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল, টাকাও দেওয়া হয়েছিল, বাড়ান হয়েছে ২৫টি এবং ২২টি হয়েছে যারা Refugees তারপর Refugeesরা চেয়েছিল যে এই শয্যা সংখ্যা বাড়ান হোক্—এটা করা হয়েছিল Relief Rehabilitation Deptt. থেকে।

Shri Satyendra Narayan Majumdar : আমাদের প্রস্তাবে ছিল যে Hillmanদের জন্য আরও কয়েকটি free Bed বাড়ান হোক্ সে সম্বন্ধে জানেন কিছু ? অনুসন্ধান করবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : না, জানি না অনুসন্ধান করবো।

Unstarred Questions

(Answers to which were laid on the table)

Incidence of smallpox in Tentulkhali and Nischintapur villages in Maheshtala police-station

31. (Admitted question No. 1080.) **Shri Sudhir Chandra Bhandari** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা থানার এলাকাধীন তেঁতুলখালি ও নিশ্চিন্তপুর নামক গ্রামদুইটি হইতে গত দুই মাসের মধ্যেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় দুইশত লোক মারা গিয়াছে ; এবং

(খ) সত্য হইলে, প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) :

মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ নহে। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বসন্ত রোগে তেঁতুলখালি গ্রামে ১০ জনের এবং নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

ঐ গ্রামগুলিতে বসন্ত রোগের সংবাদ পাইয়া মহেশতলা হেল্‌থ সার্কেলের স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার অন্যান্য কর্মচারিগণসহ অবিলম্বে গ্রামগুলি পরিদর্শনপূর্বক জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বসন্ত-প্রতিরোধক টিকা দিয়াছিলেন।

Workers under the National Malaria Control Programme in West Bengal

32. Shri Phakir Chandra Ray : (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the number of the workers of the National Malaria Control programme of West Bengal is 6,000 ;

(*ii*) that they come under the categories of mates and field workers ;

(*iii*) that they work on a seasonal basis, the maximum period of work being from June to November ;

(*iv*) that mates and field workers get Rs. 70 and Rs. 50 per month, respectively, during the period of Work ; and

(*v*) that there is a proposal for absorbing the workers of both the categories in a twelve-month service programme by adding filaria control to the Malaria Control Programme ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state when the proposal is going to be implemented ?

The Minister of State for Helth (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) (*i*) The number of workers under the programme is 5,040.

(*ii*) and (*iii*) Yes.

(*iv*) Mates and field workers (i.e., labourers) get Rs. 70 per month each and Rs, 50 per month each, respectively, during the period of work.

(*v*) and (*b*) The proposal has since been held in abeyance in view of the new programme—Eradication of Malaria—which needs concentrated effort during malaria season with augmented staff. Only at Contai sub-division, Malaria-*cum*-Filaria Unit is proposed as a pilot project. Financial considerations do not permit Statewise implementation of the integrated scheme.

Honorary Visiting Surgeons and Physicians of State Hospitals

33. (Admitted question No. 1209.) **Shri Durgapada Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সরকারী চিকিৎসালয়গুলিতে কতজন Honorary Visiting Surgeon ও কতজন Honorary Visiting Physician বর্তমানে কার্যরত আছেন ;

(খ) এই সমস্ত Visiting Surgeon বা Physicitian-দিগকে কিভাবে নিয়োগ করা হয় ;

(গ) Visiting Surgeon বা Physician-দিগের জন্য বাৎসরিক কত টাকা honorarium বাবত খরচ হয় ; এবং

(ঘ) থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মফঃস্বলের অন্যান্য সরকারী হাসপাতালে Honorary Visiting Surgeon বা Physician হিসাবে Medical Graduate ডাক্তার নিয়োগ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) ৯২-জন Honorary Visiting Surgeon এবং ৬৭-জন Honorary Visiting Physician কার্যরত আছেন।

(খ) যথারীতি বিজ্ঞাপিত করার পর কলিকাতার সকল সরকারী হাসপাতালে এবং হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে এই-সমস্ত Visiting Surgeon বা Physician-দিগকে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত Subject Advisory Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী সরকারই নিয়োগ করেন এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সরকারী হাসপাতালে ইহাদিগকে Director of Health Services West Bengal, কর্তৃক নিয়োজিত Selection Committee-র সুপারিশ অনুযায়ী Director-এর অনুমোদন সাপেক্ষ, C.M.O.H. নিয়োগ করেন।

(গ) বাৎসরিক মোট ১,৬৭,৭০০ টাকা honorarium বাবত খরচ হয়।

(ঘ) না।

Purulia Water Supply Scheme

34. (Admitted question No. 1648.) **Shri Bhim Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) পুরুলিয়া শহরের জন্য পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে সরকারী সহায়তায় যে জলের কল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, সরকার কি তাহা জানাইবেন; এবং

(খ) উপরোক্ত ঐ জলের কলের জন্য সরকার সবসমেত কত টাকা সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা জানাইবেন কি?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy):

(ক) কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

(খ) বিহার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত পুরুলিয়া জল সরবরাহ পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবর্তিত করিয়াছেন। ইহা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন আছে। সুতরাং সরকারের সহায়তা কত এবং কিরূপ হইবে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

Mr. Speaker: Questions to be answered by the Minister for Refugee Relief and Rehabilitation are held over.

Starred Questions

(To which oral answers were given)

Report of the Jute Enquiry Committee set up by Government of India in March, 1957

***99.** (Admitted question No. *778.) **Shri Hare Krishna Konar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be please to state whether Government are aware that the Jute Enquiry Committee set up by the Government of India in March, 1957, has recently submitted its report to the Government?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister e pleased to state—

(*i*) whether the said Committee in its report has recommended fixation of a minimum price of jute on the basis of the cost of production in West Bengal, the parity between the prices of jute and paddy, and the relationship between the prices of raw jute and jute goods ; and

(*ii*) if so, whether Government propose to move the Union Government to implement forthwith the recommendations of the Jute Enquiry Committee ?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar) : (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) The Committee has considered all the three factors mentioned by the hon'ble member. but it has not categorically recommended the fixation of a minimum price of jute. The Committee has stated that for verious reasons it may not be possible for Government to statutorilp fix a minimum price for jute, but it is necessary to calculate the minimum price every season and keep it in view so that if market prices fall below the minimum, Government may take one or more of the measures suggested by the Committee, for ensuring an economic price to the grower.

(*ii*) In view of the reply to (*b*)(*i*), the question does not arise.

Shri Gopal Basu : এখানে তিনি বলেছেন যে, কোন minimum price statutorily fix করা হয়নি। আবার বলছেন, If market prices fall below the minimum, what is the minimum ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : ঠিক্ এর অর্থ হচ্ছে যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই পাট উৎপাদন হয়না পূর্ববঙ্গ রয়েছে এবং পাটের কারবার আরো ৫।৭টা দেশে চলছে। সেখানে যদি আমরা নীচের দাম বেধে দিই যার নীচে আর পড়বে না এবং পাশের দেশে যদি তা না হয় তাহলে আমাদের দ্রব্যমূল্য বাহিরের বাজারে ঠকে যাবে। এবার এই ব্যবস্থা করবার কারণ নেই কারণ এ পর্যন্ত দাম ভালই পেয়েছে চাষীরা। অবস্থা খারাপ হলে তখন কোন কোন উপায় অবলম্বন করা ভাল, যেমন afex Co-operativeএর দ্বারা মাঝে মাঝে lot কিনে নেওয়া। কিন্তু নীচের দাম বেঁধে দিলে সম্পূর্ণ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

Shri Abani Kumar Basu : What has been the minimum price that has been calculated in the current year ?

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Not yet fixed or recommended. The price is there. Our growers are getting good price this year so far.

Shri Abani Kumar Basu : What was the minimum price during last year ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Fixing of the price has nothing to do with this question. We wanted that there should a minimum price. I said the recommendation is not for that but we must look into the question of ensuring an economic price so that the growers may not suffer if there is any sudden fall in prices but there is no such recommendation for the fixation of a bottom price.

Shri Abani Kumar Basu : In your answer you have stated that it is necessary to calculate the minimum price every season and keep it in view so that if market prices fall below the minimum, Government may take one or more of the measures suggested by the Committee. My question is what is the minimum that has been fixed ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : It is obvious that there is a difference between the price of the jute goods prevailing in the market and the cost of growing jute. You know that if the price of jute in the market is lower than what has been spent for growing of jute, the poor grower will lose. So every time we will have to watch and fix the price.

Shri Abani Kumar Basu : What is the difference that has been calculated ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : The Committee's recommendations are there.

Shri Abani Kumar Basu : You have laid down some procedure for fixing the minimum, What is the basis of that calculation ?

Mr. Speaker : How can that be answered ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Read the report of the Committee.

Shri Chitto Basu : আপনি একজায়গায় বলেছেন one or more measures suggested by the Committee for ensuring an economic price. Minimum সম্পর্কে বলেছেন, in minimum cost of production এর উপর মণ প্রতি কত হলে পর economic price হতে পারে ?

The H'onble Bhupati Majumdar : এই প্রশ্ন নিয়ে এখনো চিন্তা করা হয়নি—যখন সময় আসবে, Committeeর recommendation অনুসারে তখন সাময়িক অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তারপর মূল্যনির্ধারণ হবে।

Shri Chitto Basu : আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে কোনরকম measures নেওয়ার কথা চিন্তা করেছেন ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : আপনি জানেন রাজ্যসরকারের পাট নাই, সুতরাং কমিটির recommendation এর উপর নজর রেখে যেতে হবে। উৎপাদনের যা খরচ তার থেকে নীচে যদি দাম হয় তাহলে grower এর পক্ষে ক্ষতিকর হবে। গতবৎসর দাম কমায় apex co-operatives কোন কোন জায়গায় lot কিনে নেয়। তাছাড়া, নীচে দাম বাঁধার অন্য বিপদ আছে তাতে দেশের ক্ষতি হবে—আজকে ইরাক, ইরান, ইটালিতেও পাট হচ্ছে। কাজেই imternational market উপযুক্ত market পেতে গেলে নীচে দাম বাঁধা বিপজ্জনক—তবে এমন যদি হয় যে, চাষী মারা যাবার অবস্থা হয়েছে সেক্ষেত্রে কোন একটা ব্যবস্থা করতেই হয় এবং সেজন্য কতগুলি recommendations আছে।

Shri Khagendra Kumar Ray Choudhuri : এবছর পাটের দর কত হয়েছিল ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : নোটিশ দিন।

Shri Bankim Mukherji : Jute Enquiry Committee ২৫ টাকা বলেছেন—গতবৎসর অনেক নীচে নেমেছিল, আপনি জানেন Union Minister বলেছেন cost of production এই বৎসর কিছু বেশী হয়েছে, তাতেও কৃষকদের ক্ষতি হয়নি।

The Honble Bhupati Majumdar : কমিটির recommendation—in the matter of Jute price fixation, there is always danger in trying to fix the

Bottom price, because you will have to face international competition. কিন্তু এমন অবস্থা হতে পারে দাম হঠাৎ অনেক নীচে পড়ে গেল, তখন কৃষকদের বাঁচাতে হলে সাময়িক ব্যবস্থা করতে হয় সরকারকে।

Shri Bankim Mukherji : আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গত বৎসর দাম অত্যন্ত বেশী নীচে পড়েগিয়েছিল—এবং international marketএ যে দাম তাতেও সেইসময় এত বেশী নীচে নামতে পারেনা—তা সত্ত্বেও সেই বৎসর চাষীদের বাঁচাবার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

The Hon'ble Bhupati Majumdar : গতবৎসরের কথা আমার মনে আছে—Apex Co-opentives মাল কিনে নিয়েছিল, J. J. M. A.ও বাজারে মাল কিনেছিল।

Shri Bankim Mukherji : কত নীচে নামার পর তারা কিনেছিল?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : এখন আমি memory থেকে বলতে পারব না।

Shri Gopal Basu : Enquiry Committeeর report আমাদের দিতে পারবেন?

(No reply)

Shri Ajit Kumar Ganguli : কি পরিমান বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : এখন বলতে পারিনা—নোটিশ দিন।

Proposal for a jute mill in Bangaon subdivision

***100.** (Admitted question No. *1863.) **Shri Ajit Kumar Ganguli :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) বনগ্রাম মহকুমা হইতে কলিকাতার পাটকলগুলিতে পাট সরবরাহ হয়, এবং

(২) সারা পশ্চিম বাংলায় মোট পাট সরবরাহের ব্যাপারে ইহা একটি বৃহৎ কেন্দ্র ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ কেন্দ্র হইতে গত পাঁচ বৎসরে গড়ে বাৎসরিক কত পাট চালান গিয়াছে,

(২) সরকারের পক্ষ হইতে বনগ্রাম মহকুমায় কোন পাটকল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

(৩) সেরূপ কোন পরিকল্পনা থাকিলে, কতদিনে তাহা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) গত পাঁচ বৎসরের আনুমানিক চালানের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :

		মণ।
১৯৫৩-৫৪	....	৩৩৮,০০০
১৯৫৪-৫৫	....	২৩১,০০০
১৯৫৫-৫৬	....	৩৫৯,০০০
১৯৫৬-৫৭	....	৩১০,০০০
১৯৫৭-৫৮	....	২৫১,০০০

(২) না।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : Calcuttaতে বাংলাদেশের জেলাগুলিতে কত পরিমাণ পাট imported হয় বলতে পারেন ?

Mr. Speaker : How does this supplementary arise out of this question.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Calcuttaতে total import কত হয় তা বলতে পারেন না ?

The Hon'ble Bhupati Majumder : স্মৃতি থেকে বলতে পারি না।

Shri Ajit Kumar Ganguli : Calcuttaতে যা imported হয় তার 40 percent. বনগ্রাম থেকে আসে, সেখানে কি একটা বড় Jute কল চলতে পারে বলে মনে হয় না ?

The Hon'ble Bhupati Majumder : আপনার আসল প্রশ্ন হচ্ছে একটা কল করার কথা নিয়ে সেটা যথা সময়ে বিবেচনা করা যাবে।

Shri Ajit Kumar Ganguli : সে জায়গাটা বাস্তহারা অধ্যুষিত, সুতরাং labourpour আছে, জল আছে electricity আছে, road communication, high road, Calcuttar সংগে যোগাযোগ করার facllities আছে—সুতরাং সেখানে একটা কল চলা সম্ভব।

No reply

Mr. Speaker : The question time is over.

Mr. Khanna's Statement in the Consultative Committee of M. Ps.

Shri Pramatha Ranjan Thakur : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে গতকাল দিল্লীতে সেণ্ট্রাল রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্টার শ্রীমেহের চাঁদ খান্নাএম. পি.-দের কন্সালটেটিড কমিটিতে বলেছেন।

"All the decisions relating to the rehabilitation of East Pakistan D. Ps. in Dandakaranya had been taken after full consultation with the West Bengal Government. Even in the matter of serving quit notices on D. Ps. living in camps in the State he added, West Bengal Government had been consulted, and in the latter stages of the scheme it chose the displaced persons on whom these notices were to be served."

এবং যা ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকায় বেরিয়েছে। অথচ আজ কয়েক দিন ধরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং রিহ্যাবিলিটেসন মিনিষ্টার বলছেন যে আমাদের অগোচরে এই সব কাজ করা হয়েছে, আর ওধারে খান্না বলছেন যে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে রীতিমত কন্সাল্ট করে এসব কাজ করেছি। কাজেই এমতাবস্থায় এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়িয়েছে কেননা খান্না যা' বলছেন তা' আমি আমাদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত ডিস্ক্রেডিট বলেই মনে করি। আর তা' ছাড়া এই যদি সত্যিকারের অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এম. এল. এ.-দের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখাবার কথা যা' বলেছেন তা' দেখবার কোন স্বার্থকতা আছে কিনা সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই।

Mr. Speaker : That is a matter to be decided after visiting Dandakaranya.

Passenger fare

Shri Ajit Kumar Ganguli : মাননী স্পীকার মহাশয়, যদিও এটা সেণ্ট্রাল বাজেটের ব্যাপার তাহলেও আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে বাজেটে ভাড়া বাড়ায়নি। কিন্তু এধারে দেখছি কিলোমিটার ইণ্ট্রোডিউস্ করার ফলে ভাড়া বেড়েছে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

Election in R. G. Kar Medical College

Shri Bankim Mukherji : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের ল্যাবোরেটরী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীবিরেন মিত্র মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনে একজন ক্যাণ্ডিডেট হিসাবে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে রিটার্নড হন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে দেন এবং যার ডিপোজিট মানি পর্যন্ত ফরফিটেড হয়ে যায়। কিন্তু যে ভদ্রলোক হেরে যান তিনি একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে তাতে লিখেছেন যে এই ভদ্রলোক আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকুরী করেন। এরকম হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি না। অবশ্য দরখাস্ত তিনি করতে পারেন তাতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস, হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট থেকে কি করে এই জিনিস আর. জি. কর. কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে পাঠিয়েছে এবং প্রিন্সিপালই বা তাঁর কাছ থেকে কি করে জবাবদিহি চায় তার একটু খোঁজ দিয়ে জানাবেন। অথচ আপনি জানেন যে ওখান থেকে ডাঃ হিরেন চাটার্জী যখন ইলেকটেড হয়েছে এবং কানাই সরকার যখন কর্পোরেসনের মেম্বর হয়েছে তখন তা নিয়ে কোন কথা ওঠেনি। কাজেই আগামীকাল এসম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদের জানালে ভাল হয়।

The Oriental Gas Company Bill, 1960

Shri Monoranjan Hazra : Sir, with your permission I want to make verbal changes in my amendment, namely, in the first paragraph in place of "arrangement for distribution of Gas" I want to substitute "undertaking of the company" ; and in the second paragraph I want to delete the words "required for such distribution of gas".

Mr. Speaker : Yes, you may do it.

Shri Monoranjan Hazra : I beg to move that for clause 8(1) (b), the following be substituted, namely :—

"(b) in the case of acquisition of the undertaking of the company, the total compensation payable shall be,—
on the written down value of the plants and machineries as decided by the Income-tax authorities in their records on the date of vesting in the State of West Bengal under section 7".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের ৮ নম্বর ধারাটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারা এবং এর মধ্যে কম্পেনসেসান ইত্যাদির কথা আছে ও ব্যবস্থা আছে। আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট যেটা মুভ করলাম সেটা যদি ৮ নম্বর ধারায় থাকত তাহলে এই বিলের জটিলতা খানিকটা দূর হত বলে আমি মনে করি। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই বিলের এই ধারাটা মাপলে বোধ হয় ২½ ফুটের বেশী হবে। এর মধ্যে যে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটাতে একটু ঘোরপ্যাচ আছে বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি সোজাসুজি আপনারা কম্পেনসেসান দেবেন—অর্থাৎ যাকে বলে "সোয়ের বোয়ের বকুল ফুলের ভাসুর ঝি"। এইসমস্ত অবান্তর অবান্তর কথা এনে এতে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমরা কম্পেনসেসান দেব। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কালকে আমরা যে অডিট রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখছিযে কোন কোম্পানীকে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিজ এ্যাক্ট-এ কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, একবার মটগেজ দেওয়া হয়েছে ; তার উপর আবার মটগেজ দেওয়া হবে ইত্যাদি সব ব্যাপার। আমার কথা হচ্ছে যে সোজাসুজি ইনকামট্যাক্স যা ধার্য করছে তারা যা য়্যাসেসমেণ্ট করছে তার উপর সমস্ত জিনিসটা করুন। ইনকাম ট্যাক্স যা য়্যাসেসমেণ্ট করবে তার উপর করলেই সমস্ত জিনিসটা মিটে যায়। ইনকাম ট্যাক্সের উপর ডাঃ রায়ের এত ভয় কেন আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এইভাবে যদি জিনিসটা রাখেন তাহলে এত দিতে হয়না এবং ধারাটা ১½ ফুট থেকে কমে ২ ইঞ্চিতে শেষ হয়।

[4-10—4-20 p.m.]

Mr. Speaker : Mr. Haldar, your Amendment No. 127 has already been moved by Shri Basanta Kumar Panda. You can however speak on it.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 8(1)(b), in line 8, after the words "use and the" the word "actual" be inserted.

স্যার, 8(1)(b)তে compensation ব্যাপারে বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে after considering the period and the nature of the use and the present condition of the properties concerned etc. etc.

এখানে the present condition বলা হচ্ছে। এই present conditionকে আরও পরিষ্কার করে বলবার জন্য actual present condition আমি সংশোধন স্বরূপে দিতে বলছি। এর নীচে or দিয়ে যেটা বলা আছে a sum representing 8 times the average net income of the undertaking of the Company.

এই নেট কথাটা বলার জন্য নেট ইন্‌কাম যেমন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে তেমনি actual present condition না বললে present condition এর মধ্যে নানারকম গোলমাল থাকবার কথা। সেজন্য এখানে আমি actual কথাটা insert করার জন্য amendmentও দিয়েছি। তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই যে sum representing 8 times of the average net income of the Company etc. এই 8 times এর জায়গায় 5 times করা হোক। এখানেতে কোন compensation দেওয়ার কথা উঠতে পারে না। কোম্পানীর এতদিনের পুরানো জিনিসপত্রের জন্যে compensation দেবার প্রয়োজন কি? কিই বা তার মূল্য? সেজন্য মাননীয় বসন্তবাবু যেটা বলেছেন সেটার সঙ্গে আমার addition হচ্ছে,—যদিও আমি মনে করি কোন compensation দেওয়া উচিত নয়, নামমাত্র compensation রাখা উচিৎ তবুও এখানে সরকার পক্ষ থেকে যে বিল আনা হয়েছে তার মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ রয়ে গেছে বলে ঐ স্থানে fineএর ব্যবস্থা করা হোক। স্যার, এই পর্যন্তই আমার বক্তব্য।

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 8(1)(b), 1st paragraph, line 11, after the words, "under Section 7" the words "less the sum that may be paid or payable by the State Government by or under clause (c) or clause (d) of section 4" be inserted.

I move that in clause 8 (1) (b), Explanation (ii), after the item (g), the following item be inserted, viz.,—

(h) the sum that may be actually paid or payable by the State Government by or under clause (c) or clause (d) of section 4".

I also move that in clause 8(2), in line 1, after the word "The" the words "actual amount of" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, আমার ৪টা সংশোধনী প্রস্তাব আছে, তার উপর আমি বলব। আর একটা সংশোধনী প্রস্তাব নেই সেটা ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথম কথা হচ্ছে এই ধারায় খেসারত দেবার ব্যবস্থা আছে। খেসারত দেবার দুটো পর্যায় আমরা দেখছি—একটা পর্যায় হল management এবং control নেবার জন্য, আর একটা পর্যায় companyটাকে অধিকার করলে। Management and control নিতে হলে খেসারতের যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে 2 percent. of the purchase price of the undertaking এই দিচ্ছেন। আমার প্রথম

প্রশ্ন হচ্ছে যেটা আগেও আমি করেছিলাম এবং ডাঃ রায় তার জবাব দেননি যে management এবং control নেবার জন্য খেসারত দেয়ার কি প্রয়োজন আছে? প্রথম কথা এই যে management and control of the company যদি নেওয়া হয় তাহলে সেটা ভারতীয় সংবিধানের 31(a) ধারা অনুসারে নেওয়া হচ্ছে এবং 31(a) ধারায় management and control নিলে খেসারত দিতে হবে এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই। অন্য ক্ষেত্রে আমরা খেসারত দিই কেন—খেসারত দিই এইজন্য যেহেতু সেটা বাধ্যবাধক It is mandatory। কোন সম্পত্তি অধিকার করা যায়না খেসারত না দিয়ে। এই কারণে আমাদের জমিদারদের খেসারত দিতে হয়েছে, অন্যদের দিতে হয়। কিন্তু যে জায়গায় সংবিধানে ব্যবস্থা রয়েছে যে খেসারত না দিয়েও গ্রহণ করা যেতে পারে management and control সেই জায়গায় খেসারত দেবার কি যুক্তি থাকতে পারে তা আমি বুঝি না। অবশ্য ডাঃ রায় যুক্তি হিসাবে দেবেন যে তিনি এমন কিছু নূতন করছেননা তার কারণ negative amendment কতকগুলি উনি দেখাবেন যে জায়গায় management এবং control নেওয়া সত্ত্বেও খেসারত দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি এমন বেশী টাকা আছে যে খেসারত দিতে হবে? যে জায়গায় না দিয়ে পারা যায় সেই জায়গায় কেন খেসারত দেওয়া হবে এ প্রশ্নের তিনি জবাব দিন? সেজন্য আমি মনে করি এই ধারাটা উঠে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু যেহেতু তাতে নেগেটিভ amendment হয়ে যাবে সেজন্য আমাকে 2 percent.টাকে কম করে 1 percent. করতে হয়েছে—এটা গেল ১ নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর জিনিস যেটা জানি আগেও বলেছি এবং আবার আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—৪নং ধারায় সি এবং ডি উপধারায় কি বলছে দেখুন। অল কনট্রাক্টস্ যা কোম্পানীর উপর বাইণ্ডিং বাই কনট্রাক্ট সরকারের উপর বাইণ্ডিং যব 'সি' উপধারায় বলা হচ্ছে। 'বি' উপধারায় বলা হচ্ছে এনি কজ অব্ য়্যাকসান যা কোম্পানীর উপর য়্যাপ্লিকেবল এবং এনকোয়ারিয়েবল্ তা সরকারের উপর য়্যাপ্লিকেবল্ এবং এনকোয়ারিয়েবল হবে। এই দুটো জিসেষের মাঝখানে কনট্রাকটের জন্য কিছু টাকা দিতে হতে পারে এবং কজ অব য়্যাক্সনের জন্য কিছু টাকা দিতে হতে পারে সেই টাকাগুলি যে সরকারকে দিতে হবে এবং সে ভাল রিয়ালাইজেশনের কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। ধরুন একটা কথা বলি লীজ—এইযে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ডিষ্ট্রিবিউসন লাইন এগুলির লীজ আমি শুনেছি শেষ হয়ে গেছে, ফ্রেস লীজ করতে হবে এবং ফ্রেস লীজ করতে গেলে কনট্রাক্ট করতে হবে এবং কনট্রাক্ট করতে গেলে তার জন্য টাকা দিতে হবে। এইযে টাকাটা কোম্পানীর জন্য সরকার খরচ করবেন কমপেনসেসন দেবার সময় সেই টাকা কেন সরকার আদায় করে নেবেননা তা আমি বুঝতে পারছি না। দ্বিতীয় নম্বর ধরুন যে আজকে কোন কজ অব য়্যাক্সন আছে কোম্পানীর এগেনষ্টে. কিম্বা পরে সেই মামলা কোর্টে গেল এবং কোর্ট একটা ডিক্রী দিল, সেই ডিক্রী এনকোয়রিয়েবল হবে না। On the company but it will be enforceable on the Government. সেই টাকা কত টাকা তার কোন স্থির নেই। সেই টাকাটা যা কোম্পানীর বর্তমান দেনার জন্য বা বর্তমান কোন গাফিলতির জন্য বা অন্য কোন অবলিগেশান কোম্পানীর দেয়ার কথা, তা কোম্পানী দিলনা যার ফলে সরকারকে ভবিষ্যতে সেটা দিতে হবে—এই টাকাটা আদায় করার কোন ব্যবস্থা বিলের মধ্যে নেই। আমার জিজ্ঞাস্য এই টাকাটা কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করার ব্যবস্থা কেন হবে না? আজকে কোন কাজ করার জন্য যদি কোম্পানীর কাছ থেকে কেউ টাকা পায় কোন কজ অব য়্যাকশন থাকে তা হলে সেই কজ অব য়্যাকসন ভবিষ্যতে যখন সরকারের উপর বর্তাবে তখন সেই কজ অব য়্যাকসনের টাকা সরকার কেন কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না তার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। ৮(১) ধারায় ওঁরা বলছেন কমপেনসেসন দেবেন—এই কমপেনসেসন পার্চেজ প্রাইসের ভিত্তিতে হোক্ কিম্বা এইট টাইমস্ অব দি এ্যাভারেজ নেট ইন কামের ভিত্তিতে হোক, যারই ভিত্তিতে হোক

এই কমপেনসেসন থেকে সেই টাকা বাদ যাওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। তাই আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবে দিয়েছি যে কমপেনসেসন যা হবে তার থেকে এটা বাদ যাবে—the sum that may be actually paid or payable by the State Government by or under clause (c) or clause (d) of Section 4. অর্থাৎ কনট্রাক্ট বা কজ অব য়্যাকসনের জন্য সরকারকে যদি য়্যাকচুয়ালী টাকা দিতে হয় কিম্বা পেয়েবল না দিলেও হয় আইনতঃ তাহলে সেই টাকা কমপেনসেসন থেকে বাদ যাওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি এই হোল দ্বিতীয় নম্বর।

[4-20—4-30 p. m.]

তৃতীয় নম্বর আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাব নাই এ সম্বন্ধে কিন্তু তবু আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি Explanation (g)র তলায় দেখুন, such other expenses as may be prescribed এই Prescribed কথাটার অর্থ কি prescribed by rules? কারণ এখানে Prescribed এর definition clause নাই। Generally অন্যান্য আইনেও Prescribed use করা হয়, Prescribed কথা লেখা থাকে prescribed means prescribed by rules. এই Prescribed অন্যান্য সমস্ত Act-এ আছে কিন্তু এখানে Prescribed এর কোন definition দেখছি না। সুতরাং এখানে যখন উঠবে Compensation দেবার ক্ষেত্রে explanation (g) তখনই lawyerরা প্রশ্ন করবে prescribed by whom, prescribed in what way এই কথা আসবে। আশ্চর্য কথা Clause 10-এ দেখছি the State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

আইন করার কোন ক্ষমতা জানেন না। দু' জায়গা থেকে Locuna থেকে যাচ্ছে। Definition Clause নাই। আমি মনে করি এটা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। এটা না থাকলে বহু ফ্যাকরা আসবে। আর ১০ নম্বর Clause এই ক্ষমতা Government এর থাকা দরকার Generally যাই থাকুক না কেন অন্যান্য বিষয়ে, deducation এর সরকার আইন করতে পারবে, এই জিনিস থাকা দরকার আছে। জগন্নাথবাবুর এ বিষয়ে amendment নেই, আমিও দিইনি। সে যাই হোক on the floor of the House করে নিতে পারেন নইলে আইনটা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

পরের যে amendment আমি move করছি না, প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ৮ এর ধারার (২) নম্বর উপধারায় Compensation Payble কথাটা actual amount of Compensation হওয়া দরকার অবশ্য এটা clarification এর জন্য। Tribunal, triumpt decide করবেন না; Tribunal will decide the actual amount of Compensation payable, আমি চাইছি যে Compensation এর আগে actual কথাটা add করা হোক্।

Shri Ganesh Ghosh : With your permission I would make a change in my amendment. For the words "arrangement for distribution of gas" I want to substitute the word "undertaking".

I move that for the second portion of clause 8(1) (b), the following be substituted, namely :—

"or,

In the case of acquisition of the undertaking the total compensation payable shall be a sum representing three times the average net income of the Company calculated on the basis of the audited balance-sheet of the Company for a period of five years minus the taxes including the income-tax actually paid for those five years,

whichever is less".

আমি বলতে চাই এই Gas Company acquire করা হবে এটা বলা হয়েছে। যে Profit Gas Company নিয়েছে সেটা 1st Reading-এ বলেছি। এর paid up Capital ৪০ লক্ষ টাকা। গত ৮ বছরে ৫০ লক্ষ টাকা তারা devidend হিসাবে নিয়েছে। তার উপর টাকা দেবার Propose করা হয়েছে সেটা হচ্ছে—Propose to give over a sum representing eight times the net average income of the under taking of the Company.

দাঁড়ায় গিয়ে average net income minus taxes দাঁড়ায় প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা, এর eight times হবে near about ৫০ লক্ষ টাকা হয়। এই ৫০ লক্ষ টাকা অথবা a sum representing the purchase price of the undertaking of the Company reduced by such depreciation ইত্যাদি। এটা যে কি হবে সেটা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু সেটার কিছু ধারণা করতে পারবো, সেটা হচ্ছে near about ৫০ লক্ষ টাকা। এটা ৫০ লক্ষ টাকা হবে সেটা অঙ্কের হিসাবেই বুঝতে পারবেন। এই ৫০ লক্ষ টাকা দেবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। সেইজন্য আমাদের কথা হচ্ছে যতটা কম করা যায়। তাদের একদম না দেওয়া উচিত, prosecute করা উচিত ; ডাঃ রায় তা করবেন না। আর যতক্ষণ constitution আছে এটা হবে না, সেইজন্য minimum যেটা দিলে তাদেরও ক্ষতি হবে না, আমরাও দিতে পারি সেইজন্য তিনগুণ দেওয়া যেতে পারে ; তাহলে ১৫ লক্ষ টাকা হয় এবং আমার amendment-এ দিয়েছি, ১৫ লক্ষ টাকা three times the average net income! আর একটা আমার বক্তব্য হল, সেটা হচ্ছে এই বিষয় net income ধরবার জন্য tax বাদ দেবার কথা বলা হয়েছে। Particularly income tax এর কথা এর মধ্যে দেন নি। স্পীকার মহাশয়, দেখুন explanation এর ভিতর (ii) (a) rents, tates, and taxes এর কথা আছে কিন্তু income tax কোনদেন নি। এটা purposeful বলেই মনে হয় এবং purposefully mention করা হয় নি। এটা যে purposefully হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, assessment of Indian income tax-তাতে যে income tax এর provision আছে তাতে near about ১০ লক্ষ টাকা balance sheet-এ আছে, সেই income taxটা mention থাকা উচিত ছিল তাহলে এই ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা বাদ যেতো। এটার উল্লেখ নাই। আর একটা বক্তব্য হচ্ছে 8(a) in the case of taking over of the management and control of the undertaking তাহলে compensation দেওয়া হবে two percentum of the total capital outlay। ডাক্তার রায় আমাদের বলেছেন capital outlay mention করেছেন কিন্তু explain করা হয় নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : শ্রীজগন্নাথ কোলের amendment এর ভিতর এটা describe করা হয়েছে।

Shri Ganesh Ghosh : That is good এটা যদি হয় তাহলে এ সম্বন্ধে আর বলবার কিছু নেই। এই সরকারকে further বলতে চাই। ডাঃ রায় যদি একটু মনযোগ দিয়ে শুনলে ভাল হয়, সেটা হচ্ছে tribunal এর কথা। এখানে income tax assessment এর সময় depreciation প্রত্যেক বৎসরে ধরা হয়েছে। এটা যদি ধরা যায় more or less accurately তাহলে further Tribunal করার দরকার আছে কি। এখানে either High Court Judge কিম্বা District Judge, Additional District Judge ইত্যাদি এই রকম personal থাকবে। যে Income tax assessment প্রত্যেক বৎসর হচ্ছে সেখান থেকেই depreciation জানতে পারা যায় তারপরেও এই Sub-clause (2) of clause 8-এ এই রকম tribunal কোন প্রয়োজন আছে কি ? থাকলে কি প্রয়োজন আছে সেটা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে স্পষ্ট করে জানতে চাই। স্পীকার মহাশয়, এই কয়েকটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that in clause 8(1) (b), line 13, for the words "eight times" the words "three times" be substituted.

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Bankim Mukherjee : মিঃ স্পীকার স্যার, এক জায়গায় এটা আছে– a sum representing the purchase price of the under taking of the Company reduced by such depreciation ইত্যাদি as may be allowed by the tribunal. সেখানে ধরা হচ্ছে যার উপর Compensation দেওয়া হবে যদি acquisition করা হয় এবং যদি না করাও হয় তাহলে ধরা হয়েছে কিনা Compensation payble shall be a sum calculated at two per centum of the total capital outlay made by the Company. এখন এই ছটো জায়গাতে 2 percent. দেওয়া হবে Capital outlay এর উপর। Capital outlay বছর বছর করা হয়েছে তা থেকে সেগুলি deduction করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু পরিষ্কারভাবে বলা নেই। Capital outlay ৮।১০ বছর ধরে নানা সময়ে নানাভাবে হয়েছে। আপনারা যেখানে reduction ধরছেন সেখানে শুধু deterioration এর জন্যে যে deduction সেটা ধরছেন কোন property বিক্রী করে দেওয়া বা অন্যপ্রকারে যে losses হয়েছে তা reduced করার কোন কথা নেই এবং যেভাবে wording রয়েছে সেটা সাংঘাতিক। একটা হচ্ছে management period-এ কি দেবেন, না, 2 percent. দেবেন total capital outlay made by the company— অর্থাৎ in various times যা কিছু Capital outlay তারা করেছেন সেই Capital outlay করবার পরে যে—asset আছে কিনা তা ধরা হবে না। Capital outlay মাত্র যদি তারা accounts দেখাতে পারেন যে এই করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে সেখানে কোন assets আছে কিনা তা না দেখালেও চলবে কারণ আপনি আইন করে ফেলছেন। আইনতঃ যার যদি দেখাতে পারেন কোন সময় পাঁচ লক্ষ কোন সময় দশ লক্ষ Capital outlay করা হয়েছে এইভাবে total aggregate যে Capital outlay হবে তার উপরে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাকে management period-এ দেবার। এখানে এমন কিছু নেই যাতে বুঝা যাবে যে Capital outlay করা হয়েছিল সেটা সত্য কিনা কোন fradulent transaction হয়েছে কিনা তা দেখবার ব্যবস্থা নেই এবং even খুব late-এ যে সমস্ত amendments এসেছে শ্রীকোলে মারফত তার মধ্যেও এটা ঠিক করবার কোন ব্যবস্থা হয় নি। সত্যি সত্যি outlay হয়েছে কিনা তা দেখবার ব্যবস্থা নেই, মাত্র একটা mathematical sum তার উপরে ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আপনারা যা করেছেন তা আরও সাংঘাতিক তা হল যখন Compensation দিতে যাচ্ছেন—a sum representing the purchase price of the undertaking of the Company. এবং সেখানে পরে পরিষ্কার করেছেন—at various dates হবে যে purchased price. এই purchased price এখানে এত টাকার উপর ধরা হয়েছে। প্রথম আমাদের বক্তব্য যে, Oriental Gas Company কেনবার সময় পূর্বতন বৃটিশ মালিকদের অযথা বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা প্রথম charge এবং কোন management যদি অযথা মূল্য দিয়ে কিনে থাকেন তার জন্য কে দায়ী হবে? আজ তারা সেটা চালাতে পারলেন না এবং সেজন্যে সরকার সেটা নিতে যাচ্ছেন এবং নিতে গিয়ে যে ভুল করেছিলেন সেটা প্রথম ক্রেতা তার সংশোধন করে দিচ্ছেন অর্থাৎ তারা যে ১০ লক্ষ টাকার জিনিস ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন সেই ২০ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট আজ পুরণ করতে যাচ্ছেন। তারা যে purchase price দিয়েছে সেটা ন্যায্যত দিয়েছে না ভুল দিয়েছে, অন্যায় বাজে খরচ করেছে সেটা নিয়ে কোন মাথা ঘামান হল না।

দ্বিতীয়তঃ, purchase price যেটা দেওয়া হচ্ছে, এখানে দেখা হল না এটা অন্যায় দেওয়া হচ্ছে না কি ভুল দেওয়া হচ্ছে—কোথাও বাজে খরচ হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সন্ধান করা হল না, এত বড় সম্পত্তি কিনতে গিয়ে কোথাও বাজার দর দেখা হল না—এখানেই হল আমাদের গুরুতর আপত্তি। কথা হচ্ছে, কোনরকমে তাঁদের একটা purchase price পাইয়ে দেবেন। তৃতীয়তঃ, আপনি purchase price এর কথা বলেছেন, কিন্তু কোথাও বলেন নি তার ভিতর থেকে যে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেছে তার কি হবে। Purchase price বলতে তারা যে দাম দিয়েছিল তার উপরই সমস্ত calculate করবেন। সেদিন আমি আর একটা কথা বলেছিলাম, জানি না আপনি শুনেছেন কিনা—১৯৫৮ সালে হাওড়ার কিছু জমি বিক্রী হয়েছিল, তারপর কিছু machinery T. R. Jalan কিনে নিয়েছিলেন, কি দামে কিভাবে কিনেছিলেন আমরা জানি না, আমাদের খুবই সন্দেহ আছে যে জালানসাহেব যখন নিয়েছিলেন তখন Oriental Gas Companyকে যথেষ্ট ফাঁকি দিয়েই নিয়েছিলেন আমাদের ধারণা। Oriental Gas Company খুব বেশী টাকা পায়নি, অথচ এক বিরাট সম্পত্তি তাঁদের কাছে চলে গিয়েছে। এটা বাদ দেবার কথা চিন্তা করা হয় নি। এখানে দেখা হল না purchase price দিয়ে যে property ছিল সেইসব property পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না। তারপর, 18, Ballygunge Park, একটা valuable property যেটা আগে কোম্পানীর guest house ছিল, এখন তার জালান হাউস নামকরণ হয়েছে এবং টি, আর, জালানের personal property হয়েছে—এর কি হবে? Oriental Gas Companyর বর্তমানে যে সমস্ত প্রকৃত property আছে সে সব দেখেশুনে যে ন্যায্য দাম হবে, সেই দামে compensation দেবেন, না নামমাত্র মূল্যে যা বিক্রী হয়ে গিয়েছে সে সব ধরে real valuation assess করে দেবেন? এসব কোন কথাই বিলের ভিতর নাই। তারপর নারিকেলডাঙ্গায় ৫ বিঘা জমি, যেটা কোম্পানীর টাকা থেকে কেনা হয়েছিল, এখন তা মাধুরী জালানের নামে transfered হয়েছে। এই রকম হয়তো আরও আছে, আমরা জানি না; খোঁজ নিলে দেখা যাবে এ রকম বহু টুকরো টুকরো সম্পত্তি নানাভাবে এই কোম্পানী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং original purchase price ধরে compensation দিতে চান এবং যেসব সম্পত্তি বেরিয়ে গিয়েছে তার উপরও compensation দিতে চান এসব কথা বিলের ভিতর দেখতে পেলাম না। Compensation এর ধারাটা এভাবে রাখা এবং এ রকম calculation করা এই দুটোই ভুল হচ্ছে, যেহেতু "anual compensation payable shall be a some calculated at 2 percentum of the total capital outlay."

এটা ভয়ঙ্কর ভুল কথা—total capital outlay বা তার উপর 2 percent. এর কম valuation করা হবে না, whole property বাজারে বিক্রী করতে গেলে কি দাম হয় সেটাই দেখবেন, যা capital outlay তার উপর 2 percent. reduction কিভাবে হয়েছে সেটা দেখবেন না, কি কি property বিক্রী হয়ে গেল, ইত্যাদি দেখে total উপর calculotion করে compensation দেবেন। Compensation এর দিক থেকে এই বিলটায় অনেক ফাঁক রয়ে যাচ্ছে যাতে করে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে, public recheque থেকে বহু টাকা অযথা ও ভুলভাবে বেরিয়ে যাবে। বিভিন্ন সংশোধনী দিয়ে সেগুলি কিছু কিছু correct করার চেষ্টা আমাদের দিক থেকে হয়েছে, চিন্তা করে দেখবেন আমাদের কিছু কিছু সংশোধনী নিতে পারেন কিনা।

[4-40—4-50 p. m.]

Sri Jagannath Kolay: I beg to move that in clause 8 (1) (b), in the explanation (ii), item (g), after the words "as may be prescribed", the words " by rule made under this Act" be inserted.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, this particular clause refers to the payment of compensation either in the period when the Company is taken over for management purposes or when it is taken over for acquitition purposes and the method in which payment has to be made to which various criticisms have been advanced.

Sir, let us first of all take the compensation suggested to be paid during the first period of management and control. I may tell my friend Shri Bankim Mukherji that the words "capital outlay" have been deliberately altered by the amendment of Shri Jagannath Koley which says, instead of the words " the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company" the words "the sum representing the purchase price of the undertaking of the Company reduced by such depreciation as may be allowed by the Tribunal referred to in sub-section (2) after considering the period and the nature of the use and the present condition of the properties concerned on the appointed day" be substituted. That is to say, it is not the capital outlay as is mentioned in any of the balance-sheets but it is the actual finding out the value on the capital on the basis of which the compensation is to be paid.

Sir, I have said many times during the course of the debate that according to the Constitution there is no obligation on the part of the Legislature to give any compensation during this period. Srcondly, as far as I can visualise, I do not think the period for which compensation is to be given would last more than a year or 11 years; and thirdly, as far as I can foresee the total amount on the basis of the compensation that is to be given would not be very much More than, say, Rs. 40 laks 80 thousand. The question is while we are using the services of the Company's assets for a period and getting the money which goes to the Consolidated Fund, it is only a case of natural justice that we pay something to the Company for this period. The amount that we give is a matter which is to be decided by the House. It may be 1 percent.; it may be 2 percent. but we say 2 percent. We thought it should not be too high nor it need be ridiculously low.

The second question that comes in is the payment to be made when the acquisition takes place. Sir, the first part is the method in which the payment is to be made. My friend Shri Subodh Banerjee who usually has got a logical mind has suggested in his amendment No. 123 I think that when you give compensation if you have got to make any payment on account of contracts under section 4 (c) or 4 (d), deduct it. Sir, ordinary common sense says that supposing in some contracts we have got to pay and deduct that, supposing in same contracts we get something, shall I give it to the company? It cannot a one sided view—I mean fair-play is fair-play. I do not thing we need enter into that particular aspect at all. Similarly Shri Panda has said in his amendment No. 138 that it should be the average income of the last five years after we have taken over the management. I do not visualise the period of last five years before we actually ocquire it. That question really is out of Court. Our present position is that there are two ways in which you can determine the amount of money that can be given to a party. I have got a house which has got its own intrinsic value, the value of the land, the value of the building, the value of the appurtenances, the value of the materials with which it is constructed and so on And also it has got its own value, the rent it fetches, the particular position it has, the amount of demand the people have on it. There are two ways, therefore, to calcalculate the

value of that property. Some people calculate it intrinsic value of the property and its assets, other people think of the amount that it will fetch. Therefore, in this particular case we have put in both types of valuation whichever is less. We have said a sum representing the purchase price and we have defined that the purchase price is the aggregate price of different parts of the machinery of the undertaking taken on respective dates and deducting the depreciation from that. That is one item of valuation. From time to time purchases have been made, from time to time depreciation has bean made. As you know for the purpose of income-tax there are particular rates which are fixed by the income-tax authorities for a particular undertaking and the rate at which the depreciation figure is to be apportioned, and by doing that we come to certain figures. What we are to do is to find out exactly what a particular industry is giving us and what multiple of that figure can we offer to the party. So ordinarily we calculated in this way. If there is a property which gives us Rs. 100 a year we give the party twenty times as much. That is usually the current method of estimating the value of a property, but in view of the fact that this particular party has been enjoying a good return for the last five years we thought eight times should be quite reasonable, I mean eight times the net income. The net income has been defined. The principles have been laid down and somebody asked me a question whether the income-tax that is payable would be deducted. Of course, it will be deducted. That would be 'such other expenses as may be prescribed', and I am thankful to Shri Subodh Banerjee for pointing out that technical mlstake that prescribed by rules' should be put in there in order to make it complete although under the General Clauses Act prescribe means prescribe by rules. So I do not want to take any chance. Thefore those expeuses will have to be deducted from the calculation of the expenses. I have gone into the different items that are taken into account by the income-tax authorities. We have practically followed their system. The only thing is for the sake of incometax take into account the item of capital gain We do not want to take that. We want to reduce the amount of net income as much as possible in order that our payment may be as low as possible.

[4-50—5 p.m.]

Now a question has been raised as to whether there should be one person tribunal or three persons tribunal. I have watched the working of the one man tribunal. Is various instances I have found one man tribunal better provided the man is a good man and is very careful. I do not see any reason why we should not give him the credit to come to a decision. He should be given support by appointing a man with technical knowledge, such as engineering, etc., so that the man can give the judge proper advice as to the nature of the case the judge has to consider. That is why we have put a provision that the State Government may appoint one or more persons possessing knowledge of any matter relating to the enquiry to assist the Tribunal in determining the compensation. Sir, it has been suggested that a sitting judge is better but the difficulty is that the sitting judge cannot give the time necessary for the purpose. We lay men, we think that a judge is a judge whether he is sitting on the bench or not but he has acquired certain amount of qualification as a judge. Therefore he is likely to give the correct view in a case. Sir, I oppose all the amendments barring those of Shri Jagannath Kolay.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that in clause 8(1)(a), lines 4 to 6, for the words "at two per centum of the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company." the words "on the basis of net annual profit to be divided between the Company and the Government in the ratio of the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company and the total capital outlay made by the Government as per the provisions of the sub-section (2) of section 6, provided that no compensation shall be payable in case of loss" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 8 (1) (a), lines 4 to 6, for the words beginning with "total capital" and ending with "Company" the words "sum that would have been payable to the Company under the provisions of clause (b) of this sub-section, if the undertaking were acquired by the State Government on the appointed day" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 8(1)(a), line 4, for the word "two" the word "one" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that for clause 8(1)(b), the following be substituted, namely :—

"(b) in the case of acquisition of the undertaking of the company. the total compensation payable shall be,—

on the written down value of the plants and machineries as decided by the Income-tax authorities in their records on the date of vesting in the State of West Bengal under Section 7." was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 8(1)(b) in line 8, after the words "use and the" the word "actual" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8(1)(b), 1st paragraph, line 11, after the words, "under section 7" the words "less the sum that may be paid or payable by the State Government by or under clause (c) or clause (d) of section 4" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 8(1)(b), in line 13, for the words "eight times" the words "five times" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that in clause 8(1)(b), line 13, for the words "eight times" the words "three times" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause 8(1)(b), in line 14, before the word "income" the word "annual" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause (8)(1)(b) lines 15-19, for the words beginning with "preceding the" and ending with

"management and control" the words "of management of the undertaking of the company by the State Government under clause (a) of section 4" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in clause (8) (1) (b), lines 18-19 the words "for the purpose of management and control" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in the explanation (ii) to clause 8(1)(b), in line 1, after the word "net" the word "annual" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in the Explanation (ii) to clause 8(1)(b), in line 2, after the words "means the" the word "annual" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 8(1). Explanation (ii), lines 2 to 19, for the words beginning with "the difference between" and ending with "as may be prescribed" the words "the 'total income' as defined in clause (15) of section 2 of the Indian Income-tax Act, 1922, and computed in the manner laid down in the said Act" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8 (1) (b), Explanation (ii), after the item (g), the following item be inserted, viz. :—

"(h) the sum that may be actually paid or payable by the State Government by or under clause (c) or clause (d) of section 4" was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8 (2), in line 1, after the word "The" words "actual amount of" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 8 (2), line 6, the words "or has been" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Jagannath Koley that in clause 8—

(1) In sub-clause (1)(a), in lines 4-6, for the words "the total capital outlay made by the Company in respect of the undertaking of the Company" the words "the sum representing the purchase price of the undertaking of the Company reduced by such depreciation as may be allowed by the Tribunal referred to in sub-section (2) after considering the period and the nature of the use and the present condition of the properties concerned on the appointed day" be substituted ;

(2) In sub-clause (2), in lines 3-4, after the words "undertaking of the Company" the words "or the amount payable by the Company under sub-section (3) of section 7 for the additions made by the State Government at its own cost to the undertaking of the Compauy" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that clause 8(1) (b) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that in clause 8(1)(b), lines 17-19, for the words "transferred to the State Government under clause (a) of Sec. 4 for the purpose of management and control" the words "acquired by the State Government" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Jagannath Kolay that in clause 8(1)(b) in the Explanation (ii), item (g), after the words "as may be prescribed", the words "by rules made under this Act" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that for the second portion of clause 8(1)(b), the following be substituted, namely :—

"or

In the case of acquisition of the undertaking the total compensation payable shall be a sum representing three times the average net income of the Company calculated on the basis of the audited balance-sheet of the Company for a period of five years minus the taxes including the income-tax actually paid for those five years, whichever is less."

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—106

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat Shri Budhu
Bhattacharjee Shri Shyamapada
Biswas Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath

Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Moudal Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pramanik Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose. Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu

Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 106, the motion was lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that in clause 8(1)(b), line 13, for the words "eight times" the words "two times" be substituted was then put and a division taken with the following result :—

NOES—107

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri, Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath

Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Mishra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Naih
Sen Shri Santigopal
Singha Deo. Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Sri, Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri, Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath

Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 107, the motion was lost.

[5-5—20 p. m.]

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that in clause 8(2), in line 6, after the words "High Court" the words "as Chairman, and two other members one of whom shall be the President, the Institute of Chartered Accountants and the other shall be the President, Bar Association, Calcutta High Court" be inserted, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—107

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopaddyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kaji
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta

Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—55

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Manoranjan

Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 55 and the Noes 107, the motion was lost.

The question that clause 8, as amended, do stand part of the Bill was then put and a division taken with the following result :—

AYES—107

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Brdiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das, Adhikary, Shri Gopal Chandra
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath

AYES—107

Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed. The ,Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri GoalBadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

NOES—56

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani,
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu

Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 107 and the Noes 56, the motion was carried. The question that clause 8, as amended, do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p. m.]

Patients suffering and death for want of doctors

Shri Pramatha Nath Dhibar : স্যার আমি প্রথমে একটি বিষয়ের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে ২৬৬টি patient রয়েছে, একটি মাত্র House Physician, বহু রোগী মারা যাচ্ছে, চিকিৎসা হচ্ছে না, Surgical Wordএ-ও ব্যবস্থা নেই Authority পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে pitition পাঠিয়েছে, এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি, ব্যবস্থা যেন করা হয়।

The Oriental Gas Company Bill, 1960
Clause 9

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in clause 9(1,(a), line 1, for the word "period" the words "completed year or years" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 9(2), line 7, for the word "three" the word "two" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, Clause 9-এ দুটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি একটি ১৫৬নং এবং ১৫৮নং। Clause 9-এ manner of compensation সম্বন্ধে ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে Sub-clause (1) এ যেখানে—Companyর management and control নেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে compensation কিভাবে payment করা হবে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই compensationএর payment ব্যাপারে যে সময়ের জন্য compensation দিতে হবে সেটা দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে যে appointed day যেদিন থেকে management and control of the undertaking of the Company Governmet take up করলেন সেদিন থেকে date of award of date of the order of the High Court.

এই একটা period আর একটা হচ্ছে prior to the date of the award made by the Tribunal.

এখন এই যে periodএর জন্য দিতে হবে প্রথমটা In respect of the period prior to the date of the award.

এই যে periodটা এখানে In respect of the completed year or years prior to the date of the award.

এটা আমি করতে চাচ্ছি। কারণ কথাটা হচ্ছে আইনের যা ইচ্ছা—date of award.

Appointed day থেকে কিছু কিছু দূরে চলে যাচ্ছে তাতে এই compensation যাতে দেরী না হয়, এই date of award within sixty days payment of compensation করা হোক্। এখানে দেওয়া হয়েছে In respect of the period prior to the date.

এখন এই periodটা যদি fractional period হয়, মনে করুন ১ বছর ২ মাস কিংবা ২ বছর ১ মাস তাহলে কি হবে compensationএর ক্ষেত্রে? এই fractional period—সমস্ত periodএর জন্য compensation দিতে হবে with sixty days একথা বলা হয়েছে। এর আগে compensation calculationএর প্রশ্ন আছে। Clause 8এ দেখবেন—2 percent. of value ধরে নেওয়া হয়েছে সেই 2 percent. দিতে হবে। সেখানে total year এর উপর compensation calculate করার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু এখানে যা আছে এবং appointed day থেকে। Date or award যদি পূর্ণ বছর হয়। Fraction of year যদি থাকে সেই periodএর জন্যও date of award এর with in sixty days মধ্যে compensation দেওয়া হবে কি?

আমার মনে হয় এটা করতে গেলে compensation দেবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। সেইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে date of award তার পূর্বে year completed হয়ে যাবে, সেই year or number of years completed সেই তার জন্য date of awardএর sixty daysএর মধ্যে compensation দিতে হবে। এখানে fraction হয়ে যাবে এই periodটা, years and fraction of the year হয়ে যাবে। সেইজন্য বলেছি in respect of the completed year or years.

তারপর ১৫৮নং সংশোধনীতে আছে, এই প্রস্তাবে Clause 9, Sub-clause (2), যেখানে নাকি acquisition of the undertaking of the company হচ্ছে, সেখানে compensation কি ভাবে দেওয়া হবে সেটা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে compensation section 8 অনুযায়ী determine করা যাবে তা bondএ দেওয়া যেতে পারে এবং সেই bondএর rate of interest 3 percentum per annum with effect from the date etc. এখানে ও percentumএর জায়গায় 2 percentum করতে বলেছি। Sir, Clause 8 দেখলে দেখবেন Original Bill যা থেকে জগন্নাথ বাবুর amerdent গ্রহণ করার পর এই Clause 8 এর Sub-clause (1)(a)র total value of capital করে নেওয়া হচ্ছে তাতে Sub-clause (1)(a) ও Sub-clause (1)(b) এই দুই ক্ষেত্রে অর্থাৎ computed value of the capital এক করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ management এবং control of the undertaking এক করা হয়েছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে value of the capital ঠিক করে দেওয়া হল for the property। সেখানে management এবং control of the undertaking Government নিয়ে সেখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে two percentum of that value যেখানে এটাই ঠিক করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি bond দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে

তাতে তার interest three percentum করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে value calculate করা হলে companyর undertaking, management এবং control acquisition করা হলে, সেই management ও control period মতই two percentum interest দেওয়া হোক্। আগেও যা ব্যবস্থা হয়েছে এখানেও সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত। ডাঃ রায় পূর্বে বলেছিলেন Clause 8এ two percentumএর সমর্থনে বলেছিলেন যে তিনিও interestএর rate কম করতে চান এবং ডাঃ রায় একদিন বলেছিলেন two percentum এটা not ridiculously low. কাজেই তাই যদি হয় তাহলে এখানে two percentum রাখা হোক। আশা করি তিনি এটা গ্রহণ করবেন।

[5-30—5-40 p.m.]

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 9(2), second proviso, in line 3, after the words "be not taken" the words "on the date of payment or, as the case may be", be inserted.

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। ৯ নং ধারায় আমরা বলেছি যে compensation এর টাকাটা কিভাবে দেব এবং compensation এর টাকার সুদ আমরা কতদূর পর্যন্ত দেব। আমরা ব্যবস্থা করেছি কি যে সুদের একটা date আমরা fix করে দিতে পারি যে date হচ্ছে due date of the payment of the compensation money—এই date পর্যন্ত আমাদের সুদ দিতে হবে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট যদি কোথাও মনে করে যে ওই due date এর আগে টাকা পরিশোধ করে দেব সেই অধিকার গভর্ণমেণ্টের আছে এবং সেটা ওই sub-clause (2) first provisoতে রয়েছে। কিন্তু মনে করুন যে compensation এর টাকা নেবে যে ভদ্রলোক বা কোম্পানী সেই যে date-এ due সেই date তারা নিল না, তাহলে কি আমাদের interest দিতে হবে? এই point উঠেছে। Dr. Roy একটার provision করেছেন, দ্বিতীয়টির করেন নি যে যদি কোন short period-এ fixed হয় এবং notice দেওয়া তা যে shorter period-এ তোমার টাকা নিয়ে নাও এবং সে যদি ওই compensation এর টাকা না নেয় তাহলে ওই shorter period-এ যেটা date ছিল না নিলে তার জন্য সুদ দেওয়া হবে এই provision Dr. Roy করেছেন : কিন্তু normal period-এ মনে করুন আমার টাকা শোধ দেবার কথা, লোকটি টাকা নিল না—১৫ দিন বাদে নিল, এই যে ১৫ দিন বাদ পড়ে গেল সেই period এর সুদ আমাদের দিতে হবে কেন? যে কোন rational mind বলবে সুদ দিতে হবে না—I am not responsible for the default—আমি টাকা দিতে গিয়েছিলাম other party নেয় নি—সুতরাং আমি সুদ দেব না। স্পীকার মহাশয়, এই provison এখানে নেই এরকম একটা include করতে তাই বলেছি। একটা অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই Dr. Roy এর স্মরণে আছে—Estates Acquisition Act-এ এরকম একটা গোলমাল হয়েছিল যার খেসারৎ পাওনা সে খেসারৎ due date নিল না—Bimal Babu will her me out যার পাওনা সে due date-এ টাকা না নিয়ে High Court-এ মামলা করে দিয়েছে, High Court case চলাকালীন prelty long time পার হয়ে গিয়েছে ; এখন বলছে তোমার ওই যে due date আর যেটা actual date of payment এর মধ্যে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, এই period এর জন্য তোমাকে interest দিতে হবে এর পর Estates Acquisition Act, Third amendment Bill এসেছিল এবং এ সম্বন্ধে যথারীতি একটা provision এর যে হয়েছিল and that provision had to be taken in the Estates Acquision Act. আমরা ঠিক যেটা provision এখানে করতে চাইছি—কোম্পানী মামলা ঠুকে দিয়ে টাকা নিল না, তারপর দুই বছর বাদে টাকা

নিয়ে বলল, এই টাকার সুদ দাও ; এ জিনিস হতে পারে না—That is awfully bad. সুতরাং that provision should be there. এইজন্যে আমার amendment-এ এই জিনিসটা দিয়েছি।

Shri Ramanuj Haldar : স্পীকার স্যার, আমার একটা amendment রয়েছে ১৫৯ নং। এতে শশবিন্দুবাবু যেটা বলেছেন সেই একই কথা আমি বলেছি—in line 7 for the word "three" the words "two" be substituted.

আমার বক্তব্য হচ্ছে, Oriental Gas Company গ্যাস সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে নি—এই অযোগ্যতার জন্য সরকারকে কয়েক বৎসরের জন্য এর পরিচালনাভার নিতে হচ্ছে, এবং subsquently acquire করার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সরকার আংশিক compensation দিয়েছেন, কখনো পুরো দিতে পারেন নি বা দেন নি ; কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে কোম্পানী তার দায়িত্ব পালন করতে পারে নি তার পরিচালনাভার যে শুধু সরকার নিতে যাচ্ছেন তা নয়, উপরন্তু এমন একটা compensation দিয়ে নিতে আগ্রহান্বিত হচ্ছেন। এই compensation দেওয়া কখনোই উচিত নয়। আমি মনে করি এক্ষেত্রে compensation দেওয়া আদৌ যুক্তিসংগত নয়, তবুও rate of interest 3 percent.-এর স্থলে 2 percent. বলতে চাচ্ছি এই কারণে যে, সরকার যেন compensation দিতে অযথা বিলম্ব না করেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, with regard to the amendments to clause 9 I do not think I need have any comments to make. Some friends have said instead of 3 percent. it should be 2 percent. and so on. With regard to them I do not think any notice should be taken.

With regard to Subodh Babu's question, it has been said here in only those cases where a notification is issued for taking payment otherwise than annual instalment suggested in sub-paragraph (2) where the State Government desires to pay earlier. I think it is quite clear. I do not think any amendment is necessary. Therefore I oppose all the amendments.

The motion of **Shri Sasabindu Bera** that in clause 9 (1) (a), line 1, for the word "period" the words "completed year or years" be substituted, was then put and lost.

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that in clause 9 (2), second proviso, in line 3, after the words "be not taken" the words "on the date of payment or, as the case may be", be inserted, was then put and lost.

[5-40—5-50 p.m.]

The motion of **Shri Sasabindu Bera** that in clause 9(2), line 7, for the word "three" the word "two" be substituted was then put and a division taken with the following result.

NOES 108

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—48

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad MD.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Dr. Ranendra Nath
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 108 the motion was lost.

The question that Clause 9 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Shri Subodh Banerjee : স্যার, আমি একটু point out করতে চাই, অবশ্য এটা অপ্রাথমিকই নিয়ে এসেছেন—১০ নং এবং ৮ নং ক্লজে যেটা as presented by rules under this Act. আছে ; সেটার provision এর জন্য সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত। সুতরাং items (a), (b) and (c) এগুলির উল্লেখ থাকা দরকার যে, expenditure with regard to item (b) of Section 8, subsection। সুতরাং এটা move করার দরকার আছে।

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that in Clause 10 after sub-clause (2) (b) the following be added :—

"(c) the determination of expenses referred to in item (g) of paragraph (ii) of explanation of sub-section (1) of Section 8".

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I accept the amendment.

The motion was then put and agreed to.

The question that Clause 10, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that in clause 11, in line 1, after the word "If" the words, "in spite of the present act" be inserted.

স্যার, এখানে যে difficultyর কথা বলা হয়েছে, সেই difficulty remove করবার জন্য আমার যে amendment সেটা যদিও সংক্ষিপ্ত তবুও প্রযোজ্য বটে। Difficulty inspite of the present Act.

এই Act থাকা সত্ত্বেও যদি কোন difficulty থাকে ; কারণ এই clause এর প্রথমে if এই শব্দটা রাখা হয়েছে—যদি কোন সম্ভাব্য অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু কিভাবে সেই সম্ভাব্য অসুবিধা দেখা দিয়াছে—Inspite of the present Act.

এই কথা insert করতে চেয়েছি, শেষের দিকে বলা হয়েছে—লক্ষ্য করে দেখুন। Insert or issue such orders not in consistant with this Act as it may consider necessary for removing the difficulty.

সেই জন্য আমি এখানে বলতে চেয়েছি—if শব্দটীর পরে Inspite of the present Act, এই কথা insert করা হোক্। করলে বক্তব্য আরো clear হয়।

The motion was then put and lost.

The question that clause 11 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New Clause 12

Shri Ganesh Ghosh : Sir, আমার amendmentটা শুধু পড়ে দিলেই যথেষ্ট হবে আমার amendment that after clause 11, the following new clause be added, namely :—

"12(1) All rules made under section 10 will be laid before the Legislature for discussion and approval.

(2) Annual budget and a report of the working of the undertaking will be laid before the Legislature for discussion and approval".

এই যে rules যেগুলি হবে, সেই rulesগুলি এখানে place করা হোক ; আমরা আলোচনা করতে চাই।

আর একটা annual budget will be laid before the Legilature.

এই undertaking acquire করবার পরে Control and ultimate acquirement. তার মধ্যে annual report এখানে Place করা হোক—আলোচনা করবার জন্য। আমার মনে হয়, ডাঃ রায়ের এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকবে না। যদি আপত্তি থাকে, তাহলে কেন আপত্তি আছে, তিনি সেটা জানাবেন।

The motion was then put and lost.

PREAMBLE

[5-50—6 p. m.]

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that in the preamble, line 3, for the word "supply" the words "better and cheaper supply thereof" be substituted.

I further beg to move that in the preamble, in line 4, after the words "street lighting" the words "and for other purposes, if any," be inserted.

স্পীকার মহাশয়, প্রিয়্যাম্বেলে আমার দুটো সংশোধনী প্রস্তাব আছে—Amendments Nos. 105, 106 আইনের অনেক জায়গায় দেখেছি, for the purposes of the Act, for the purposes of the Act কথা আছে। এই পারপাসেসগুলি খুব স্পষ্ট ক'রে প্রিয়্যাম্বেলে বলা দরকার। এই কোম্পানী গ্যাস সাপ্লাই করছিল এর প্রিয়্যাম্বেলে দেখছি আছে—

'Whereas it is expedient to provide for increasing the production of gas and improving the quality thereof for supply to industrial undertakings, hospitals, etc., etc., আমি এখানে বলছি যে, 'improving the quality thereof for better and cheaper supply thereof to industrial undertakings, hospitals, etc., etc.'

অর্থাৎ পারপাস যে better সাপ্লাই হবে এবং cheaper হবে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় প্রাইভেট ওনার্সদের হাত থেকে যে সমস্ত এণ্টারপ্রাইজ বা কনসার্ণগুলো যেন সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে এত ত্রুটি হয় যে অনেক সময় জনসাধারণ তা থেকে সুবিধাজনক সর্তে যা পাবার কথা তা তারা পায় না। কাজেই আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে গ্যাস সাপ্লাই যখন সরকারের হাতে যাবে তখন রেটের পরিমাণ বেড়ে যাবে। সেজন্য স্পেসিফিক্যালি বলা দরকার যে বেটার এবং চীপার সাপ্লাই হবে। এছাড়া সাপ্লায়ের অসুবিধা দূর করে বেটার সাপ্লায়ের ব্যবস্থা হবে এবং চীপার হবে। এ বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতি এই প্রিয়্যাম্বেলের মধ্যে থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি better and cheaper supply thereof শুধু দিতে বলছি। আমার পরবর্তী এমেণ্ডমেণ্ট আগের মতন যেটা ডাঃ রায় পূর্বে এক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। সেটা হচ্ছে—"for supply to, industrial undertakings hospitals and other welfare institutions, to local authorities for street lighting" এরপরে "and for other purpose"—এই কথাগুলি জুড়ে দেওয়া। কালকের এমেণ্ডমেণ্ট ছিল যে লোক্যাল অথরিটিজ সাপ্লায়ের ব্যাপারে সুযোগ পাবে, কিন্তু রেসট্রিকসান যে থেকে যাচ্ছে যে তারা শুধু for street lighting এর জন্য নিতে পারবে, অন্য কোন পারপাস-এ নিতে পারবে না—তা থাকবে না। সেজন্য আমি amendment দিয়েছিলাম যে "and for other purposes" কথাগুলি যোগ করতে হবে—গতকাল এই সংশোধনী প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছিল। ক্লজ ৬ এর প্রতি আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ক্লজ ৬ সাবসেকসান (১)-এ সেখানে যেমন to local authorities for street lighting এর পরে and for other purpose ইত্যাদি কথাগুলি দেবার জন্য আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব ছিল সেটা নেওয়া হয়েছে, আমার বর্তমান এমেণ্ডমেণ্টটিও একই ব্যাপার। প্রিয়্যাম্বেলের মধ্যেও Supply to industiial undertakings, hospitals and other Welfare Institutions, to local authorities for street lighting and for other purposes থাকা দরকার অর্থাৎ local authorities এর ক্ষেত্রে রেসট্রিকসান থাকবে না। আগেরটার মত এটাকেও নিয়ে নেওয়া দরকার।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, the amendment moved by Shri Sasabindu Bera for insertion of the words "and for other

purposes" in clause 6(1) of the Bill has already been accepted. Therefore, that expression would automatically come here.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that in preamble, in line 7, after the words "control, and" the words "if necessary, for" be inserted.

Sir, I except in this Preamble and in the long title, there is no obligation on the part of the State Government to take over both the functions, i.e. management for a limited period and subsequent acquisition. So, this Preamble makes it obligatory on the part of the State Government to do two things, viz. management for a limited period and subsequent acquisition Except the preamble and the long title, in none of the clauses of this Bill except clause 7—which provides for taking over the company or for acquisition of the company before the limited period of five years—is there provision making it obligatory on the part of the State Government to acquire the undertaking. Clause 4 provides for the transfer of the undertaking of the Company for this limited period and management of the company for the limited period. Clause 5 provides for the delivery of possession for the purpose of taking over. Clause 6 provides for the running and using the undertaking of the Company. Then clause 7 is the clause for acquisition of the property or the undertaking before the period of five years. Clause 8 gives us manner of payment of compensation during the period of the management and subsequent acquisition, if any. So in none of the clauses except in the preamble and the long title do we see that obligation comes upon the State Government subsequently to acquire the property. Therefore, in my amendment I have suggested that in the preamble, in line 7, afrer the words "control, and" the words "if necessary, for" i.e. if necessary, for the subsequent acquisition be inserted. I have moved this amendment for the purpose of introducing a safeguard. During the period of the management of five years or less if we see that the liability of the Company is too vast—that it is not worth while or profitable to acquire the property, we can make over the management to the company. if the amendment is accepted, the position will be that we shall take over the company for a limited period. We will be managing the company. we will have the papers of the company under our control and we will appoint the Tribunal. In the process of assesment we may come across many things ; many undisclosed contracts may come to our notice. If we find that it is not worth while to spend so much money after such an undertaking, we may give it back to the company, and that could be done if this amendment is accepted. These two acts could be kept in different compartments, viz., the taking over the undertaking for a limited period and subsequent acquisition of the property. After the taking over the management we may not subsequently take over the company because the generating system will not be necessary only the distributing will be necessary. If the value becomes too high or if we come to a finding that we can make another distributing system of ours which will be cheaper and modern and which will be more useful, theu we may not take over the company at all.

Therefore, by gettiug this amendment our option to subsequently acquire the property will be preserved. Otherwise, we shall be bound to subsequently acquire the property only by virtu of this Premable and only by virtue of this Long Title. Therefore, Sir, accept this amendment and thereby yon wait before spending the money of the poor people of the State on this unknown adventure.

[6—6-10 p. m.]

Shri Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that in the preamble, lines 7 and 8, for the words "of the undertaking of the Oriental Gas Company Limited" the words "of the arrangements for distribution exclusive of machineries required for production of gas" be substituted.

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ধারণা হয়েছিল যে preambleটা বোধ হয় একটু পরিবর্তন করা হবে। ডাঃ রায় প্রথমে যেভাবে জিনিসটা introduce করেছিলেন এবং তার ফলে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে যে কতকগুলি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে Oriental Gas Companyর আর যাই থাকুক না কেন এর production এর কোন ক্ষমতা নেই, distribution করবার ক্ষমতা নেই। Production machinery যা আছে তার চেয়ে অচল আর কিছু হতে পারে না। যে কটা জিনিস দেখে এসেছি—ডাঃ রায় যদি কোনদিন সুযোগ পান দেখে আসবেন—তার মধ্যে একটা plant মনে হচ্ছে চলতে পারে, তার দাম হয়ত ১ লক্ষ টাকা হতে পারে—সেটা হচ্ছে Purification plant। এই plant সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়াররা বললেন যে প্ল্যাণ্টটা চালাতে হলে যেখান থেকে কেনা হয়েছে সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা যদি সাহায্য করেন তাহলে ভালভাবে চলতে পারে। Distribution সম্বন্ধে, যার জন্য ডাঃ রায় খুব ব্যগ্র, আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা সত্যই কিছু নেই। সেটার ভরসায় আপনি যদি গ্যাস কোম্পানী কেনেন তাহলে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। দুর্গাপুর থেকে পাইপ আসবে, তারজন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করবেন। কিন্তু পাইপ দিয়ে যে গ্যাস আসবে তা কাশীপুরে distributed হবে, কাশীপুরের আবহাওয়াকে কলুষিত করবে, কলকাতার লোকের কোন সুবিধা হবে না বরং কলকাতার লোকের ক্ষতি হবে। Preamble সম্বন্ধে আমার যে amendment সেই amendment এক দিক থেকে বলা যায় নিরর্থক, যেটার কোন অর্থ নেই। সেজন্য আমি বলছি এটা রি-রাইট করার ব্যবস্থা হবে কিনা? সোজাসুজিভাবে গ্যাস কোম্পানীর distribution অথবা production এর কোন মূল্য আছে কিনা? তিনটা জিনিস আমাদের গ্যাস কোম্পানী সম্বন্ধে বিচার করে দেখা দরকার। একটা হচ্ছে আমাদের সাফিসিয়েণ্ট কোয়ানটিটি গ্যাস এই কোম্পানী দিচ্ছে কিনা। সেদিক থেকে দেখা যায় প্রায় ১ কোটির বেশী খরচ করলেপর তবে এটা ইকনমিক প্রোডাকসান হবে বলে মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে কোয়ালিটি। বর্তমানে যে কোয়ালিটির গ্যাস দেওয়া হয় তা সকলেই জানেন। ইণ্টার ন্যাশানাল স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিট বলে যে ইউনিট আছে যেটাকে বি. টি. ইউনিট বলা হয়, সেই ইউনিট অনুযায়ী এই গ্যাস কোম্পানীর ক্ষমতা নেই। এর না আছে ইলিউমিনেটিং পাওয়ার, না আছে থারম্যাল পাওয়ার। কাজেই এর প্রিয়্যামবেল যেমন নিরর্থক, আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট তেমনি নিরর্থক। সেজন্য আমি আমার এ্যামেণ্ডমেণ্টটা উইথড্র করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I think the amendment of Shri Basanta Kumar Panda is unnessary. There is no obligation. You have already passed the amendment of Shri Jagannath Kolay in Clause 7. There is no obligation on our part to take it over but is obvious that our objective is to take it over because we want to supply the town with gas from Durgapur. I do not think the amendment of Shri Basanta Kumar Panda is of any avail.

With regard to amendments of Shri Sasabindu Bera I have already said we have accepted for other purposes what is there in Clause 6.

I have nothing more to add. I oppose all the amendments.

Mr. Speaker : Shri Dhirendra Nath Dhar wants to withdraw his amendment No. 170. So he may be permitted to withdraw it.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that in the preamble, lines 7 and 8, for the words "of the undertaking of the Oriental Gas Company Limited" the words "of the arrangements for distribution exclusive of machineries required for production of gas" be substituted, was then by leave of the House withdrawn.

Mr. Speaker : Now, I am putting rest of the amendments to vote.

Shri Sasabindu Bera : Sir, what about my amendment No. 166 ? Is it being accepted ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : It has been accepted in clause 6 and therefore this is a consequential amendment. It need not be accepted here.

Shri Sasabindu Bera : I don't think that can be done. I do not think that on account of acceptance of my amendment in clause 6, there will be a consequential amendment in the preamble.

Mr. Speaker : Clause 6 has been amended and that will guide the preamble. I put the amendments to vote.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in the preamble, line 3, for the word "supply" the words "better and cheaper supply thereof" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that in the preamble, in line 4, after the words "street lighting" the words "and for other purposes, if any," be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in preamble, in line 7, after the words "control, and" the words "if necessary, for" be inserted, was then put and lost.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Amendment No. 171 of Shri Basanta Kumar Panda should not be moved.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to move that the Oriental Gas Company Bill, 1960 as settled in the Assembly, be passed.

Shri Panchanan Bhattacharjee : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটা যদি মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মহাশয় পাইলট করতেন তাহলে এর একটা অর্থ যুথতাম। তার কারণ হচ্ছে ইতিপূর্বে ইণ্ডাষ্ট্রীজ বাজেট আলোচনার সময় আমি শিল্পবিভাগের কয়েকজন উর্ধতন কর্মচারীর কৃতিত্বের কথা ব্যাখ্যা করেছিলাম; দুঃখের বিষয় আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তার পূর্ণ জবাব দেন নি। অবশ্য সেইসব কর্মচারীদের নামটাম তাঁর জানা আছে কিনা সন্দেহ, কেন না আমি তখন বলেছিলাম যে তিনি দৈনিক এক একটা অনুষ্ঠানে ফিতা কাটেন, এক একটা অনুষ্ঠানে মালা গ্রহণ করেন এবং বক্তৃতা দেন। কাজেই এই ভদ্রলোকের আর সময় নেই। এই বিলটা যে তাঁর এখানে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল তার পেছনে আর একটা মস্তবড় যুক্তি রয়েছে—আমি সেদিন শ্রীমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোকের নাম করেছিলাম, যিনি ন্যাশানাল সেভিংস ব্যাঙ্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে হঠাৎ

হাওলুম এক্সপার্ট হয়ে গেছেন। ন্যাশানাল সেভিংস ব্যাঙ্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি হাওলুম এক্সপার্ট হয়ে এলেন পশ্চিমবাংলার শিল্পাধিকারে। এই ভদ্রলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁর বি. এ. পরীক্ষায় একটা পাশ কোর্সের ডিপ্লোমা আছে এবং তাঁর পদগৌরব হচ্ছে জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ (হাওলুম)। এই ভদ্রলোকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি সেদিন বলেছিলাম যে দুনিয়ার যত উপন্যাস লেখুলি তিনি নিরুপদ্রবে গোগ্রাসে গেলেন নিজের বিভাগে বসে। আমার বলার পর তিনি প্রকাশ্যে উপন্যাস পড়া বাদ দিয়েছেন, এখন তিনি ভাগবৎগীতা পড়েন। ৩।৪ দিন আগে এই ভদ্রলোকের অত্যন্ত দাপট প্রকাশ পায়। তিনি চতুর্দিকে বলে থাকেন আমার কত বড় এলেম্ দেখুন, আর্টস গ্রাজুয়েট হয়ে আমি ডাঃ রায়কে ষ্টেটমেণ্ট তৈরী করে দিয়েছি ওয়িয়েণ্টাল গ্যাস সম্বন্ধে।

[6-10—6-20 p.m.]

যেটা কাল ডাঃ রায় এখানে পড়েছিলেন। সেই statement এই ভদ্রলোক তৈরী করেছেন যিনি Oxygen Hydrogen এর কি proportion-এ জল হয় খবর রাখেন না। সেই ভদ্রলোক Gas বিশেষজ্ঞ হয়ে ডাঃ রায়কে statement তৈরী করে দিলেন।

[A voice : H2 বলুন]

মহাভারতের কথা অমৃত সমান একই কথা। এখন এই ভদ্রলোক রসায়ণ শাস্ত্রের কিছু না জানলেও Gas এর মধ্যে ধূমায়িত থাকেন সব সময়, রসজ্ঞান আছে। ইনি Industry Department থেকে type করে ডাঃ রায়ের কাছে পাঠালেন, কাল সেটা পড়েছেন। জনপ্রবাদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science College এর হবু ডাক্তার যারা গবেষণা করছে এদের প্রাণপণে হাতে ধরেছে, পায়ে ধরেছে কিনা হলফ করে বলতে পারি না। এইভাবে তিনি statement তৈরী করে দিলেন, সগৌরবে, সরবে, সদর্পে নিজের Department চষে বেড়াতে লাগলেন—আর আমাকে দেখে কে? এই যে ইতিহাসে এটা বিয়োগান্তক নয়, যোগান্তক ইতিহাস। ১৬শ টাকা মাইনে পান। সেতার বাজনা শুনতে ভালবাসেন, যিনি বাজান তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও ভালবাসেন; সুতরাং ভদ্রলোকের গাড়ীর প্রয়োজন হয়, সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার লেখা থাকে না। আর সব গাড়ীতে লেখা থাকে কিন্তু ইনি যে গাড়ী ব্যবহার করেন তাতে লেখা থাকে না। শিল্পাধিকারের বাজেট বরাদ্দের সময় বলেছিলাম করাচী থেকে ঢাকা পর্যন্ত অবাধ তার গতি। সেতার বাজনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছি, সেতার বাজনায় ঢাকা কলকাতা এক হয়ে গিয়েছে, এর বেশী বলা যায় না প্রয়োজন হলে পরে বলবো। এই ভদ্রলোক ১৬শত টাকা মাইনে পান একটা রবার stamp করেছেন সেটা ঠিকভাবে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু তাতে Gas লেখা হয়েছে সম্ভবতঃ Oriental Gas Co. Manager. সেই stamp-এ কি আছে ডাঃ রায় যেন খোঁজ নিয়ে জানান। Gas সংক্রান্ত বিল পাশ হওয়ার আগেই কোন লোক ভবিষ্যতে Oaiental Gas Cor Manager এটা মুখে বলতে পারে কিনা এবং তদনুযায়ী সীলমোহর তৈরী করতে পারে কিনা, ৪০০ টাকা মাইনে নিতে পারে কিনা! নিয়ে থাকেন এই মণি বন্দ্যোপাধ্যায়! আমার অনুকম্পা হয় শিক্ষা মন্ত্রীর জন্য, ভদ্রলোকের নাকের ডগা দিয়ে এই কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। সেদিন বলেছিলাম শিল্পাধিকারে মুখার্জী সম্প্রদায়ের অবাধ রাজত্ব চলেছে। ভদ্রলোক খোঁজ রাখেন না, রাখবার উপায় নাই। এক পণ্ডিত গালাগাল দিতেন সাধু ভাষায়। আমি বলবো—শিল্পাধিকার প্রতিভাসুলভ বুদ্ধি রাখেন। ভদ্রলোক Dictionary দেখে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করবেন, তখন রাগ পড়ে যাবে। যাই হোক্ আমাদের শিল্পমন্ত্রী মহাশয় এখন পর্যন্ত এসব বুঝার চেষ্টা করেন না। তাঁর নাকের তলা দিয়েই হচ্ছে, Oriental Gas Co. manager

appointed হয়ে যাচ্ছে কাগজে-কলমে, শিলমোহর করে। Pass Course এর Graduate ছিলেন। National Savings বিশেষজ্ঞ হয়ে Handloom বিশেষজ্ঞ হয়ে তারপর বেপরোয়া হয়ে সেতার শুনছেন, বাজিয়ের কণ্ঠের আওয়াজ শুনছেন, গাড়ী চড়ছেন, মডেল পড়া ত্যাগ করে গীতা পড়ছেন, যেভাবে গীতা পড়ছেন সরবে সগৌরবে এবং বলছেন—Gas সম্বন্ধে এমন বিশেষজ্ঞ হয়ে ডাঃ রায়কে statement তৈরী করে দিয়েছেন যে সেটা না হলে বিধানসভায় তিনি কিছু বলতে পারতেন না। কাজেই জানবার কথা, রাম না হতে রামায়ণ চিরকাল হয়ে থাকে কিন্তু এখানে রামায়ণ না হতেই রামের সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে রাম কথার একটা বিশেষ অর্থ আছে। ছাগলের সঙ্গে রাম যোগ করলে হয় রামছাগল, রামছাগলের নাকি বুদ্ধি কম। আমাদের মণিবাবুর কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি ভয়ানক—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অন্ততঃ গীতার ব্যবসায়ী বুদ্ধি বলে যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিতে তার মস্তিষ্ক ভরপুর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

আমি এখানে ডাঃ রায়কে পুনরায় অনুরোধ করবো—এখনও সময় আছে দশ-পনের মিনিট, শিল্পমন্ত্রীবাবুকে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নাই। তিনি কোন খবর রাখেন না। আমি বলি সেই Rubber Stamp এর খোঁজখবর করা হোক, Gas Manager কি লেখা আছে হাউসে বলা হোক। যদি তা করা হয়ে থাকে, কিভাবে করা হল? সারা ভারতবর্ষে তথা সারা বাংলাদেশে আর গ্যাস বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেল না! National Savings বিশেষজ্ঞকে টেনে আনা হল কেন? তার ব্যাখ্যা করলে ডাঃ রায়, আমরা কৃতজ্ঞ হবো।

দ্বিতীয়তঃ গ্যাস সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা পরিভাষা আরম্ভ করেছিল—ইথারের বাংলা হয়েছে—ইত্বর, অর্থাৎ ই মানে গমন, ত্বর মানে সত্বর, যা তাড়াতাড়ি যায়; আমাদের গ্যাস ও ত্বরান্বিতভাবে চলে যেতে সুরু করেছে। ইতিমধ্যে Industry Department স্পর্শ করেছে। সময় থাকতে সাবধান হতে বলি। একটা মারাত্মক অবস্থা!

R. G. Kar হাসপাতাল যখন নেওয়া হয়, সেই সময় আমার মনে আছে এই হাউসে বলেছিলাম—আইনে যা ত্রুটী থাকছে, তাতে এমনিই ন্যাজেগোবরে হতে হবে, কানমলা খেতে হবে। ট্রাইবুনালের বিচারে সেখানে ন্যাজেগোবরে হতে হয়েছে। সরকারী চতুর কৌশলী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যথেষ্ট লড়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মজুরদের তরফ থেকে মামলা করতে। ট্রাইবুনাল জজ্ ছিলেন হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তিনি তাঁদের দেখিয়েছিলেন—সরকারের আইনে যা কিছু বলা ছিল, তার কোন অর্থ হয় না। হরতাল আইনসম্মত—তা বাদই দিলাম। এখানকার যে মাইনে কিভাবে স্থির করে, পুরাণ চাকরীর সঙ্গে কিভাবে নতুন চাকরী সংগঠিত হবে? সরকারের District Scale তারা পাবে কিনা; Secretariate Scale পাবে কিনা, Directoriate Scale পাবে কিনা? এই সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হ'ল না। এই সিদ্ধান্ত না হবার পরে—এর ফলাফল কি দাঁড়াবে? আমার মনে আছে, আমি রণেনবাবুর বক্তৃতা মনোযোগসহকারে শুনলাম। ফলাফল দাঁড়াবে—আমাদের এখানে হচ্ছে সরকারই কর্তা, বিশেষজ্ঞ মণিবাবু কর্তা। এরা দেরীতে বোঝে। এদের মাথায় সুপারি ও খড়ম সংযোগ না ঘটলে মস্তিষ্কে বোধোদয় ঘটে না। স্বাস্থ্য বিভাগের Lt. Gen. Chakraborty প্রথমে কিছুতেই বুঝলেন না। তারপর যে-পরোয়াভাবে বুঝিয়ে দেওয়া গেল, এখন চুপচাপ আছেন।

কথা হচ্ছে Oriental Gas এর ব্যাপারে এখানকার কর্মচারীরা যদি সেই রকম বিপর্যস্ত বোধ করেন, তা করবেনই, ইতিমধ্যে রাবার ষ্ট্যাম্পের জোরে চারশো টাকা পাচ্ছেন। একজন গ্যাস বিশেষজ্ঞ—যিনি ডাঃ রায়ের statement তৈরী করে এনে দিচ্ছেন। কলকাতা সহর তোলপাড় হচ্ছে।

আর একবার গ্যাস কোম্পানী strike notice দিলে strike হয়েছিল। তারপরে কলকাতার বহু কারখানায় নূতন নূতন dispute দেখা দিয়েছিল। যার ফলে কোথাও কোথাও মারামারি

হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত tribunal বলেছিল। এখানে Oriental Gas কোম্পানীর শ্রমিকরা যদি তারা হরতালের জন্য—ধর্মঘটের জন্য নোটীশ দেয়; আমরা তো জানি, তা দেবে। একশ্রেণীর লোক আছে, তাঁরা উপদেশ দিলে চটে যান; এঁরাও তাই, এঁরা আরো বেশী চটে যাবেন। তার ফল হবে এই—হরতাল হবে। কলকাতা সহরে Oriental Gas কোম্পানীতে যদি হরতাল হয়, তাহলে তার পরিণতি এই হবে যে ঐ জাতীয় অন্যান্য শিল্পেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আমি বলবো—রুল্‌স্ যা তৈরী হবে, তা গণেশবাবু যা বললেন, সেই rules এই হাউসে দেখিয়ে নেওয়া হোক। তাহলে আমরা প্রয়োজনমত পরামর্শ দিতে পারি। তাতে সরকারের উপকার হতে পারে। যেভাবে R. G. Kar হাসপাতালে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেইভাবে Condition of Services ইত্যাদি নির্দিষ্ট হবে। তা যদি না হয়, তাহলে একটা গোলমাল অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। সে গোলমাল এখনই সুরু হয়েছে।

[6-20—6-30 p. m.]

Dr. Ranendra Nath Sen : স্পীকার মহোদয়, এই তৃতীয় দফায় আলোচনার সময় কয়েকটি কথা আমি না বলে পারছি না। এখানে যে সমস্ত আলোচনা হ'ল সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে তার অনেকগুলির জবাব পাওয়া গেল না। ডাঃ রায় তাঁর শেষ বক্তৃতায় বললেন যে—হ্যাঁ এই Assembly কিংবা Legislative এর পক্ষে article 31(a) অনুসারে কোন ক্ষতিপূরণ দেবার বাধ্যবাধকতা নেই। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ একটা আইন গভর্ণমেণ্ট করতে গেলেন কেন? সাময়িকভাবে একটা প্রতিষ্ঠানকে তারা নিচ্ছেন হাতে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এই গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে শাস্তি দেওয়া উচিৎ ছিল যাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের আইনতঃ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল সেই কর্মকর্তাদের সুবিধা করে দেবার জন্য article 31(a) কেন তাদের ব্যবস্থা করা হল? এই প্রশ্ন Assembly-তে করা হয়েছে, Dr. Roy তার কোন সদুত্তর দেননি, বলেছেন—আচ্ছা, তাদের কিছু টাকা পাওয়া উচিৎ, তারা বেশী টাকা লাগিয়েছিল, ইত্যাদি। যে ভদ্রলোক কলকাতার হাসপাতালের ক্ষতি করেছে, street lighting এর ক্ষতি করেছে যা নিয়ে কলকাতার প্রত্যেকটি কাগজ লিখেছে তার সাজা দেবার ব্যবস্থা না করে তাকে মমতা দেখাতে গেলেন এইটেই আশ্চর্য! কলকাতার মানুষ এ প্রশ্ন করবে। আজকে Assembly-তে পাস করিয়ে নিলেন—হয়ত কেউ কেউ তাদের মতামত দিলেন, কিন্তু কলকাতার public কি বলবে? আমরা যারা এখানে সদস্য আছি বাইরের লোকের কাছে লজ্জা পাই যে এরকম একটা বিল পাশ হ'ল। R. G. Kar Medical College যখন নেওয়া হয়েছিল তখন সাময়িকভাবে ১০ বছরের জন্য নেওয়া হয়েছিল এবং যেন বলা হয়েছিল এখানে টাকা দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। ঠিক কথা, কিন্তু তারপর কি হ'ল? তারপর যে প্রতিশ্রুতি গভর্নমেণ্ট দিলেন তা কি করে রক্ষিত হ'ল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, এই বিল সংক্রান্ত আলোচনায় Dr. Roy যা বলেছেন তা আমি কি করে বিশ্বাস করে নেব—কি ভরসা আছে যে তিনি কথা অনুসারে কাজ করবেন R. G. Kar এর অভিজ্ঞতা যেখানে রয়েছে। মাননীয় সদস্য পঞ্চাননবাবু তা বলেছেন আমি অন্যদিক দিয়ে বলি। R. G. Kar Bill-এ যখন debate হয় Dr. Roy বলেছিলেন আমি questionটা পড়ে দিচ্ছি—তিনি বলেছিলেন taking over of the institution by the State Government would mean an additional annual expenditure of Rs. 14 lakhs and this was over and above the amount of Rs. 4 lakhs that the Government was spending meant for the salary of teachers, professors and other employees of the institution. Section 31(a)-তে এটি নেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে যা বলা হয়েছিল এবং এখন এখানে যা

বলা হয়েছে তা তুলনামূলকভাবে বলছি। ডাঃ রায় বলেছেন সামান্য ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র আমাদের দিতে হবে। R. G. Kar Bill সম্পর্কে বলেছিলেন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যদি এটা হয় এবং এবং R. G. Kar Medical College নিশ্চয়ই তাই, তাহলে কি দাঁড়ালো, প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে যেমন দিয়েছেন, আবার তা দেখছি কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতনের বেলায় এই Constitution এর Articleএ নেবার ফলে কি দাঁড়ালো সেটা দেখুন। গতবৎসর কি হল R. G. Kar College এর কর্মচারীর হরতাল করেছিল ডাঃ পঞ্চাননবাবুর নেতৃত্বে, তারপর সেখানে house staffরা কিছু পেল, কিন্তু সেই strike করার ফলে যারা teacher বা professor, যারা ছাত্রদের পড়াল, যারা আমাদের দেশের ডাক্তার সৃষ্টি করল তাদের প্রত্যেকের একটা পয়সাও ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুতিমত বাড়েনি। এবং এত বড় লজ্জার কথা সেখানে একজন demonstrator, যাদের কাছে আমরা ডাক্তারী পড়েছি, যাদের কাছে আমাদের হাতে খড়ি, সেই demonstrator তাদের বেতন ১০০—১২৫—১৫০৲ টাকা। যারা professor তাদের ২½ শত টাকা থেকে ৩ শত টাকা মাইনে। যার থেকে আশ্চর্য হল ডাঃ রায় এখানে দাঁড়িয়ে যা বলে যান, বাইরে গেলে আর তাঁর সেকথা মনে থাকে না। এবং আমরা দুঃখের সঙ্গে বলবো Director of Health Services-এ নেবার ব্যাপারে যে scheme দিয়েছেন তা defective। সেখানে একজন ডাক্তার, যার ২০ বৎসর Service হয়েছে, যেখানে তার ১৫টি lift হওয়া উচিত ছিল, সেখানে তাকে ৩।৪টা lift দেওয়া হবে বলেছেন। তবুও finance dept. অর্থাৎ ডাঃ রায়ের dept. তাকে আটকে রেখেছেন। R. G. Kar Medical College সম্পর্কে এইরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছিল। এখানেও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি যে রাখবেন তার guarantee কোথায়। বঙ্কিমবাবুর বক্তৃতার পর তিনি এখানে বলেছেন যে শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হবে। এ কথার ভরসা কোথায়। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের publicকে তিনি যে ভরসা দিয়েছিলেন, সেই R. G. Kar Medical College এর গুরুত্ব যা সেটা একটা teaching Institution তার চেয়ে Oriental Gas Co.র গুরুত্ব অনেক কম। অথচ এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে যে প্রতিষ্ঠানে public এর স্বার্থ হাজার গুণ বেশী সেখানেই অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি তিনি clause 4-এ এই Oriental Gas Co. Bill তিনি যা বলেছেন যে, Companyর সঙ্গে যে agreements and contracts আছে, সেগুলি মানা হবে। তার অন্য দিকেও দেখুন, যেসব খারাপ agreement আছে সেগুলিও মানা হবে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু companyর সঙ্গে union এর যে agreement হয়েছে সেই agreement মানা হবে কিনা সে কথা ডাঃ রায় পরিষ্কার বলেননি, এবং agreement সম্বন্ধে Government কি করতে চান সেকথা বিলেও পরিষ্কার নেই। তারপর সেদিন তিনি tribunal এর কথা বলেছেন। Tribunal ঠিক করবার জন্য তিনি বলেছেন যে tribunal-এ খুব ভাল লোক দেওয়া হয়। এখানে প্রশ্ন হল ভাল লোক মানে কি obedient লোক দিয়ে হবে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যখন বলা হবে এত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সেই ক্ষতিপূরণ যদি তারা সমর্থন করে তাহলেই কি তারা ভাল লোক ?

[6-30—6-40 p.m.]

তাই আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে এই কোম্পানীকে বেশী টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে এই যে tribunal হচ্ছে তার মুখোসের অন্তরালে এই সমস্ত প্রচেষ্টা আরো ভালভাবে চলবে। এই প্রসঙ্গে কর্মচারীদের বিষয়ে দুই একটি কথা না বলে পারছিনা—যে committee innertigate করলেন তাঁরা machinery scrape বলেছিলেন, কিন্তু সে সম্পর্কে তাঁর কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যেখানে কমিটি বলেছেন এত লোকের দরকার নাই, এত লোক

surplus staff, এখানে তিনি যেটা বিলের মধ্যে সংযোজিত করে নিলেন, কিন্তু পরিত্যক্ত machinery নিয়ে নিতে Government এর আটকাচ্ছেনা ; কিন্তু ঐ এককথায় শ্রমিক কর্মচারী surplus declared হয়ে যাবে। এই আশঙ্কা আরো বেশী হচ্ছে এই কারণে যে, এই Government প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেখানে তাঁরা হাত দিয়েছেন, সেখানেই mismanage করে লোকসান দিয়েছেন। এই Government পরে হয়তো বলবেন, এই এই লোক surplus declard হয়ে গেল, অথবা কিছুদিন পরে বলবেন, লোকসান হচ্ছে, সুতরাং লোক ছাঁটাই করতে হবে। এখানে compensation clause কেন আসে? একটা প্রতিষ্ঠান নিলে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত লোক surplus হয়ে গেলে Government আমাদের দেশে যে সমস্ত আইন সেই আইন প্রয়োগ করতে পারেন—এখানে একটা industrial undertaking নিচ্ছেন, এটা Factory Act বা Industrial Disputs Act এর মধ্যে পড়ে। এগুলির প্রত্যেকটা ধারা এখানে প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি এখানে প্রয়োগ না করে আগে থেকেই Government একটা জিনিষ ধরে নিচ্ছেন বহুসংখ্যক কর্মচারী surplus declared হয়ে যাবে। আমাদের Government এর এমনি কর্মকুশলতা যে, যেখানে তাঁরা হাত দিয়েছেন সেখানেই লোকসান হয় এবং শেষপর্যন্ত এই লোকসানের ধাক্কা কর্মচারীদের বইতে হয়। এখানেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তাদের উপর দিয়েই ঝামেলা হবে এবং তারা surplus declared হবে। তারপর গ্যাসের দাম, এ সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষের যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী এবং গ্যাসের গুণাগুণ সম্পর্কে এই হাউসের সদস্য এবং Calcutta Corporation এর Councillor ধীরেন ধর মহাশয় বলেছেন, তাঁর বক্তৃতা থেকে এটাও আমরা জানতে পেরেছি যে, এঁদের কোন tharmal power plant পর্যন্ত নাই—এ সম্পর্কে শুধু যে আমরাই বলেছি তা নয়, Statesman, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রত্যেক কাগজেই লিখেছে। আমি বলতে চাই, তবু কেন এত বেশী দাম দিচ্ছেন? Government নেবার পরে যে তাঁরা লোকসান করবেন এটাও সুনিশ্চিত, এবং তারজন্য suffer করবে শ্রমিক কর্মচারী এবং public। দাম কমাবার জন্য একটা গ্যারান্টি দিলেন না কেন? ভাল ও efficient management হবে, দুর্গাপুর থেকে গ্যাস আনবেন ইত্যাদি কথা ডাঃ রায় অনায়াসে বলতে পারেন কিন্তু যদি দাম না কমান তাহলে কি ফল হবে? তাহলেপর এই Oriental Gas Company নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সুতরাং এই প্রশ্ন আমি রাখছি Government-এর সামনে, ডাঃ রায়ের সামনে, সমগ্র হাউসের সামনে— এই প্রশ্নে তাঁর জবাব দেওয়া উচিত যে, গ্যাসের দাম কমাবেন, better management করবেন, শ্রমিক ছাঁটাই হবে না, শ্রমিক কর্মচারীর সুবিধা হবে এবং আজ কলকাতার public এর মনে এই প্রশ্ন জেগেছে দামের কি হবে। ডাঃ রায় বলেছেন public এর সুবিধা হবে—এ কথা সকলেই জানে যে, বাড়ীতে রান্নার উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহৃত হয় এ রকম বাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত কম ; দ্বিতীয়তঃ, কলকাতা সহরে অর্থবান ব্যক্তিদের মধ্যেও বাড়ীতে গ্যাস চলে এ রকম লোকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। সুতরাং ডাঃ রায় এখানে প্রতিশ্রুতি দিন যে, শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই না করে এটাকে একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবেন, এবং গ্যাস সস্তায় produce করে দেশের লোককে দেবেন। Capitalistরা একটা প্রধান যুক্তি হয় যে, শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বেশী দেবার জন্য cost of production বেড়ে যায় —কিন্তু capitalistদের এই যুক্তি যে মিথ্যা সেটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে, কিছুদিন আগেও Textile Wage Bord সেই বোর্ডে ২ জন capitalist ছিলেন ; তাঁদের রিপোর্টে স্বীকার করেছেন—শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বাবত textile industryর কত কম খরচ হয়, তাঁরা এটা একটা list দিয়ে দেখিয়েছেন সুতরাং শ্রমিক [illegible] বেশী বেতন দিলে cost of production বেড়ে যাবে এই যুক্তি টেঁকে না। এ কথা সকলেই জানেন যে, industrial establishment সংক্রান্ত যে কয়টা রিপোর্ট এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, শ্রমিক-

কর্মচারীদের বেতন মেটাতে যা খরচ হয় তা উৎপাদনের সামান্য অংশ মাত্র। আমার শেষ কথা, বিরোধীদলের amendmentগুলি অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি যা বলেছেন সেটাই বিলের উদ্দেশ্য নয় যেমন ক্ষতিপূরণের কথা তিনি বলেছেন এই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত আমাদের কাছে রহস্যজনকই রয়ে গেল—কারণ, তিনি যে calculationএর কথা বলছেন তাতেও ৪০ লক্ষ টাকা হয় না এবং আমাদের আশংকা হচ্ছে শেষপর্যন্ত ২ কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

[6-40—6-50 p.m.]

এই বিলটা যখন প্রথম উপস্থিত করা হয়েছিল তখন আমাদের তরফ থেকে শুধু কেন কংগ্রেস সদস্যরা অনেকে বলেছিলেন যে এটা কিন্তু একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার, কেননা এর মধ্যে ব্যক্তিগত-ভাবে ডাঃ রায় অথবা রায় পরিবার যুক্ত আছেন এবং সেজন্য ডাঃ রায়ের এই বিলটা তুলে নেওয়া উচিৎ। মুখ্যমন্ত্রীর কতকগুলি মর্য্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড থাকা উচিৎ। কিন্তু এই মর্য্যাল স্ট্যাণ্ডার্ড দেখে দেশের লোক এই সংবাদের সন্দেহ যদি দৃঢ়মূল হয় যে এতে নিজের কিম্বা নিজ ব্যক্তির সুবিধা হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সুতরাং এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে আমি একথা বলব যে সেই পুরানো বিলটা তিনি এনেছেন, নূতন নামকরণ করেছেন এর ২।৩টা জায়গায় একটু এদিক ওদিক করেছেন। এর ফলে আগে দেশের লোকের যে সন্দেহ ছিল সেই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে এই যে সন্দেহের জন্য বা কংগ্রেসের সদস্যদের আপত্তির জন্য এই বিল তুলে নিয়েছিলেন সেই সন্দেহ এবারও তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার তিনি করতে পারেননি।

Shri Panchu Gopal Bhaduri : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল আলোচনার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি আমাদের সামনে এসেছে তা' হোল যে ডাঃ রায় যেভাবে একটা প্রাইভেট সেক্টরকে জাতীয়করন করে গভর্ণমেণ্টের আয়ত্তে আনতে চাচ্ছেন তাতে করে এই জাতীয়করণ ব্যাপারটার উপরেই লোকের পিত্তি চটে যাচ্ছে। আমার মনে হয় বিরোধীপক্ষের একজন সদস্য—নিশ্চয়ই তিনি "স্বতন্ত্র" প্লাটফর্ম থেকে নয়—তিনি ডাঃ রায়ের জাতীয়করণের পদ্ধতি দেখে বলেছিলেন যে এঁদের অপদার্থতার জন্য কোন কোন কিছু জাতীয়করণ করে এঁদের হাতে তুলে দিতে চাই না। অবশ্য নীতি হিসেবে আমি বলব যে যাদের হাত থেকেই হোক জাতীয়করণ আমরা করতে চাই কিন্তু তার জন্য যে সমস্ত সেফ্‌গার্ডস্ দরকার তা' থাকা উচিত। যা' হোক্, এ ক্ষেত্রে যেটা মূল প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হোল যে ডাঃ রায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই ম্যানেজমেণ্টকে আমাদের হাতে নিতে গেলে খেসারত দেওয়া বা কমপেনসেট করা বাধ্যতামূলক নয়। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তিনি তাঁদের বা কমপেনসেট করতে চাচ্ছেন কেন? অবশ্য এই হাউসে বিভিন্ন ব্যাপারে যেসমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার পক্ষে ওকালতি করে যিনি খুব নাম করেছেন সেই মাননীয় শঙ্করদাস ব্যানার্জী এর পক্ষেও একটা যুক্তি দিয়ে বললেন যে যেকোন জিনিস নিতে হলে তার জন্য একটা দাম দিতে হয় এবং তার উদাহরণস্বরূপ আমাদের শোনালেন যে অল ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন প্রাইভেট এয়ার-লাইনস যখন গভর্ণমেণ্ট এ্যাকোয়ার করেছিলেন তখন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট বোধায় সকলের চোখেই লেগেছে এবং আমি নিজে ১৯৫৮ সালে যখন ৪।৫ মাস নীলরতন সরকার হাসপাতালে ছিলাম তখন আমি দেখেছি যে গ্যাস না থাকার ফলে ৭ দিন পর্যন্ত অপারেসনের যন্ত্রপাতি ষ্টেরিলাইস্‌ড করা যায়নি। শুধু তাই নয়, জরুরী অপারেসনের রোগী মারা যাবার ভয়ে রীতিমত ষ্টেরিলাইজ না করেই অপারেসনের যন্ত্রপাতি তাঁদের উপর ব্যবহার করা হয়েছে এবং এমনও শুনেছি যে টিটেনাসের রোগী অপারেসন টেবেলে মারা গেছে। এরকম ঘটনা শোনা ছাড়া আমার নিজের ৪টি অপারেসন হয়েছিল এবং যার মধ্যে একটি গ্যাস ব্যবহার না করে অর্থাৎ

সাধারণভাবে ষ্টেড বয়েলের সাহায্যে ষ্টেরিলাইজ করে করা হয়েছিল। যা' হোক্, ডাঃ রায় বারেবারেই বলছেন যে সেকসন ৩১ "এ" অনুযায়ী টেক ওভার করলে আমাদের তরফ থেকে কম্পেনসেসন দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কেন তিনি কম্পেনসেসন দিতে যাচ্ছেন? তবে কি ঐ রকম মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট করেছে বলে তাঁদের কম্পেনসেসন দিচ্ছেন? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে যেটা না দিলে চলে সেখানে তাঁদের কফার্সে এতগুলো টাকা তুলে দেওয়ার এই বদান্যতা ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কেন দেখাচ্ছেন? যে কোম্পানী মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট করে আসছে, যে কোম্পানী গ্যাস সাপ্লাই না করে হাসপাতালের রোগীদের মৃত্যুর দরজায় দাঁড় করিয়েছে তাকে কম্পেনসেসন না দিয়ে বরং পানিস করা উচিত ছিল। তবে যে কোম্পানী মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট করেছে এবং যার ম্যানেজমেণ্ট টেক ওভার করতে হলে সংবিধানের দিক থেকে কম্পেনসেসন দেবার যখন কোন বাধ্যবাধকতা নেই তবুও ডাঃ রায় কেন যে এতগুলো টাকা তাঁদের দিচ্ছেন তার কোন যুক্তি অবশ্য তিনি আমাদের কাছে দিতে পারেন নি। তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে যখন এই কোম্পানীকে এ্যাকোয়ার করা হবে বা যদি সে রকম প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন—অবশ্য তাঁরা সে রকম প্রয়োজন বোধ করবেন বলেই মনে হচ্ছে, তখন সে ক্ষেত্রে তাঁদের কত কম্পেনসেট করবেন সেটার সম্পর্কে এ্যাকোয়ারের প্রশ্ন যখন এসে পড়েছে তখন আগে থেকেই একটা প্রোপার ভ্যালুয়েসন করা উচিত ছিল। তারপর ডাঃ রায় ট্রাইবুনাল সম্বন্ধে তাঁর মনের কথা কিছু কিছু ফাস করে বলেছেন যে, এমন ট্রাইবুনাল করব যাতে লোকের ভাল হয়। কিন্তু আমি বলি যে জজদের নিয়েই যদি করতে হয়, তাহলে এত ভদ্রলোক বাছাবাছি করার কি আছে। কেন না এটা সকলেই জানে যে জজ মাত্রেই ভাল এবং নির্ভরযোগ্য লোক হয়—অবশ্য যদি তিনি হাইকোর্টের জজ হন। তবে রিটায়ার্ড জজ না হলেই ভাল, কেন না রিটায়ার্ড জজদের কিছু কিছু পাইয়ে দেবার কথা বলে তাঁদের কণ্ট্রোল করা যায়। কাজেই হাইকোর্টের জজদের নিয়ে করলেই যথেষ্ট হবে। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলব যে এ ব্যাপারে ট্রাইবুনাল গঠন করার কোন প্রয়োজনই হোত না কেন না যে বিল তিনি এর পূর্বে প্রত্যাহার করেছিলেন সেটা যদি পুনরায় এত তাড়াতাড়ি না আনতেন তাহলে আগে থেকে একটা ভ্যালুয়েসন করে তারপর একটা ডেফিনিট ভ্যালু ধরে এবে এ্যাকোয়ার করতে পারতেন। তারপর কিভাবে এ্যাকোয়ার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে এই কোম্পানীর ইনট্রিনসিক্ ভ্যালু এবং ইনকাম দেখিয়ে ডাঃ রায় বলেছেন যে এই দুটিকে ক্যাপিটালাইস্ করে কম্পেনসেসন ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এই কোম্পানীর ইনট্রিনসিক্ অ্যাসেটস্ এবং ইনট্রিনসিক্ ভ্যালু কিছু আছে কিনা সন্দেহ এবং এ সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি এখানে দেখান হয়েছে তার একটি যুক্তিও তিনি খণ্ডন করতে পারেন নি। অপরপক্ষে কোম্পানীর আয়কে ক্যাপিটালাইজ করার কথা যা বলেছেন তাতে দেখছি যে এই কোম্পানীর আয় এত ফিকটিসাস্ এবং এ সম্বন্ধে যে সমস্ত overwheming evidence এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তা খণ্ডন করার জন্য কোন যুক্তি তিনি দিতে পারেন নি। তবে তা না দিলেও ডাঃ রায় একটা ক্লাশের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন এবং সেটাকেই যথেষ্ট বলে মনে করছেন, সেটা হোল যে তিনি তাঁর ক্লাশের লোককে বা তাঁর আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু পাইয়ে দিতে চান।

[6-50—6-54 p. m.]

আমরা শুনেছি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন শুরু হয় তখন যেসব মহামহা ব্যক্তি State sector এবং জাতীয়করণ নীতির খুব কঠোরভাবে বিরোধীতা করেছিলেন তার মধ্যে নাকি ডাঃ রায় অগ্রগণ্য ছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি একটা জিনিষ বুঝে ফেলেছেন যে দেশ-বিদেশে কিভাবে State sectorকে বাড়ান হয়, তার বিভিন্ন পদ্ধতির ভেতরকার গুঢ় কথা তিনি ধরে ফেলেছেন। আমেরিকার মত দেশে অলাভজনক ব্যবসা ম্যানেজমেণ্ট State থেকে নিয়ে লাভজনক করার পর private sector এর হাতে ছেড়ে দেওয়া

হয়। যেসব জায়গায় লোকসান যাচ্ছে সেই লোকসানওয়ালা industry acquire করে নিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে লাভ করিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ State sector, State management এবং nationalisation এটাকে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকাতে অনেক অলাভজনক chemical factoryকে গভর্ণমেণ্ট খরচ খেসারত দিয়ে লাভজনক করে আবার যে কোম্পানী State থেকে নেওয়া হয়েছিল তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম বহু বহু industry আছে যা দেখা যায় Keynsian পদ্ধতি অনুসারে পুঁজিপতিদের হাত থেকে অলাভজনক অবস্থায় নিয়ে যথেষ্ট খেসারত দিয়ে ভালভাবে কিছুদিন চালিয়ে লাভজনক করে তাদের হাতে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ রায় এটা শিখে ফেলেছেন কিভাবে State management অথবা জাতীয়করণ মারফত তাঁর class এর লোকদের তাঁর আত্মীয় গোষ্ঠী, তাঁর বশংবদদের এবং তিনি যাদের প্রতিনিধি তাঁদের এবং তাঁর agentদের কিভাবে লাভ করিয়ে দেওয়া হবে, তাঁদের কিভাবে [illegible]ী করা হবে অলাভজনক ব্যবসাকে লাভজনক করিয়ে তারই ব্যবস্থা করেছেন।

এর একটা নমুনা এয়ার লাইন—এই অলাভজনক ব্যবসায় বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীকে খেসারৎ দিয়ে তার ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে নেয়া হয়েছিল। এইভাবে আজকে ডাঃ রায় সকলের মনে একটা সন্দেহ দৃঢ়মূল করেছেন এবং অপরদিকে শ্রমিকদের ব্যাপারে এই বিল যে প্রভিসন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ ষ্যাক্টের ২৫ (এফ এফ) অনুযায়ী তিনি বিধিনিষেধ করেছেন তার ইঙ্গিত হচ্ছে শ্রমিক ছাঁটাই হবে শ্রমিক বুঝেছে, জনসাধারণ বুঝেছে যে শ্রমিক ছাঁটাই হবে। কাজেই শ্রমিকদের সম্পর্কে ছাঁটাই এর সম্ভাবনা এবং তাঁর আত্মীয় গোষ্ঠী, তাঁর শ্রেণীর দু' পয়সা লাভের সম্ভাবনা যাতে থাকে এটাই আইন মারফত তিনি করতে চলেছেন। সমস্ত দেশবাসীর সামনে এ রকম একটা তীব্র নিন্দাজনক কাজ তিনি করছেন এবং এই হিসাবে তিনি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত করছেন। সুতরাং এই থার্ড রিডিং-এ তাঁকে হুসিয়ার করে দিই, সাবধান করে দিই যে রাষ্ট্রের দায়িত্বজনক পদে উন্নীত হয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় সেকটরকে সম্পূর্ণভাবে হেয় প্রতিপন্ন করছেন। এই কাজ তিনি করবেন না, শ্রমিকদের সম্পর্কে ঐ রকম নীতি তিনি নেবেন না—এখনও সময় আছে, এই বিলটাকে এইভাবে খুব তাড়াতাড়ি করে নিয়ে গিয়ে তিনি এ কাজ করবেন না, এই জিনিষটা আমি শেষ মুহূর্তে আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Adjournment

The House was then adjourned at 6-54 p. m. till 3 p. m. on Wednesday, the 6th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assemb

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—8

6th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 6th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 193 Members.

[3—3-10 p.m.]

Starred Questions

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

District Employment Advisory Committee for Midnappore

***43.** (Admitted question No. *2402.) **Shri Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state it is a fact that a Committee known as Employment Exchange Advisory Committee has been recently constituted by Government at Kharagpur in the district of Midnapore ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how this Committe has been constituted ;

(*ii*) who are its members ; and

(*iii*) what are its terms of reference ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) A District Employment Advisory Committee for Midnapore has been constituted.

(*b*) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 43

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Labour Department

RESOLUTION

No. 2212L.W./LW/3C-11/58,—23rd June 1958.—The Governor is pleased to constitute the District Employment Advisory Committee for Midnapore as follows :—

Coverage

District Employment Exchange, Kharagpur.

Members.

1. Additional District Magistrate, Midnapore—*Chairman.*
2. Shri Rashbehari Pal, M.L.A.
3. Shrimati Tushar Tudu, M.L.A.
4. Senior Deputy Chief Mechanical Engineer, South Eastern Railway, Kharagpur.
5. Registrar, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
6. Chairman, District Board, Midnapore.
7. One representative from Bengal Provincial National Trade Union Congress.
8. One representative from C.P.W.D. Union.
9. Chairman or his representative from District Board, Midnapore.
10. Station Executive Officer, South Eastern Railway, Kharagpur.
11. One representative from Railway Workers' Union.
12. District Employment Officer, Kharagpur—*Secretary.*

2. The functions of the Committee will be to advise the Directorate of National Employment Service on all matters relating to Employment, Employment Counselling and Vocational Guidance, etc., within the area.

3. The Committee will review periodically the activities of different Employment Exchanges in the district and will meet at least once in every six months.

4. Meetings of the Committee will be arranged by the Secretary in consultation with the Chairman. The members should be given at least fifteen days' clear notice of the meeting.

5. The term of office of the members of the Committee shall be two years from the date of the publication of the notification in the *Calcutta Gazette.*

Order

Ordered that the resolution be published in the *Calcutta Gazette* and copies thereof be forwarded to the Chairman and members of the Committe and also to the Organisations sending representatives to the Committee.

Ordered also that a copy of the resolution be forwarded to all departments of this Government and offices subordinate to the Labour Department of this Government.

By order of the Governor,
S. K. BANERJI, Jt. Secy.

Shri Narayan Chobey : Statement-এ আমি দেখছি দুজন এম. এল. এ. নিয়েছেন, একজন Contaiতে আর একজন গড়বেতাতে এবং দুজনই কংগ্রেসী এম-এল-এ। তাহলে নীতি কি এই যে কংগ্রেসী ছাড়া অন্য কোন এম-এল-কে নেওয়া হবে না ?

The Hon'ble Abdus Sattar : অন্য Advisory Council-এ কংগ্রেসী ছাড়াও তো অন্য এম-এল-একে নেওয়া হয়েছে।

Shri Narayan Chobey : আমার জিজ্ঞাস্য B. P. N. T. U. C., U. T. U. C., H. M. S.-এর কোন লোক নেওয়া হয়নি কেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এখানে Union দেখতে হবে, যাদের affiliation I. N. T. U. C.-তে নেই।

Shri Narayan Chobey : যে জেলায় B. P. N. T. U. C. নেই সেই জেলায় কি A. I. T. U. C.-র সঙ্গে A. I T. U. C, B. P. T. U. C.-র লোক নেওয়া হচ্ছে বলতে পারেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : কিছু কিছু জেলায় নেওয়া হচ্ছে, অনেকগুলি বিষয় মনে রেখে আমরা নেই যাতে সবাই represented হতে পারে।

Shri Narayan Chobey : অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি বলবেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : যাদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত Advisory Council তাদের সবাই যাতে Representation পায়; কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার আমাদের উদ্দেশ্য নাই।

Shri Narayan Chobey : B. P. N. T. U. C.-র কাকে নেওয়া হয়েছে, নাম বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : B. P. T. U. C. যাকে represent করে পাঠাবে।

Shri Narayan Chobey : একটা Committee form করেছেন তার নাম বলতে পারবেন না ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Notice চাই।

Inspection of the Rubber Shoe Factories in Calcutta

*48. (Admitted question No. *1689.) **Shri Jagat Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরগণ কলিকাতার রবারের জুতা কারখানাগুলি নিয়মিতভাবে কি পরিদর্শন করিয়া থাকেন ;

(খ) ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরগণের পরিদর্শনের ফলে ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সালে কলিকাতার রবারের জুতাকলগুলিতে ফ্যাক্টরী আইন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে কিনা ; এবং

(গ) পাওয়া গিয়া থাকিলে, তাহার সংখ্যা কত ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (গ) হ্যাঁ—

১৯৫৫	....	১৪
১৯৫৬	....	৬
১৯৫৭	....	১১

Shri Jagat Bose : জুতার কারখানাগুলির নাম কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Kohinoor Rubber Works ; United Rubber Works ; Bihar Rubber Industry Company ; New Rubber Works ; South India Rubber Works ; Phœnix Rubber Works ; Central Rubber Works.

Shri Jagat Bose : এই যে রবার জুতাকলগুলির কথা এখানে বার বার বলা হয়েছে, factory আইনের overtime আইন মানেনা,—এখন পরিদর্শনের ফলে শ্রমিকদের বৈধ অধিকার কি কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এ সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে যেসব বিষয় দেখা গিয়েছে factoryর কর্তৃপক্ষ আইন অমান্য করে সেগুলি হচ্ছে—(1) Non-provision of Canteen according to approved standard ; (2) abstract of the Act and Rules are not displayed ; (3) Non-provision of Latrine and urinal according to approved standard ; inadequate arrangement regarding water basis, etc.; absence of adequate safety arrangements ; non-maintenance of leave books and wage books, etc.

Shri Jagat Bose : তাহলে whole time সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অভিযোগ এই তদন্তে পাওয়া যায়নি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : যখন অনুসন্ধান করা হয়েছিল তখন পাওয়া যায়নি—ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে, হয়ত পাওয়া গিয়েছে এরকমও হতে পারে।

Number of Industrial workers in the State in December, 1957

***49.** (Admitted question No. *1800.) **Shri Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) the total number of industrial workers in the West Bengal in December 1957;

(*b*) the total number of workers industry-wise retrenched, if any, from January to December, 1957;

(*c*) the total number of them re-employed, if any;

(*d*) the reasons for such retrenchment;

(*e*) whether Government go into the question of the bonafides of the retrenchment order before a reference to adjudication by Tribunal is made; and

(*f*) if so, in how many cases Government did so and with what result?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) 687, 436 (average employment in registered factories at the end of December, 1957).

(*b*) A statement is laid on the Table.

(*c*) Not known.

(*d*) Shortage of raw materials, change in line of production, installation of new machineries, fall in business, etc.

(*e*) Yes.

(*f*) All the 55 cases of retrenchment and 24 cases of closure coming to Government's notice were reviewed. This resulted in settlement of a large number of cases through payment of compensation. Efforts at settlement being unsuccessful and merits or otherwise of the issues involved being in doubt, seven cases of retrenchment and five cases of closure were referred to Tribunal for adjudication.

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 49

	Retrenchment.	Loss of employment due to closure.	Total.
Cotton	185	....	185
Jute	662	3,413	4,075
Iron, Steel and Engineering....	398	206	604
Tea Plantation	329	845	1,174
Others	1,942	529	2,471

Dr. Ranendra Nath Sen: এই যে statement referred to in reply to clause (b) of Starred Question No. 49, তাতে লিখেছেন যে retrenchment ৬৬২ আর less of employment due to closure ৩,৪১৩—এই যে retrenchment এটা কিসের ভিত্তিতে calculation করা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar : Retrenchment এর ভিত্তি হচ্ছে যে, যে number থাকে সেটা কমে গেলে সেখানে retrenchment বলি। কারণ এই যে অনেক সময় দেখা যায় নোতুন machine আনায় business fall করা।

Dr. Ranendra Nath Sen : এতে voluntary retirement এর হিসাব নেই কেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : তাকে retrenchment বলা যায় না।

Dr. Ranendra Nath Sen : Retrenchment না হোক—প্রশ্নের জবাবে যখন total number of workers industry wise retrenched রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে loss of employment due to closure. Voluntary retirement এর একটা heading দেন নি কেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Retirement যেখানে স্বেচ্ছায় করে সেটা retrenchment হয় না।

Dr. Ranendra Nath Sen : Less of employment due to closure যদি বলেন তাহলে কি বলতে চান, চটকলের শ্রমিকদের কর্মবিচ্যুতি এটা retirement ?

The Hon'ble Abdus Sattar : সেখানে rationalisation এর জন্য হয়েছে।

Dr. Ranendra Nath Sen : কথা ছিল rationalisation এর জন্য কোন retrenchment হবে না, কোন less of employment হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে less o employment rationalisation এর জন্য হয়েছে।

The Hon'ble Abdus Sattar : কথা ছিল, যতদূর সম্ভব হবে না।

Dr. Ranendra Nath Sen : প্রস্তাব যেটি গৃহীত হয় যে হবে না তার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি চেষ্টা করেছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : সেটা চেষ্টা ছিল এবং এখনও আছে। আমার মনে হয়, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা পরে হয়েছে উত্তরটা তার আগে এসেছে।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Minister এই যে figure দিয়েছেন retrenchment and less of employment due to closure তার মধ্যে কতসংখ্যক worker বাঙালী বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এমন কোন figure আমার কাছে নেই।

[3-10—3-20 p. m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আপনি (d) উত্তরে বলেছেন—Shortage of raw materials, change in line of production, installation of new machineries change in line of production, installation of new machineries.

তা না হয় বুঝলাম। Shortage of raw materials-এ retrenchment হ'ল temporary এই যে, figureগুলি দিয়েছেন, এর মধ্যে কি আবার পুনর্বহাল হয়েছে, সে খবর আপনার জানা আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : তা নাই, তবে raw materials এর জন্য বন্ধ হয়েছে যেমন ঘড়ির কারখানা।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Retrenchment হলে নিয়ম আছে—আবার যদি সেখানে লোক নেওয়া হয়, তাহলে যারা retrenched হচ্ছে—তাদের যে list থাকে, তাদের first preference দেবার কথা। এই less of employment হয়েছে, retrachment হয়েছে, আপনার কাছে এ রকম কোন খবর আছে কিনা—সেই Procedure আবার লোক নেবার সময় fallow করা হয়েছে?

The Hon'ble Abdus Sattar : তেমন কোন খবর আমার কাছে নাই। নোটীশ দিলে সে খবর সরবরাহ করতে পারি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : জুটের ব্যাপারে—retrenchment review করবার কথা বলেছেন, জুটের ব্যাপারে আপনি জানেন একটা কমিটী ছিল, সেই কমিটি retrenchment caseগুলি bonafide কিনা, তা বিচার করেন; এই যে 55 cases of retrenchment 24 cases of closure review করা হয়েছে, সেই review মধ্যে ঐ কমিটির reviewর কাজ included করেছেন কি?

The Hon'ble Abdus Sattar : না।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এই reviewগুলি কোন machinery দিয়ে করেছে? (f)-এ বলেছেন—55 cases of retrenchment 24 cases of closure. সেগুলি review করেন কারা, কোন machinery মারফৎ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Labour Director under the leadership of the Labour Commissioner.

Dr. Ranendra Nath Sen : (a) প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—number of industrial workers in West Bengal in December, 1957.

Retrenchment সম্বন্ধে প্রস্তাব 1957 এর Mayতে হয়ে গেছে। আপনি বলছেন, তার পরে প্রস্তাব হয়েছে এটা December, 1957, তার ৬ মাস পরের figure.

The Hon'ble Abdus Sattar : I stand corrected.

Non-payment of Provident Fund dues by certain factories

*53. (Admitted question No *1924.) **Shri Taher Hussain :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many factories (non-exempted), if any, in the State of West Bengal are not paying regularly the Provident Fund dues to the Regional Provident Fund Commissioner ;

(*b*) total amount due from such factories up to date ;

(*c*) what steps the State Government are contemplating to take against such non-paying factories ;

(*d*) how many certificate proceedings have been initiated by Government for realisation of such dues ;

(*e*) how many factories have been prosecuted ; and

(*f*) whether the State Government propose to frame rules under the Employees' Provident Fund Act ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) 263.

(*b*) Rs. 70,22,725 (approximately) up to 31st March 1958.

(*c*) Certificate proceedings and prosecution in suitable cases.

(*d*) 650.

(*e*) 76.

(*f*) Does not arise. The State Government has no power to make any rule under the Act.

Dr. Ranendra Nath Sen: এখানে (c) প্রশ্নের জবাবে বলছেন—certificate proceedings and prosecution in suitable cases. (d) প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—যে Government কতকগুলি certificate case করেছেন, আপনি বলেছেন ৬৫০ ; কিন্তু ঐ প্রশ্ন হচ্ছে—1958 এর 31st March এর ; তারপরে দু' বছর হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঐ ৬৫০টি ছাড়া তার মধ্যে আর কতকগুলি এই রকম দেয় নি employerরা, তার কতগুলি কেস আপনার জানা আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar: The position is : on the 31st October 1959 as per report of the Regional Provident Fund Commissioner is that 129 factories are not making regular payment and the amount due is Rs. 18,45,470. 783 certificate cases and 39 prosecution cases have been launched.

Dr. Ranendra Nath Sen: এতগুলি case, ১৮ লক্ষের উপর বাকী রয়ে গিয়েছে সেখানে prosecution certificate জারী হতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar: দেরী হয় না। টাকা আদায় করাই আমাদের লক্ষ কিন্তু অনেক সময় warning ও prosecution করেও টাকা আদায় করতে পারা যায় না।

Dr. Ranendra Nath Sen: Certificate জারী করতে এত দেরী হয় কেন ! আমার প্রশ্ন হচ্ছে গরীব কর্মচারীদের এই টাকা employersরা আটকে রেখেছে সেখানে গভর্ণমেণ্ট থেকে আরো বেশী তৎপর হচ্ছেন না কেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar: অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই কাজ হচ্ছে।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেনকি prosecution করবার জন্য বর্তমানে যে rules আছে, সেই rules গুলির মধ্যে গুরুতর ত্রুটি থাকায় ফলে prosecution করতে দেরী হয়, একথা সত্য কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Rules এ এমন কোন ত্রুটি নেই বলেই আমি মনে করি। তবে আইনে যে সমস্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা আছে, যেমন fine এর প্রশ্ন, সেগুলি আরো বেশী হওয়া উচিত।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমার প্রশ্ন তা নয়। বর্তমানে যে rules আছে অথচ আপনি (f)-এ যে উত্তর দিয়েছেন যে, State Government এর power নেই এই Act অনুসারে rule তৈরী করার। এখানে যে প্রচলিত rules আছে সেইগুলির মধ্যে ত্রুটি থাকার ফলে prosecution করতে এত দেরী হয় একথা সত্য কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : India Government এর যে rules আছে সেই rules অনুসারে আমরা কাজ করি। কিন্তু আমাদের rules frame করার ক্ষমতা নেই।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে Provident Fund Rules এখন চালু আছে, সে সম্পর্কে তাদের যে ত্রুটি আছে তা দূর করবার জন্য রাজ্যসরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি কতকগুলি suggestions দিয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : জানি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রুটিগুলি বর্তমানে রয়েছে সেটা দূর করবার জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি যেরকম প্রস্তাব পাঠিয়েছে amendment করার সুপারিশ পাঠিয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেইরকম কোন সুপারিশ পাঠান হয়েছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : সেগুলি পরীক্ষাধীন আছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে ৬৫০টি certificate proceedings হয়েছে, এর ফলে কত টাকা আদায় হবে বলে মনে হয় ?

The Hon'ble Abdus Sattar : I require notice.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে Certificate Proceeding হয়েছে ৬৫০টা তার বাইরে কত বাকী আছে যা আপনারা contemplate করছেন করবেন বলে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত বলবার আমার কিছু নেই।

Closure of importing houses in Calcutta

***51.** (Admitted question No. *1921) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many registered importing houses in Calcutta have been totally closed down or have closed down some of their departments up to date since the last six months as a result of the policy of import restrictions by the Government of India ;

(*b*) how many employees have been thrown out of employment due to such closures ;

(*c*) whether Government have got any course of action with regard to this question ; and

(*d*) if so, what is that ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) : (*a*) Reports of complete closure of one importing house and partial closure of nine such houses in Calcutta as a result of import restrictions have been received.

(*b*) 268.

(*c*) and (*d*) In all such cases, reported to Government, they look into the justifiability of such closures, and refer the matter to Tribunals in suitable cases. Government also see that the retrenched employees get their statutory dues.

Dr. Raenndra Nath Sen : এখানে closure of importing houses in Calcutta, তার জবাবে বলেছেন complete closure ছাড়াও partial closure, এই রকম রয়েছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই এই partial closure ছাড়াও Importing houseগুলি থেকে বহু কর্মচারী এবং তার বেশীর ভাগ বাঙ্গালী– তাদের চাকরী গিয়েছে। সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় অবহিত আছেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : অবহিত আছি।

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen : Macnail Bary, Mackiners Mackenzie থেকে কত ছাঁটাই হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : কোন business house থেকে কত ছাঁটাই হয়েছে এখন আমার স্মরণ নাই, নোটিশ দিলে পর খোঁজ করে বলতে পারব।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এইযে আপনি বলেছেন one importing house complete closure, nine importing houses partial closure, নামগুলি বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : West End Watch Company, Ltd., Kodak Limited, G. Atherton & Company, Nestles Products (India) Limited, Asbestos Magnetic and Friction Materials Limited, Mullar & Phipps Private Limited, Robert McLean & Co. Private Limited, A. R. Mukherjee & Co., East Asiatic Co. (India) Limited, Favre Leuba & Co., Ltd.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : In your reply to (c) and (d) you have said that the Government see that the retrenched employees get their statutory dues ; is there any scheme with the Government so that these retrenched hands may be employed in some other avenues pooling together the resources of the Central Government and the State Government ?

The Hon'ble Abdus Sattar : That is the endeavour of the Government.

Dr. Ranendra Nath Sen : প্রশ্নটা হচ্ছে Government of Indiaর সংগে মিলিতভাবে কোন চেষ্টা হচ্ছে কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমি আগেই বলেছি সবরকম চেষ্টা হচ্ছে।

Dr. Ranendra Nath Sen : Shipping Company গুলির যে সমস্ত লোকের কাজ গিয়েছে তারা যাতে Government of Indiaর যে Shipping Corporation হচ্ছে তাতে চাকরী পেতে পারে তার জন্য West Bengal Government কোন চেষ্টা করছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : ভারত সরকারের সংগে এ বিষয়ে আমরা পত্রালাপ এবং যোগাযোগ করে থাকি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এইযে (B)-তে আপনি বলেছেন ২৬৮ জন through out of employment, Govt. কি কোন action নিয়ে থাকেন, তাদের পাওনা টাকা আদায় করে দেবার জন্য ? তারা কি retrenchment benefit, provident fund ইত্যাদি যা পাবার কথা ছিল, সব পেয়েছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : My information is that they have got it.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Import licence এর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা সরকারকে consult করে থাকেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : না।

Unstarred Question

(answer to which was laid on the table)

Labour Welfare arrangements in Texmaco and Boiler Factory, Belgharia

24. (Admitted question No. 1779.) **Shri Gopal Basu :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বেলঘরিয়াতে অবস্থিত টেক্সম্যাকো ও বয়লার ফ্যাক্টরীতে—

(১) সাত হাজারেরও অধিক শ্রমিক কাজ করেন,

(২) ১৯৫৬ সালের নবেম্বর হইতে কোনও লেবার অফিসার বা লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নাই,

(৩) বয়লারের মত বৃহৎ ও ভারী শিল্পে কোনও ডাক্তারখানা বা ডাক্তার নাই,

(৪) কোনও ক্যানটিন্, বিশ্রামাগার ও আমোদ-প্রমোদাগার নাই, এবং

(৫) কোনও শৌচাগার, স্নানাগার, কাজের শেষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার জন্য কোনও জলকল বা কোনও ড্রেসিংরুম নাই ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) শ্রমিকের উপরোক্ত সুবিধা না দেওয়ার কারণ কি, এবং

(২) শ্রমিকদের এই-সব দাবী পূরণ করার বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করার কথা বিবেচনা করেন ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) :

(ক) (১) না, তিনটি কারখানাতে মোট ৩,০৬০ জন শ্রমিক কাজ করে।

(২) হ্যাঁ।

(৩) ডাক্তারখানা নাই, তবে উপযুক্ত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে একটি Ambulance Room আছে।

(৪) তিনটি কারখানার মধ্যে একটিতে ক্যানটিন্ আছে। সকল শ্রমিকই ঐ ক্যানটিন্ ব্যবহার করিতে পারেন। বিশ্রামাগার ও আমোদ-প্রমোদাগার নাই।

(৫) আছে। তবে যাহা আছে তাহা পর্যাপ্ত নয়।

(খ) ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর কারখানাগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন এবং উপরোক্ত ত্রুটিগুলি অবিলম্বে সংশোধন করিবার নির্দেশ দিয়া নোটিশ জারী করিয়াছেন।

Starred Questions

(to which oral answers were given)

Abolition of Government refugee camps

*87. (Admitted question No. *2170.) **Shri Bijoy Krishna Modak :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state if it is a fact that at a top-level Conference of the representatives of Union and West Bengal Governments held on 2nd and 3rd July, 1958, at Writers' Buildings, Calcutta, it has been decided to disband forthwith all the Government Camps in West Bengal ?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen) : No.

Regularisation of squatters' colonies within Baranagar Municipality

*88. (Admitted question No. *2152.) **Shri Amarendra Nath Basu :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) number of squatters' colonies under Baranagar Municipality in the district of 24-Parganas ;

(*b*) how may refugee families live in those colonies ;

(*c*) how many of those colonies have been decided to be regularised ;

(*d*) how many of those have been regularised up till now ;

(*e*) if it is a fact that Government have decided not to regularise the following squatters' colonies, viz. :—

(1) Netaji Colony,
(2) Deshapriyanagar Colony,
(3) Forward Colony,
(4) Mallick Colony,
(5) Nandy Colony,
(6) Subhaspalli, and
(7) Udbastu Bandhab Samity ; and

(*f*) if so, the reasons thereof ?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen) : (*a*) and (*c*) Ten each.

(*b*) 3,668.

(*d*) Six.

(*e*) No.

(*f*) Does not arise.

Shri Amarendra Nath Basu : মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা আমি করেছিলাম প্রায় ৩ বৎসর আগে, আজকে তার জবাব পাচ্ছি, কাজেই অতিরিক্ত প্রশ্ন করবার কোন প্রয়োজন নাই—আমি জান্‌তে চাই, তিনি যে জবাব দিয়েছেন এটা কোন্ তারিখের ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : The reply relates to the period up to March, 1959.

Annual loan and grant to West Bengal by Centre for refugee rehabilitation

*89. (Admitted question No. *1440.) **Shri Bijoy Krishna Modak :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(*a*) total amount of money sanctioned both as loan and as grant for West Bengal by the Union Government, year by year, from 1951-52 to 1956-57 on account of rehabilitation of displaced persons from East Pakistan ;

(*b*) amount of money actually disbursed and spent by the West Bengal Government on this account, year by year, during the above years ;

(*c*) total amount of unutilised money returned back, year by year, to the Union Government during the above period ; and

(*d*) what are the reasons for non-utilisation of the money sanctioned by the Centre ?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen) : (*a*) and (*b*) A statement is laid on the Table.

(c) Money actually received is not returned ; the unspent balance is carried to next year. During the above period under head "Grant" only in 1951-52 Government of India's sanction of the value of Rs. 1,24,63,000 lapsed.

(d) In 1951-52 due to a decrease in influx and an active programme of dispersal from camps the provision made by the Government of India under "Grants" was not fully required and hence some portion of the sanction lapsed.

Statement reffered to in reply to clauses (a) and (b) of starred question No. 89

Year.	Amount of money sanctioned by the Union Government to the West Bengal Government.		Amount actually disbursed and spent by the West Bengal Government.	
	Grant.	Loan.	Grant.	Loan.
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1951-52	5,13,62,000	6,86,68,000	3,88,99,000	6,02,97,000
1952-53 ...	3,45,65,000	5,75,50,000	4,23,26,000	4,47,41,000
1953-54 ...	3,73,00,000	2,44,23,750	3,97,25,000	3,38,25,000
1954-55	4,16,66,000	4,85,92,000	4,24,40,000	6,14,18,000
1955-56 ...	6,74,40,000	6,81,90,000	7,74,51,000	6,78,99,000
1956-57	8,94,00,000	8,29,24,000	9,44,83,000	5,81,16,000
Total	32,17,33,000	35,03,47,750	33,53,24,000	32,62,96,300

Shri Haridas De : এই যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০ টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে, এটা কোথা থেকে এল।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাঃ সদস্য যদি দেখেন তাহলে দেখবেন grant খাতে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ধরা ছিল, কিন্তু আমাদের খরচ হয়েছে ৩৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৪ হাজার ; বাকী টাকা supplementaryতে গিয়েছে ১ কোটি টাকার বেশী। এখানে প্রশ্ন হল, সমস্ত টাকা খরচ না করে আমরা ফেরৎ দিই কেন—আমরা তা করিনা, বরং অতিরিক্ত টাকা খরচ করি।

Grant of loan to Kharagpur Municipality for settlement of refugees

*90 (Admitted question No. 1852.) **Shri Narayan Chobey :** With reference to the reply to starred question No. 18 on the 26th November, 1957, regarding grant of loan to the Kharagpur Municipality for settlement of refugees, will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state —

(a) whether the Kharagpur Municipality have received the same from Government as yet ;

(b) if not, the reasons thereof ; and

(c) when can the said money be received by the Kharagpur Munici-

The Minister for Refugee Relief and Rehailitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) No.

(*b*) The Government of India has not agreed to sanction the loan on the ground that refugee population in the municipal area is very small and the amount involved can be better utilised for municipalities with a large refugee population.

(*c*) Does not arise.

Shri Haridas Dey: কোন্ কোন্ মিউনিসিপ্যালিটি পেয়েছে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: চাকদহ, রাণাঘাট, বীরনগর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি।

Vacant plots of land in Habra Government Colonies

***91.** (Admitted question No. *1867.) **Shri Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) হাবড়াতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে কত জমি আজও খালি পড়িয়া আছে ;

(খ) এই-সমস্ত জমি কি-প্রকারের ;

(গ) ঐ জমির মধ্যে চাষযোগ্য জমি এবং বাসোপযোগী জমির পরিমাণ কত ;

(ঘ) উপরি-উক্ত খালি জমিতে ক্যাম্প বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা লইয়াছেন কি ; এবং

(ঙ) পরিকল্পনা থাকিলে, কত পরিবার সেই সুযোগ পাইবেন এবং কতদিনে এই সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইবে ?

The Minister for Rufugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) হাবড়া থানায় সরকারী টাউনসিপ ও কলোনীসমূহে ২৭·৭৫ একর জমি খালি পড়িয়া আছে।

(খ) উন্নীত জমি—২১·৭৫ একর।

অনুন্নীত জমি—৬ একর।

(গ) বাসযোগ্য জমি—২১·৭৫ একর।

চাষযোগ্য জমি—নাই।

(ঘ) না।

(ঙ) এই প্রশ্ন উঠে না।

Shri Chitto Basu: আপনি বলেছেন যেখানে জমি খালি পড়ে রয়েছে সেখানে camp refugeeদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই, কিন্তু যারা camp-এ বসবাস করেন এইরকম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমাদের পরিকল্পনা আছে; Squattersদের আমরা দেব, landless refugeeদের দেব—যারা Camp-এ বসবাস করেনা তাদের পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা আমাদের বর্তমানে আছে।

Shri Chitto Basu : ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে কি হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমার যা বলবার আমি ব'লে দিয়েছি।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : কথাটা হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন কলোনী হয়েছে, কলোনী development এর জন্য কিছু খালি জমি থাকা দরকার—সেখানে যদি হাসপাতাল করতে হয়, রাস্তা করার প্রয়োজন হয় তার জন্য কিছু খালি জমি থাকলে সুবিধা হবে।

Shri Chitto Basu : তাহলে সেখানে কোন লোক বসান হবেনা, Government proposal হচ্ছে ২১·৭৫ জমি উন্নয়নের জন্য রাখা হবে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : হ্যাঁ।

Shri Abani Kumar Basu : What is the total area of the land that has been acquired for the rehabilitation of these refugees in the Habra Cclony ?

The Hon'le Prafulla Chandra Sen : The total area is 2,490 85 acres.

Tribunal award in respect of engineering industry in this State

***92.** (Admitted question No. *2396.) **Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether the Tribunal to consider the pay structure of the workers and employees of engineering industry in this State has given its award ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the award has been published in the *Official Gazette* ;

(*ii*) if not, the reasons for the same ; and

(*iii*) what steps, if any, are being taken by Government to implement the Tribunal award ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) :

(*a*) Yes.

(*b*) (*i*) Yes ; it has already been published in the *Calcutta Gazette, Extraordinary*, dated the 5th November, 1958.

(*ii*) Does not arise.

(*iii*) Where non-implementation is reported, necessary steps as prescribed in law are being taken.

[3-30—3-40 p.m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে কতগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী আছে যারা এই ট্রাইবুন্যালের অ্যাওয়ার্ড চালু করে নি বা ভুলভাবে আধাআধি চালু করেছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : চালু করে নি এ খবর জানি না। তবে কোন কোন কারখানায় ইণ্টারপ্রেটেসন-এর দিক থেকে কিছু কিছু গোলমাল আছে এবং সেগুলো আমার কাছে এলে অনুসন্ধান করে নিষ্পত্তির চেষ্টা করব।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় এ খবর রাখেন কি যে অনেকগুলো ফ্যাক্টরী সম্পর্কে আজ প্রায় ১ বছর যাবৎ লেবার কমিশনারস্ অফিসে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা এই ইমপ্লিমেন্টেসনের প্রশ্নকে চ্যালেঞ্জ করেছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এ রকম তথ্য আমার জানা নেই।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় এ খবর রাখেন কি যে Indian Maleable Casting নামে একটি কারখানা আছে, যারা যেদিন থেকে এ্যাওয়ার্ড চা হয়েছে সে দিনই ঘোষণা করেছে যে আমরা এই এ্যাওয়ার্ড চালু করব না এবং সেই অনুসারে ২ বছ পর্যন্ত চালু করে নি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এ সংবাদ আমার জানা নেই।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মন্ত্রীমহাশয় এ খবর রাখেন কি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীতে ক্লাসিফিকেসন না থাকার জন্য এই ট্রাইবুন্যালের রায়কে ইম্প্লিমেণ্ট করা যাচ্ছে না বা ইম্প্লিমেণ্ট করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধা হচ্ছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমি জানি যে কোন একটা বিষয়ের ইণ্টারপ্রেটেসন নিয়ে মত বিরোধ ছিল এবং তারপর সেটার ইণ্টারপ্রেটেসনের জন্য ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠান হয় এবং এ ব্যাপারে ট্রাইবুন্যালের রায়ও প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এখন কথা হোল যে যেখানে যেখানে এই ইণ্টারপ্রেটেসনের ব্যাপার নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তা নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হচ্ছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মন্ত্রীমহাশয়কে এখানে একটা প্রশ্ন করা হোল যে এ খবর আপনি জানেন কিনা যে ২ বছর আগে একটি কোম্পানী গোড়া থেকেই করছে না এবং তার জবাবে উনি বললেন জানি না। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে লেবার কমিশনার আপনাকে সব তথ্য জানান কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আবশ্যকীয় সমস্ত তথ্যই জানান।

Dr: Hirendra Kumar Chattopadhyay : এই আবশ্যকীয় কথাটা ডিটারমিন করেন কে—মন্ত্রীমহাশয় না লেবার কমিশনার ?

The Honble Abdus Sattar : তিনি ডাইরেক্টলি গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠান এবং তারপর ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো মন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আমার প্রশ্নের উত্তর হোল না। আমার ডেফিনিট প্রশ্ন হচ্ছে যে এই "প্রয়োজনীয়" কথাটা নির্ধারণ করেন কে—মন্ত্রীমহাশয় না লেবার কমিশনার ?

The Hon'ble Abdus Sa'tar : সাধারণভাবে লেবার কমিশনারই করেন। তবে কখনও লেবার মিনিস্টারের কাছে এলে তিনিও সেগুলি করেন।

Dr Hirendra Kumar Chattopadhyay : তাহলে এখানে একজন মাননীয় সদস্য যে কথা বললেন সেটা দয়া করে একবার খোঁজ করে দেখবেন কি যে এ রকম কিছু আপনার কাছে পৌছেছে কিনা ?

The Hon'le Abdus Sattar : কোন সংবাদ পেলে সমস্তই খোঁজ নিতে প্রস্তুত আছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : ঐ যে ইণ্টারপ্রেটেসনের পার্থক্যের জন্য ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠান হয়েছিল তাতে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এ ব্যাপারে ট্রাইবুন্যালের মতামত পাবার পর যে সমস্ত জায়গায় ঐ কারণে ইমপ্লিমেন্টেসন বন্ধ ছিল সে সব জায়গায় তারপরে ইমপ্লিমেন্টেসন হচ্ছে বলে আপনার জানা আছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : হ্যাঁ, আমার জানা আছে। তবে ইমপ্লিমেন্টেসন হচ্ছে না এমন ঘটনা আমার জানা নেই।

Shri Manoranjan Hazra : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ট্রাইবুন্যালের কথা বলেছেন, কিন্তু আপনি কি অবগত আছেন যে অনেকগুলি ফ্যাক্টরী ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রির মধ্যে আগে না বলে তারা য়্যাওয়ার্ড-এর জন্য অন্যভাবে দরখাস্ত করে হাইকোর্টে মামলা করেছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমি একটা বিষয় জানি যে, ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুন্যাল বলেও আমি একটা ঘটনা ট্রাইবুন্যালে পাঠিয়েছি।

Shri Manoranjan Hazra : সেই ফ্যাক্টারীর নাম কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : হিন্দ্ মোটরস্।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আপনি কি জানেন যে, ইমপ্লিমেন্টেসনের ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে ক্লাসিফিকেসান না থাকা ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমি আগেই বলেছি যে ক্ষেত্রবিশেষে ইণ্টারপ্রিটিসান নিয়ে বিরোধ দেখা যায় এবং সেগুলি আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : দু' বছর যাবৎ এই য়্যাওয়ার্ড হয়েছে। এতে গ্রাজুয়েট-এর মাইনে ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে, ট্রাইবুন্যালে কে গ্রাজুয়েট বুঝতে অসুবিধে নেই—এই দি সেম টাইম একজন সিকল্ড ওয়ার্কারের বেতনও ৭৫ টাকা ধার্য হয়েছে, অথচ সিকল্ড ওয়ার্কার কে তা ঠিক হয় নি। সুতরাং এণ্টায়ার ট্রাইবুন্যালের যে পারপাস ইমপ্লিমেণ্টেসানের ব্যাপারে সেটা নিউট্রালাইজড্ হয়ে গেছে। সেটা আমার প্রশ্ন হল যে, এই যে ইমপ্লিমেণ্টেসান হচ্ছে না তার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করবেন বা করেছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : ইমপ্লিমেণ্টেসান না হওয়ার ঘটনা আমার জানা নেই এবং যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে তাহলে আমাকে জানবেন।

Dr. Harendra Kumar Chattopadhyay : এই সিকলড্ ওয়ার্কার কাকে বলে এ খবর কি লেবার কমিশনার আপনাকে জানান নি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমার আর এ বিষয়ে কিছু বলার নেই।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের মনে আছে যে কিছুকাল আগে ভারত ব্যাটারী ওয়ার্কস-এর কিছুসংখ্যক শ্রমিক, যাদের এই ব্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় নি, তারা আপনার সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিল যে সিকলড্ ওয়ার্কার তারা তাকে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত করছে এবং তখন তিনি লেবার অফিসারকে বলেছিলেন যে, এটা দেখা হোক। কিন্তু তারপরে দেখা হয় নি। এটা একটা ঘটনা, কিন্তু এটা নিয়ে তিনি কি করেছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ২।৪ জন লেবার লিডার সাক্ষাৎ করে অনেক কথা বলেন কিন্তু সমস্ত কথা আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভবপর নয়। যাই হোক, আমি ব্যাপারটা দেখব।

Shri Shaikh Abdulla Farooquie : সিকলড্ ওয়ার্কার-এর কোন নিয়ম না হবার জন্য অনেকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাক্টরীতে যে গোলমাল হচ্ছে, সেই গোলমাল মেটানোর জন্য সিকলড্ ওয়ার্কার সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক করে দেবার কথা কি ভাবছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এই রকম প্রশ্ন করলে আমি বলব যে সিকলড্ ওয়ার্কার কে সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিকসানারিতে থাকে এবং সেই ডিকসানারি অনুসারেই ব্যাখ্যা করা হয়।

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আপনাদের কোন machinery আছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar: আমি মনে করি, এটা হয়ত ঠিক প্রশ্নের জবাব হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে labour department এর কাজ হচ্ছে, উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সব সময় সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আপনাদের কোন machinery আছে কিনা ? যদি না থাকে তাহলে সেইরূপ কোন machinery তৈরী করবেন কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar : নিশ্চয়ই machinery আছে। যদি না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই করা হবে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : কোন্ machinery আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Labour Directorate machinery আছে।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আপনি কি জানেন ১৯৪৮ tribuna এই machinery তৈরী করার জন্য একটা expert committee করার কথা বলেছিলেন ? আজ পর্যন্ত কি সেই expert committee করা হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমাদের factory Directorate-এ engineering এর ব্যাপারটা আছে।

Shri Jatindra Chandra Chakraborty : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত machinery'র কথা আপনি বলেছেন এইরকম একটা machinery State Labour Advisory Board যে Engineering Sub-Committee করেছেন এই Sub-Committeeটা কি সেই machinery'র কাজ করবে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমরা সেই আশা করেই করেছি।

Shri Subodh Banerjee : আপনি যে machinery'র কথা বললেন সেই machinery'র কাউকে কাউকে skilled labour বলে। তাহলে সেই machinery'র কথা মানা এ কি statutory provision কিছু আছে, কোন force আছে যে সেজন্য তারা যদি একটা opinion দেয় is that opinion binding on the management of the engineering firm ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Not necessarily.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Job evaluate করে classify করার জন্য কোনরকম machinery তৈরী করতে আপনারা প্রস্তুত আছেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : এইরকম একটা পরিকল্পনা আছে। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে engineering tribunal implementation এর পথে বাধা দেখা দিয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করছি।

Closure of cotton textile mills during last eight years

***93.** (Admitted question No. *2490.) **Shri Bankim Mukherji :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(*a*) how many cotton textile factories in West Bengal have been closed down up to date during the last eight years ;

(*b*) how many closed-down factories have been reopened since 1956 and their names ;

(*c*) how many workers are out of employment due to the closure of factories ;

(*d*) the reasons as to why the factories are remaining closed ; and

(*e*) whether they will be reopened in the near future ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) : (*a*) Six.

(*b*) Nil.

(*c*) The exact figures are not available. 2,450 persons were affected, out of which a fairly large number have been provided with employment in Howrah Cotton Mill and Bowreah Cotton Mill.

(*d*) Unsound financial position.

(*e*) There is possibility of one mill being reopened.

Shri Abdulla Farooquie : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে বাউড়িয়া কটন মিলে আর কিছু লোককে আন্-এমপ্লয়েড করার চেষ্টা করা হচ্ছে ? Three booms চালায় যারা আগে two booms চালাত এইরকম লোককে ছাঁটাই করা হচ্ছে ? এ সম্বন্ধে কিছু জানলে কি করবেন ভাবছেন ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমার কাছে এইরকম কোন খবর নেই।

Shri Shaikh Abdulla Farooquie : আপনি এ সম্বন্ধে Information নেবার চেষ্টা করবেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : করব।

Shri Mihirlal Chatterjee : ঐ ৬টা মিলের নাম কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : Deshapriya Hosiery Weaving Mill, Mahalakshmi Cotton Mill, Radhashyam Mill, Kalyani Syndicate, Industrial Allia..ce, Hooghly Cotton Mill.

Shri Manoranjan Hazra : আপনি এই যে বলেছেন আনসাউণ্ড ফাইনাশিয়াল পজিসন ছটা কারখানা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোন পরিকল্পনা ছিল বা আছে কিনা এই ম্যানেজমেণ্টগুলিকে টেকওভার করার ?

The Hon'ble Abdus Sattar : না।

Shri Manoranjan Hazra : টেকসটাইল শিল্প এবং সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মুখের দিকে চেয়ে এই দপ্তর সরকারকে এ বিষয়ে কোন কিছু অবগত করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমাদের এই বিভাগের যা কাজ তা করবার চেষ্টা হয়।

Shri Mihirlal Chatterjee : যে মিলটা খোলার কথা ছিল সেটা খোলা হয়েছে কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : হ্যাঁ।

Dr. Ranendra Nath Sen : মহালক্ষ্মী কটন মিলের ব্যাপারটা কি এর মধ্যে আছে ? সেটা যে বন্ধ হয়ে আছে।

The Hon'le Abdus Sattar : সম্প্রতি সেটা খোলা হয়েছে।

Dr. Kanailal Bhattacharjee : আরতী কটন মিলটা কি এর মধ্যে আছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : না।

Implementation of Textile Tribunal award by Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Konnagar

*94. (Admitted question No. *2535.) **Shri Manoranjan Hazra :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) কোন্নগরস্থ বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিল্‌স্ লিমিটেড টেক্সটাইল ট্রাইব্যুনালের রায় চালু করিয়াছেন কিনা ; এবং

(খ) না করিয়া থাকিলে, ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Monoranjan Hazra : মন্ত্রীমহাশয় উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ—য়্যাওয়ার্ড অনুযায়ী যে ওয়েজটা বেড়েছে—সেটা দেওয়া হয় না, এ খবরটা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : যেখানে আগে বাড়ানো হয়নি, সেখানে এখন বাড়ানো হয়েছে।

Shri Monoranjan Hazra : আমার কথা হচ্ছে—এটা ইমপ্লিমেণ্ট করা হয় নি বলে ওখানকার ইউনিয়ন থেকে আপনার কাছে কোন রিপ্রেজেনটেসন এসেছে কি ?

Mr. Speaker : He has already answered that question.

Violation of the West Bengal Shops and Establishments Act in Barabazar and certain other areas of Calcutta

***95.** (Admitted question No. *2571.) **Dr. Narayan Chandra Ray :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether Government are aware of the fact that the provisions of the West Bengal Shops and Establishments Act are not complied with by the owners of shops in the Raja Katra Market in the Barabazar area and the textile merchants of Noormall Lohia Lane, Jamunalal Bazaj Street, Mahatma Gandhi Road and Brabourne Road in Calcutta ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps have been taken by Government to compel the owners of the shops of the aforesaid areas to duly comply with the provisions of the said Act ?

(*c*) If the answer to (*a*) be in the negative, will Government consider the desirability of immediately holding an enquiry into the working of the shops in the aforesaid areas with regard to the matters covered by the Shops and Establishments Act and taking suitable steps to bring the offenders to book ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) : (*a*) The Act is duly administered in the areas, and majority of the shopkeepers abide by its provisions. It is possible, however, that some shopkeepers violate the provisions of the Act.

(*b*) Whenever any case of violation of the provisions of the Act is detected by Government, prosecution is launched against the offender. The shop-keepers of the areas have been specially directed to observe the provisions of the Act, and a system of epecial inspection has been instituted for the areas.

(*c*) Suitable steps have been taken against the offenders and measures to improve the working of the of the Act have been undertaken. There is no necesrity for an enquiry now.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় "এ"র উত্তরে বলেছেন যে কিছু কিছু লোক এগুলি ভায়োলেট করে এবং 'বি"তে বলেছেন এ সিস্টেম তার ইনসপেকসন করা হয়েছে—সেই সিস্টেম তার ইন্‌সপেক্‌সনস্ এপর্যন্ত কতগুলি কেস ধরা পড়েছে—সেটা মন্ত্রীমহাশয় বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : রাজাকাটরায় ৪৫টি, মুরমল লোহিয়া লেনে ২২টি, যমুনালাল বাজাজ ষ্ট্রীটে ৮০টি, মহাত্মা গান্ধী রোডে ১৬৬টি, ব্রাবোর্ণ রোডে ৩টি।

Dr. Jnenandra Nath Majumdar :—মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন স্যুটেব্‌ল স্টেপস্ করা হয়েছে এগেনস্ট দি অফেণ্ডার্স—এই স্যুটেব্‌ল স্টেপস্ নেয়ার দরুণ কি ফল হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : স্যুটেবল্ স্টেপ্‌স হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন। মামলা দায়ের করা এবং যেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করতে পারি সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাজা হয়!

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই যে measure এর কথা বলেছেন (c)-তে suitable steps have been taken against the offenders and measures to improve the working of the Act have been undertaken. What measures have been taken.

The Hon'ble Abdus Sattar : আমাদের বিভাগ পুর্ণবিন্যাস করেছি, Officer change করেছি।

Employment for the residents displaced from their occupation for the establishment of Chittaranjan Locomotive Works

[3-50—4 p.m.]

***96.** (Admitted question No. *2784.) **Shri Amarendra Mondal :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether he is aware that a large number of residents of the area where the Chittaranjan Locomotive Works have been installed were rendered unemployed because they were displaced from their place of residence and occupation ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how many of such displaced persons have been recommended to be given employment in Chittaranjan Locomotive Works by the West Bengal Government ; and

(*ii*) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar : (*a*) No. The Chittaranjan Locomotive Works were established over 10 years ago and it is not possible at this distant date to assess the situation arising out of displacement of local population.

(*b*) Does not arise.

Shri Ramanuj Halder : অনুগ্রহ করে বলবেন কি—১০ বছরে প্রতি সালে কত লোককে displace করা হয়েছে ?

Mr. Speaker : He has answered the question in that way.

Non-payment of Provident Fund dues to the Regional Provident Fund Commissioner by Dhakeswari Cotton Mills, Asansol

*97. (Admitted question No. *1923.) **Shri Taher Hussain :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether the Dhakeswari Cotton Mills, Surjanagar, Asansol, deposit Provident Fund dues to the Regional Provident Fund Commissioner ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what amount is due from them ; and

(*ii*) what steps Government propose to realise the same ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) : (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Rs. 2,21,571.72 nP. up to April, 1958.

(*ii*) Two Certificate cases have been instituted and two more are being filed. Sanction for prosecution is also under examination. I may add : Companies' total due upto January, 1960 Rs. 4,76,988/-, Rs. 2,25,604·74 nP. and Rs. 2100/- was paid to certificate officers etc. and 16 certificate cases and 3 prosecution cases have been launched.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : এই certificate কেসগুলি হলে সমস্ত টাকা কি আদায় হবে ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

Number of workers of jute Mills, cotton mills and engineering factories thrown out of employment

*98. (Admstted question No. *1962.) **Shri Niranjan Sengupta :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state how many workers, if any, working in (*a*) jute mills, (*b*) cotton mills, and (*c*) engineering factories in this State have been thrown out of employment between January, 1957, and May, 1958 ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar) : (*a*) 6,037.

Bharat Jute Mills employing about 1,500 workmen was closed down in March, 1958. It has since completely reopened and is now working with the full complement of workers.

(*b*) 185.

(*c*) 1,769.

Shri Niranjan Sen Gupta : আচ্ছা এই ভারত জুট মিল কি এই ৯ হাজারের ভিতর Included ?

The Hon'ble Abdus Sattar : হ্যাঁ।

Shri Niranjan Sen Gupta : এই যে ৬০৩৭ জন ছাটাই হয়েছে, কোন্ কোন্ মিল থেকে ছাটাই হয়েছে ?

The Hon'ble Abdus Sattar : আমার কাছে Break up নাই।

Shri Niranjan Sen Gupta : এই যে ছাটাই হয়েছে এর কারণ কি বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Abdus Sattar : For different reasons হয়।

Shri Niranjan Sen Gupta : কয়েকটি main reasons বলুন না। What is the main reason ?

The Hon'ble Abdus Sattar : For mismanagement etc.

Shri Niranjan Sen Gupta :—এই যে number দিয়েছেন এটা up to May 1958 আপনি বর্তমান position টা বলতে পারেন কি ?

The Hon'ble Adus Sattar : I require notice.

Gradual Subsidence of Barakar Town

***101.** (Admitted question No. *1928.) **Dr. Narayan Chandra Ray :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state whether the attention of the State Government has been drawn to the danger arising out of gradual subsidence of Barakar Town ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether there is any scheme in operation to save the town ; and

(*ii*) whether there is any scheme for the helping the residents, the businessmen and house-owners of town, financially, for saving their houses and trade and for rehabilitating elsewhere in case they have to abandon their places of rehabilatation ?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar) : (*a*) Yes. Government is aware of the chances of subsidence but there is, at present, no sign of gradual subsidence of the town.

(*b* (*i*) No scheme is in operation as yet ; but a Committee to enquire into the danger of soil subsidence over portions of the G. T. Road and under residential buildings in Barakar Town was set up by the Government of India to make necessary recommendations to Government. The Committee has, also, submitted its report to this Government. The matter has, since, been taken up with the Government of India for taking appropriate action.

(*ii*) Does not arise at present.

Loans sanctioned in Murshidabad district under State Aid to Industries Act

***102.** (Admitted question No. *2991.) **Shri Shyamapada Bhattacharjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Industries Department be pleased to state—

(*a*) whether any loan has been granted during the years 1955-58 by the Industries Department to any person or firm in the district of Murshidabad under the State Aid to Industries Act ; and

(*b*) if so, the number and addresses of persons or firms who received such loans and the purposes for which such loans were advanced ?

The Minister for Commerce and Industries (The Hon'ble Bhupati Majumdar) : (*a*) Yes.

(*b*) A statement is laid on the Library Table.

Shri Shyamapada Bhattacharjee : Will the Hon'ble Minister be pleased to state as to how many applications were received ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : I would require notice.

Shri Shyamapada Bhattacharjee : What is the latest position ?

The Hon'ble Bhupati Majumdar : In 1959-60 only three loans were given—two for Rs. 2,500 each and one for Rs. 2,200.

Unstarred Questions

(Answers to which were laid on the table)

Number of the built houses in Habra Urban Colony

35. (Admitted question No. 1868.) **Shri Ajit Kumar Ganguli :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) হাবড়া আরবান কলোনীর built house-এর সংখ্যা কত ;

(খ) বর্তমান সংখ্যা অপেক্ষা আরও বেশি সংখ্যক বাড়ী তৈয়ারীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

(গ) থাকিলে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা কত ;

(ঘ) এই বাড়ীগুলি বিলি করিবার নিয়ম কি ;

(ঙ) এই বিধান অনুযায়ী স্থানীয় কোন রাজনৈতিক দলকে বাড়ীগুলি বিলি ব্যাপারে সরকার দায়িত্ব দিয়াছেন কিনা ; এবং

(চ) দিয়া থাকিলে, সে দলের নাম কি ?

The minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) ৩,০০০।

(খ) বর্তমানে আর কোনও পরিকল্পনা নাই।

(গ) এবং (চ) প্রশ্নগুলি উঠে না।

(ঘ) উদ্বাস্তুদের দরখাস্তের তারিখ, refugee character এবং বাৎসরিক কিস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়া এই বাড়ীগুলি বিলি করা হয়।

(ঙ) এই বিলি-ব্যবস্থার ভার কখনও কোন রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয় নাই।

Teachers of the school at Asrafabad Refugee Camp

6. (Admitted question No. 1869.) **Shri Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Refugee Relief and Rehabilitation Department be pleased to state—

(ক) হাবড়া থানার অন্তর্গত আশ্রফাবাদ বাস্তুহারা ক্যাম্পের বালক-বালিকাদের জন্য যে স্কুলটি আছে সেখানে শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতার মাপকাঠি কি;

(খ) নির্ধারিত মান অনুযায়ী শিক্ষক ক্যাম্পের অধিবাসীদের মধ্যে আছে কিনা সরকার অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা;

(গ) ঐ ক্যাম্প অধিবাসীদের মধ্য হইতে কোন শিক্ষক ঐ স্কুলে নিযুক্ত করা হইয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Refugee Relief and Rehabilitation (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) প্রবেশিকা, গুরুট্রেনিং বা প্রাইমারী ট্রেনিং উত্তীর্ণ হওয়া দরকার।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) পাঁচজন নিযুক্ত আছেন।

(ঘ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Industrywise enployment figures in West Bengal for 1956 and 1957

37. (Admitted question No. 1966.) **Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state industrywise factory employment in West Bengal during 1956, 1957 and first half of 1958?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): Industrywise employment figures for the first-half of 1958 are under compilation. Two statements containing figures for the years 1956 and 1957 are laid on the Library Table.

Unemployment Benefit Scheme

38. (Admitted question No. 2289.) **Shri Panchugopal Bhaduri:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state whether Government have any scheme of unemployment relief or benefit ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what is the scheme ?

(*c*) If the answer to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Government consider the desirability of declaring in any suitable manner, obligatory to the owners of enterprises in this State, that all existing services are secure so long as an enterprise is not obliged to close down ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar): (*a*) No such scheme at present.

(*b*) Does not arise.

(*c*) No. In the administration of the Industrial Disputes Act, it has always been the endeavour of Government to see that the workers get a fair deal in this respect according to the provisions of the Act.

Scarcity of drinking water for the workers of Gayabari and Milingthung Tea Gardens

39. (Admitted question No. 2318.) **Shri Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Labour Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গয়াবাড়ী ও মিলিংথুং চা-বাগানে শ্রমিকেরা পানীয় জলের সরবরাহের অভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; এবং

(খ) সত্য হইলে, সরকার এ-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

The Minister for Labour (The Hon'ble Abdus Sattar):

(ক) হাঁ।

(খ) দার্জিলিং-এর সহকারী শ্রম-কমিশনার শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং পানীয় জলের সরবরাহের সুব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: আপনে ওহ রিপোর্ট কব দিয়া হ্যায় ?

Mr. Speaker: It is December, 1958.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: কথা অলী তক দার্জিলিং সরকারী শ্রম-কমিশনর और श्रमिक-मालिक दोनों पक्षोंका बातचीत-बातचीत चल रहा है।

The Hon'ble Abdus Sattar: बातचीत ले रहा है।

Shri Bhadra Bahadur Hamal: कथा शार्ट मल लिखरि ८ यारा ८ बाजु है।

The Hon'ble Adus Sattar : আপনি তো জানেন যে যেখানে এরিয়া ডিফিকাল্ট, সেখানে পানী নিয়ে যাওয়া মুস্কিল।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : ১৯৫৪ সাল থেকে ডিফিকাল্ট এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে, যে সমস্ত জায়গা এখনো মঞ্জুর করা হয়নি। ১৯৫০ সাল থেকে আমি আসছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডিফিকাল্ট এরিয়া বলে স্বীকার করা হয়নি। কবে সেখানে ঐ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

The Hon'ble Abdus Sattar : এখন ভাবা হচ্ছে না। পানীর অভাব আছে। আপনি জানেন যে যেখানে এরিয়া ডিফিকাল্ট, সেখানে পানী নিয়ে যাওয়া কঠিন।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : আপনি কবে যাবেন বলুন। আমি জানতে চাই কি যেখানে পানীর জন্য পানী নিয়ে যাওয়া হয়। আমি জানতে চাইছি যে কি আপনি ডিরেক্টর কে আলোচনা করেছেন এবং কি বলা হয়েছে;

The Hon'ble Abdus Sattar : এই ব্যাপারে পানী নিয়ে যাওয়া মুস্কিলআছে বলে এখন করার জন্য অসুবিধা বলা হচ্ছে।

Mr. Speaker : Question time is over.

[4—4-10 p.m.]

Adjournment motion

Mr. Speaker : There is one adjournment motion. Mr. Chatterjee may read it,—the revised one.

Shri Basanta Lal Chatterjee : My motion is like this : the business of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., failure of Government to check rising price of paddy and rice in West Dinajpur district and to take relief measures like modified rationing, test relief work, suspension of realisation of loan etc.

Textile Wage Board

Dr. Ranendra Nath Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই এবং Hon'ble Minister আবদুস সাত্তারের কাছ থেকে একটা বক্তব্য সে সম্পর্কে এখানে শুনতে চাই। আপনি জানেন বছর দুয়ের উপর হোল অনেক পরিশ্রমে একটা Textile Wage Board—তাঁরা একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কিছুদিন আগে। সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে—সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। সেই Textile Wage Board-এ independent member ছাড়াও Labour Representative দু'জন, Employerদের তরফ থেকে দু'জন, তরফ রাম Textile Mill Oner'sদের তরফ থেকে অরবিন্দ ঘাটাউ, এই সকলে মিলে জি, জি, ভাই চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁরা একটা সিদ্ধান্ত করেছেন—সমস্ত Textile শিল্পের কর্মচারীদের জন্য তাদের বেতন, Dearness allowance সব ঠিক করে দিয়েছেন। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হবার ফলে বোম্বে সরকার সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমগ্র বোম্বে রাজ্যে সেটা প্রবর্তন করেছেন—বোম্বে, আমেদাবাদ, সুরাট, বরোদা ইত্যাদি এবং আরো অন্যান্য জায়গায় সেই Wage বোর্ডের সিদ্ধান্ত চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখনো এটা চালু হয় নাই। যদিও চালু হয় নাই, তবুও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মিল মালিক সমিতি এবং তার বাইরে যে মিল মালিক আছে, তারা এর

তীব্র বিরোধিতা করছেন এবং আমরা শুনছি নাকি গভর্ণমেণ্টকেও প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করছেন। আমরা এ বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন আছি। আপনার মারফৎ মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এ সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেন।

The Hon'ble Abdus Sattar : আমি এ সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা বিবৃতি পরে দেব।

Dr. Kanailal Bhattacharyya : কোথায় দেবেন? এখানে কি?

Mr. Speaker : He says that he will make a statement on this matter tomorrow in the House.

Question in the School Final Examination

Shi Narendra Nath Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের এক গুরুতর সংবাদ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনার মাধ্যমে Education Minister এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি যুগান্তর কাগজে দেখে থাকবেন এ সম্বন্ধে খবর বেরিয়েছে যে, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির প্রশ্নপত্র প্রকাশ্যে বিক্রী হয়েছে। দক্ষিণ কলিকাতার একটা থানার সামনেও ইহা বিক্রয় হয়েছে, মাণিকতলায়ও বিক্রী হয়েছে। উত্তর কলকাতার এক শিক্ষক যে সমস্ত সংস্কৃত প্রশ্নপত্রের কপি ছাত্রদের বলে দিয়েছিলেন, সেগুলি দেখা গেছে পরীক্ষার পশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে। এইভাবে প্রশ্নপত্র কলকাতার উপর বিক্রী হচ্ছে। অথচ বহু ছাত্র প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় উত্তর দিতে পারে নাই। এ বিষয়ে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি Education Minister এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker : Mr. Sen ought to have taken leave from me. Mr. Ghosh has taken leave from me. In future when a member will mention anything like this, he will take leave from me.

Pending Questions

Shri Ganesh Ghosh : আমরা শুনলাম rule making committeeর কাজ finished হয়েছে এবং শীঘ্রই সে rules placed হবে। কিন্তু List of Bills and notices of questions pending on the termination of September-October Session, 1959 তাতে দেখছি, 1957 এর May মাস থেকে questions পড়ে আছে। আপনি কি বলে দেবেন এই অবস্থায় কবে শেষ হবে?

Mr. Speaker : 1000 questions are pending. Ministers say that because they have got to answer very many supplementary questions, all questions could not be answered. Rules are going to be changed very soon and I understand no further difficulties will be met in the next session.

Shri Ganesh Ghosh : Can you assure us that from the next session the new rules will be in force?

Mr. Speaker : Most probably. Your Deputy Leader knows it.

Question in the School Final Examination

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি—যদিও নরেনবাবু আপনার অনুমতি না নিয়েই বলেছেন—পুলিশমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, তিনি যেন জবাব দেন। এই যে প্রশ্নপত্র বিক্রয় করা হয়েছে এই ব্যাপারে Police

Commissioner ইতিমধ্যেই enquiry করতে আরম্ভ করেছেন, সেই enquiry কিভাবে হচ্ছে এবং কতদূর হয়েছে? কতকাল এই প্রশ্নপত্র ডাঃ ঘোষের কাছে এসেছে এবং তিনি সেটি refar করে দিয়েছেন। আমি পুলিশমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে এই ব্যাপার সত্য কিনা। আমি খবরের কাগজের report এর উপর নির্ভর করে বলছি না, আমি বলতে চাই ডাঃ ঘোষের কাছে এই প্রশ্নপত্র কি করে এসেছে সেটা পুলিশমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এবং পুলিশ কমিশনার কি enquiry করছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : The Administrator telephoned me to say that he had referred the matter to the Police Commissioner to make investigation and he is making investigation. When he gets the reply and the report, he will let me know.

Shri Byomkesh Majumdar : Sir, আমি আপনার অনুমতি চাচ্ছি। একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আমি আপনার নিকট বক্তব্য পেশ করতে চাই যে, গত ১১ই December মাসে কলকাতায় যে তৃ-দলীয় সম্মেলন জুট সম্বন্ধে হয়েছিল তাতে Jute Wage Board বসবে বলে স্থির হয়েছিল। সেখানে মালিক পক্ষ, সরকার পক্ষ এবং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমরাও ছিলাম। এবং সেখানে স্থির হয়েছিল Wage Board বসবে। সেই সময় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বহু চেষ্টা করেছিলেন যাতে অন্তরবর্তীকালীন কিছু ভাতা দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু মালিক পক্ষ তা দিতে কিছুতেই রাজী হল না তখন সেই সম্মেলনে স্থির হয় যে একটা Wages Board বসবে দুই মাসের মধ্যে এবং তারা অন্তরবর্তীকালীন ভাতা বিবেচনা করে রায় দেবেন। এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker : Please do not make a speech.

Shri Byomkesh Majumdar : এখনও এই Wages Board বসেনি তারজন্য শ্রমিকরা অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে।

The Oriental Gas Company Bill, 1960

[4-10—4-20 p.m.]

Shri Amarendra Nath Basu : মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটা যখন আলোচনা সুরু হয় তখন শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু মহাশয় যেকথা বলেছিলেন তাতে এটাই প্রকাশিত হয়েছিল যে, আমরা এমন কিছু করতে চাইনা, যে জালানগোষ্ঠী গ্যাস কোম্পানী পরিচালনা করছেন সেটা তাঁদেরই হাতে থাকুক। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই গ্যাস কোম্পানী সরকার গ্রহণ করুন, কারণ এটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে চলছে—এবং এতদিন এভাবে চলতে দেওয়াটাও উচিৎ হয়নি। এখন যখন দুর্গাপুরে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে, এবং আমরা সংবাদপত্রে দেখলাম যে দুর্গাপুর থেকে গ্যাস নিয়ে আসবার জন্য যে পাইপের দরকার সেই পাইপ এখানে পৌছে গিয়েছে তখন এই বিলটা এমন তাড়াহুড়া করে না এনে সরকার যদি গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নিজেরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন তাহলে ভাল হত। এর মধ্য দিয়ে আমরা কি পেতে চেয়েছিলাম? তা ঠিকমত এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার—এটা গ্রহণ করা এইজন্যই দরকার যাতে ভালো গ্যাস কমমূল্যে পাওয়া যায়; এই শিল্পে যেসব কর্মচারী এবং শ্রমিক রয়েছে তাদের অবস্থা যেন ভালো হয়। এখন যখন সরকারী পরিচালনাধীনে আসছে তখন এটাই আমরা আশা করব যে, সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এর দ্বারা যেন সরকারী অর্থ লোকসান না হয়, যেন লাভ হয় এবং সরকারের হাতে এসে যেন ব্যবসায়বুদ্ধিতে পরিচালিত না হয়। তারপর, এই কোম্পানী গ্রহণ করার জন্য যে অর্থ দেওয়া হচ্ছে সেটা অত্যন্ত বেশী বলে আমরা সকলেই এবং বিরোধিতা করছি।

অনেকে এই সভায় এই উক্তি করেছেন যে, জালানগোষ্ঠীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের খুব সম্ভব বন্ধুত্ব আছে এবং এই গ্যাস কোম্পানীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের আর্থিক সম্পর্ক আছে। আমি এখানে মেনে নিচ্ছি যে এই Oriental Gas Co. এর সংগে ডাঃ রায়ের নিজের কোন আর্থিক সম্পর্ক নাই। তারপর আমাদের বিরোধিতার এই কারণ নয় যে, এই কোম্পানীর বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী অবাঙ্গালী। যদি কোন বাঙ্গালী কোম্পানীও সরকার এভাবে গ্রহণ করতেন তাহলে আমরা সমালোচনা করতাম। যাইহোক, আমি বিশ্বাস করি যে, বন্ধুত্বের খাতিরে বা নিজের স্বার্থের খাতিরে ডাঃ রায় দেশের স্বার্থকে ছোট করে দেখবেন না। সেজন্য এই শেষবেলায়ও বলি যে, খেসারতের টাকা ন্যায়বিচারের দিক থেকে যা হয় তা দিন। আজকের দিনে এই সরকারের শাসননীতির ফলে ধনী আরো ধনবান হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হচ্ছে। আজ বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থীর সুযোগ সুবিধা ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে। সরকারের নীতির বিরুদ্ধেই আমাদের সমস্ত সমালোচনা। এর মধ্যে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর কোন প্রশ্ন নাই। সর্বশেষে, আমি একথা বলব যে, আজ যখন এই কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করা হচ্ছে তখন এটা সর্বাগ্রে দেখা কর্তব্য যাতে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের কোনরকম অসুবিধা না হয়। আমি এও আশাকরি যে, তাদের য়ুনিয়ন স্বীকার করে নিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করবেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মিঃ স্পীকার, স্যার, যেভাবে বিলটা আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আজকে পাস হতে যাচ্ছে তাতে এটা চালু করবার সময় যে অবস্থার সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে আমি এই শেষ পর্যায় আলোচনায় কিছু বলতে চাই। ডাঃ রায় এখন management নিলেন, এবং পরে এই কোম্পানীর মালিকানাসত্ব নেবার একটা ধারা রেখেছেন। এর পূর্বে যখন তিনি এই কোম্পানী acquire করবার জন্য বিল এনেছিলেন তখন তার মধ্য থেকে ধারা রেখেছিলেন এবং পরে যে কারণে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, এর মধ্যেও সেই কারণগুলি রয়েছে।

এইটু টাইমস কমপেনসেসন দেবার বন্দোবস্ত করছেন এবং সেটাকে এই ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল নেবার নাম করে বিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অথচ ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল যখন এঁরা নেবেন তখন কিন্তু এই কোম্পানীর অস্তিত্ব থাকছে এবং বোর্ড অব ডিরেকটরস্-রাও থাকছে। কাজেই টু পারসেণ্ট কম্পেনসেসন ফর টেকিং ওভার ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল এই যে প্রভিসন তাঁরা 4(8)A-তে রেখেছেন তাতে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই টু পারসেণ্ট কমপেনসেসন যা' দেওয়া হবে সেটা কাদের কাছে যাবে বা কাকে দেওয়া হবে? এটা কি বোর্ড অব ডিরেক্টরস্দের হাতে যাবে না কোম্পানীর কাছে যাবে না অন্য কারও কাছে যাবে? অবশ্য কারও কাছে যাবে? অবশ্য কোম্পানী বলতে যারা শেয়ার হোল্ডারস্ তাঁদেরই বোঝায় এবং এই টু পারসেণ্ট টাকা যদি তাঁদের দেওয়া হয় তাহলে আমার হিসেব মত সেটা ২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই টাকাটা কার কাছে যাবে? অবশ্য বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর কাছে থাকার সম্ভাবনাই বেশী কারণ ঐ বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর মধ্যে ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রয়েছেন।

Mr Speaker : You are repeating the same thing. Kindly try to bring in something new.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : স্যার, আমি জানতে চাই যে কম্পেনসেসনের টাকাটা শেয়ারহোল্ডারস্দের কাছে যাবে না ডাইরেক্ট ম্যানেজিং এজেণ্টদের কাছে যাবে না ডাইরেক্টরস এর কাছে যাবে?

Mr. Speaker : Mr. Chakravorty, you know the Board of Directors are representatives of the share-holders who elect them. Therefore, when the money goes to the share-holders it goes through the Directors.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আমার কথা হোল যে এই টাকাটা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্-এর কাছে যাবে না ম্যানেজিং এজেন্ট এর কাছে যাবে? কেননা ম্যানেজিং এজেন্ট এর কাছে যদি যায় তাহলে যেহেতু তারা এই কোম্পানী আর ম্যানেজ করবেনা তখন সেই টাকাটা আর শেয়ার হোল্ডারস্দের কাছে যাবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, এই কোম্পানীর এসেটস্-এর জন্য তাঁরা কত কমপেন্সেসন পাবে সেজন্য যে ট্রাইবুনালের কথা বলা হচ্ছে সেখানে আমরা যে প্রস্তাব রেখেছিলাম তা' উনি অগ্রাহ্য করেছেন। এবং এ ছাড়া ঐ লোয়ার লেভেল-এর জজদের অর্থাৎ অ্যাডিসনাল জজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজদের ট্রাইবুনাল জজ হিসেবে নিযুক্ত করার যে প্রভিসন রাখা হয়েছে সেখানেও আমাদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তৃতীয়ত এই কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল যখন অন্ততপক্ষে কিছুদিনের জন্য নিতে যাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই সেখানে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হিসেবে অ্যাপয়েণ্ট করতে হবে এবং সেইজন্যই যিনি এই বিল পাইলট করেছেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল নেবার পর এই কারখানার কাজকর্ম ভালভাবে চালাতে পারবেন এমন কোন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কথা তিনি ভেবেছেন কি না। অবশ্য এর জবাবে তিনি হয়ত বলবেন যে ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্টের উপর ছেড়ে দেব। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিস্ ডিপার্টমেণ্ট তো আর নিজেরা এঁর ম্যানেজমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্রোল চালাবেনা—তাঁরাও তো একজন অভিজ্ঞ লোককে অ্যাপয়েণ্ট করে তাঁর মারফতে এটা চালাবেন। কাজেই আমি জানতে চাই যে সেরকম একজন অভিজ্ঞ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কথা তিনি ভেবেছেন কিনা বা তাঁর নজরে আছে কিনা—না তাঁরই একজন অনুগৃহিত লোককে সেখানে নূতন করে বসিয়ে দেবেন। এসব কথার স্পষ্ট জবাব না পেলে আমাদের মনে এই সন্দেহ থেকে যাবে যে তাঁর কোন অনুগৃহিত ব্যক্তিকে সেখানে বসাবার জন্যই এই কারখানার ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল নেওয়া হচ্ছে। যা' হোক্, এই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের প্রশ্ন আরও একটি কারণে আসছে কেননা এতগুলো টাকা আমাদের এক্সচেকার থেকে যাচ্ছে—অবশ্য গৌরীসেনের টাকা নানাভাবেই খরচ হচ্ছে। যেমন বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে আমরা দেখেছি এবং তা' ছাড়া আমাদের কাছে যে বই ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে অর্থাৎ অডিট রিপোর্ট তাতে আমরা যা দেখেছি তাতে মনে হয় যে সরকারের যদি এতটুকু লজ্জাবোধ থাকত তাহলে এক্সচেকারের টাকা এরকমভাবে খরচ করতেননা, ১৯৫৪ সালের কল্যাণী কংগ্রেসের ১ লক্ষেরও বেশী টাকা ১৯৫৮ সালে দান খয়রাত করে দেওয়া হয়েছে এবং যে দল তাকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন সেই রাজনৈতিক দলের সম্মেলনের জন্য ১ লক্ষেরও বেশী টাকা আজকে রাইট অফ্ করতে হয়েছে, দান করতে হয়েছে অথচ এ ব্যাপারে এই বিধানসভার কোন মঞ্জুরী নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি এবং অপরপক্ষে অডিটর জেনারেলের তিরস্কারে পর্যন্ত এই মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের চৈতন্যোদয় হয়নি। কাজেই আমরা ভালভাবেই জানি যে এঁরা পাবলিক এক্সচেকারের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে এই সমস্ত বাজে কোম্পানী কিনবে। স্যার, আমার সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কোন অনুগৃহিত ব্যক্তিকে এই কোম্পানীর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হিসেবে বসাবার একটা কুৎসিত ব্যগ্রতা নিয়ে এই ম্যানেজমেণ্ট এ্যাণ্ড কণ্ট্রোল নিতে যাচ্ছেন না সেখানে একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বসিয়ে এই টাকার সংব্যয় করাবেন সেটা আমি জানতে চাই।

Shri Manoranjan Hazra : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের তৃতীয় পর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে একথা বলতে চাই যে, এই বিল আনার মধ্যে কিছুটা সততার

অভাব লক্ষ্য করছি। কারণ ওয়ারেণ্টাল গ্যাস নেবার যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে সরকারের হাতে যথেষ্ট আইন আছে এবং সেই আইন তাঁরা প্রয়োগ করতে পারতেন। এখানে যখন বিল আনা হয়েছে তখন কোম্পানীকে তার জিনিসপত্র করবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। প্রথমে যখন এস্টেট য়্যাকুইজিসান য়্যাক্ট পাস হয় তখন আমরা যা বলেছিলাম পরে যে সব ঘটেছিল। সেজন্য আগে অর্ডিন্যান্স জারী করে তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে যদি হাউসের সামনে এই বিল আনা হোত, তাহলে বুঝতাম যে সরকারের সততা আছে। ১৯৫৮ সালকে ডাঃ রায় একটা সীমারেখা করে বলেছেন যে তার মধ্যে কিছু বিক্রীপাটা হলে সেটা নাকচ হয়ে যাবে। কিন্তু ডাঃ রায় স্ট্যাম্প ডিপার্টমেণ্টে খোঁজ করলে জানতে পারবেন যে বাজারে পুরাণো স্ট্যাম্পের অভাব হয় না এবং তার দ্বারা ব্যাক ডেট দিয়ে বিক্রীপাটা করারও অসুবিধা নেই। যেগুলির মধ্যে কিছুটা গ্যারাণ্টি আছে সেগুলি বিক্রী করার জন্য রেজিষ্ট্রি আফিসে যেতে হয়, কিন্তু এমন কতকগুলি সম্পত্তি আছে যা বিক্রী করলে আদালতে যেতে হয় না। অতএব এখানেও যে সেইরকম ভাবে ব্যাক ডেট দিয়ে করান যাবে না তার গ্যারাণ্টি কি? কাজে এই সকার এই কোম্পানীর মালিকদের সম্পত্তি সরিয়ে রাখবার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন। এ ছাড়া রাজ্যসরকারের কাছ থেকে প্রকৃত অর্থ নেবার তাঁরা সুযোগ পাচ্ছেন। ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযোগ হল যে, জেনেশুনে তিনি কেন এইসব করলেন? আমি যদি কোন কথা বলি তাহলে ডাঃ রায় বলবেন পারডেয়ার অফ ট্রুথ এবং হাউসের বাহিরে হলে তিনি না কি করতেন। পারডেয়ার অফ ট্রুথ আমরা না হয় হলাম কিন্তু অডিট রিপোর্ট যা বলেছে সেটা তিনি কি এই বলবেন। আমাদের যা ফোর্স তা আমরা বলি—আপনার উচিত হচ্ছে, আপনার ডিপার্টমেণ্টে সে সব খোঁজ করা। আপনার যাঁরা সৎ অফিসার তাঁরা এগুলি গভর্ণমেণ্টের নজরে আনবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপনারা সেদিকে লক্ষ্যও করেন না। এবং সেদিন ডাঃ রায় বলেছিলেন যে বাইরে চল তাহলে দেখে নেব—আমি অবশ্য বাইরে গিয়েছি। আমার সেদিনকার oeneral adminiistration এর বক্তৃতা এবং ডাঃ রায়ের বক্তৃতা পণ্ডিত নেহেরুর কাছে পাঠানো হচ্ছে। সেই দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি তাঁকে এখানে বলতে পারি যে এইসব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে এবং এই বিল এনে এই কোম্পানীকে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, অডিট রিপোর্টের বেশী ভিতরে না যেয়ে আমি কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব। একটা কোম্পানীকে ১৷৷০ লক্ষ টাকা দেওয়া হল.....

[4-30—4-40 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, may I state here that the audit report is only for the purpose of its being placed before the Public Accounts Committe. It is not to be discussed and cannot be discussed at this stage.

Mr. Speaker: I rule that you should not refer to that .....

Shri Manoranjan Hazra: আমি অডিট রিপোর্টের কোন কথা point out করছি না, আমি বলছি এই রকম বহু কোম্পানী আছে যে কোম্পানীর কোন অস্তিত্ব নেই, বেটা বোগাস কোম্পানী, সেই কোম্পানীকে ডাঃ রায় টাকা দিয়েছেন। এমন অনেক কোম্পানী আছে যে কোম্পানীর টাকা শোধ করবার ক্ষমতা নেই, ডাঃ রায় সেই কোম্পানীকে টাকা দিয়েছেন। এই রকম ঘটনা আমরা গত ১০।১২ বছর যাবৎ দেখে আসছি। আজকে Oriental Gas Co.কে যখন দেওয়া হচ্ছে তখন কি নেওয়া হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তার ভেতরে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে

তার সম্পত্তি বেহাত করার, বিক্রি করার এবং back date দিয়ে ঘটনা চলবে। দুর্গাপুরে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাসের একটা প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে দৈনিক ১০ হাজার মাসে ৩ লক্ষ টাকার গ্যাস নষ্ট হচ্ছে। এই রকম যদি ঘটনা ঘটে তাহলে কি করে লক্ষ্যে পৌছান যাবে? কলকাতার জনসাধারণকে কি করে সস্তা দরে গ্যাস দেওয়া যায় এদিকে যদি তাঁর চিন্তাধারাকে নিবিষ্ট করতে পারতেন তাহলে বুঝতাম উদ্দেশ্য সৎ। সব থেকে মারাত্মক কথা হচ্ছে যেখানে আজকে দেশে একটা পুনর্গঠন চলেছে, বিরাট্ একটা কর্মকাণ্ড চলেছে; সেখানে public sectorকে চাপা দিয়ে private sectorকে বড় করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এইটাই হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। আজকে যখন ভারতবর্ষকে সহায় সম্পদে উন্নীত হতে হবে তখন বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী সীমাবদ্ধ ধনীকের দালালী করে private sectorকে বড় করে তুলছেন। কালকে মাননীয় সদস্য পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী মহাশয় বললেন যে, হাসপাতালে operation table-এ রোগী গ্যাসের অভাবে মারা গেছে এবং সেইরকম অবস্থায় Oriental Gas Company তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। Criminal Act-এ তাদের যেখানে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, সেখানে তা না করে ডাঃ রায় তাদের আলিঙ্গন করেছেন এটা আশ্চর্যের কথা। দুর্গাপুর থেকে গ্যাস আনার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য তাঁর চিন্তাকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হতে দেখলাম না, দেখলাম যে কোম্পানী এইরকমভাবে একটা ফৌজদারী আসামীর মত কাজ করেছে; হাসপাতালে নরহত্যা করেছে সেই কোম্পানীকে তিনি টাকা দিচ্ছেন, আলিঙ্গন করছেন। সেদিক থেকে আমরা আশা করি ডাঃ রায় এই বিলের তৃতীয় পর্যায়ে অন্ততঃ একটু ভাববার চেষ্টা করবেন যে আজ দেশের যা অবস্থা, যেখানে public sectorকে develop করা দরকার সেখানে private sector এর প্রতি তাঁর এত মোহ যেন না থাকে। শেষে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই Oriental Gas Companyকে একটা নামে অভিহীত করছি যে এটা একটা Oriental প্যাঁচ হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ৮ বছর আগে একটা কবিতা উপহার দিয়েছিলাম, আজকে আর একটা কবিতা উপহার দিলাম :—

ওরিয়েণ্টাল প্যাঁচ মেরেছি
তারিফ করো সর্দারী
সমাজতন্ত্র বাদ করেছি
বলবে তবু গদ্দারী।
পরের জিনিষ দখল নেব
দেবনা দাম আট গুণ
কাজের কথাই বাদ পড়বে
কেবল শুধু রামধুন।
আসল ব্যাপার উহ্য আছে
স্বজন জনে জোর দাবী
শিক্ষা আমার জীবন ভরে
পরের ধনে পোদ্দারী।
ওরিয়েণ্টাল প্যাঁচ মেরেছি
তারিফ করো সর্দারী
নাহার তোমার হার হয়েছে
করলে শুধু দিকদারী।

Shri Dhirendra Nath Dhar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল আলোচনার সময় কতকগুলি জিনিষ আমাদের এখানে স্পষ্ট হয়নি। সেজন্য তৃতীয় দফার আলোচনায় আমি ২।১টা প্রশ্ন এখানে রাখতে চাই—সেটা হচ্ছে, আমরা দেখি যে আইনে কতকগুলি ডেফিনিসন দেয়া থাকে সে ডেফিনিসনগুলি পরিষ্কার করে বলা থাকে যাতে পরে কোন সন্দেহ না হয়। আমরা বাঙ্গালী, কজেই সব সময় ইংরাজী অর্থগুলি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। যেমন এখানে কয়েকটা কথা ব্যবহার করা হয়েছে, আণ্ডার টেকিং, ম্যানেজমেণ্ট, কণ্ট্রোল এর প্রত্যেকটার অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমাদের একটা সন্দেহ হচ্ছে এই কারণে যে, এই কোম্পানী যখন সুরজমল নাগরমলের হাত থেকে জালান কোম্পানীর হাতে আসে তখন তারা তার একটা ইতিহাস নিয়ে আসে। এখন মালিককে তার কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইতিহাস আমাদের সামনে নেই। এই গ্যাস কোম্পানী কিনে নেওয়া হয় এবং তার সংগে বোম্বের গ্যাস কোম্পানী কেনা হয়েছিল—কত টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল, কি ডিড্ হয়েছিল তা আমরা কিছুই জানি না। এখানে আণ্ডার টেকিং, না কণ্ট্রোল, না ম্যানেজমেণ্ট নিচ্ছি তাই আমরা বুঝতে পারছি না। তারপর তার, এরপর ক্যালকাটা গ্যাস কোম্পানী বলে একটা কোম্পানী এসেছিল, তার সংগে এর কি সম্পর্ক—এখানে আমরা গ্যাস কোম্পানীর ম্যানেজমেণ্ট নিচ্ছি, না কণ্ট্রোল নিচ্ছি অথবা আণ্ডার টেকিং এর ভার নিচ্ছি তা ঠিক বুঝতে পারছি না। কাজেই এগুলি খুব পরিষ্কার করে বলা দরকার। তা নাহলে এই যে ২ পার্সেণ্ট দেবো, এটা কাকে দেবো সেই প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে। এর সংগে সংগে আর একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বাটা হচ্ছে যখন আমরা ম্যানেজমেণ্ট নেবো তখন ২ পার্সেণ্ট অব দি টোটাল ক্যাপিটাল আউট লে দেবো—এখন এটা কে ঠিক করবে? যখন পুরোপুরিভাবে এটাকে য়্যাকোয়ার করবেন তখন ট্রাইবুনাল ঠিক করবেন—হয়ত ট্রাইবুনালের জন্য একজন ভদ্রলোককে সংগ্রহ করলেন যিনি হয়ত উপস্থিত জাজ আছেন, তাঁকে নিয়ে না হয় ট্রাইবুনাল করলেন কিন্তু যখন ক্যাপিটাল আউটলের ২ পার্সেণ্ট দেবেন তখন কি হবে? কোনটা ক্যাপিটাল আউটলে হবে—১৯৪৭ সালের পর যে ক্যাপিটাল ইনভেষ্ট ক.রছেন সেই টাকাটা, না কোন্ টাকাটা হবে? তারপর যে বিভিন্ন প্রপার্টীজ বিক্রি করা হয়েছে অথবা হচ্ছে অর্থাৎ একবার কেনা হচ্ছে, একবার বিক্রী করা হচ্ছে আবার কেনা হচ্ছে এইভাবে যে জিনিষগুলি ঘটেছে যার তালিকা আমি আগেরবার দিয়েছিলাম তার কোন জবাব পাইনি।

[4-40—4-50 p. m.]

আমি আর একবার সেই লিষ্টগুলি দিয়ে দিচ্ছি, যখন এর Capital outlay বিচার করবেন—যেই বিচার করুন না কেন সেটা বিচার করার সময় এগুলি থাকবে কিনা! এই যে একটা Property, Rest House, ১৮ নং বালীগঞ্জ, এটা বিক্রী করা হয়েছে, অথচ কোম্পানী কিনে নেওয়া হচ্ছে। তেমনি কথা উঠেছে ৩৬ নং ডায়মণ্ড হারবার রোড-এ একটা Property আছে—সেটি quarter হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, হাওড়া Propertyও বিক্রী করা হচ্ছে। এখন এই যে বিক্রী হল এটা কি খরচের খাতায় দেখা যাবে না জমার খাতায় দেখা যাবে! তেমনি Staff quarter অনেকগুলি নারকেলডাঙ্গায় আছে সেই Property শ্রীমতী উমা দেবী জালানের নামে কিনে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই এ সমস্ত বিষয়গুলি পরিষ্কার নাই। ডাঃ রায়ের সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা আছে কিন্তু অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এটা ভাবলে হয়ত অনেকে ভুল করবে না। হাউসের সামনে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই এ বিলটাতে আমরা কতগুলি টাকার ফ্যাসাদে পড়লাম—এর কোন হদিস পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, profit সম্বন্ধে একটু বিচার করবার আছে।

Acquire করতে যখন যাবে তখন profitই বড় কথা। সেই profit এর মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ দেখছি। অনেক রকম profit করছে। কোম্পানী যখন কয়লা কিনে, তা কেনে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে তার নাম করমচাঁদ থাপ্পর অথচ আর একজন middleman আছে শুনেছি তার মাধ্যমে কিনা হয় এবং সে কমিশন পায়। তাছাড়া কোম্পানী এমন কয়লা কিনলেন যার quality খারাপ। আমি খুব পরিষ্কারভাবে Engeneer এর মত বলতে পারি না তবে একথা সত্য যে বেশীর ভাগ যে coal, gas-এ ব্যবহার করছে তা খারাপ, এতে gas এর proportion খুব কম। Scotland-এর কয়লাতে ৪০ পার্সেণ্ট gas value আর এই কোম্পানী যখন কিনে ২৭ টাকা করে gas valu হচ্ছে ৭২ পার্সেণ্ট, এই gas তৈরী করে কি করবে এই gas এর কোন মূল্যই নেই। (আমাকে আর একটু বলতে দিন!) এখানে যে একটা মাপের যন্ত্র আছে মজা হচ্ছে, যদি যান তো দেখবেন pressure এর যন্ত্র তুলে required pressure সেখানে রয়েছে কিন্তু pipe খুলে দেখা যাবে যে, সেখানে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে pressure আসছে কিন্তু pressure কোন বাড়ীতে যাচ্ছে না। আর একটা profit হচ্ছে দেখা যায় এর উদ্দেশ্য কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে gas তৈরী করছে, partyর বিল আদায় করছে এখন সেই হিসাব যদি দেখেন তাহলে দেখবেন কয়েক বছরে হিসাব বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ৩।০ আনা ছিল কয়েক বছর, ইতিমধ্যে বাড়িয়ে ফেলেছেন ক্রমে ক্রমে ৪।-৪৷৷০ টাকা হয়ে গেছে, Coal Billও বাড়ছে। এই যে যন্ত্র তা এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে যন্ত্রের জীবন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

এই যে profit নিয়ে গেল সেটা কি করে ঠিক করব সেটা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল।

Mr. Speaker : Please do not take up the time of the House by dealing with the points not necessary in the third reading of the Bill.

Shri Subodh Banerjee : Sir, third reading of the bill মানে applicability of the bill—আমি doubt করি third reading আমাদের এই House-এ হয় কিনা।

Shri Dhirendra Nath Dhar : যাই হোক যে আশঙ্কা আমরা করেছি যে কিছু অতিরিক্ত টাকা বেরিয়ে যাবে তাই এখানে হবে। Dr. Roy বলেছেন কোন প্রতিষ্ঠান যে টাকা profit করে তার 20 times value asses করা হোক। আমরা বলি 20 times না, eight times দেওয়া হোক। এরা যেটা invest করেছিলেন তার বেশী শোষণ করে নিয়েছেন। তাই বলছি, এত টাকা দেওয়া উচিত হবে না। Punishment এর কথা আগে বলতাম, এখন আর বলছি না।

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy : Sir, before I proceed to say a few words I do want to say something to protect the officers against whom a charge has been made by my friend of the P.S.P. group. I was told that certain Mr. Banerjee—I take it he said Mr. M. Banerjee is a non-entity. I have found out the exact position. He stood first in the Intermediate Examination in the Calcutta University from the Presidency College. He stood first in the B. A. Examination of the Calcutta University. He stood First in First Class Honours in Economics securing record marks when he was taken over in 1946 in the National Savings Organization under the old Finance Department of the Government of

India on a salary of Rs. 1450. He was confirmed by the Union Public Service Commission in the post after an open competition. In 1956 he was transferred from the Government of India to our Directorate of Industries. He was here for some time as Deputy National Savings Commissioner on a salary of Rs. 1300 to Rs. 1600. It is absolutely a myth to say that he is getting one rupee more for working here. All I did was—I asked the Director of Industries to help me in getting some figures with regard to the Gas Company and he employed Mr. Banerjee for this particular purpose. what he does in his spare time—whether he sings songs—I am not aware of it. A man who is interested in journalism probably knows more about a private work of any individual. Sir, I am sorry that these things should be mentioned particularly of individuals like these.

[4-50—5 p.m.]

As regards the charges that are made against me personally, I always say—a man in politics has got to say that hard words do not break any bones. I do not bother about what people say and however much they say. Sometimes it is said that the higher you spit up the greater is the chance of the sputum falling on your own face. Sir, with regard to this particular proposal that is before us, I think I better say one or two words about it. First of all, there are two propositions in it. First of all, there are two propositions in it. One is that of taking over management and control for a short period—I don't think that the period would be more than a year and a half or so. During this period it is proposed to give the company—the company as originally established—two per cent not on the capital but, as will be evident from the amendment of Shri Jagannath Kolay, on the sum representing the purchase price of the undertaking of the company reduced by such depreciation as may be allowed by the Tribunal referred to in sub-section (2) of section of 8 after considering the period and the nature of the use. It was represented by some friends that if you say simply capital of the company, it may mean the capital as it was originally. But the capital that was intended was the capital as invested minus the depreciation What is the net result ? The net result would be that in the first year or in the second, we may have to spend about 25 lakhs probably and not one crore as Shri Siddhartha Shankar Ray seemed to think, in order to carry on the work of the company in a better way and I don't say that it cannot be argued in this way that this amount can be recovered out of the net profits which the company has been making which my friends opposite have calculated as 10 lakhs or 12 lakhs a year. That means that this 10 lakhs or 12 lakhs can be set off against the investment the Government will have to make from the consolidated fund towards the purchase of new machineries etc., for the purpose of carrying on the work for two years. But the most important point is—I wonder whether it has struck people—that we have said eight times the net profits of the company. Now, taking a very general view of the thing, if you assume that the net profits is 10 lakhs a year and eight times of that is 80 lakhs and we are to give them in twenty equal annual instalments, it comes to 4 lakhs a year and that also is in bonds. So it comes to this that the Government will not have to pay one single pice from its own coffers, it can be paid out of its own realisation from year to year. If all goes on well, we should be able to

make the same profit as the company is making today and ou of that we would pay 4 lakhs of rupees for the purpose of redeeming the bond. If you are lucky enough and get a larger margin, it is possible that we may be able to pay the bonds earlier and that is why we have made the provision of paying back the bonds earlier. But according to the ordinary scheme, we are to pay the bonds back in twenty years in equal instalments. I do not think that the bargain is very bad. Any ordinary person would consider this to be a very good financial arrangement.

Sir, with regard to the two amendments that Mr. Ganesh Ghosh had proposed yesterday, I explained to him that those two amendments were not really admissible because, in the first place, he had not realised that those amendments referred to the question of a budget being placed before the House. Sir, the whole budget will be placed before the House because the money will be spent out of the Consolidated Fund of the Goverument. In the same way as the Transport budget is placed before the House this budget also will be placed before the House under a separate head. Therefore, there is no question of making provision in the Bill itself of the budget being placed before the House.

As regards the rules, I do not think there is any necessity for putting them before the House for the purpose of admission of the House. (Shri Bankim Mukherjee : In the general budget we get only an outline of the expenditure the various concerns, but we never get the balance-sheets). As in the case of Transport Department, the whole of the income and the whole of the expenditure, all the details, will be given there.

There is another thing that I wanted to mention. Shri Bankim Mukherjee is very anxious about the labour. I have told him, and I say that here, because I believe in that approach, and that is, if there is any balance left after meeting the ordinary expenditure which the Government will incur on this undertaking, the two beneficiaries of the increased receipts would be (1) the consumers, and (2) the workers. I say this because I do not think that the Government is out to make any profit as a commercial organisasion. Of course in this case we are not sure whether the Government will have to pay income-tax. Ordinarily Government organisations are not called upon to pay income-tav, but in that case we may have a certain amount left over and the first duty of the Government would be to see that the position of the consumers and the postion of the workers are better after it is taken over by the Government.

I am sorry Dr. Ranen Sen is not here. He always thinks that I am a man who makes promises in order to break them. But I do not think I am so bad as that. I feel that that the purpose for which the nationalisation can be done with regard to industry should have the objective, viz. we must not forget the consumer on the one hand and the workers on the other, if we want to take up any industry for the purpose of nationalisation.

With these words, Sir, I move that the Bill be accepted.

Shri Bankim Mukherjee : After payment to the owners nothing much would be left over for the consumers or the workers. That was our contention all through.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Oriental Gas Company Bill, 1960, as settled in the Assembly be passed was then put and a division taken with the following result :—

AYES—114

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat Shri Budhu
Bhattacharjee Shri Shyamapada
Bhattacharjee, Shri Shyamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Key, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mondal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukherji, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Srimati Olive
Pramanik Shri Rajani Kanta

Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Ta'ukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

NOES—49

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Snri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Dr Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy Choudhury Shri Sudhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri, Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Taher Hossain, Shri

Shri Sisir Kumar Das : My vote has not been recorded.

Mr. Speaker : This will be noted.

The Ayes being 114 and the Noes 49, the motion was carried.

The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960.

[5—5-25 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to introduce the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to move that the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960, be taken into consideration.

Sir, the State Government sometimes have to take over management of some public property for an indefinite period and the officers connected with the management of such property before their being taken over by Government become thereby disqualified for being elected as members of the State Legislature and also for continuing as such members if they were already so elected. It is therefore necessary to amend the existing West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1952, in order to remove such disqualification.

It is with that object in view that the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960 has been brought forward.

Sir, you remember when I brought in R. G. Kar Bill and later on also on two occasions this matter came before me, I was advised that this matter could be brought in a way that there would be no discrimination with regard to this particular type of cases.

With these words I move that the matter be taken into consideration.

Disqualification of the Laboratory Assistant in R. G. Kar Medical College

Shri Bankim Mukherjee : স্যার, কালকে একজন ল্যাবরাটরী য়্যাসিস্টেন্ট সম্বন্ধে.....

Mr. Speaker : You kindly refer to it after recess.

Shri Bankim Mukherjee : না, না—বিষয়টা জরুরী বলে বলেছিলাম। আর, ভি, কর মেডিকেল কলেজের ল্যাবরাটরী য়্যাসিস্টেন্টকে ডিসকোয়ালীফাই করার জন্য গভর্ণমেণ্ট অফিসার হিসাবে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে। এখন আমি বলতে চাচ্ছিলাম এটা কিসের জন্য ডিসকোয়ালিফিকেসন এবং.....

Mr. Speaker : You mention it after recess.

West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamle

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to move that the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Bill, 1960, as settled in the Assembly be passed.

The motion was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[**After adjournment**]

5 25—5-35 p. m.]

Enquiry about the Laboratory Assistant of R. G. Kar Medical College

Shri Pankim Mukherjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি গতকাল আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের একজন ল্যাবোরেটরী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে যা বলেছিলাম সে সম্বন্ধে তিনি কোন এনকোয়ারী করেছেন কিনা সেটা জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : হ্যাঁ, খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলো complaint এসেছিল এবং সেই complaintগুলো এনকোয়ারী করবার জন্য দেওয়া হয়েছে। তবে no report has been submitted.

Shri Bankim Mukherjee : আমি জানি যে তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলো complaint এসেছে। কিন্তু আমার ডাইরেক্ট প্রশ্ন ছিল যে, ঐ ভদ্রলোক ইলেকসনে দাঁড়িয়ে জিতেছিল এবং যিনি ডিফিটেড ক্যাণ্ডিডেট তিনি এক চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে এই ভদ্রলোক কি করে ইলেকসনে দাঁড়ায় এবং সেই complaint প্রিন্সিপালের কাছে যাওয়ায় প্রিন্সিপাল তাঁর কাছ থেকে জবাবদিহি চেয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হোল যে রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে এ ধরণের এক্সপ্লানেসন চাওয়া হয় কেন ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: তাঁর বিরুদ্ধে এ complaint নয়—অন্য ধরণের ছিল এবং তার এনকোয়ারী করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন রিপোর্ট পাইনি।

The Kalyani University Bill, 1960

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to introduce the Kalyani University Bill, 1960.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that the Kalyani University Bill, 1960, be taken into consideration.

Sir, in inviting the House to take the Bill into consideration I would request the honourable members to go carefully through the statement of Objects and Reasons and I will request you, Sir, to permit me to read the Statement which runs thus :—

"The need for establishing new Universities in West Bengal has been acknowledged on all hands and the Burdwan University Bill has recently been passed by the State Legislature. But apart from the humanities and basic sciences, facilities for the study of the agricultural, veterinary and allied sciences which are at present available in the State are extremely inadeouate and not of a very high standard judged according to the standards of the other advanced countries. There is urgent need, therefore, for a first class unitary teaching and residential University in the State which would be located in and near rural areas where teachers and students would reside in close proximity in a common campus of the University so that a truly academic atmosphere may be created in which students and teachers alike may pursue their studies, teaching and research work in agriculture and allied sciences and also in basic sciences and humanities." I would lay stress on this part and hope that the honourable members would not forget it.

Legislation is accordingly being undertaken to establish a new residental University at Kalyani, whose jurisdiction will be restricted to a small but developed rural areas, namely, the area of the following thana in the districts of Nadia and 24-Parganas—Chakdah P. S. and Haringhata P. S. in Nadia and Bijpur P. S. in 24-Parganas.

The proposed Uuiversity will work through constituent colleges only and there will be no affiliated colleges. Each constituent college will provide for Honours and Post-graduate courses as also for research work in the particular subjects with which it is concerned. At present two such colleges are already in existence and fuctioning, namely, the College of Education at Kalyani and the College of Agriculture at Haringhata. These will be taken over by the University of Kalyani from the Government as soon as it has been established. It is proposed to add in the near future a College of Veterinary Sciences, a College of Arts and a College of Science which will also become constituent colleges of the proposed University.

Provision has also been made to enable the proposed University to undertake extension work in agriculture, veterinary and allied sciences,

to take over experimental stations now managed by Government within the territorial jurisdiction of the proposed University—i. e, lying within those three thanas—and to establish experimental stations of its own—i. e. of the University—even outside such limits, so that the knowledge gained by experiments and research conducted in the University or by other bodies and authorities including the Governmental agencies may be made available to the rural population in the State" The University will thus go out to serve the rural people.

There are some agricultural schools in West Bengal. It is considered desirable that there should be uniformity in the standard and courses of study pursued in these schools. Provision has therefore been made in the Bill to enable the proposed University to recognize such schools, to prescribe the courses of study thereiu and to hold examinations for and award diplomas to the students of such recognized schools after they have completed their courses of study" in those schools.

Sir, this is the Statement of Objects and Reasons and. I believe, it gives a clear idea as to what sort of University is going to be set up at Kalyani, what objects it is designed to secure and what benefits it is likely to confer on the people of the State.

Sir, I need not say anything more at this stage The honourable members may speak on their amendments and then I shall reply to them.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st May, 1960.

Shri Sasabindu Bera : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটা বিল আনা হয়। একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে একথা শুনে স্বভাবতঃই আমাদের আনন্দ হবে। কারণ যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যখন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তখন তার দ্বারা কিছু মঙ্গল আমাদের দেশে হবে এ আশা আমরা সবসময় করি। কিন্তু এই বিলের মধ্যে যে বিধিব্যবস্থা রয়েছে তা দেখে এই বিল সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য আমাদের নিশ্চয় রাখতে হবে।

এই বিলের objects and reasons এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে পড়ে শুনিয়েছেন। সেই statement of objects and reasons এর প্রথমেই আছে The need for establishing new Universities in West Bengal has been acknowledged on all hands and the Burdwan University Bill has recently been passed by the State Legislature.

[5-35—5-45 p.m.]

স্যার, এখানে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এটাকে যদি আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করি তাহলে দেখব যে আমরা on all hands বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা চাই। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বেশী করে গড়ে উঠুক, যাতে করে পশ্চিমবাংলার সমস্ত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সকল মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সকল মানুষ তার কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে পাক এই উদ্দেশ্যে আমরা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। সারা পশ্চিমবাংলার উত্তর সীমান্ত

থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠুক এটা আমরা চাই। আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমরা আরও বিশ্ববিদ্যালয় চাই। আমরা জানি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৯০ হাজারের বেশী হয়ে গেছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে congestion সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে তাকে মুক্ত করবার জন্য আমরা চাই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু আজকে যে বিল এসেছে সে বিল সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল করতে পারবে সেকথা বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা এই বিলের preamble এর মধ্যে দেখছি যে এই বিলটা তিনটা থানা—নদীয়া জেলার ২টা থানা এবং ২৪ পরগণা জেলার ১টা থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে উদ্দেশ্যে বেশীসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আমরা চাই সেই উদ্দেশ্য এই বিল আনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেনি। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য আমরা মনে করি কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে পশ্চিমবাংলার দক্ষিণাংশে বহরমপুর বা আশেপাশে এলাকায়, খড়্গপুর বা এর কাছাকাছি এলাকায় উত্তর বাংলার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এই তিনটি জেলার মাঝামাঝি কোন একটা এলাকায় এবং মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরের সুবিধাজনক কোন একটা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় আগে তৈরী করে দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঐ সমস্ত এলাকার ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে আসে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বলে দেওয়া হয়েছে নদীয়া জেলার চাকদহ এবং হরিণঘাটা থানা, ২৪-পরগণা জেলার বীজপুর থানা। এই এলাকার মোট ক্ষেত্রফল দুশো বর্গমাইলের কিছুমাত্র বেশী এবং এই এলাকার লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজারের অল্প কিছু বেশী এটা ১৯৫১ সালের সেনসাস থেকে বলছি। কাজেই এই এলাকার মধ্যে এইরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গিয়ে তার পিছনে বিরাট অর্থ ব্যয় করে আমরা যে ব্যাপকতর শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হবে সেকথা বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাজেই এই স্থান নির্বাচন এবং এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা চেষ্টা দেখে আমার মনে হয় আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে কল্যাণী নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়নি, কল্যাণীর উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কল্যাণীতে একটা township গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেনি, তাঁর সেই township scheme প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সেইজন্য আজকে কল্যাণীকে কেন্দ্র করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সীমাবদ্ধ রেখে সেখানে জনসমাগমের ব্যবস্থা দ্বারা কল্যাণী টাউনসিপকে সার্থক করার চেষ্টায় সেই স্থানটিকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এবং ছাত্রদের প্রয়োজনে যদি বিশ্ববিদ্যালয় না হয় কেবলমাত্র একটা স্থানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য একটা ব্যর্থ টাউনসিপ সফল করবার জন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে তাহলে আমায় সেই উদ্দেশ্যকে নিন্দা করতে বাধ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বলা হয়েছে যে এগ্রিকালচার, ভেটারিনারী এবং য়্যালাইড সায়েন্সে শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে এবং সেখানে কেবল কনষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজেস থাকবে, য়্যাফিলিয়েটেড্ কলেজেস থাকবেনা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক্সটেনসন ওয়ার্কের এগ্রিকালচার ভেটারিনারী এবং য়্যালাইড সায়েনসসের ব্যাপারে ব্যবস্থা থাকবে। এই বিলের ৪(১) ধারায় কি কি শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে সেকথা বলা হচ্ছে—সেখানে বলা হচ্ছে এই বিশ্বিদ্যালয় will provicle for instruction and training in Humanities and Sciences generally and the agricultural, veterinary, and allied sciences in particular and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge. কাজেই দেখা যাচ্ছে

এই এলাকার মধ্যে হিউম্যানিটিজ্, সায়েন্স জেনারেলী এবং পার্টিকুলারলি এগ্রিকালচার এবং ম্যালারেড্ সায়েন্সে এই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা করা হবে। এই সঙ্কীর্ণ এলাকার মধ্যে এই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা যদি একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় এদিক থেকে সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হবেনা এবং সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিল্পবিভাগে যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেই অর্থ এখনি বিনিয়োগ করা যথেষ্ট সুবিধাজনক হবেনা এবং তা থেকে উপযুক্ত ফলও আমরা পাবো না। এর দ্বারা যে পরিমাণ কাজ আমরা পাবো তার তুলনায় অনেক বেশী অর্থ আমাদের ব্যয় করতে হবে। কাজেই এদিক থেকে বিবেচনা করে দেখা দরকার ছিল যে এই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকল্পে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় এখানে করা হবে কিনা? এখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছেনা যে কি কি বিষয়ে সেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে যদিও মন্ত্রীমহাশয় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বল্লেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু কি কি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়া হবে সেগুলি যদি এই বিলের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকতো তাহলে ভাল হোত। কারণ আমরা দেখছি বিশেষভাবে উচ্চতর পর্যায়ে যে বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকতে—যেটা এই বিলের উদ্দেশ্য বলে বলা হ'য়েছে—সেই সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আমাদের এই পশ্চিম-বাংলায় যথেষ্ট নেই। তারজন্য পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন এলাকায় ঐ সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হবে একথা বলা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে এই এলাকায় মধ্যবর্তী কোন বিদ্যালয়কে বা কোন প্রতিষ্ঠানকে এই এলাকার বাইরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনক্রমে সংযুক্ত রাখবার ব্যবস্থা থাকবে না। যেমন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি এই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে উচ্চতর মানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে সেই শিক্ষার সুযোগ থেকে এই এলাকার মানুষদের বঞ্চিত রাখা হবে এবং এদিক দিয়ে তারা একটা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়বে। সুতরাং একদিকে এটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে এবং অন্যদিকে বাইরের কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে এর দ্বারা যে কনট্রাডিকসন আমরা লক্ষ্য করছি সেগুলি পশ্চিমবাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

[5-45—5-55 p. m.]

তারপর বিলের মধ্যে সবচেয়ে যেটা আপত্তিকর বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে Administration, পরিচালন ব্যবস্থা সেটা কিভাবে হবে। সেটা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি আমি রাখি। আমি দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল এনেছেন এবং সেগুলি তাদের সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ করে নিয়েছেন। কিন্তু এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই, যে বিষয় লক্ষ্য করে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যার কথা ভাবছি, সেকথা আমি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। আমরা দেখছি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সংস্থা গঠিত হবে, যে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে সরকারের কুক্ষিগত প্রতিষ্ঠান হবে। আপনি যদি লক্ষ্য করেন এই বিলের ৮(১) ধারায় উল্লেখ করা আছে— The following persons shall be the members of the University the Chancellor, ex-officio.

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণরই Vice Chancellor মনোনীত করবেন এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে সরকারী যে নীতি তদনুযায়ী তাকে চলতে হবে, সরকার যে নির্দেশ দেবে যে পথে চালানোর চেষ্টা করবে সে পথে চলবেন। সেই মতের সঙ্গে একমত যদি হতে না পারেন কিংবা কোন ব্যক্তির স্বাধীন মত

যদি থাকে তিনি Vice Chancellor এর পদে বসবেন না, বসতে পারবেন না। তারপর দেখছি—

The Secretary, Department of Education, Government of West Bengal, ex-officio, the Secretary, Department of Finance, Government of West Bengal, ex-officio, the Secretary, Department of Agriculture and Food Production, Government of West Bengal, ex-officio, the Secretary, Department of Animal Husbandry and Veterinary Services, Government of West Bengal, ex-officio.

এর সমস্তই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী। তারপরে আছে—a representative of the Indian Council of Agricultural Research to be nominated by that Council.

এখানেও একটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান তার মনোনীত প্রতিনিধি এখানে থাকবেন। The Princepals of the Colleges, ex-officio the President, Board of Secondary Education, West Bengal.

এরা থাকছেন, অবশ্য সরাসরি সরকারের অধীনস্থ নয়—The Princepale of the colleges ex-officio and the President, Board of Secondary Education, West Bengal ex-officio—থাকছেন কিন্তু আজকে যে অবস্থা Board of Secondary Education এর সেখানে সরকারের নিজের অধীনস্থ তাঁবেদার বিশিষ্ট ব্যক্তি শাসন অলংকৃত করবেন, যে লোক সরকারের কথামত চলবেন এমন লোকই রাখবেন আর—Two members to be elected by the teachers of colleges from amongst themselves in accordance with the provisions made by statues in this behalf.

অবশ্য দু'জন শিক্ষকদের প্রতিনিধি রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারপরে দেখছি ১১ এতে—Five persons to be nominated by the chancellor at least two of whom shall have special knowledge in the field of agricultaral, veterinary or allied sciences.

দু'জন যদিও Elected member থাকছেন, তারপরে তাদেরকে Counterprise করার জন্য ৫ জন Nominated Member দেওয়া হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সরকারের কুক্ষিগত প্রতিষ্ঠান। সরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে চালনা করবার চেষ্টা করছেন। আমি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনি জানেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আওতা থেকে বাইরে রাখবার জন্য, স্বাধীন রাখবার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কি চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। তিনি তো আমাদের দেশেরই সর্ববরেণ্য শিক্ষাবিদ্। তাঁদের মত শিক্ষাবিদের মত ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আওতা থেকে বাইরে রাখা, স্বাধীন রাখা তা নাহলে দেশের শিক্ষা যথোপযুক্ত হতে পারে না। সেজন্য তিনি ২৪শে মার্চ ১১২৩ সালে শেষ convocation adress একথা বলেছিলেন—

The University must be free from external control over the range of subjects of study and methods of teaching and research. We have to keep it equally free from trammels in other directions—political fetters from the State, ecclesiastical fetters from religious corporations, civic fetters from the community and pedantic fetters from what may be called the corporate repressive action of the University itself.

স্যার, আপনি হয়ত বলবেন, ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা বিদেশী শাসনের আয়ত্বের বাইরে রাখার প্রয়োজন ছিল, আজকে দেশ স্বাধীন হলেও আমি একথা বলি যে স্বাধীন সরকারের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাবিদ্ জনপ্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয় এবং একথা বলবো যে কোন দলীয় সরকার যখন শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের শাসনে বিশেষ দলীয় নীতি গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতির আওতা থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত যদি না রাখা যায়, যে স্বাধীন মনোভাব জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ যদি দেওয়া না হয় তাহলে শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে এবং দেশের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। Rosebery এক সময় Prime Minister of England ছিলেন, তিনি Chancelor of the University of Glasgow থাকাকালীন এক সময় তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

The State invites us everyday to lean upon it. I seem to hear the wheedling and alluring whisper—sound you may be, we bid you be a cripple. Do you see? Be blind. Do you hear? Be deaf, Do you walk? Be not so venture some. Here is a crutch for one arm, when you get accustomed to it, you will soon get another—the sooner the better. The strongest man if encouraged may soon accustom himself to the methods of an invalid; he may train himself to totter or to be fed with a spoon.

স্যার, একটা স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তারা দেখছি সরকারকে আসতে দিতে চান না। সরকারী সাহায্য নিয়ে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হবে, সরকারের এখানে আর্থিক দায়িত্ব আছে, কিন্তু সেই সংগে শিক্ষাকে দেশের স্বাধীন মানুষের স্বাধীন চিন্তার উপর ছেড়ে দিতে হবে। England এর মত গণতন্ত্রের দেশের শিক্ষাবিদের যে উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলাম, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে শিক্ষাকে সরকারের আওতা থেকে বাইরে রাখা উচিত। দেশের যারা শিক্ষাবিদ তাদের চিন্তাধারার প্রকাশের মাধ্যমে যাতে শিক্ষাধারা গড়ে উঠে সেরকম ব্যবস্থাই করা উচিত। কল্যাণী বিলে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আসছে বলে নিশ্চয়ই তাকে অভিনন্দন জানাই, কিন্তু শিক্ষাকে cripple করে ফেলার যে চেষ্টা এর মধ্যে আছে তার নিন্দা করি এবং বিলটি circulation-এ দেবার আবেদন করি।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the Kalyani University Bill, 1960, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th of July, 1960.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার circulation motion এর সমর্থনে কিছু বলব এবং প্রথম যে কথা বলছি তা এই যে যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থিত হয়েছিল তখন আমরা circulation motion দিইনি, এখন দিয়েছি কেন সেটা আপনার কাছে আমি বলবার চেষ্টা করব। নোতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় হোক এটা যেমন শশবিন্দুবাবু বলেছেন আমিও বলি তা অভিনন্দনযোগ্য, এবং যেভাবে গেলে তার সত্যিকারের উদ্দেশ্য সাধিত হবে সেটা দেখা উচিত। যদি এমন কিছু থাকে যাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না তাহলে তা আলোচনা করা উচিত। এই বিলের statement of objects and reasons পড়ে আমার কিছু কিছু খটকা লেগেছিল—তার কিছু কিছু কথা শশবিন্দুবাবু বলেছেন। একদিকে আপনারা বলছেন residential re-university করবেন, কিন্তু তার পরে statement of objects and reasons পাওয়ার পর আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কি বলেন তার জন্য অপেক্ষা করেছি। সব কথা শুনে আমার মনে হয়েছে কল্যাণীতে যাতে আরও কিছু লোক বাস করে এর পিছনকার একটা বড় উদ্দেশ্য তাই। কল্যাণীতে

university হোক আপত্তি নেই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। আমি স্বীকার করি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত এবং এ কথাও স্বীকার করি আমাদের দেশে agricultural education এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এবং তার অন্যান্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক শাখা তার উপর জোর দেবার প্রয়োজন আছে এবং প্রয়োজন আছে বলেই বলছি এটা circulation-এ দেওয়া উচিত, কারণ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। Agricultural Education বা rural higher education আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ জিনিষ, এ সম্বন্ধে ধারণাও অনেকের নেই। আমি আশা করেছিলাম যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যখন Bill এর objects and reasons বলেছেন—agricultural education এর উপর জোর দেওয়া হবে তখন তার জন্য তৎপূর্বে কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে, কি ব্যবস্থা এজন্যে গ্রহণ করা হবে সেগুলি বিধান সভার সদস্যদের সামনে রাখবেন। শুধু ভোটের জোরে পাস করিয়ে নেবেন এই যদি মনোভাব না হয় তাহলে এটা আরও ভালভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে।

[5-55—6-5 p. m.]

আমি শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি যে, University Grants Commission এর সাম্প্রতিক অভিমত বিশেষতঃ তার যে Sub-Committee—রিলীপ কমিটী, সেই কমিটি এই মত প্রকাশ করেছেন যে নূতন কোন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা উচিত হবে না। কেন না যেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, খুবই expensive একটা residential University করতে যাওয়ার যথেষ্ট আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব কি গভর্ণমেণ্ট নেবেন? তাঁরা প্রস্তুত আছেন কি? আপনি মাথা নাড়ছেন, University Grants কমিশন দিতে পারেন সেই সাহায্য। কিন্তু আমার তো তা মনে হয় না। তাদের যে রিপোর্ট রয়েছে—তাতে একটা Residential University করতে যাওয়ার যে implications রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা না করলে, শুধু residential University করবার উদ্দেশ্য—বড়লোকের ছেলেরা গিয়ে সেখানে পড়বে, আর কেউ সুযোগ পাবে না।

এই University কি ধরণের University হচ্ছে? প্রধানতঃ কৃষি শিক্ষার জন্য যে University তা আপনারা করছেন না। Statements of objects and reasons-এ রেখেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়—এটা বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয়, Multipurpose University. এই multipurpose কথাটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে humanities পড়ান হবে, general science পড়ান হবে, agriculture এবং allied veterinary science পড়ান হবে। এর সমস্ত বিষয়ের জন্য একে residential করবার কোন প্রয়োজন নাই। যেটা College of education-এ রয়েছে, তাহলে কোনটাকে residential হতে হবে? কেন, কলকাতার আশেপাশে যে সমস্ত College of education রয়েছে—যেখানে শিক্ষক শিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতায় পড়া হতে পারে না? কেন সেখানে পড়তে পারবে না? আমাদের যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের overcrowding কমান আসল উদ্দেশ্য—একটা এর উদ্দেশ্য যদি হয় Universityতে—humanities, general science,—এই সমস্ত ছাড়া ও ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে হোষ্টেলে থাকতে হবে। কেন এই নিয়ম করে দিচ্ছেন? এই নিয়মের ফলটা কি হবে? মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলবেন—সমস্ত দায়িত্ব নেবেন। তিনি বললেই আমরা বিশ্বাস করতে পারব না। দেবেন তিনি সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমস্ত ব্যয়! উনি নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে আমাদের দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে—এখন পর্যন্ত তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে—তাদের যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়ের যে অংশ সরকার বহন করেন, তা অত্যন্ত কম। এখন

পর্যন্ত আমাদের বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়ের শতকরা ৪৩·৯ ভাগ আসে ছাত্রদের বেতন থেকে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ শতকরা ৪২·৭ ভাগ এবং বাকিটা আসে endowment তা ও এখন কমে যাচ্ছে। যেখানে তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাচ্ছেন সরকার, যেখানে residential university করে সমস্ত ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ দেবার খরচ বহন করবেন? সরকার তার দায়িত্ব নেবেন। এটা মন্ত্রীমহাশয় বলে যাবেন,—আরব্যোপন্যাসের মত অদ্ভুত ব্যাপার—আমরা বিশ্বাস করে নেব? তা আশা করা উচিত নয়—ছেলেদের পড়ার ব্যয় বহন করবার কথা—যদি বলেন। অন্যান্য জায়গায় তাঁরা কি করেন! সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষা সমস্ত স্তরে free. গ্রেটবৃটেন যেখানে National Scholarship Schemeএ শতকরা ৭২ ভাগ ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে তিনি সে রকম করবেন? কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করবেন? শিক্ষামন্ত্রী কি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন? হোষ্টেলে থাকবার খরচ, গরীব মা-বাপের সন্তান যারা—, তাদের খরচ বহন করবেন? যদি তা বলেন—করবেন, তবুও আমরা বিশ্বাস করি না। জগন্নাথবাবু করবেন?

[A voice: টাকা নাই।]

তবে residential করে লাভ কি? সেই প্রশ্ন হচ্ছে। Residential University করতে যাচ্ছেন, যেখানে এই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা, সেখানে residential করবার বাধ্যবাধকতা কি? আমি স্বীকার করি—Agriculture ও তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় শিক্ষা দানের এটা করার প্রয়োজন আছে। সেখানে Rural University যে কমিটী হয়েছিল, সেই কমিটী তাদের রিপোর্টে সুপারিশ করে বলেছেন যে Rural University করতে গেলে residential করতে হবে। সেখানে শিক্ষার ব্যয় যথেষ্ট কম রাখতে হবে। হোষ্টেলের খরচ যথেষ্ট কম রাখতে হবে। তার জন্য সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ বৃত্তি দিতে হবে। এ যদি না হয়, তাহলে সত্যি ঐ residential University করার অর্থ হবে বড়লোকের ছেলেদের জন্য এই University খোলা হচ্ছে। তার বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটা উদ্দেশ্য হচ্ছে—এক হচ্ছে কল্যাণী নির্জনতায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে, যাতে কিছু লোক গিয়ে সেখানে বাস করে—তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় হচ্ছে—বড়লোকের ছেলেদের একটু glorified করে সৃষ্টি করা। এই যদি মন্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই জিনিষকে আমরা মোটেই সমর্থন করতে পারি না। ফল হবে এই শিক্ষার নানা দিক থেকে নূতন ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছি।

তারপর আসল যে কথা—আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়, তিনি বলেছেন—statement of objects and Reasons-এ Rural University করার কথা। অথচ এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ তার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। এটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। নূতন জিনিষ এইজন্য বলছি যে, দু' একটি প্রদেশে দু' একটি জায়গা ছাড়া এখনও Rural Higher Education পরীক্ষা-নীরিক্ষার স্তরেই রয়েছে। অর্থাৎ এটা আমাদের একটা কলঙ্ক বলা চলে কারণ আমাদের পল্লী অঞ্চলে যে বিশাল জনসাধারণ, কৃষকসমাজ বাস করছে তাদের শিক্ষা এতদিন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। যারা জাতির মেরুদণ্ড তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে University Education Commission. তারা এই জিনিষটার উপর দৃষ্টি দিয়েছেন এবং The Committee on Rural Higher Education সম্বন্ধে তারা অনেকগুলি সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সে জিনিষগুলি কয়জন জানে, বিধানসভার সদস্যরাই বা কতজন তা জানেন। কতজন এই সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন

এবং সরকারের তরফ থেকে যেসব Agricultural College করার চেষ্টা হয়েছিল তার ফল কি হয়েছে। সেখানে যারা শিক্ষা পায় তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই গ্রামে ফিরে যায় এবং তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগায়। Rural University যদি এর উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার মূল কথা হচ্ছে, এই গ্রামে যে বিশাল কৃষক সমাজ তাদের ছেলেরা যাতে কৃষিকে অবলম্বন করে কৃষি যাতে তাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তারা যাতে গ্রামে থেকে উচ্চ শিক্ষা পায়, তার থেকে যাতে তারা বঞ্চিত না হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে গেলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা নিয়ে নমঃ নমঃ করে সেরে দিয়ে কয়েকটা আমলাতন্ত্রের হাতে তা তুলে দেবেন তার দ্বারা মোটেই এ জিনিষ হতে পারে না। এই জিনিষটা, বিশেষ করে যারা আমাদের দেশের জনসাধারণ, যারা দেশের শিক্ষাবিদ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই জিনিষ করা উচিত। এই সম্বন্ধে শেষ দিকে আরো কিছু বলবো কিন্তু তার আগে যে জিনিষ বলছি যে, Agricultural Collegeর কথা যা সরকার বলেছেন সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন কি? কৃষি মূল শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে সত্যকারের কৃষকের কাছে এই বৈজ্ঞানিক বিদ্যা পৌঁছে দিতে গেলে, তা কাজে লাগাতে গেলে তার কতকগুলি পূর্বসর্ত আছে। সেটা বিশদভাবে এখানে বলতে চাই না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলতে পারেন যে এটা আমার বিভাগের কথা নয়, তবুও বলতে হয়, মনে করিয়ে দিতে হয়, ভূমিসংস্কারের দ্বারা কৃষকের হাতে জমি দিয়ে এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য দিয়ে এর ব্যবস্থা না করলে এই Agricultural College গড়ে তোলবার চেষ্টা শূন্যে উদ্যান গড়ে তোলার মত হবে। এ জিনিষটা অত্যন্ত সত্য এবং University Education Commission পর্যন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি অবশ্য একথা বলছি না যে, যতক্ষণ ভূমিসংস্কার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত Agricultural College করবেন, বা University করবেন না, তাহলে ত সরকারকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভাল কাজ করতে বলাই যায় না।

[6-5—6-15 p. m.]

এবং যাঁরা শিক্ষিত হয়ে বের হয়ে আসবেন তাঁরা যেন তাঁদের এই education এর benefit কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তার ব্যবস্থা করতে গেলে তার জন্য পরিকল্পনা করা দরকার আমাদের সরকারের কি এ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা আছে; আপনি পরে কি বলবেন জানি না, কিন্তু আপনার বক্তৃতার মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছু পাইনি। যদি সে রকম পরিকল্পনা না করতে পারেন তবে এ কথা সত্যি যে, Agricultural College থেকে পাস করে বেরিয়ে এসে তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন নতুবা ডাঃ জোসেফ হবেন। তাঁদের কোথায় চাকরী দেবেন? রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ১৯৪৮ সালে একটা জিনিষ বলেছিলেন যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে একটা পরিসংখ্যান সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, তাতে দেখা গিয়েছে যে—১৯৬০ সালের ভিতর কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের কৃষিদপ্তরে ২০ হাজার Field Assistant, ৪ হাজার Inspector, ৩০০ Gazetted Officer পাওয়া যাবে। আমি এখানে আমাদের মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার মাধ্যমে তাঁদের কি কোন পরিকল্পনা আছে, এঁদের কি ধরণের কাজে লাগাবেন? তারপর agricultural education বলতে কি মনে করছেন সেটা ভাল করে বলা উচিত, কেন না আমাদের সরকার যা করছেন সেটা আমেরিকার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে করছেন, এখন আমেরিকায় agricultural education এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যেমন agricultural chemistry, agricultural economy, agricultural engineering, agronomy,

animal husbandry, Botany, horticulture এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ভারতসরকারের কোন পরিকল্পনা আছে? তা থাকলে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন সে সব কথা আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করা উচিত। আর একটা কথা এই প্রসংগে বলতে চাই—আমাদের দেশে সত্যি সত্যি agricultural education বিস্তারের জন্য দুটি জিনিস দরকার—agricultural educationএর তিনটি অংগ—একটা শিক্ষা, একটা গবেষণা, আর একটা গবেষণার ফলাফল কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া। এবং শেষোক্তটাই আসল কথা। এবং যাতে কৃষকদের কাছে নিয়ে যেতে পারা যায় তার জন্য লোককে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তারজন্য যাতে কৃষকসমাজ থেকে ছেলেরা শিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। Agricultural education প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে গবেষণাস্তর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন, এই বিষয়ে বিভিন্ন কমিশন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বারংবার বলেছেন—প্রথমে basic, তারপর partbasic বিদ্যালয়, তারপর College, তারপর গবেষণার কাজ। বেশীরভাগ কৃষক ছেলে basic এবং part-basic school-এ শিক্ষা পাবে, কিন্তু সেই শিক্ষা দেবার পর যাতে তারা উচ্চশিক্ষায় ফললাভ করতে পারে তার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। কিন্তু এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন, কতগুলি বহুমুখী বিদ্যালয়ে সেই ব্যবস্থা আছে তার পরিসংখ্যান আমাদের জানা দরকার। এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশে কৃষিশিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের এই রাজ্যে কতগুলি rural University, rural institute বিভিন্ন অঞ্চলে করতে হবে কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে, রাতারাতি হয়ে যাবে এটা আমরাও মনে করি না। এজন্য কতগুলি প্রাথমিক ব্যবস্থা দরকার: কৃষকছেলেরা যাতে কৃষিভিত্তিক শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে, বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করতে হবে—রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও এটা সুপারিশ করেছেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কি তারজন্য কোনো চেষ্ট করেছেন? আমি যতদূর জানি, এ পর্যন্ত সামান্য চেষ্টাই হয়েছে। তার পরের কথা, Industrial University যতদিন পর্যন্ত না অনেকগুলি rural institutes হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দেশের দূরদূরান্তরে কৃষক ছেলেদের বুনিয়াদী, part বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ের দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। Hostel খরচ বহন করার সমস্ত দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে—এসব না করে যদি খালি বলেছেন residential University করব তাহলে দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টাই মাত্র হবে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আসছে এই বিলের মধ্যে বহু অসংগতি আছে সেই অসংগতিগুলি আমি দেখাচ্ছি—প্রথমতঃ, যদি কৃষিশিক্ষা বিস্তার করতে হয় তাহলে কুচবিহারে একটা agricultural school রাখলেই চলবে না, agricultural schools and college আরও গঠন করতে হবে কিন্তু এ সবই যে কল্যাণী এলাকায় হবে সেটা অবাস্তব এবং অন্যায়, এবং ilopical। আরও অনেকগুলি agricultural college পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় করতে হবে, এবং সেগুলি একটা rural Universityতে affiliate করতে হবে। কিন্তু এখন আপনারা যা করতে যাচ্ছেন তাতে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—কল্যাণীতে কোনরকমে একটা ব্যবস্থা করে কিছু লোকের সমাবেশ করা এটাই এখানে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। Agricultural education আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ। শিক্ষার সমস্ত স্তর সম্বন্ধে যে কথা খাটে, সাধারণভাবে এখানেও সেই কথা খাটে অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত একটা integration থাকা দরকার, agricultural education এর ক্ষেত্রেও এই integration এর ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং Rural Higher Education Committeeও একথা বহুবার বলেছেন, কিন্তু তারজন্য আপনাদের কোন পরিকল্পনা নাই। তাঁরা এ সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন সেগুলি আপনারা অনুধাবন করার চেষ্ট করেছেন কি? তাঁরা বলেছেন, এই সমস্ত কৃষি বিস্তারতনে শুধু পরীক্ষার উপর জোর দিলে চলবে না, ছেলেরা কিভাবে শিখছে, তারা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে; অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর দিতে হবে। সেজন্য আমি মনে করি, এই কাজ যদি করতে হয় তাহলে

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের সংগে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষকরে পরামর্শ করা দরকার।

[6-15—6-25 p.m.]

আমার প্রস্তাবে আমি বলছিলে ২ মাসের ভেতর জনমত সংগ্রহের জন্য এটাকে সার্কুলেট করা হোক এবং সার্কুলেট করার মানে গেজেটে ছাপা শুধু নয়—যাঁরা এ সম্বন্ধে জানেন তাঁদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা পরিকল্পনা আপনারা করুন। এইভাবে আর ২ মাস অপেক্ষা করলে আপনাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না, বরং ২ মাস সময় নিয়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা খাড়া করুন। এই যদি করা হয় তাহলে পরিকল্পনাকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারব এবং একটা অবৈজ্ঞানিক প্রথায় হবে। এইভাবে যদি আপনারা না করেন তাহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয় সত্যি হবে এবং তারজন্য টাকাপয়সা যথেষ্ট খরচ হবে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কোন কাজে লাগবে না। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যেটা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় বলেছিলাম সেটা আবার এখানে দেখছি। অর্থাৎ সরকারের একটা প্রবৃত্তি হচ্ছে ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দপ্তরের কুক্ষিগত করা। এ বিষয়ে খুব বেশী উদ্ধৃতি দিয়ে লাভ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বলেছেন যে শিক্ষার খরচ যোগানোর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে কিন্তু শিক্ষাগত ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না, ইউনিভার্সিটির য়্যাকাডেমিক ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু এই বিলে এমন সব ধারা আছে যাতে যখন সেই সময় হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হবে। কাজেই এই ধরণের জিনিষের প্রতিবাদ করা উচিত। সেজন্য বলছি—হয় এই বিলকে সার্কুলেশনে দেওয়া হোক। আমি আর বেশী সময় নেব না পরে ধারাবাহিকভাবে যখন আলোচনা হবে তখন বলব।

Shri Basanta Kumar Panda : I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June 1960. Mr. Speaker, Sir, nobody can possibly stand in the way of establishing Universities, especially agricultural and veterinary Universities, but whether this is the opportune moment and whether the situation is the proper one for establishing such a University. We have seen the finances of our State. We have not yet been able to make proper arrangement for the education of those students who are studying Humanities and other General Sciences. Only a few months ago we passed a residential and affiliating University Bill for a University with a vast tract of land given to it as its area of operation. We do not know yet how far the establishment of the Burdwan University has proceeded. That Bill came to this House. I expressed the hope that we shall have three bigger Universities in West Bengal—one in the Southern region which is in Calcutta ; another in the middle region which is at Burdwan ; and the third University in North Bengal somewhere in Jalpaiguri or Darjeeling District which may be found suitable. Before establishing a University in North Bengal the Hon'ble Minister has pushed this University Bill before us. Kalyani will be a place only a few miles from Calcutta and we have established another University at Jadabpore.

Sir, the establishment of Jadavpur University near about Calcutta has been a success, as it reduced the bad pressure on the Calcutta University. Sir, when the Burdwan University bill was before this House, we told that it is being established in a very close proximity of a gradually developing industrial area. So a greater stress should be given on that University for giving special training in Engineering, in metallurgy, in mining and

so on. Sir, in the Statement of Objects and Reasons the Hon'ble Minister has stated that a greater stress should be given in the Kalyani University on the educatioh of veterinary and agriculture. But why are there other appendages? Why is there an arrangemens for training of humanities and other sciences? These things can be very equitably performed by the Calcutta University and by the Burdwan University. Kalyani University, we expected, should be only for giving education on veterinary and agricultural subjects. I also oppose the location of this University. Naming of the University is not very fair. Sir, when a University is being established, a particular name 'Kalyani' is being given. It is stated that a University is being established for rural areas away from the metropolis of Calcutta Sir, what is the present size and shape of our West Bengal? It is neither, Sir, square nor rectangular. It has got a very truncated and elongated shape. Therefore, no University of this nature should be established in those areas which are very prominent from the point of view of agriculture and veterinary. These subjects are interlinked. So such a University should have been established not at Kalyani but in some other regions of West Bengal far away from Calcutta where there is every scope for development of agricultural products. What are the regions in West Bengal which are suitable for this purpose? They are southern portion of 24-Parganas District, entire Midnapore, almost the major western portion of Hooghly District, entire Bankura and the eastern portion of Burdwan District. These are places which are rich in agriculture, and agriculture and veterinary subjects being inseparable, an University of this nature, in my personal opinion, should have been established somewhere in the district of Hooghly specially on the western side. Kalyani is a place which is neither central nor it is established at a central region but only within a few miles to the east of our territorial jurisdiction, Why that particular spot has been chosen? Only one argument can be given in support of the selection of the spot because in recent years a very well-established institution has been established and a college has been established at Haringhata and a dairy farm of a very first class nature has been established there. There is no reason that such a University should be located at that very place or near about that place. Therefore, Sir, I see that this should be established at a greater distance. I see that this University is established for the purpose of improvement of agriculture and other products, specially dairy products and animal husbandry. Sir, Haringhata is being developed. It is very good for us but who is reaping the benefit? The entire output of Haringhata is earmarked for Calcutta. Still it is not yet satisfying the entire needs of Calcutta. When the needs of Calcutta will be fulfilled then the rural people may get some benefit out of Haringhata. Haringhata does not serve any portion of West Bengal except Calcutta. Therefore, Sir, why such of these institutions should be established thereabout Calcutta? Had a portion of the product of Haringhata been earmarked for consumption in the rural areas, I would have got certain reasons for the establishment of this University at Kalyani. But, Sir, the people are so selfish. They are depriving the village people of the benefit while the village people are carrying the greater burden of these institutions.

[6-25—6-35 p. m.]

Sir, with regard to the other necessary things of this University, I have said that this should be an exclusively agricultural and veterinary University and I expected to hear from the Hon'ble Minister in this open-

ing speech about the equipment which is at present at his disposal to meet these needs both human and also other materials, how many well-trained professors, how many well educated persons in these subjects are in his hands or he can collect in the near future, what are the equipments that he has collected and what are the other materials and equipments which he can bring from foreign countries or he can produce in this State. Sir, there are at different places in West Bengal certain agricultural schools. They are now being controlled by the Calcutta University. We are now establishing another university. Before establishing another university and before relieving the Calcutta University of this portion of their work, I would expect to hear about the arrangement which has been made by the Hon'ble Minister. Mr. Satyendra Narayan Mazumdar also raised this question which I have raised. We do not know what are the materials at his disposal or at the disposal of the Government. We expect a categorical answer with regard to these things before passing this Bill.

Sir, my next contention would be about the control of this university? Who are the persons who are going to control this university? This university being mainly for agricultural and veterinary purposes, are the persons included in the managing authority of this University versed in these subjects? Sir, if you look to clause 8, you will see there are minimum 17 persons who are the authorities under this Bill. 9 of them are ex-officio members and the number of these ex-officio members may be increased because all the Principals of the constituent colleges will be members of the University. Suppose humanities and other scientific subjects not connected with agriculture and veterinary are not taught, they won't be competent to guide or give proper directions for the development of agricultural and veterinary sciences. The nine ex-officio members are not versed in these subjects. One person shall be nominated by the Indian Council of Agricultural Research and he will be supposed to be one of the persons well versed in these subjects and he may be regarded also as an authority if a qualified person is nominated by that Council. Then only two members are to be elected by the teachers and five to be nominated by the Chancellor again. So out of minimum 17 members, 9 are ex-officio members and 5 to be nominated by the Chancellor means nominated by the Hon'ble Minister or by the Government. So out of 17, 14 will be official members. Sir, in the past few years we have had enough experience of the control of educational institutions or universities by the official members. They lose their life and become gradually stereotyped. Mr. Bera has mentioned that the Calcutta University under the leadership of Sir Asutosh Mukherjee tried its best to maintain its freedom from official clutches and out of the four universities which are now running in West Bengal, Calcutta University has got greater amount of freedom than other universities in West Bengal.

The result is that whatever is taught or done by the Calcutta University is better than other universities, I mean the Jadavpur and the Viswa Bharati Universities—the Burdwan University has not yet begun to function. Sir, a few years ago when the Muslim League was ruling in this State and when the Congress friends were on this side of the House, they fought tooth and nail against the establishment of Secondary Education Board. But as soon as the Congress came to power, they passed the Board of Secondary Education Bill in 1950, but with what result? We have relieved the Calcutta University of one of the examinations, viz. the Matriculation Examination. Sir, the way in which the Calcutta University

was running this Examination was certainly better than the way the present Board of Secondary Education or the Administrator is running it. Just today we have heard how the questions are alleged to have been out. In all spheres we see that management of education up to this stage by the Calcutta University was better than the Board. And we have also seen that the Board has been non-existent for the last 4 years, and a Bill to replace the 1950 Act is being might to be introduced in this House since 1957. But that has not yet materialised. One man is ruling and that man is a nominee of the Government. When the Calcutta University was controlling this Examination there was a School Code which was later revised in 1948. The Board was established in 1951. During the last 10 years, apart from doing anything else, it has not yet been able to replace that Code, or make a new Code. They are following the same Code which was framed by the Calcutta University. And that Code is also out of print for about 4 or 5 years. If this is the way the present authorities function, then I would say that it is high time that official control over these institutions is put and end to.

Sir, what is happening in Jadavpur University ? The product of the Jadavpur Uuiversity is not treated on the same footing as that of the Calcutta University. I am giving one instance. If you look to the Calcutta University, in M. A. or M. Sc., anybody getting more than 45 percent gets 2nd Class, but in Jadavpur University anybody getting 40 percent. is given the 2nd Class—they are treated as equals. Usually all the students try to get themselves admitted in the colleges affiliated to the Calcutta Uuiversity. If they fail, only then they go to the Jadavpur University. What I want to say is that the product of the Jadavpur University is not of the same type as that of the Calcutta University.

Sir, the mismanagement of the Viswa Bharati University, which emanates in the newspapers from time to time, is known to all the members in this House.

I, therefore, suggest that these institutions should be allowed to grow up sponteneously, by the voluntary efforts of the educationists and thinkers of the society. But the present trend seems that the Government wants to have control over all these institutions.

Sir, if we look to the Primary Education, what do we find ? This is being controlled by the Government through the School Boards, but they have not yet published the text books. For instance, Kishalaya for Classes I, II, III and IV, has not yet been published though the session has begun. The printing and supply of this book has been monopolised by Government.

I suggest circulation of this Bill, firstly because I am opposed to the location of this University at Kalyani. This should be located at a central agricultural place. Sir, there is something in the air that parties are moving for the establishment of one University at Serampore and the other at Kalyani—just on the other side of the Ganges.

[6-35—6-45 p. m.]

Sir, I do not recommend the name of Serampore but I say that some place towards the western side oi the Hooghly district should be the location. And, Sir, if the university becomes residential alone and if no

assistance is given to agricultural students, then only the rich people and the persons who can spare money, their sons will be educated and those educated boys will only seek employment in Government or in other industrial concerns, but if the sons of the soil and the sons of the agriculturists are given such education and if Government before establishing this university establishes agricultural farms at different places, even in each thana, then such educated persons from this university may take charge of those institutions and those farms will be centres for demonstration of better quality of seed, better quality of plant, better quality of animal husbandry, and villagers at each point will get inspiration, will get practical demonstration, will get all instruction and help from these persons. So, if this university is really to serve the people of West Bengal, specially the rural people of West Bengel, and if their assistance is necessary for development of agricultural products and animal hustry, then this procedure should be adopted and the link between the rural agricultural and horticultural centres and the university should be established and the people should be trained in such way that they are given training for service to the people of the State and not for getting jobs in Goverument offices.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, with regard to Kalyani University, first of all, representing a party that swears by science and scientific forms I am sorry to say that this Bill should be put to circulation. On the surface of it, this Bill looks progressive but my arguments will not be with regard to details ; my arguments are fundamental.

We have been independent for the last 12 years but has our approach to education changed ? Our approach to education during the British period had been to serve another race, another nationality. When we have become independent, our approach should be to serve ourselves. Has that approach been attained anywhere ? Does this Bill give an indication that approach to education is there ? No, Sir. We are not serving ourselves ; we are serving a class whose representatives sit on the Treasury Benches. We are serving a class whose henchmen are another class and it is to that class interest that education is being directed. Even this Bill is full of contradiction because naturally with the consciousness of the people demand for education has increased. It is difficult for the ruling party to say that no education should be given and that is why contradiction comes in.

My point is this. First of all, what is education ? Education enlarges the mind and it also improves the productivity of the nation. If that is so, has this Bill given us really anything. What our Prime Minister said only three weeks ago ? He said that we have here seed and soil but no agricultural technology. If we do not have agricultural technology how can we increase the productivitv of the country and this Bill definitely does not bring in that aspect of the thing in our mind, because we want to keep those peasants who will increase the productivity of the country at the level of hewers of wood and drawers of water because with the coming in of agricultural machinery they will demand more, they will demand better living standard. That does not satisfy our ruling class. That is why if you look to the definition of agriculture you will get agricultural soil, you will get agricultural seeds, you will get animal husbandyry but you will not get agricultural technology. I know we have technology in another university. There is only one university

where there is teaching in agricultural technology and that is Kharagpur. It is necessary for the people of West Bengal to have tractors and other machineries. The other day I had been listening to somebody that 167 crores is added to national wealth from agriculture, Rs. 67 crores comes from industry. Even then we want our productivity to increase, but we do not want to increase our knowledge of technology. First of all, this Bill does not change the approach to education. Secondly, it does not change not only the approach to education, but also there is no provision for the improvement of agricultural technology. As such the Bill should be circulated for eliciting public opinion before we accept it.

Another point I want to mention is that there are lots of contradictions in this Bill which my predecessor speakers have already mentioned. Sir, we have not started from the beginning of the thing, we have started from the top ladder, because we want to hoodwink the people. Actually it is not intentional. There are only a few agricultural schools here. These agricultural schools are under the Calcutta University. First of all we say that the Kalyani University will have a territorial boundary; at the same breath we say we recognise the agricultural schools. We cannot affiliate the colleges but we will be recognising agricultural schools. What sort of a scheme this is I do not know. I asked the Education Minister and he himself could not explain to me what would happen to the students passing the Higher Secondary Education course? Would they come under this University? I do not know, Sir.

Sir, I know that the establishment of a University is a progressive measure, but my points are fundamental. One point I want to mention—it may be a repetiation of my predecessor speaker from this side—is whether it should be a residential University or a non-residential University. It is true, it is correct that a residential University may under particular circumstances improve the teacher-taught relationship. Is that so under the present circumstances? During the last 12 years in whichever Residential University you will look at you will find that things have been much worse than in non-residential Universities. Think of the Beneras University, think of the Aligarh University, think of the Allahabad University, and you will find that the residential University from that point of view is definitely a contradiction. Again under certain circumstances the residential University is necessary. May be, for agricultural purposes it is necessary. But it is completely agricultural, I ask. No, Sir. Science and humanities are also there. Why should then this University be residential? The strangulation of education is aimed at through this University. It is not for increasing education but for strangling it. Strangulation of education has become necessary for the ruling class. It is true that people like Sir Ashutosh said that the Matriculation should be the test of literacy. That was necessary then But today I can tell you that most of the boys going for higher education are not fit for higher education. I herefore suggest that before you strangle education you should have made arrangements for other avenues, so that at the 8th, 10th or higher education stage there might be other avenues open for students. We have not done that in the agricultural field, we have not done that in the industrial field. Our people are very poor and naturally the result is that we see indiscipline in society. The boys are becoming unruly. We cannot blame them. Their characters are not in any way inferior to what we had been in the past. We had a certain goal before

us. Unfortunately the Ruling Party knows their own private interest and not the interest of the nation as a whole. As such this Bill reflects the class interest of the party the Government today represents. I can show that in the case of the Calcutta University Act of 1951, the Jadavpur University Act, the Burdwan University Act there has been a tendency to put them in the bureaucratic hands and to diminish the democratic structure of the Universities as much as possible.

Well, Sir, it has gone to such an extent in this Bill that the Directors of the differeut departments are being placed in this Bill. The Secretaries and Directors are being members of the University. These Secretaries and Directors are sometimes like the I.C.S who are **sab janta** Lawrence. But they should know that technical personnel are required for these technical jobs. Sir, none of the things have been done. Then, Sir, we have overcome elections by nominations and there is election in two or three cases. This has been gradually processed and the class that is ruling the society today, that class that is ruling the State today, thal class is controlling education. I would say, Sir, that the main object of the Bill is and has been to boost up the Kalyani structure but, Sir, this could have been done if the idea was to decentralise Calcutta's population, and this could be achieved if the scheme was properly worked out. By establishing this Kalyani University that purpose would not be served and as such I feel that I should support the move for circulation of the Bill.

Shri Haridas Dey : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী নদীয়ায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থিত করেছেন। তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য—কৃষি, পশুপালন ও আনুসঙ্গিক বিজ্ঞান সমূহ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। এই কৃষির উন্নতি সারা পশ্চিমবঙ্গে দরকার। কৃষির উন্নতি করতে হলে জমিতে বিজ্ঞানের দান আধুনিকতম কৃষিযন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিল এসেছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন, এখানে হওয়া উচিত নয়, অন্য জায়গায় হওয়া উচিত ছিল। আমি বলবো কল্যাণীই এর উপযুক্ত স্থান হয়েছে। কারণ নদীয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য আছে। অন্যান্য জেলায় শীতকালে যেখানে বিভিন্ন রকম আমন ধান বেশী হয়, সেখানে এই জেলায় শরৎকালীন আউশ ধান প্রাধান্য লাভ করে। এখানে দেখা গেছে কৃষিজ আবাদযোগ্য জমির ৫৮·৪ ভাগ জমিতে আউশ ফসল হয়, এবং ৩৬·১ ভাগ জমিতে আমন ফসল হয়। এখানে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা যাতে ব্যাপকভাবে হয়, সেই ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সেদিক থেকে এখানে তার ব্যবস্থা আগের থেকেই রয়েছে। পশুপালনের দিক থেকেও এই জেলা বিখ্যাত। এখানে দেখা গেছে গো-মেষাদি বিস্তর, গো-প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে হরিণঘাটায় সুবৃহৎ দুগ্ধ মহনালয় স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়াও এই জেলায় গৃহপালিত জীবজন্তুর আবাদ ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। হরিণঘাটায় একটী এবং রাণাঘাটে একটী সরকারের নিজস্ব পরিচালনাধীনে পশুপালন আবাদ গুণন্ কেন্দ্র আছে। এই সকল গো-মেষাদি পশুপালন বৃদ্ধি ও প্রতিপালন কেন্দ্রগুলি স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রে বৃহদাকারে কৃষিসম্বন্ধীয় কেন্দ্র স্থাপন করা।

মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার সুরজিৎবাবু যখন এগ্রিকালচারে ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে ও কুলিয়া টাউনশিপে অনুরূপ কৃষি সম্বন্ধীয় বিভাগ হয়েছে। সেখান থেকে হাতে কলমে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। উপস্থিত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ঠিক হয়েছে—নদীয়া জেলার চাকদহ ও

হরিণঘাটা থানা এবং ২৪ পরগণার বীজপুর থানা। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রত্যেক থানায় কৃষিবিদ্যা ও veterinary বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তার জন্য তিনি যেন চেষ্টা করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলা বহু শতাব্দীযাবৎ তার নিজস্ব পবিত্রতা ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষার একটী বৃহৎ পীঠস্থান স্বরূপ। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র মেধাবী ছাত্রকে এই জেলায় সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র আকৃষ্ট করেছে।

প্রেমাবতার এই বৈষ্ণব জাতির সৃষ্টিকর্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ এই নদীয়া। নবদ্বীপ আজও পর্যন্ত তার সংস্কৃত শিক্ষার বৈশিষ্ট বহন করে চলেছে। এই সহরের আদি অবয়ব থেকে, স্বদেশজাত সংস্কৃত বিদ্যালয়, যাকে 'টোল' বলা হয়, সেখান থেকে হিন্দু জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান "স্মৃতি ও ন্যায়" অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। একদা কলিকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের এশীয় সমাজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ই, বি, কাওয়েল বলেছিলেন—"নবদ্বীপের প্রধান অধ্যয়ন ন্যায় ও স্মৃতি নবদ্বীপের শিক্ষার্জন ও সেখানকার একটি উপাধি ভারতের সমস্ত স্থানের পণ্ডিতের সম্মান লাভ করে!" বাস্তবিক নদীয়ার নাম, ন্যায়দর্শন শাস্ত্রের সাম্প্রতিক উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ সেই সমস্ত লুপ্তপ্রায়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যাতে নদীয়া তথা বাংলার সেই সমস্ত বৈশিষ্ট ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার লাভ করে দিগন্ত প্রসারী হয়, তার ব্যবস্থা করবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Adjournment

The House was then adjourned at 6-52 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 7th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembl

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—9

7th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 7th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 4 Deputy Ministers and 181 Members.

[3—3-10 p. m.]

Conversion of M. E. Schools into Junior High Schools in Purulia district

*103. (Admitted question No. *1627.) **Shri Chaitan Majhi :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বিহার সরকারের আমলে বিহারের শিক্ষাধারায় গঠিত পুরুলিয়ার এম ই স্কুলগুলিকে অবিলম্বে জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য সরকার হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) পুরুলিয়া জেলাকে ঐ বিষয়ে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

(২) করিয়া থাকিলে, তাহা কি, এবং

(৩) না করিয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Senior Basic Schools in Burdwan district

*104. (Admitted question No. *1449.) **Shri Bhakta Chandra Roy :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলায় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ;

(খ) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করার সময় কি নীতি অনুসরণ করা হয় ;

(গ) ঐ প্রকার বিদ্যালয় প্রতি কত টাকা সরকার মঞ্জুর করেন ;

(ঘ) বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার কাট্‌সিহি গ্রামে কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা সরকার অবগত আছেন কিনা ;

(ঙ) উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণ বাবত কোন টাকা দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

(চ) দেওয়া হইয়া থাকিলে, উক্ত টাকা কাহার হস্তে দেওয়া হইয়াছে এবং কিভাবে টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ;

(ছ) উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছে কিনা এবং উহাতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কার্য চলিতেছে কিনা ; এবং

(জ) উক্ত বিদ্যালয়টির কিরূপ নামকরণ করা হইয়াছে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) আটটি।

(খ) সাধারণতঃ এই নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়—

(১) প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে যে-স্থানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়, সেখানেই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

(২) আশেপাশে কয়েকটি নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিনা দেখা হয়।

(৩) উক্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হবে কিনা বিবেচনা করা হয়।

(৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি দিতে রাজি আছেন কিনা দেখা হয়।

(৫) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহ এবং উপযুক্ততা বিচার করে দেখা হয়। প্রয়োজনমতো জেলা স্কুলবোর্ড এবং জেলা স্কুল-পরিদর্শকের মত নেওয়া হয়।

(গ) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার প্রতিটি মনোনীত বিদ্যালয়কে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, শিক্ষকদিগের আবাসগৃহ নির্মাণ এবং সাজসরঞ্জমাদি ক্রয়ের জন্য ৪৫,১০০ টাকা এককালীন সাহায্য দান করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয়-ভার সমস্তই সরকার বহন করেন।

(ঘ) হ্যাঁ। গত আর্থিক বৎসরে কাট্‌সিহি গ্রামে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনির্মাণ বাবত সরকার নিম্নবর্ণিত সাহায্য দান করেছেন :

		টাকা।
(১)	বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ বাবত	.... ২৫,১০০
(২)	শিক্ষকদিগের আবাসগৃহ নির্মাণ বাবত	.... ১০,০০০
	মোট	.... ৩৫,১০০

(চ) উক্ত অর্থ ঐ বিদ্যালয়ের জন্য গঠিত ও অনুমোদিত অস্থায়ী পরিচালক সমিতির (Ad Hoc Committee) হাতে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে, কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

(ছ) কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি। শীঘ্রই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কাজ চালু হবে।

(জ) বিদ্যালয়টি কাটসিহি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামেই অনুমোদিত। অন্য কোন নামকরণ হয় নি।

Shri Fakir Chandra Ray : জেলাবোর্ড উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কি করে pictureএ আসছে বোঝা যাচ্ছে না।

Shri Sowrindra Mohan Misra : ওখানে আশেপাশে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিনা এবং তাদের কিরকম উৎসাহ তা জেলাবোর্ডের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হয়।

Shri Mihirlal Chatterjee : ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে গৃহনির্মাণবাবদ কিরকম দেন আর শিক্ষকদের আবাসগৃহ বাবদ কত দেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : নোটিশ চাই।

Shri Mihirlal Chatterjee : আমি জানতে চাচ্ছি—আপনি (ঙ) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ বাবৎ ২৫,১০০, আর শিক্ষকদের আবাসগৃহনির্মাণ বাবৎ ১০,০০০—এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—

Mr. Speaker : You kindly see the answer.

Shri Mihirlal Chatterjee : Possibly I have seen the answer. I want to break it up. আমি এই দুটো break up করে দেখতে চাচ্ছি।

Shri Sowrindra Mohan Misra : এই ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে equipments grantও আছে।

Shri Mihirlal Chatterjee : সেই আবাসগৃহে থাকা কি বাধ্যতামূলক ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : ঠিক বাধ্যতামূলক নয়, তবে শিক্ষকদের আবাসগৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়।

Shri Mihirlal Chatterjee : কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় আবাসগৃহে শিক্ষকেরা থাকেন না।

Shri Sowrindra Mohan Misra : আমি অনেক জায়গায় দেখেছি আবাসগৃহে শিক্ষকেরা থাকেন।

Dr. Golam Yazdani : আপনি বলেছেন, উক্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দ্বারা উপকৃত হবে কিনা বিবেচনা করা হয়—আমার কথা হচ্ছে, কি ধরণের বিবেচনা করা হয় ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : দেখা হয় যে, এখানে যদি আশেপাশে Junior Basic স্কুল থাকে, Senior Basic School এর বেশী সুবিধা হবে এটাই বিবেচনা করা হয়।

Dr. Golam Yazdani : এইরকম উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় বাংলাদেশে কতগুলি আছে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : I want notice.

Free Education for girls up to class eight

***105.** (Admitted question No. *1595.) **Shrimati Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) whether Government have got any scheme to make education free for girls up to the eight class;

(*b*) if so, what is that scheme; and

(*c*) when the same is going to be implemented ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (*a*) Yes.

(*b*) Girls reading in Secondary Schools in rural areas are given free education from class V to VIII.

(*c*) From 1st April, 1958.

Shri Rama Shankar Prasad: What arrangements are there for girls reading in urban areas from class V to VIII ?

Shri Sowrindra Mohan Misra: There is no arrangement at present.

Shri Rama Shankar Prasad: Why is there no arrangement ?

Mr. Speaker: There is no arrangement. That's all.

Shri Deo Prakash Rai: Is there any arrangement for a district like Darjeeling where there is no secondary school in the rural areas ?

Shri Sowrindra Mohan Misra: There is no special arrangement district-wise. Only for the rural areas this arrangement is there.

Shri Deo Prakash Rai: Is it a fact that there is not a single girl concerning Darjeeling who is getting free education ?

Shri Sowrindra Mohan Misra: I cannot say off hand.

Shri Mihirlal Chatterjee: Urban areaতে গরীব মেয়েরা যাতে Class VIII পর্যন্ত বিনাপয়সায় পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra: এই পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নাই।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: এই Schemeএ কতগুলি মেয়ে বাংলাদেশের rural areaতে এবং সহরে পড়ছে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra: I want notice.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Urban areaতে না করে rural areaতে করা হয়েছে এটার উদ্দেশ্য কি ?—আপনি জানেন যে, তার আগেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায় এবং সংসার করে।

Shri Sowrindra Mohan Misra : এটার কি জবাব দেব ?

[3-10—3-20 p. m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আমি এর পূর্বে এডুকেসন বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে টাকা খরচের সঙ্গে আর ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে খুব বেশী সম্পর্ক নেই—অর্থাৎ কতগুলো স্কুল করে শুধু টাকা জলে ফেলে দেওয়া হয়। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে এডুকেসন বাজেটে যে উদ্দেশ্যে টাকা খরচ হয় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : ছাত্রদের টিউসন ফি বাদ দেবার জন্য যদি ৯ লক্ষ টাকা খরচ হয় তাহলে সেখানে কি করে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়নি সেটা আমি বুঝতে পারছি না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : In answer (b) the Hon'ble Minister has stated that girls reading in secondary schools in rural areas are given free education from class V to VIII. Is it true for only Government schools or Government aided schools ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : For all schools.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : This scheme has been implemented from 1st April, 1958. During the last two years has it been extended to any schools other than rural schools ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : No.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Is there any scheme for that ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : Not at present.

Shri Pabitra Mohan Roy : কোশ্চেন "এ"-তে জানতে চাওয়া হয়েছিল হোয়েদার গভর্ণমেণ্ট হ্যাভ গট অ্যানি স্কীম টু মেক এডুকেসন ফ্রি—এখানে শুধু সেকেণ্ডারীর কথা বলা হয়নি। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হোল যে সেকেণ্ডারী স্কুলের ফ্রম ক্লাশ ফাইভ টু এইট্ কিন্তু ক্লাশ ওয়ান্ টু ফোর কিছু বললেন না কেন সেটা জানতে পারি কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : রুরাল এরিয়ায় দেওয়া আছে।

Shri Pabitra Mohan Roy : সেটা অন্য এরিয়ায়ও ইম্প্লিমেনটেসনের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানতে পারি কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি।

Shri Ramanuj Halder : ২ বছরের মধ্যে এরকম কতগুলো স্কুল স্থাপন করা হয়েছে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : কোন স্কুল স্থাপনের কথা বলিনি।

Shri Ramanuj Halder : কতগুলো স্কুল চলছে জানাবেন কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : কতগুলো চলছে তা' বলা হয়নি। তবে রুরাল এরিয়ায় যে সমস্ত স্কুলে মেয়েরা পড়ছে তাঁদের টিউসন ফি বাদ দেওয়া হয়েছে।

Shri Mihirlal Chatterjee : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে রুরাল এরিয়ায় সেকেণ্ডারীতে যে সমস্ত মেয়েরা ফ্রি-তে পড়ে বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যা কত ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : তাঁদের সংখ্যা জানতে চাইলে নোটিশ দিতে হবে।

Free education for girls up to class eight

***106.** (Admitted question No. *1885.) **Shri Ananga Mohan Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৫৭ সালে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি সরকারী প্রেস-নোটে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন যে, গ্রামাঞ্চলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত বালিকাগণকে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করা হইবে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত ঘোষণা কার্যকরী করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

(২) ইহা কার্যে পরিণত করিতে দেরী হইতেছে কেন, এবং

(৩) কবে হইতে উহা কার্যে পরিণত হইবে ?

Shi Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Panchanandapur Sukia High School, Malda

***107.** (Admitted question No. *383.) **Shri Elias Razi :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that Government have received a representation from the Secretary, Panchanandapur Sukia High School, under Kaliachak police-station in the district of Malda, intimating that due to acute distress and unemployment the students of the said school are not paying their fees for school regularly and the members of the staff are remaining unpaid ; and

(*b*) if so, will the Hon'ble Minister be pleased to consider the desirability of making a special grant for the school ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) : (*a*) A representation was received in the Office of the Board of Secondary Education, West Bengal.

(*b*) The school had no "deficit" in 1956-57. There was some deficit in 1957-58. But no grant was recommended as the result of the School Final Examination for the last two years were unsatisfactory and other conditions laid down for grant-in-aid were also not fulfilled.

Dr. Golam Yazdani : আপনি লিখেছেন যে আদার কণ্ডিসনস্ লেইড ডাউন ফর গ্রাণ্ট-ইন-এইড ওয়েয়ার নট ফুলফিল্ড। মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই আদার কণ্ডিসনগুলি কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : সেগুলো হলো যে হেডমাষ্টার এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হিসেবে যে ধরণের কোয়ালিফাইড লোক নিযুক্ত করা উচিত ছিল তা করা হয়নি।

Dr. Golam Yazdani : আপনি বলেছেন যে রেজাল্টস্ আর আন্স্যাটিস্ফ্যাক্টরী। আমি জানতে চাই যে একথা বলতে আপনি কি বোঝেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : ১৯৫৬ সালে ১৭টি ছাত্র পড়েছিল কিন্তু পাশের সংখ্যা নিল্ এবং ১৯৫৭ সালে ১৭টি ছাত্র পড়েছিল কিন্তু পাশ করেছিল মাত্র ১ জন।

Education facilities to Adibasis of West Dinajpur

*108. (Admitted question No. *1594.) **Shri Basanta Lal Chatterjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় উচ্চ মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সরকার বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন :

(খ) জেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক আদিবাসী বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা কত ;

(গ) ঐ সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা কত :

(ঘ) প্রত্যেক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে কি সাহায্য দেওয়া হয় ; এবং

(ঙ) উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দরিদ্র মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক জনপ্রতি কত সাহায্য করা হয় ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য রাজ্যসরকারের তহবিল হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রদত্ত নিয়মিত (recurring) খরচের হিসাব—

(১) উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়—২৭,৪৬৪ টাকা।

(২) নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়—১,৫৮৫ টাকা।

(খ) এবং (গ) কেবলমাত্র আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্কুল নাই। এই প্রসংগে এতৎসহ উপস্থাপিত "ক" বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(ঘ) এবং (ঙ) এতৎসহ উপস্থাপিত "খ" এবং "গ" বিবরণী দ্রষ্টব্য।

Statement "ক" referred to in reply to clauses (খ) and (গ) of starred question No. 108

	প্রাথমিক বিদ্যালয়।			মাধ্যমিক বিদ্যালয়।		
	স্কুলের সংখ্যা।	ছাত্র- সংখ্যা।	ছাত্রী- সংখ্যা।	স্কুলের সংখ্যা।	ছাত্র- সংখ্যা।	ছাত্রী সংখ্যা।
(১) কেবলমাত্র আদিবাসীদের জন্য স্কুল	....	....	....	....	....	....
(২) আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ স্কুল	১৭৩	৭,৩৬৬	১,৪১২	১	৮৫	....
(৩) আদিবাসী সংখ্যালঘু স্কুল	৭৬	২,৬৭৬	১,২৭৬	৩	১৯২	....

Statement "খ" referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 108

রাজ্যসরকার আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন :
প্রাথমিক বিদ্যালয়—

(১) ডিষ্ট্রিক্ট স্কুলবোর্ড বহির্ভূত এলাকাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মাসিক ২ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। বোর্ড এলাকার স্কুল অবৈতনিক।

(২) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও শ্লেট কিনিবার জন্য জনপ্রতি ১ টাকা হইতে ১৫ টাকা এককালীন সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—

(১) একই শ্রেণীতে একবারের বেশী ফেল করিয়াছে, এরূপ ছাত্র ছাড়া সকলেই স্কুলের বেতনের টাকা পাইয়া থাকে।

(২) যাহারা হোস্টেলে বা মেসে থাকে, তাহাদের গ্রামাঞ্চলে মাসিক ১০ টাকা ও শহরাঞ্চলে মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

(৩) পরীক্ষার ফিস্ ও পাঠ্যপুস্তক কিনিবার জন্য এককালীন ১৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

Statement "গ" referred to in reply to clause (ঙ) of starred question No. 108

(১) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নলিখিত হারে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে :

আই এ—মাসিক ১০ টাকা।

আই এস-সি, বি এ, বি-কম—মাসিক ১৫ টাকা।

বি এস-সি—মাসিক ২০ টাকা।

এম এ, এম এস-সি—মাসিক ২৫ টাকা।

উপযুক্ত বিষয়গুলিতে পাঠরত ছাত্রদের হোস্টেলের খরচ বাবত মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে ১০ মাসের খরচ দিবার ব্যবস্থা আছে।

(২) মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বি টি কলেজ– মাসিক ৫০ টাকা (সর্বসমেত)।

(৩) ওভারসিয়ার ও অনুরূপ কোর্সে—মাসিক ৪০ টাকা (সর্বসমেত)।

(৪) গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌—মাসিক ৩০ টাকা (সর্বসমেত)।

Number of primary schools in West Dinajpur

*109. (Admitted question No. *1591.) **Shri Basanta Lal Chatterjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় মহকুমা হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংখ্যা কত ;

(খ) মহকুমা হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা কত ; এবং

(গ) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে মহকুমা হিসাবে শিক্ষকসংখ্যা কত ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক)—

(১) বালুরঘাট	....	৩৪৪
(২) রায়গঞ্জ	....	৪১২
(৩) বিহার হইতে আগত অঞ্চল	....	২৩৭
মোট	....	৯৯৩

(খ)—

		ছাত্র।	ছাত্রী।
(১) বালুরঘাট	....	১৯,৮৬৯	৭,২৭২
(২) রায়গঞ্জ	....	২১,৩৮০	৮,৬৩৫
(৩) বিহার হইতে আগত অঞ্চল	....	১০,৭৩৬	৩,১৯৯
মোট	....	৫১,৯৮৫	১৯,১০৬

(গ)—

(১) বালুরঘাট	....	৮৭৬
(২) রায়গঞ্জ	....	১,০৪১
(৩) বিহার হইতে আগত অঞ্চল	....	৪০৩
মোট	....	২,৩২০

Expenditure incurred on educational institutions of West Dinajpur

***110.** (Admitted question No. *1589,) **Shri Basanta Lal Chatterjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার গত পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন ;

(খ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাৎসরিক (শিক্ষার খাতে) মোট কত টাকা ব্যয় করা হয় ;

(গ) বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ কলেজের জন্য বাৎসরিক গৃহনির্মাণ ও শিক্ষা খাতে কত ব্যয় করিয়া থাকেন ;

(ঘ) এই জেলার জন্য শিক্ষা খাতে গত পাঁচ বৎসর প্রতি বৎসর মোট কত ব্যয় করিয়াছেন ; এবং

(ঙ) তন্মধ্যে গৃহনির্মাণ ও বাৎসরিক সাহায্য বাবত কত ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক)—

বৎসর।	টাকা।
১৯৫৩-৫৪	.... ৬,৭৭,০০৪
১৯৫৪-৫৫	.... ১০,৪৮,৩৯৪
১৯৫৫-৫৬	.... ১০,৩৬,৩২৭
১৯৫৬-৫৭	.... ১৩,৬৮,৫২৯
১৯৫৭-৫৮	.... ১৪,৯০,৯৯৭

(খ) ১৯৫৭-৫৮ সালে নিম্নলিখিতরূপ টাকা ব্যয় করা হয় :

	বালক।	বালিকা।	মোট।
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২৩,৯৮৩	৮,৬৬৫	১৩২,৬৪৮
উচ্চ বিদ্যালয়	৭৩,১৯৭	১৮,২৭১	৯১,৪৬৮
	১৯৭,১৮০	২৬,৯৩৬	২২৪,১১৬

(গ)—

বালুরঘাট কলেজ

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
প্রত্যক্ষ ব্যয়	.... ১৩,৯০৮	২৫,৭২২	২৬,৩১৭
গৃহনির্মাণ	.... ৪,৯৯২	১৪,৫৫০	৩৮,৫৫০
অন্যান্য (বৃত্তি ইত্যাদি)	.... ৩,৪৮৯	৪,১৩৩	৫,৯১৪
মোট	.... ২২,৩৮৯	৪৪,৪০৫	৭০,৭৮১

রায়গঞ্জ কলেজ

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৭	১৯৫৭-৫৮
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
প্রত্যক্ষ ব্যয়	৭,৪৮৪	৪,৮৬৬	১৭,৬৬১
গৃহনির্মাণ	৩,৩৬২		৪৫,০০০
অন্যান্য (বৃত্তি ইত্যাদি)	৮২৬	১,৯২১	৩,৮৪০
মোট	১১,৭৪২	৬,৭৮৭	৬৬,৫০১

(ঘ)—

বৎসর।	ব্যয়।
	টাকা।
১৯৫৩-৫৪	১১,৭৮,৩০৭
১৯৫৪-৫৫	১৭,৪১,২৯৯
১৯৫৫-৫৬	১৬,৩৮,৬০১
১৯৫৬-৫৭	২০,৮৮,৪৯১
১৯৫৭-৫৮	২৮,২৪,৬৬৬

(ঙ)—

বৎসর।	গৃহনির্মাণ বাবত সাহায্য।	বাৎসরিক।
	টাকা	টাকা।
১৯৫৩-৫৪	১,০৯,৬৮১	৮,২৯,৯৪৪
১৯৫৪-৫৫	৩,৬৬,৮৬১	১২,৫৩,১৩১
১৯৫৫-৫৬	১,৫৩,১৯৯	১১,৬৩,৩০৫
১৯৫৬-৫৭	২,৮০,১৬৬	১৬,০১,৯০০
১৯৫৭-৫৮	৬,৮৮,৮৯৯	১৮,৬৯,০৩৮

Number of girls' high schools

***111.** (Admitted question No. *1572.) **Shri Tarapada Dey :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Departmen be pleased to state—

(ক) পশ্চিমবংগে প্রতি জেলায় কতগুলি অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে এবং সেগুলিতে ছাত্রীসংখ্যা কত ;

(খ) পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা এবং সেগুলির ছাত্রীসংখ্যা কত ;

(গ) ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ পর্যন্ত বৎসর বৎসর কত ছাত্রী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছে এবং দিবে ;

(ঘ) ঐ পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে কতগুলি স্কুলের ছাত্রী এবং কতগুলি প্রাইভেট ;

(ঙ) ইহা কি সত্য যে, প্রাইভেট স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং

(চ) সত্য হইলে, সরকার পল্লী অঞ্চলের প্রাইভেট পরিক্ষার্থিনীদের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra (on behalf of the Minister for Education, the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) "ক" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement "ক" referred to in reply to clause (ক) *of starred question No. 111*

জেলার নাম।	উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা।
(১) বর্ধমান	.... ১৪	৪,৭১০
(২) বীরভূম	.... ৩	১,০৪৯
(৩) বাঁকুড়া	.... ৩	৯৬৬
(৪) মেদিনীপুর	.... ১২	৩,৬০৪
(৫) হাওড়া	.... ২২	৭,১৪৩
(৬) হুগলী	.... ২৩	৭,৭৭০
(৭) চব্বিশপরগনা	... ৬৯	২৫,৩৩৮
(৮) কলিকাতা	.... ১০৬	৪২,৬২৮
(৯) নদীয়া	.... ১২	৫,০৮৪
(১০) মুর্শিদাবাদ	.... ৮	২,১০৫
(১১) পশ্চিম দিনাজপুর	.... ৪	১,৩৬৬
(১২) মালদা	.... ২	৯৫০
(১৩) জলপাইগুড়ি	.... ৬	২,০৬৩
(১৪) দার্জিলিং	.... ৭	২,৩০২
(১৫) কুচবিহার	.... ৩	১,৩০৮
(১৬) পুরুলিয়া	.... ২	৬২৯

(খ) "খ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement "খ" referred to in reply to clause (খ) *of starred question No. 111*

জেলার নাম।	পল্লী অঞ্চলে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা।	ছাত্রীসংখ্যা।
(১) বর্ধমান	৪	৮২৮
(২) বীরভূম		
(৩) বাঁকুড়া		
(৪) মেদিনীপুর	৬	১,১৪০
(৫) হাওড়া	৬	১,২৫৭
(৬) হুগলী	২	৩৮৬
(৭) চব্বিশপরগনা	১৮	৫,২৩৭
(৮) কলিকাতা		
(৯) নদীয়া	২	১,০১৯
(১০) মুর্শিদাবাদ		
(১১) পশ্চিম দিনাজপুর	২	৩০১
(১২) মালদা		
(১৩) জলপাইগুড়ি	১	
(১৪) দার্জিলিং		
(১৫) কুচবিহার		
(১৬) পুরুলিয়া		

(গ) "গ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement "গ", referred to in reply to clause (গ) of starred question No. 111

বৎসর।	ছাত্রীসংখ্যা
১৯৫২	.... ৭,৩৯০
১৯৫৩	.... ৯,০৫৭
১৯৫৪	.... ১২,৫৫০
১৯৫৫	.... ৭,১৯১
১৯৫৬	.... ১৩,১৮৮
১৯৫৭	.... ১৪,৬৭৯
১৯৫৮	.... ২২,৩৪৫

(ঘ) "ঘ" বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement "ঘ" referred to in reply to clause (ঘ) of starred question No. 111

বৎসর।	স্কুলের ছাত্রী।	প্রাইভেট ছাত্রী।
১৯৫২	.... ৩,৭৫৩	৩,৬৩৭
১৯৫৩	.... ৫,২০২	৩,৮৫৫
১৯৫৪	.... ৭,৩০৬	৫,২৪৪
১৯৫৫	.... ৫,৬৫২	১,৫৩৯
১৯৫৬	.... ৭,৫৩৮	৫,৬৫০
১৯৫৭	.... ৭,৬৮৭	৬,৯৯২
১৯৫৮	.... ১০,৬৫৮	১১,৬৮৭

(ঙ) না।

(চ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Shri Tarapada Dey: আপনি খ-প্রশ্নের যেসব বিবরণী দিয়েছেন তাতে বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মালদহ, দার্জিলিং, কুচবিহার, পুরুলিয়া ইত্যাদি সবজায়গার পল্লী অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা দেন নি—এর মানে কি?

Shri Sowrindra Mohon Misra: বীরভূমে বিদ্যালয় নেই, ছাত্রী নেই—ছুটোই নেই।

Shri Tarapada Dey: আপনি ক-এর বিবরনীতে টোটাল দিয়েছেন ২৯৭টা স্কুল-এর খ-এর বিবরনীতে আছে—গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের হাইস্কুল মাত্র ৪১টা। এখন পল্লী অঞ্চলে উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারী কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

Shri Sowrindra Mohon Misra: পল্লী অঞ্চলে উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় যাতে হয় তার জন্য বালকদের যে সাহায্য করা হয় তার চেয়ে মেয়েদের বিদ্যালয়ে বেশী করা হয়। কিছুক্ষণ আগে একজন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন যে আরবান এরিয়ায় কেন ফ্রি করেননি, রুরাল এরিয়ায় কেন ফ্রি করেন নি? আমি তার উত্তরে বলেছি যে ফ্রি এজন্য করা হয়েছে যাতে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন বেশী হয়।

Shri Tarapada Dey : আপনি ক্লাস-VIII পর্যন্ত বলেছেন, কিন্তু টার্মস এণ্ড কণ্ডিসানস্-এর উপর নির্ভর করে ১৯৬০ সালের আগে উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কি ব্যবস্থা ছিল এবং বর্তমানে কি ব্যবস্থা আছে? এছাড়া আর একটা হচ্ছে যে মেয়েদের স্কুল স্থাপনের জন্য যে সব টার্মস এণ্ড কণ্ডিসানস্ আছে সে গুলোর কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা করছেন কি যাতে স্কুল হওয়া সম্ভবপর হয়?

Shri Sowrindra Mohon Misra : উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের যেসব টার্মস এণ্ড কণ্ডিসানস্ আছে তা যারা ফুলফিল করতে পারবে তাদের রেকগনিশান দেওয়া হবে এবং সরকার থেকে আলাদা ভাবে কোন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেই। সুযোগ সুবিধার দিক থেকে বালকদের স্কুলের চেয়ে গার্লস স্কুলই বিল্ডিং গ্রাণ্ট ইত্যাদি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বেশী পায়।

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Tarapada Dey : আমার প্রশ্ন হচ্ছে মেয়ে স্কুল করতে গেলে কি terms and conditions অনুসারে করতে হয়? আগে কি ছিল, বর্তমানে কি হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে কোন সার্কুলার কোন মেয়ে স্কুলে গেছে কিনা?

Shri Sowrindra Mohon Misra : কি terms and conditions?

Mr. Speaker : Your question is all the conditions which were given in the past have been stopped?

Shri Tarapada Dey : Yes, Sir.

Shri Sowrindra Mohon Misra : প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

Shri Tarapada Dey : আগে মেয়ে স্কুলে কি কি সুযোগ সুবিধা ছিল এবং বর্তমানে কি সুযোগ দিয়েছেন বলবেন কি?

Mr. Speaker : It is not possible for him to say that.

Shri Tarapada Dey : He has said no! আপনি কি জানেন যে D. P. I. বর্তমানে যে সার্কুলার দিয়েছেন তাতে গ্রামাঞ্চলে কোন মেয়ে স্কুল করা সম্ভব নয়?

Shri Sowrindra Mohon Misra : আমি অন্ততঃ পক্ষে এ পর্যন্ত জানি যে এ বছরে অনেকগুলি স্কুল recognise করা হয়েছে।

Mr. Speaker : If you are aware of the circular, refer to the number.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আমরা শুনেছিলাম শ্রমমন্ত্রীর কাছে যে ও"র ওখানকার লেবার কমিশনার সব কথা তাঁকে জানান না। এখানেও কি মন্ত্রীমহাশয়কে direct wayতে জানান হয় না?

Mr. Speaker : I do not allow this.

Shri Sowrindra Mohon Misra : এ বছরে অনেকগুলি হাইস্কুল রেকগ্‌নিশান পেতে যাচ্ছে।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : যে সার্কুলারের কথা বললেন সেই সার্কুলারের কথা জানেন কি ?

Mr. Speaker : I asked the honourable member to refer to the circular. He could not say that. Therefore that question does not arise.

Shri Tarapada Dey : ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে D. P. I. থেকে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে হাই স্কুলগুলি মঞ্জুরী করার জন্য যে terms and conditions আছে সেগুলি আপনার জানা আছে কি ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : হাঁ, জানা আছে।

Shri Tarapada Dey : সেই terms and conditions কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : সেগুলি আমি এখন বলতে পারি না।

Shri Tarapada Dey : সেই terms and conditions পূরণ করে বর্তমানে কতগুলি স্কুলকে sanction করেছেন ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : কতগুলি স্কুল বলতে গেলে নোটিস চাই। তবে মাননীয় সভ্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এবছরে অনেকগুলি স্কুল মনোনীত হচ্ছে।

Shri Tarapada Dey : সেগুলি কি আগেকার terms and conditions অনুযায়ী না বর্তমান terms and conditions অনুযায়ী ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : Terms and condition বর্তমানের হবে। ২০ বছর আগে কি ছিল তা কি করে হবে।

Shri Mihirlal Chatterjee : Urban areaতে Government Girls High School প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা !

Shri Sowrindra Mohon Misra : কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত হয়েছে, সাধারণ ক্ষেত্রে হয়নি।

Shri Mihirlal Chatterjee : বাংলাদেশের আরবান এরিয়ার অনেক জায়গাতে বি Government Girls High School করা হয়েছে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : আমি তো বলেছি।

Shri Mihirlal Chatterjee : এপর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট থেকে বাংলাদেশের রুরাল এরিয়া কোথায় Government High School করা হয়নি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : রুরাল এরিয়ার কোথাও করা হয়েছে কিনা জানি না। তবে শুনেছি করা হয়েছে, সেটা ভাল জানি না। নোটিশ দিলে জানাতে পারি।

Shri Mihirlal Chatterjee : আপনি যে উত্তর দিয়েছেন সেই উত্তর দেখলে দেখা যা যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, দার্জিলিং, কুচবিহার এবং পুরুলিয়াতে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নেই.....

Shri Sowrindra Mohan Misra : আবার বলুন।

Shri Mihirlal Chatterjee : বীরভূম, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, কোচবিহার, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এইসমস্ত জেলার পল্লীঅঞ্চলে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার ইনিসিয়েটিভ কি কেবলমাত্র লোকাল পিপল্‌দের নিতে হবে—সরকারের তরফ থেকে কোন ইনিসিয়েটিভ নেয়া হবে না ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : এখনও পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নেই। লোকাল পিপল্ ইনিসিয়েটিভ নিলে সরকার পুরোপুরি সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছেন।

Shri Mihirlal Chatterjee : যখন দেখা যাচ্ছে যে লোকাল পিপল্‌দের তরফ থেকে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে গার্লস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এতগুলো জেলাতে সম্ভবপর হচ্ছে না তখন সরকার তাদের পলিসি চেঞ্জ করে এই কয়টি জেলার রুরাল এরিয়ায় অন্ততঃপক্ষে একটা করে গার্লস্ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করবেন কি ?

Mr. Speaker : That is a request for action.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : উপমন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে বাংলা সরকারের তরফ থেকে ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল যা স্ট্যাটিষ্টিক্স্ সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠানো হয়েছে তাতে লেখা আছে যে ১১ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সেণ্ট পার্সেণ্ট মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

Shri Tarapada Dey : এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট স্টুডেণ্টস্ প্রায় আধাআধি —ইলেভেন ক্লাস কোর্সে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : ক্লাস টেন পর্যন্ত প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে—ইলেভেন ক্লাসে আছে কিনা সেটা সঠিক বলতে পারি না।

Shri Tarapada Dey : ইলেভেন ক্লাস কোর্সে কেউ প্রাইভেটে পরীক্ষা দিচ্ছে কি ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : নোটীশ চাই।

Shri Tarapada Dey : "ঙ" প্রশ্নে আছে "প্রাইভেট স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা", আপনি বলেছেন "না"। প্রাইভেট পরীক্ষা ক্লাস টেন-এ কতদিন আপনারা চালু রাখবেন ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : এখনও পর্যন্ত তো চলছে, কতদিন চলবে তা কি করে বলবো ?

Shri Tarapada Dey : সেটা এখনও ২ বছর কি ৪ বছর চলবে তা বলতে পারেন না ?

Shri Sowrindra Mohon Misra : এসম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয়নি।

Shri Tarapada Dey : তাহলে উপস্থিত ২।১ বছরের মধ্যে বন্ধ করা হচ্ছে না।

Shri Sowrindra Mohon Misra : উপস্থিত বন্ধ করার কোন কথা নেই।

Exclusion of municipal areas from the scope of activities of District and Subdivisional Development Committees

***112.** (Admitted question No. *1827.) **Shri Satyendra Narayan Majumdar :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether any directive has been issued to District and Subdivisional Development Committees to exclude municipal areas from their scope of activities ;

(*b*) if so, what are the reasons for issuing such a directive ; and

(*c*) whether any special consideration has been made about municipal areas which are backward and undeveloped ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : (*a*) No.

(*b*) and (c) Do not arise.

Shri Narendra Nath Sen : Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether Calcutta which is a municipal area falls within the scope of the development projects of the Government ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : In Calcutta there is Calcutta Corporation and if they want to have any development project, they can certainly approach the Government and Government generally help them.

Progress of Local Development Schemes in Midnapore district during 1957-58 and 1958-59

***113.** (Admitted question No. *1938.) **Shri Ananga Mohan Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলায় ১৯৫৭-৫৮ সালে Local Development Scheme এর জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল ও তন্মধ্যে মোট কত টাকা উক্ত সালের মধ্যে খরচ হইয়াছিল ;

(খ) উক্ত সালে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় নাই তাহার মধ্যে কত পরিমাণ ১৯৫৮-৫৯ সালে পৃথক্‌ভাবে মঞ্জুর হইয়াছে ;

(গ) উক্ত জেলার ময়না থানাতে উক্ত scheme-এ ১৯৫৭-৫৮ সালে কত টাকা ও কি কি scheme মঞ্জুর হইয়াছিল ;

(ঘ) ময়না থানার scheme-গুলির কাজ ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে শেষ হইয়াছিল কিনা ;

(ঙ) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি ;

(চ) ময়না থানার অসমাপ্ত কাজগুলি ১৯৫৮-৫৯ সালে পুনর্মঞ্জুর করা হইবে কিনা ; এবং

(ছ) মঞ্জুরীর টাকা পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হইবে কিনা ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) মোট মঞ্জুরীকৃত টাকা—৬,৯৬,৫২১'৫৪ নয়া পয়সা।

মোট খরচ—৫,২৩,২৩১'০১ নয়া পয়সা।

(খ) এ-পর্যন্ত মোট ৮৪,৫২২ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বাকী টাকা যথাসম্ভব সত্বর মঞ্জুর করা হইবে।

(গ) মোট কুড়িটি scheme-এ ২৯,৩৯৮ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণী পৃথকভাবে লাইব্রেরী টেবিলে দেওয়া হইল।

(ঘ) মোট পনেরটি scheme এর কাজ ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে শেষ হইয়াছিল।

(ঙ) প্রয়োজনীয় মালপত্র যথাসময়ে না পাওয়াতে পাঁচটি scheme এর কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

(চ) সমস্ত কাজগুলিই ১৯৫৮-৫৯ সালে পুনর্মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(ছ) অসমাপ্ত কাজের টাকা পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

এটা ১৯৫৮ সালের প্রশ্ন—আজকে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে পুরো সবটাই মঞ্জুর করা হয়েছে।

Shri Ananga Mohan Das : ডেভেলপমেণ্ট স্কীমে কি কি কাজ হয় ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

Progress report of the Durgapur Brick Manufacturing Scheme

***114.** (Admitted question No. *2194.) **Shri Benoy Krishna Chaudhury :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state whether any progress report of the Durgapur Brick Manufacturing Scheme up to 31st March, 1958, has been submitted to Government by the Durgapur Brick Board ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether Government is satisfied that the said report exhibits a correct and true state of affairs of the Brick Board ; and

(*ii*) if not, what steps have been taken by Government against the persons who have been found guilty of malfeasance or misfeasance in regard to the affairs of the Board ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : (*a*) and (*b*) (*i*) Yes.

(*ii*) Does not arise.

3-30—3-40 p.m.]

Shri Narendra Nath Sen : Does this report contain any profit and ss account ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Upto date we have spent Rs. 21 khs and odd out of which Rs. 11 lakhs were spent for capital expenses id the income from selling these bricks was 13 lakhs and odd. If you ily take into account the recurring expenses and the receipt that you t from selling the bricks there will be little profit. If you take into count the capital expenses of the interests and other things it will not much.

Shri Narayan Chowbey : ১১ লক্ষ কিসে খরচ করেছেন বলবেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : In capital expenses such as ilding purpose etc.

National Extension Service Block, Domjur, Howrah

***115.** (Admitted question No. *625) **Shri Tarapada Dey** : Will the on'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to ate how much money has so far been spent by the Government of West ngal towards—

(*a*) the salaries of officers and staff of National Extension Service Block, Domjur, Howrah ;

(*b*) the maintenance of Block Development Officer's office of the said Block ;

(*c*) Government contribution for the development works of Domjur thana executed by Domjur Block Development Officer's office ; and

(*d*) expenses for camps within National Extension Service Block at Domjur ?

The Minister for Community Development and Extension Service he Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) : (*a*) Rs. 68,802 up to 31st March, 58.

(*b*) Rs. 11,834 up to 31st March, 1958.

(*c*) Rs. 51,077 up to 31st March, 1958.

(*d*) Rs. 3,259 up to 31st March, 1958.

Shri Tarapada Dey : এই ১১ হাজার টাকা কি ৬৮ হাজার টাকার মধ্যে included, ও কি salaries of officers এর মধ্যে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : On Salaries of Officers and aff about Rs. 68,000.

Shri Tarapada Dey : এই যে up to 31.3.1958, এটা কত দিন থেকে কতদিনের ।ব ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : From 1.4.56 to 31st March, 1958.

Shri Tarapada Dey : আপনারা কি ৫১ হাজার ৭৭ টাকা ৩ বছরে খরচ করছেন ডোমজুড়ের জন্য ? এই যে expenses for camps within National Extension Service Blocks at Domjur এটা কি ৩ বছরের জন্য ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : দু বছরের জন্য।

Shri Tarapada Dey : এই যে ৩২০০ টাকা খরচ করছেন, এই campগুলি কি এবং কিসের জন্য ?

The Hon'ble Rafiuddin Ahmed : The Camps were for the purpose of training of the teachers of the Primary Schools and College teachers in the development work, in the economic and Social welfare works শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের এবং যে সমস্ত development work ও social work হচ্ছে তা শিক্ষা দিবার জন্য।

Shri Tarapada Dey : এছাড়া অন্য কিছু কি campএ হচ্ছে বলতে পারেন ? এই teacherদের শিক্ষা দেওয়া ছাড়া অন্য কি কি হচ্ছে campএ বলতে পারেন ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : এই যে বললাম—Primary Schools, College Teachersকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, development ও social welfare work শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

Shri Tarapada Dey : আপনি কি জানেন কংগ্রেসকর্মীদের টাকা দিবার জন্য camp হয়েছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : এখবর আমার জানা নাই।

Shri Subodh Banerjee : আমি দুটি প্রশ্ন করবো। এক নম্বর হচ্ছে (c) দেখুন Government Contribution for the development works of Domjur thana executed by Domjur Block Development Officer's Office. এখন এই ৫১,০৭৭ টাকা up to 31st March যা দিয়েছেন does it include the amount given in answer to the question ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : No, that is separate.

Shri Subodh Banerjee : এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি দেখছি Government Contribution 31st March পর্যন্ত ৫১ হাজার আর তার জন্য officerদের মাইনে দিতে হচ্ছে ৬৮ হাজার টাকা আর এগার হাজার টাকা establishment খরচা—অর্থাৎ ৫১ হাজার টাকা Government contribution দেবেন আর ৮০ হাজার টাকা কর্মচারী পোষবার জন্য খরচ হবে—এই নয় কি ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : কর্মচারী পোষবার জন্য মোটেই নয়—block আরম্ভ করলে staff quarters এর জন্য কিছু বাড়ী তৈরী করতে হবে—তার খরচা, তার পরে ৫১ হাজার যেটা দেওয়া হয়েছে এটা শুধু actual development work এর জন্য খরচ হয়েছে।

Shri Subodh Banerjee : আমার কথা বুঝলেন না—আমি permanent expenditure-এর কথা বলছি—আপনার capital expenditure-এর কথা এখানে নেই। আপনি বলেছেন—salaries of officers and staff-এর জন্য ৬৮ হাজার টাকা খরচা করেছেন আর ওই ক'বছর office maintenance খরচা ১১ হাজার টাকা—তাহলে recurring expenditure বছরে পড়ল ৮০ হাজার টাকা। আপনি development work-এর জন্য খরচা করলেন ৫১ হাজার টাকা আর ৫১ হাজার টাকা খরচা করবার জন্য ৮০ হাজার টাকা খরচা করতে হয়েছে কি না ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : ঠিক সে কথা এখানে খাটে না।

Shri Subodh Banerjee : আমার প্রশ্ন হ'ল তাহলে block development work যার main কাজ বলেছেন production বাড়ান বা total development in rural areas সেখানে প্রকৃত development work-এর জন্য যা খরচা হয়েছে total expenditureএর সেটা কতটুকু ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : এটা দিয়েছি ৫ বছরে ১২ লক্ষ টাকা খরচা হবে—এ পর্যন্ত up to 31st May এই খরচা হয়েছে।

Shri Subodh Banerjee : তার মধ্যে 66 percent দেখা যাচ্ছে officersদের মাইনে এবং establishment খরচা লেগেছে।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Extension serviceএর জন্য খরচা লাগবে—এর জন্য officers দরকার, গ্রাম সেবিকা দরকার, village level workers দরকার—এসব জন্যে টাকা খরচা হবে না কি ?

Shri Gobinda Charan Majhi : মন্ত্রীমহাশয় দয়া করে জানাবেন কি ডোমজুড় ব্লক অফিস সরকারী অর্থে প্রস্তুত হয়েছে না কোন ভদ্রলোকের বাড়ী ভাড়া নিয়ে করেছেন।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : এটায় আমি notice চাই।

Domjur Thana N.E S. Block, Howrah district

***116.** (Admitted question No. *1165.) **Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state what is the total allotment for the Domjur (Howrah) Thana N.E.S. Block and what are the expenses in each head of expenditure of the N. E. S. Block ?

The Minister for Community Development and Extension Service (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) : The total allotment for Domjur Develoment Block, which is a Stage I Block, is Rs. 12 lakhs for a period of 5 years from the date of inauguration. As regards expenses under each head a statement is laid on the Library Table.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : আমাদের Development Minister একটা Seminar করেছিলেন তাতে মোটামুটি সিদ্ধান্ত ছিল যে Development Block-এর জন্য যে খরচপত্র হবে সে সম্বন্ধে Advisory Committee চেষ্টা করে কিছু অদলবদল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কোন নোতুন সিদ্ধান্ত হয়েছে না যে heads of expenditure আছে সেটা থাকবে তার মধ্যে যদি কিছু অদলবদল করতে হয় তাই করা হবে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : সেই সিদ্ধান্ত ঠিক আছে।

Shri Shyama Prasanna Bhattacherjee : এখন Advisory Committeeর কিছু অধিকার বেড়েছে কিনা জানাবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Block Development Committee এখন বদলাতে সক্ষম men one head to another ; কিন্তু তার total ঠিক থাকবে এক head থেকে অন্য headএ নিতে পারবে।

Shri Shyama Prasanna Bhattacherjee : তাহলে heads of expenditureএ যে খরচা allot করা হয়েছে সেটা Block Development Committeeর অদলবদল করার ক্ষমতা আছে এটা কি সত্য ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : একটা major headকে আর একটা major head নিতে পারেন না—কিংবা অন্য গ্রাণ্টে roll করাতে পারেন না।

Shri Shyama Prasanna Bhattacherjee : আপনি building expenditure headএ কিংবা এই রকম সেচের ব্যাপার ইত্যাদি যা আছে, সেই headএ অদলবদল করতে পারা যায় কিনা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : না, সেটা পারি না।

[3-40—3-50 p. m.]

Upgrading of Mothabari Junior High School, Malda

40. (Admitted question No. 1947.) **Shri Manoranjan Misra :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মালদহ জেলায় কালিয়াচক থানায় মোথাবাড়ী জুনিয়র হাই স্কুলটি দশম শ্রেণী পর্যন্তে উন্নীত হইয়াছে ;

(খ) অবগত থাকিলে, উক্ত বিদ্যালয়টির (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) মঞ্জুরী দিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

(গ) ইহা কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ের মঞ্জুরীর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন ; এবং

(ঘ) সত্য হইলে কতদিনে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে, এবং মঞ্জুরী পাওয়া না পাইলে, না পাবার কারণ কি ?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) :

(ক) না।

(খ) মঞ্জুরীর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন বিবেচিত হওয়ার পর যথোচিত সিদ্ধান্ত যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে জানান হইবে।

Dr. Golam Yazdani : (খ) এর উত্তরে বলেছেন মঞ্জুরী সরকারের বিবেচনাধীন আছে, এটা হতে কতদিন লাগবে—একটা idea সে সম্বন্ধে দিতে পারেন কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : এই স্কুল গত বছর মঞ্জুরীকৃত হয়ে গেছে।

Technical Training Schools in the State

41. (Admitted question No. 1400.) **Shri Narayan Chobey :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(*a*) what are the number of Technical Training Schools in West Bengal ;

(*b*) how many of such are in the district of Midnapore, and what are the places in the district they are situated ;

(*c*) what are the subjects that are taught in such schools in these districts ;

(*d*) whether Government received any representation from the people of Kharagpur regarding opening of such a school in that town and whether a deputation on behalf of the people of the said town met the Chief Minister for this purpose ; and

(*e*) if so, what Government propose to do for opening of a new Technical School at Kharagpur ?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri) : (*a*) (*i*) Junior Technical Institutions (usually attached to High or Junior High Schools)—Forty-nine.

(*ii*) Junior Technical Schools (Three-Year Certificate Course)—6.

(*iii*) Polytechnics for One-Year Certificate Course—8.

(*iv*) Engineering Institutions for Diploma Courses—13.

(*b*) and (*c*) A statement is laid on the Library Table.

(*d*) Yes.

(*e*) An Engineering Institution for Diploma Courses to cater for the district of Midnapore has already been established at Jhargram. At present there is no proposal for setting up another institution for the district of Midnapore.

Shri Narayan Chobey : আপনি Statement-এ বলছেন যে Polytechnics for one year certificate course আটটা আছে, এই Polytechnics School একটাও মেদিনীপুর জেলায় করা হয় নাই কেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : ঝাড়গ্রামে একটা আছে।

Shri Narayan Chobey : ঝাড়গ্রামে যেটা আছে সেটা হচ্ছে Engineering Institutions for Diploma Courses. চার রকম ব্যাপার আছে—(a) (i) Junior Technical Institutions 49 (ii) Junior Technical Schools, 3-years certificate course—6

(iii) Polytechnics for one-year certificate course—8, এই আটটার মধ্যে একটাও আমাদের ওখানে নেই। এই যে engineering craft etc. শিখাচ্ছেন, কোনটায় এই সমস্ত জিনিষ এক বছরে শিখাচ্ছেন, কোনটায় বা তিন বছরে শিখাচ্ছেন, এই তারতম্যের মানে কি ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : স্কুলে Algebra class VII থেকে class X পর্যন্ত শেখান হয়।

Shri Narayan Chobey : Higher Algebra তো আর স্কুলে পড়ান হয় না, এম-এ ক্লাসের Algebra. তাহলে why of all places Jhargram was selected ? এটা করলেন কেন ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : উপযুক্ত বিবেচনা করে করা হয়েছে। আমাদের খড়্গপুরে বড় একটা Engineering Institute আছে।

Shri Narayan Chobey : আমি খড়্গপুরের কথা বলিনি, আমি বলি ঝাড়গ্রামে এটা করবার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন কি কি কারণে ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : তার কারণ আমি বলতে পারব না।

Shri Narayan Chobey : রাজার বাড়ী বলে তার একটা কারণ ?

Shri Sowrindra Mohan Misra : সেটা কোন কারণ নয়।

Employment of superannuated officers in the Development Department

42. (Admitted question No. 597.) **Shri Ganesh Ghosh :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) the number of superannuated officers employed under the Development Department ;

(*b*) the total amount of salary drawn by them per year ;

(*c*) whether these officers can be replaced by suitable younger men either by promotion or by direct recruitment ; and

(*d*) if the answer to (*c*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the reason thereof ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : (*a*) Eleven.

(*b*) Rs. 36,036.

(*c* and (*d*) These officers were re-employed because of their experience which is essential for the efficiency of the department. Younger officers will take time to gain experience.

Shri Ganesh Ghosh : এখানে superannuated officerদের extension দেবার সময় প্রথমবারে কোন কি speculated period এর জন্য দেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : প্রত্যেকবারই একটা period হিসাব করে দেওয়া হয়।

Shri Ganesh Ghosh : এই ১১ জনের মধ্যে এই period-এ কতবার re-employment পেয়েছেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : এটা জেনে বলতে পারি। কয়েকজন হয়ত ৩।৪ বৎসর ধরে আছেন।

Shri Ganesh Ghosh : আপনি এই department-এ আসবার পর এই super-annuated officerদের কাজ সম্বন্ধে আপনি কোন report দিয়েছেন কি ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Generally আমাদের departmental head, তারা যদি feel করে তাদের কাজের জন্য রাখা দরকার তাহলে এই জিনিষ নিয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের মারফৎ cabinet-এ দেওয়া হয় এবং cabinet convinced হলে sanction করা হয়।

Shri Ganesh Ghosh : Cabinet satisfy হয়েছে, এ পর্যন্ত এ রকম কত case হয়েছে ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : Development department-এ ১১ জন ছিল। আরো ১০ জন হয়েছে।

Shri Mihirlal Chatterjee : এর মধ্যে কয়জন technical worker এবং কয়জন non-technical worker আছে ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : ৪ জন technical আছে।

Electrification of Subdivisional Civil Court Buildings of Contai

43. (Admitted question No. 1994.) **Shri Natendra Nath Das :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that the Courts and other Government Buildings of Contai Town are not being supplied with electric power ;

(*b*) if so, the reasons therefor ; and

(*c*) whether Government consider the desirability of extending the period of power supply from 10 a.m. to 2 a.m. in view of the local demand ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : (*a*) and (*b*) some twelve Government buildings at Contai are being supplied with electric power from the Contai Electric Supply. As no proposal for electrification of the Civil Court Buildings or the Subdivisional Office, Contai, was received by the State Electricity Board, the question of electrification of those buildings does not arise.

(*c*) Supply hours have been extended from 10 a.m. to 1 a.m. of the following day with effect from the 1st July, 1958. The load demand does not justify any further increase in the supply hours for the present.

Establishment of National Extension Service Block in Tarakeswar police-station

44. (Admitted question No. 2302.) **Shri Dasarathi Tah :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) হুগলী জেলায় তারকেশ্বর থানায় জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা ;

(খ) হইলে, কতদিনে হইবে ; এবং

(গ) তারকেশ্বরের ন্যায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও জনবহুল স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্বের হেতু কি ?

The Minister f or Community Development and Extension Service The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) সঠিক বলা যায় না। তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত থানায় পল্লী-অঞ্চলে উন্নয়ন ব্লক প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(গ) সাধারণত ব্লক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনগ্রসর পল্লী-অঞ্চলকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

Employment position in N. E. S. Block, Domjur, Howrah Distric

45. (Admitted question No. 1620.) **Shri Tarapada Dey :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ডোমজুড় থানায় (হাওড়া) এন ই এস ব্লক অফিস ঐ এলাকার বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকসংখ্যার হিসাব রাখেন ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই এলাকায় দর্জি, তন্তুজীবী, কৃষক, পানচাষী, ভাগচাষী, দিনমজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারসংখ্যা এবং লোকসংখ্যা কত,

(২) দর্জি ও তন্তুজীবীদের মাথাপিছু দৈনিক গড় আয় কত,

(৩) ভাগচাষী ও দিনমজুররা বৎসরে কতদিন কাজ পান না,

(৪) প্রাপ্তবয়স্ক মধ্যবিত্তদের কতজন বেকার,

(৫) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের জীবিকা-সংস্থানের কি সরকারী পরিকল্পনা আছে,

(৬) ঐ থানায় এন ই এস ব্লক গঠিত হইবার পর কোন্ শ্রেণীর কত লোকের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং

(৭) এই ব্লকের জন্য বৎসর বৎসর কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে বৎসরে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

The Minister for Community Development and Extension Service (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১)—

শ্রেণী।		পরিবারসংখ্যা।	লোকসংখ্যা।
দর্জি	....	১,১৭৫	৪,৬৯০
তন্তুজীবী	....	৬০০	৩,০০০
কৃষক	....	৬,৪১৭	৩২,০৮৫
পানচাষী	....	৫০০	২,৫০০
ভাগচাষী	...	৩,৬৮৪	১১,০৫২
দিনমজুর	...	৬,০৮০	৩০,৪০০
মধ্যবিত্ত	...	৩,৯৫১	১৯,৭৫৫

(২) দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা।

(৩) বৎসরে প্রায় তিন মাস।

(৪) হিসাব রাখা হয় না।

(৫) চাষী ও কারিকরগণের জীবিকা-সংস্থানের সহায়তাকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা আছে ;

(ক) ভূমিসংস্কার ঋণ, সেচঋণ এবং শিল্পঋণ দেওয়া ;

(খ) উন্নত ধরনের বীজ, সার ও হাঁস-মুরগী বিতরণ ;

(গ) কর্ম-সাহায্য (টেস্ট রিলিফ) দেওয়া।

(৬) শ্রেণীগতভাবে সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে।

(৭) ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ বৎসরে যথাক্রমে ৬৮,৮১১ ও ১,১৪,৯৯৯ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। উক্ত বৎসরদ্বয়ের খরচ যথাক্রমে ৪১,৮৬১ ও ৮৯,৮৫২ টাকা হইয়াছিল।

Shri Tarapada Dey : এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন বৎসরে প্রায় ৩ মাস ভাগচাষীরা কাজ পায় না। তাহলে এই যে ৯ মাস কাজ পায় না সেই সময় তাদের কাজ দেবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : কোন ব্যবস্থা নেই।

Shri Tarapada Dey : এখানে আপনি বলেছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক মধ্যবিত্ত বেকারদের কোন হিসাব রাখা হয় না। এই হিসাব রাখবার কোন পরিকল্পনা সরকার করছেন কিনা ?

The Hon'ble Dr Rafiuddin Ahmed : এখন পর্যন্ত রাখা হয়নি। তবে এখন বলেছি এটা রাখবার জন্য।

Shri Tarapada Dey : আপনি এইমাত্র বলেছেন ৩নং প্রশ্নে যে ৩ মাস কাজ পায় না ও তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা নেই। আবার ৫নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'চাষী ও কারিকরগণের জীবিকা সংস্থানের সহায়তাকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা আছে" এবং বলেছেন test relief এর কাজ দেওয়া হয়। তাহলে একবার বলছেন কাজ দেওয়া হয় না, আবার বলছেন test relief এর কাজ দেওয়া হয়, এর মধ্যে কোনটা সত্য ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : আপনার প্রশ্ন ছিল কাজ দেওয়া হয় কিনা। তাতে, তাদের আমাদের department থেকে কোন কাজ দেবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু test relief এর কাজ হয়।

Shri Tarapada Dey : এখানে দিনমজুর ও ভাগচাষীর হিসাব দিয়েছেন ৪০ হাজার ও ১০ হাজার পরিবার। তাদের কি রকম হারে test relief দেওয়া হয় ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Relief department-এ test relief-এর যে নিয়ম আছে, সেই হিসাবেই দেওয়া হয়।

Shri Tarapada Dey : ভূমিসংস্কার ঋণ, সেচ ঋণ এবং শিল্প ঋণ, কি পরিমাণ দেওয়া হয়েছে এই ডোমজুরে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : 667 maunds of improved seeds, 19,077 maunds of fertilisers, 1,860 Nos. of fuel plants and 5,042 Nos. of fruit plants have been distributed and 1,649 Nos. of compost pits have been dug. 2,169 agricultural demonstrations were held. 1,531 Nos. of animals were treated. Net area brought under irrigation was 2,136 acres. 147 rural latrines, 28,146 yards of drains, 73 drinking water wells have been constructed and 16 wells renovated. 43 Nos. of adult social education centres have been organised. 1,878 adults have been made literate, 12 Mahila Samitis with 300 members have been organised. 11 miles of kutcha road and 122 Nos. of culverts have been constructed. 60 miles of existing roads have been improved. Peoples' contribution (in labour) in the Block is Rs. 76,450/-.

[3-50—4 p. m.]

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : ভাগচাষী ও দিনমজুরের যে সংখ্যা দিয়েছেন, Block Development এর কাজের মধ্য দিয়ে এদের অবস্থার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে বা সেজন্য কোন পরিকল্পনা আছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : পরিকল্পনা আছে, আমার মনে হয় উন্নতির সম্ভাবনা আছে ?

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : কি পরিকল্পনা আছে বলবেন কি ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Block Development এর দ্বারা আমরা চেষ্টা করছি যাতে তারা জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে ; Cottage industryর যেমন basket ইত্যাদি তৈরী করে, নিজের হাতে কাজ করে দুটো পয়সা বেশী পেতে পারে।

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : বাংলাদেশে ক্ষেতমজুর, ৩০.৩১ লক্ষ ভাগচাষী—এই করে তাদের সমস্যার সমাধান হবে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : আমাদের উদ্দেশ্য হল যাতে তারা cottage industry এবং handicrafts এর মাধ্যমে কিছু বেশী জীবিকার্জন করতে পারে।

Shri Tarapada Dey : আপনি কোন লোকের নাম বলতে পারেন যাদের এইভাবে জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : নাম বলতে পারব না।

Shri Tarapada Dey : সংখ্যাই বলুন না ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : আমি তো এখানে অনেক তালিকা দিয়েছি, সংখ্যা আমার কাছে নাই।

Shri Tarapada Dey : Block Development এর মারফৎ জীবিকার সংস্থান করতে পেরেছে এরকম কোন সংখ্যা আপনার কাছে নাই ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : না।

Shri Tarapada Dey : যে টাকা মঞ্জুর করেছেন ১৯৫৬।৫৭ সালে খরচ তার চেয়ে কম হল কেন ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : কম হবার কারণ—একটা capital আমাদের হাতে থাকা দরকার, actually খরচ কম হয়নি।

Shri Tarapada Dey : Public contribution কি দিতে হয় ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Public contribution যদি ১০ টাকা হয়, আমরা Block Development থেকে ১০ টাকা দিই।

Shri Tarapada Dey : দিনমজুর, ভাগচাষী এইসব লোকের কোনপ্রকার জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা আছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Cottage industry আছে, যারা খুব দুঃস্থ, তাদের জন্য test relief এর ব্যবস্থা আছে।

Shri Tarapada Dey : Cottage industry বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থা আছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Cottage industry ও handicrafts ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই।

Shri Gobardhan Majhi : এ কথা কি সত্য যে, Block Development Officeগুলি development work এর জন্য যে টাকা পান তার financial sanction সুরু হয় মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে যার জন্য টাকা পড়ে আছে ?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : এটা কিছুটা সত্য, এটা সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে।

Mr. Speaker : Questions over.

Ruling of Mr. Speaker on the point of privilege raised by Dr. Ranendra Nath Sen.

Mr. Speaker : A point of privilege was raised by Dr. Ranendra Nath Sen whether a paper quoted is to be laid on the table or not. I have given my written ruling today.

RULING OF MR. SPEAKER ON THE POINT OF PRIVILEGE RAISED WHETHER PAPER QUOTED IS TO BE LAID ON THE TABLE

Hon'ble Members will please remember that I had assured the House that I would consider the point raised by several members as to what should be the principle and procedure to be followed in this House as regards citing documents. In this connection before I express my opinion I would like to state the rule or the principle which is being followed in the House of Commons or in the Lok Sabha. A minister in the House of Commons is not at liberty to read or quote from a despatch or other State papers not before the House, unless he be prepared to lay it upon the Table. This is a principle deduced from the practice of production of documents in a Court of Law. Court prevents counsel from citing documents which have not been produced in evidence. The principle, as May says, is so reasonable that it has not been contested and when an objection has been taken **in time**, (I would like the Hon'ble Members to refer to the word 'in time'), it has been generally acquiesced in. It is, therefore, admitted that a document which has been cited ought to be laid upon the Table of the House, if it can be done without injury to the public interest. But when a Minister summarizes a correspondence, but does not actually quote from it, he is not bound to lay it. But this rule does not apply to private letters or memoranda There is also another exception to this rule, i.e., Members not connected with government can cite documents in their possession—both public and private—without laying them on the Table. The Lok Sabha has embodied this very principle as enunciated by May in its rules 368 and 369. The rules may be quoted **in extenso** :—

"Rule 368 –If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

Rule 369—(1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it.

(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered public."

Now, turning to the precedents of this House, if any, I may inform the Hon'ble Members that this salient principle has been accepted by this House (vide Proceedings dated 25th August, 1955 Vol. XII-No. 1, pp. 599-600). As the Members did not object in time, I could not request the Hon'ble Minister for laying the document. Srimati Maya Banerjee had quoted from May, 16th Edition, p. 461. I am sorry to say that she has confused the issue. The letter in question could not be said to be a private letter or a memorandum—so her contention fails. However, in

conclusion I would like to observe that the rules of Lok Sabha which embody a good principle of debate followed in the House of Commons may be followed here. I am glad to inform the House that the Rule-making Committee has already accepted the principle and has embodied it in the draft rules which will be placed before this House for approva

Implementation of Cotton Textile Wage Board recommendation

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, the Government of India appointed a Central Wage Board for the Cotton Textile Industry in March 1957 with terms of reference to determine the categories of employees who should be brought within the scope of the proposed wage fixation and to work out a wage structure based on the principles of fair wages as set forth in the report of the Committee on fair wages. In addition to considerations relating to fair wages, the Board was also asked to take into account the needs of the industry in a developing economy, the requirements of social justice, the need for adjusting wage differentials so as to provide incentives to workers and the system of payment by results.

The Board studied all aspects of wage fixation in this important industry for more than two years and submitted their unanimous recommendations to Government in December 1959. Government of India vide resolution dated the 2nd March 1960—accepted the recommendations of the Board and requested the employers and workers and State Government to take steps to implement the unanimous recommendations of the Wage Board. Government of India also stated that in view of the agreed conclusion reached between the representatives and workers and employers on the Board all parties concerned were expected to show a spirit of accommodation in interpretins the recommendations and difficulties by direct discussions, if necessary, with the assistance of the State Governments.

The main recommendations of the Board are immediate increases in wages to a certain extent, speeding up of the process of rationalisation and modernisation with the assistance of Government, if necessary, merger of dearness allowance with basic wages and linking up of dearness allowance with the cost of living index etc. In making these recommendations so far as this region is concerned, the Board took into consideration the Second Omnibus Tribunal Award on Cotton Textile in West Bengal. The wage structure evolved by the Omnibus Tribunal has been modified by the Board on the basis of certain principles which are as follows.

[4—4-10 p.m.]

The standard of living of a worker should not in any case go beyond 1939 level when fair wages and need-based wages cannot be paid thereby implying that the rise in the cost of living should be fully neutralised and dearness allowance should be accordingly flexible. The Board also took into consideration the fact that the industry has an assured future in view of expanding economy and increase in levels of national income that the

industry passes on any increase in production costs to consumers and that large profits made during the war years and in the post-war period have not been ploughed back into the industry for the improvement of plants and equipments.

Government of West Bengal have these recommendations under study but they share the same anxiety as of the Government of India to ensure early implementation of these recommendations specially because they represent agreed conclusions of the representatives of the employers and the workers in the Board. These recommendations do not have the force of law but I take it that it makes it all the more our responsibility to ensure their prompt implementation. The Wage Board approach to the question of wage fixation is part of the policy adopted by the Government of India under the Second Five Year Plan and the success of this policy will depend on the voluntary discharge of obligations implied in this approach by the parties concerned. I have had discussions separately with the parties and I propose to have a joint discussion soon with a view to resolving any difficulty that may yet remain in the way of full implementation of these recommendations.

Thank you, Sir.

Shri Deben Sen : When is the discussion going to take place ?

Mr. Speaker : You know that ; why put a question like that ?

Objectionable publishing in the monthly magazine "Prediction"

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani : With your permission, Sir, I wanted to draw the attention of the Hon'ble Chief Minister to a very serious situation. Unfortunately he is not here but I hope, Sir, through you I will be able to convey to him this important message.

Just before coming to the Assembly some young men came to me in a very agitated frame of mind and showed me this little monthly magazine which is on sale in the stalls and footpath of Chowringhee, New Market and railway platform. It is called 'Prediction' and this is an international edition. This is the March issue. It is published by the Bazar Exchange, 24 Stores, London, W.C. 1. It has got an article called "Five other faiths" which gives three pictures – one is of Buddha, the other is of Krishna and the third is of Prophet Muhammad. You know, Sir, Muslims are very, very sensitive on this point. Previously there had been serious riots on this issue. I hope the Hon'ble Chief Minister should immediately issue orders to seize this edition of the pamphlet all over the State and ban it and when he comes to the Assembly today I hope he will make a statement here so that the sentiments of the Muslims may be allayed.

Mr. Speaker : Please lay the pamphlet here.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : We will make an enquiry and find out who the publishers are and take necessary steps.

GOVERNMENT BILL

The Kalyani University Bill, 1960.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিল আমাদের এখানে এসেছে এবং তা' নিয়ে গতকাল থেকে নানা রকম আলোচনা লছে। আমরা খুবই আশা করেছিলাম যে এই বিল ইণ্ট্রোডিউস করার সময় আমাদের শিক্ষা-ন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আরও কিছু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনব এবং তা' ছাড়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সুন্দর ছবি পাব এবং তার কি ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বা কি উদ্দেশ্যে এটা তৈরী করা হচ্ছে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ভাল করে শুনব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তিনি এই সমস্ত দিক থেকেই আমাদের নিরাশ করেছেন। ষ্টেট্‌মেণ্ট অব অবজেক্টস্ এ্যাণ্ড রিসন্‌স এর যে রিডিং কালকে এখানে তিনি করলেন সেটা না করলেও চলত কারণ বিল যখন সার্কুলেটেড হয়েছে তখন যদি উনি বলতেন য ইণ্ট্রোডাক্‌সনে কিছু বলব না—আলোচনা করা হোক তাহলে আরও কিছুটা সময় সংক্ষেপ করা যত। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে ওঁর কি সন্দেহ হয়েছিল যে যদি এবিষয় কিছু বেফাঁস থা বলে ফেলে তাহলে মুস্‌কিল হবে এবং discretion is the better part of valour তাই তিনি চুপচাপ করে যেটা লেখা আছে বা যেটা ক্যাবিনেটে পাশ হয়েছে সেটাই পড়ে গেলেন এবং পরপক্ষে নিজস্ব অরিজিনালিটি কিছু না দেখিয়ে আমাদের নিরাশ করলেন। মাননীয় স্পীকার হাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যদি শিক্ষাবিস্তারের সুযোগসুবিধা দ্ধি হয় তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় বিল যা হয়েছে তার জনক হচ্ছেন আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ক্যালকাটা উনিভারসিটি অ্যাক্‌ট যেটা হয় সেটা হোল তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান এবং প্রথমপক্ষের সন্তান এই-জন্যই বলছি কেননা মাঝখানে এই এ্যাসেম্বলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চলে গিয়েছিল। তারপর বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল হোল তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান এবং এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিল হোল তাঁর তীয় সন্তান। তবে যাদবপুর ইউনিভারসিটি তাঁর নেতৃত্বে হয়নি—কেননা তখন তিনি ছিলেন না—বে সেটাও এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতৃত্বেই হয়েছে। যা হোক্, আমি দেখলাম যে মাথা না াকলেও তাঁর পিতৃত্বের বা জনকত্বের ইভোলিউসন ঠিকমতই হচ্ছে, অর্থাৎ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল যখন এল তখন আমরা দেখলাম যে কোলকাতা ইউনিভারসিটির প্রায় ১৫০ জন সিনেট ম্বারের মধ্যে ১৪ জন এক্স-অফিসিও রয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ক্যাল: ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রায় ১০০ শিক্ষক প্রতিনিধি বা শিক্ষা ক্রান্ত লোক আছেন এবং যারা নোমিনেসানে আসেন তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষাবিদও আছেন -আবার কিছুকিছু প্র্যাকটিক্যালি কোলের মণির মতন শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টই নন। আপনি ্যাল: ইউনিভারসিটির য়্যাটেনডেন্স রেজিষ্ট্রার যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে চ্যান্সেলার যাদের মিনেট করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন মেম্বার আছেন যারা শিক্ষা সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্টেড নন, একদিনও ্যাটেণ্ড করেননি। এইরকম সেখানে হচ্ছে। বর্দ্ধমান ইউনিভারসিটি এবং কল্যাণী ইউনিভারসিটি থেকে তো শিক্ষকদের মেজে উঠিয়ে দেওয়া হল। বর্দ্ধমান ইউনিভারসিটিতে ৩১ জন মেম্বারের ধ্যে ৩ জন মাত্র শিক্ষক প্রতিনিধি। কল্যাণী ইউনিভারসিটিতে ১৮ জন মেম্বার হবেন—মনে হচ্ছে ২ জন মাত্র শিক্ষক প্রতিনিধি সেখানে থাকবেন। আমাদের যিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি চান না যে শ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুব বেশী শিক্ষক প্রতিনিধি ঢোকে। সেজন্য বলছি যে বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে বিশ্বের বিদ্যালয় এই সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই বিল আনছেন। আমি বামপন্থীদের কথা এ-য়ে বলব না। তাঁদেরই কংগ্রেসের বড় বড় লোক যেমন সি. ডি. দেশমুখ, সেণ্ট্রাল মিনিষ্টার

ডাঃ শ্রীমালী ইত্যাদিকে এবিষয় কি মত সেকথা পরে বলব। কিন্তু শিক্ষকদের সম্বন্ধে তাঁর এইরকম ব্যবহার করার কারণ আমি বুঝতে পারি না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে কিছুদিন পূর্বে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় বঙ্গ-বিহার মার্জার ঢুকেছিল। সেই মার্জার ঢোকবার পর ক্যাল: ইউনিভারসিটির সিনেটে যে ২০ জন চ্যান্সেলারের নমিনি আছেন তাঁদের দ্বারা মন্ত্রীমহল থেকে টেলিফোনযোগে বঙ্গ বিহার মার্জার প্রস্তাবটা সিনেটের দ্বারা পাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা জনকয়েক বন্ধুদের কাছ থেকে এটা শুনেছিলাম।

[4-10—4-20 p.m.]

হয়ত তারা ভাবছিলেন যে টেলিফোন করে কোন লাভ নেই, চুপচাপ থাক। এমন বহু কেস করা হয়েছিল—মুখ্যমন্ত্রী মার্জার পাশ করাতে পারেননি। তারপর থেকে আমরা দেখছি ইউ-নিভারসিটি সম্বন্ধে একটা ফ্যাসিষ্ট এ্যাটিচিউড এই ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের হয়েছে অর্থাৎ তারা বুঝেছিলেন যে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে যে অর্ডার, বিহেষ্ট যায় তা ইউনিভারসিটি মাথা পেতে নেয় না। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেখানে যে ১৮০ জনের মধ্যে ১ শো জন শিক্ষক আছেন তাঁদের আত্মসম্মান আছে, তাঁদের বিবেচনা বুদ্ধি আছে, তাঁদের মেরুদণ্ড আছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানেতে সুবিধা হবে না, তাই বশংবদদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হোক তাতে বিশ্ববিদ্যালয় হোক আর বিশ্বের বিদ্যা লয় হোক এতে কিছু এসে যায় না। কালকে তিনি বক্তৃতা দিলেন না, আমার মনে হয় তাঁর মনে মাঝে মাঝে moral scruples জাগে, তিনি অসহায়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে হোক, কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কল্যাণীকে পপুলার করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। আমরা শুনেছি সেখানকার ল্যাণ্ড এর যা অবস্থা তাতে স্পেকুলেশানে শেয়ারের দাম পড়ে গেছে, ১০ থেকে ২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তার দাম তুলতে হবে। সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন করা হয়েছিল—Sen Raleighর যে workshop হচ্ছে সেখানে finance corporation থেকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে কল্যাণীতে কারখানা করতে হবে তবে টাকা পাওয়া যাবে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় করবার প্রয়োজন হয়েছে—বর্ধমান ইউনিভার্সিটি করা হয়েছিল, সেখানে রেসিডেন্সিয়াল করা হয়নি কিন্তু কল্যাণীতে রেসিডেন্সিয়াল করা হচ্ছে। সেখানে বাড়ী পড়ে আছে, ফাটল ধরেছে. এমনকি যে বাড়ীতে পণ্ডিত নেহেরু ঢুকেছিলেন সেই বাড়ীর ছাদ দিয়ে হুড় হুড় করে জল পড়ায় তাঁকে গঙ্গা স্নান করতে হয়েছিল। কল্যাণীতে জমির দর বাড়াতে হবে, সেখানে যদি ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে জমির দর বাড়বে, সেখানে বিড়ি, সিগারেটের দোকান হবে যাতে ছাত্র এবং প্রফেসররা এক সঙ্গে সিগারেট বিড়ি খেতে পারে এবং কল্যাণীতে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করতে হবে, না করলে চলছে না। আমরা রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে নই কারণ, আমরা জানি গুরুগৃহে যখন শিষ্যরা টোলে থাকত তখন সেটা রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি, সেখানে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকত। Socio-economic environment should be in keeping with the situation of the country, আমাদের এখানে বর্তমানে হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংএর এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে এখনও অনেকে আছেন যাঁদের নিকট অক্সফোর্ড, কেমব্রীজ আদর্শ। আজকাল হার্ভাড এবং ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ আমাদের anti-podist uncle sham আমেরিকাকে না ফলো করতে পারলে আর এডুকেশান হচ্ছে না। আমি একটা লোকের কথা বলছি, তিনি হচ্ছেন প্রফেসার সিজারিষ্ট। তাঁর University on the Cross Roads বইখানা মন্ত্রীমহাশয় পড়েছিলেন কিনা জানি না। তিনি কমিউনিষ্ট নন, তিনি একজন আমেরিকান প্রফেসার—প্রফেসার অব হিষ্ট্রি অব মেডিসিন। যদি বইখানা চান, কালকে এনে দেব, তাতে দেখবেন এডুকেশান তৈরি করলে হয় না, ছাপ মারলে পর ইঁটের মত ফরমায়

ফেলে হয় না, এডুকেশান তৈরি করতে হলে দেশে socio-economics কি আছে সেটা দেখে করতে হয়। তা না করলে সে এডুকেশান এডুকেশান নয়—ঐ বিলাতী আমড়া, বিলাতী কুমড়ার মত তা বিলাতী হয়, তাতে আমাদের দেশের কোন উপকার হয় না। কল্যাণীতে ইউনিভার্সিটি করা হচ্ছে হোক, কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল করার মত অবস্থা এখনও ভারতবর্ষে আসেনি। আপনারা চীনের মত রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করতে পারেন? এটা আমার মত নয়, এটা ভাইস-চ্যান্সেলারদের মত। Vice-chancellors' conference on the 1st August 1957 বলে একটা বই লাইব্রেরীতে আছে, তাতে Vice-chancellorরা এই মত প্রকাশ করেছেন—জানি না মন্ত্রীমহাশয় এইসব বই পড়েন কিনা, পড়লে এইরকম ইউনিভার্সিটি বিল আনতে তাঁর লজ্জা হত। সেখানে C. P. Ramaswamy, C. D. Deshmukh, Lakshmanswamy Mudaliar, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির Vice-chancellor ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় স্বর্গত ডাঃ জ্ঞান ঘোষ ছিলেন। সেখানে তাঁরা বলেছেন চীনেতে যে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করা হয়েছে সেখানে তাদের এক পয়সা খরচ করতে হয় না। সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ করছেন, সোসালিজম করছেন, কিন্তু সোসালিজম করতে গেলে যা করতে হয় তা করছেন না। তাই আমি বলছিলাম কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যে সোসালিজমের আদর্শ স্থাপন করতে চান সেটা হচ্ছে বড় মানুষদের ডোষালিজম এবং গরীবদের চোষালিজম। এই দুটোর মিশ্রণে যদি কংগ্রেসের সোসালিজম হয় তাহলে তারা সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ করছেন। আমরা দেখছি যে মাল্টিপার্পাস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের মত কল্যাণীতে মাল্টিপার্পাস ইউনিভার্সিটি করছেন কিন্তু এর পার্পাজ য়্যাকাডেমিক নয়। এর পার্পাজ হচ্ছে কল্যাণী ডেভেলপমেণ্ট, ল্যাণ্ডের দাম বাড়ানো, বাড়িয়ে কতকগুলি লোককে কিছু টাকা পাইয়ে দেয়া এবং কিছুকিছু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেকে কোণঠাসা করে তাদের লেখাপড়া না শিখতে দেয়া। ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার এবং প্রফিটিয়ারদের ছেলেরা টাকা পয়সা দিয়ে এই রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটিতে থাকতে পারবে—তাঁদের গর্দভসন্তানও যদি হয় তাহলেও তাদের অপারচুনিটি দেয়া হবে পড়বার কিন্তু গরীবের ট্যালেণ্টেড ছেলেকে সেই সুযোগ দেয়া যাবে না; কারণ আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন না এবং তা যদি না করেন তাহলে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি ৪টা ফ্যাসান হতে পারে, বালিগঞ্জ ষ্টাইলের হয়ত গয়না হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের উপকারের কোন মিলি এটা হবে না। আপনি দেখুন স্যার, বর্দ্ধমান ইউনিভার্সিটির সময় রেসি-ডেন্সিয়ালের কথা আসেনি, সেখানে হয়েছিল কি—বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ীটা পাওয়া গেছে অতএব ইউনিভার্সিটি তৈরী হোক্। কল্যাণীতে বাড়ীগুলি পড়ে আছে, ফেটেফুটে যাচ্ছে, কেউ সেখানে যাচ্ছে না। অতএব একটা রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যেসকল নীতি চলে সেইসব নীতির মালিক হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী—এটা আপনিও জানেন, আমরাও সকলে জানি কিন্তু তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে ১৯৫৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কনভোকেসন য়্যাড্রেসে যেকথা বলেছিলেন তাতে অবশ্য কল্যাণীর আভাষ একটু তিনি দিয়েছিলেন। সেখানে রুরাল ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন the logical solution of this problem is to have a net-work of Rural Universities for higher education in rural areas.

অবশ্য এখানে কল্যাণীতে একটা হচ্ছে। তারপর তিনি বলছেন the result is that the abler students in the villages tend to drift to towns.

তিনি বলছেন সেই উনিভার্সিটি রুরালে না হয় পরে যদি সহর হয় তবে ভিলেজের ছেলেরা এখানে চলে আসছে এবং তারজন্য কি হচ্ছে।

'We have noticed in West Bengal, for instance, that this move has resulted in the urban colleges being over-crowded while the villages are being deprived of all persons of initiative and ability who are the natural village leaders and thus the condition of the villages has progressively deteriorated'.

খুব ভাল কথা বলেছিলেন এবং আর একটা কথা বলেছেন এটা করলে পর কি হবে there will be less of over-crowding in the urban institutions.

খুব ভাল কথা কিন্তু কল্যাণীতেই উনিভার্সিটি করে ওভারক্রাউডিং কমাবেন ? যে জুরিস্‌ডিকসন করেছেন সেই জুরিস্‌ডিকসনের মধ্যে কতকগুলি কলেজ আছে এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নান উইণ্ডি একথা বলেছেন। বর্ধমানের বেলায় কতকগুলি ডিষ্ট্রিক্ট দিয়েছেন, ভাল কাজ করেছেন কিন্তু বোঝাতো কমছে না। যারা জমির মালিক তাদের হয়ত কিছু সুবিধা হবে এবং আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী এখানে এত টাকা ইনভেষ্ট করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এর কোন খবর রাখেন না কেন, কেন তিনি আজ ব্যয়ভার লাঘব করার চেষ্টা করছেন ? তারপর তিনি বলছেন—

'By having a Rural Institute for Education, the students in the rural areas will stay in or near their homes and in natural healthy surroundings.'

তিনি এখানে বলেছেন যে তারা বাড়ীতে বসেও পড়তে পারবে একথা বিধানবাবুর স্পীচে আছে কিন্তু আজকে এখানে রেসিডেনিসয়াল ইউনিভার্সিটি করার জন্য বিল আনা হয়েছে। গরীবের ছেলে পান্তাভাত আর আলুসিদ্ধ খেয়ে যদি লেখাপড়া করতে পারে—তাহলে তাদের দরকার গলা টিপে ম্যাওয়া খাইয়ে হোস্টেলে রাখার কি প্রয়োজন ? এর পরতো তাদের বাবার পকেট মারতে হবে। তারপরে তিনি বলছেন—

'Then again, if they remain in their own homes and receive education in normal surroundings, it would help in the development of their physical and moral life.'

এটা কি ইউনিভার্সিটির ফর-এ বলেছেন, না এগনেষ্টে বলেছেন ? আপনারা পল্লীগ্রামের ছেলেদের নিয়ে এসে কল্যাণীতে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটিতে রাখবেন, তারপর সে ভাল ভাল সিগারেট চড়াবে, সিনেমা দেখবে - এই ভাবে তার সোসাল সারাউণ্ডিংস ভেঙ্গে ছেড়ে দেবেন এবং he will be come a misfit for his village life.

একথা কি বিধানবাবুর স্পীচে ছিল ? কোথা থেকে এসব দুষ্ট বুদ্ধি আসে ? বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করার বিরুদ্ধে আমরা কোন কথা বলি না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করে বিশ্বের বিদ্যাকে লয় করছেন কেন, কেন তাকে সংহার করছেন দেশের এই সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং কেন আপনারা ভিলেজ লাইফকে প্রসটিটিউটেড্ করছেন—বিধানবাবুর বক্তৃতার মধ্যে তো সেকথা ছিল না। লক্ষ্ণৌ-এ ১৯৫৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কনভোকেসন ম্যাড্রেসে তিনি বলেছিলেন in West Bengal we have formulated and developed a scheme for a Rural University.

[4-20—4-30 p.m.]

অতএব মিঃ স্পীকার স্যার, বুঝতে পারেন কল্যাণীর এই পরিকল্পনার মধ্যে কি আছে। কল্যাণী পরিকল্পনা যা করলেন যা আজ বেরুল, এটা কি কল্যাণ করবার জন্য বেরুল ? না কি দেশের অভিশাপ হয়ে বেরুল কল্যাণী University Bill ! তার জন্য আমি composition in the University জানাচ্ছি।

তারপর বলছি ছেলেদের জন্য কি Economic সুবিধা দেবেন ? পল্লীগ্রাম থেকে, বাড়ী থেকে যে ছেলেদের টেনে আনছেন তারাতো আবার সেই surrounndingএ ফিরতে পারবে না, যেমন কলকাতায় এসে Urban life থেকে আর ফিরতে পারে না—ডাঃ রায়ও সেকথা বলেছেন। ডাঃ রায় ডায়াগনোসিস্ ঠিকই করেছেন কিন্তু চিকিৎসার বেলায় যে অন্য রকম চিকিৎসা কেন করছেন শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়ে জানিনা, কিংবা তিনি নিজেই করেছেন হয়ত কেননা এটা cabinetএ পাশ হয়ে গিয়েছে, অজয়বাবু এখানে নেই তিনি বলেছিলেন Joint Responsibilities, সে কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই। তারা করছেন কি, তারা কলকাতার ছেলেদের নিয়ে গিয়ে আলো আকাশ মলয় বাতাস দেখে পল্লী গ্রামে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করছেন, সেখানে Agricultural Educationএর নামে অন্য culture সৃষ্টি করছেন Social পরিবেশ, Economic পরিবেশকে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়ে দিচ্ছেন। পরিকল্পনা—যা হচ্ছে এটা কি কল্যাণ, উপকারের জন্য ? নাকি কল্যাণীর Land speculation কিসের জন্য হচ্ছে এটাই আমি প্রশ্ন করছি। আজকে যদি জানতাম যে যারা সেখানে পড়বে, অবৈতনিক পড়াবেন তাহলে না হয় বুঝতাম। যদি সাহস থাকেতো বলুন। বক্তৃতা দিতে পারেন কিন্তু বক্তৃতা দিবার জন্যই তো বক্তৃতা দেননি! আমি এসম্বন্ধে বিলের Aims and objectsএর Aimsএর মধ্যেও পেলাম না,—objectsএর মধ্যেও পেলাম না। তা যদি না থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়তো দেশদ্রোহিতা করছেন। দেশের টাকা নিয়ে জন কতক লোককে পুষবার জন্য একটা Luxary University সৃষ্টি করছেন। আপনি জানেন স্যার, স্বর্গত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন—

'In Oxford and Cambridge which are regarded as preserves for the richer classes the percentage of students benefited by financial assistance was 43·4 in 1934 and 1935 but went up to 82 percent in 1949.'

তিনি বলেছিলেন বলেই বলি। ছাত্রদের কথা বলি কতগুলি scholarship আপনি দিচ্ছেন কত percent ছেলেকে scholarship, freeship দিচ্ছেন সেকথা শুনলাম না। যখন তিনি তথ্য দেন তখন আমরা বিকৃত তথ্য পাই। আজ এই মাত্র প্রশ্নোত্তরে যে কথা সৌরেনবাবু বললেন সেটা বাজেট ডিসকাশনের সময় চোখে পড়ল না, তিনি বলেছেন যে স্ত্রী শিক্ষা অর্থাৎ High Schoolএ কত মেয়ে পড়ে তার উত্তরে—বললেন যে কতকগুলি জেলাতে কোন স্কুলই নাই অথচ পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি মেয়ে পড়ে বলে পশ্চিম বাংলার List পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি কংগ্রেসী বন্ধুদের বলি যে আপনারা explanation call করুন হরেনবাবুর কাছ থেকে কেন ভুল দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে ১লা এপ্রিল Government of Indiaর Printed Report, Women's Education Report যে age group 11 to 14 সমস্ত মেয়েদের cent percent মেয়েরা লেখা পড়া করছে। এ জিনিস Printed Reportএ আছে, দেখিয়ে দেব।

(The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : No.)

Don't deny. I take up the challenge and tomorrow I shall show it to him in print.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I have never supplied wrong figure anywhere.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : You refute that.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I refute that.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এখন বড় প্যাঁচে পড়েছেন। [noise]

Chief Justice P. B. Chakraborty ছাত্রদের মাইনে সম্বন্ধে কি বলেছেন—It ought to be the primary concern of every civilised state that—অবশ্য পশ্চিমবাংলা সরকার এই categoryতে পড়বে কিনা জানি না—হ্যাঁ যা বলেছে—

'It ought to be the primary concern of every civilised State to see that no learner is turned away from a seat of learning on account of poverty and that no young talent which is fraught with possibilities of future achievement is allowed to run waste because the owner of it has no means with which to pay for its training.'

তারপর Vice Chancellors' conference on 1st August 1957 শ্রীদেশমুখ কি বলেছিলেন শুনুন—

'It is a fact that in the U.K. at least 80 percent of total expenditure of university is found from endowments and grants-in-aid from Government. In practice, it would mean a very substantial expansion of the system of scholarships and freeships not to speak of concessions in regard to board and lodgings.'

এর পর Central Minister শ্রীমালি ওই conference-এ কি বলেছিলেন—

'Without taking into account non-recurring grants students fees contribute 44 percent of the total income and taking both Central and State, the Government contribution stands at 42·7 percent. The total cost which a student has to meet for boarding, books, recreation, etc. on an average comes up to Rs. 2,500 to Rs. 3,000 per annum.'

Social economics আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জানাচ্ছি এই social economics চলছে। তার পর তিনি বলেছিলেন—

As long as these conditions prevail, University education must remain within the means of the rich only (here I add for blackmarketeers and profiteers only) and thus higher education instead of promoting social mobility and keeping leadership in all walks of life open to talent becomes an instrument for preserving the privilege of a special class.'

এর পর আসছি Vice Chancellor selection-এর ব্যাপারে, এ সম্বন্ধে C. P. Ramaswamy Ayer বলেছেন—

He is to have an educational background or some experience which wou'd enable him to turn his attention to the advancement of the University without much effort or difficult adaptation.'

অর্থাৎ যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রের administration জানেন, শিক্ষক ছিলেন without much adaptation এমন লোককে করতে হবে। এঁরা সেখানে একজনকে import করে নিলেন যিনি ছিলেন Election Commissioner, অর্থাৎ যিনি ঠুংরী জানেন তাঁকে দিয়ে এঁরা ধ্রুপদ গাওয়াবেন। আরও সেখানে বলা আছে—

'Another point is that the V. C's entourage and his own circle should both be of an essentially academic character. Further, I agree that the Vice-Chancellor should have an academic background. He must be either a teacher or a person very much interested in education.

এই Vice Chancellors conference-এ আবার তিনি বলেছেন—

'In order that the appointment of the Vice-Chancellor should be above the party and other considerations, it is necessary that impartial persons of the highest authority must form the nominating body for his appointment. There is the nomination system and the Chancellor has to act constitutionally i.e. in accordance with the advice of his ministers and there is a possibility as has happened in some cases that the person whom the Chancellor is made to appoint is, indeed, the person selected by the party in power in Government who may or may not possess the desired qualification.'

কিন্তু এখানে Vice Chancellor appoint করছেন Chancellor in Convocation with the Minister, কিন্তু minister is a part and parcel of the party and the party in power. এই কথা বলেছেন Vice Chancellors conferenceএ অনেকে, সেখানে শ্রীমালি ছিলেন, শ্রীদেশমুখ ছিলেন, শ্রীরামস্বামী আয়ার ছিলেন। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলার মহীরাবণ, অহীরাবণ যারা তাঁরা কি এ সব কথা উপলব্ধি করতে পারবেন ?

[4-30—4-40 p. m.]

Education বাজেটের সময় বলেছিলাম—বাড়ী তৈরীর প্রথমদিন বালি, চুণ, সুরকী না হলে যেমন হয় না, তেমনি University করতে গেলে প্রথম দরকার—যাঁরা শিক্ষা দেবেন, তাঁরা শিক্ষা দেবার যোগ্য কিনা ! পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করেছেন, তার কথা আমি বলেছিলাম—Secret circular, Home Ministry থেকে দিল্লী থেকে এসেছে, তাঁরা Political affiliation দেখবেন—যদি কোনদিন কোনভাবে—কমুনিষ্ট পার্টির মেম্বার হবার দরকার নাই—তার কোন আঁচ লেগেছে, তাহলে আর হবে না। এরা চাকরীতে নেবেন না। এ সম্পর্কে একবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন জ্যোতিবাবুকে—যদি এমন কোন উদাহরণ থাকে, আমাকে জানিও, আমি প্রতিবিধান করবো। গোবিন্দবল্লভ পন্থের অর্ডার, Home Ministryর circular, তার বিরুদ্ধে কি তিনি কিছু বলতে পারেন ? তাঁকে কোন অসম্মান করতে পারেন কি ? B. N. Jha, Vice-chancellor, Allahabad University, তিনি বলেছেন—Vice-chancellor's conferance-এ about teachers' political affiliation—

'When we are permitting freedom of thought amongst teachers there will be persons with different political ideologies—Congress, Communists, Socialists etc., but as long as these teachers devote to their subjects, their teaching and research and do not disturb the life of the university, there should be no difficulty.'

এই হলো educationist এর outlook. এখানে যদি Home Minister কালীপদবাবুর outlook নিয়ে আসা হয়, তাহলে Universityতে সেখানে শিক্ষা বধ কার্য হয়, বিশ্ববিদ্যা লয় হয়, বিদ্যালয় কখনো গঠিত হয় না। France-এ Paris এর College-de France, একটা highest academic body, সেখানে জুলিও ক্যুরী এবং মাদাম ক্যুরী - তাঁরা declared Communist হলেও ফরাসী সরকার কমুনিষ্ট বলে তাঁদের গায়ে কখনো হাত দেন নি। আমাদের এখানে শিক্ষার prostitution হচ্ছে, তা করতে হবে। তাঁদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নাই, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে Multipurpose—purpose is more than one. Education এর নামে

education এর prostitution চলছে বলতে হবে। আমাদের এখানকার সরকারের মূর্তি ও রূপ সেটা।

আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে বলব যে, আজকে যে policy নিয়েছেন সরকার, প্রায় ৫০ বছরের বেশী আগে লর্ড কার্জনও সেই পলিসি নিয়েছিলেন। আমার কাছে বইখানা রয়েছে, জানি না মন্ত্রীমহাশয় সেখানা পড়েছেন কিনা! এর নাম হচ্ছে Hundreds Years of Calcutta University. আমি সেখান থেকে বলছি—কার্জনও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। এই বিলটি circulate করা উচিত। Calcutta Universityর কি opinion নেওয়া হয়েছে? হরেনবাবু বলছেন—we do not consider it necessary. আবার দেখছি কার্জন সাহেব গর্জিয়ে উঠছেন। Curzons' Psychology and Mental set up, এই বইতে তিনি বলেছিলেন—That the Government of India had right to take confidential advice from persons whose advice it considered worth taking.

এই কথা কার্জন বলেছেন। এখন কার্জনের পরে অনেক দুর্জন জন্মেছেন ভারতবর্ষে। এটা ১৯০১ সালের কথা, এই জিনিষ বলেছেন; তার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা আছে—University Constitution-এ। ১৮৮৮ সালে লর্ড ডাফ্‌রিণ বলেছেন—University member এর খেতাবের কোন কথা তার মধ্যে নাই—education serious হওয়া উচিত। রায় সাহেব, রায় বাহাদুর—fellow of the Calcutta University হবে। কিন্তু আমাদের দেশে লাগে, বর্তমান স্বাধীন দেশে লাগে। এটা ডাফ্‌রিণকে লজ্জা দেবে। তিনি চিত্তরঞ্জন work-shop এর managerকে নিয়ে এলেন, University manage করবেন তিনি।

Imperial Council এর সামনে দাঁড়িয়ে গোখেলে যে কথা সেই সময় বলেছিলেন—কার্জনের সময়, Indian University Act 1904, তার বিরুদ্ধে যে তুমুল আন্দোলন ও প্রতিবাদ হয়েছিল, তা হয়ত অনেকের মনে আছে। আমি জানি না—গোখেলে ও আশুতোষ মুখার্জী যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে হরেনবাবুর অবস্থা কি হতো! আশুবাবু সেদিন বলেছিলেন—

'I willingly concede that higher education is one of the paramount duties of the State and that it must be nurtured and developed under the fostering care of a beneficial Government. But I deny most emphatically that it is necessary or desirable to have any provision in the law which may possibly convert the universities into mere departments of the State—'.

এই কথা তিনি বলেছিলেন। আজকে সেই জিনিষই করা হচ্ছে, এই কথা আমরা বলতে চাই। তারপর Herbert Fisher, British Government এর Minister, তিনি বলেছিলেন, Royal Commission on the Universities of Oxford and Cambridge—

"No one appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of Universities. The State is, in my opinion, not competent to direct the work of education and disinterested research which is carried on by Universities and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and teachers. This is a principle which has always been observed in the distribution of funds which parliament has voted for subsidising University work and so long as I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe this principle".....

Sir Ashutosh ও বলেছিলেন ১৯২২ সালে Lord Lytton এর সময় University বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছিল—

"Take it from me that as long as there is one drop of blood in me, I will not participate in the humiliation of the University. This University will not be manufactory of slaves. We want to teach freedom. We shall not be a part of the Secretariat of the Government", and he concluded by saying "Freedom first, freedom second, freedom always."....

এই কথা তিনি বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেদিন স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে সমস্ত লোক support করেছিল। কিন্তু আজকে এই অবস্থায় কি করছেন, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এরওোহ্পি ড্রমায়তের মত Writers' Building-এ Education এর head হয়ে বসে আছেন এবং এই জিনিষকে তিনি arrogate করছেন। তারপর Vice-chancellors এর ব্যাপারেও বাংলাদেশের বড় বড় যারা দিক্পাল তাঁদের দিকে চোখ-কাণ বন্ধ করে মন্ত্রীমহাশয় তাঁর ইচ্ছামত জগন্নাথের রথ চালিয়ে দিচ্ছেন। কল্যাণী University আমরাও নিশ্চয়ই চাই কিন্তু এখানে যে উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। এখানে বড়লোকের ছেলেরাই যেতে পারবে, গরীবদের স্থান হবে না। এখানে যে Multipurpose University হবে তার purpose ক্ষুন্ন হচ্ছে। সেইজন্য স্পীকার মহাশয়, আমরা এই বিলকে circulate করতে বলছি।

Shri Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, I delivered a speech on the introduction of the Burdwan University Bill. The points that I raised in that speech were not replied to. I have got a printed copy of that book in my possession now and I will ask the Hon'ble Minister in charge of this Bill to refute my arguments which I advanced on that occasion.

Sir, It is said that one of the primary objects of this Bill is to have a bias in favour of agricultural education. I quite understand that. The whole of the Union of India, and particularly the State of West Bengal, is passing through a phase of acute scarcity of foodstuff. Naturally, therefore, agriculture should get a priority in education. But, Sir, has the Government considered that the policies it has pursued in the Land Revenue Department or the Land Department are not consistent with the policy of having a University for agriculture. When the first Estates Acquisition Act was passed the Government was willing to allow the big Zemindars and the aratdars to hold whatever land they had. No celling was fixed. A hue and cry was raised throughout the country for having a celling fixed.

[4-40—4-50 p.m.]

Now, so far as I understand, on distribution of land there will not be even 3 acres of land per agricultural family. Now, Sir, this has been experimented upon in Russia. I have said several times in this House that whatever we have got to learn from experiments carried out in Russia and China should be taken into consideration and the lesson should be learnt, but our Congress friends have kept their eyes shut or they do not understand the implications of the revolution in Russia. First of all, they tried peasant proprietorship into small pieces of land but there was acute scarcity of foodstuff. There was famine in the land. Then they

tried big peasant proprietorship for some time. There was for some time more production and there was for some time less famine in Soviet Russia; that was not sufficient. Therefore they changed to a policy of co-operative farming and the farms were big. The result was still more production, still greater amount of production, but even then it was not sufficient. Therefore they have now instituted the system of State farming—big plots of land, thousands of acres under State management known as **kolkhoz** and under that State management mechanisation has been pushed to the extreme extent and there has been surplus production of foodstuff. But have you got that idea in your mind? Is there any planning on this? Have you taken into account the lesson that you have learnt from Russia. If you just go on subdividing land and fragmenting that in the way you have done in Bengal, will there be any point in having a university for agriculture? Is any plot of land an economic holding? Therefore what I want to point out is that have some fixed plan in your mind so far as agriculture is concerned; then impart your agricultural education; otherwise it will be futile. Dr. J. N. Majumdar of the Communist Party yesterday pointed out one very salient feature. I do not think that has gone into the head of the party in power. He pointed out that though there is much talk in this Bill about seed, about soil, there is nothing in this Bill to show that there is any emphasis laid on technology of agriculture. Does that mean that you are going to remain জোড়া বলদ throughout your career and that জোড়া বলদ will continue as the symbol of the Congress and will continue as the symbol of your national policy of agriculture, or will you take recourse to some system of cultivation according to western methods or according to Japanese method? Have you pondered over that? Man-power is so cheap in China that even ploughing is done not by cattle but by two human beings. Are you going to follow that procedure in India or are you going to have a better system based on science? You cannot be satisfied with agriculture on a primitive method. Therefore you must find out some method by which agriculture could be modernised. By just producing a fixed quantity of chemical manure or by just giving a little water you can produce more foodstuffs for some time to come, but that won't solve your problem. The real solution lies in big-scale agriculture and that can be done for some time by collective farming, not by co-operative farming. In coroperative farming some persons, whoever would like to join in co-operative farming, would join; but by collective farming if you compel by legislation all the villagers to join a particular collective farming, you can bring their lands into collective farming.

Shri Profulla Nath Banerjee: Are you discussing the Kalyani Bill or food production?

Shri Sisir Kumar Das: Yes; I am coming to the agricultural bias.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: For collective farming please address Dr. Ghosh.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: I am not the Agricultural Minister. How do I come into the picture?

Mr. Speaker: Mr. Das, you have spoken about ten minutes.

Shri Sisir Kumar Das: Please give me another ten minutes.

Mr. Speaker : No.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, the whole point is this. When I want to develop a point, if you just want to throttle me in this way, I won't speak. Sir, this is not the way in which a Bill should be dealt with. It is not the question of your closure of time and throttle me when I have just begun.

Mr. Speaker : You must be fair to other members as well.

Shri Sisir Kumar Das : There is enough time.

Mr. Speaker : There are several speakers from the P.S.P. side. You must allot some time to them also. Try to finish your speech early.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, the whole point is that to have a University with an agricultural bias is meaningless. You started a B. Sc. College in Agriculture at Jhargram. After spending a huge sum of money it was turned to an I. Sc. College in Agriculture. I have heard that even this I. Sc. College in Agriculture is going to be closed this year. Then you started a B. Sc. College in Agriculture in Tollygunge. After spending a large amount of money you took it to Haringhata. Therefore this experiment has been going on from one District to another and you have now come to the dairy farm at Haringhata. If this University of Calcutta has got to take any shape, it can take a shape only if you ask the real cultivators of the soil to come to the University and not persons belonging to the middle class or persons belonging to richer section of the population. You have sent agricultural experts to the villages. Can they plough ? Can they go into the field in water ? Can they do an agricultural operation even now ? Therefore, Sir, even if you institute this University, you must make rule that only the agriculturists who will give in writing that they will carry on agriculture in their own villages after their education and will remain confined to their villages will be permitted to come to the University, so that what they will learn in the University they will make available to the villagers. It is only then that the purpose of agriculture will be satisfied.

[4-50—5 p.m.]

Otherwise if you just educate people of the middle class or of the higher middle class they won't run into the mud and mire, who would not be able to plough the field, and the whole purpose of your Agricultural University will fail and it will be, as Dr. Ghosh pointed out, producing unmarketable commodities, here unmarketable graduates. Therefore, Sir, to have another University at Kalyani would be wasting so much time, money and energy of the nation. Sir, this is but another fancy project of Dr. B. C. Roy. He has seen that the first scheme as regards Kalyani has been a failure and he wants to utilise it for another purpose. The Congress have a majority and let them be satisfied with this university. But I know what purpose it will serve. Some graduates graduates will come out, some Post-Graduates, M. A. in Agriculture and they will be seeking for soft jobs—desk work, they will not be of any use, they will be worthless products of the University. This University as contemplated in this Bill will be of no avail to the welfare of Bengal.

Sir, in the Governing Body of the University most of them are Government servants, Secretaries of the various departments and just like the Jadavpur University, it will be a department of Dr. B. C. Roy and of the West Bengal whatever it might be. Sir, look at the powers given to the State Government. It has been given the power to visit and inspect and control the University whenever it likes. I have never heard a Government having power to inspect and visit a University as if it is a co-operative society or inspecting the accounts of a cooperative society. This University is going to be manned by the officers of the State Governmet and this is the University you are going to build. I give a warning, Sir, that the rural people will not brooke it. The whole State is crying for funds for various problems regarding education, agriculture etc and at this time Dr. Roy wants to satisfy his fancy and whim. As there is no co-ordination between progress of science and in other departments of life, it will fail like other schemes of Dr. Roy.

Shri Bijoy Lal Chattopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বিল নামে যে বিল আমাদের এই সভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে আমি বলতে চাই যে বিরোধীপক্ষের সভ্যগণ এই বিলের যেসব সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচনা বেশীরভাগই অবান্তর। কারণ, রাধাকৃষ্ণণ যার চেয়ারম্যান ছিলেন সেই ইউনিভারসিটি কমিশনের রিপোর্টে একথা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোকই যখন গ্রামে বাস করে তখন এই শতকরা ৮৫ জন লোকের জীবনের উন্নতির সঙ্গে আমাদের জাতীয় উন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বর্তমানকালে আমাদের দেশের গ্রামগুলো যে অবস্থায় রয়েছে তা' বলতে গেলে বসুষ্যবাসের অযোগ্যই বলতে হয়। কেন না গ্রামে দিগন্তপ্রসারী দারিদ্রতা রয়েছে, রাস্তাঘাট অত্যন্ত নোংরা এবং তারপর লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা অত্যন্তই কম। যদিও শতকরা ১০ জন লোক লেখাপড়া জানে বটে কিন্তু তা জানা মানে কোনরকমে হয়ত চিঠিপত্রের উপরে নিজের নাম পড়তে পারে। কাজেই গ্রামের এই অবস্থায় যদি আমরা গ্রামগুলোকে জীবনের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে চাই তাহলে এই ধরণের ইউনিভার্সিটি গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা একান্তই প্রয়োজন এবং সেইজন্যই ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্টে রুরাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই বিলটি আমি ভাল করে পড়েছি এবং কল্যাণীতে আমি অনেকবার গিয়ে সেখানকার যে অবস্থা দেখেছি তাতে এইটুকুই বলতে পারি যে কল্যাণীর সমস্ত পরিবেশ একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ। অর্থাৎ মাথার উপর অবারিত নীল আকাশ, যতদূর দেখা যায় কেবল দিগন্ত বনরেখা, চারিদিক ফাঁকা এবং অত্যন্ত নির্মল বাতাস বইছে। কাজেই আমার মনে হয় গ্রামীন সভ্যতা সৃষ্টি করা যদি এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হয় এবং যাকে আমরা ফাদার অব ইণ্ডিয়া বলে থাকি, সেই তিনি যে সভ্যতা সৃষ্টি করবার জন্য সেবাগ্রামে তাঁর তপস্যার আসন পেতে-ছিলেন সেই গ্রামীন সভ্যতাকে সৃষ্টি করতে গেলে এইরকম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। এবং এইরকম ইউনিভার্সিটি যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে গ্রামীন জীবন কলরবে পূর্ণ হয়ে গ্রামের চারিদিকে প্রাণের প্রবাহ বয়ে যাবে এবং তা ছাড়া গ্রামে যে সমস্ত চাষীরা রয়েছে তাঁরা তাঁদের জিনিষপত্র বিক্রী করতে পারবে, ব্যবসায়ীদের দোকানপত্র সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এই সমস্ত নানা কারণে আমি এই বিলকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং সকলেরই সমর্থন করা উচিত বলে মনে করি।

এখানে কেউ কেউ বলেছেন যেহেতু কল্যাণীতে কতগুলো বাড়ী পূর্ব থেকেই তৈরী হয়ে পড়ে আছে এবং তারপর ওটাকে একটা শহররূপে গড়ে তোলার ইচ্ছা ডাঃ রায়ের মনে রয়েছে সেইহেতু ঐ খালি বাড়িগুলোর খাতিরে ওখানে এই ইউনিভার্সিটি করা হচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি এ প্রশ্ন

কারও মনে ওঠার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আসল কথা হোল আমরা কি চাই? আমরা চাই গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ুক, আমরা চাই গ্রামীন জীবন সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়ে উঠুক। তাহলে কল্যাণী যদি গ্রামাঞ্চলে হয় এবং সেখানে এই ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যদি ঐ বাড়িগুলো কোন কাজে লেগে যায় তাহলে এমন গাত্রদাহের কি প্রয়োজন থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না।

[5—5-25 p.m.]

আসল কথা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি যখন গ্রামাঞ্চলে হচ্ছে এবং তার দ্বারা যখন গ্রামে শিক্ষা প্রসারের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম্যজীবন পূর্ণ করে তোলা হচ্ছে তখন ঘরের জন্য কি করা হচ্ছে, কল্যাণীতে ঐ শহরটাকে বাড়াবার জন্য করা হচ্ছে এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের সকল দিক থেকে ভেবে গ্রামে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কল্যাণী গ্রামাঞ্চলে কিনা। তৃতীয় কথা হচ্ছে, কল্যাণীতে যদি এইরকম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে চারিদিকের গ্রামগুলির উন্নতি হবে কিনা এরই কোষ্ঠীপাথরে আমাদের যাচাই করতে হবে এই বিলকে। কটা ঘর পড়ে আছে, সেই ঘরগুলি কাজে লাগাবার জন্য এইসব জিনিষ করা হচ্ছে এসবের ভিতর কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে এই যে একটা এগ্রিকালচারাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এটা আমি একটা সুলক্ষণ বলে মনে করি। কিছুক্ষণ আগে আমি ঐ কমিশন রিপোর্ট পড়তে পড়তে দেখছিলাম—there are as many Agricultural Colleges in Denmark with 40 lakhs of population as in India with 32 crores of population.

ভারতবর্ষে ৩ কোটি লোক রয়েছে। এই ৩২ কোটি লোকের মাঝখানে যতকটা এগ্রিকালচারাল কলেজ রয়েছে ডেনমার্কে মাত্র ৪০ লক্ষ লোক, সেখানে ততগুলি এগ্রিকালচারাল কলেজ রয়েছে। সুতরাং লোকসংখ্যার অনুপাতে আমরা পরিষ্কার করে বুঝতে পারছি যে আমাদের দেশে আরও কত কৃষি বিদ্যালয় কি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। সেজন্য কল্যাণীতে যে এগ্রিকালচারাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে এটা খুব আনন্দের কথা এবং আশার কথা। একটা কথা শুধু আমার বলা দরকার যেটা ঐ কমিশন বলেছেন এবং রাধাকৃষ্ণণ যার চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই কমিশন রিপোর্টে বলা হচ্ছে—

Agricultural education should be in the hands of persons who by intimate association, participation and experience have first hand knowledge of agricultural life—agricultural college.

অর্থাৎ কৃষিকার্যের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে, যারা হাতে-নাতে কাজ করছে এইরকম লোকদের হাতে আমরা কৃষি কলেজে নিয়ে যাই এরজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। কারণ, অনেক সময় আমরা দেখি যে যারা এইসব অগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে বেরোয় তারা যেসব শিক্ষকের অধীন তাঁদের theoretical knowledge রয়েছে কিন্তু practical knowledge নেই। গ্রামে গিয়ে নিজের হাতে কাজ করে, মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ রেখে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তা বই পড়ে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেজন্য আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলব যে যখন এইসব এগ্রিকালচারাল কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে তখন আমরা যেন সেইসব শিক্ষককে নিযুক্ত করি যাঁদের কৃষিকার্যের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে যাঁরা এইসব জিনিষ শিখেছেন। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে

ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী মহাশয় খুব স্বাধীনতার কথা বলেছেন। আমি আজকে Dr. Zivago'র Boris Pasternaik বইটা শেষ করলাম। এই বইটা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে এর ভিতরে সাহিত্য-রস পরিপূর্ণভাবে ভরে উঠেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার বৈপ্লবিক জীবনের একটা ছবি নীতিগতভাবে দেওয়া হয়েছে। এই বই-এর ভিতর মানুষের সাইকোলজি নিয়ে ডিল করা হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যের সংগে কিছু পরিচিত আছি বলে একথা আমি সাহসের সংগে বলতে পারি যে বিশ্বসাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেতে গেলে সাহিত্যিকের মধ্যে যেসব গুণ থাকতে পারে ডাঃ জিভাগোর মধ্যে সেইসব গুণ আছে। আমি জানি না রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট, ক্রুশ্চেভ গভর্ণমেণ্ট কি করে এইরকম একটা বইকে অপাংক্তেয় বলে মনে করতে পারে এবং এরকম প্রথিতযশা এবং প্রভাবশালী লেখককে কি করে ত্যাগ করে দিতে পারে? সুতরাং ডাঃ চ্যাটার্জী ফ্রিডমের কথা যখন বলছিলেন তখন আমি ভাবছিলাম রাশিয়া কি ফ্রিডম দিয়েছে? (কমিউনিষ্ট বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল) এটা ঠিক যে ঐ বইটার ভেতর কমিউনিজমের কিছু কিছু সমালোচনা রয়েছে, রাশিয়া যেভাবে চলেছে, তারা ডিক্টেটরসীপ যেভাবে চালিয়েছে ফ্রিডমকে নষ্ট করবার জন্য তারও যথেষ্ট তীব্র সমালোচনা রয়েছে। যে গভর্ণমেণ্ট একটা এত বড় সাহিত্যের বইকে সহ্য করতে পারে না তাদের মুখে ফ্রিডমের কথা শুনে মনে হয় ভূতের মুখে রাম নাম। যারা বোরিস পোষ্টারনাভের মত এমন চমৎকার বইকে যেহেতু কমিউনিষ্ট ফিলজফির সমালোচনা আছে সেহেতু ঐ বই অপাংক্তেয় বলে মনে করতে পারে তাদের মুখে আজ স্বাধীনতার কথা শোভা পায় না (কমিউনিষ্ট বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল)। আমি আজ ক্রুশ্চেভ গভর্ণমেণ্টকে এবং কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টকে এই বই-এর কোষ্টিপাথরে বিচার করবো এবং আমি আজ অকুণ্ঠস্বরে প্রচার করবো যে এই কমিউনিজমকে আমরা কখনও আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটির শিক্ষাদান কার্যে স্থান দেবো না। আমি একটা বই বেদাণ্ড ফর ইষ্ট য়্যাণ্ড ওয়েষ্ট এর ভেতর রাজাগোপাল আচারীর একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম ফ্রিডম য়্যাণ্ড কালচার—what I most dislike in Communism is the deterioration it works in moral values and respect for truth.

আমাদের দেশে অহিংসা, আত্মসংযম, ব্রহ্মচর্য, সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতির উপর চিরদিন জোর দিয়ে এসেছে (কমিউনিষ্ট বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল) আজকে তাঁরা যে ফিলজফি, যে জীবনদর্শন প্রচার করতে চান—ক্লাসলেস সোসাইটী তাঁদের কাছে বড় কথা। যাঁরা সত্যের কোন ধার ধারেন না, লোক আদর্শের কোন ধার ধারেন না, যাঁরা মনে করেন কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে পরাজয় করবেন, যাঁরা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন না তাঁদের আমি বলবো—Communists should not be made teachers.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-25—5-35 p.m.]

Bus accidents on route No. 85 at Ghosepara Road, Naihati

Shri Gopal Basu : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘটনা বলতে যদিও ছোট It has assumed very grave nature. আজকে সকালে ৫টায় নৈহাটিতে একটা পাট বোঝাই লরী একটি ঔষধের দোকানে ধাক্কা দেয় সমস্ত বাড়ীটিকে

ধাক্কা দেয় এবং ভেঙ্গে দেয়, বিছানাপত্র ভেঙ্গে দেয়, লোক আহত হয়। কিন্তু এটা নূতন নয়, এ বাড়ীটির উপর 558 Bus বিয়ের যাত্রী বোঝাই করে ধাক্কা লাগে একটা ছোট বাচ্চার হাত ভেঙ্গে যায় কয়েকজন লোক আহত হয় July 1956এ ১৮০ নং সেই বাড়ীটিতে ধাক্কা দেয়, motor cycle ধাক্কা দেয়। আমি শুধু বলতে চাই কয়েকদিনের মধ্যে, এক মাইলের মধ্যে এত Bus accident হয়, ছমাস আগেও একটা School Boy Run over করে চলে যায়। ছবছর আগে আমার বাড়ীর সামনে নৈহাটিতে একটি 3rd year B. Sc Student বাস চাপা পড়ে মারা যায়। 1958এ ঐখানে একটি রিক্সাকে চাপা দেয় এবং ৩টি স্কুলের মত শিশু জখম হয়, বাচ্চাদের বাপ আহত হয়। কয়েকমাস আগে আমার বাড়ীর সামনে একটা বাসের চাকা খুলে accident হয়। এই 85 Routeএ এবং ঘোষপাড়া রোডের উপর এক মাইলের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটেছে, প্রতিনিয়ত হচ্ছে ' সরকার কি এসম্বন্ধে কিছুই করবেন না? আমি মনে করি মানবতার দিক থেকে চিন্তা করে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিছু করা উচিত।

Mr. Speaker : Should the route be abolished ?

Shri Gopal Basu : I do not know but steps should be taken to stop such accidents.

The Kalyani University Bill, 1960

Shri Aburba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st day of December, 1960.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে উঠে প্রথমেই আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসুলভ কবির অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও বাল-সুলভ মনোভাব যা প্রকাশ করেছেন তাতে শুধু এটাই বলতে হয় কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে এবং যেভাবে বিলটা আমাদের সামনে এসেছে সে সম্বন্ধে ভালভাবে ধৈর্য নিয়ে পড়লে তিনি দেখতেন যে তিনি যে স্বপ্নবোধ রচনা করতে চেয়েছেন বালির বাঁধের উপর সেটা কিছুতেই টিকতে পারে না। তিনি বলেছেন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের যেখানে ৮৪ পারসেন্ট মানুষ গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে শতকরা ৫৭ জন মানুষ এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ নিয়ে তাদের সন্তানসন্ততিরা শিক্ষালাভ করতে পারবে এবং উচ্চশিক্ষায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারবে। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে তারা Residential College করছেন এবিষয়ে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে এই Residential Collegeএর সুযোগে পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ কতখানি পাবে এবং সেখানে গিয়ে পড়াশুনা করার আর্থিক সঙ্গতি পশ্চিমবাংলার মানুষের আছে কিনা !

..... আমরা যদি আমাদের পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজের দিকে তাকাই যারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য অঞ্চলে পড়াশুনা করেছেন তাদের আর্থিক সঙ্গতির দিকে যদি তাকাই তাহলে মনে হয় এই যে Residential University করার প্রচেষ্টা এর থেকে শিক্ষা বিস্তার হবে না, তার সুযোগ সুবিধা মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই বিল উত্থাপন করে শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বলেছেন কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে যত অধিকসংখ্যক ছাত্র পড়ে তার rush যদি কমাবার চেষ্টা করি তাহলে গ্রামাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে চাই কলকাতার কলেজে যে সমস্ত ছাত্র পড়ে তার ৭০ ভাগ কলকাতা

এবং কলকাতার আশপাশ থেকে আসে এবং মাত্র ১০ ভাগ ছাত্র বাইরে থেকে কলকাতায় এসে পড়াশুনা করে এবং যত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তার শতকরা ৯৬ জন কলকাতার দশ মাইলের মধ্যে—রাজভবন বা বিধানসভার ১০ মাইল radiusএর মধ্যে বসবাস করে। কাজেই কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় হলে যে Calcutta Universityর rush কমে যাবে এ স্বপ্ন যারা দেখেন তারা বাস্তব বিরোধী। তারপর আমাদের দেখা দরকার Residential Collegeএ পড়বার সুযোগ ক'জন পেতে পারে। কলকাতায় যে ছাত্র সমাজ রয়েছে তার শতকরা ৩১ ভাগের per capita income যে সমস্ত পরিবারের মাত্র ৩০৲ টাকা সেই সমস্ত পরিবার থেকে আগে। ৩০৲ থেকে ৫০৲ যাদের per capita income 33 percent ছাত্র তাদের তরফ থেকে আসে এবং ৭৫৲ টাকা পর্যন্ত যে সমস্ত পরিবারের per capita income তাদের তরফ থেকে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ ছাত্রের এমন দরিদ্র পিতা এবং তাদের familyর per capita income এত কম যে তাদের পক্ষে কোন residential collegeএ গিয়ে সেখানে postal charges meet করার ক্ষমতা নেই। কাজেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন কলিকাতা এবং Calcutta suburbsএর ১০ মাইল radius এর মধ্যে যেসমস্ত ছাত্র থাকে তারা পড়া আশা করতে পারে না, তেমনি যেহেতু তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই কল্যাণীতে গিয়ে হোষ্টেল charges দিয়ে পড়াশুনা করতে পারবে না। সুতরাং কল্যাণীর যে বিল আমাদের সামনে এসেছে তাতে যে উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে সে উদ্দেশ্য দেখছি সাধিত হতে পারে না। কলকাতায় যে ছাত্ররা পড়াশুনা করে তাদের মধ্যে ১৫ ভাগ ছেলে বিভিন্ন জায়গায় whole-time work করে আর part-time work করে পড়াশুনা করে প্রায় ১৭ ভাগ ছাত্র। এ সমস্ত সুযোগ কলকাতা এবং তার আশে-পাশে আছে। সেজন্যে ছাত্রদের আধিক্য এখানে দেখতে পাই। তাছাড়া residential college যা মন্ত্রী মহাশয় করেছেন সেখানে যদি freeship দিতেন টুইসন্ ফিসের ব্যাপারে এবং hostel charges ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় না করতেন তাহলে একে মেনে নিতে পারতাম। অন্ততঃ এই আশ্বাস যদি এখানে দেন যে সেখানে যে সমস্ত residential ছাত্র থাকবে তাদের আর্থিক ব্যয়ভার সরকারের তরফ থেকে বা university থেকে বহন করা হবে তাহলে নিশ্চয়ই এই বিল আমরা সমর্থন করতাম। কলকাতার ছাত্রসমাজের দিকে যদি আমরা দেখি দেখতে পাব তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ real nutritionএ ভোগা, শতকরা ৩০ ভাগের defective vision—তারা যে আবার খায় তা subsistence level-এর নীচে। মাত্র শতকরা ৫১ ভাগ ছাত্ররা subsistence level-এ থাকে।

[5-35—5-45 p.m.]

শতকরা ৩১ ভাগ—subsistence level শতকরা ৫৩ ভাগ—এই অবস্থা পর্যন্ত। পশ্চিম-বাংলার এই ছাত্রসমাজকে যদি অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখি, তাহলে দরিদ্র এবং অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত যে ছাত্র, সেই ছাত্রদের পক্ষে এই residential কল্যাণী কলেজ কোন্ কাজে আসবে? তা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই। আমরা দেখেছি বোম্বেতে কলেজী শিক্ষা ও university শিক্ষার জন্য বোম্বে সহরে যে familyর মাসিক আয় ২৫০৲ টাকার কম বা ২৫০৲ টাকা পর্যন্ত আয়—তাদের ছেলেদের জন্য সেখানে কিছু কিছু facility extend করা হয়েছে Tuition fee কোন ছাত্রের কাছ থেকে নেওয়া হয় না। যাদের মাসিক আয় ২৫০৲ টাকা, বোম্বের কলেজ তাদের কাছ থেকে কোন tuition fee আদায় করে না। এই যে কল্যাণী University bill এসেছে, সেই বিলে এরকম কোন ধারা বা উপধারা কিছু দেখছি না। যাদের পরিবারে আড়াইশো—তিনশো টাকা কমপক্ষে গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে দরকার হয়, সেই টাকাও যাদের

income নাই, তাদের পরিবার থেকে বেশী ছাত্র রয়েছে ; তাদের জন্য সম্পূর্ণ free বন্দোবস্তের কোন বিধান এই University বিলের মধ্যে নাই। এই ভাবে শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রাখা, শিক্ষাকে সীমায়িত করে রাখা সম্পর্কে আমি Karlekar কমিটীর রিপোর্ট উল্লেখ করে বলছি ; সেই কমিটীর তরফ থেকে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে শিক্ষাকে যদি দরিদ্র ও নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে হয়, তাহলে বিভিন্ন হোষ্টেলে যেসমস্ত গরীব ও দরিদ্র ছাত্র থাকবে, তাদের ক্ষেত্রে বিনাখরচে থাকবার খাওয়ার দিয়ে বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কার্লেকার কমিটীর রিপোর্ট অনুযায়ী বোম্বে ও অন্যান্য দু-একটী রাষ্ট্রে সেইসমস্ত সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধাও আমাদের এই কল্যাণী ইউনিভার্সিটী বিলের মধ্যে নাই। সেইজন্যই আমি বিশেষ করে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই সম্পর্কে আরো বলতে হয়—যারা বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ করতে আসে. তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা তিন ভাগ আসে চাষীর ছেলে, যে চাষী সম্পর্কে বিজয়বাবু অনেক সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত করলেন—দিগন্ত বিস্তারিত মাঠ, নীল নভোতল। সেই সমস্ত দরিদ্র চাষীর ঘর থেকে শতকরা তিন ভাগ ছেলে আসবে। অন্যান্য ঐ ধরনের সাধারণ মানুষ মাত্র ৫ ভাগ কলেজে আসে। বেশী পড়তে আসে আমরা চাই। কল্যাণী residential universityতেও এমন বন্দোবস্ত থাকুক—বিনা বেতনে হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করবার সুযোগ পাবে। শিক্ষাকে সীমায়িত না করে, উচ্চশিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে—এই সুযোগ বিস্তার করে দেওয়া হোক্।

পশ্চিমবঙ্গে যেসমস্ত University Bill আনা হয়েছে—যেমন কিছুদিন আগে আমরা Burdwan University Bill পাস করেছি ; তারপরে এই বিল উপস্থিত হয়েছে। আমরা দেখেছি পূর্বেকার দিনে University সম্পর্কে যে respectable attitude ছিল, Universityর যে roll and autonomy ছিল, শিক্ষাবিদরা যেসমস্ত কথা বলছেন, সেই respectable attitude ও roll and autonomy সম্পর্কে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বা মন্ত্রী শিক্ষা অধিকর্তা হয়ে বসে আছে, ফলে তাদের সেই respectable attitude towards University আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং তারা চাচ্ছেন সমস্ত Universityকে control করতে এবং তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে সংকীর্ণতাকে যাতে প্রসার করতে পারা যায় সরকারের তরফ থেকে সেই চেষ্টাই চলছে। এই বিল আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা University সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে, এর size অত্যন্ত বড় হয়ে গিয়েছে যার ফলে education standard lower হয়ে যাচ্ছে। আমি এই সম্পর্কে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। কিছুদিন আগে Calcutta Universityর যে convocation হয়েছিল লেকের পাশে ; সেই Convocation Addressএ Dr. Ellis এই মন্তব্য করেছিলেন—

"It had become something of a fashion in some circles in the U. S. A. and Europe to assume that in increase in the size of Universities was to be deplored on the assumption that it led to a low-quality product. Actually our history shows the exact opposite has been the case in the past".

আজকে এই মন্তব্যের প্রতি আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে আমরা জানি যে আমাদের নিম্নস্তরের শিক্ষা বিনা ব্যয়ে প্রসার করা যায় না। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় দিতে পারেন না তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছলতা না থাকার জন্য। আর্থিক স্বাচ্ছলতা না থাকলে কোন department এর কাজ চলতে পারে না। কোন first rate institution গড়ে তুলতে গেলে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন। এই অর্থ শিক্ষামন্ত্রী কোথায় পাচ্ছেন? First rate University গড়ে তুলবার জন্যও প্রভূত অর্থ ও শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। বর্ধমান University Bill আলোচনা-

কালেও আমরা দেখিয়েছিলাম যে এই সমস্ত limitations আমাদের সামনে আছে। কাজে কতকগুলি University সৃষ্টি করে তা চালানোর জন্য যে আর্থিক স্বাচ্ছলতা ও যে সমস্ত পরিবে দরকার তা আমাদের নেই। এই বিল সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে Kalyani Universit Bill-এ যেভাবে আমরা দেখছি officialdom করে এর controlকে কুক্ষিগত করা হচ্ছে এব যেভাবে বাংলাদেশের গরীব চাষী ও ছাত্রদের শিক্ষার স্তর থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা জন্য এই বিলকে circulation-এ দিতে বলছি এবং এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the Kalyani Universit Bill, 1960 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon b 1st of July, 1960.

Mr. Speaker, Sir, আমি আমার ১৫ নং amendment এর উপর বলছি। এখানে এ বিল যে আনা হয়েছে, এই বিলে যে দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়েছে—অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার চেষ্ট সকলেই সমর্থন করবে—সেটা সরকারের শিক্ষা প্রসারের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Multi Purpose School করে, বা Higher Secondary School করে অধিকাংশ ছাত্রদের যে রকমভাবে Class VIII-এ শিক্ষা সমাপ্তি করবার ব্যবস্থা করেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাবনা যত ব্যাপক সেই ব্যাপককে যথাসম্ভব সংকুচিত করাই হচ্ছে এই বিলের উদ্দেশ্য। যে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ত residential এবং non-affiliated college হবে। তার মানে সেখানে ছাত্রসংখ্যা খুব ক হবে, এবং তার মানে specialisation এর উপর জোর দেওয়া হবে, general education এর উপর অপেক্ষাকৃত কম জোর দেওয়া হবে।

[5-45—5-55 p.m.]

এখানে এই Universityতে শুধু যদি একটা বিষয় হত, শুধু agriculture হত তাহলে হয়তে সে সম্পর্কে কিছুটা যুক্তি থাকতে পারতো, কিন্তু তা নয়। এঁরা আরম্ভ করছেন একটা educationa college আর একটা agricultural college নিয়ে—একটা science college, আর একট arts college দ্বারা। সুতরাং এই University general education universityতে পরিণত হবে, অথচ সেটাকে যদি residential and non-affiliating করা হয় তাহলে ছাত্রসংখ্য খুব সীমাবদ্ধ হবে। এবং সেখানে নাকি specilisation এর উপর জোর দেবার ব্যবস্থা হবে সরকার পক্ষ থেকে একটা যুক্তি উপস্থিত করা হয়, আমরা universityগুলিকে graduate তৈরী করার কারখানায় পরিণত করতে চাই না—এখন এই যুক্তি যথেষ্ট চলছে। ডাঃ ঘোষের মুখেও এই কথা শুনলাম যে, আমাদের য়ুনিভার্সিটিগুলি graduate তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়ে চলেছে—কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের দেশে এত বেশী graduate হয়েছে যে, আর প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের graduate এর standard য়ুরোপের অগ্রসরশীল দেশের High School standard এর সমান তাছাড়া, graduationও একটা খুব বেশী উচ্চশিক্ষার পরিচয় নয়। সাধারণ শিক্ষা যা দরকার, আমাদের দেশে graduate এর standard তাই Education means knowing everything of something and something of everything.

অনেক বিষয়ে কিছুটা general knowledge অর্জন করতে হবে, এবং একটা বিষয়ে specialise করতে হবে—এই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে general

knowledge অর্জন করা, আমাদের দেশের graduate standard তার থেকে বেশী নয়। সুতরাং সাধারণ লোকের মধ্যে মামুলি যা চান তা হচ্ছে graduate হওয়া এবং সেটাই যদি বেশীর ভাগ লোকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারা যায় তাহলে educational standard খুব low বলতে হবে। এঁরা ভাবছেন specialisation এর দিকে জোর দেবেন—কিন্তু ২।৪ শত specialist তৈরী হবে, সেটা কখনোই সম্ভব নয় যদি না দেশের সাধারণ standard of education একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে আসে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে, Great Britainএ প্রায় ২৩।২৪ হাজার graduate বের হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে ১৯৫৭ সালের statistics নিয়ে দেখলাম আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৭ হাজার graduate পাশ করেছে। Great Britain এর standardএ পৌছাতে এখনো আমাদের কত বছর লাগবে তা সহজেই অনুমেয়। তারপর আমি এখানে Great Britain এর উদাহরণ দিলাম এই কারণে নয় যে, Great Britain আদর্শ স্থানীয়। U.S.S.R-এ Great Britain এর তুলনায় graduate এর সংখ্যা অনেক বেশী—আমেরিকাতে ২০০ জনে একজন graduate, Soviet Unionএ ১৬৯ জনে একজন graduate। সুতরাং এই অবস্থায় যদি non-affiliating and residential universityতে এটা সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে general education standardকে তুলতে পারা যাবে না। কাজেই এই বিলের উদ্দেশ্য ভাল হলেও তার পিছনে এইযে কথাটা non-affiiliating and residential থাকার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যতখানি সাহায্য করতে পারত তা করতে পারবে না। আমি শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব—আজকে আমি ঝগড়াঝাঁটির বক্তৃতা করবনা—তিনি যেন দেশের মানুষের general feelingটা আজকে একটু বিবেচনা করেন। এজন্য আমি একটা উদাহরণ দেব—কিছুদিন আগে কলকাতায় একটা International Contemporary Arts Exhibition হয়েছিল—এই exhibitionএ বর্তমান যুগের সমস্ত বড় বড় artists, যেমন র‍্যাফেল, পিকাশো এদের মত artistsদের ছবিও ছিল—এঁদের ছবি আপনার আমার মতো লোকের পক্ষে তা বোঝা দুরূহ। এই Exhibition দেখতে গিয়ে আমি দেখে অবাক হলাম যে, আমিতো বেশীর ভাগই বুঝতে পারলামনা—আমি দেখে অবাক হলাম যে, কলকাতার বহু লোক ছেলেবৌ, ছেলেপুলে নিয়ে সেই exhibition দেখতে এসেছে এবং guideএর এটার মানে কি, এটার মানে কি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। এর থেকেই বুঝতে পারছেন যে, দেশের লোকের মধ্যে একটা চেতনা এসেছে—এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে, দেশের লোক অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—আজ পৃথিবীর সবদেশের মানুষের মধ্যে একটা চৈতন্যোদয় হয়েছে, সব জিনিস দেখবার, বুঝবার আগ্রহ জেগেছে। সুতরাং আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা সাধারণ শিক্ষার উপর জোর দেব, না specialisation এর উপর জোর দেব। এখানে আমার Homer এর Illiad মহাকাব্যের একটা অংশ মনে পড়ছে যেখানে Azax একটি মাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছে dispel the cloud and let me see—অর্থাৎ, মানুষের মনের চিরন্তন ও শাশ্বত যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই Homer এর Illiad কাব্যের Azax জানিয়েছিল—আমাকে দেখতে দাও, আমাকে বুঝতে দাও, জানতে দাও, আমার সামনে যে অন্ধকার তা দূর করে দাও। আজকে আমাদের দেশের মানুষেরও সরকারের কাছে এই প্রার্থনা আমাকে দেখতে দাও, আমাকে শিক্ষার আলো পেতে দাও। সুতরাং এই যে আকাঙ্ক্ষা, এটা পরিতৃপ্ত হতে পারে একমাত্র একটা সুসংহত শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা Matriculation নয়, B. A. নয়,—সেই শিক্ষা যদি না দেশের লোকের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে মানুষের মনের এই আকুল প্রার্থনা অস্বীকার করা হবে—এবং তার কুফল আপনাদের ও আমাদের সকলকে ভোগ করতে হবে।

[5-55—6-5 p.m.]

আমাদের এখানে রেসিডেন্সিয়াল এবং নন-য়্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি আমাদের দেশে খুব কম আছে। আপনি জানেন যে গ্রাণ্টস কমিশনের মত এক্সপার্টরা এই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছে যে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি আমাদের দেশের অবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। আপনারা কল্যাণীতে যে ইউনিভার্সিটি করবেন সেখানে যদি রেসিডেন্সিয়াল করেন তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্র আপনারা প্রসারিত করতে পারবেন না। অথবা সেখানে রেসিডেন্সিয়াল করে পড়া ও থাকার খরচ যদি সরকার বা ইউনিভার্সিটি বহন করেন তাহলে হতে পারে। এই ব্যবস্থা যদি না করেন যতই আপনারা শিক্ষার দরজা খুলুন না কেন তাতে কোন ফল হবে না। এছাড়া কৃষি ইউনিভার্সিটির কথা যদি ধরি তাহলে রেসিডেন্সিয়াল করার কোন প্রয়োজন নেই। এডুকেশানে আজকাল কায়দা হয়েছে যে রেসিডেন্সিয়াল করা থেকে—যেমন ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদিতে হয়েছে। কিন্তু ১০।১২ বছর আগে থাকতে হোত না। সেই সময়কার মাষ্টারমহাশয়রা কি আজকালকার বি. টি-র চেয়ে খারাপ হতেন? আমার ধারণা যে তা নয়। কাজে কাজেই এডুকেশানাল ইনষ্টিটিউশান হলে কি রেসিডেন্সিয়াল হতে হবে এর মানে কি আছে? তাদের কারিকুলাম তাদের পক্ষে বহন করা হয়ত সম্ভবপর হবে, কিন্তু রেসিডেন্সিয়ালের খরচ যদি তারা বহন করতে না পারে তাহলে আপনারা তাদের আটকাবেন কেন? অন্য সায়েন্স বা আর্মি কলেজ রেসিডেন্সিয়াল কলেজ করার যখন প্রয়োজন নেই তখন এর বেলায় করার কোন মানে হয় না। সেইরকম কৃষির পারপাস-এ রেসিডেন্সিয়াল কম্পালসারী করার কোন মানে হয় না। মেডিক্যাল এর কথা যদি ধরেন তাহলে বলব যে মেডিক্যাল কলেজে অনেক সময় ছাত্রদের যারা দিনরাত থাকতে হয়, কিন্তু তা বলে তো মেডিক্যাল কলেজে রেসিডেন্সিয়াল করা হয়নি। অনেক সময় ছাত্রদের রাত্রিতেও হাঁসপাতালে কাজ করতে হয়, কিন্তু তাদের বেলায় তো এইরকম ব্যবস্থা নেই। যখন প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রদের হোষ্টেলে থাকতে হবে, অন্যসময় তাঁরা থাকবেনা এইরকম এক ব্যবস্থা তো করতে পারেন। আপনারা এগ্রিকালচারাল কলেজ করছেন এগ্রিকালচারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। ভদ্রলোকের ছেলেরা এগ্রিকালচার শিক্ষা করে এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করবে এটা আপনাদের উদ্দেশ্য নয়। কৃষির সন্তান যারা তাদের যাতে এগ্রিকালচার সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হচ্ছে। এখন এক্ষেত্রে এটাকে যদি রেসিডেন্সিয়াল করা হয় তাহলে কৃষক সন্তান যারা গ্রামের স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিক বা সেকেণ্ডারী এডুকেশান পাশ করেছে তাদের এখানে আসার জন্য স্পেশাল ফেসিলিটিজ দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের থাকা-খাওয়ার খরচ আপনার বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি একটা এরিয়ার কথা বলব সেটা যেমন অন্য জায়গায় আছে। এগ্রিকালচারকে যদি ডেভালাপ করতে হয় তাহলে কৃষকের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমি বলব আপনাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ৫।৬ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে থাকলে সেই চাষীকে ঐ ক্যাম্পাসের ভেতরে না থেকে পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিৎ। ইনজিনিয়ারিং কলেজের এই ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ হাওড়ার কাছাকাছি সকলে তাদের ইনজিনিয়ারিং কলেজ রেসিডেন্সিয়াল হতে হবে না। কিন্তু আপনারা যে বিল এনেছেন তাতে যদি রেসিডেন্সিয়াল, নন-য়্যাফিলিয়েটিং করা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করে থাকেন তাহলে ইউনিভার্সিটি গঠন করে শিক্ষা ব্যবস্থা করা যে উদ্দেশ্য সেটা সাধিত হবে না। এভাবে এব্যবস্থা যদি করা হয় তাহলে এটা প্রধানতঃ ধনীক শ্রেণীর ছাত্রদের আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সাধারণ মানুষের ছেলেরা সেখানে যেতে পারবে না।

Confiscation of copies of the magazine "Prediction"

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, may I have your permission to make an announcement? I understand that a magazine called

"Prediction" has been published and circulated which is being taken serious objection to by certain classes of our friends and brethren, the Muslims. I have ordered all copies of the magazine to be confiscated and further steps are being taken to find out exactly who is importing them and how it has found its way to Calcutta.

The Kalyani University Bill, 1960

Shri Subodh Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু দেখার প্রয়োজন আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই বিলে বলা হচ্ছে যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় আপাততঃ একটি কৃষি কলেজ এবং শিক্ষা কলেজ নিয়ে গঠিত হবে এবং পরে এখানে একটি বিজ্ঞান এবং হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যে ২টি কলেজ বর্তমানে কল্যাণীতে আছে অর্থাৎ কলেজ অব এডুকেসন এবং অ্যাগ্রিকালচারাল কলেজ এ দুটিই সরকারী কলেজ—বেসরকারী কলেজ এখানে নেই। কাজেই এ থেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয় যে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল, কলেজ প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি সেই তুলনায় এই অঞ্চলে তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা এবং চিন্তা অনেকদিন ধরেই ডাঃ রায়ের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছিল এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কল্যাণীতে কলেজ অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং টালিগঞ্জের "রাণীকুটীর" থেকে এগ্রিকালচারাল কলেজ হরিণঘাটায় শিফ্‌ট করা হয়েছে। তা ছাড়া এখবর আমরা সকলেই জানি যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও এই কল্যাণীতে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সরকার করেছিলেন তবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তীব্রভাবে বাধা দেবার ফলে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা যে শুধু প্রচেষ্টা করেছিলেন তাই নয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কল্যাণীতে নিয়ে যাবার জন্য চিঠি পর্যন্ত পাঠান হয়েছিল এবং আমরা এ খবরও জানি যে সেই চিঠির ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলেছিলেন যে যদি ইউনিভার্সিটি কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ছাত্রদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। এবং মনে হয় সেদিন থেকেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর কথা আরও গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় হোক্ এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই বরং আমরা চাই যে আরও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়ে সাধারণ মানুষের লেখাপড়ার সুবিধা হোক। কিন্তু এ দুটি জিনিস না হয়ে যদি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয় তাহলে সে নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। এখানে অনেকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা ছাড়া গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বড়বড় কথাও বলেছেন। কিন্তু এসব কথার অর্থ কি? বরং আমি তাঁদের একটু তলিয়ে দেখতে বলি যে গ্রামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হলেই কি সেটা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা ও দাবী দাওয়াকে বাস্তব রূপ দেয়? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে শান্তিনিকেতন কি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গ্রামের জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা কতটা পূর্ণ করেছে? কাজেই গ্রামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেই তাকে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhury : আপনি ভুল করছেন। শ্রীনিকেতন রুরাল বিশ্ববিদ্যালয়।

Shri Subodh Banerjee : আপনি ভুল করছেন। ওখানে দুটি জিনিস আছে এবং তার মধ্যে একটা অর্থাৎ শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেখানে গিয়ে হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট শিখবে। আপনি

একবার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করুন যে শান্তিনিকেতন তিনি কিজন্য গড়েছিলেন আর শ্রীনিকেতনই বা তিনি কিজন্য গড়েছিলেন। আজ আপনারা বেসিক এডুকেসনের উপরে জোর দিচ্ছেন কিন্তু শান্তিনিকতনে না গিয়ে শ্রীনিকেতনে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শিখবে এবং অন্যদিকে শান্তিনিকেতনে জেনারেল এডুকেসন দেওয়া হবে এই কথা চিন্তা করে তিনি তাকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যা হোক্, আপনারা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শান্তিনিকেতনকে রিকগ্‌নিসন দিয়েছেন তখন শ্রীনিকেতনকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ধরব না এবং সেইজন্য শান্তিনিকেতন কথাটা যখন আমি ইউস্ করব তখন বুঝতে হবে যে আমি শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন দুটোকে একসঙ্গে জড়িয়েই বলছি।

[6-5—6-15 p.m.]

গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই যদি তা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যায় তাহলে শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে তাঁর যুক্তি অনুসারে। আমি জিজ্ঞাসা করি বীরভূমের যারা গ্রামবাসী সেই সাঁওতাল, সাধারণ মানুষ যারা অশিক্ষার অন্ধকারে, কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে রয়েছে এই তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কত মিলিমিটার তুলতে পেরেছে এটা তিনি দয়া করে আমাদের একটু জানাবেন। শান্তিনিকেতনে কি হয়েছে— না বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে তোলার বদলে একটা বিশেষ ধরণের ঢ° এবং নেকামি তৈরি করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কটা valiant fighter তৈরি করেছে? সাধারণ মানুষ যারা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কটা লোক বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? সুতরাং গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হয় না এটা তাদের বোঝা দরকার। ঠিক তেমনি কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেই যে সেটা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় হবে এর গ্যারান্টি কোথায় আছে সেটা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? দ্বিতীয় জিনিস, দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্যাড্‌লার কমিশনের কাছে আমাদের যে দাবী ছিল তা মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই। ডাঃ রায় এখানে নেই, তিনি সাক্ষী ছিলেন, স্যাড্‌লার কমিশনের কাছে আমাদের দুটো দাবী ছিল our education must be cheap, our education must be democratic। এই দুটো দাবী আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সময়, আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় বিদেশী সরকারের কাছে করেছি। আমরা এই দুটো দাবীর ভিত্তিতে লড়াই করেছি, দাবী আদায় করেছি। আপনারা কি করতে যাচ্ছেন, education cheap—education is becoming more costly day by day. আজ শিক্ষা অত্যন্ত costly। সেই শিক্ষার আরও costlier করতে যাচ্ছেন কল্যাণীতে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার আমার সাধারণ মানুষের ঘরের ছেলেরা পড়তে পারবে না, আমরা জানি হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরির ঘরের ছেলেরা পড়তে পারবে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের সাধারণ মানুষের ঘরের ছেলেরা পরীক্ষার ফি দিতে না পারার জন্য পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যারা এতদিন এগিয়ে এসেছিল পড়ার ক্ষেত্রে সেই ছেলেমেয়েদের পড়া আজকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যারা ঘরবাড়ী বাঁধা দিয়ে লেখাপড়া শেখাত তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কলেজের ১০।১২ টাকা মাইনে পর্যন্ত দিতে পারে না, এই অভিজ্ঞতা যাঁর নেই তিনি রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করছেন। রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই তিনি যদি ডাঃ রায় স্যাড্‌লার কমিশনে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেই নীতি অনুসারে বলতেন যে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি ষ্টুডেন্টসিপ থাকবে। অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজের কথা তুলবেন না, এর কোন অর্থ হয় না। সেই পর্যায়ে আমাদের দেশ উঠুক তখন

দেবেন, এখন কটা ছাত্রকে আপনি দেবেন। আপনি রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করবেন ছটো কলেজ নিয়ে—কনস্টিটিউয়েণ্ট কলেজ করবেন কিন্তু কটা ছাত্র আপনার? আজকে B. T. College of Education যেখানে ১ শত ছাত্র আর ১২৫ জনের মত ছাত্র এগ্রিকালচারাল কলেজের, এই ২৫০ জন ছাত্র নিয়ে আপনি ইউনিভার্সিটি করবেন—unthinkable। আমার তাতেও কোন নেই—আপনি এই ২৫০ জন ছাত্রের বিনা পয়সা খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন? তা করতে পারবেন না। আমরা জানি আজকে কলেজ অব এডুকেশানে একটা হোস্টেল হয়েছে, সেখানে কিছু কিছু ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তাও ৪০ টাকার মত। আজকে যদি ছাত্রদের বাধ্য করান হয় যে এই হোস্টেলে থাকতে হবে তাহলে হোস্টেলে থাকতে গেলে যে ৫০ টাকা খরচ লাগবে সেটা তারা কোথা থেকে দেবে? তারপর অন্যান্য খরচ রয়েছে। আপনারা যদি সকলকে ষ্টাইপেণ্ড দেন তাহলেও তাদের পড়ার ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্য সকলকে ষ্টাইপেণ্ড দেবেন এমন কোন ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং এডুকেসন স্যুড বি চিপ এ জিনিস কোথায় আসছে? তারপরে এডুকেসন স্যুড বি ডেমোক্রাটিক ওকথা বাদ দিন। এ ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগের দাবী—কথার কথা। ঐ যে গোড়ায় বাদ দিয়ে দিয়েছেন—Education should be based on authoritarianism. Its aim is to regiment thought, to curtail the freedom of thought। এগুলি আপনাদের লক্ষ্য হয়েছে। আমি জানি আমার চোখের সামনে মন্ত্রীমহাশয় নেড়ে দেবেন শান্তিনিকেতন ইউনিভার্সিটি য়্যাক্ট, সাম্প্রতিককালের ইউনিভার্সিটি য়্যাক্টগুলি কিন্তু ওসব কথার কোন যুক্তি নেই। কারণ ক্ষমতা পাওয়ার পর যতগুলি ইউনিভার্সিটি আপনারা করেছেন প্রত্যেকটাতেই বিশ্বাসের গোড়ায় আপনারা আঘাত করেছেন। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার আগে আপনারা বড়বড় কথা বলেছেন এডুকেসন স্যুড বি ডেমোক্রাটিক, reorientation of the entire education system.

বারবার করে দাবী করেছেন—সেসব কথা ভুলে গিয়ে যতগুলি ইউনিভার্সিটি করেছেন সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। আপনারা ভুলে যান এডুকেসন কাকে নিয়ে—ইউনিভার্সিটিতে কারা কারা থাকেন? ইউনিভার্সিটিতে থাকবেন গার্ডিয়ানরা, ইউনিভার্সিটিতে থাকবেন তাঁদের ওয়ার্ডরা অর্থাৎ ষ্টুডেণ্টরা, ইউনিভার্সিটিতে থাকবেন শিক্ষকরা—এঁদেরই রিপ্রেজেনটেটীভ থাকবেন ইউনিভার্সিটিতে। এজন্য দেখি যাঁরা এক্স ষ্টুডেণ্ট তাঁদের রিপ্রেজেনটেটীভ হিসাবে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটরা সেখানে যান, এজন্য আমরা দেখি অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের প্রতিনিধি হিসাবে লোকে স্থান পান ইউনিভার্সিটির পরিচালক সংস্থায়—সিণ্ডিকেট বলুন, সিনেট্ট বলুন বা বিলে যাকে গভর্ণিং বডি বলছেন তাতে স্থান পান। এখানে টোট্যাল জিনিসটা গভর্ণমেণ্টের হাতে কেন? ১০ জনের মধ্যে ৩ জন প্রিন্সিপ্যাল বা সব কটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং এই কলেজগুলি হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট কলেজ—যেগুলির প্রিন্সিপ্যালদের এডুকেসন ডিপার্টমেণ্টের তাঁবেদারী করতেই হবে অর্থাৎ সরকারের লোক, আর দুজন শুধু ইলেকটেড মেম্বার হবেন এবং তাঁরা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক—এটা কি ডেমোক্রাটিক হচ্ছে? এই অবস্থা কেন হচ্ছে তার কারণ ওঁরা জানেন ইংরাজ এটা চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে গেলে দেশের লোককে অন্ধকারে রাখতে হয়; এডুকেসন নিজেদের মনমত গড়ে তুলতে হয় এই চেষ্টাই ইংরাজরা করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে তখনকার দিনে স্বাধীনতাকামী মানুষ তাই বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্কুলগুলি গড়ে তোলে, তাই আশুবাবুর ডাক ছিল ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করবো এবং তাতে ওঁরা যোগ দিয়েছিলেন জনসাধারণকে পেছনে আনবার জন্য। আজ ওঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন, ওঁরা জানেন যে ক্ষমতাকে যদি করায়ত্ত করে রাখতে হয় তাহলে জনতাকে গভীর অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তাই ওঁরা একদিকে কার্টেলমেণ্ট অব এডুকেসনের চেষ্টা করছেন, আর একদিকে সমস্ত সংস্থাগুলিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করছেন। শিক্ষার প্রসার যাতে না হয় সেজন্য ওঁরা কোয়ান্টিটিক করার জন্য

উঠে পড়ে লেগেছেন, কোয়ালিটিকে কাটতে হবে এবং কোয়ালিটির দোহাই পাড়বেন, কোয়ালিটির জিগির তুলবেন এবং সেই জিগির তুলে সাধারণ মানুষের লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন—একদিকে এই চেষ্টা করছেন। আর একদিকে শিক্ষাসংস্থাগুলিকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলিকে কব্জার মধ্যে এনে রেজিমেণ্ট করার এ্যাটেম্পট্ হচ্ছে—তাই দেখছি সেই রেজিমেণ্টেশান। মুদালীয়ার কমিশন বলুন, ইউনিভার্সিটি কমিশন বলুন, অন্যান্য কমিশন বলুন সমস্ত জায়গায় রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক কনষ্টিটিউসন অব দি য়্যাকাডেমী। সে গুলি কেটে দিয়ে regimentation, Government Control, total control হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে টেনে নেয়া হচ্ছে।

[6-15—6-25 p. m.]

Regimentation এর attempt করা হচ্ছে, management of these institution যা হচ্ছে তাতে তাদের কব্জা করার জন্য ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। এই যে ব্যবস্থা তাতে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা যা শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল সেগুলি curtail করা হচ্ছে।

আমার সর্বশেষ কথা হল কৃষির কথা বলছি। Education এর জন্য demand যখন গড়ে উঠে—তা কেন গড়ে উঠে? আমাদের দেশের অবস্থা কি? আমাদের দেশে যদি Industry না থাকে তাহলে Industrial Education হতে পারে না। Agricultural Education দেবেন কেন? Agricultural Education দেবেন কি চাকুরির জন্য? তা হতে পারে না। ইংলণ্ডের কথা আমেরিকার কথা যদি তুলি সেখানে Agriculture is an Industry। আমাদের এখানে Agriculture কি Industry? এর জবাব কোথায়? এখানে পাশ করে ছেলেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে চাকুরির জন্য এদের Director of Industryর কাছে। হয়ত তিনি জানেন কিনা জানি না—আমার চোখের সামনে বাংলাদেশের একটি ছেলে, এখানকার কোন কংগ্রেসী এম এল এর ভাইপো বোধহয়, বিদেশ থেকে Agriculture শিখে এসে দেশে apply করতে পারলেন না, চলে এলেন কেনিয়ায় চাকুরি নিয়ে। এই যে graduate তৈরী করবেন, Post graduate তৈরী করবেন তারা যদি চাকুরিই করবে আর চাকুরির জন্য University তৈরী করা হয় তাহলে technician তৈরী হবে কি করে? Agricultural Education তৈরী হচ্ছে Scientific Cultivation হবে। Scientific knowledge যা হবে তা যদি apply করতে না পারে তাহলে হবে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জ্ঞান যদি apply করার সুযোগ থাকে তবেই শিক্ষার স্বার্থকতা। মাঠের ১½ ইঞ্চি লাঙ্গল আর ঐ বোকা গরু কি কাজে লাগবে জানি না। সাধারণের ভিতর যাতে শিক্ষার প্রসার হতে পারে তার দিকে নজর দিন তাতে অনেক বেশী কাজ হবে বলে মনে করি।

Dr. Maitreyee Bose: স্যার, on a point of information, শান্তিনিকেতনে গ্রামীন সভ্যতার কোন সাহায্য করা হয়না একথা সুবোধবাবু বলেছেন। তিনি অল্প বয়সের লোক, শান্তিনিকেতন যখন হয় তখন তিনি জন্মাননি এবং সুবোধ ব্যানার্জি বলে কেউ জন্মাবেন বলেও জানা যায়নি, তখন থেকে কবির লড়াই. যাত্রাগান প্রভৃতি যা লোপ পাবার মত অবস্থা হয়েছিল সেই সমস্তই শান্তিনিকেতনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবসময় হয়ত এ জিনিস হতে পারেনা কিন্তু তাহলেও বাংলাদেশের এসেম্বলীতে এরকম ধরণের কথা শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কেউ বলে যাবেন এবং তার উত্তর কেউ দেবেনা এটা হতে পারে না। কাজেই সুবোধবাবু যে অজ্ঞতা দেখিয়েছেন সেজন্য আমি লজ্জাবোধ করছি।

Mr. Speaker : That is a speech, not a point of information.

Dr. Pabitra Mohan Roy, kindly finish your speech in 8 minutes. There is another speaker on your side, Shri Ramanuj Haldar.

Dr. Pabitra Mohan Roy : আপনি তো সকলকেই ১৫ মিনিট দিচ্ছেন, আমাকেও তাই circulation motionএ তাই দিন, আমার repeatation হয় কিনা কোন pointএ দেখুন।

স্যার, পশ্চিমবাংলায় যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, আমরা নিশ্চয়ই সবাই চাইছি এবং Agriculture ও Veterinary Science বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া দরকার, সেটা কল্যাণীতে সরকার করতে চেষ্টা করছেন। এ নিয়ে কল্যাণীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিভিন্ন সদস্যরা অনেকেই বলতে চেষ্টা করেছেন। কল্যাণীর অসুবিধার কথা আমি আর নূতন করে বলতে চাই না। Residential বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলোচনা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। Residential University করতে যাচ্ছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ যেখানে বাংলাদেশের শতকরা ৮৪ পার্সেন্ট গরীব সেখানে Residential University গিয়ে পড়বার মত শক্তি আমাদের দেশের মানুষের নাই। আমি একটা জিনিস মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং সেটা বোধ হয় সত্য, সেটা হল Belgatchia Veterinary College যেটা রয়েছে সেই কলেজ কল্যাণীতে নিয়ে যাবেন বলে শুনছি। এটা যদি সত্য হয় তাহলে আমার বক্তব্য রয়েছে। এই Belgatchia Veterinary College বহুদিনের পুরানো এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে যে ছেলেরা শিক্ষিত হয় তারা শুধু এদেশে নয়, ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরেও যথেষ্ট রয়েছে।

Mr. Speaker : আপনি কি বলছেন ?

Dr. Pabitra Mohan Roy : Veterinary Collegeকে কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা যদি অস্বীকার করেন তো আমি এ সম্বন্ধে বলতে চাই না।

এই Veterinary College কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওখানে যে সমস্ত জিনিস আস্তে আস্তে grow করেছে এখানকার laboratory, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এগুলি নিতে গেলে বেশ ক্ষতি হবে। সুতরাং একে ওই জায়গাতেই রেখে যদি কল্যাণী universityর সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাতে কি অসুবিধা হবে আমরা তা জানতে চাই। তারপর কথা ছিল এখানে যে সমস্ত ছাত্র থেকে পড়াশুনা করছেন তাদের পড়াশুনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কলকাতায় তাদের আত্মীয়-স্বজন থাকে চেষ্টা করে তারা এখানে থাকবার সুবিধা করে নিতে পারে, সেটা কল্যাণীতে সম্ভব হবে না। Veterinary Science এবং animal husbandry-এর সঙ্গে agricultural এর বিশেষ link রয়েছে, কিন্তু agricultural science এর সঙ্গে এর কিছু সংযোগ নেই—it has nothing in common. আমি মনে করি এই Veterinary College এখান থেকে ওখানে কল্যাণীতে যদি আর একটা জিনিসের চেষ্টা করা হয়, অর্থাৎ একটা College of Animal science তাহলে ভাল হয়। সেখানে animal maintenance in relation to climate যদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে সুফল পাওয়া যাবে। এছাড়া wild life fishery সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এই কলেজে আরও যদি animal breeding nutrition and production এগুলি যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে অনেক বেশী উপকার আমরা পেতে পারি এবং production বলতে আমরা জানি wool production, milk production, production from bones, ছাগলের লোম থেকে production প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা

যেতে পারে। এইসমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়ে যদি আমরা ভাল graduate তৈরী করতে পারি তাহলে আমরা একটা নোতুন পথের খোঁজ পাব এবং scientific একটা নোতুন দৃষ্টিভংগী নিয়ে নোতুন নোতুন পথের দিকে যেতে পারব।

[6-25—6-35 p.m.]

রুজিরোজগারের দিক থেকে একটু বলি। তার দিকেও এই সমস্ত নূতন গ্রাজুয়েটদের একটা নতুন রাস্তা খুলে যাবে। Animal hoofs hair ইত্যাদি যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে, এটাও জানা দরকার। সারা পশ্চিমবঙ্গে animal science এর কোন research institute নাই। আজ এই research institute-এ গবেষণার জন্য College of animal Science এটার কাজ তারা করতে পারবেন। সুতরাং আজকে বেলগাছিয়া থেকে Veterinary College নিয়ে—সেটার উপর জোর না দিয়ে একটি নূতন কলেজ যদি কল্যাণীতে সৃষ্টি করা হয় College of animal science, তাহলে আমার মনে হয়—অনেক বেশী উপকার আমরা পাব। এইজন্য আমি শেষ করার আগে আর একটা কথা বলছি।

Veterinary College কলকাতার পাশে থাকায় ছাত্ররা যে সুযোগগুলি পাচ্ছিল, scientific wayতে deal করতে গিয়ে Medical College এর সাহায্য নিতে হয়, Statistical Institute এর সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এটা হরিণঘাটায় গেলে সেগুলি পাবেন না। তাছাড়া কলকাতার আশেপাশে এখানকার হাসপাতালের ছেলেরা যে সুযোগ পাচ্ছে Race Course থাকার দরুন, এবং অন্য আরো চারিদিক থেকে যেসমস্ত animal আসে, সেগুলি তাঁরা দেখতে পারেন। Zoo Garden কাছে রয়েছে বলে সেখানে গিয়ে সেই সমস্ত animal ছেলেরা দেখতে পারে। কিন্তু কল্যাণীতে গেলে হরিণঘাটার গো-মহিষ ছাড়া আর কিছু শিখবার সুযোগ পাবে না। Veterinary College এখান থেকে এটা কল্যাণী ইউনিভার্সিটি গ্রহণ করে নিয়ে এইসমস্ত ছেলে এগুলি শিক্ষা করতে পারে। যদি একটা College of animal science কল্যাণীতে grow করান যায়, তাহলে সেগুলি তারা শিক্ষা করতে পারবে।

Shri Phakir Chandra Roy : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, Calcutta Universityর উপর যে ভার পড়ছে, সেই ভার কমাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিল পাস করেছেন; তার পরে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি আইন পাস হয়েছে। এই দুটো ইউনিভার্সিটি হবার পরে বর্তমানে কলকাতা ইউনিভার্সিটির উপর যে চাপ রয়েছে, সেই চাপ কমবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই এই যে নূতন ইউনিভার্সিটি এই নূতন ইউনিভার্সিটিকে residential ইউনিভার্সিটি না করে affiliating University করা উচিত ছিল। একটা affiliating university যদি কল্যাণীতে হয়, তাহলে নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সমস্ত কলেজ আছে, সেই কলেজগুলি এই কল্যাণী ইউনিভার্সিটির মধ্যে থাকে এবং তারপরে যদি উত্তরবঙ্গে আর একটা নূতন ইউনিভার্সিটির সৃষ্টি হয়, তবে কলকাতা ইউনিভার্সিটির উপরে বর্তমানে যে অত্যধিক চাপ রয়েছে, তা কমতে পারে। সেজন্য আমি মনে করি কল্যাণী ইউনিভার্সিটি হচ্ছে হোক্, ভাল কথা, সেটা residential university and unitary university না হয়ে affiliating university হওয়া দরকার। এই ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান—বিশেষ করে কৃষিবিজ্ঞান, humanities এই দুটো জিনিস শিখান হবে। আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যে কয়েকটী কৃষি-স্কুল আছে, সেই কৃষি স্কুলগুলিকে এই Universityর অধীনে আনার ব্যবস্থা রয়েছে, তবে যদি humanities শেখান হয়, Agriculture বিশেষ করে শিখতে হলে কিংবা আরো অন্যান্য science যদি শিখান

হয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কলেজগুলিকে যদি recognition দেওয়া হয়, তাহলে এই universityকে affiliating university কেন করা হবে না তা বুঝতে পারি না। আমাদের যা প্রয়োজন, তা এই universityতে মেটে না। Residential University আমাদের পক্ষে luxury। কলিকাতা Universityতে যে দুরাবস্থার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই Calcutta Universityর অধিনে সেই শিক্ষাকে তার দুরাবস্থা থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এই Universityর উপর যে ভার আছে সেই ভার কমাতে হবে এবং সেইজন্য affiliating university করা হোক্। নইলে residential university করলে সরকারের অর্থ অপচয় হবে। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য নূতন University হোক এবং এই নূতন universityর মধ্যে দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় যে গলদ আছে সেই গলদ দূরীভূত হোক এটা আমরা চাই। বর্তমানে যে পরীক্ষা ব্যবস্থা আছে সেই পরীক্ষার দ্বারা attainment measure হয় না। শিক্ষকরা কিভাবে পরীক্ষা নেন তা বুঝতে পারি না। এখানে School Board, District School Board, Primary Education ও Universityর ক্ষেত্রে যদি বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে পারা যায় এবং অন্যভাবে যদি ছাত্রদের attainment measure করা যায় তাহলে এই অবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন করতে পারা যাবে এবং আমার মনে হয় দেশের শিক্ষার পক্ষেও একটা ভাল কাজ করা হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয় চিন্তা করতে বলছি এবং এই বিলে এইরকম provision রাখা হোক যাতে ছাত্রদের এইরকম পরীক্ষার hyprocrisyর মধ্যে দিয়ে না যেতে হয়। সেদিন একজন শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে, class VIএ প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছিল, দুইটি গৃহপালিত জন্তুর নাম কর। তার উত্তর দিয়েছে পিতা-মাতা। School Final পরীক্ষায় পৌত্র শব্দের মানে জানে না। I.A.র ছেলেরা cooling plant কি জানে না। পরীক্ষার মধ্যে ও শিক্ষার মধ্যে যে গলদ আছে তা দূর করার প্রচেষ্টা যদি মন্ত্রীমহাশয় করেন তাহলে বাস্তবিকই শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি একটা ভাল কাজ করবেন। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে agriculture education দিয়ে ভাল করে কৃষিব্যবস্থার যাতে উন্নতি হয় তারজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে একথা ঠিক। কিন্তু কৃষি কলেজের কথা হলেও সেখানে Dietics, Pisciculture ইত্যাদি এইসব related subjects পড়াবার কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। কাজেই Agriculture যদি শিখতে হয় তাহলে Dietics, Pisciculture, এইসব related subjects ও provision থাকা দরকার। এবং সেইভাবে এই বিল drafted হওয়া উচিত। এইসমস্ত জিনিস যা বিলে থাকা উচিত ছিল তা নেই। Residential University ও Affiliating Universityতে এই provision থাকা উচিত ছিল। এখানে agriculture বলতে veterinary scienceও বুঝাচ্ছেন কিন্তু এর সঙ্গে Dictics, Piscicultureও থাকা উচিত। এইসমস্ত জিনিস, যারা বিশেষজ্ঞ, তাদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে এই বিল redraft করা উচিত। স্পীকার মহাশয়, এইজন্য আমি বলছি, জনসাধারণের মত সংগ্রহের জন্য এটা circulationএ দেওয়া হোক।

[6-35—6 45 p.m.]

Shri Ramanuj Haldar : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সোমনাথবাবু যেটা বল্লেন, আমার সামনে থেকে আবরণ সরে যাক্, আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই,—আমাদের ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীও তাই—তমসো মা জ্যোতির্গময়ো। যাই হোক, আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করা যায় তার জন্য গভীর চিন্তা করছেন। আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে

যেখানে agriculture এবং veterinary শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু এই বিলের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের অসামর্থ্য ও ব্যর্থতাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; স্বাধীনতার পরে এখনো আমাদের বলতে হচ্ছে at present available in the State are extremely inadequate and not of a very high standard। এবং সুবোধবাবু বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহেলিত করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চল্‌ছে—তবে সেটা এখানে প্রত্যক্ষভাবে দেখা না দিলেও, এ বিলের মধ্যে যে কয়েকটা বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তাতে সামনাসামনি আঘাত না করে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে। আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—এখানে Statement of Objects and Reasonsএ বলা হয়েছে—

There are some agricultural schools in West Bengal. It is considered desirable that there should be uniformity in the standards etc. এই বলে recognize such schools, to prescribe the courses of study therein and to hold examinations for and award diplomas to the students of such recognised schools after etc.

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইরকম কতগুলি School বাংলাদেশে রয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই areaতে মাত্র ২টা College আছে—সুতরাং সেই স্কুলগুলির মধ্যে একটা সংঘর্ষ দেখা দেবে। Board of Secondary Educationএর মাধ্যমে বিভিন্ন Multipurpose School চল্‌ছে যেখানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 3 years degree courseএ এখনো পর্যন্ত agriculture এবং veterinaryতে honours পড়ার ব্যবস্থা নাই, অথচ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে honours এবং অন্যভাবেও পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যেকথা মাঃ সদস্য সুবোধবাবু বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিষয়ক সমতুল্য শিক্ষাব্যবস্থা না রেখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহেলিত করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। এবং এভাবে আজকে শিক্ষাজগতে একটা duality সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় হোক; এটা আমাদেরও কাম্য, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রেখে এই পরিচালনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা দেখা উচিত ছিল। সেজন্য আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদ করার একটা পরিকল্পনা মাত্র। তাছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে তাও সম্পন্ন করতে আমাদের সরকার ব্যর্থ হয়েছেন এবং শিক্ষাবিভাগ থেকে অনেক সময়ই শিক্ষাসংস্কারের জন্য বড় বড় কথা বলা হয়। এখানে তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, যারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের মধ্যেই যদি এরকম দুর্নীতি থাকে তাহলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিরকম প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তারপর, আর্থিক দিকটা এখানে বিবেচনা করা হয়নি। ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ধনিকগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে একথা বল্লে কোন ভুল হবে না। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের দেশের কোন সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হবে না।

[6-45—6-55 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, I expected that the asphyxiating atmosphere that was created during the discussion on the Gas Bill will be fully removed at least when we come to the discussion of an Education Bill but, Sir, I have been disappointed in

that respect and I think it is unwise to except that even an Education Bill will be discussed on the level on which it should be discussed when there are members in the House who will go down to a much lower level even in discussing such a Bill. I shall not, Sir, at this late hour try to answer every individual member, I shall only deal with the main points of criticism that have been raised generally and answer them one by one.

Sir, hardly anything substantial has been said in support of the circulation motions excepting one thing, namely, that experts should be consulted before bringing forward such a Bill. Sir, experts have been consulted—of course, we have consulted experts in our own way—and what is more, Sir, is that our officers of the Education Department together with the officers of the Agriculture Department were invited to go to the United States to see the Land Grant Colleges that have been established there for the development of the agricultural economy of the United States. It may be known to the honourable members of this House, who have quoted from Rosebery to Homer, that in the United States there are a number of colleges which are known as Land Grant Colleges to look after the agricultural education if the country. The Secretary of the Education Department and the Secretary of the Agriculture Department were particularly invited to go there by the representatives of the United States Technical Co-operation Mission to see some of those colleges. Sir, it may or may not be known to the honourable members of the House, and nobody has referred to that in particular, that recently with the co-operation of the T. C. M. the Government of Uttar Pradesh have established their Agricultural University at Rudrapur. Therefore, Sir, when the T. C. M. authorities came to know that we had a mind to set up an Agricultural University here in West Bengal, they were kind enough to come over here to inspect the site at Kalyani and then advised our Secretaries to go to the United States and see what they were doing there. Our Secretaries took the opportunity, accepted the invitation, went over there and saw some of the Land Grant Colleges in operation. Now, so far as the Kalyani University is concerned, it is going to be set up on the pattern of the Land Grant College in the United States. In 1862 Justin Smith Morrill, a member of the Congress in the United States, persuaded the Federal Government there to agree to grant land for the establishment of the Land Grant Colleges.

The Land Grant Colleges, there upon, came into existence in pursuance of an Act passed by the Congress of the United States in 1862—the Morrill Act. In accordance with that Act the Federal Government of the United States granted large plots of land in certain parts of the different States of the Boards of Trustees there to set up colleges which would specialise in agricultural education without sacrificing liberal education. Take for instance, the departments of a Land Grant College wellknown now as the University of Missouri in Columbia. There the different units of the University are, Division of Agricultural Science, College of Arts and Science, College of Engineering, College of Education, College of Business Relations and Public Administration, Schools of Medicine, Mining and Metallurgy, etc. The Agricultural Division itself is divided into three distinct institutions—College of Agriculture, School of Veterinary Medicine and School of Forestry. This is how the Land Grant Colleges in the United States were developed into universities and everybody knows that it is only after the establishment of these colleges

that they could train their people in agricultural science and research, and they could disseminate agricultural knowledge to the countryside and improve agricultural economy of the entire State.

Sir, we may be accused of optimism and ambition that we are going to set up an Agricultural College after that pattern. Here we have one unit in the Agricultural College at Haringhata. Another unit, viz. the College of Education, is at Kalyani. The third unit, as we have already indicated, will be called the Veterinary College and the College of Animal Husbandry.

Sir, it is quite true, and it is contemplated by the Government, that the Veterinary College now in Calcutta may be transferred to Haringhata, and two more colleges—one a College of Arts and the other a College of Science—are proposed to be established at Kalyani.

It is not to boost the Kalyani area up that we are going to set up a University there or just to revive a dead scheme of our Chief Minister that we are going to set up the Kalyani University. The proposed campus of the University was inspected by the T. C. M. authorities. They were satisfied that the area will be a suitable one for the establishment of an Agricultural University.

Somebody said here that we are going to utilise the cracked buildings in the Kalyani town. It is not that. We are going to launch the University on bare lands in an area where there are no houses at present. In Haringhata also there are bare lands where the College of Veterinary Science may be set up.

Sir, it is unfortunate that invectives, insinuations and innuendos constitute the best part of the speeches in our Assembly today.

[6-55—7 p.m.]

Another point has been raised—Shri Satyendra Narayan Mazumdar has set the ball rolling by saying that it will be a residential university and a costly one, and has questioned whether we are going to make it entirely free for the students who will come to reside here.

Speaker after speaker has stressed that point, namely, that it will be a costly thing. The point of grievance of all the opposition speakers is that "the university will be a costly institution functioning for the benefit of the sons of black-marketers and unless you provide for stipends for all the students and make all the students free we are not going to support such a university."

Sir, there are at least 11, not one, residential universities in the whole of India out of 37 universities. Not one of these universities is entirely free—not one. Is it to be supposed, Sir, that in these institutions only the sons of black-marketers are taking their education. For instance, there are at least five or six residential teaching universities in U. P.; there are one or two in Bombay; there is one in Andhra. Another teaching and residential university has been recently set up at Rudrapur.

As I told you before, that will be an agricultural university of the U. P. Government. Is it to be supposed that in all these universities only the sons of black-marketers are and will be taken ? As regards stipends, Yes, Sir, so far as this Government is concerned, this Government is providing for stipends for poor and meritorious students even in the affiliating and teaching universities. Therefore, this Government will also provide for stipends, scholarships and exhibitions. That is mentioned in this Bill but the Government will not guarantee that will be given irrespective of the financial condition of the fathers of the students.

Then, Sir, the other point that has been raised is, why locate the university at Kalyani and set it up a residential university ? It is going to be a university concerned mainly with professional and technological education. You cannot set up such a university in every district. Take for instance the Indian Institute of Technology for higher a engineering education. The Government of India has set up one such engineering institute at Hijli. There is no such second institution in the whole of eastern region. Is it to be supposed that a wrong has been done by locating the Institute there. Sir, all persons are not going to take higher education and research work in a vocational university. It is only those who have got the bias for it that will come to take higher education in agriculture at Kalyani, and, Sir, students from all districts are expected to go there and are to be provide there with hostel accomodation. What are you going to do ? Are you not going to admit all those students there—all those students who will prefer to go and take their instruction there without residing in the hostels ? Yes, only if that will be possible. Take, for instance, the Sibpore Engineering College. Every student has to reside there. Why ? It is not for fun that provision has been made there. It is because the programme of work and teaching is spread-out almost throughout the day. Therefore, every student must reside there to take his education.

He cannot afford to come daily to his father's residence and go back to the college and take education there. That is not because the College of Engineering at Sibpur proposes to restrict the number of students, but because the programme of teaching, the programme of instructions is such that it is not possible for a student to go through his course unless he comes to reside at the Sibpur hostel.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : What about humanities and science subjects ?

[7—7-12 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : So far as specialised agricultural education, professional education is concerned, it is so. So far as the college of Arts or Science is concerned, of course students from outside may go and take their instructions there if the routine of the college permits it. Oxford and Cambridge Universities are residential Universities and the students who live with the landladies outside the University campus – they also go and take their instructions there. Everybody knows that.

The next point that has been raised is that the Bill will not go to provide for the minimum collegiate education up to the degree course.

It will not. It is not going to be an Undergraduate College or University. It is not going to be a University which will merely award degrees. No. It has got to be a specialised University for higher teaching, for post-graduate teaching and research.

Another point raised is : how are the rural people going to profit by such a University ? That is a very relevant question indeed. That should have been understood from the Statement of Objects and Reasons. Unfortunately I have been accused of going through the Statement of Objects and Reasons. But I see that of the honourable members who have put in amendments some of them have done so without reading the Statement of Objects and Reasons. It has been made perfectly clear in the Statement of Objects and Reasons how we are going to improve the rural agricultural economy of the Province. You will see that there are provisions in the Bill by which the University will provide for demonstration farms and extension work outside. These farms will give rural people the results of the knowledge that will be gained in the University. The University will communicate to the rural areas the results of researches by providing for extension services and these extension services will be carried out it is expected by the students of the University in the rural areas, and we hope that for a certain period of time it will be obligatory on the part of the students to render that service if they desire to get their degrees. Therefore, this University will not only carry on higher researches, and provide higher teaching in agriculture, but what is more, it will be its endeavour, one of its principal programmes, to provide for extension services. If you had cared to read the Statement of Objects and Reasons with attention you would have found it there. Unfortunately you have without studying carefully the Statement of Objects and Reasons accused me of reading that out. I, would therefore, say that all your denunciations of the University and of the Government are based on points which are absolutely irrelevant so far as this Bill is concerned.

Sir, I think I need not labour any further at this late hour. I have answered all the substantial points raised and I hope that the House will accept my motion for consideration. Circulation will only mean delay. If the house consider it desirable that the circulation of the Bill will do more benefit to the people of the State, the honorable members are perfectly entitled to vote against further consideration of the Bill.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the Kalyani University Bill, 1960, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and a division taken with the following result :

NOES—88

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar

Das Gupta The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mondal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukherji, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Patel, Shri R. E.
Pramanik Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—34

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri. Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra

Majhi, Shri Chaitan	Mondal, Shri Haran Chandra
Majhi, Shri Jamadar	Mukherji, Shri Bankim
Majhi, Shri Ledu	Ray, Dr. Narayan Chandra
Maji, Shri Gobinda Charan	Ray, Shri Phakir Chandra
Majumdar, Shri Apurba Lal	Roy, Shri Jagadananda
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan	Roy, Dr. Pabitra Mohan
	Sen, Shri Deben

The Ayes being 34 and the Noes 88 the motion was lost. The other motions fall through.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Kalyani University Bill, 1960, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Tomorrow there will be no questions. Will you take up non-official Bills or non-official Resolutions tomorrow ?

Shri Ganesh Ghosh : We will first take up non-official Bills and then non-official Resolutions.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-12 p. m. till 3 p. m. on Friday, the 8th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

———

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembl

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—10

8th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 8th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 191 Members.

Adjournment motion

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker : There is an adjournment motion. Mr. Bhattacharjee may read it.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : The proceedings of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the sudden stoppage of distribution of gratuitous relief in the flood affected areas of Howrah district'

Case of employee of West Bengal State Electricity Board.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে একটা বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকেই আমি খবর পেয়েছি—ডুয়ার্সের মাল এলাকায় West Bengal Electricity বোর্ডের একজন employee জনার্দন মজুমদার উপরিওয়ালা সরকারী কর্মচারীর ঔদাসীন্য ও দুর্ব্যবহারের ফলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এখন যতদূর জানতে পেরেছি—ইনি ছুটী নিয়ে গিয়েছিলেন। ছুটী থেকে ফিরে আসার পরে তাকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয়। কিন্তু ছুটীর কয় মাসের মাইনে তাকে দেওয়া হয় নাই, মাইনে পাননি। তিনি ডবল ডিউটী করে যান—তিনি সদ্যবিবাহিত ছিলেন এবং তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি এই অবস্থায় সংসার চালাতে না পেরে তিনি একটা চিঠি লেখে যান যে এই অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নাই। এই ব্যাপারে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সেইজন্য আপনার মারফৎ আমাদের সরকারকে আমি অনুরোধ করবো তাঁরা যেন অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে যথাকর্তব্য করেন।

Photograph and identity card of voters.

Shri Bankim Mukherjee : সভাপতি মহাশয়, আপনি জানেন যে দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতায় নির্বাচন আসন্ন এবং সেখানে নূতন যে ভোটের পদ্ধতি হয়েছে, ভোটারের ফটো সংগ্রহ

করে তার identity card তাঁরা প্রত্যেককে দিয়ে দেওয়া। এ পর্যন্ত জানা গেল—সাড়ে তিন লক্ষ ভোটারের ভেতর এক লক্ষ লোকের এখনো কোন ফটো তোলার ব্যবস্থা হয় নাই। অর্থাৎ শতকরা ৩০ জন ভোটারের এখন পর্যন্ত ফটো তোলা হয় নাই। আর যাঁদের ফটো তোলা হয়েছে, তাঁরাও সব সময় ঠিক ঠিক কাপ পাচ্ছেন না। একজনের identity card আর একজনের কাছে চলে যাচ্ছে। এইরকম বহু গোলমালের খবর আমরা পাচ্ছি। নির্বাচন যখন আসন্ন, তখন এই অবস্থায় নূতন পদ্ধতি চালু হয়েছে, যদিও election কমিশনার এটা করেছেন, এটাকে কার্যকরী করার ভার হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সরকারের উপর। সেই অবস্থায় আমরা যদি এটার সুব্যবস্থা সাত-আট দিনে করে ফেলতে না পারি, তাহলে এর জন্য election কমিশনারকে লেখা হয় এগুলি যেন এবছর না হয়। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি শুনতে চাই।

Action of the Nanu Thana Police in the village.

Dr. Radhanath Chattoraj : স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বীরভূম জেলার নানুর থানার কড়েয়া ইউনিয়নের খাদিনগর গ্রামে গত ১৯শে চৈত্র ইং ২।৪।৬০ তারিখে এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানুর থানার পুলিস গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। পুলিশের সহিত পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক সমাজ বিরোধী লোক ছিল, তাহারা বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া পুলিসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করে এবং ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি লুট করে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লুটতরাজ ও মারপিট বন্ধ করার জন্য দারোগা বাবুকে অনুরোধ করিলে তিনি নিরুত্তর থাকেন এবং পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দেন। পুলিশ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। বর্তমানে গ্রামবাসীগণ খুব সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাতে অতি সত্বর যথাযথ তদন্ত হইয়া গ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে, সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

Non Official Members' Bills

Private Members' Bills

The West Bengal Anti-Adulteration Bill, 1959

Shri Pramatha Nath Dhibar : Mr. Speaker, Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Anti-Adulteration Bill, 1959.

স্পীকার মহাশয়, আমি এই Non-official Bill আপনার অনুমতি নিয়ে এই Houseএ পেশ করতে চাই। এই বিলের কারণ ও উদ্দেশ্য এই বিলের মধ্যে উল্লেখ করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই বিলটা ২৪শে November, ১৯৫৯ তারিখে এই Assembly Secretariate এর u/s 49(1) of Assembly procedure rulesএর ধারামতে করা সত্ত্বেও ....

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister first say whether he has got to oppose the Bill.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল introduce করার সময় তিনি এই Houseএর permission নিয়েই তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন। যদি তিনি Houseএর leave না নিয়ে introduce করতেন তাহলে এটা বলতে পারতেন।

Mr. Speaker : First of all, he must oppose the Bill.

Shri Subodh Banerjee : How do you know that the Minister will oppose it ? As soon as the member takes leave to introduce a Bill, the Minister-in-charge of that Department will oppose it. The Minister did not oppose.

Mr. Speaker : He did not find time, because the honourable member was going on speaking.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Sir, I beg to oppose the introduction of the West Bengal Anti-Adulteration Bill, 1959.

Shri Pramathanath Dhibar : এই বিল ২৪শে November ১৯৫৯ তারিখে Assembly Secretariateএর u/s 49(1) of Assembly Procedure Rulesএর ধারামতে দাখিল করা সত্ত্বেও সদস্যদের মধ্যে এই বিলের copy বিলি করা হয়নি। এই বিলটি আলোচনা করবার পূর্বে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা উচিত ছিল। এই বিলটি আনার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে অবাধগতিতে ভেজাল চলছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকারমারকার গত ৯ই মার্চ তারিখে রাজ্যসভায় স্বীকার করেছেন এবং তিনি বলেছেন, There is hardly any foodstuff in the country that is not adulterated.

[3-10—3-20 p.m.]

কিছুদিন পূর্বে আনন্দবাজার প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ পত্রিকাগুলিতে বহুবার তারা মতামত প্রকাশ করেছেন। কলকাতার বড়বাজার এলাকাতে ভেজাল নিরোধ অভিযান কলকাতার কাউন্সিলাররা করেছিলেন এবং বহু ভেজাল দ্রব্যসহ ভেজালকারীদের ধরেছিলেন। হাওড়াতেও ঔষধের ভেজাল কারখানা আবিষ্কার হয়েছে। দেশে যা প্রচলিত আইন আছে তাহাতে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না।

Mr. Speaker : You cannot go on talking at random, you just make a short statement.

Shri Pramatha Nath Dhibar : আমি Bengal Municipal Act 1932তে এই সংক্রান্ত কতকগুলি ধারার উল্লেখ করছি under Section 427(1) ধারামতে inspection and prosecution is to be instituted. Under section 427(2) ধারামতে সীজ করা যায়। Under section 429(1) ধারামতে ভেজালকারীর অনুমতি নিয়ে নষ্ট করা যায়। আর যদি অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে under section 429(2) ধারামতে Magistrate ভেজালদ্রব্য নষ্ট করে দিতে অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু ভেজালকারীদের কোন শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা নাই।

Mr. Speaker : You cannot go on making a long speech, you just make a statement.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, he is making a statement.

Shri Pramathanath Dhibar : I am reading the statement : বিদেশী শাসকগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যা আইন করেছিলেন তাহা এখনও প্রচলিত আছে। সংশোধনের কোনরূপ চেষ্টাও সরকার করেননি। এখন এইসমস্ত ভেজালকারীদের কঠোর

শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধপত্র পাওয়া মুস্কিল হইবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে Black marketerদের নেহেরুজী lamppostএ ফাঁসি দিচ্ছিলেন কিন্তু এখন তিনি বোধহয় সেকথা ভুলে গিয়েছেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া যে জঘন্য অপরাধ এবং এই ভেজালকারীরা যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সেবিষয়ে আমরা সকলেই একমত। যারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায় তারা যে-কোন খুনের অপরাধীর চেয়ে কম অপরাধী নয়। এবং তাদের কঠোর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত ও সারাজীবন কারাদণ্ড ইত্যাদিই উপযুক্ত সাজা। এই কারণেই আমি বিলটী এনেছি।

Mr. Speaker : You are making a speech as if the Bill is going to be considered. Please finish within a minute.

Shri Pramatha Nath Dhibar : আমি মনে করি এই বিল সরকার গ্রহণ করলে সকল সদস্যই সরকারকে অভিনন্দন জানাবে। এখন সরকার হয়ত বলতে পারেন যে বিলটী Badly Drafted হয়েছে—তাতে আমি বলব যে সরকার বিলটী গ্রহণ করুন এবং ঠিকমত Draft করে নিন। দ্বিতীয়তঃ সরকার হয়ত বলতে পারেন যে প্রচলিত আইন যা আছে তাই যথেষ্ট অতএব এই বিল introduceএর কোন প্রয়োজন নাই। আমি বলতে চাই যে প্রচলিত আইন ভেজাল নিরোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়, অতএব আমি অনুরোধ করব যে বিলটীর introductionএ বাধা না দিয়ে public opinionএর জন্য বিলটী circulationএ দেওয়া হউক।

Mr. Speaker : Now, the motion before the House is .....

Shri Kanailal Bhattacharjee : উনি যে oppose করছেন—কেন oppose করছেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিলকে তা একটু বুঝিয়ে বলুন।

Mr. Speaker : আপনি কি ruleএর কথা জিজ্ঞাসা করছেন ?

Dr. Kanailal Bhattacharjee : না, উনি কেন oppose করছেন সেটাই একটু বুঝিয়ে বলুন।

Mr. Speaker : You want to hear the reasons for opposing the Bill ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Sir, I beg leave to oppose the introduction of the West Bengal Anti-Adulteration Bill, 1959 by the honourable member, Shri Pramatha Nath Dhibar, for the following reasons :—

Adulteration of foodstuffs and drugs is relatable to items 18 and 19 of list III of the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution. There are certain Acts, namely, the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Drugs Act, 1940, in respect of these matters wherein adequate provisions have been made for control and prevention of adulteration of foodstuffs and drugs. These Acts also contain adequate provisions for punishment of offenders. The provisions of the proposed Bill are repugnant to the provisions of the existing Central Acts which I have mentioned. The Prevention of Food Adulteration Act was passed in 1954. There is therefore hardly any necessity for any legislation at the State level now without giving sufficient trials to the provisions of the Central Acts and it will be difficult to make out a case for the assent of the President without which the Bill, if passed, will be void on the ground of repugnancy.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে এই বিল করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে য়্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও কি করা গেছে ?

Mr. Speaker : You cannot put any question at this stage. I disallow that.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar for leave to introduce the West Bengal Anti-Adulteration Bill, 1959, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—86

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Srimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri, Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Sarkar Shri Amarendra Nath
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Thakur, Shri Pramatha Ranjan

AYES—43

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mandal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Rai, Shri Deo Prakash
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Taher Hossain, Sri

The Ayes being 43 and the Noes 86, the motion was lost.

[3-20—3-30 p. m.]

The West Bengal Houses of Legislature Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1960.

Shri Bankim Mukherjee : Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Houses of Legislature Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1960.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I oppose the introduction of the Bill before the House.

Shri Bankim Mukherjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, যে বিলটি আমি এখানে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি ঠিক সেইরকম একটি বিল এবং এমন কি ক্লজ, ধারা এবং উপধারা দিয়ে একটি আইডেন্টিকাল বিল লোকসভায় গৃহীত হয় এবং সেটি ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ আলোচনা সুরু হয়ে কয়েকমাস আলোচনার পরে গৃহীত হয়। এই বিলটি প্রথম যখন

আসে তখন তার ভেতরে হাউস অব পার্লামেণ্ট এ্যাণ্ড লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলীস্ এ্যাণ্ড কাউন্সিল অল ওভার দি কান্‌ট্রি—এই কথাগুলো সমস্তই ছিল। কিন্তু বিলটি যখন সিলেক্ট কমিটিতে যায় তখন তাঁরা এ্যাসেম্বলী এবং কাউন্সিল কথাটা বাদ দিয়ে দেন। কেন না তাঁরা মনে করেন যে হাউস অব পার্লামেণ্ট-এর যে অধিকার আছে তার বাইরে তাঁরা যাবেন না। তবে এ মনে করে তাঁরা বাদ দিয়েছেন তা নয় যে এ্যাসেম্বলী এবং কাউন্সিলের প্রসিডিংস্ ছাপাবার অধিকার পার্লামেণ্টের ছিল না বরং তাঁরা মনে করেছিলেন যে এ্যাসেম্বলী এবং কাউন্সিল নিজেরাই এই বিল পাশ করে নিক্ এটাই যুক্তিযুক্ত হবে। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলব এবং সেটা খুবই লক্ষ্য করার বিষয় যে সেখানে নন্-অফিসিয়াল মেম্বার শ্রীফিরোজ গান্ধী এই বিলটি এনেছিলেন এবং তা আইনে পরিণত হয়। এছাড়া সম্প্রতি উড়িষ্যা লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলীতে অনুরূপ একটি বিল গৃহীত হয়েছে এবং সেটিও একজন নন্-অফিসিয়াল মেম্বারই এনেছিলেন। তবে আমি মনে করি এ সম্বন্ধে এখনও গোলমাল রয়েছে এবং সেই গোলমাল কাটাবার জন্য অনুরূপ একটি বিল আনা উচিত। কেন না, ধরুন আজ যদি কেউ প্রসিডিংস করেক্টলি ছাপেন তাহলে কি তিনি আইনের মধ্যে পড়েন? এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অবশ্য আমার ধারণা এখানে যদি কোন লাইবেলাস ষ্টেটমেণ্ট হয় এবং তা যেমন এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস-এ ছাপা হচ্ছে ঠিক তেমনি তা যদি সংবাদপত্রের রিপোর্টে বেরিয়ে পড়ে তাহলে শুধু তার দরুণ তাঁরা লাইবেলাস কেস্-এ পড়বেন না। কেন না তাঁরা কারেক্ট ওয়েতে এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস-এর রিপোর্ট পাবলিস করেছে বলেও যদি ধরা হয় তাহলে ধরুন সেদিন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র চক্রবর্তীর বক্তৃতার পরে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন যে এই ভদ্রলোক পূর্বেও বহু মিথ্যা কথা বলেছেন, এখনও বলছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন। অবশ্য পরে তিনি তা উইথড্র করেছিলেন কিন্তু তাহলেও এ সমস্ত সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তিনি উইথড্র করেছেন বলে তাঁরা লাইবেলের মামলা থেকে রেহাই পেল তা নয় বরং যেহেতু এ্যাসেম্বলী হাউসের আলোচনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই হেতু প্রপার কোর্টে সংবাদপত্রের উপরে লাইবেল কেস আসতে পারে।

খুব সম্ভব এ বিষয়ে যথেষ্ট রকম সন্দেহ লোকের আছে অর্থাৎ এখানে Assembly Proceedings এই আইন না থাকা সত্ত্বেও reported হতে পারে। যেমন ধরুন, আমাদের Assembly Proceedings সেটা by order of the House ছাপা হয়, কিন্তু যে protection মেম্বারদের আছে, নিশ্চয়ই Secretary of the Assembly হাউসের protection নেই অর্থাৎ এখানে যে আমাদের freedom of speech আছে, আমরা যা বলতে পারি সেটা ছাপা হবে Assembly Proceedings-এ এবং full report ছাপা হবার পরে সেটা বাইরে publication হতে পারে, লোকে কিনে নিতে পারে। অতএব protection হচ্ছে, সেটা কোনরকমে আমরা রুখতে পারি না, রোখা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ আর একটা জিনিষের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Assemblyতে যদি secrecy এর দিক থেকে ধরা হয় তাহলে দর্শকের স্থান কোথায়? দর্শকরা কি করে আসতে পারে? ধরুন একজন দর্শক উপরে বসে আছেন—একটা libellous statement হবার পর তিনি ভাল করে শুনতে পাননি, পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলেন অমুক মেম্বার কি বললেন? তার তো কোন privilege নেই, তিনি যে মুহূর্তে repeat করবেন যে উনি এই কথা বললেন সেই মুহূর্তে কি libel এর মধ্যে পড়ে যাবে? এইরকম anomaly আছে। তার চেয়েও আর একটা ব্যাপার আমরা আনছি—তাহলে যে সমস্ত দর্শক এখানে আসেন তাঁদের কাছ থেকে একটা statement নিতে হয় যে তারা বাইরে কোন কিছু divulge করতে পারবে না। জানি না হাউস থেকে কে এই ব্যবস্থা করেছেন—পূর্বতন স্পীকার নিশ্চয়ই। আজকে শুধু হাউসের ভিতর কথা সীমাবদ্ধ থাকে না, ঘরে ঘরে যে microphone, loud speaker যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মারফৎ যেকোন লোক যারা আপনার অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে Assemblyর ভেতর ঢোকে

অর্থাৎ মন্ত্রীদের ওখানে যাঁরা আসেন বা আমাদের পার্টির রুমে যাঁরা আসেন তাঁরা সেখানে সমস্ত শুনতে পান।

[3-30—3-40 p. m.]

অতএব এইসব দিক থেকে আমার মনে হয় যে বহু য়্যানম্যালি রয়ে গেছে এবং সে সম্বন্ধে আমি একটুখানি পড়ছি—সেজ পার্লামেণ্টারি প্র্যাকটিস ফিফটিন্থ এডিসন ৫৪ এবং ৫৫ পাতায় এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। আর ভার্সেস রাইট, লর্ড কেনিয়ান তিনি ভাবলেন—it is imposible to admit that the proceeding of either of the Houses of Parliament could not be a libel upon which it was afterwards observed that the most learned Judge here confounds the nature of the composition with the occasion of publishing it.

একজন জাজের ধারণা ছিল প্রসিডিংস অব দি হাউস পাব্লিশ করা লাইবেল হতে পারে না। ৫৪ এবং ৫৫ পেজে এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে এইরকম বেরুলে পর ইণ্ডিবিজুয়ালের যা অসুবিধা হয় তারচেয়ে ঢের বেশী গুরুত্ব হয় ওজন হয় বিনা পাব্লিকেশন পাওয়ায়। যদিও বর্তমান গভর্ণমেণ্ট এই বিলটার বিরোধিতা করছেন তবুও তাঁদের কাছে আবেদন করছি তাঁরা যেন এ বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখেন এবং পরের সেসনে অন্ততঃ অনুরূপ বিল এলে পর তাঁরা যেন বিরোধিতা না করেন। এই সমস্ত য়্যানম্যালিগুলি দূর করা দরকার এতে হাউসের কিছু সীমাবদ্ধ লোক এগুলি শুনতে পান। কাজেই এটাকে যদি একটু বেশী দূর বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হবে না। কেন না যদি কোন মেম্বার অন্যায় করে থাকেন তাহলে বাইরের লোক সেটার উপর গুরুত্ব দিতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে এই মেম্বারের স্বভাব হচ্ছে এইরকম। কাজেই সেদিক থেকেও একটা কারেকসনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাঁরা যেন অনুরূপ বিলকে সমর্থন করেন কিম্বা নিজেরা একটা অনুরূপ বিল আনেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The avowed object of the Bill is to protect the publication of the report of the proceedings of the West Bengal Legislative Assembly. It is stated in the Statement of Objects and reasons that with the changed political condition in the country faithful reporting and broadcasting of the views of the representatives of the people expressed in the assembly and the Council have become very important There is no doubt whatsoever. We all agree. Then the Statement of Objects and Reasons continues to say "as there is no law for the present to protect the interests of the newspapers, radio announcers and news agencies, these organisations and individuals are unable to serve the interests of the people. I have not been able to follow their arguments. If what is stated here in the Legislature is a correct statement and if that is reproduced by the newspapers, what is the protection the newspapers want. For they are only reproducing what is stated here. There is no case against the newspapers, and so what protection they require. None of the newspapers or news agency ever came to us with any such complaint that they are not getting any protection. If they complain then certainly we would take steps to bring in a Bill of this character, something of this nature. But if the object of the Bill is to publish statements made in this House which are not true and if that is reproduced in the newspapers or in any news agency then they will be put into trouble. If the newspaper want

protection against those mis-statements which are published in their newspapers then certainly I will not to give any help to the newspaper or newspapers. Therefore at this stage I am not prepared to accept the theory that has been put forward on the basis of which this Bill is introduced. First of all, I say no case has been brought up b fore us either by the newspapers, or proprietor or agent of any news organisation or individual that there has been any case where they felt unprotected for publishing certain statements in the Assembly. Secondly, if the statements that are made in the Assembly would bear scrutiny in the law courts and if the newspapers publish them, they need not be afraid. But if they go on publishing any statement made here which may ultimately be found to be at variance with truth then it becomes very difficult to give the newspapers protection because they are purveying something which is not true. Therefore the whole position requires further enquiry and investigation and so I would ask Sj. Bankim Mukherjee not to press it at this stage.

Shri Satyendra Narayan Majumdar : স্যার, ডাঃ রায় যা বল্লেন তাতে জিনিসটা একটু কন্‌ট্রাডিক্টারি হয়ে গেল।

Dr. Kanailal Bhattacharya : পার্লামেন্টে আইনটা যখন হল তখন লেজিসলেচারে এটা কেন হতে পারে না ?

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the West Bengal Houses of Legislature Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1960, be introduced, was then put and lost.

The West Bengal Premises Tenancy (Amendment) Bill, 1960

Shri Clifford Noronha : Sir, I am assured by the Hon'ble Minister that he will receive suggestions from other members in this matter and will bring a comprehensive Bill, and so in view of the assurance I do not wish to move the Bill.

The West Bengal Fisheries Acquisition and Distribution Bill, 1958

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg leave to introduce... ....

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, I draw your attention t Article 207 of the Constitution and I would enquire whether the consen of the Governor has been obtained.

Shri Pramatha Nath Dhibar : 'Governor' এর 'consent' এখনও পাওয়া যায়নি।

Mr. Speaker : Then you cannot move it.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মিঃ স্পীকার, এখানে আমার একটা বক্তব্য হচে Governor এর কাছে consent দেবার জন্য দেওয়া হয় যেখানে কিছুদিন আগে এবং reminde দেওয়া হয়েছে। এখনও সে সম্পর্কে যেহেতু consent আসেনি সেজন্য আমি বলব এই motion যদি পরের session-এ move করা যায় এইটা দেখবেন।

Shri Subodh Banerjee : মিঃ স্পীকার স্যার, বিমলবাবু objection এখনও দেন নি, উনি দেখিয়েছেন article 207. Article 207-এ কি আছে—the bill cannot be introduced. আমি বলি—Is he going to introduce the Bill ? No he is taking leave to introduce. দুটো motion আছে, আমি আগে বিলগুলি আলোচনার সময় দেখলাম that confusion is prevailling. দুটো motion আছে—By the first motion he is as thing leave of the House to introduce the Bill. If leave is granted by the House, then he will move the second motion to introduce the Bill. এখানে introduction আসে না।

Mr. Speaker : This is the motion for introduction—I take it as that.

Shri Subodh Banerjee : How can you take it as that ? It is there in the rules.

Mr. Speaker : You cannot question me. As the recommendation has not come, therefore he cannot move it.

Shri Subodh Banerjee : ওরকম বললে তো হবে না, আপনি ruling দিন—অর্থাৎ written ruling চাই—Let me carry my point of order. First point হল private member বিল introduce করতে গেলে first leave to introduce করতে হয়, leave granted যদি হয় তখন next motion আসে—I beg to introduce the bill. এই হল আমার second point. I think I am correct. আপনি written ruling দেবেন।

Mr. Speaker : The motion of the member before the House is that the Bill be introduced.

Shri Subodh Banerjee : No, the House must first admit that leave is granted to introduce the Bill. If that leave is rejected by the House, then he cannot introduce the Bill. If the House says Yes, we give leave', then, after that, the member will move 'I beg to introduce the Bill'. That is my point of order. নিয়মটা পড়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন। 'That is my point of order and I want a written ruling on that.'

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, may I make a submission on this point ? I beg to draw your attention to rule 51 of the West Bengal Legislative Assembly Rules and Regulations. What does it say about the private members' Bills ? It says : "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question thereon. If such a motion be carried, the Secretary shall read the title of the Bill, and the Bill shall thereupon be deemed to be introduced in the Assembly." So, where is the question of the second motion ? There is no mention of the second motion—a fine distinction that Mr. Banerjee has tried to draw—at least I do not find any such thing in the Rules.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, as he has not received any reply from the Governor, he may be allowed to introduce this Bill next session.

Mr. Speaker : If the recommendation comes, then this matter may be again raised—so it will go to the next pending list.

The Bengal Money Lenders (Amendment) Bill, 1960

Shri Clifford Noronha : Sir, I shall move my Bill at the next session of the Assembly and not today.

Mr. Speaker : Then you are not moving it ?

Shri Clifford Noronha : No, not today.

[3-40—3-50 p. m.]

NON-OFFICIAL RESOLUTIONS

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, with your permission I move the resolution standing in the name of Shri Pravash Chandra Roy.

I beg to move that this Assembly is of opinion that political prisoners of this State who had been sentenced to long terms of imprisonment and are still serving their terms, viz., the prisoners in the Kakdwip Case, Dum Dum-Basirhat Case and Jessop Case, should forthwith be released, having regard to the fact that all of them have already served good many years of imprisonment, that all of them were actuated by purely patriotic motives and are no ordinary criminals, and that the political situation has since changed greatly.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের এই প্রস্তাব উত্থাপন করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকে জেলখানায় এই ধরণের ৩৩ জন রাজনৈতিক বন্দী আছেন। এঁরা দমদম-বসিরহাট, জেসপ এবং কাকদ্বীপ মামলার বন্দী। দমদম-বসিরহাট মামলার ২৪ জন বন্দী আছেন এবং কাকদ্বীপ মামলার ৯ জন বন্দী আছেন। একমাত্র সমর রাহা ছাড়া এরা সবাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কারও কারও ২৫ বছরের উপর সাজা হয়েছে। এই সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার যে বিচারাধীন সময় নিয়ে আজ পর্যন্ত এই বন্দীদের ১০ থেকে ১১ বছর জেলখানায় কেটেছে। এই বন্দীদের ভিতর কেউ কেউ আছেন যেমন কাকদ্বীপের গজেন মালি, দমদম বসিরহাটের পান্নালাল দাশগুপ্ত, আনোয়ার আলী প্রভৃতি যাঁদের বয়স ৫০ বছরের উপর হয়েছে। এবং আর সব বন্দীদের ৩০।৩৫।৪০ বৎসর বয়স হয়েছে। এবং এঁদের সম্পর্কে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলবো যে এঁদের সবারই স্বাস্থ্য খারাপ, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। বাজেটের জেলখাতে যখন আলোচনা করেছিলাম তখন এই বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একথা তুলেছিলাম যে পান্নালাল দাশগুপ্ত, গজেন মালী, প্রসাদ মুখার্জী, আনোয়ার আলী, ক্ষীরোদ বেরা, বিজয় মণ্ডল প্রভৃতির স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে এই সম্পর্কে একটা জিনিষ এখানে বলা দরকার যে একজন বন্দী আছে নাম কালীদাস চক্রবর্তী অল্প বয়সে জেলে এসেছিল, তার মা পাগল হয়ে গিয়েছেন এখন শুনছি সেই মাকে শিকল দিয়ে রাখতে হয়, কালীপদবাবু দেখা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। দীর্ঘ ১০ বৎসর আগে এঁদের এখানে সাজা হয়েছিল সে নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, অনেকে হয়ত বলবেন যে কাজ করে এসেছে

সেটা ঠিক নয় অনেকে আবার হয়ত অন্য কথা বলবেন আমি সে কথা তুলব না। কিন্তু একটা কথা আমি তুলবো যে তাঁরা কখনো নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই মামলাতে জড়িত হতে চাননি। আমি একথা বলবো যে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই আজকে জেলে ভুগছেন এবং জেলে কাটাচ্ছেন, আমি একথা জোর করে বলবো।

আর এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলা দরকার। এই বন্দীদের ভেতর অনেকে আছেন, তাঁরা বোধহয় সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে বহু বন্দী আছেন তাঁরা বৃটিশ সরকারের সাথে লড়াই করতে গিয়ে জেল খেটেছেন, অনেক রকম সাজা ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। বর্তমানে দেশের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে একথা সবাই জানেন। দুটী সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবাই এখন কাজ করছেন, এটা বর্তমান সরকার জানেন। প্রথমে এঁরা যে সমস্ত দলে ছিলেন, সেই প্রত্যেকটী দলই আজকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে নিজেরা সবাই কাজ করছেন। একথাও সরকার অবগত আছেন। তাই আমি একটা কথা বুঝতে পারি না—এঁদের দশ বছর এগার বছর হয়ে গেল, এঁদের মুক্তিতে সরকার এত বাধা দিচ্ছেন কেন? সরকার কেন রাজী হচ্ছেন না এদের মুক্তি দিতে। আমরা জানি এই ধরণের আন্দোলনে জড়িত তেলেঙ্গানার বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অথচ বিধানবাবু এঁদের মুক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতেও নারাজ। বিধানবাবু এই কথা নাকি বলেছেন আমরা শুনেছি এখনো কেউ কেউ বাইরে পালিয়ে আছে, সুতরাং এদের কেমন করে ছাড়ি? অনেকের কেসও চলছে। আমার শুধু বক্তব্য এই যে এদের কেস—যাঁরা ১০ বছর—১১ বছর জেলখানায় কাটিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বাইরে যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁদের সাথে তুলে ধরা ঠিক নয়। জীবনের বড় অংশ এঁরা ১০ বছর ১১ বছর জেলে কাটিয়েছেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁদের বাদবিচার করা যুক্তিযুক্ত কিনা তা মাননীয় সদস্যরা বুঝবেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—যাঁরা পালিয়ে আছেন তাঁরা যদি ধরা না পড়েন, ইতিমধ্যে জেলে যাঁরা আছেন তাঁদের সাজার মেয়াদ যদি ফুরিয়ে যায়, তাহলে বিধানবাবু কি এদের ধরে রাখতে পারবেন? সাজা ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র এঁদের ছেড়ে দিতে হবে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং ঐ নজীর টেনে এনে লাভ নাই। তাছাড়া প্রত্যেক দেশে একটা রেওয়াজ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে—যাঁরা রাজনৈতিক কারণে জেলে গিয়েছেন, দরকার মত পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের ছাড়া হয় —এ নজীর আমরা জানি। এঁদের সম্বন্ধে কেন সে নজীর খাটবে না? তা আমি বুঝতে পারছি না।

আমরা জানি গান্ধীজী যখন ছিলেন—আন্দামান বন্দীদের যাতে আগে মুক্তি হয়, তার জন্য গান্ধীজীর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারা জানেন জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীজীর শিষ্য নির্মল বোস দেখা গেছে তাঁরা এদের মুক্তির জন্য দরবার করেছেন। বাইরে অতুল গুপ্ত মহাশয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও বর্তমানে এঁদের মুক্তির জন্য আবেদন করেছিল। সুতরাং আজকে একথা বললে চলবে না যে তাঁদের কেউ কেউ যাঁরা ভেতরে আছে, তাদের ছেড়ে দেব না। আমরা সম্প্রতি দেখেছি নাগা ল্যাণ্ডে নাগা বিদ্রোহীরা আন্দোলন চালাচ্ছেন। অথচ তাদের সঙ্গে সরকার আলোচনা করছেন, তাদের সরকার গঠনের সময় দিতে পারেন। এই দিক দিয়ে সমস্ত জিনিস বিচার বিবেচনা করা দরকার।

আমি সবশেষে বলবো—এঁরা কোনদিন মুক্তির জন্য চেষ্টা করেনি, তাঁরা তা কোনদিন চাননি। আমরা দেশবাসীর কর্তব্য হিসেবে এঁদের মুক্তির প্রশ্নটী বিধানসভায় তুলে ধরছি এবং আমরা অনুরোধ করছি—সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করে এদের মুক্তির পথে এগিয়ে নিন্।

[3-50—4 p.m.]

Shri Haridas Mitra : অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আজকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে, প্রথমেই পরিস্কার হওয়া দরকার যে রাজনৈতিক বন্দী বলতে আমরা কি বুঝি। যারা জলন্ত দেশপ্রেম এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচলিত আইন যারা লঙ্ঘন করেছিল, হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তারা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে, তারা যে দণ্ড পাচ্ছে তাদেরই আমরা রাজনৈতিক বন্দী বলতে চাই। হয়ত তাদের মত ও পথের সঙ্গে আমাদের মত ও পথ এক না হতে পারে, কিন্তু তবুও যেসব বন্দীদল, যারা বহুদিন ধরে কারাগারের মধ্যে তাদের জীবনের দিন গুণছেন তাদের মূলগত উদ্দেশ্য এক ছিল। সে উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, সে উদ্দেশ্যের মধ্যে লাভ লোকসানের কোন প্রশ্ন ছিল না। উদ্গত উত্তেজনা এবং আগ্রহ নিয়ে তারা দেশসেবার এক বিশেষ পথে যাত্রা করেছিল। সে পথ আত্মোৎসর্গের পথ, সে পথ আত্ম বিসর্জনের পথ, সে পথ আপনাকে বিলিয়ে দেবার পথ। তাদের caseএ রায় দেবার সময় Magistrate বারবার একথা বলেছিলেন, they were patriots but misguided patriots। আজকে সুস্থচিত্তে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিগত দিনের সেই পটভূমিকায় আমাদের ভাবতে হবে সেদিন এইসমস্ত বন্দীরা তাদের কৃত তাদের কাজ তারা করেছিল সে অবস্থাটা কি ছিল। সবেমাত্র দেশভাগ হয়েছে, হাত বদল হয়েছে এবং চারধারে মানুষের মধ্যে frustration, confusion, chaos, uncertainty, দাঙ্গা হাঙ্গামার অবস্থা ছিল, মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের অবস্থা ছিল। এমন একটা বিরাট অসহায় অবস্থার মধ্যে এই বন্দীরা পড়েছিল। আমাদের বর্তমান কালের যে constitution, যে constitutionএ মানবিক অধিকার গিয়েছে, যে constitutionএ মানবিক মূল্য মান দিয়েছে, সেই constitution সেদিন প্রচলিত হয়নি। National Planning Committee সেদিন আসেনি, কংগ্রেসের Abadi Resolutionএর চিহ্নমাত্র ছিল না। সেই সময় সেই frustrationএর মধ্যে এইসব করুণ বীরদল, এইসব দেশসেবকের দল, তাদের সামনে খোলা ছিল দুইটি পথ। হয় গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে যেতে হবে, যেমন অধিকাংশ বিপ্লবীরা আজকে করেছে, অথবা একটা কিছু action নিতে হবে। এই দুইটি পথের মধ্যে এই তরুণ দল, নওজোয়ান দল, তাদের রক্তে যে নেশা ছিল সেই নেশায় তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল সেই এক পথের সন্ধানে। আমি দমদম বসিরহাট বন্দীদের কথা বলতে চাই, তারা আজকে ২৪ জন রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বাদে আর সকলেই lifer। যেদিন তারা কাজে ঝাপিয়ে পড়েছিল তরুণ উন্মাদনায় তখন তাদের বয়স ছিল ১৭, ১৮, ১৯, ২০। তাদের জীবনের কোন আস্বাদ তারা পেল না। অন্যদিকে চেয়ে দেখুন আজকে যারা বর্ষিয়ান আছেন তাদের মধ্যে বয়স কারো ৬০, কারো ৬৫, কারো ৭০। জেলে যারা senior আছেন তাদের মধ্যে পান্নালাল দাশগুপ্তের কথা আজকে বলা দরকার। ৫৮ বৎসর তাঁর বয়স, বর্তমানে তিনি শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষেরও একজন অত্যন্ত বিপ্লবী নেতা। ১৯৩০ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তাঁর ৫ বৎসর জেল হয়েছিল। দীর্ঘকাল detenu ছিলেন। '৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন, August Revolution-এ সমস্ত উত্তর ভারতে তিনি বিখ্যাত সংগঠক বলে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে, পরিচিত হয়েছিলেন লোহিয়ার সঙ্গে, পরিচিত হয়েছিলেন Treasury Bench-এর সারা ভারতের প্রখ্যাত নেতাদের সঙ্গে। সেই পান্নালাল দাশগুপ্ত স্বাধীনতার পর গণআন্দোলন আরম্ভ করলেন আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আজকে তিনি Permanent T. B. রোগে ভুগছেন। তাঁর heart trouble চলছে, তাঁর temporary paralysis হতে গিয়েছে একটা হাত এবং সম্পূর্ণ invalid তিনি। তাঁর আজকে ২৭ বৎসর বাকী আছে জেলে থাকবার। যদি ২৭ বৎসর ধরা যায় তাহলে ৮১ বৎসর বয়সে পান্নালাল দাশগুপ্ত মুক্তি পাবেন। কেউ এখানে বলতে পারেন যে তাঁকে আমরা জীবিত দেখবো কিনা। আর একজন এইভাবে ভুগছেন। তার নাম পৃথ্বিশ দে,

কয়েকবার তাকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আর একজন সনদ দত্ত, তিনি অত্যন্ত high blood-pressure-এ ভুগছেন। আজকে সবচেয়ে বড় কথা, আজকে এই সমস্ত বন্দীদের চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বিগত হিংসাত্মক কার্যাবলীর প্রতি এদের সম্পূর্ণ অনাস্থা হয়েছে এবং আজকে তারা বিশ্বাস করে এবং আস্থা প্রকাশ করেছেন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ১৯৫২ সালে তাদের যে রাজনৈতিক দল R. C. P. I. তারা resolution করেছে—"It is no use, and had not been useful attacking State power, but to continue to win over the people in democratic method".

সেই সদিচ্ছা প্রকাশের পর পান্নালাল দাশগুপ্ত ১৯৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫টী instalment-এ তাদের কাছে যতকিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল সবই কালীপদ মুখার্জী মহাশয়কে তারা ফেরৎ দিয়েছেন। বারে বারে মন্ত্রীমহাশয় জেলে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর নিজের গাড়ী করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত এখন Non-violence-এ বিশ্বাসী। এবং সেইজন্যে on condition precedent for their release. তিনি বিশ্বাস করেন নোতুন পন্থা এবং এটাই আমরা তাঁর সদিচ্ছার পরিচয় বলে মনে করি—আজ দশ বছর ধরে তিনি জেলে পড়ে রয়েছেন।

Mr. Speaker : Mr. Mitra, please do not refer to such things done by the parties, because that will affect the case. I am telling this in the interest of the persons who are still to be tried.

Shri Haridas Mitra : Sir, আমি Arms ফেরত দেওয়ার কথা বলেছি এইজন্যে যে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং তেজস্বী; তিনি ছাড়া পেলে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন এই সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। তিনি পণ্ডিত নেহেরুকে চিঠি দিয়েছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কেও চিঠি দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী নির্মল বোসও তাঁহার সঙ্গে দেখা করেছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণও দেখা করেছেন। সকলেই তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে তিনি এখন অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু সরকারপক্ষের কি ধারণা আমরা বুঝতে পারি না। দমদম, বসিরহাট মামলায় সরকার ৩০০ জনকে arrest করেছিলেন। আসামে সেই R. C. P. I. দলের দশ হাজার জনকে arrest করেছিলেন। আসামে এমন অবস্থা হয়েছিল যে গৌহাটী to Shillong Road-এ without Arms সরকারী কর্মচারী যেতে পারতো না। আসামের সমস্ত R. C. P. I'র লোকদের arrest করা হয়েছিল। বিহার সরকার এই দলের সমস্ত লোকদের বন্দী করেছিলেন এবং Band করেছিলেন। তাদের বর্তমান চিন্তাধারা পরিবর্তনের ফলে আসাম সরকার তাদের সকলকে ছেড়ে দিয়েছেন, বিহার সরকারও তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা সরকার তাদের এখনও জেলে রেখে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি—আসাম সরকার, বিহার সরকার কি এদের ছেড়ে দেওয়ার ফলে ধ্বসে পড়েছে না সেখানে নোতুন কোন হাঙ্গামা বেঁধেছে। এখানে আমরা শুনতে পাই তাদের নাকি একটা mystrious চিঠি আছে, সেটা নাকি কালীপদবাবু দেখেছেন। আমি তাঁকে বলতে পারি সেটা তো জালও হতে পারে? আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, সে চিঠি কি ১৯৫২ সালের আগে লেখা হয়েছিল। সেটাই কি একমাত্র প্রামাণ্য হবে? আমি তাদের বলি সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদের মতের পরিবর্তন হয়েছে। সেজন্য আমি দাবী করছি এখনও R. C. P. I'র যে ষাট-সত্তর জনকে অন্তরীন রাখা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হউক। কাকদ্বীপের ন'জন বন্দী এখনও জেলে আছে।

[4—4-10 p.m.]

একই দৃষ্টিভঙ্গী যে দৃষ্টিভঙ্গী আর. সি. পি. আই-র। সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি দেখতে চাই

কারণ আর. সি. পি. আই এবং সি. পি. আই উভয়েই ঘোষণা করেছে যে তাঁরা ডেমোক্রেটিক মেথড-এ বিশ্বাস করে। কাজেই এই যদি হয় এবং তেলেঙ্গানায় অস্ত্র ফেরৎ দেওয়ার পর যখন রাজাগোপাল আচারীর মত লোক তেলেঙ্গানার বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিল, তখন ডাঃ রায় এত ভয় করছেন কেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে আমি আমার জীবনের একটা কথা বলতে চাই যে, এটা আপনারা সকলেই জানেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ হয়ে যখন আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম তারপরে আমাদের ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর এ ব্যাপারে গান্ধীজি লর্ড ওয়াবেল, দি দেন ভাইস্‌রয় অব ইণ্ডিয়া তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কয়েকটা লাইন আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি লিখেছিলেন—

"In the event the case for mercy becomes irresistible in that the war with the Japanese is over it will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect."……

কিন্তু সেই ডেথ্‌ সেন্‌টেন্‌স মুকুব হওয়ার পর যখন আমরা লাইফ ট্রান্‌সপোরটেসন থেকেও মুক্তি পেলাম তার পূর্বে মহাত্মা গান্ধী দি দেন ভাইস্‌রয়কে যে চিঠি লিখেছিলেন তারও কয়েকটা লাইন আপনাদের শোনাতে চাই। তিনি লিখেছিলেন—

"Having slept over it for four nights I feel it to be my duty to say that it seems His Excellency is wrong to delay the release of Sri Haridas Mitra and others. It is incosistent with the declared policy of the Government."

এ চিঠির তারিখ হচ্ছে 22nd July, 1946. কাজেই আজ আমি সরকারকে একথা বলতে চাই যে বিগত দিনের সেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যদি এমনি করে আই. এন্‌. এ-র সমস্ত সৈনিকদের মুক্তি দিতে পারে এবং যে ব্যাপারে স্বয়ং গান্ধিজী পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন সেখানে আজ যখন এই সমস্ত বন্দীরা বলছে যে তাঁরা তাঁদের বিগত দিনের নীতিতে আর বিশ্বাস করে না বরং তাঁরা এখন নূতন কর্মপন্থার উপর দাঁড়িয়ে দেশের উন্নতির চেষ্টা করবে তখন কেন সরকার তাদের ছেড়ে দিতে সাহস করছেন না। আমি বলব যে মহাভারত আমরা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি তা অসংখ্য মানুষের অবদানে ভাস্বর হয়ে উঠুক এবং একজন আদর্শবাদী প্রতিনিধি হিসেবে মানবতার নামে এই দাবী করছি যে এই সমস্ত বীর যারা একদিন দেশের মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মুক্তি দেওয়া হোক। আমি বিশ্বাস করি মুক্তি পেয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গড়ার কাজে আমাদের সাথী হবে। জয়হিন্দ।

Shri Hemanta Kumar Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বন্দী মুক্তি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব নিরঞ্জনবাবু এনেছেন আমি তা সমর্থন করি। যেসমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের কাজের জন্য কনভিক্ট করে জেলে পাঠান হয়েছিল তাদের কথা সকলেই জানেন। কালীপদ মুখার্জী, জীবনরতন ধর মহাশয় ইত্যাদির সঙ্গে জেলে তাঁদের যে কথাবার্তা হয়েছিল এবং পণ্ডিত নেহেরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তাঁরা যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁরা আগে যে নীতিতে বিশ্বাস করতেন আর দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের সেই বিশ্বাস, নীতি এবং কর্মপদ্ধতি ফেলে গেছে এবং তাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মধ্যে কাজ করতে চান। জেলের মধ্যে তাঁদের অনেকে ১০ বৎসর কাটাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গেছে। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করব যে তাঁরা এঁদের প্রতি এইরকম একটা প্রতিহিংসামূলক নীতি কেন গ্রহণ করছেন? ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সময় আমরা দেখেছি যে ১৯১৮ সালের লড়াই যখন শেষ হয়ে গেল তখন গুরুতর অপরাধে যারা রাজদ্বারে বন্দী ছিলেন এবং যাঁরা আন্দামানে আটক ছিলেন

তাঁদের বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সালে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৪-২৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রসহ যেসমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আন্দামানে পাঠান হয়েছিল তাঁদের ১৯২৭ সালে যখন দেশের অবস্থার পরিবর্তন হল তখন সেইসমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের তাঁরা মুক্তি দিয়েছিলেন। এইভাবে ১৯৩০ সালে তাঁরা আরও অনেক লোককে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৮ সালে মুক্তি দিলেন। আন্দামানে বন্দীদের উপর সরকার যে ব্যবহার করতেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান এই দাবী নিয়ে। তাঁরা অনশন করলেন এবং দীর্ঘদিন অনশনের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে তাঁদের এখানে ফিরিয়ে আনেন এবং ১৯৩৮ সালে সেইসমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। সেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উৎপাতের বিরুদ্ধে যাঁরা বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং যাদের বিনা বিচারে তারা আটকে রেখেছিলেন তাদের যখন দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় ইংরাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন আমি বুঝতে পারছি যে ১০ বৎসর জেলে থাকার পর যারা জানালেন যে তাদের নীতি বদলে গেছে সেক্ষেত্রে কেন এদের এখনও আটক রাখা হবে? হরিদাস মিত্র মহাশয় জানালেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের যেসমস্ত গুপ্তচরদের ইংরাজরা ধরে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন তাদের মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় মুক্তি দেওয়া হয়। কাজেই ইংরাজ সরকার বিদেশী সরকার—যখন এইরকম গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের যেখানে মুক্তি দিতে পারে সেখানে আমাদের জাতীয় সরকার কেন এদের মুক্তি দেবেন না? আমাদের চাটগাঁর যেসমস্ত বন্ধুরা গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাদেরও ইংরেজ মুক্তি দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রে নিয়ম আছে যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মুক্তি দেওয়া, কিন্তু আমাদের এখানে দেখছি যে সে নিয়ম খাটছে না। কে একখানি চিঠি লিখেছেন তার মূল্য কতখানি আছে জানি না। জেলের ভিতর যারা রয়েছেন তাদের দলের বাহিরের লোকেদের সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচয় রয়েছে। জেলের বাহিরে যারা তাদের দলের লোক রয়েছেন তারা নিজের মতবাদ নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন। সুতরাং জেলের বাহিরে যারা রয়েছেন তাদের কার্যধারার মধ্য দিয়ে আমরা যা দেখছি তাতে তাদের আটক রাখার কোন যুক্তি নেই।

[4-10—4-20 p.m.]

সরকারকে আমি বরাবর অনুরোধ করব যে অন্ততঃ মানবতার খাতিরে তাদের মুক্ত করে দিন। এতে সরকারের যে কি আপত্তি থাকতে পারে তা আমি বুঝি না। যে কারণে তাদের আটকে রাখা হয়েছিল সেই কারণ যখন আর নাই, যখন দেশের জনসাধারণ সকলেই চাচ্ছে এদের মুক্তি তখন এদের আটকে রাখা উচিত নয়। আমাদের বন্দীমুক্তি কমিটী থেকে এ বিষয়ে গভর্ণরের কাছে একটা মেমোরেণ্ডাম দেবার কথা হয়েছে, তাতে দেশের বিশিষ্ট জনসাধারণ সই করেছেন, কংগ্রেসের ডাঃ ত্রিগুণা সেন সই করেছেন, আমাদের মীরা দত্তগুপ্ত সই করেছেন, অতুল গুপ্ত এবং আরও অনেক বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ সই করেছেন। কাজেই এদের আরও আটকে রাখার বিশেষ কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। সরকার কেবল জোর করে যেন একটা প্রতিহিংসার ভাব নিয়ে তাদের আটকে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেইজন্য আমি সরকারকে বলব যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—আমি দয়া করে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছি না—যেসমস্ত সঙ্গত কারণ আমাদের বিভিন্ন বক্তারা আপনার কাছে উপস্থিত করেছেন, তাদের যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের যে মতবাদের পরিবর্তনের কথা উপস্থিত করেছেন—সেদিক থেকে বিবেচনা করে তাদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সরকার যদি মনে করেন যে এদের ছেড়ে দিলে এরা বাইরে এসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করবে, বিরোধী দলে যোগদান করবে অতএব তাদের ছাড়া হবে না, এ যুক্তির কোন মূল্য আছে বলে মনে করি না। কারণ, বিভিন্ন আন্দোলনে

আমাদের বারবার ধরা হয়েছে, বারবার ছাড়া হয়েছে—সরকার যদি তাই মনে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই সরকার আমাদের আটকে রাখতে পারেতন। কাজেই বিরোধীদলকে তারা শক্তিশালী করবে এ ধরণের যুক্তির কোন মূল্য আছে বলে মনে করি না। সেইজন্য আমরা সরকারের কাছে বারবার আবেদন এবং নিবেদন করব যে এইসমস্ত যুবক এবং তরুণ যারা বাস্তবিক তারণ্যের বশে একদিন যে কাজ করেছিলেন, আজ তাদের অনেক বয়স হয়ে গেছে, তাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে গেছে, তাদের জীবনের একাংশ শেষ হয়ে গেছে, তাদের সকলকেই অচিরেই মুক্তি দেওয়া হোক এই বলে আমি প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Shri Subodh Banerjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। আমি বুঝতে পারি না যে কি যুক্তিতে এই কজন রাজবন্দীকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে যেসব কথা শোনা গেছে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সেগুলির কোন যুক্তি আছে বলে আমার এবং জনসাধারণের কাছে মনে হয় না। যেমন প্রথম যুক্তি, তাদের প্রথম যে কথা আমার প্রাণে গেছে আলাপ আলোচনার মাঝখান দিয়ে তা হচ্ছে রাজবন্দী বলে কোন কথা নেই—এরা সবাই ক্রিমিন্যাল। তারা বলেন পেন্যাল কোডে রাজবন্দী বলে কিছু নেই, সবই ক্রিমিন্যাল—ক্রাইম করলে ক্রিমিন্যাল। একথা post—1947এর কংগ্রেস ওয়ালারা বলতে পারেন যাদের গায়ে আঁচ লাগেনি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় যারা safe distanceএ থেকে ইংরাজের পা চেটেছিলেন এবং ক্ষমতায় বসে যারা black-market এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন তারা বলতে পারেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু যারা সেইসময় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, যারা দেশের জন্য জীবন সর্বস্ব পণ করে লেগেছিলেন তাঁদের মুখ থেকে একথা বেরুতে পারে বলে আমি কল্পনা করতে পারি না। কারণ, প্রতি সময় মানুষের মত যারা forward, vangard, যারা নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা না করে জীবন, যথাসর্বস্ব পণ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, শোষণকে দূর করার জন্য, যাদের মনুষ্যত্ব আমরা পূজা করি এবং মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি হিসাবে যারা ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন, এদের নাম চিরকাল পেন্যাল কোডে লেখা আছে। এটা বড় কথা নয়—পেন্যাল কোড দিয়ে দেশের লোক এদের বিচার করে না, বিচার করে এদের আদর্শ দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে, বিচার করে এদের ত্যাগ স্বীকার দিয়ে, বিচার করে এদের মনুষ্যত্ব দিয়ে, একথা সকলেই জানেন, মনে মনে এই মন্ত্রীমণ্ডলীও জানেন, এবং আমার মনে হয় যেসমস্ত কংগ্রেসী বন্ধুরা আন্দোলন করেছেন তারাও মনে মনে জানেন। এদের রাজবন্দী করে ordinary criminalএর পর্যায়ে ফেলে সেই logic দিয়ে আটকে রাখার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যখন বলেন যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন এসেছে। তখনকার দিনে রাষ্ট্রের প্রশাসনে সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তার পরিবর্তন হয়েছে তখন আমি বলবো যে এটার তো কার্যকরী প্রমাণ থাকা দরকার—এটা কেবল মুখে বল্লেই তো হবে না। ইংরাজরা নিঃসন্দেহে এদেশের দেশপ্রেমকে সিনিসাস মনে করতেন, ইংরাজরা স্বদেশী আন্দোলনকে অন্যায় বলে মনে করতেন—ওঁরাই কি তাই মনে করেন? হতে পারে একজন একভাবে দেশকে গড়ে তোলার কথা ভাবেন অন্যজন আর একভাবে ভাবেন যাদের স্কোপ আছে কিন্তু সেটাকে ভাল করে দেখে বড় করে দেখে ঐভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার চেষ্টা করা হবে এর কোন যুক্তি নেই। শুধু তাই নয়, সে যুক্তি আমার পূর্ববর্তী বক্তারা দিয়েছেন—ইংরাজ আমলে রাজনৈতিক বন্দী সেই বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে তাদের টার্ম অব ইমপ্রিজিনমেণ্ট শেষ হবার আগে মুক্তি পেয়েছেন যা বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে খর্ব করে দেয়া যাতে একটা রেইন অব টেরর ক্রিয়েট করতে পারা যায়। তাঁরা যদি রাজনৈতিক বন্দীদের তাদের টার্ম অব ইমপ্রিজনমেণ্ট শেষ হবার আগে মুক্তি

দিতে পারেন—তাহলে আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যারা আমাদের দেশের লোক, দে প্রতিনিধি তাঁদের মুক্তি দিতে আটকাচ্ছে কোথায়, এটা তো আমি বুঝি না। দ্বিতীয় জিনিস তাঁ যুক্তি হল যে যাঁরা রাজনৈতিক বন্দী আছেন তাঁদের যদি ছেড়ে দিই তাহলে যাঁরা আজও ধ পড়েননি তাঁদের তো ধরা যাবে না। কে মাথার দিব্যি দিয়ে আপনাদের বলেছে যে যাঁরা ধ পড়েননি তাঁদের ধরতেই হবে? যদি না ধরা হয় তাহলে দেশের কি এমন ক্ষতি হবে আপা বলতে পারেন? কাজেই আমি বলবো যে সমস্ত জিনিসটাকে দেখা দরকার দেশের মঙ্গলের দি থেকে। কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী যদি মুক্তি পান এবং যাঁরা ধরা পড়েননি তাঁরা যদি রেহা পান তাহলে কি এমন ওলটপালট হয়ে যাবে দেশের মাঝখান দিয়ে যার দ্বারা আর কিছু ক যাবে না? আমি সম্প্রতি একটা কোর্টের ইম্পিজেণ্ট পড়ছিলাম—তাতে আমাদের দলের কয়েকজ যাঁরা এইরকম রাজনৈতিক আন্দোলন করেন তাঁদের জামিনের বিরোধিতা করে পুলিশ বলেছি হুজুর এদের ছাড়বেন না, তাহলে ল এ্যাণ্ড অর্ডার থাকবে না। ম্যাজিষ্ট্রট তখনি তাঁদের বলেছে যদি এই পাঁচটা লোককে ছেড়ে দিলে তোমাদের দেশে ল এ্যাণ্ড অর্ডার না থাকে তাহলে সেই রক ল এ্যাণ্ড অর্ডার থাকার কোন প্রয়োজন নেই, সেই ল এ্যাণ্ড অর্ডার জাহান্নমে যাক্। ঠিক তেমা আমিও বলবো মুষ্টিমেয় কটা লোককে ছেড়ে দিলে যদি দেশের ল এ্যাণ্ড অর্ডার না থাকে তাহ সেই ল এ্যাণ্ড অর্ডারে কি বুঝা যায়—না সেই ল এ্যাণ্ড অর্ডারের কোন ভিত্তি নেই, সেই ল এ্যা অর্ডার ফেসিসিব্‌লি, বাই ব্রুটাল কোর্স জোর করে দেশবাসীর উপর আপনারা চাপিয়ে রে দিয়েছেন। সে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের ভিত্তি দেশের মানুষের সমর্থন, সে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের ভি জনশক্তি, সে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের ভিত্তিতে দেশের জনসাধারণের ভালবাসা তাকে বিচ্যুত কর সেই ল য়্যাণ্ড অর্ডার নষ্ট করে দেয়ার ক্ষমতা কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকের থাকতে পারে না। তাহে কি মনে করেন যে ল এ্যাণ্ড অর্ডার আপনারা রক্ষা করছেন তার কোন ভিত্তি নেই? বলুন আপনার যুক্তি দিয়ে যে কয়েকজন লোককে ছেড়ে দিলে আপনাদের ল য়্যাণ্ড অর্ডারে কি ক্ষতি হতে পারে যদি সত্যই আপনারা মনে করেন যে আপনাদের ল এ্যাণ্ড অর্ডারের পেছনে জনসমর্থন আছে তাহে কোন্ যুক্তিতে আপনারা এদের আটকে রেখে দিয়েছেন?

[4-20—4-30 p.m.]

সহৃদয়তার কথা, মানবিকতার কথা আমি তুলব না, অন্যান্য বক্তা তা বলেছেন। আমি মনে করি it is the right—দেশবাসীর right তাদের মুক্তি পাওয়া। তাদের যদি রাজনৈতিক মতবাদ বদলে থাকে ভাল কথা—এদের অনেকের সংগে আমাদের মতবাদের মিল নেই তাহলে আমরা মনে করি কোন দিক দিয়েই কোন যৌক্তিকতা নেই এদের আটকে রাখবার। সরকা যেসমস্ত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন—দেশশাসনের কথা, প্রশাসনিক কথা—তার প্রতি তারা যদি শ্রদ্ধা দেখান তাহলে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং দেশবাসীর এই দাবী মেনে নিয়ে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

Shri Pravash Chandra Roy : মিঃ স্পীকার স্যার, দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদে মুক্তি সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আপনার মারফতে মাননী মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা কানাইলাল, ক্ষুদিরামের দেশের লোক—আমর চিরকাল দেশের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছি এবং বাংলাদেশ চিরকাল সেই সংগ্রামী মানুষদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান করে এসেছে। চট্টগ্রামের ব্যাপারে যারা বন্দী ছিলেন তার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চিরকা

করে এসেছেন। এইসব সংগ্রামী মানুষ দেশের কল্যাণের জন্যই সংগ্রাম করেছেন এই দৃষ্টি দিয়ে যদি বিচার করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা এদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারব। তারা কাকে রিভলবারের গুলিতে মেরেছেন, কাকে বোমা মেরেছেন এই দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেখলে তাদের খুব ছোট করে দেখা হবে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এরা আন্দোলন করেছেন এবং যদি দেখা যায় সেই উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সেই জিনিষটা আমাদের দেখতে হবে। এই ভেবে দেখেই ইংরাজ আমলে আমরা এইসব মানুষের মুক্তির জন্য দাবী করেছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মুক্তির দাবী বার বার অস্বীকার করেছিল—কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশবাসীর দাবীর কাছে নত হতে তারা বাধ্য হয়েছিল। আজকে দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের মানুষ যখন সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি চাইছিল—যখন জমিদারী প্রথা, জোতদারী প্রথার শোষণের অবসান হোক চাইছিলেন, আমরা দেখেছিলাম সরকার সেই পথ গ্রহণ করতে চাইছিলেন না তখনও পর্যন্ত; তার প্রতিবাদে কাকদ্বীপের লোক মনে করেছিল সরকার সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যেতে চান না, তারা তখন মনে করলেন—দেশের শিল্পবিকাশ যদি ঘটাতে হয়, বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে সামন্ততন্ত্রের শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে এই সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেছিলেন। আজকে আমরা কি বিরোধী দল কি সরকারপক্ষীয় দল প্রত্যেকেই স্বীকার করি যে সামন্ততন্ত্রবাদের অবসান না হলে ভারতবর্ষের খাদ্যসংকট দূর হতে পারে না—দেশের শিল্পবিকাশ হবে না, বেকার সমস্যার সমাধান হবে না।

আজকে পরিবর্তিত অবস্থা এসেছে। আজকে ভূমিসংস্কার আইন পাশ হয়েছে, জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে। কাকদ্বীপের বন্দীরা যেজন্য আন্দোলন করেছিলেন সেই দাবী যখন আজকে বিধিসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে তখন কাকদ্বীপের বন্দীদের, দমদম-বসিরহাট, জেসপ কোম্পানী মামলার বন্দীদের জেলখানায় আটক রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আজকে যখন আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পেরেছি, আজকে দেশে নূতন সংবিধান হয়েছে, আমরা যখন গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার পেয়েছি এবং দুটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা পরিবর্তিত অবস্থা এসেছে তখন এই পরিবর্তিত অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রীর আজকে বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার এবং বিধানসভার সকলে মিলিতভাবে এটা চিন্তা করা দরকার যে সামন্ততন্ত্রবাদকে তারা অবসান করতে চেয়েছিলেন সেই সামন্ততন্ত্রবাদের অবসান না হলে দেশের সংকটের সমাধান হবে না। এই বন্দীরা সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধেই, তার অবসানের জন্যই তারা অগ্রসর হয়েছিল, আজকে এ সম্বন্ধে কারও কারও হয়ত মতপার্থক্য থাকতে পারে, সেই মত ঠিক কি বেঠিক আজকে সেটা বিচারের স্থান নয়, দিনও নয় বলে মনে করি। তাদের যে দাবী ছিল সেই পথ সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করি, আমি মনে করি এটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিবেচনা করা উচিত। আমি কাকদ্বীপ, দমদম-বসিরহাট, জেসপ কোম্পানী মামলার বন্দীদের মুক্তির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Bejoy Singh Nahar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমি মনে করি আজকার দিনে যারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে Violence Method-এ কাজ করে তাদের কখনো রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার করা যায় না। আজকের দিনে গণতান্ত্রিক যুগে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্রত্যেকটি মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে পরিষ্কারভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে এবং আন্দোলন তৈরী করতে পারে কিন্তু কোনরকম ব্যবস্থা যদি এমন থাকে যা নাকি মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে, জোর-জুলুম চলে সেইসব জায়গায় কখনো এটা স্বীকার করতে পারা যায় না যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে। ইংরেজ যখন ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ছিল সেই সময় আমাদের দেশে বাংলাদেশে বহু রকম সন্ত্রাসবাদ করা হয়েছিল সেটা দেশসেবার

অনুপ্রেরণা নিয়েই করা হয়েছিল যাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সমান সুযোগ ও অধিকার পাচ্ছে। আজকে যেখানে দেশের নাগরিক অধিকার নিয়ে, গণতান্ত্রিক রাজত্ব তৈরী করেছে সেখানে এরকম ব্যবস্থা যারা করে, ব্যবহার যারা করে, দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি যারা করে তাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার কখনো করা উচিত নয়। এবং রাজনৈতিক বন্দী বলে তাদের ছেড়ে দেবার প্রশ্নও উঠতেই পারে না। বর্তমানে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলন বহুরকমভাবে চলেছে, বহুরকমভাবে অহিংসার মাধ্যমে শান্তিপ্রিয় উপায়ে আন্দোলন তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এখানে এরকমভাবে হিংসাত্মক উপায়ে তার পেছনে যত মহৎ উদ্দেশ্যই আছে বলা হোক না কেন, রাজনৈতিক আদর্শের কথা স্বীকার করতে পারা যায় না। তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Bankim Mukherjee : মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি এতক্ষণ আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম—যে কংগ্রেস পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু কেউ বলছেন না। শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আমি তাকে এটা বলি ঠিক এই কথাই বর্তমানে যাঁরা বন্দী রয়েছেন, তারা বলছেন এবং তাদের ও বক্তব্য হচ্ছে এই বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোন সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ করা উচিত নয়। এই মত তারা প্রকাশ্যে প্রকাশ করেছিল, গোপনে নয়। তার জন্যই এই প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে।

যে সময় ঘটনা ঘটেছিল, তখন ভারতবর্ষের সংবিধান—বা constitution আসে নাই,—প্রবর্তিত হয় নাই, আজকে ভারতবর্ষে যে অবস্থা এসেছে,—তাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেছেন। সমস্ত জাতি গণতান্ত্রিক অধিকারের ভেতর দিয়ে তাদের নিজেদের অভাব অভিযোগ থেকে আরম্ভ করে সকল কিছু- রাজত্ব পর্যন্ত পরিচালনা করতে পারবেন। সেই অবস্থা তখন ছিল না। ঠিক বৃটিশরা ক্ষমতা দিয়ে যাবার পরে দু-তিন বছর transition ছিল; অনেক রাজনৈতিক দল ও কর্মী ঠিক সেই সময় যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। পরে তারা সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অতএব সেদিক থেকে চিন্তা করলে, যা আপনারা চিন্তা করছেন না,—রাজনৈতিক বন্দীরা চিন্তা করছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপ চালান উচিত না। এই মত তারা প্রকাশ করেছেন। সে কথা নানাভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

এখন কথা হচ্ছে অপরাধীর সাজা এবং দণ্ডের মূলত সম্বন্ধে কিছুটা অনুভব করা উচিত যে অপরাধের সাজা দেওয়া কিসের ভিত্তিতে মোজেজের কথা ছিল-- চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তা কোন ব্যক্তি এখন না করলে ভাল হয়। তারপরে ব্যক্তির যদি কোন অপরাধ হয় তারজন্য সমাজ থেকে দণ্ডবিধান করা হয়। এই দণ্ডবিধান করায় ধীরে ধীরে মানুষের মন পরিবর্তন হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দেখতে পাচ্ছি—যে দণ্ডবিধান বড় কথা নয়, এর খানিকটা ছিল deferrent—যাতে সমাজে তারা আর নতুন অপরাধ করতে না পারে—তারজন্য আইনে তাদের আটকে রাখে সাজা দেই। তুমি চোখ উপ্‌ড়েছ বলে, সে ব্যক্তি তোমার চোখ উপ্‌ড়ে নেবে না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সে দণ্ডটা নেবে। এই ধারণা বদলে যাচ্ছে—সমাজে আর নূতন উৎপীড়ন না হয়—, এখন দণ্ড যেটা হয়—তার মর্ম কথা হচ্ছে corrective- সংশোধন। এটা যুগে দাড়াচ্ছে - সেদিক থেকে আটকে রাখা। সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে—

গভর্ণমেণ্ট থেকে দেখতে হবে যাদের বন্দী করে রেখেছে,—তাদের সংশোধন হয়েছে কি-না হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এ ক্ষেত্রে যে সংশোধন হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে তা নয়—পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিবর্তন—এই সমস্ত কারণ থেকে যে পরিবর্তন হয়েছে—, সাজা দিয়ে, দণ্ড দিয়ে—সেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। জেলের ভয়ে বা ফাঁসীর ভয়ে, এই সমস্ত লোকের সংশোধন হত না। এদের পরিবর্তন হয়েছে—রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। সংশোধন হয়েছে কি—সংশোধন হয় নাই—তা গভর্ণমেণ্টের দেখা উচিত। যদি স্থির বিশ্বাস থাকে সংশোধন হয়েছে, তাহলে পর—আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়েছে, তার দ্বারা সাজা পেয়েছে। আমরা শুনি গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে বলা হয় নৃশংস কাহিনী জেসফ্ কারখানার ব্যাপারে—। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারক তাদের ফাঁসীর হুকুম দেন নাই, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। যে নৃশংস ব্যাপার হয়েছে, তারজন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। আজকে আইনের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। এখন যে দণ্ড হয়েছে, সেই দণ্ডের শেষ কাল পর্যন্ত তাদের আটকে রাখার প্রয়োজন কি? শুধু আইনের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রয়োজন, সমাজ রক্ষা করবার দিক থেকে প্রয়োজন নেই? যতক্ষণ না পরিবর্তন হয়—, ততক্ষণ পর্যন্ত—এই নীতির উপর গভর্ণমেণ্ট বিচার করে দেখবেন। গভর্ণমেণ্ট দেখবেন কোন্ নীতিতে তাঁরা আটকে রাখবেন—? ছেড়ে দিলে পরে সন্ত্রাসবাদ বেড়ে যাবে, তাহলে তাদের প্রতি deferrent দণ্ড দরকার। আমার ধারণা—গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এবিষয়ে তাঁরা জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে আজকে বন্দীদের মুক্তি দিলে পরে—সন্ত্রাসবাদ আবার এদেশে ছড়িয়ে পড়বে—এ রকম আশংকা তাদের নাই—। অন্ততঃ ঘরোয়া আলোচনায় তাঁদের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি। যে কারণ নাই এবং correctiveএর দিক থেকেও এটা বলছি, সে দিক দিয়েও আমার মনে হয় সাজা, দণ্ড, সমস্ত কাজই সমাধান হয়েছে, এখন যদি শুধু মর্যাদার উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভয়ংকর কথা। আজকে ভারতের নূতন যে সংবিধান প্রবর্তন হয়েছে তার ভিতর দিয়ে যে শাসন চলছে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে তাতে আমরা দেখছি যে তেলিঙ্গানায়, এই রাজ্য, transfer of power হবার পর ১৯৪৭ সালে, যে কার্যকলাপ ঘটেছিল তা সত্বেও সেখানে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এবং সেখানে ভারতবর্ষে যাকে বলা হয় Ironman, জবরদস্ত লোক,—আমি মনে করি বাংলাদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে সে রকম কোন জবরদস্ত লোক নেই—তিনিও দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন হবার পর তেলিঙ্গানার বন্দীদের মুকুপ করবার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং দেখা গিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত ফল ভালই হয়েছে। আজকে ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই, যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্যকলাপ পরিচালিত করতে চান না। তাই আমার মনে হয় যে এই প্রস্তাবের ভাবধারাও তাদের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এখানে মাত্র prestige বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, এছাড়া আর কোন কারণ নেই। এবং এই কারণেই বন্দীদের আটকে রাখা হয়েছে। আজকে আত্ম স্বার্থের জন্য অপরাধ ও পরার্থে অপরাধ। এই দুইটির অপরাধের মধ্যে পার্থক্য পৃথিবীর যে কোন Government যে কোন সময় করেছেন। এবং সে দিক দিয়েও বলছি পান্নালাল দাসগুপ্ত যা করেছেন তা তার নিজের স্বার্থের জন্য করেছেন এ অভিযোগ কেউ করতে পারে না। এইজন্য আমার মনে হয় এই অপরাধ রাজনৈতিক অপরাধ এবং সেই হিসাবেই এটা বিচার করা উচিত। সেইজন্য Governmentএর উচিত শুধু prestigeএর উপর না দাঁড়িয়ে সৎ মনোভাব নিয়ে, liberal রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দেবেন আশা করবো।

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Mr. Speaker, Sir, this is a very delicate subject because undoubtedly some people feel, as we all feel, that these gentlemen—I still hold them gentlemen—are still in prison. This question has been raised year after year, if I am not wrong, and as far as

I know, it has been considered by the Government. The same question has been raised over again. I am not quite sure if the honourable members of this House are aware of the facts connected with the three cases. One is the case relating to Jessop & Company, the other is the Dum Dum-Basirhat case. (Shri Ganesh Ghosh : ওসব বলে কি হবে, আমরা সব জানি।). You may think you know, but you do not know. I want the House to know the facts. Mr. Bankim Mukherjee was allowed to continue uninterrupted. I will request the honourable members to extend to me the same courtesy. Nothing more. If we have to express our opinion we have got to take into consideration the correct facts. I do not wish to bother the honourable members of the House by going into details but so far as the cases with which Shri Pannalal Das Gupta was concerned I had the privilege of handling them. Therefore, I know the facts. Twentythree people were murdered, there were 23 dacoities, a number of robberies and so on over a period of three years ; it is not an isolated act. I can well understand those patriotic gentlemen who shot at Europern officers.

[4-40—4-50 p.m.]

Shri Haridas Mitra : Is it for personal gain ?

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Mr. Haridas Mitra ought to know it is not for personal gain, nor is it for my personal gain that I am opposing it.

Mr. Speaker : The point is that the case is pending in appeal.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : It is necessary because if we have got to vote in the resolution we ought to know the facts. My friends say they did it for patriotic cause. It is a question of opinion. Some people may think it to be patriotic ; others do not. That is all. This happened after India regained her independence.

Mr. Speaker : If these facts are pending in appeal please do not refer to them.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : So far as Mr. Pannalal Das Gupta is concerned, the matter is finally closed.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : There is an appeal lying in the High Court about Pannalal Das Gupta.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : স্যার, তখন যে কারণে Mr. Mitraকে বলতে দেননি, সেই কারণ এখানে বিদ্যমান।

Mr. Speaker : I drew the attention of the honourable member myself to it.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Still he is referring to it.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : I was right. It is an entirely different matter. Still I will not go into details. What I said was right. I ought to have at least the knowledge that if any matter is **sub judice** my lips ought to be sealed so far as that particular case is concerned. What I want the House to consider are these facts. I know that many of them were under-trial prisoners for as many as 7 years—I know that. When the cases were ultimately tried and punishment was inflicted I think we will all agree that the learned Judges who dealt with the cases in the original court and when they dealt with them in appeal took into consideration that they were therefor 5 to 7 years as under-trial prisoners. Why they were there so long as under-trial prisoners, the Hon'ble Minister can speak. I know the details but I do not wish to worry the House. The whole point is this. We all know about the patriots who laid down their lives right from the beginning of fight for freedom upto when freedom came but these cases have these distinctive features. These cases took place after 1948 and continued till 1951 and started with the Jessop case and ended with the Kakdwip case but I do not wish to touch any particular case which is still being tried. I will not mention that.

Shri Bankim Mukherji : Before the Constitution came into force.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Honourable Shri Bankim Mukherji says they happened before the Constitution came into force.

What did the Constitution lay down ? The Constitution merely laid down how we are to be governed according to the Constitution. The rights of citizens were all usual. This much is certain that some of the unfortunate citizens were kept under detention, because their objective was political ideology. Their political ideology was different from ours and they wanted to establish their ideology by force, and that is what resulted in all this. I am not suggesting even for one second that monetary gains were their objective, that personal gains were their objective, but still what was done under those circumstances was really waging war against the kingdom.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : The objective was political.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : You cannot cover your crime by using the word 'political' The objective was a certain type of ideology which was sought to be introduced by force. The lives of other citizens are as sacred as the life of a politician.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : The motive was not criminal.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : That is not the matter. The point is my life is as sacred as anybody else's life. The life of a man in the street is as sacred as the life of a biggest politician. It does not make the slightest difference in the world. The cases were sent to the Courts of Law. They were tried by fair, honourable and reasonable Judges. They took into consideration all the facts, political and otherwise. They took into consideration the long detention of undertrial prisoners. Every fact was taken into consideration and I dare say that honest judgement was delivered. One thing which is certainly worthy of notice is this. The executive interference in recent times has been deplored all over

India over certain cases. The point is this: what has the Executive Government to do, what special reason is there to upset the judgment which has been delivered only the other day. Some of these gentlemen are in incarceration only for a period of three years and no more. I think it would not be correct to suggest that the Government is turning a deaf ear, that they are being ill treated, that their state of affairs immediately warrants interference. Two points have been emphasized. They are not ordinary criminals; it was for the patriotic cause—that is one. The second point is change in the circumstances. 'Change in the circumstances' I am sorry to say it is a question of opinion, and in my humble opinion the judgment must take its normal course .....

[At this stage the honourable member having reached the time-limit resumed his seat.]

[4-50—5 p. m.]

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সামনে বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সমস্ত সভ্যগণকে খুব স্থিরভাবে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। প্রথম কথা হোল যে এই কেসের ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করা আমার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক কেন না কাকদ্বীপ এবং বসিরহাটের কেস্ সম্বন্ধে আপীল রয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু কেস কোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি কথা যা ওঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তা ওঁদের পক্ষে বলা সম্ভব হলেও কেসের মেরিট সম্বন্ধে আইনতঃ আমি এখানে কোন আলোচনা করতে পারি না। যা হোক, এখানে প্রশ্ন এসেছে যে এঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। তবে এঁদের রাজবন্দী বলা হবে কি হবে না সেটা আজ বড় প্রশ্ন না হয়ে আজ এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এঁদের মুক্তি দেওয়া হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এঁদের এখনই মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে যে বিরোধ রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, কাকদ্বীপ কেসে ৯ জন বন্দী জেলখানায় রয়েছেন এবং এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন যাঁদের সম্বন্ধে তখন ওয়ারেণ্ট ছিল এবং তাঁরাও সমানভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া অনেকে আত্মগোপন করেছিল কিন্তু পরে তাঁরা ধরা পড়েন বা ধরা দেন এবং তাঁদেরও বিচার চলছে। এখন কথা হোল যে একই অপরাধে অপরাধী হয়ে কয়েকজন লোক বিশেষ করে ৯ জন অনেকদিনের সাজা পেয়ে জেলের ভিতর রইলেন অথচ তাঁদেরই মতন সমান অপরাধী আর কয়েকজন লোক যেহেতু তাঁরা আত্মগোপন করতে পেরেছিলেন সেইহেতু কোনরকম মেয়াদ বা শাস্তিভোগের ভিতর তাঁরা গেলেন না। কাজেই এমতাবস্থায় আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন আসছে এবং তা হোল যে একই অপরাধ করে যাদের মধ্যে একদল লোক শাস্তি ভোগ করছে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার আর কোন যুক্তি থাকে না। আর যদি তাঁদের ছাড়তে হয় তাহলে যারা আত্মগোপন করে রইল এবং এ্যাবস্কণ্ড করার পর ধরা পড়ায় যাদের নামে এখনও কোর্টে কেস্ চলছে সেই কেসে তাঁদের প্রসিকিউট করার প্রশ্ন আর ওঠে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের ২টি দিক বিবেচনা করে দেখতে বলি যে এই যদি হয় তাহলে কি সত্যিসত্যিই একদলকে প্রিমিয়াম অন abscondence দেওয়া হবে না এবং যারা আত্মগোপন করে নিজেদের আইনের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল সেখানে কি এটাই প্রমাণিত হবে না যে যারা ধরা পড়ল তাঁদের উপর অবিচার করা হোল কারণ তাঁরা এখনও মেয়াদ ভোগ করবে। কাজেই আমি মনে করি সরকারের তরফ থেকে একাধারে কাকদ্বীপ এবং বসিরহাটের বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে আর যেসব কেস্ চলছে বা যাদের

নামে ওয়ারেণ্ট ঝুলছে তাঁদের আর প্রসিকিউট করা যায় না। আর যদি তাই হয় তাহলে কেন তাদের এই সুযোগ বা প্রিমিয়াম দেওয়া হবে? বসিরহাট কেস্ সম্বন্ধে কিছু কিছু আপীল এখনও ঝুলছে, কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে কেউ কেউ ৭ বছর সাজা পেয়েছে আবার কেউ কেউ ২০ বছর সাজা পেয়েছে এবং যারা ৭ বছর সাজা পেয়েছিল তাদের প্রত্যেককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আর একটা প্রশ্ন এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে যে এরা ১১ বছরের উপর মেয়াদ ভোগ করছে এবং আণ্ডার ট্রায়াল অনেকদিন ছিল। এটা অবশ্য সত্যি কথা যে এঁদের মধ্যে অনেকেই ১০।১১ বছর ধরে জেলের ভেতর রয়েছেন। কিন্তু সেটা তাঁরা বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ছিলেন এবং বিশেষ করে ২ জন ৭ বছর ৬ মাসের উপর বিচারাধীন অবস্থায় ছিলেন। তবে এতদিন বিচারাধীন অবস্থায় থাকা যখন কারো কাম্য নয় তখন নিশ্চয়ই এখানে এই প্রশ্ন উঠবে যে তাঁরা এতদিন ধরে কেন বিচারাধীন অবস্থায় ছিলেন? তার উত্তরে আমি বলবো যে এটা সরকারের গাফিলতির জন্য হয়নি কারণ এক একটি অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রত্যেকেই ২।৩।৪টি করে আলাদা আলাদা কেসে ধরা পড়ে এবং তাঁদের যখন বিভিন্ন জায়গায় বিচারের জন্য পাঠান হয়েছিল তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তরফ থেকে এ ধরণের আবেদন এসেছিল যে তাঁদের এক একটি কেস্ শেষ করে যেন অন্য কেসে হাত দেওয়া হয়। কাজেই সরকার দেরী করেন নি বরং অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলেন যে একই আসামীর নামে ৪।৫ জায়গায় যে সমস্ত বিভিন্ন ধরণের কেসের বিচার চলছে তা যেন একসঙ্গে করা না হয়। ফলে এক একটি কেস্ শেষ করে পরের কেসে যেতে এই ৭ বছর ৬ মাস সময় লাগে। অবশ্য এটা সত্যি কথা যে দীর্ঘমেয়াদী না হয়েও তাঁদের বিচারাধীন বন্দী হিসেবে জেলের অভ্যন্তরে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এটা সত্যি নয় যা বিভিন্ন সদস্যেরা বলেছেন যে এরা অনেকেই ১০।১১ বছর মেয়াদ খেটেছে। আমি ফাইল ঘেঁটে দেখলাম যেখানে ২০ বছর সাজা হয়েছে সেখানে এখনও কারুর ৬ বছর ৭ মাসের বেশী কন্‌ভিকসন পিরিয়ড হয়নি।

Shri Haridas Mitra : মেয়াদ খাটার কথা বলা হয়নি। জেলের ভেতর কত বছর কাটিয়েছে সেটাই বলা হয়েছে।

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : আমি দুটির তফাৎ বুঝিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা যে জেলে থেকেছে সেটা বিচারাধীন বন্দী হিসেবে ছিল। কিন্তু যদি মুক্তির প্রশ্ন তোলেন তাহলে বিচারাধীন অবস্থায় তাঁরা কত বছর কাটিয়েছেন সেটা বড় প্রশ্ন হয় না বরং বড় প্রশ্ন হয় এটাই যে যত বছর তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার কতটা খাটা হোল।

এখানে মাননীয় সদস্যরা ইম্‌প্রেসান দিয়েছেন যে অনেকের ১০।১১ বছর সাজা যখন খাটা শেষ হয়েছে তখন আর বাদবাকি পিরিয়ড্ না রেখে ক্লিমেন্সি দেখিয়ে এদের ছেড়ে দেওয়া হোক। তার বিরুদ্ধে আমার একথা বলার আছে যে ২০ বছর সাজা যদি খাটা হোত তাহলে আমরা যেমন এদের কেস্ রিভিউ করে থাকি এবং যে রিভিউ-এর ফলে ইতিমধ্যে আমরা অনেককে ছেড়ে দিতে পেরেছি সেইভাবে হয়ত এদের আরও ছাড়া যায় কিংবা সেই সময় এদের প্রশ্ন উঠবে। আমি একথা বলি না যে এরা ছাড়া পাবে না যতদিন পুরো মেয়াদটা না খাটছে। নিশ্চয়ই তার আগে বার বার যেমন কেস্ রিভিউ করা হচ্ছে, বিভিন্ন অকেসানে যেমন প্রজাতন্ত্র দিবস কি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কয়েদীদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেমিসানের ব্যাপার আছে এইসব মিলিয়ে এদেরও কেস্ সেই সময় বিচার করা হবে। কিন্তু অনেকদিন সাজা হয়েছে—আজ পর্যন্ত যেটা বলা হয়েছে যে ১০ বছর পর্যন্ত মেয়াদ এরা খেটেছে এটা ঠিক নয়। আণ্ডার ট্রায়াল প্রথম যে আইনে এদের কেস্ কোর্টে গিয়েছিল সেই আইনটা ভ্যালিড্ ছিল না কারণ সেটা আলট্রাভাইরিজ ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গিয়েছিল—মাননীয় সদস্যদের সেকথা মনে আছে। পরে আবার স্পেশাল কোর্ট করে তাদের

বিচার করতে হয়েছিল এবং স্পেশাল কোর্টে আইনটা আলট্রাভাইরিজ হয়ে যাবার পর আবার ট্রাইবুনাল করতে হয়েছিল এবং সেই ট্রাইবুনালে বিচার করবার পর আবার তাদের সেসান কোর্টে অর্ডিনারী ডেকয়টি এণ্ড মার্ডার চার্জ ছিল, এইসব বিচার শেষ করতে করতে বিচারাধীন পিরিয়ড্ এত বেশী হয়ে গেছে যে দুটো মিলিয়ে অনেককে ১০।১৫ বছর থাকতে হয়েছে। আমি এখানে নতুন করে বিশেষ কিছু না বলে এই কথা বলে বক্তব্য শেষ করব যেমন বহু ক্ষেত্রে এদের কেস্ আমরা রিভিউ করছি সেইভাবে রিভিউ করা হবে এবং এছাড়া যতক্ষণ কেস্ চলবে এই কেস্ চলাকালীন অবস্থাতে যারা আত্মগোপন করে এই সাজা এড়িয়ে যেতে পারলেন তাঁদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিংবা তাঁদের কেস্ তুলে নেওয়ার সঙ্গে এঁদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য মাননীয় সদস্যদের এটা গভীরভাবে চিন্তা করতে বলছি। এক্ষেত্রে আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না—আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: On a point of information, Sir.

Mr. Speaker: No, you please sit down.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, I have got a point of information to get from the Minister. Can I not have my point of information satisfied by the Minister ?

আমি শুধু বলতে চাই মন্ত্রীমহাশয় জানেন কিনা যে First World Warএর সময় Indo-German Conspiracyতে আমাদের ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের যখন শাস্তি হয়েছিল সেইসময় ৫ জন absconder অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, সত্য চক্রবর্তী এবং আরও ২জন চন্দননগরে আত্মগোপন করেছিলেন। তারা স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের বাড়ীতে গিয়ে absconding ছিলেন। তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের Mr. Gourlay Nixon তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। ইংরাজের চেয়ে সুপার ইংরাজ আপনারা ?

Shri Niranjan Sengupta: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেসপক্ষের তরফ থেকে যে বক্তৃতা করা হল তা থেকে আমি বিস্মিত হলাম। মিসেস্ মুখার্জী বললেন যে এরকম ছেড়ে দেয়া হয় না কিন্তু সাজা হবার পর সাধারণ কয়েদীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে গভর্ণরের য়্যাডভাইস নিয়ে এমন কেসও আছে। আমি একটা কেসের কথা উল্লেখ করছি—ইডেন হসপিটাল রোডে মার্ডার কেসে একজন নেপালীর সাজা হয়েছিল, সাজা হবার আগেই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং সাজা হলে ছেড়ে দেয়া হয় না একথা ঠিক নয়। কংগ্রেস সরকার এরকম ছেড়ে দিয়েছেন কেন না তাঁদের স্বার্থ ছিল এবং কালীপদবাবু সেই কেসটার কথা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে বলতে পারেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিজয় সিং নাহার মহাশয় বল্লেন যে আজও তাঁরা নাকি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী, সুতরাং এসব লোককে কেমন করে ছেড়ে দেয়া হবে কিন্তু এই যে এত বক্তৃতা হল তা কি তিনি কিছুই শোনেননি ? তাঁরা সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে বিবৃতি দিয়েছেন—তাঁরা একথা প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে জানিয়েছেন। সুতরাং একথা বারবার বলে লোককে বিভ্রান্ত করার অর্থ কি ? তাঁরা বারবার জানিয়েছেন যে পুরাণো পথে তাঁদের আর বিশ্বাস নেই। কাজেই তার কথা টেনে এনে যদি বলা হয় যে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হবে না তাহলে সেটা খুব আশ্চর্যের কথা। তৃতীয় কথা যেটা সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য লাগছে সেটা হচ্ছে মাননীয়া পূরবী মুখার্জী মহাশয়া বল্লেন যে কংসারী হালদারের কেস যখন আছে তখন আমরা অন্যকে ছাড়বো

কেমন করে? কংসারী হালদারের কেস আপনারা চালিয়ে যান, তার স্বার্থে এদের মুক্ত করবেন না। তাঁরা এক বৎসর জেল খেটেছেন এবং তাঁরা তাঁদের বর্তমান মতামতও জানিয়েছেন। কাজেই কংসারী হালদারের কেস টেনে এনে যা বলেছেন সেটা যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি না। দরকার হলে কংসারী হালদারের কেসটাও আপনারা উইথড্র করতে পারেন, তাতে এমনকিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কংসারী হালদারের কেস এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন কেন সেটাই আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। দশ পনেরো বছর আগে যা হয়েছিল তার চিহ্ন এখন মুছে গেছে। প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে আপনারা এই জিনিসটা করছেন। সুতরাং সেই কেস টেনে এনে এদের রিলিফ বন্ধ করার কথাটা একটু আশ্চর্য লাগে। আমি আর একটা কথা বলতে চাই এখানে শংকরদাস ব্যানার্জী মহাশয় যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে কোন পুলিস কোর্টের পাব্লিক প্রসিকিউটর যেন বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁরা কি করবেন না করবেন তা এই হাউসে বলা হয়েছে। তাঁরা যে কাজ করে জেল খেটেছেন তা এই হাউসের সবাই জানেন। তারপরে আমরা বিভিন্ন বক্তৃতায় একথা বলেছি যে তাঁরা সেই পথ কিম্বা সেই কাজ আজকে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ডেমোক্র্যাটিক—ওরা যে ভবিষ্যতে জীবন যাপন করবেন একথা তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাঁদের সেই ঘোষণাকে আপনারা মূল্য দিতে চাচ্ছেন না, কেবল আজেবাজে কথা বলে সমস্ত ভুলিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং আমি আবার অনুরোধ করবো কংগ্রেস দলের লোকেদের কাছে যে তাঁরা একটু ভেবে দেখুন এসম্বন্ধে। দশ বছর ধরে জেলে আটক রেখে শাস্তি দেয়াটা প্রতিহিংসার নামান্তর মাত্র। কাজেই জনমতকে সমর্থন করে তাঁদের রিলিজ করার কথা আপনারা একটু চিন্তা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

[5—5-30 p.m.]

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that this Assembly is of opinion that political prisoners of this State who had been sentenced to long terms of imprisonment and are still serving their terms, viz., the prisoners in the Kakdwip Case, Dum Dum-Basirhat Case and Jessop Case, should forthwith be released, having regard to the fact that all of them have already served good many years of imprisonment, that all of them were actuated by purely patriotic motives and are no ordinary criminals, and that the political situation has since changed greatly, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—120

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath

Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri, Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumdar, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Srimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, the Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Sankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias Kazi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri, Deo Prakash
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri, Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 57 and the Noes 120, the motion was last.

[At this stage the House was adjourned for twenty minutes]

[After adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

Stranger in the Agency Building

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I would like to draw the attention of of the House to a despatch appeared in the Times of India dated the 5th April, 1960. I am reading the relevant portion about Chinese arrogance in Kalimpong. This is as follows :—

"Last week the Indian sentry at the Chinese Trade Agency in Kalimpong noticed a stranger on the premises. The sentry's suspicion was aroused particularly because the stranger was trying to make his way into the Agency building through a back door. While he was questioning this man the sentry was molested by Chinese officials who insisted on the stranger being permitted to enter the building."

I have been informed from Kalimpong just now that an Indian sentry was dragged inside the Chinese Trade Agency there and he was beaten. May I ask, through you the Home Minister to make a statement in this House ?

Mr. Speaker : He will make a statement in time.

Private Members' Resolutions

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Mr. Speaker, Sir, I seek your permission to move the resolution standing in the name of Sri Radhanath Chattoraj. I do not think I will waste the time of the House by reading the resolution which is in the possession of all honourable members. So may I get into the subject right away ? Sir, I consider school health not only to be a health problem or an educational problem but as a national problem. If you want to improve the future health of the nation, then the right point to make a start is the school where you can get a large number of young people properly supervised and within control so that you can get into the investigation of all ailments which are possibly going to mar their future life and the future life of the nation. That is why, Sir, I want to say....

Mr. Speaker : Please read the motion.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, I beg to move—That in view of the fact that about 60 percent of the school children have been found to be suffering from some diseases or defects and 30 per cent. are badly undernourished ;

This Assembly is of opinion that the State Government should forthwith take the following measures :—

(*i*) Work out a detailed and scientific programme of school health and bring all the primary and secondary schools of this State under this programme ;

(*ii*) make modern arrangements for inspection and check up of the health of every child, every 6 months ;

(*iii*) make arrangements for modern methods of diagnosis and treatment of all ailments found among the students, at the health clinic attached to the school, or at an appropriate hospital for such cases as cannot be fully treated at the school health clinic ;

(*iv*) arrange for midday tiffin for the school students, the menu being such as may be prescribed by the medical officer of the school and approved by the School Health Board that may be set up, consisting of the representatives of the Education and the Health Departments of the West Bengal Government, those of the Board of Secondary Education, West Bengal, those of the Education Sub-Committee of the Calcutta Corporation, those of the All-Bengal Teachers' Association, those of the Indian Medical Association, Cal. Branch and those of the Indian Medical Association, West Bengal Branch.

Sir, as I said before I considered it and essentially national problem and that our Medical Association has gone into the subject in detail and studied the subject thoroughly with the help of the Public Health Sub-Committee. I was invited to participate in the deliberations of that Committee. They prepared a memorandum and they had submitted the memorandum to the Government but so for Government had not come out with any concrete response to that appeal. In fact, the Indian Medical Association was prepared to take the responsibility all alone if the Government was not going to start the programme right away. But you know, Sir, it is not possible even for the Indian Medical Association to bear all the responsibilites of the State School Health Service. What I want to present to you today, Sir, is not a utopian dream. I will try to convince you, Sir, and through you the House that even in the present state of our advancement, even in the present economic stringency through which our State is passing, if a start is made even towards this fag end of the Second Five Year Plan and if the Third Five Year Plan is taken advantage of fully. I think it is absolutely practicable that the whole of the State can be covered by a comprehensive health scheme.

Sir, in other countries this School Health Service scheme is going on very efficiently and very elaborately. Of course, it is no use comparing our State with, say, the United Kingdom, or the U.S.S.R., or the U.S.A. There the whole programme is very elaborate and they are doing wonderful work, but we have yet to make a start. That is why, as the Indian Medical Association has suggested, we should take up a priority pilot scheme for the city of Calcutta, where large number of students are studying and where large number of medical practitioners and organisations are available, who can give their whole-time service for this scheme. And then with the experience of working of this scheme in Calcutta it could be extended to other parts of the State, particularly through the Community Development Blocks, where the Health Centres are growing up, primary and secondary. In the rural areas we can make a start to include the schools within the jurisdiction of these Health Centres.

Sir, I will next refer to some statistical figures, which I hope are already known to the honourable members. According to the census of 1951, West Bengal had a population figure of 24,810,000. Of course, now it is a little more. Of this figure 6,200,000 are within the school going age of 5 to 15. The actual figure of school going population in 1951 was 3,086,955. In Calcutta, according to the same census, the total population is 2,548,677, of which about 7,30,000 are within school going group of 5 to 15. The actual number of school students in 1957 was 270 291. I am placing these figures before the House only to give the honourable members an idea that the scheme which I visualise in this resolution is absolutely practicable.

The present health condition, which has been studied by various Associations, is more or less well known. I think, even the Health Minister will corroborate the fact that the general standard of health of our students is appalling, and about 60 per cent. of them are suffering from various diseases or defects. Malnutrition is of course a very important factor not only as a disability condition but also as a pre-disposing condition to various diseases, particularly to tuberculosis, eye defects and ear defects also.

There is another aspect. Through this scheme we can educate our young boys and girls in the principles of positive health so that they can learn how to keep a good health. This scheme will not only look after their health but will also educate them in the principles of health.

A very important part of this scheme is mid-day tiffin for school students. Of course, it is a very expensive proposition. The importance of this scheme was realised as early as 1910, but the only institution to take up this scheme was the Keshab Academy. Since then no other institution has come forward to follow the example. Even today we find that though the Government has promised subsidies for this scheme no school has come forward to take up the scheme. This is also another very practicable and important proposition which will give our students, particularly the boys and girls coming from the poor families, atleast a basal diet.

The other factor which I want to bring to the notice of the House when I propose that the Government should take up this programme on its own is that the non-official agencies should not be ignored. Their co-operation should be sought and that will be available. It is well known that there are many organisations which will certainly come forward to help, e.g. the Red Cross Society, the Rotary Club, the All India Women's Conference, various medical associations, the Indian Medical Association, all will certainly come forward to help in the working of the scheme in personnel as well as in material.

The guiding principle, as I propose in this resolution, is to plan a priority pilot programme for implementation by stages to cover the whole State of West Bengal. Of course, we make a start at Calcutta. The available facilities, finance and service shall be utilised fully, Central Government subsidy shall be demanded and the co-operation of non-official agencies, as I said before, should be taken.

[5-40—5-50 p.m.]

As finance becomes available the pilot programme con be extended to other areas. After observing the progress inside the city certainly a comprehensive health programme can be taken up in the whole State, as I said before. Just to give an idea of the skeleton of this scheme I would suggest that for the sake of administration a School Health Board should be set up, because as you know, Sir, this is not the concern of the Health Department alone or the Education Department alone, and to make these two departments work in collaboration is very difficult. The best thing is to have a statutory School Health Board which will consist of representatives of both the State Health Department as well as the Education Department, the Calcutta Corporation, Headmasters' and Teacher's Associations, medical and allied associations and physical culturists. The school health administrator shall be appointed by the Board to administer the school health programme generally under the direction of the Board. This School Health Board will carry on study and survey which will be very useful for further extension and implementation of the entire scheme.

Sir, finally, as I suggested before after giving those figures, it will be within the scope of the State Goveenment to fulfil it. The administration, as estimated by the Indian Medical Association will cost about Rs. 1 lakh per year. Of course, this visualises that the School Health Board shall appoint registered medical practitioners on part-time basis as School Medical Officers on a fixed pay of Rs. 160 per month. Based on a total strength of 270,000 students (primary and secondary) for Calcutta on the basis of one part-time doctor per one thousand students and after taking into consideration leave reserve and other factors, it is considered that about 300 part-time Medical Officers are to be appointed. Of course, for girls school lady doctors can be appointed in the same way.

Then we can recruit another category of officers—the School Social Workers. It will be on a smaller salary, say Rs. 100 per month. They will be also on part-time basis.

Then the School Units. For the purpose of the programme schools having both primary and secondary departments shall be considered as one school and the schools shall be grouped into units of one thousand students, that is, a school having one thousand students shall be counted as one unit and schools having fewer number of students two or more such neighbouring schools of about a total strength of one thousand students shall be grouped into one unit.

Medical Examination Room and Minor Ailment Clinics attached to each school. Health Card Notification and Reports. Health Card system shall be introduced and the result of medical examination shall be recorded in that card. The card shall be kept in the custody of the School Medical Officer or Headmaster and shall accompany the student with his personal certificate as he changes school. Parents and guardians of children requiring medical attention shall be notified accordingly by the School Medical Officer for utilising the school clinic or to consult the family physicians for the treatment of their wards. Through this organisation hospital facilities will be also arranged in the different hospitals existing in the State.

Compulsory tiffin during school hours shall be started in all primary and secondary schools and extra milk shall be given to selected students on the recommendation of the Medical Officer. Schools shall take the responsibility of running the scheme of compulsory tiffin and the service of voluntary non-official organisations may be utilised for the purpose. It is not a utopian idea, it is absolutely possible.

Now, this will also help preventive medicine, for example vaccination, inoculation against cholera, typhoid, para-typhoid, diptheria and BCG vaccination shall be made compulsory for all school children by legistation and it will be very easy to carry out this scheme throughout the State by means of these schools. The Calcutta Corporation can supply the inoculating and vaccinating material to the Board and the School Medical Officers shall receive their supply from the Board.

Health supervision of teachers and other school personnel including food handlers. Medical inspection of this personnel at least twice a year shall be made compulsory and they shall be given some facilities

regarding treatment in schooi clinics and in hospitals so that they can work efficiently and without danger to their own health and to the health of the children under their care.

Sanitary inspection of school building should be carried out by the Medical Officer at least twice a year or as often as may be considered necessary, particularly when a certain epidemic disease is reported to have broken out in that locality. The standards shall be laid down by the School Health Board on the recommendation of the Study and Survey Unit.

Financial commitments I will try to summarise in the law. Of course I cannot enter into details here within the limited time allotted to me. The parent or the guardian will be asked to contribute a certain amount. For example for tiffin fee the gurdian will contribute Rs. 1.50 nP. per month. That will be Rs. 18/- per student per year. For health fee the gurdian will contribute Rs. 1-50 nP. per student per year. The total will be about Rs. 19-50 nP. per year per student including health and tiffin. The school will pay health fee, if funds permit, Rs. 1-50 nP. per student per year. The initial expenditure will be about Rs 100/- pay of physical instructor, the pay of hygiene teachers in the school staff. The Education Department of the Government of West Bengal, Health Department, Grant will be Rs. 2-50 nP. per year per student. For 2,70,000 students the amount will be Rs. 6,75,000 per year. Then tiffin grant subsidised by the Central Government—if it is taken at the rate of Rs. 18 per year per student, for 2,70,000 students the amount will come to Rs. 48,60,000. Administration Grant, as I said, will be Rs. 1 lakh per year. The Total will thus come to Rs. 56,35.000 per year.

As you will see, Sir, it is an admixture of the contributions of the gurdians, schools and the Government. So what I am pressing this House to do is something which is practicable and at least a start should be made right from now.

For the city of Calcutta we can ask the the Calcutta Corporation for a health grant for 2,70,000 students at 60 nP. which will come to Rs. 1,62,000 per year. They will also supply inoculating and vaccinating materials and use of parks for the students' physical exercises, games and all these things. In this resolution the present programme of school health for Calcutta though not as comprehensive in scope as it should be, is more or less a balanced and Phyisical programme. While drafting this programme I have rept in mind that any scheme of development involving large financial liabilities which the State has to take due note of I have kept this liability to a minimum.

With these few words I present this Resolution to the House I hope the honourable members will consider the importance of this case. As I said before in my introductory Sentences it is not merely a health programme. Fortunately Sir, I find-as it is very rare the Hon'ble Health Minister is chating with the Education Minister and I hope they will cooperat and work together to bring this scheme into light.

Mr. Speaker : Is there any apprehension that they do not co-operate with each other ?

Dr. A. A. Md. Obaidul Ghani: No., Sir, what I think is that if they cooperate then this scheme will see the light of the day within a year.

With these few words I place my resolution for consideration of the honourable members on all sides. Of course I beg to submit that that this is not a political issue or a party issue. It is a national issue, health issue. It is an educational issue and I hope the honourable members will also very kindly take it from that point of view and give their opinion on this resolution.

[5-50—6 p. m.]

Dr. Pabitra Mohan Ray: মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়, ডাঃ গনি যে রেজোলিউশান এখানে রেখেছেন তাতেই তিনি সব এক্সপ্লেন করেছেন। আমাদের দেশে বর্তমানে স্কুল চিল্ড্রেন-এর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ—60 percent are suffering from different or diseases defects, সবচেয়ে বড় কথা হল যে যত পার্শেণ্ট ছেলে মেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ, অথচ তাদের ভালো করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রথমে আমাদের এই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে এদের স্বাস্থ্য ভাল কিনা সেটা পরীক্ষা করা। আমি ডাঃ গণির সঙ্গে একমত যে এটা একটা ন্যাশনাল প্রবলেম। এই স্কুল হেলথ প্রবলেমটা হেলথ ডিপার্টমেণ্ট এবং এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট-এর এক সঙ্গে জড়িয়ে দেখা উচিৎ। কিন্তু, স্যার, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেণ্ট-এর স্কুল ডিপার্টমেণ্ট এক সঙ্গে কাজ করতে পারে না। আমরা সরকারের বিভাগগুলির অবস্থা জানি যে দুটো ডিপার্টমেণ্ট এক সঙ্গে বসে কাজ করতে পারে না এবং করবে কিনা সন্দেহ আছে। সেজন্য আমার প্রস্তাবে আমি রাখতে চাচ্ছি যে একটা স্কুল হেলথ বোর্ড গঠন করা হোক। এটা যদি স্ট্যাচুটারী বোর্ড হয় তাহলে এই বোর্ড যদি কোন মিনিস্টার বা কোন ডিপার্টমেণ্টের কণ্ট্রোলে থাকে তাহলে আমাদের তাতে আপত্তি নেই। এইভাবে দুটো ডিপার্টমেণ্ট মিলিয়া একটা স্কুল হেলথ বোর্ড গঠন করা হোক এবং তাহলেই আমার মনে হয় যে এই সমস্যা মিটতে পারে। স্কুল চিলড্রেনদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভীতিপ্রদ এবং তারা যে সকলেই ম্যাল-নিউট্রিশানে ভুগছে সেটা সকলেই জানে। প্রতি ৩টা ছেলেকে যদি আমরা এক্সজামিন করি তাহলে দেখব যে তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটির স্বাস্থ্য খারাপ। এই সমস্ত আণ্ডার নারিস্ড ছেলেমেয়েদের বাপ-মা অত্যন্ত গরীব। সুতরাং তাদের ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে আসে তখন তারা কিছু খেয়ে আসতে পারে না। এইভাবে সমস্ত দিন স্কুলের পড়াশুনা খাটুনির মধ্য দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। এর ফলে দিনের অর্ধেক সময় পরে তাদের পড়াশুনা করার আগ্রহ থাকে না এবং পড়াশুনার দিক থেকে তারা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। অথচ এই ছেলেরাই হচ্ছে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। আমি বলছি এদের জন্য একটা মিডল টিফিনের ব্যবস্থা করা উচিৎ। আমাদের দেশের গার্জেনস বা পেরেণ্টসরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ নন এবং তাঁরাও তাদের ছেলেদের কিছু টিফিন দিয়ে দেন না। অবশ্য শতকরা ৭৫ জন তারা সজাগ থেকেও তাদের দেবার মত শক্তি নেই। সেজন্য আমার মত হচ্ছে যে একটা স্কুল বোর্ড করুন এবং যদি প্রতি গার্জেন তার ছেলে পিছু কিছু কণ্ট্রিবিউশান করেন, স্কুল অথরিটিজ কিছু কণ্ট্রিবিউশান করেন এবং এই গভর্ণমেণ্ট কিছু কণ্ট্রিবিউশান করেন তাহলে এই ৩টা কণ্ট্রিবিউশান এক সঙ্গে মিলিয়ে একটা মিড-ডে টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই মিড-ডে টিফিনের সঙ্গে কিছু দুধ এবং ফল নিশ্চয় থাকা উচিৎ। আমাদের কার্য ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষ হয়ে গেছে, সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষ হতে আর বাকী নেই, কিন্তু আশ্চর্য্যকর যে স্কুল চিল্ড্রেনস হেলথ

নিয়ে আমাদের সরকার কিছুই করেননি। একটা কম্প্রিহেনসিভ স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম ফাইন্যান্সের জন্য হতে পারে না একথা হয়ত ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে শুনব। কিন্তু আণ্ডার ডেভেলোপড কান্ট্রিতে এটাকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। এটা প্রাইওরিটি লিষ্ট করে কোন একটা জায়গা থেকে যদি আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি তাহলে আশা করব যে থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারব। কোলকাতা এবং তার আশেপাশে যে সমস্ত গার্জেনস রয়েছেন যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে তাঁরা গ্রাম কন্ট্রিবিউশান করে এটাকে চালু করতে পারে। অথবা এই সব জায়গায় যে স্কুলগুলো রয়েছে—যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বেশী আছে তারাই এটা সুরু করতে পারে। অর্থাৎ এইভাবে আগে কোলকাতায় পরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এলাকা এবং তারপরে গ্রামের দিকে আমরা ছড়িয়ে পড়তে পারি। অতএব এই প্রোগ্রামকে প্রাইওরিটি স্কীম দেওয়া উচিৎ।

তারপর চিকিৎসা সম্বন্ধে বলা যে চিকিৎসার দুটো দিক রয়েছে—প্রিভেণ্টিভ এবং কিউরেটিভ। প্রিভেণ্টিভ সম্বন্ধে ক্যালকাটা কর্পোরেশান স্কুলে ইনজেকসান এবং ভ্যাকসিনেসান দেবার ব্যবস্থা একটা মিসটেজেটিক মেথডের উপরে চলে, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এখনও সব জায়গায় ই·অকুলেশান এবং ভ্যাক্সিনেসানের ব্যবস্থা করতে পারেননি। আমার যতদূর খবর জানা আছে তাতে জানি যে গ্রামের দিকে কোন স্কুলে এই রকম প্রিভেণ্টিভ মেকার্স—অর্থাৎ বসন্তের টিকা, কলেরায় ইনঅকুলেসান এবং বি. সি. জি. গভর্ণমেণ্ট ছাড়া কারুর হাত নেই—মোটেই নেওয়া হয় না। এগুলি না করলে ফলে সাধারণ অসুখ, টায়ফয়েড-এ অনেকে ভোগেন, কারণ সেখানে প্রিভেণ্টিভ মেকার্স কিছুই পাওয়া যায় না। তারপর কিউরেটিভ সাইডে পরীক্ষা করা এবং তার চিকিৎসা করা উচিৎ। সম্বন্ধে আমি বলব যে স্কুল হেলথ বোর্ড যদি হয় তাহলে তারাই মেডিক্যাল অফিসারস য়্যাপয়েণ্ট করে তাদের দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন। এই মেডিক্যাল অফিসারস'দের মধ্যে নেভি মেডিক্যাল অফিসারস-ও থাকবেন। এই মেডিক্যাল অফিসারস দ্বারা যদি ৬ মাসে একবার করে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার য়্যাসেস করতে পারব যে আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য 60 percent আণ্ডার পারসিড বলা হচ্ছে সেটা সত্য কিনা বুঝতে পারব।

[6—6-10 p.m.]

কিছুদিন আগে জানতাম কলকাতা কর্পোরেশন ৬ জন মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারা ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের স্বাস্থ্য দেখে থাকেন। বাংলাদেশের আর কোথাও সেই ব্যবস্থা নেই। এটা নিয়ে সরকারের হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের ভাবা দরকার এবং এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টের দরকার হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া যাতে তারা এগুলি করেন। ট্রিটমেণ্ট সম্বন্ধে আমি বলব যে যা সর্বত্র হচ্ছে এখানেও তাই। ডাক্তার কোন ছাত্রকে যদি হাসপাতালে পাঠাবার দরকার মনে করেন তাহলে সেই সুযোগ পাওয়া খুবই কঠিন। এখন স্কুলের childrenএর জন্য হাসপাতালে কিছু কিছু বেডের যদি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা করেন তাহলে বাংলাদেশের অগণিত গরীব দুঃস্থ guardiansএর ছেলেরা যথেষ্ট উপকৃত হবে। এই কথা বলে আমি আজকের resolution সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

Dr. Golam Yazdani : I move that—

(*a*) in paragraph i) after the words "this programme" the following be added, viz..—

"and for the purpose set up a Committee consisting of the representatives of the Health and Education Departments of the Government of West Bengal, of the Board of Primary and Secondary

Education, West Bengal, of the Educational Sub-Committee of the Calcutta Corporation, of the All Bengal Teachers' Association of the Indian Medical Association, West Bengal Branch, of the Bengal Tuberculosis Association, with a definite direction to prepare a blue print of the programme in the course of the next 3 months to be included in the 3rd year plan incorporating in it provisions for investigation, Hospitalisation, special treatments temporary accommodation for mofassil students in towns for medical advices, establishment of students' Hospitals, Poly-clinics in towns and cities, with a view to give start to the actual programme in the course of this year by stages."

(*b*) the following be added at the end of the paragraph (iv), viz.,—

"and this tiffin must include multivitamin tablets."

মিঃ স্পীকার, স্যার, ডাঃ গণি যে resolution মুভ করেছেন তার প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং তিনি যেসমস্ত কথা বলেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আরও কতকগুলি কথা যোগ করতে চাইছি। কিন্তু তার আগে দু'একটা কথা বলতে চাই তা হল এই যে আজকে আমাদের স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্বন্ধে আশা করি কেউ প্রতিবাদ করবেন না। আমাদের স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আজকাল কোন তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। যেসমস্ত তথ্য আমাদের হাতে আছে তা আমরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফৎ পেয়েছি এবং সরকারের তরফ থেকে আমাদের হাতে তেমন কিছু না থাকলেও কিছু কিছু আমরা জানি। Indian Medical Association এর তথ্য থেকে এইমাত্র যা বলা হল তা অবশ্য সত্য। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা জিনিস যেটা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন পুস্তিকা থেকে, publications থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যায় যে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যেসমস্ত ব্যারাম বেশী তা হল defective vision, caries tooth and pyorrhœa 9.2 per cent, skin disease 1.4 per cent, enlarged tonsil 2.7 per cent, heart and lung desease 1.4 per cent, Malnutrition and nutritional deseases 40.5 per cent, others 12 per cent. অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে নানা ধরণের ব্যারাম রয়েছে এবং এইসমস্ত ব্যারামগুলি দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে স্কুলের ছেলেদের সুস্থ, সবল নিশ্চয়ই করে তুলতে হবে। আমাদের গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা অতি সামান্য এবং নগণ্য। স্বাধীনতার এত বছর পরেও যে কিছু হয়নি এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে কটা প্রচেষ্টা হয়েছে তা অত্যন্ত haphazard। সেই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আমরা পেলাম কোন কোন স্কুলে কিছু টিফিনের ব্যবস্থা হয়ত করেছেন, কোন কোন জায়গায় হয়ত হেল্‌থ ইনস্‌পেক্‌সান করার ব্যবস্থা করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জানি তাঁরা কলকাতার কোন কোন মেয়েদের স্কুলে কলা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, হাওড়াতে এইরকম প্রচেষ্টা করছেন যে স্কুল কম্পাউণ্ডে কলাগাছ লাগিয়ে ছেলেদের কলা দেওয়া যায় কিনা। School Health Zone করে ২।৩টা district মিলিয়ে একটা medical officer রেখে সেইসমস্ত স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য inspection করা যায় কিনা এইরকম একটা প্রচেষ্টা তাঁরা করছেন। কিন্তু আমাদের মতামত হল এইসমস্ত প্রচেষ্টা-গুলি ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা এর পিছনে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। আজকে আমাদের সামনে যেসমস্ত সমস্যা সেটা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা, সেটা ছোটখাট সমস্যা নয়। প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী স্কুল বাংলাদেশে যা রয়েছে তার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার। তার মধ্যে প্রাইমারীর ছাত্রসংখ্যা হল ২৬ লক্ষ এবং সেকেণ্ডারীর হল ৭ লক্ষ ৫০ হাজার।

এদের মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়া একটা গুরুতর সমস্যা. এরা এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার কিন্তু সরকার সেভাবে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেন নি। সেজন্য মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে গভর্ণমেণ্টের কাছে পরিকল্পনার ব্যাপারে কতকগুলি সাজেসান রাখছি এবং আশা করছি তাঁরা একটু ভেবে দেখবেন যে এই পরিকল্পনাগুলি নেওয়া উচিত কিনা। আমি আমার য়্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি যে এ ব্যাপারে শুধু যে গভর্ণমেণ্টই পরিকল্পনা করবেন তা নয়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই পরিকল্পনা করতে হবে—ট্রুডেণ্টস্ হেল্‌থ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন এবং মতামত দিতে পারেন এইরকম লোকদের সেখানে নিতে হবে এবং আমি আমার য়্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে দিয়েছি যে কাকে কাকে নিতে হবে। সেই পরিকল্পনার কাঠামোটা আজকে আমি আপনার মাধ্যমে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এবং হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের সামনে রাখছি। ডাঃ গণি এইমাত্র বল্লেন যে একটা পাইলট স্কীম কোলকাতায় ষ্টার্ট করতে হবে। আমি বলবো—শুধু কোলকাতায় কেন, মফঃস্বলেও চালু করা উচিত। মফঃস্বলে এখন হেল্‌থ সেণ্টার্স হয়ে গেছে বিভিন্ন ধরণের এবং বর্তমানে হেল্‌থ সেণ্টারের সংখ্যা হচ্ছে ৪৭২টা। প্রত্যেকটা হেল্‌থ সেণ্টারে এক একটা করে মেডিকেল অফিসার ফর স্কুল রেখে সেই হেল্‌থ সেণ্টারের কাছাকাছি যতগুলি স্কুল আছে সেই স্কুলের ছেলেদের যদি ইন্‌সপেক্‌সন করা হয় এবং যে সমস্ত ছেলের ব্যারাম আছে, অসুখ আছে তাদের যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে খুব ভাল হয় এবং আমি মনে করি বর্তমানে এরকমভাবে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যে প্রত্যেকটা ব্লকের হেল্‌থ সেণ্টারে এক একটা করে স্কুল মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করতে হবে—তাঁদের কাজ হবে, তাঁদের এরিয়ার স্কুলগুলি যতবার পারেন তাঁরা ইন্‌সপেকসন করবেন এবং তাঁদের মধ্যে যদি কারো কোন ব্যারাম ডিটেকটেড হয় তাহলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। সেই হেল্‌থ সেণ্টারে যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তো সেই হেল্‌থ সেণ্টারেই করবেন, আর সেখানে যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে সাবডিভিসন হেল্‌থ সেণ্টারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। তাদের গার্ডিয়ানদের বাধ্য করাতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের ছেলেদের হেল্‌থ সেণ্টারে নিয়ে যান। যদি কোন স্পেশাল ট্রিটমেণ্ট করতে হয় তাহলে তাদের সাবডিভিসনাল হসপিটাল কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের গার্ডিয়ানদের বলে দিতে হবে তাদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাদের ট্রিটমেণ্ট যাতে ফ্রি হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ইন্‌সপেক্‌সন করে যে সমস্ত খুঁৎ পাওয়া যাবে সেই সমস্ত জিনিষের কারেকসনের ব্যবস্থা করতে হবে—স্কুলঘরগুলির য়্যাকমডেসন, স্যানিটেসন প্রভৃতি দেখতে হবে এবং ছেলেদের কাছে হেল্‌থ সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতে হবে, সংগে সংগে টিচারদেরও এ ব্যাপারে সজাগ করে তুলতে হবে।

[6-10—6-20 p.m.]

দেশের সামনে সুযোগ গড়ে তুলতে হবে। এখন প্রশ্ন হল এই যে এরজন্যে অনেক টাকা দরকার। School contribution আমরা যদি প্রত্যেক student মাথাপিছু ২½ টাকা আদায় করি এবং municipality থেকে ৬ নয়া পয়সা আদায় করি এবং health grant যদি ২·৫০ ন. প. পাই তাহলে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এইভাবে পাচ্ছি এবং এখন ৪৭২ জন medical officer-এর জন্য খরচ হচ্ছেপ্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। এই ১৪ লক্ষ টাকা থেকে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা health centre 47 head-এ টাকা হলে চলবে না, আরও বেড়ে যাবে, এই টাকা থেকে medical officer-দের টাকা দিতে হবে। কিন্তু আসল সমস্যা আমাদের এই medical officer-দের টাকা দেওয়ার পর আমাদের টাকা দরকার ছেলেদের টিফিন দেওয়ার ব্যাপারে এবং

students-দের health রক্ষা করার ব্যাপারে এবং তাদের treatment করার পরে এবং অন্যান্য ছেলেদের health measure নেবার পর এই জিনিস থাকা দরকার সেটা হ'ল mid-day tiffin free দিতে হবে। আপাততঃ হয়ত এটা সম্ভব হবে না। সুতরাং guardian-এর কাছে থেকে কিছু টাকা নিতে হবে এবং গভর্ণমেণ্টের এইভাবে subsidise করতে হবে। আমি অংক কষে দেখেছি। আমাদের ছাত্রদের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ টাকার উপরে হয় তাহলে দুই আনা per head ছেলেদের ধরি তাহলে বছরে ১৮০ দিন স্কুল হয় তাতে এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা টিফিনের জন্য হয় এবং আমরা guardian-দের কাছ থেকে কিংবা municipality বা District Board-এর কাছ থেকে টাকা পাচ্ছি তা থেকে যোগবিয়োগ করে যদি দেখি তাহলে আরও ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা আমাদের পেতে হবে। আমার প্রস্তাব Health Department এবং Education Department ভাগাভাগি করে নেন ভাল হয়। একসংগে টাকা লাগছে না, একসংগে সব জায়গায় আরম্ভ হচ্ছে না—by stages হবে, সুতরাং এই টাকা একসংগে না লেগে অল্প অল্প করে লাগছে। আমি বলছি আপনারা পরিকল্পনা যেটা সেটাকে আগে সম্পূর্ণভাবে নেবেন না—by stages আরম্ভ করুন এবং আস্তে আস্তে বাড়িয়ে চলুন। পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ West Bengal rural area যাতে এই আওতার মধ্যে আসে সেইরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আর একটা জিনিস এই যে medical officer inspection করবে এবং advice দেবেন—তাতে সুবিধা হবে না যদি না private medical practitioner-কে কোন সাহায্য দেওয়া না হয়—তারা কাছাকাছি উপদেশ দেওয়ার জন্য থাকবেন এবং local medical officers-দের সাহায্য নেবার প্রয়োজন আছে। আমি একটা কথা বলে দিতে চাই—গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করেছেন যে একটি District Board-এর জন্য একজন medical officer নিয়োগ করবেন এবং এইভাবে কাজ চালাবেন এই পরিকল্পনা না নিয়ে আরও সুষ্ঠুভাবে যেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার জন্য একটা সময় দরকার হলে নিতে পারেন এবং তার পর অগ্রসর হবেন।

Shri Samar Mukhopadhyay : এই যে Grantগুলি education এর জন্য সেই Grantগুলি সম্পর্কে School এর memorandumএর উপর আলোচনার জন্য একটা date fix করা দরকার।

Mr. Speaker : You can not make a speech on that.

Shri Apurba Lal Majumdar : এই সম্পর্কে বলতে পারি একমাত্র একটি campএ যেখানে ২৮ জন Secondary Educationএর ছাত্র তার মধ্যে ১২ জন ছাড়া সমস্ত ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কাজেই বিশেষ করে আমি এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তাদের পড়াশুনা হয়।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ডাঃ গণি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন নীতিগতভাবে আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করছি। আমার মনে হয় যদি নীতির দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে এই হাউসের প্রতিটি মানুষ তা সমর্থন করতে বাধ্য। সরকার পক্ষ থেকে হয়ত কথা উঠতে পারে আমাদের হাতে, আমাদের Disposalএ এমন অর্থ নাই যে অর্থ দিয়ে আমরা School এলাকার সমস্ত ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। আমি জানি এজন্য ঠিক এই ধরণের পরিকল্পনা যেখানে ৩৩ লক্ষ ছাত্র বিভিন্ন Primary Secondary পর্যায়ে পড়ছে তাদের মধ্যে চালু করা সম্ভবপর নয়। এই প্রস্তাবের বাস্তব দিক লক্ষ্য রেখে প্রস্তাবের উত্থাপক অনেকগুলি কথা বলেছেন তার মধ্যে একথাও বলেছেন যে এটা সমগ্র পশ্চিম-বাংলায় চালু না করে একটা বিশেষ এলাকায় চালু করে এর কার্যকারিতা কতটুকু তা বাস্তব

অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করে এই ব্যবস্থা সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে বিষয়টা বেসরকারী প্রস্তাবে উত্থাপন করা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে ভবিষ্যতের নাগরিকদের সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলার জন্য এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকরী করা প্রয়োজন। আমি জানি ১০।১২ বৎসর আগে যখন স্কুলের লেখা পড়া বা প্রাথমিক Education সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ছিল, যখন এই পড়াশুনা, শিক্ষালাভের সুযোগ দেশের দরিদ্র নিম্নস্তরের মানুষ লাভ করেনি তখন এতখানি স্কুলের ছেলেদের medical help দেওয়ার বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। আজ একদিকে ৩৩ লক্ষ ছাত্রদের বিভিন্ন পর্যায়ে পড়তে দেখছি এবং এ সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আগ্রহে ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভের জন্য এগিয়ে আসছে সংগে সংগে আর একদিকে লক্ষ্য করছি পশ্চিমবাংলায় ৫।১০ বৎসর আগে পড়াশুনা করতে যে অর্থের প্রয়োজন হত আজকে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন হয় Education নিতে গেলে। অনেক দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সেইরকম সংগতি আজকে নেই। সংগে সংগে আমাদের দেখা দরকার Cost of Living Index কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে কতবেশী পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে আজকে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কলকাতার Labour Class, দরিদ্র শ্রেণীর Cost of Living ভারতের অন্যান্য সহরে যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই কলকাতা এবং সহরতলী মানুষের সমস্যা আমাদের কাছে বিরাট এবং ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা নিয়ে এখন গভীরভাবে চিন্তা যদি না করি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকার যদি চিন্তা না করেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে একটা ভয়াবহ রূপ আমাদের সামনে দেখা দেবে। অবশ্য এই সম্পর্কে বিশেষ পরিকল্পনা নেবার এবং সরকারের নূতন করে স্কুলের ছাত্রদের বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা কি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবংগের যে তথ্য আমাদের কাছে আছে সেই তথ্য উল্লেখ করে মাননীয় সদস্যদের অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং পরিস্কাররূপে তাদের বক্তব্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের দেশে School ও College উভয়ক্ষেত্রে ছাত্রদের শারীরিক অবস্থা কত খারাপ হয়ে গিয়েছে।

[6-20—6-30 p.m.]

Mal-nutritionএ যেখানে শতকরা ৪০ ভাগ ছেলে ভুগছে,—defective visionএর কথা উনি বলেছিলেন শতকরা ৩০ ভাগ ছেলে ভুগছে। এই defective vision নিয়ে পড়াশুনা করছে যে শতকরা ৩০ ভাগ ছেলে—অসুস্থ দেহ মন নিয়ে কিভাবে তারা পড়াশুনা চালাতে পারে?

এখন প্রশ্ন উঠেছে আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে দিনের পর দিন Standard low অবস্থায় দেখছি। Education Standard দশ বছর কি বিশ বছর আগে যে পর্যায় ছিল, সেই পর্যায়ে ছাত্ররা ভাল ফল করতে পারেননি। স্কুলের বিভিন্নস্তরে দেখেছি Primary education থেকে যেসব ছাত্র higher stageএ Secondary stageএ যেতে পারেন না, Secondary stage থেকে College stageএ আসতে পারেন না, তার অন্যতম মূল কারণ হিসেবে আমরা জানি—যাঁরা স্কুলের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁরা জানেন যে সেইসমস্ত স্কুলের ছাত্রদের যে শারীরিক অবস্থা, তা নিয়ে পড়াশুনায় মন দেওয়া সম্ভব নয়। যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে তাহলে তাদের মনও বসবে না পড়াশুনার দিকে। সেদিক থেকে আমার মনে হয়—বিশেষ করে আজকে আমাদের এই সমস্যাটা গভীরভাবে চিন্তা করে আমাদের সেইভাবে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেই প্রস্তাব অনুসারে

আমাদের সকলের অগ্রসর হওয়া দরকার। এই প্রসংগে বলা দরকার যে আমাদের বিভিন্ন স্কুলে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী ষ্টেজে যেখানে অধিক সংখ্যায় গরীব ছাত্ররা পড়াশুনা করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছে। একথা ঠিক দুবেলা খেয়ে যারা পড়ে—শতকরা ৩০ ভাগ ছেলে আছে যারা দুবেলা খেতে পায় না। Mid-day tiffinএর কথা উঠেছে। দুপুর বেলা খাবার যার ক্যালোরী ভ্যালু বেশী আছে সেইরকম খাবার যদি দেওয়া হয়, একনাগাড়ে ৫।৬ ঘণ্টা ক্লাস করতে গিয়ে দেখা গেছে—অধিকসংখ্যক ছেলেরা হাপিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে। আমি অনেক সময় স্কুলে গিয়ে দেখেছি—৫।৬ ঘণ্টা ক্লাসের ব্যাপারে ৩ ঘণ্টা পরে recess দেব কি ৪ ঘণ্টা পরে recess দেব—এই নিয়ে কথা উঠেছে School administrationএ। কারণ পেছনের ক্লাসগুলিতে দেখা যায়—৪ ঘণ্টা ক্লাস করার পরে 5th ও 6th periodএ ছেলেরা পড়াশুনায় মন দেয় না। যেগুলি non-interesting subjects, কঠিন subjects পড়াশুনায়, সেগুলি 1st, 2nd, 3rd period নিতে হয়। তারপর যে সময় থাকে, ছেলেদের যা energy গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যায়। কাজেই 5th ও 6th period যা পড়ান হয় সেদিকে ছেলেরা নজর দেয় না বা দিতে পারে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি subjectগুলি rotation করে যদি দেওয়া হয়, প্রথম বাড়ী থেকে খেয়ে আসার পর যতক্ষণ মন সতেজ থাকে, ততক্ষণ বেশ দু-তিন ঘণ্টা পড়াশুনা করতে পারে। তারপর ছেড়ে দিতে হয়। 5th এবং 6th periodএ পড়া হয় না। যদি স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে পারি ৫।৬ ঘণ্টা ক্লাসের প্রত্যেকটী ক্লাস মনোযোগ সহকারে পড়াশুনায় নিবদ্ধ করতে পারবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে মনও সতেজ থাকে। যদি সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে হয়, তাদের tiffin systemএর সুব্যবস্থা করতে হবে। Primary and Secondary stageএ স্বাস্থ্য ভাল থাকলে পড়াশুনাও ভাল করবে। কাজেই ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

টিফিন দিতে আমরা বলি। একটা টিফিনে যে খাদ্য দেওয়া হয় দরিদ্র ছাত্রদের, যথেষ্ট খাওয়ার বন্দোবস্ত—যথেষ্ট ক্যালোরী ভ্যালু আছে এমন খাদ্য যদি supply করা না হয়, তাহলে স্কুল stageএ তাদের মন বেশী বিকাশলাভ করতে পারবে না। প্রাইমারী Educationএর গোড়া পত্তন হলে, স্কুলের Secondary ও higher স্কুলের গোড়াপত্তন আরো শক্তিশালী করতে পারবো। এই কথা সম্পর্কে, এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস বেঞ্চের কেউ আশা করি দ্বিমত হবেন না। তা যদি হয়—এখন এটা সম্ভবপর না হলে, অনতিবিলম্বে এ সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা অনুসারে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ চালু করবার ব্যবস্থা করুন,—যাতে কিছুদিনের মধ্যে বাংলার দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ছাত্র সুস্থ সবল দেহ-মন নিয়ে পড়াশুনার ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনকে গড়ে তুলতে পারে এই অনুরোধ জানিয়ে এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Nishapati Majhi : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই বেসরকারী প্রস্তাবের মূলগত যে বিষয়, সেটা স্বীকার করছি কিন্তু সরকারকে লক্ষ্য করে যে গুরুবোঝার কথা বলা হয়েছে সে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। একথা ঠিক যে অভাব, এবং বিশেষ করে খাদ্যের অভাব। চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা না থাকায় এই রাজ্যে শিশু শিক্ষার্থীদের অনেক অবনতি হয়েছে। এবং তারা মানসিক বিকাশের দিক দিয়েও দ্রুত অগ্রসর হতে পারছে না। এই বিষয়ে একটা ভাল আদর্শের কথা উল্লেখ করে এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। কলানবগ্রামে, সেখানে একজন দরদী শিক্ষাবিদ্ স্থানীয় শিশুদের প্রায় ৪০ জন শিশু নিয়ে—তাদের বিদ্যালয়ে একবেলা আহার, তাদের বস্ত্র, বই, শ্লেট প্রভৃতির ব্যবস্থা করে একটা আদর্শ স্থাপন করেছেন। বেলুড় মঠে এইরকম ব্যবস্থা আছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রস্তাবমত ইতিমধ্যেই বহু প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। একথা সত্য যে, School Committeeর মধ্যে যেসব সদস্য আছেন তার মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন। এ কথাও সত্য যে কোন কোন school এর কর্তৃপক্ষ tiffin এর

ব্যবস্থা করেছেন এবং অনেকে এই সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। যে প্রস্তাব আজকে এখানে এসেছে, আমি কোন শিক্ষায় অনুন্নত, অথবা তপশীল বা আদিবাসীর কথা বলছি না। আমি বলতে চাই—যাদের মাসিক ৫০৲ টাকা মাত্র আয় সেইসব পরিবারের শিশুরা লেখাপড়ার দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা। এই State-এ এই রকম বহু শিশুকে শিক্ষা দেবার জন্য, আমাদের শিক্ষা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগ গভীরভাবে বিবেচনা করছেন। এও জানি অনেক শিক্ষণ কেন্দ্রে যেসব বিদ্যালয় আছে, সেইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উৎসাহিত হয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং অন্যান্য দিকেও গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সমাধানের জন্য যত্নবান হয়েছেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় এটার উল্লেখ নেই, তবুও আশা করা যায় এই বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। সত্যই যারা আগামী দিনের নায়ক বা আগামী দিনে গণতন্ত্র চালনা করবে তাদের মানুষ করে তোলবার গুরুদায়িত্ব আমাদের উপর আছে। সেদিক বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগ যে কিছুই করেন নি একথা কেউ বলতে পারবেন না। তাঁরা যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন এবং অনেক ব্যবস্থা কার্যকরীও হয়েছে। দেশের বহু প্রতিষ্ঠান এইদিকে অগ্রসর হচ্ছে।

[6-30—6-40 p. m.]

আমি একটা মস্তবড় প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করতে পারি। যেখানে গ্রামের ছেলেরা কয়েক সের চাল দিয়ে এবং কয়েকটি টাকা দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে পায়। আমি একটা কথা এক্ষেত্রে বলতে পারি দরিদ্র ছাত্রদের শুধু টিফিনের ব্যবস্থা করলেই হবে না তাদের খাওয়া-থাকা, ভাত-কাপড় এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থাই সরকারের করা উচিত। বর্তমানে খণ্ড খণ্ড করে কোন বিষয় আলোচনা করবার দিন আর নেই। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছু দেখা উচিত। আমাদের এই রাজ্যে প্রায় আশি লক্ষ ছেলেমেয়ে আছে তাদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যালয়ে যাবার সামর্থ্য নেই। কারণ তারা দরিদ্র এবং অসহায়। আমি আশা করি সরকার—সামগ্রিক পথ দেখাবেন। আজকে এই আলোচনায় আমাদের মঙ্গলই হলো। ভবিষ্যতে আমরা সকলে মিলে এই সমস্যার সমাধানের পথ বের করবো। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: Sir, I have so long carefully followed the discussion which has been made on the resolution which has been moved by Dr. Ghani. This is, as has been said by my friend Sj. Majhi, a vital problem and we are all very glad that this has been discussed on the floor of this House. Sir, I beg to lay before you the arrangements for examination of the health of the school going students. We have already been pursuing this system not only in Calcutta but also in the mofussil, in the rural areas. We have in the secondary schools a system of periodical examinations of the students and regarding the students in the primary schools we have got also the practice of examining the children in the rural areas, particularly in connection with the health centres and with special stress to the communicable and preventible diseases. We have got in the students hostels wherever they are located or attached to schools or colleges a system of regular examination of the health of inmates. Hostel students get the benefit not only of free examination but also for treatment and if necessary for their hospitalisation from different hostels. Now, about the points mentioned by Dr. Ghani and Dr. Yazdani, I like to bring to your notice that we

have already started school health service. We have appointed persons under the West Bengal Health Service for looking after the students in Calcutta along with the other follow-up work which are complicated and difficult.

We have also tried to get their admission in hospitals and the necessary follow-up is also made. In the mofussil also—in the district towns—we have got similar services. We have started them in 15 districts. We have got five districts where we have started health examination of students with the help of a Medical Officer and a public health-oriented Nurse. In five others we have got similar arrangements with the help of the Assistant Chief Medical Officer of Health. In the remaining five districts also we have got similar arrangements, the health being examined by the District Health Officer. Therefore, we have started this and you know that in the budget which has been passed, there has been a provision of Rs. 4 lakhs on this account. We know also that we have got about 32 lakhs of students in the State of West Bengal—the student population is gradually increasing and we have also got about 3·8 lakhs or nearly 4 lakhs of students now in Calcutta. Sir, to have a comprehensive scheme for this purpose has been the look-out of the Health Directorate for some time past. Now, we are ready with such a scheme and the scheme is just under the active consideration of the Government. We hope that it will be implemented in the very near future.

Sir, regarding the last item of the resolution, viz. arrangement for midday tiffin for the school students, I beg to submit that in our secondary schools in the mofussil area—in nearly 68 schools in the mofussil—the authorities realise annas 9—that means 56 naye paise—per student which comes to about 80 percent. of the requirement and the remaining 20 percent. is supplied by Government as subsidy. Rs 2/8- per student is realised in the four Government schools in Calcutta, the overhead charges being paid by Government. Then, in addition to this, we have got 150 schools where the school authorities charge Rs. 1/4/- to Rs. 2/- per student for tiffin which is the actual expense. There is no such arrangement for midday tiffin in the primary schools because, you know, the school hours are quite different and the primary schools are also, as you know, near the homes of the students and so they do not require their tiffin to be supplied in schools. We have got arrangements for supplying tiffin in the Student Homes which we have got in Calcutta and also in the towns. So, we have got all these arrangements already existing, but still Government feel that it is necessary to extend them to a bigger area, but for that the difficulty is with regard to the local contribution. If local contribution is forthcoming, we can easily extend these arrangements. If we examine the position of some of the States where the system of supplying compulsory tiffin to students has been introduced, we find that the local contribution is quite adequate there and that is why it has been possible to introduce this system of supplying compulsory tiffin to students. If local contribution is forthcoming it will be possible to introduce the system of compulsory supply of tiffin.

Considering all these things, and from the discussions which have been made and from the existing conditions in vogue regarding the examination of students' health and the supply of tiffin, I feel that there is no necessity for a resolution like this.

I, therefore, oppose this resolution.

[6-40—6-50 p.m.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, from all the debate that has been going on—and as the Hon'ble Health Minister has just now said that steps are already being taken in our State to have a sort of school health scheme—or a comprehensive scheme is in the offing and some start has already been made—as he says—based on this I could not understand his objection to the resolution because it is exactly what he intends to codify. It would have been a good gesture if the Hon'ble Minister had accepted the resolution the principle of which nobody has opposed. Even Mr. Majhi on the Congress benches has appreciated the basis of my resolution. The Hon'ble Minister has accepted the principle in fact he has gone beyond it; he said that a start has already been made. The only differences is that I wanted to point it out to him that if he takes the entire responsibility on his own shoulders—on the shoulder of the Health Department—it is so comprehensive that it might take a very much longer time to implement it than what we had expected. Naturally the Education Department will not take it entirely on its shoulder. So the main purpose of my resolution was to have a School Health Board representing both the Department as well as the non-official organisations which are ready to help in the matter. It has occured to me particularly for one reason, viz., that our State—as I said in my speech on the Appropriation Bill—fortunately has got the requisite medical and technical personnel to launch a very practical and effective health scheme on any plane—whether it is school health scheme or State Employees Insurance Health Scheme, or whatever it is—provided there is the will to do it and there is some economy in some other field.

The Hon'ble Minister has referred to local contribution. That is a part of the resolution. We fully realise that we cannot expect the State Government to take the entire financial responsibility of such a venture. The people will have to take a share. The local organisation, the local people will have to take their own responsibility. Take, for instance, the case of compulsory tiffin, private organisations can be asked to help us—to supply material for tiffin on bare cost—on no-profit basis. If that is so, even this is possible provided there is contribution from the schools, from the guardians and from the local people. So everything is possible. That is evident from the speech of the Hon'ble Minister. In fact he has said that something like this has already started. I cannot understand what is the difficulty in accepting my resolution.

There is one thing, Sir. An honourable member from this side has moved an amendment to my original resolution. I wholeheartedly accept the amendment. In fact, in my speech I have already indicated that Government should consider all these suggestions. I have also said that the next or simultaneous start could be made within the Community Development Blocks. They have already visualised the Health Centres and subsidiary Health Centres Sir, I would invite his attention to the addition of a School Medical Officer. This little addition could be immediately started throughout the State beginning from this year where development schemes are being taken up. The Hon'ble Health Minister said, in fact, that something like this has already been started. If that is so, I would again request him to consider this resolution. There is nothing which is against the spirit of the administration or against the

nature of the administration. Rather it will help to make it more effective, make it more practicable and bring the results in a quickr time. That is all that I mean by this resolution.

Sir, there is one appeal that is particularly for the compulsory tiffin. You remember, Sir, that our Prime Minister has often given expression to this sentiment so far as the school children are concerned. The school children suffer from malmutrition and that acts very strongly and very detrimentally against their health. Therefore, I say that some provision should be made in the schools for their midday meal. If some sort of subvention is made from the Centre and if the State succeeds in getting some support on this basis from the Centre, it will be helpful. I think that will be possible.

So I would request the Health Minister again to see that there is nothing to be prejudiced against this resolution. There is nothing contradictory to his policy or his programme. He can at best say that they are considering it and he can say that some provisions of the Resolution which are not at present effective will be made effective in the future, for example the formation of a School Health Board which will be the organic shape to implement the school health programme which may be in the offing. Sir, when he agrees to the spirit of the thing and to the nature of the thing, I do not really understand the cause for his opposition to this resolution. So far as this resolution is concerned, I consider it is absolutely innocuous and it will do credit to the Government if this resolution is accepted in the spirit in which it is moved.

Thank you, Sir.

Deputation to meet the Chief Minister regarding the release of prisoners.

Shri Subodh Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা সংবাদ পেলাম যে বন্দীমুক্তির প্রশ্নে একটা গণ ডেপুটেশান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নেই— আমাদের এখানে একটা চিঠি তারা পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে দেবার জন্য। আমি আপনার সামনে রাখছি, এটা যদি দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker : All right, you can.

The motion of **Dr. Golam Yazdani** that—

(*a*) in paragraph (i) after the words "this programme" the following be added, viz ,—

"and for the purpose set up a Committee consisting of the representatives of the Health and Education Departments of the Government of West Bengal, of the Board of Primary and

Secondary Education, West Bengal, of the Educational Sub-Committee of the Calcutta Corporation, of the All Bengal Teachers' Association, of the Indian Medical Association, West Bengal Branch, of the Bengal Tuberculosis Association, with a definite direction to prepare a blue print of the programme in the course of the next 3 months to be included in the 3rd year plan incorporating in it provisions for investigation, Hospitalisation, special treatments, temporary accommodation for mufassil students in towns for medical advices, establishment of students' Hospitals, Poly Clinics in towns and cities, with a view to give start to the actual programme in the course of this year by stages".

(*b*) the following be added at the end of the paragraph iv), viz,—

"and this tiffin must include multivitamin tablets",

was then put and lost.

2. The motion of **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani**—

That in view of the fact that about 60 percent. of the school children have been found to be suffering from some diseases or defects and 30 percent. are badly undernourished ;

The Assembly is of opinion that the State Government should forthwith take the following measures :—

(*i*) work out a detailed and scientific programme of school health and bring all the primary and secondary schools of this State under this programme ;

(*ii*) make modern arrangements for inspection and check up of the health of every child, every 6 months ;

(*iii*) make arrangements for modern methods of diagnosis and treatment of all ailments found among the students, at the health clinic attached to the school, or at an appropriate hospital for such cases as cannot be fully treated at the school helath clinic ;

(*iv*) arrange for midday tiffin for the school students, the menu being such as may be prescribed by the medical officer of the school and approved by the School Health Board that may be set up, consisting of the representatives of the Education and the Health Departments of the West Bengal Government, those of the Board of Secondary Education, West Bengal, those of the Education Sub-Committee of the Calcutta Corporation, those of the All-Bengal Teachers' Association, those of the Indian Medical Association, and those of the Indian Medical Association, West Bengal Branch,

was then put and lost.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9 a. m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-50 p. m. till 9 a. m. on Saturday, the 9th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

———

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembl

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—11

9th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 9th April, 1960, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 7 Deputy Ministers and 170 Members.

[9—9-10 a.m.]

Incident at the office of the Chinese Trade Agency, Kalimpong

Shri Deo Prakash Rai : Mr. Speaker, Sir, yesterday I had drawn the attention of the House, particularly of the Home Minister to an incident alleged to have taken place at the office of the Chinese Trade Agency.....

Mr. Speaker : I have asked the Home Minister to make a statement in time.

Shri Deo Prakash Rai : May I know, Sir, when will he make the statement ?

Mr. Speaker : I cannot give you the time. Now, let us take up the business of the day.

The Kalyani University Bill, 1960

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that in clause 2(a), in line 3, after the word "Management" the words, "pisciculture, dietics" be inserted.

আমি এখানে diectics এবং Pisciculture include করতে চাচ্ছি। তাহলেই subject, উদ্দেশ্যটা complete হয়, এই বলে আমার amendment আমি move করছি।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that in clause 2(b), in line 1, after the words "which has been" the words "or may be" be inserted.

Sir, if you restrict the definition of college only to those colleges which have been established before the passing of this Bill, then the future colleges would be exempted. Therefore, Sir, in the definition of college I wish to add 'college which has been established or may be established or recognised.' If you do not accept this amendment then the colleges which may come into existence in future after the passing of this Act may have difficulty for being included within the definition of the word 'college'.

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that in clause 2(b), for words "a college" the words "a constituent college" be substituted.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 2(b), in line 1, after the word "established" the words, "maintained, managed" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(g), in line 6, after the word "lecturer" the words, "Demonstrator, Instructor" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(g), line 6, for the word "and" the word "or" be substituted.

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, আমার তিনটী সংশোধনী প্রস্তাব আছে। একটি হচ্ছে ১৮ নং, আর একটী ২০, আর একটি ২২ নম্বর। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 2(b)তে কলেজের সংজ্ঞা কি বলেছে! অবশ্য জগন্নাথবাবুর amendment এর পর যা দাঁড়াবে College means a constituent College which has been established or recognised as such by the University under this Act। তাহলে কেবলমাত্র college বলতে সেইসমস্ত Constituent Collegeকেই বুঝবো যেগুলি University Actএর অধীনে University কর্তৃক estalished হচ্ছে as Constituent College or recognised a Constituent College, এছাড়া আর কিছু হবে না। এছাড়া আর কোন collegeএর সংগে সম্পর্ক কি Universityর থাকবে? এই যুক্তিতে মন্ত্রীমহাশয় ঘাড় নাড়ছেন থাকবে কিন্তু আইনতঃ তা কি থাকবে? আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি clause 4(a)এ, সেখানে কি বলেছে, objects and Reasons of the University to establish, maintain, manage or recognise Colleges. এই ৪টা function রয়েছে। কেবলমাত্র maintain and recognise নয়, এই maintain and recognise ছাড়াও আরো দুইটি রয়েছে establish and recognise কলেজ, maintain or manage college। তাহলে আমরা দেখছি বিলের মধ্যে রয়েছে University Collegeএর সংগে সম্পর্ক হতে পারে চার রকমে। একরকম establishmentএর দ্বারা, একরকম recognitionএর দ্বারা, একরকম maintenance এর দ্বারা, আর একরকম managementএর দ্বারা। এই চারটা function রয়েছে। এখানে to establish, maintain, manage or recognise colleges, libraries, museums etc. কিন্তু এ-জিনিস যদি এর সংজ্ঞার মধ্যে থাকতো তাহলে আমাদের যুক্তি থাকতো না। এখানে constituent collegeএর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে constituent college as established or recognised by the University কিন্তু বাকী যে দুইটি রয়েছে অর্থাৎ

maintained managed by the University এমন সমস্ত কলেজ যা এই Actএর এক্তিয়ারে রয়েছে সেই কলেজগুলি এই definitionএর মধ্যে আসে না। এই জাতের কলেজগুলি যাবে কোথায়? আপনি Actএ বলেছেন যে চার রকম college হতে পারে establish or recognise, or maintain or manage—এই কথা বলেছেন। অথচ সংজ্ঞার মধ্যে দুই জাতের কলেজ করছেন কিন্তু বাকী দুই জাতের কলেজগুলি কোথায় যাবে। সেইজন্য আমার এই কথাগুলি বসান প্রয়োজন। এখানে establish কথার পর maintain or manage বসান দরকার আছে। Burdwan Universityতে ঠিক এই কথাগুলি আছে। হয়ত বলতে পারেন Burdwan University affiliating University সেহেতু affiliating সেখানে বলেছেন কিন্তু Kalyani University affiliating University নয় বলেই সেটা এখানে বলেননি কিন্তু এই জিনিসগুলি সেখানে থাকা দরকার আছে। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে maintain and managed না দিলে definition of college থেকে এই দুই রকম কলেজ excluded হয়ে যাবে। আমার এই সংশোধনী-প্রস্তাবের উপর এই আমার বক্তব্য।

দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে দুই ধারার (g) উপধারায় teacherএর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা থেকে Demonstrator and Instructor এই দুইটি কথা বাদ দিয়েছেন। আমি জানি যে, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের যুক্তি হতে পারে এই দুইটি কথা বাহুল্য। দেবার দরকার নেই। কারণ এখানে একটা কথা আছে any other person holding a teaching post. কিন্তু আমি বলছি Instructor, demonstrator এ কথাটার use এর প্রয়োজনীয়তা আছে, কেন? প্রথম কথা, any other person holding a teaching post.

[9-10—9-20 a.m.]

একথার দ্বারা যদি সবকিছু covered হত তাহলে professor, asst. professor, teacher, ইত্যাদি কথাও use করার প্রয়োজন ছিল না। যদি বর্ধমান য়ুনিভার্সিটি Actএর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, সেখানে এ কথাগুলির মধ্যে একটিও নাই। সেখানে আপনারা করেছেন কি Calcutta University Act আর Burdwan University Act এই দুটোর মধ্যে একটা জগাখিচুড়ী করেছেন Calcutta University থেকে খানিকটা নিয়েছেন, আবার কতকগুলি বাদ দিয়েছেন, কতকগুলি আবার নতুন সংযোজিত করেছেন। আমি মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখাচ্ছি—এই demonstrator, instructor কথাগুলি use করার কি প্রয়োজনীয়তা, আমাদের একটা অভিজ্ঞতা থেকে Calcutta University Actএ demonstrator, instructor দুটো কথাই নাই, সেখানে এই কথা আছে any other person holding a teaching post. একদিন প্রশ্ন উঠল, demonstrator বা teacher কেন, যখন ভোটের কথা হল, Senate functionএর কথা হল, Calcutta Universityতে teachers' representative elected, representative in the Senate তখন demonstratorরা বল্লেন we hold teaching posts, therefore, we are entitled to vote rather entitled to be representatives in the Senate। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বল্লেন demonstratorরা teacherএর মধ্যে নয়, demonstrators are not teachers এবং তার ফলে সমস্ত demonstratorরা ভোটের অধিকার থেকে deferred হয়ে গেলেন। ঠিক এই confusionই থেকে যাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিলে। Demonstrators are not teachers, এঁদের major work teaching নয়, demonstratorদের workকে teaching সংজ্ঞার মধ্যে ফেলেননি।

সুতরাং প্রথমবারেই বাদ চলে গেলেন। তারপর, demonstratorরা representation দিলেন এবং আমরাও তাঁদের include করার জন্য দাবী করলাম। তখন এমন কথাও উঠেছিল যে, demonstrators are third-grade লোক, তাঁদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। However, our demand was ultimately accepted, you were obliged to indull them. সুতরাং এই একটা confusion এখানে আছে। যদি একটা বল্লেই এই confusion দূর করা যায় এবং High Court পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি না করতে হয় তাহলে আমি শিক্ষামন্ত্রীমহাশয়কে বলব যে এটা সর্বতোভাবে করা উচিত। Calcutta Universityর অভিজ্ঞতা থেকে বলব এবং আমি মনে করি যে, demonstrator, instructor কথা ব্যবহার করলে, and when they are demanding that they are also teachers—তখন এটা accept করে নিলে কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

তারপর and এর বদলে or and includes a professor, assistant professor, reader, lecturer and any other person। Calcutta University Actএ and বদলে or আছে—কিন্তু এটা proper কিনা দেখুন—সেজন্য আমি মনে করি এই দুটো সংশোধনী না দিলে আইনের মধ্যে ফাঁক থেকে গেছে যার জন্য গণ্ডগোল হবার আশংকা আছে, it should be free from lacuna। বাকীটা technical, সেটা নিয়ে কিছু বলতে চাই না।

Mr. Speaker : I find members in whose names there are amendments have not come namely, Shri Sunil Das, Shri Ramanuj Halder, Shri Sasabindu Bera, Shri Govinda Majhi, Shri Ajit Ganguly, Shri Apurba Lal Majumdar. I may wait for sometime and call up the names again.

(Mr. Speaker then waited for sometime but none of the members turned up)

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I am very sorry to oppose the amendments moved by my friends opposite. The first amendment has been moved by Shri Phakir Roy that "applied sciences" will not be good enough and "pisciculture and dietics" should be specifically included. Sir, applied sciences will include even "pisciculture" or any such thing because if you look to (a) you will find that the word has been used in a much comprehensive sense, namely, it 'agriculture' includes the basic and applied sciences relating to crop and "livestock production", and livestock production will surely include pisciculture. As regards dietotics this is an applied science and therefore I do not think I need accept the amendment.

Next amendment is moved by Sj. Panda who suggests that the words "or may be" be inserted so that in future colleges which will come to be situated there may be included within the definition of 'college'. If that be his idea then the amendment suggested by Shri Kolay to clause 5 would obviate all such difficulties so far as any future a institution is concerned.

[9-20—9-30 a.m.]

Then the amendment of Shri Subodh Banerjee which suggests that the words "maintained and managed" should be introduced after the word "established" in 2(b). Sir, two types of colleges are contemplated

in 2(b), one type established by the University and the other recognised by the University which may not be managed or established by the University.

These two types of constituent colleges are contemplated in 2(b) according to the amendment Mr. Kolay has suggested and Mr. Banerjee has been pleased to question, "Why have you mentioned the words 'managed and maintained' in clause 4 ?" Because the object of clause 4 and the object of clause 2 are different. Clause 2 gives the definition; clause 4 gives the powers. Unless you give the power to maintain and manage, even established colleges will not come to be maintained and managed by the University. Therefore clause 4 had to be made more elaborate. Clause 4 confers the powers on the University.

The next amendment has also been moved by my friend Mr. Subodh Banerjee. He has moved his amendment No. 20, to introduce the words "Demonstrator and Instructor". Mr. Banerjee labours under his old idea of differences with the Calcutta University. Such differences will not occur, or rather, there will be no opportunity for such differences so far as this Bill is concerned, because this Bill says that "a teacher includes a Professor and Assistant Professor, Reader, Lecturer or any other person person holding a teaching post—this phrase is not there in the definition of the Calcutta University Act—nor the words that follow viz. also a person who may be declared by the Statutes to be a Teacher" This is an all-inclusive definition and therefore the words "Demonstrator and Instructor" need not be introduced in this definition.

His next amendment was that in place of 'and' the word 'or' should be substituted. He has admitted that 'and' includes 'or', thus he has almost owned his own mistake.

Therefore, Sir, I am sorry I cannot accept any amendment moved by the Opposition ; I would rather accept the amendment moved by Mr. Kolay with reference to 2(b).

The motion of Shri Jagannath Kolay that in clause 2(b), for the words "a college" the words "a constituent college" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that in clause 2(a), in line 3, after the word "management" the words, "pisciculture, dietics" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 2(b), in line 1, after the words "which has been" the words "or may be" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(b), in line 1, after the word "established" the words, "maintained, managed" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(g), in line 6, after the word "lecturer" the words, "Demonstrator, instructor" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(g), line 6, for the word "and" the word "or" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I move that in clause 4 1), in lines 1 and 2, the words "humanities and sciences generally, and" be omitted.

I move that in clause 4(1), in line 3, the words "in particular" be omitted.

I move that in clause 4(1), in line 5, after the words "and dissemination of" the word "such" be inserted.

I move that in clause 4(15), in lines 2 and 3, the words "and the Vice-Chancellor" be omitted.

My first two amendments relate to sub-clause (1) of clause 4. Here I have raised a point of fundamental nature. This University is being established for two purposes, as subclause (1) says—for giving general education and for giving education in particular. By 'General education' it means "humanities and sciences" and by 'particular education' it means 'agricultural and veterinary education". Sir, I maintain this view that this University should be restriced only to impar agricultural and veterinary education and other education that in, humanities and sciences, should not be included within the jurisdiction of this University, because this is a very small University with a very small limited area. At present they may have two or there colleges to impart education in Humanities and Science. This small University will not have proper equipment of proper human material and will equipped teachers for the purpose of giving general education because we have got the experience from the experiment of the Jadabpore University. The Jadabpore University has been established within a few miles from the Calcutta University. It also imparts education in Humanities and Science. But what is the result ? Are the products of the Jadabpore University at par with the products of the Calcutta University or with the products of any other standard University—Bombay, Madras, Allahabad and so on ? It cannot be, because the good students first seek admission in the Calcutta University. The good teachers first wish to be in the staff of the Calcutta University. Therefore, students of inferior calibre and teachers of inferior calibre only form the Jadabpore University. The result has been disappointing. In the vicinity of a University like the Calcutta University a small University having jurisdiction to imparts education in Humanities and Science is bound to be a failure. The product thereof is demonstrated by the results of the Jadabpore University. Therefore, I say relieve this University of the function of imparting education in Huma-

nities and Science. You are developing a Univesity mostly for agriculture and veterinary and it is necessary for the State. But why within the scope of this special branch of Education you add as an appendix a portion of Hnmanities and Science ? In order to give greater success to the purpose for which this new University is going to be established you should devote your whole energy to impart veterinary and agriculturl education. In my amendment No. 26, I wish therefore to omit Humanities and Sciences generally.

In my amendment No. 29 I have suggested that the words "in particular" in line 3 of clause 4(1) be omitted.

Then I have suggested addition of the words "such"—I have introduced the word "such" before the word "knowledge" because knowledge is a very vast and undefined thing. "Knowledge" includes knowledge in any sphere but if we teach in this University agricultural and veterinary sciences the matter will be restricted and it will be more explicit if we put the word "such" before the word 'knowledge" because the amended clause will run thus, "to make provisions for research and for the advancement and dissemination of such knowledge". "Such knowledge" mean knowledge in agriculture and veterinary sciences.

In my amendment No. 61 I wish to omit from sub-clause (15) the last three words "and the Vice-Chancellor". The original clause is that the University, in addition to the powers given in other clauses of this Bill, shall have power to define the powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor. The Chancellor and the Vice-Chancellor do not stand on the same footing. The Chancellor is not appointed ; by virtue of his position as the Governor he becomes the Chancellor. But the Vice Chancellor has got to be appointed. In clause 13 the number of University officers is given ; though the names of the Chancellor and the Vice-Chancellor are there, the Chancellor does not derive his power from the several clauses in the Bill but he has got his power as the Governor of the State. The powers and duties of the Vice-Chancellor are given in clause 16. In clause 16 there are some powers.

[9-30—9-40 a.m.]

Sir, in addition to those powers which have been enumerated in Clause 16, the University may make provision to define the powers. How can it define the powers and duties from the officers of the University excluding Chancellor and Vice-Chancellors. Therefore, I say that putting these two words "Chancellor and Vice-Chancellor" an ambiguity has been introduced. The position of both the persons are not the same and the powers having been defined in another portion of the same Bill, you should exclude the name of Vice-Chancellor from this place, because the category of both the persons are not the same and the powers of Vice-Chancellor are amply protected in another portion of the Bill.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that in clause 4(4), in line 1, after the word "manage" the word "affiliate" be inserted.

Sir, I also beg to move that clause 4(22) be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, Clause 4 এতে আমার একটা amendment আছে তার উপর আমার বক্তব্য এবং সারা ধারার উপর আমার বক্তব্য একসংগে রাখতে চাই। আমি প্রথম বলেছিলাম affiliated কথাটা add করা হোক, তার কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করার প্রথম একটা কারণ সরকার পক্ষ বলেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ লাঘব করা এবং তা করতে হলে affiliating কথাটা না দিলে ওইসব এলাকার মধ্যে private enterpriseএ যেসমস্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হবে তারা যাবে কোথায়? Jurisdiction যদি বেঁধে দেওয়া হয় এবং affiliate করবার ক্ষমতা যদি না থাকে তার ফল দাঁড়াবে সে এলাকার মধ্যে private enterpriseএ স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় যদি কোন College প্রতিষ্ঠিত হতে যায় তা প্রতিষ্ঠিত হতে আর পারবে না। তাহলে Lucknow University Convocationএ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বলেছিলেন যে ছেলেমেয়েদের বাড়ীর বা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করা শ্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ সেটা সম্ভব হবে না যদি ওই affiliate কথাটা add করা না হয়। সেজন্যে বলেছি affiliate কথাটা যোগ করে দেওয়া হোক—ভবিষ্যতে তাহলে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার chance বা সুযোগ থাকবে। Amendment সম্বন্ধে এই আমার বক্তব্য।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে functionগুলি দিয়েছেন তার মধ্যে। তার মধ্যে কতকগুলি জিনিস ভয়াবহ। কেন তাই বলছি। Clause 4(5) এতে বলেছেন—to recognise any Agricultural School in the State of West Bengal and withdraw such recognition। Such recognition, এখানে সারা West Bengalএর কথা বলেছেন। সুতরাং বিলের jurisdiction সমস্ত West Bengalএ যাচ্ছে, অথচ geographical limitation objects and Reasonsএ বলেছেন—সেখানে একটা limit করে বলেছেন—

"Legislation is accordingly being undertaken to establish a new Residential University for Kalyani whose jurisdiction will be restricted to a small but developed rural area, viz., area of the following thanas in the districts of Nadia and 24-Parganas."

অতএব এটা contradictory হচ্ছে। এখানে বলে দিয়েছেন চাকদা হরিণঘাটা বীজপুর হচ্ছে তার jurisdiction অথচ Sub-clause (5)এতে বলেছেন—to recognise any Agricultural School in the State of West Bengal। অতএব West Bengalএর এই তিনটি থানার মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ থাকে এর jurisdiction তাহলে সারা West Bengalএ কি করে গেলেন? এ দুটো জিনিস contradictory। আমার মনে হয় objects and reasons অন্য লোক লিখেছিলেন এবং Sub-clause (5) যিনি লিখেছিলেন তিনি ওই objects and reasons দেখেননি অথবা objects and reasons যিনি লিখেছিলেন তিনি Sub-clause (5) দেখেননি। তারপর Sub-clause (7)এ আছে—to hold examining and to confer degree, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons etc. আর Sub-clause (11) এতে আছে—to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, prizes, etc.। এগুলি সত্যিই Universityর কাজ কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবংগ সংকায়েন্ত যে শিক্ষানীতি এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের যে efficiency তাতে এখানে আমাদের একটা ভয়ের কারণ আছে। কারণ examination hold করতে গেলে সেখানে আপনি জানেন তার, কতকগুলি জিনিস আছে confidential। সাম্প্রতিককালে যে

সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এই সরকারের controlএ statutory body ওই Board of Secondary Educationএর মধ্যে তা সেদিন বন্ধুবর নরেনবাবু বলেছিলেন এবং ডাঃ ঘোষও তা mention করেছিলেন। Question Paper leakageএর ব্যাপার কারও অজ্ঞাত নয় এবং আপনারা জানেন এজন্যে কতকগুলি লোক arrested হয়েছে। এই সমস্ত দেখে পশ্চিমবংগ সরকারের efficiency সম্বন্ধে ভয়ের কারণ আছে। Secondary Boardএর ২ জন Record Suppliers arrested হয়েছে—মোট এপর্যন্ত ১৪ জন arrested হয়েছে।

Mr. Speaker : How is this relevant ?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Composition করে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—examinations একটা মস্ত বড় জিনিস। যা বলছিলাম—Record Supplier Sri Anath Bandhu Basu arrested হয়েছে—তার যে Confidential Sectionএ access ছিল এটা অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। ১৯৫৪ সালে যখন Secondary Boardএর School Final Examinationএর questions out হয় তখন যিনি Deputy Secretary ছিলেন শ্রীডি. পি. রায়চৌধুরী, তিনি Confidential Sectionএর কর্ণধার ছিলেন। তখন Enquiry হয়েছিল, কিন্তু Enquiry কমিটির Report আজ পর্যন্ত সূর্যালোক দেখেনি যেমন হয়েছে Cooch Behar Firing Report বা R. G. Kar Medical College Enquiry Reportএর ক্ষেত্রে। সেখানে enquiry হয়েছিল এবং reportও তার গোপন রাখা হয়েছে এবং এই যে questions ফাঁস হয়েছিল যিনি সেই sectionএর কর্ণধার ছিলেন তাঁর promotion হয়ে গেল। সরকার যখন Secondary Boardকে superside করেছিলেন তখন বলেছিলেন inefficient Secondary Board, কিন্তু আগেকার থেকে বর্তমানের Secondary Boardএর কতখানি efficient administration হয়েছে তার প্রমাণ অনেক বন্ধু এখানে দিয়েছেন। এই Secondary Boardএর বর্তমান Deputy Secretary Sri B Banerjee—তিনিই confidential sectionএর কর্ণধার। এখানে strong roomএ অন্যলোকের access থাকে না অথচ শ্রীবি. কে. রায় যার সংগে Secondary Boardএ কোন সম্বন্ধ নেই তিনি Deputy Secretary Mr. Banerjeeর অন্তরংগ বন্ধু। ভদ্রলোক একজন black-listed Contractor। কিন্তু Mr. Banerjeeর বন্ধুত্বের বলে sling room পর্যন্ত তার অবাধ গতিবিধি, এই confidential sectionএর directly কর্ণধার Dy. Secy. Mr. Banerjee তার মাঝখান দিয়ে কতগুলি tutoral Coaching Institutesএ question বেরিয়ে যায় তার অনুসন্ধান করা হোক। এখানে শিক্ষামন্ত্রী অনেকবার বলেছেন Secondary Board একটা autonomous body একটা statutory body সুতরাং সরকার কি করবেন? Life Insurance Corporation তো Statutory Body কিন্তু সেখানে যখন কেলেঙ্কারী ঘটল তখন তো India Government বলেননি ওটা একটা statutory body, তারা তো তাকে statutory body বা autonomous body বলে defend করেননি, যেমন আমাদের শিক্ষামন্ত্রী করে থাকেন ?

[9-40—9-50 a.m.]

এফিসিয়েন্সি বাড়াবার জন্য যাদের নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্পেশ্যাল অফিসার হেমন্ত গুপ্ত। তিনি আগে ক্যালঃ পুলিশের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন। এই স্পেশ্যাল অফিসারের কাজ হচ্ছে কোয়েশ্চেন পেপার, খাতা পৌছে দেওয়া এবং তাদের সিকিউরিটিতে রাখা। প্রত্যেক বছর আম বাগান, কাঁঠাল বাগান, পুকুর ধার, দোকানের ঠোঙায় এই পেপার পাওয়া যায়।

অর্থাৎ এই হচ্ছে সিকিউরিটি অফিসারের এফিসিয়েন্সি। এই ভাবেই আপনারা সুপারম্যাঙ্গুয়েটেড লোক সব নিয়ে আসছেন এবং তাদের চোখের সামনে এইসব জিনিষ হচ্ছে। এই র‍্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্বন্ধে আমি আগে বলেছিলাম যে তুলসী কালোয়ারের বাড়ী ৯৫০৲ টাকায় নেওয়া হয়েছিল এবং ২ লক্ষ টাকা—গভর্ণমেণ্টের টাকা খরচ করে রিপেয়ার করা হয়েছিল। এই রিপেয়ার করার ব্যাপারে কণ্ট্রাক্টার যাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে লোয়েষ্ট টেণ্ডারকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এসবের উত্তর মন্ত্রীমহাশয় পরিস্কার দেননি। এই হচ্ছে র‍্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কথা। এক্সজামিন ব্যাপারে কি হচ্ছে সেটা আমি পরে বলব। সেই ফাইল সেটা ফাইন্যান্সিয়াল এডভাইসারের টেবিল থেকে উধাও হয়ে গেছে। যুগান্তর কাগজে একথা বলেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল এডভাইসারের টেবিল থেকে চলে গেছে এবং এটা কনফিডেন্সিয়াল একাউণ্ট।

Mr. Speaker : What has this Government to do with the amendment ?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : এক্সজামিনেশন হোল্ড করার ব্যাপারে বলছি। এবার আমি এক্সজামিনেশানের কথা বলব। আমার কাছে সব ফটোষ্ট্যাট কপি আছে এবং আপনার কাছে আমি সব দেব। ট্যাবুলেশানে স্ক্যাণ্ডাল করার কথা বলব এবং দেখাবেন এই গভর্ণমেণ্ট inefficient to hold examination এটা ষ্ট্যাটুটারী বডি বলে এড়িয়ে গেলে হবে না —উত্তর চাই। ১৯৫৮ সালে কুচবিহার সেণ্টারে জেনকিন্স স্কুলে ২৭৪ রোলে পথিকরঞ্জন ব্যানার্জি বলে একটি ছেলে হিষ্ট্রীতে ফেল করেছিল। অর্থাৎ সে ২২ নম্বর পেয়েছিল এবং রি-এক্সজামিনে সে জিরো পায়। আমি এবিষয়ে এখানকার ডেপুটি সেক্রেটারীর কথা বলব—খাতা চেককরার জন্য ২জন করে ট্যাবুলেটার আছে—ফাষ্ট ট্যাবুলেটার এবং সেকেণ্ড ট্যাবুলেটার। ফাষ্ট ট্যাবুলেটার খাতা নিয়ে গিয়ে —বি, ব্যানার্জির ইনিসিয়াল আছে—২২ নম্বরকে ৬০ নম্বর করিয়ে সেই ছেলেকে ফাষ্ট ডিভিশানে পাশ করিয়েছেন। অথচ সেকেণ্ড ট্যাবুলেটার সেই খাতা কারেক্ট করতে ভুলে গেছেন। আমি এসবের ফটোষ্ট্যাট কপি প্লেস করব। ডেপুটি সেক্রেটারী ট্যাবুলেটার ইরেজ করে শেষ নম্বর চেঞ্জ করেছেন। কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় ট্যাবুলেটারের খাতায় ২২+০ রি-এক্সজামিন করে আছে। এই সব জিনিস যেখানে হচ্ছে সেখানে রেকর্ড সাপ্লায়ার ইত্যাদিকে ধরা হচ্ছে কেন ? From the top ধরা হচ্ছে না কেন সেটাই জানতে চাই ? সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে করাপসানের যদি খবর পাই তাহলে I will not spare myself—exactly এই কথা তিনি বলেছিলেন। সেজন্য আজ আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে তিনি এগিয়ে আসুন এখানে করাপসান আছে এবং এই মুহূর্তে পুলিশ দিয়ে সেকেণ্ডারীবোর্ডের ডকুমেণ্টস ইত্যাদি সিজ করুন এবং যে সমস্ত অফিসারদের কথা বললাম তাদের সাসপেণ্ড করুন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে সেকেণ্ডারী বোর্ড-এর করাপসানে biggest officials are involved এইসব জেনেই আমি আমার এই এমেণ্ডমেণ্ট এনেছি। এক্সজামিনেশান হোল্ড করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনেষ্টি এবং ইন্টিগ্রিটি নেই। এজন্যই এই ক্লজ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত আমি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। সেজন্য আমার অনুরোধ যে এই মুহূর্তে সেকেণ্ডারী বোর্ডের ডকুমেণ্টস পার্টিকুলারলি কুচবিহার ব্যাপার সংক্রান্ত ১৯৫৮ সালের ট্যাবুলেশানের খাতা সিজ করা হোক—অর্থাৎ ফার্ষ্ট ট্যাবুলেটার এবং সেকেণ্ড ট্যাবুলেটার খাতায় যা করেছেন সেইসব সিজ করা হোক—এবং যে সব অফিসার এই ব্যাপারে জড়িত আছেন তাঁদের সম্বন্ধে এক্ষুনি একটা বন্দোবস্ত করা হোক। এই জিনিষ বলে আমি আমার এমেণ্ডমেণ্ট পেশ করলাম এবং আপনার কাছে এই জিনিষটা দিচ্ছি।

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that in clause 4(4), in line 1, after the word "manage" the word "affiliate" be inserted.

I move that in clause 4(5), in line 1, after the word "to" the words "affiliate or" be inserted.

I move that in clause 4(13), in line 5, after the words "recognition therefrom" the words "and to provide therein free accommodation for students whose total family income is below Rs. 500 p.m." be inserted.

I move that in clause 4(14), in line 2, the words "residence and" be omitted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ বিষয়ে খুব বেশী কিছু না বলে শুধু এটুকু বলে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে, আপনারা টাকা খরচ করে নূতন ইউনিভার্সিটি বসাচ্ছেন এটা যদিও খুব ভাল কথা কিন্তু সেই টাকা খরচ করা এবং ইউনিভার্সিটি বসানোর মধ্যে যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তাতে তার ইউসফুলনেসকে পূর্ণভাবে সৎব্যবহার করবার চেষ্টা করছেন কিনা সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি আপনারা শুধু রেসিডেন্সিয়াল করেন অর্থাৎ সেই এলাকায় যে কলেজ গঠিত হবে তার সঙ্গে সেটা থাকবে তাহলে ঐ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও তাদের যে স্কোপ্ হতে পারত অর্থাৎ ওখানে যে ধরণের স্পেসালাইজ কলেজ করা হবে তা যদি বাইরে গঠন হোত তাহলে সেগুলোও প্রভাইড হতে পারত। ধরুন, সরকার যদি অবহিত থাকেন তাহলে প্রাইভেট চেষ্টায় এবং সরকারের সাহায্যে আরও এগ্রিকালচারাল কলেজ সেখানে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আপনারা ধরে নিচ্ছেন যে বাইরে যদি কলেজ গড়ে ওঠে তাহলে সেখানে ইউনিভার্সিটি থাকা সত্ত্বেও আপনারা সহ্য করবেন না। অবশ্য আমি বলছি না যে কালকেই করতে পারবে। তবে অ্যাফিলিয়েসনের ব্যাপারে আপ·াদের পাওয়ার আছে বলে আগে থেকেই করবেন না বলে যদি তৈরী হয়ে বসে থাকেন তাহলে এসব করার কি প্রয়োজন আছে? এতদিন পরে যখন একটা ইউনিভার্সিটি করলেন এবং সেখানে এগ্রিকালচার এবং আরও কয়েকটি বিষয় স্পেশাল দৃষ্টি পাবে তখন তার স্কোপ্কে আগে থেকেই সীমাবদ্ধ করে কি লাভ হচ্ছে। হয়ত এমনও হতে পারে যে এর মধ্যে তার ফারদার প্রসার করতে পারবেন না। কিন্তু এখন না পারলেও যে সময় পারবেন বা যে সময় পাবলিক এণ্টারপ্রাইস্ এদিকে অগ্রসর হবে তখ· আপনারা করবেন। কিন্তু আপনারা আগে থেকেই বিলের মধ্যে অ্যাফিলিয়েসনের এই ধারা রাখার কি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন সেটা বুঝতে পারছি না। সেইজন্য আমি বলতে চাই এই যে এঁরা আগে থেকেই নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখলেন এটা উচিত নয়। কেন না তার পেছনে একটি দৃষ্টিভঙ্গী এসে যায় এবং সেটা হচ্ছে যে সাধারণের শিক্ষার সম্বন্ধে সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ গ্রাজুয়েট হওয়া পর্যন্ত তা এগ্রিকালচার গ্রাজুয়েট বলুন আর এডুকেশন গ্রাজুয়েট বলুন আর সাধারণ গ্রাজুয়েটই বলুন সেখানে শিক্ষার ব্যাপারে টাকা খরচ না করে এবং যতখানি সম্ভাবনা রয়েছে তার পূর্ণ সৎব্যবহার না করে তাকে সীমাবদ্ধ করার যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করছেন সেটাতেই আমার আপত্তি। বহুদিন আগে এডুকেসনের ডেফিনেসন ছিল—"To know the three arts—reading, writing and arithmetic'. কিন্তু সেই ইতিহাস বদলে গেছে অর্থাৎ সেই ডেফিনেসন বদলে গিয়ে সেটা এখন দাঁড়িয়েছে—"To know something of everything and everything of something.

[9-50—10 a.m.]

এখানে somthing of everything যদি জানতে হয়, যেটা general educationএর minimum মান তা যদি জানতে হয় তাহলে পর আপনারা এইভাবে সীমাবদ্ধ করলে কি করে তা হতে পারে? যদি সেই সাধারণ মান আপনারা সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে educationএর

যে অংশ to know everything of something তার উপযোগী পরিবেশ, তার উপযোগী শিক্ষিত সমাজ, তার উপযোগী শিক্ষিত জাতি সৃষ্টি হবে না। সেজন্য আমার যে এ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি দেওয়া আছে সেগুলি দয়া করে আর একবার বিবেচনা করবেন। তবে ইউনিভার্সিটি রেসিডেন্স কণ্ট্রোল করতে পারবে বলে যে ধারা আছে সেটা তুলে দেবার জন্য আমার একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট ছিল। সেটার মানে কি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। আপনার রেসিডেন্স কণ্ট্রোল বলতে সাধারণভাবে ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের রেসিডেন্স কণ্ট্রোল করে অর্থাৎ properly constituted guardian এর কাছে থাকতে হবে। Properly constituted guardian সেটা যদি mean করে থাকেন তাহলে আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট পেশ করতে চাই না। কিন্তু রেসিডেন্স কণ্ট্রোল বলতে যদি আপনারা বলেন যে এর মানে হল প্রত্যেকটি ছাত্রকে রেসিডেন্সিয়াল হিসাবে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস-এর মধ্যে থাকতে হবে, সেটা বাধ্যতামূলক এবং সেই ক্ষমতা আপনারা ইউনিভার্সিটিকে দিচ্ছেন তাহলে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে, সেক্ষেত্রে আমি এ্যামেণ্ডমেণ্ট পেশ করছি।

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that in clause 4(5), in line 2, after the word "recognition" the words "until other University commences the same function within its jurisdiction" be inserted.

I also move that in clause 4(15), line 2, for the words "other than" the word "including" be substituted.

স্যার, এই ক্লজে আমার দুটো এ্যামেণ্ডমেণ্ট রয়েছে। একটি হল ৪৬, আর একটি হল ৬০। এখানে 4(5) ধারায় যেটা সম্পর্কে আমার এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি, বলা হচ্ছে—to recognize any agricultural school in the State of West Bengal and to withdraw such recognition। এখানে এই কথাগুলি বলার দ্বারা এটা বোঝা যাচ্ছে যে সারা পশ্চিমবাংলায় যত কৃষি বিদ্যালয় আছে সবগুলির recognition দেওয়ার ক্ষমতা মাত্র এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকবে। তাহলে কি ভবিষ্যতে আর বাংলাদেশের মধ্যে কোণাও কোন ইউনিভার্সিটিকে কৃষি বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে না বা ভবিষ্যতে কি কোন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে না যেখানে agriculture এবং veterinary পড়াবার জন্য Honours Course থেকে যাবে এবং তার এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে recognition দেবার ক্ষমতা রাখবে? এজন্য আমরা first readingএ বলতে চেয়েছিলাম যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা বিলুপ্ত করবার জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি কেবলমাত্র কৃষি এবং veterinary পড়াবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হত—মাননীয় বসন্তবাবু যে কথা বললেন যে, সেখানে arts, humanities and science পড়ান বন্ধ করে দেওয়া হোক যেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সেখানে কেবল agriculture এবং veterinary পড়াবার জন্য ব্যবস্থা থাক, এটা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমি এখানে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি সেটা মুভ করতে চাই না। সেটা যদি করার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমি একথা বলতে চাই যতদিন পর্যন্ত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব স্ব এলাকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলির উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা না আসে তাবৎ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এটা করতে পারে। সেজন্য এটার পর আমি যেটা insert করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে এই until other University commences the same function within its jurisdiction। যতদিন পর্যন্ত না খুলে ততদিন পর্যন্ত এই provision রাখা একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আমি পরবর্তী ৬০ এতে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট রেখেছি সেটা হচ্ছে clause 4(15), ধারা সম্পর্কে। এখানে বলা হচ্ছে—

to define the powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor—এই other than শব্দের পরিবর্তে including কথাটা রাখতে চেয়েছি। Chancellor ক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ Vice-Chancellorএর ক্ষেত্রে এটা হওয়া সমীচিন বলে মনে করি। যেহেতু তিনি office bearer সেখানে থাকবেন এবং Universityর যে power থাকা উচিত হবে, power of Universityএর definition দিতে গিয়ে একটা কথা বলতে চেয়েছি যে সেখানে including Vice-Chancellor অন্ততঃ এটা এ্যামেণ্ড করে দেওয়া হোক।

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 4(13), in line 3, the word "the" before the word "Colleges" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 4(13), in line (3), after the words "the colleges" the words "recognised agricultural schools" be inserted.

Sir, I further beg to move that after clause 4(14), the following be inserted, namely :—

> "(14a) to conduct, co-ordinate, regulate and control the post-graduate research work and teaching in the University, the colleges, the agricultural schools and the institutions recognised by the University".

স্পীকার মহাশয়, এই ধারাটায় আমার তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব আছে—৫০, ৫১ এবং ৫৮ নম্বর। ৫০নংটা একটা টেকনিকাল ব্যাপার—আমি গ্রামারের কথা, নেসফিল্ডের কথা তুলে দেখাতে চাই না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আইনে যে ভাষাই ব্যবহার করুন একরকম করুন। এক জায়গায় গ্রামার অনুযায়ী করবেন, আর এক জায়গায় গ্রামার মাড়িয়ে যাব এ জিনিষ হয় না। দি যদি ব্যবহার করেন ডেফিনিট করার জন্য তাহলে সব জায়গায় দি ব্যবহার করুন। এখানে ৪(১৩) ধারায় বলছেন—to establish, maintain and manage hostels and other places of residence for the students of the University, the Colleges.

দি ইউজ করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, দি কথাটা থাকতে পারে। এইবার দেখুন ১৪ উপধারায় কি বলছেন—discipline of the students of the University and Colleges.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am going to accept that amendment.

Shri Subodh Banerjee : তাহলে আর আমি বল্লাম না।

আমার দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে যে এগ্রিকালচারাল স্কুলগুলি আছে সেখানে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করার কোন দায়িত্ব কি গভর্ণমেণ্ট নিতে চান না? আমি মনে করি এই দায়িত্ব কল্যাণী ইউনিভার্সিটির নেওয়া উচিত কিন্তু এই বিলে দেখছি যে এই এগ্রিকালচারাল স্কুলগুলির হোষ্টেল করার কোন দায়িত্ব ইউনিভার্সিটি নিচ্ছেন না। ব্যাপারটা কি জানেন মিঃ স্পীকার স্যার, ভাত দেবার নাম নেই কিল মারবার গোঁসাই এই উপধারাগুলি থেকে এই কথাই মনে হয়—তোমাদের হোষ্টেল আমরা করে দেব না কিন্তু রেসিডেন্স ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে ক্ষমতা নেব, এ কি কথা? তাদের হোষ্টেল করে দিয়ে বলুন যে, তোমাদের রেসিডেন্স ডিসিপ্লিন আমরা দেখবো আই য়্যাম আণ্ডারষ্টাণ্ড স্যার। এগ্রিকালচারাল স্কুলগুলির

হোষ্টেলের ব্যবস্থা করে দেবেন না, আর তাদের বড় বড় কথা বলবেন, চোখ রাঙাবেন এ চলতে পারে না। ১৪নং সাব-ক্লজে কি বলছেন—

"to establish, maintain and manage hostels and other places of residence for the students of the University, the colleges and other institutions not agricultural schools".

এই যদি যুক্তি হয় আদার ইনষ্টিটিউসন ইনক্লুডস এগ্রিকালচারাল স্কুলস তাহলে সেই যুক্তি ভুয়া পরের সাব-ক্লজটা তা প্রমাণ করছে। তাকিয়ে দেখুন পরের সাব-ক্লজে কি বলছেন—

'to provide for the supervision and control of the residence and discipline of the students of the University, colleges, recognised agricultural schools".

[10—10-10 a.m.]

যদি other institutions বলতে recognised agriculture schools বুঝায় তাহলে ১৪তে তারা দিয়েছেন কেন recognised agricultural schools আর ১৩তে তা drop করলেন কেন? নিশ্চয়ই একটা motive work করছে। Motive হচ্ছে ১৩তে যেখানে বলছেন—established maintained, managed schools সেটা agricultural schools hostels করবেন না, কিন্তু যে জায়গায় আছে—to provide for supervision and control of residence and hostel. সেই জায়গায় school ছাত্রদের residence control আমরা নেব এ চলে না। হয় বলবেন আমি পুরা দায়িত্ব নিচ্ছি তোমার দেখাশুনা করব এই responsibility আমার আর না হয় বলুন—তোমায় হোষ্টেল দিচ্ছি না, কিছুই দিচ্ছি না, কিছুই দেখব না। হয় recognised agricultural institutions ১৩ এবং ১৪ থেকে বাদ দিন—একটা দেব আর একটা বাদ দেব এ জিনিষ চলতে পারে না। তাই আমি ৫ নং সংশোধনী এনেছি। আমার মনে হয় hostel দেওয়া উচিত। আশা করি এটা মেনে নেওয়া হবে।

আমার দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব ৫৪০২। এখানে একটা জিনিষ add করতে চাইছি। আপনারা জানেন মিঃ স্পীকার, সমস্ত Universityকে post-graduate researchএ regulate করতে হয়, control করতে হয়, co-ordinate করতে হয় এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এগুলি আছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলি droped হয়ে গেল কেন জানি না। ধরুন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল সেখানে ৪নং clause ১৪নং sub-clauseএ আছে—to conduct, co-ordinate, regulate and control the post-graduate research work and teaching in the University etc.

কল্যাণী University বিলে এরকম কোন ধারা দেখতে পাচ্ছি না। আমার সংশোধনী প্রস্তাবে তাই আছে যে একটি sub-clause add করা হোক এই বলে—

"to conduct, co-ordinate, regulate and control the post-graduate research work and teaching in the University, the colleges, the agricultural schools and the institutions recognised by the University".

এই জিনিষটা যদি না থাকে তাহলে Universityর এই জিনিষ করার ক্ষমতা থাকে না, কারণ ৪নং ধারায় Universityর different points দেওয়া আছে, যদি সেখানে এই fricttous

দেওয়া না থাকে তাহলে University এগুলি করতে পারবেন না। এতে নীতিগত প্রশ্ন কিছুই নেই এগুলি improvement of the bill এবং আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এগুলি গ্রহণ করবেন।

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that in clause 4(13), in line 5, after the words "recognition therefrom" the words "and to provide for subsidy to hostels and to arrange for other amenities to students free of charge" be inserted. আমি আমার amendment move করলাম, সত্যেনবাবু এ সম্বন্ধে বলবেন।

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that in clause 4(1), in lines 1 and 2, the words "humanities and sciences generally, and" be omitted.

I also beg to move that in clause 4(1), in line 5, after the words "dissemination of knowledg" the words and to provide free instruction and training for the Scheduled Casts'/Tribes' students and for students wh se total family income is below Rs. 300/- per month" be added.

I also beg to move that in clause 4.2) lines 2-4, the words beginning with 'within or beyond the" and ending with "section 5" be cmitted.

I also beg to move that in clause 4(2), line 6, for the words "such limits" the words "the limits referred to in sub section (1) of section 5" be substituted.

I also beg to move that in clause 4(4), in line 1, after the words "manage or recognise" the words 'agricultural and veterinary" be inserted.

I also beg to move that in clause 4(13), in line 5, after the words 'recognition therefrom" the words "and to provide free boarding and lodging for the Scheduled Casts' and Scheduled Tribes' students and for students whose total family income is below Rs. 300/- per month" be inserted.

I also beg to move that in clause 4(14), in line 1, after the words "Control of the" the words "hostels and other places" be inserted.

I also beg to move that in clause 4(15), in line 1, after the words "duties of" the words "each of ' be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই clauseএ আমার ৮টি amendment রয়েছে। প্রথম amendment যেটা ২৭নং সেটাতে আমি বলেছি That in clause 4(1) etc.

এটার omission এজন্য চাচ্ছি যে, কল্যাণী University যেটা গড়ে উঠবে সেটা গড়ে উঠা উচিত Agriculture, Veterinaryকে ভিত্তি করে। Humanities এবং General Science কলকাতা Universityর পাশেই আছে এবং importing education on those subjects. সুতরাং পাশের Universityতে যে subject পড়ান হচ্ছে তার উপর জোর না দিয়ে শুধু Agriculture and Veterinary subjectএর উপর stress দিয়ে University গড়ে তোলাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করি।

তারপর আমার amendment হচ্ছে 30A নম্বর। এই সংশোধনী প্রস্তাব এজন্য এখানে উল্লেখ করছি যে, কিছুদিন পূর্বে গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১লা তারিখে দিল্লীতে সমস্ত Backward Classes State Ministersএর যে দু' দিনব্যাপী conference হয়েছিল। সেই conferenceএ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সমস্ত Stateএ free education at all levels except those with an income above a fixed level.

এই প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছিল এবং এই প্রস্তাব যে শুধু ঐ conference এই State Ministersরা গ্রহণ করেছিল তা নয় আর যে সমস্ত কমিশন এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছে তারা সবাই একমত হয়েছিলেন যে poorer classes যাদের family income sufficient নয় to maintain their family and to educate their children এই সমস্ত family, particularly Scheduled Castes এবং Scheduled Tribesএর Free Educationএর ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা দেখছি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ যতখানি অগ্রসর হয়েছে তার তুলনায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ আরও বেশী অগ্রসর হয়েছে। আমি আগেই বলেছি বোম্বে State অগ্রণী হয়ে যাদের মাসিক Income ২৫০ টাকার কম সেই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের Tuition fee free করে দিয়েছে। সেজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে Instruction and Training fee exemption করার জন্য। এ বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি দেখছি ইউ, পি-তে এই provisions accept করে নিয়েছে এবং সেখানে যে সমস্ত ছাত্ররা যারা উঁচু ক্লাসে বা কলেজে পড়ে তাদের পরিবারের আয় যেখানে ২৫০ টাকার কম সেই সমস্ত পরিবারের ছেলেদের মাইনে মকুব করে দিয়েছে।

[10-10—10-20 a.m.]

এছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে শুধু পশ্চিমবংগ বাদে আমরা দেখি যে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, বিন্ধ্যপ্রদেশ, পেপসু, রাজস্থান, বিহার—এইসমস্ত জায়গায় এই tuition fee মকুব করে দিয়েছেন। হয়ত শিক্ষামন্ত্রী বলবেন—পশ্চিমবংগের ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব আছে। সমস্ত ষ্টেজে Universityতে যেসমস্ত ছাত্র পড়বে তাদের tuition fee free করতে পারি না। আমি তাঁকে অনুরোধ করবো বোম্বে যে step নিয়েছেন minimum আড়াই শো টাকা মাসিক আয়, সেখানে tuition fee free করে দেওয়া হয়েছে। আমার প্রস্তাবে একথা বলা হয়েছে কমপক্ষে যে ছাত্রের পরিবারের, গার্জিয়ানের income মাসিক তিন শো টাকার কম, সেইসব ক্ষেত্রে charge যেন না করা হয়। এ বিষয়ে যদি দেখি—তাহলে দেখবো Scheduled Caste কমিশনার এ-সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য বিভিন্ন ষ্টেটের কাছে রেখেছেন এবং পশ্চিমবংগ সরকারের কাছেও তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। শুধু তাই নয় Backward Classes কমিশন—তাদের রিপোর্টে এসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত recommendation করে দিয়েছেন। তাদের recommendation হল—free tuitionএর যদি বন্দোবস্ত না করা হয়, তাহলে এই দরিদ্রশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে এই educationএর সুযোগ নেওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি Backward Classes কমিশনের রিপোর্ট ও Scheduled Caste কমিশনের রিপোর্ট—যা তাঁরা place করেছেন এবং Ministers' Conference যেটা ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে হয়েছে, তাদের resolutionএর প্রতি আকর্ষণ করে, আমি যে amendmentটা উত্থাপন করেছি, তা গ্রহণ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

তারপরে আমার amendment No. 31, সেখানে আমি বলেছি—In clause 4(2) lines 2—4 the words beginning with "within or beyond the" and ending with "Section 5" be omitted।

এই কথা omit করতে এজন্য চেয়েছি যে গভর্ণমেণ্ট এই Clause 4-এ কল্যাণী University-কে ক্ষমতা দিচ্ছেন যে তারা ইচ্ছা করলে experimental station এবং demonstration farm establish করতে পারবেন। কিন্তু সেটার সীমারেখা তাঁরা বেঁধে দিয়েছেন। Clause 3(1)এ যে যে সীমারেখায় এলাকার কথা বলেছেন, সেই এলাকায় করতে পারবেন। এখানে সংশোধনী প্রস্তাবে আমি বলতে চেয়েছি এই experimental station এবং demonstration farm—তাঁরা যেন পশ্চিমবংগের যে-কোন জায়গায় করতে পারেন। বিলে সেই limited sphereএ তাদের activities সীমাবদ্ধ না রাখেন সেইজন্য আমি এই amendment দিয়েছি। তারপর আমার Amendment No. 35 এই যে within such limit—এই কথাটা বলে ঐটা পরিষ্কার করে দেবার জন্য সংশোধনীতে উল্লেখ করেছি।

তারপর আমার amendment 42তে একথা বলেছি—In clause 4(4) in line 1, after the words manage etc.

এটা আমি এজন্য আন্‌ছি—প্রথম Section 4(1)এ যেকথা বলেছি—humanities and science generally এটা বাদ দেওয়া উচিত এবং বাদ দিয়ে agriculture and veterinaryর উপর সমস্ত energy concentrate করা উচিত। Universityর উদ্দেশ্য সেখানে সীমায়িত রাখা উচিত। যে Sub-section (4)এ আছে—to establish, maintain, manage or recognise colleges—কলেজ যেখানে রয়েছে, সেখানে Veterinary and Agricultural College আমি উল্লেখ করেছি। Universityর যে সীমা, সেই সীমাকে বেঁধে দিতে চাইছি।

এরপর যে amendment আছে 54(c) সেটা আমি মুভ করেছি।

এই Hostel Charges free করার আগে tuition fee free করার কথা বলছি। এখানে hostel charge free করা সম্পর্কে হয়ত কোন কোন সদস্যের সন্দেহ হতে পারে সেইজন্য আমি Backward classes Commission reportএ কি বলেছে সেটা বলছি,

"It is equally necessary that the majority of the places in the hostel should be reserved for the boys belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes. All the students should be given free boarding and lodging".

এই recommendation বহুবার করা হয়েছে কাজেই এই recommendationগুলির কথা বলে বিশেষ সময় নিতে চাই না, এই recommendationএর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে চাই যে পশ্চিমবংগের যেসমস্ত University বা পশ্চিমবংগ সরকারের প্রচেষ্টায় যেসমস্ত University গড়ে উঠছে সেইসমস্ত Universityতে এটা enforced করার জন্য decision নিয়ে বিভিন্ন Conferenceএর মধ্যে দিয়ে তারা এই বক্তব্য পরিষ্কার করে রেখেছে Government managed Schools or Government managed Universities, এইসমস্ত ক্ষেত্রে Special educational facilities, তাদের জন্য reservation, তাদের boarding and

lodging free ইত্যাদি এইসমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাব University গঠন করে তার মধ্যে দিয়ে এর সুযোগ দেবার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখছি hostel accomodation, hostel freeship ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবংগে আমরা দেখছি এদিকে সরকারের দৃষ্টি একদম নাই বললেই হয়। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বিভিন্ন জায়গায় গরীব ছেলেদের tuition free করে দিয়েছে। বিন্ধ্যপ্রদেশে experiment করা হয়েছে যে tuition fee free করে দিলে বেশী ছেলে পড়তে আসে কিনা। কিন্তু ঐসব অঞ্চলে দেখা গিয়েছে tuition free করে দিলেও ৫½ শত ছেলের মধ্যে মাত্র ২০-২২টা ছেলে পড়তে গিয়েছে। এর কারণ তাদের free করে দিলেও hostelএ থেকে পড়ার মত তাদের ক্ষমতা নেই। কাজেই আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে ছাত্রদের free boarding and lodgingএর ব্যবস্থা করুন। এই প্রসংগে এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই যে Agricultual Universityর কথা মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, এইসব Agricultaral University ও Technical Universityতে তিনি যেন এইসমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের বেশী করে পড়বার সুযোগ দেন। কারণ এইজন্য বলছি এই সম্পর্কে Central Government বহুবার instruction দিয়েছে State Governmentকে, Ministry of Education বহুবার instruction দিয়েছে State Governmentকে, যে Technical institution বা এই যে Agricultural and Veterinary Institutions গড়ে তুলছেন, University গড়ে তুলছেন তার মধ্যে তাদের পড়বার সুযোগ দেবার জন্য reservation of seats থাকা দরকার। এবং সেই সম্পর্কে মানমীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি recommendations of the Scheduled Caste Commission যেটা হয়েছিল, কাকা সাহেব কালালকর যে Backward Classes Commission করেছিলেন, সেটা পড়ে দিচ্ছি—

"We therefore finally recommend that in all the Sciences, Engineering, Medical, Agricultural, Veterinary and other Technological Institutions a reservation of 75 percent. of seats should be made for qualified students of backward classes till such time as accommodotion can be provided for all students eligible for accommodation".

অবশ্য এই recommendationএর পর আমাদের Central Government instruction দিয়েছে বিভিন্ন stateকে যে, তারা যেন এইগুলি maintain করে।

[10-20—10-30 a.m.]

তাদের বেলায় concession দেওয়া দরকার এবং অন্ধ্র, মাদ্রাজ, আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসংগে আমি Scheduled Caste Commission's Report, 1956/57, থেকে উল্লেখ করে বলতে চাই,—

"There is uniform reservation of seats in all the institutions controlled by Mysore, Roorkee, Biswa Bharati, Annamalai and Osmania Universities. In the first three Universities the reservation is 20 percent. for the scheduled castes and scheduled tribes students. In Annamalai and Osmania Universities reservation of seats for scheduled castes and

scheduled tribes is 16 percent. and 15 percent. respectively. In the remaining 15 universities arrangment is also being made for reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes students. এজন্যই এখানে আমি একথা উল্লেখ করছি যে এটা it is an accepted principle এটা Central Governmentএর accepted principle যে scheduled castes students দের agriculture, veterinary, engineering, medical, technical" প্রভৃতিতে reservation of seats থাকা দরকার এবং hostel freeship দেওয়া is an accepted principle of the Central Govt.—কিন্তু এই বিলে tuition-fee বা অন্যান্য যা directions আছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সেজন্য এ-সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ আছে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই যে, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যেন এগুলি সহৃদয়তার সংগে বিবেচনা করে দেখেন। আমি আশা করি, freeship, free hostel accommodation সম্পর্কে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মন্ত্রীমহাশয় গ্রহণ করবেন। তারপর আমার amendment No. 55, এখানে hostel establish করার কথা বলা হয়নি, hostel কিভাবে তাঁরা maintain করেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে to provide for supervision and control of the residents and discipline of the students of the University College। এখানে hostel establish করার কথা উল্লেখ করা হয়নি, সেজন্য আমি আমার amendmentএ বলেছি hostel establish করা এবং discipline maintain করার বিষয়ও এখানে থাকা উচিত—সরকার যেন এটা incorporate করে নেন যে, hostel establish করে তার মধ্যে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে discipline maintain করবেন। তারপর, দুটো বিষয়ের প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব—on principle free boarding and lodging যা নাকি State Govt. পর্যন্ত স্বীকার করেছেন—এসম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যেক্ষেত্রে আজ আপনারা agricultureএর উপর emphasis দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে এই কল্যাণী agricultural institutionএ এসম্পর্কে সরকার কি করতে যাচ্ছেন, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এটা বেশ পরিষ্কারভাবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রাখেন।

Shri Niranjan Sengupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার amendment move করার আগে একটা জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ সম্পর্কে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন, সে-সম্পর্কে আমার মনে হয় অবিলম্বে হাইকোর্ট জজ দিয়ে তদন্ত করিয়ে তার রিপোর্ট আমাদের কাছে রাখলে ভাল হয়।

Sir, I beg to move that after clause 4(23), the following be added, namely :—

> "(24) to provide for sufficient number of merit cum-poverty stipends and book grant".

আমার amendmentএ আমি এটুকু বলতে চাই যে, residential universityতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়বে, সুতরাং গরীব ছাত্রদের এখানে পড়ার সুযোগ কম হবে। ডাঃ শ্রীমালীর একটা বক্তৃতাতে দেখলাম যে, একজন ছাত্রের বার্ষিক ২॥০/৩ হাজার টাকা পড়ার খরচ লাগে। কোন গরীব ছাত্রের পক্ষে বার্ষিক ২॥০/৩ হাজার টাকা ব্যয় করার শক্তি নেই। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকার-পক্ষ থেকে যেন গরীব ছাত্রদের উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হয় যাতে তারা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

Shri Bijay Singh Nahar : স্যার, ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী যেকথা বল্লেন তা অত্যন্ত সাংঘাতি কথা। যদি শিক্ষা পর্ষৎ-এর মধ্যে এইরকম চলে তাহলে সমস্ত শিক্ষা-জগৎই কলুষিত হয়ে পড়বে তিনি একটা photostat copy দেখিয়েছেন। আমি বলি, এসম্পর্কে ভালভাবে enquir হোক এবং দোষীদের শাস্তি হোক। আমার মতে এরকম অদলবদল চুরির চেয়েও বেশী। ত তাই নয়, কাগজগুলি নিশ্চয়ই safe custodyতে ছিল, কাগজগুলি যারা দিয়েছে এবং যারা নি গিয়েছে তারাও চুরি করেছে বল্‌তে পারা যায়। এই photostat copyর ব্যাপারেও তাদে হাত আছে। একটা দলাদলি যে চল্‌ছে এটা স্পষ্ট। কাগজগুলি অবিলম্বে seize করা হোক Dr. Chatterji is an honest man—তাঁকে অনুরোধ জানাব, তিনি যেন dishonestদে শাস্তিবিধানে সহায়তা করেন।

[10-30—10-40 a.m.]

Shri Subodh Banerjee : আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, এর আগে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, তখন B. L. Mitter Committee যে report দেন তাতে এমন কথা ছিল, guilty ধরা পড়েছিল—আমি languageটা পড়ে দিচ্ছি—"this type of men should not be allowed to enter the precincts of the University."

আমার সৌভাগ্যই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন সেই কন্‌ফিডেন্সিয়াল রিপোর্টের ল্যাংগোয়েজ দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহস্য সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছিলাম এবং যার জন্য আমার এ্যাগেইন্‌স্টএ লাইবেল করবেন বলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এতবড় একটা গুরুতর অভিযোগ করা সত্ত্বেও বি. এল্. মিটার কমিটি তাকে সেল্‌ভ করে রাখলেন এবং যার ফলে দোষী সাজা পেল না। যা' হোক্, উনি এক্ষেত্রে যেকথা বলেছেন তাতে আমি নাহার মহাশয়কে বলব যে আপনি কি জানেন কারা এই জিনিস দেয়? আমার মনে হয় ওয়ার্কিং অব্ দি ইউনিভার্সিটি এবং ট্যাবুলেসন সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই। সে জিনিসটা এই-ভাবে হয়—ধরুন প্রথমে হেড এক্সামিনারের কাছ থেকে টু সেটস্ নম্বর ২ জন ট্যাবুলেটরের কাছে যায় এবং তারপর ট্যাবুলেটরদের নাম্বার টোকা হয়ে গেলে পর ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে খাতা চলে যায়।

Mr. Speaker : Are you not traversing from your speech? You have expressed your opinion?

Shri Subodh Banerjee : আমি ওঁর আরেকটা পয়েন্টের উপর শুধু একথা বলতে চাই যে থরো এন্‌কোয়ারী করুন। আমি শুধু আপনাকে একটা অভিজ্ঞতা দিতে বলব যে এইসমস্ত রাঘবোয়ালদের বাদ দেবার জন্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এমপ্লয়িস্‌দের ধরে এনে লালবাজারে ৩ দিন ধরে আট্‌কে রেখে দিল অথচ তাঁরাই সত্যিকারের হেল্প করেছিল। কাজেই আমার কথা হোল যে আপনারা এই পথ নিন যে এইসমস্ত ইল্-পেড এম্‌প্লয়ী যারা চাকুরীর ভয়ে রাঘবোয়ালদের কথা বলতে পারে না তাঁদের হারাস্ না করে বরং তাঁদের হেল্প করুন যাতে করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির রাঘবোয়ালদের ধরা যায়। আপনি বোধহয় জানেন যারা অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্ট-মেন্টের সমস্ত কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, সেইসব লোক এখনও চেয়ার অলঙ্কৃত করে আছে।

Mr. Speaker : You are making it a subject of discussion.

Shri Subodh Banerjee : সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে সততার নাম করে অহেতুক এইসমস্ত এমপ্লয়িস্-দের কেসে জড়াবেন না। বরং take help from them and detect the real culprits.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : স্যার, আমি বিজয়বাবু সম্বন্ধে একটা কথাই বলব যে উনি যে রোল প্লে করেছেন তা'তে তিনি সাপের গালেও চুমু খেয়েছেন—ব্যাঙের গালেও চুমু খেয়েছেন।

Mr. Speaker : Let us maintain the decorum of the House.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, allegation has been made by Dr. Chatterjee about corruption in the Secondary Board of Education. Sir, an enquiry, I am informed, is going to be undertaken by the Detective Department. Such an enquiry cannot be made by a High Court Judge. A High Court Judge has other and more important duties to do.

Sir, Government does not hold examination in any centre or at any stage. It is the Calcutta University which hold examinations on higher levels and the Secondary Board hold the School Final Examination. The employees of the Secondary Board are the employees of the Board ; they are not employees of the Government. Not a single person working under the Secondary Board has been employed by Government. His point seems to be, because the Board is set up by the Government, therefore the Government is unfit. Because the Calcutta University has been incorporated into a statutory body by the Government, therefore for any lapse or negligence on the part of the University the Government must be deemed unfit ! Such is Dr. Chatterjee's logic ! After all, Shri Subodh Banerjee has rightly pointed out that such leakage of question papers and other things happened under the Calcutta University also. Have they not leaked out in the Calcutta University examinations also ? (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Nobody supports that). You said Government is responsible for leakage. You are entirely wrong. Government does not hold any examinations.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Why are you making false accusation ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am not making false accusation. Certainly not.

[Noise and interruptions]

Sir, I don't want to be interrupted.

Mr. Speaker : Mr. Chatterjee, I hope you will help me to maintain the order of the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : With all my heart, Sir. But let not the Minister make a false accusation. [Noise]

Mr. Speaker : Order, Order.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the 8th April in the 'Statesman' the following report appears : "the Vice-Chancellor of Calcutta University, Mr. N. K. Siddhanta, thinks that the university will be indirectly benefited if the police are able to pierce the ring behind the alleged School Final Examination question paper racket. He says all possible precautions have been taken by the university against chances of leakage of its B. A. and B. Sc. question papers but "nothing is impossible." Under a university regulation, paper-setters and examiners are forbidden to take up private tuition. Before they accept such tuitions, they have to give written declarations to the university to this effect. Professors and lecturers are not given examinership if their near relations happen to be candidates. Cases of paper-setters and examiners taking up private tuition are not infrequent". What does it imply ?

Shri Siddhartha Shankar Ray : Sir, I understand that the Secondary Board was superseded. The Hon'ble Minister says that the employees there are all employees of the Secondary Board. My impression was that the Board was superseded. Will you please correct me, if I am wrong, when I say that if the Board was superseded, how could the employees be the employees of the Board.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The Secondary Board had been superseded, but so far as the Act is concerned, it is there. Therefore, the employees are the employees of the Board.

Shri Siddhartha Shankar Ray : Who are running the Board ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The Administrator is running the Board.

Shri Siddhartha Shankar Ray : Appointed by whom ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, after all the employees of the Board are involved here—so it is alleged. If so, the employees of the Board are there to answer. It is not the Administrator and not certainly the Government.

Now, Sir, so far as the amendments to this clause are concerned, four amendments have been moved by Shri Basanta Kumar Panda. So far as clause 4 (1) is concerned, he says that the words "humanities and sciences generally and" should be omitted.

[10-40—10-50 a.m.]

That is, the University should specialise only in agricultural education, but, as I explained before that this University is going not to be an agricultural University only but it will provide for instruction in Humanities and Sciences as well, that is, or it will provide for liberal education as well. Without sacrificing liberal education it will specialise in agricultural education. That is the scope of the work of the University and I also explained that the University is going to be set up on the lines of the Land Grant Colleges of America. I also pointed out how many subjects are taught and how many colleges there are to provide

education in different subjects, including Humanities and Sciences. So I am very sorry I cannot accept the amendment moved by Shri Panda. His next amendment is that in line 5, after the words "and dissemination of" the word "such" be inserted. Sir, in my view this will be useless for the word "knowledge" has been used in the widest sense or denotation and so why restrict or limit the meaning of it by introducing the word "such". I think the word "such" should not be introduced. As to his other amendment that in 4(15) in lines 2 and 3, the words "and the Vice Chancellor" be omitted, I think that should not be done. After all the powers and functions of the Chancellor and of the Vice-Chancellor have been detailed in clauses 14 and 15 and so the Vice-Chancellor should not be included here.

As regards amendment No. 50 of Shri Subodh Banerjee that the word "the" before the word "colleges" be omitted, I have already accepted it. As regards his next amendment No. 51, what he suggests would be done because it deals with the colleges established by the University—those constituent colleges, established, managed and maintained by the University. Why do you mention students of the agricultural schools when (14) deals with more things? It deals not with hostels but with students. Therefore supervision, control of the residence and discipline of the students of the University, colleges etc. is there. The students must either reside in the campus of the college or the students should be there in the recognised schools. Therefore (13) and (14) are mutually exclusive.

Now, Shri Subodh Banerjee's next amendment—No. 58. In this connection he has referred to the Burdwan University Bill. Now, so far as the Burdwan University is concerned, it has a different Governing Body. Because the Burdwan University will not be mainly a residential University working only through constituent Colleges, but it will be of a different pattern an affiliating University. There post-graduate teaching and researches will be conducted in different subjects and therefore, "co-ordination" is necessary so far as the Burdwan University is concerned.

But here it is going to be a unitary University and it will not have different functions. Therefore, no question of co-ordination arises here. You will find all the powers it will require mentioned in different sub-clauses. Therefore, this amendment is quite unnecessary so far as the Kalyani University is concerned.

Sir, as regards the amendments moved by Shri Apurba Lal Majumdar, one of his amendments refers to remission of tuition fees of some of the students—students whose fathers or guardians cannot bear the fees or charges of educaion in the institution. Now, Mr. Majumdar ought to know that, so far as this Government is concerned, it gives a large number of stipends—more than 1100—to poor and meritorious students And so far as the economic condition of the pupils is concerned, the income level which is considered as deserving of consideration is generally speaking Rs. 300 and below, but in the case of the boys of the Backward Classes, even those whose guardians have an income above Rs. 300 up to Rs. 400 or Rs. 450 are allowed stipends. Therefore, this Government in is own way has given effect to the recommendations made by the Backward Classes Commission.

Sir, this Government I repeat, is helping poor and deserving students to prosecute their studies as far as its resources allow it. If more resources are available, surely it will extend more financial help to poor and meritorious students, but that will depend on the resources of the Government.

By his amendment No. 31, Mr. Majumdar seeks to omit the words "within or beyond the limits referred to in sub-section (1) of section 5" from sub-section (2), but that will make the sub section meaningless altogether. If Mr. Mazumdar carefully reads section 5, he will find that the omission of these words will make this sub-section entirely meaningless and he has also misunderstood the purport of section 5 because so far as the colleges are concerned, they will function within the restricted or limited area of the University, but so far as the schools are concerned, they will be recognised even outside the limited area. Therefore, if those words are omitted, it will make the sub section altogether meaningless.

Again, in his amendment No. 27, Mr. Majumdar says that 'humanities' should be omitted from clause 4 (1). As I have said before, that cannot be done. Now, Mr. Somnath Lahiri says that for proper education, humanities ought to be studied up to a certain level, but Mr. Majumbar proposes that there should be no scope for education in humanities. So, we find there is hopeless difference amongst the members of the Opposition on this point. Whom shall we follow—Mr. Lahiri or Mr. Majumdar ?

As regards reservation of seats for the boys of the Scheduled Castes, I may say that such reservation may be made at the lower level, but so far as the University level is concerned, you cannot leave seats unfilled up. Certainly, the boys of the scheduled castes should be accommodated, but they should be accommodated if they have requisite qualifications. Take for instance, the Engineering Colleges. Will you lower the standard of admission tests for the boys of the scheduled castes ? After all they must take their instruction in the Engineering Colleges. So, they must be qualified to take those instructions. Therefore, you cannot lower the standard of admission tests in the higher levels. The admission tests must be the same, otherwise they will not be able to pass the examinations.

Sir, I think I have disposed of all the amendments.

Sir, I oppose all the amendments except amendment No. 50, moved by Shri Subodh Banerjee.

[10-50—11 a.m.]

Mr. Speaker : Except the amendment No. 50 of Shri Subodh Banerjee and the amendments Nos. 26, 30A, 54A, 54C and 67 on which division has been claimed, I put all the other amendments.

The amendments were then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(13), in line 3, the word "the" before the word "colleges" be omitted was then put and agreed to.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4(1), in line 3, the words ' in particular" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4(1), in line 5, after the words "and dissemination of" the word "such" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(2), lines 2-4 the words beginnig with "within or beyond the" and ending with "section 5" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(2), line 6, for the words "such limits" the words "the limits referred to in sub-section (1) of section 5" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4 4), in line 1, after the words "manage or recognize" the words "agricultural and veterinary" be inserted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that in clause 4 4), in line 1, after the word "manage" the word, "affiliate" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 4(4), in line 1, after the word "manage" the word, "affiliate" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 4(5), in line 2, after the word "recognition" the words "until other University commences the same function within its jurisdiction" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4(13), in line 3, after the words "the colleges" the words, "recognised agricultural schools" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that in clause 4(13), in line 5, after the words "recognition there from" the words "and to provide for subsidy to hostels and to arrange for other amenities to students free of charge" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(14) in line 1, after the words "Control of the" the words "hostels and other places" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 4(14) in line 2, the words "residence and" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 4(5), in line 1, after the word "to" the words "affiliate or" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 4(14), the following be inserted, namely :—

"(14a) to conduct, co-ordinate, regulate and control the post-graduate research work and teaching in the University, the colleges, the agricultural schools and the institutions recognised by the University ;" was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(15), in line 1, after the words "duties of' the words "each of" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that in clause 4(15), line 2, for the words "other than" the word "including" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4(15), in lines 2 and 3, the words "and the Vice-Chancellor" be omitted, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that clause 4(22) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4(1), in lines 1 and 2, the words "humanities and sciences generally, and" be omitted, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—95

Abdul Hameed, Hazi
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri, S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati

Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—41

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhagat, Shri Mangru
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mandal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 41 and the Noes 95, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(1), in line 5, after the words "dissemination of knowledge" the words "and to provide free instruction and training for the Scheduled Castes'/Tribes' students and for students whose total faminly income is below Rs. 300/- per month" be added, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—93

Abdul Hamid, Hazi
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fajlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamudar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mullick, Shri Ashutosh
Mondal, Shri Krishna Prasad
Mondal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Sihgh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar Shri Jatindra Nath
Taludar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—40

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhagat, Shri Mangru
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguly, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Channdra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mondal, Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 40 and the Noes 93, the motion was lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 4(13), in line 5, after the words "recognition therefrom" the words "and to provide therein free accommodation for students whose total family income is below Rs. 500/- p.m." be inserted, was then put and a division taken with the following result :—

Noes—94

Abdul Hameed, Hazi
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerji, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.

Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallik, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

Ayes—39

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhagat, Shri Mangru
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal

Mondal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 39 and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that in clause 4(13), in line 5, after the words "recoguition therefrom" the words "and to provide free boarding and lodging for the Scheduled Casts' and Scheduled Tribes' students and for students whose total family income is below Rs. 300/- per month" be inserted, was then put and a division taken with the following result :—

NOES 94

Abdul Hameed, Hazi
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Prafulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mondal, Shri Krishna Prasad
Mondal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan

Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati, Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES 39

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhagat, Shri Mangru
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Sisir Kumar
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 39 and the Noes 94, the motion was lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that after clause 4(23), the following be added, namely :—

"(24) to provide for sufficient number of merit-cum—poverty stipends and book grant".

was than put and a division taken with the following Result :—

NOES—94

Abdul Hameed, Hazi
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri, Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mondal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherji, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrisuna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri, Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—40

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhagat, Shri Mangru
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra,Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 40 and Noes 94, the motion was lost.

The question that Clause 4, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that in clause 5(1), lines 3-7, for the words beginning with "police stations specified below, that is to say—"and ending with "district of 24-Parganas" the words "district of Nadia, Murshidabad and Barrackpore sub-Division of 24-Parganas district." be substituted.

স্পীকার মহাশয়, এই clause 5 এ আমার যে amendment আছে সেটা সম্বন্ধে আমি গোড়ায়ই বক্তব্য রেখেছিলাম সেটা হচ্ছে এই আমি চাচ্ছি এই যে টাকা খরচ করে কল্যাণী University করা হচ্ছে সেই টাকা সুষ্ঠুভাবে খরচ করা হোক এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে যেটা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, এবিলের সময় বলেন নি, কিন্তু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, objects and Resonsএ বলেছিলেন যে বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে অধিক চাপ সেটা কমানোর জন্য বাংলাদেশে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় করা দরকার, এই হল প্রথম কারণ অর্থাৎ আরও বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যে চাপ তা হ্রাস করার জন্য।

[11—11-10 p.m.]

তা যদি করতে হয়—সত্যি কথা হচ্ছে যে Jurisdiction যা করা হয়েছে কল্যাণী Universityর সেটা আরো প্রসারিত করা উচিত। অন্ততঃ যেন আমার ৫নম্বর ক্লজের amendmentএ Jurisdiction এর কথা যেটা বলা হয়েছে, সেটা আরো ব্যাপক করা দরকার ছিল—নদীয়া করা মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণা। এই সমস্ত এলাকায় কল্যাণী Universityর সীমা বিস্তৃত হোক্। এই বিলের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন Humaniti, Science নিয়েছেন, এখানে research হবে, higher education হবে। এটা ধরে নিতে পারি—কল্যাণী University সম্বন্ধে Specially উনি বলেছিলেন—Agricultre and Vetainary শিক্ষা দেওয়া হবে। তাছাড়াও Humanities and Science হবে। উচ্চশিক্ষা হবে না—একথা বলেন নি। Postgraduate Scopeও যদি এই বিলে রাখতে চান, তবে তার ব্যাপকতা বাড়ান হোক্। তার দুটো উদ্দেশ্য সাধিত যাতে হয়—তার জন্য একটা হচ্ছে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ লাঘব করা হোক্—। এই জেলা কয়টি কলকাতার সান্নিধ্যে সেখানে যে কলেজ আছে বা কলেজ ভবিষ্যতে গড়ে উঠতে পারে—,সে গুলি এর মধ্যে এর Jurisdictionএর মধ্যে নিয়ে আসা। খুব বড় যখন করতে পারি না—। লক্ষ্ণৌতে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছিলেন—তাতে তিনি বলেছেন- চার হাজার ছাত্র হতে পারে। আমি বলতে পারি পাঁচ ছয় হাজার ছাত্র এখানে হতে পারি। নদীয়া মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা—এই সমস্ত এলাকা নিয়ে যদি করেন, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং মস্তবড় উপকার শিক্ষাক্ষেত্রে করতে পারা যাবে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই Residential University আছে ভারতবর্ষে এবং resedential-cum-non-residential এ রকমও আছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই Vice-Chancellers' Conferenc এর Proceedings পড়েছেন—তাঁরা কি বলেছেন সেটা মনে রাখবেন। এখানে কতকগুলি ছাত্র residential এবং কতকগুলি residintial নয়—,তারা বাইরে থেকে আসে। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে। সেখানে তো অসুবিধা হচ্ছে না সেখানেও শিক্ষক প্রসার হচ্ছে। কল্যাণীকে residential করেছেন, তাতে যে যুক্তি দিয়েছিলেন—এই residential করতে গেলে financial subsidy ও assistance দিতে হয়। সেই রকম ভাবে যদি ছাত্রদের খরচ বহন করেন, meritorious students এবং falented studentsদের নিয়ে যদি শিক্ষা দেন, তাদের যদি মাইনে দিতে না হয় বা অল্প মাইনে দিতে হয়, তাহলে residential করুন বা তাদের বোর্ডিং—তাতে নিশ্চয়ই পূর্ণ সমর্থন জানাব। যদি affiliating character রাখেন, তাহলে এর Jurisdiction নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগণা—এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তাহলে আপনাদের উদ্দেশ্যে সাধিত হবে এবং প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষাদান করতে পারবেন। যে ছাত্রের চাপ—যার জন্য University Grants Commission সমস্ত রাষ্ট্রে গিয়েছেন, চাপ কমাবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য, তার উদ্দেশ্যও সাধিত হবে। আমি শিক্ষমন্ত্রীকে অনুনয় করবো—যাতে তিনি আমার এই amendmentটি গ্রহন করেন।

সেদিন তিনি যে বক্তৃতা করলেন তাতে বলেছিলেন এখানে residential কথাটা থাকা সত্বেও বাইরের ছাত্র আসা আমরা বন্ধ করতে পারব না। তাই বলছি residential cum non-residential করলে কল্যাণীর সতীত্ব নষ্ট হবে না। যারা গরীব তারা ভাত ডাল খেয়ে ওখানে লেখাপড়া শিখতে পারবে non-residential ছাত্র হিসেবে। বহু talented ছাত্র residential হবার দরুণ লেখাপড়া করতে পারবে না। কাজেই এর Jurisdiction আরো ব্যাপক করে দিলে বহু দরিদ্র ছাত্র যারা কলকাতায় এসে হোষ্টেলের খরচ বহন করতে পারবে না, পড়াশুনা করতে পারবে না, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আপনারা উৎসাহ দিতে পারবেন এবং সহানুভূতির সংগে এদের

যে শিক্ষাজীবন তাকে আরো সাহায্য দিতে পারবেন। সুতরাং আমি অনুরোধ করে বলবো—আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের Jurisdictionটা আরো বড় করে দিন। আর affiliationএর কথা যা আছে, সেটাও আপনি গ্রহণ করুন এবং তার সংগে residential cum non-residentialএর ব্যবস্থা করে দিন। তা না হলে আপনার আগেকার বক্তৃতার কোন দাম থাকে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন—এর আগে প্রশ্নোত্তর প্রসংগে আপনি বলেছিলেন—মাননীয় মন্ত্রীদের এখানের বক্তৃতা constitutional হতে পারে, কিন্তু legal value কিছু নাই। কাজেই যতক্ষণ না এটা Provision of the Act হচ্ছে, শুধু residential university হবে না, যে-কথা বক্তৃতায় বলেছেন, সেটা Provision of the Act করুন, আইনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন। আমি এর Jurisdiction খুব বেশী বাড়াতে বলি না। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণার দরিদ্র ছাত্রদের এর দ্বারা যথেষ্ট উপকার আপনারা করতে পারবেন।

Shri Subodh Banerjee : Sir, I move that in clause 5(1), in the Explanation, at the end, the words "or which may be in force from time to time" be added.

I also move that after clause 5(2), the following be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, with effect from the date of commencement of this Act (hereafter in this section referred to as the appointed day),—

Such colleges existing on the appointed day within the aforesaid limits shall (i) cease to be affiliated to the University of Calcutta to which they may have been affiliated before the appointed day and (ii) be deemed to be affiliated to the University and continue to be so affiliated until the University otherwise directs".

ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, ৫ নং ধারায় আমার দুইটি সংশোধনী প্রস্তাব আছে। একটা ৬৮ নং আর একটা ৭৩ নং। ৬৮ নংএ কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই। এই চলতি বিলের ৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় কি আছে দেখুন, এখানে বলছেন এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা কি হবে, কতদূর হবে। এই সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে তাতে কি বলছেন, "Save as othersise provided in this Act, the powers of the University conferred by or under this Act shall not extend beyond the local limits of the police-stations". কোন্ কোন্ police station? "Chakdah and Haringhata in the district of Nadia and Bijpur in the district of 24-Parganas.' আর local limits বলতে কি বুঝায়, তা explain করেছেন Explanatory Noteএ,

"For the purposes of this sub-section "the local limits of a police-station" shall mean the local limits thereof in accordance with a notification or notifications issued under clause (s) of sub-section (1) of section 4 of the Code of Criminal Procedure, 1898, and in force on the date of comencement of this Act".

শেষ কথার উপর জোর দিচ্ছেন the date of commencement of this Act. তাহলে কি হল এই আইন যখন চালু হবে সেদিন চাকদা, হরিণঘাটা, বীজপুরের যে সীমানা রয়েছে,

কেবলমাত্র সেই সীমানা কল্যাণী Universityর এক্তিয়ারে থাকবে। আমি মনে করি এই Act চলার পর এই তিনটি থানার হয়ত boundary কিছুটা বেড়ে গেল। ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন, reorganisation of Police Station প্রায়ই হয়। ২৪ পরগণার ১১টা জায়গায় হয়ে গেল এই কয়েকদিনের মধ্যে। এইরকম বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। হয়ত কোন কারণে বীজপুর, চাকদা, হরিণঘাটার areaর কিছু বদল হল, তখন এইসব area এর অধীনে আসার দরকার হবে। তা যদি না করেন তাহলে কি হল, ধরুন একটা থানার খানিকটা area এলো তাহলে বাকী areaটা কি হবে। তাই সংশোধনী প্রস্তাবে বলেছি local limits which may be in force from time to time। একথা যদি যোগ না করেন তাহলে areaগুলি বাদ চলে যাবে। Reorganisationএ যে area আসবে বা চলে যাবে এইগুলি নেবার দরকার আছে বলে মনে করি। আর ২ নং প্রস্তাব ৭৩ নং, এটা আমি বলছি না কারণ দেখছি Government chief whip আমার এই কথাটা নিয়ে আসছেন। একথা আমার ভাষায় হবে, কি তাঁর ভাষায় হবে সেটা বড় কথা নয়, ভাবটা নেওয়া হয়েছে সরকারে পক্ষ থেকে। সেইজন্য আমার এই প্রস্তাব move করছি না।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that clause 5(2) be omitted.

Sir, I find that Shri Jagannath Kolay has proposed two amendments wherein the spirit of my amendment has been accepted. As my earlier amendment restricting the scope of this University to agriculture and veterinary has been lost and as the spirit of this amendment has been taken in Mr. Kolay's amendments, no useful purpose will be served by pressing this amendment of mine. I, therefore, simply move my amendment.

[11-10 – 11-20 a.m.]

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that for sub-clause (2) of clause 5, the following sub-clause be substituted, namely :—

"(2) No other University shall have jurisdiction to recognise or grant affiliation to any college within the aforesaid limits."

I also move that after sub-clause (2) of clause 5, the following new sub-clause be added, namely :—

"(3) Any college situated within the aforesaid limits shall, unless exempted by the State Government by an order made in this behalf, cease to be recognised by or affiliated to any other University and shall be deemed to be a constituent college recognised by the University."

Shri Satyendra Narayan Majumdar : Sir, I beg to move that after clause 5(2), the following be added, namely :—

"(3) The State Government may, by issuing notification in Official Gazette extend the territorial jurisdiction of the University when necessary,"

এই amendmentএ আমি বলেছি যে Governmentকে ক্ষমতা দেওয়া হবে প্রয়োজন মনে করলে universityর teritorial area বাড়াতে পারবেন। আমার amendmentএ কোন সীমানা নির্দেশ করিনি, কিন্তু ডাঃ চ্যাটার্জী যেকথা বল্লেন মোটামুটিভাবে সেইধরণের একটা দৃষ্টিভংগী থেকেই দেওয়া হয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পরে এই য়ুনিভার্সিটির ভৌগলিক সীমানা বাড়াতে পারবেন এই ধরণের একটা amendment থাকা দরকার।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as Shri Subodh Banerjee's amendment No. 68 is concerned, it says "it may be in force from time to time" ; that is, his amendment proposes that the limits of the University should be fluid. This cannot be done. Suppose infuture, an area is excluded from the jurisdiction of Bijpur or Haringhata thana ; in that case the college in that area will also be excluded. That risk cannot be taken. The limits of the University cannot remain fluid. The University ought to know from beforehand in which campus the University will have to work. Every University ought to know that definitely.

As regards the amendment that has been moved by Mr. Panda that sub-clause (2) be omitted, it means to say that the very object a restricting the iimits of this University should be given up. That cannot be. Our idea is that the University should have a restricted jurisdiction, because, after all, it will be a unitary residential University. If that be the case, the University limits ought not to be extended and it ought not to enter into rivalary with the other affiliating Uniiversity—the Calcutta University. Therefore, we cannot accept either Mr. Panda's amendment or the amendment moved by Dr. Hirendra Kumar Chatterjee or the amendment moved by Shri Mazumdar because what they propose is that the University ought to lose its character of a residential University and it ought to be an affiliating University as well. So far as this University is concerned, it does not propose to take away some of the students of the Calcutta University. It is not like the other Universities, that is, the affiliating Universities that are being or proposed to be set up in the State, namely, the Burdwan University which is of course going to cut down the jurisdiction of the Calcutta University, and the University that will be set up in North Begal. That University also will cut down the limits of the Calcutta University. But so far as this Univer-itiy is concerned, the purpose of this University is not cut down the jurisdiction of the Calcutta University. It will not be an affiliating University but a residential University. That is the central idea of this University and we cannot stray from the purpose with which this University is going to be set up. I will accept the two amendments moved by Shri Jagannath Kolay. The honourable members will see in those amendments that we not only restrict the territorial jurisdiction of the University, but also provide that if any institution comes to be established in that area, that institution will lose its affiliation with the other University to which it may be affiliated and will be recognised as a constituent college of the Kalyani University. The wording of the amendment of Mr. Kolay will show that it not only puts forward a negative proposition but it also stands for an affirmative proposition, viz., any institution that comes to be established in that area will be a constituent college.

Sir, I accept the amendments of Shri Jagannath Kolay and would reject other amendments.

The motions of Shri Jagannath Kolay that for sub-clause (2) of Clause 5, the following sub-clause be substituted, namely :—

"(2) No other University shall have jurisdiction to recognise or grant affiliation to any college within the aforesaid limits."

and

that after sub-clause (2) of Clause 5, the following new sub-clause be added, namely :—

"(3) Any college situated within the aforesaid limits shall unless exempted by the State Government by an order made in this behalf cease to be recognised by or affiliated to any other University and shall be deemed to be a constituent college recognised by the University."

was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Division is wanted on amendment No. 67A. Therefore I put all the other amendments to vote.

(All the amendments except No. 67A were then put to vote en bloc and lost.)

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 5(1), in the Explanation, at the end, the words "or which may be in force from time" to time be added, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clause 5(2) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 5(2), the following be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, with effect from the date of commencement of this Act (hereafter in this section referred to as the appointed day),—

Such colleges existing on the appointed day within the aforesaid limits shall (i) cease to be affiliated to the University of Calcutta to which they may have been affiliated before the appointed day and (ii) be deemed to be affiliated to the University and continue to be so affiliated until the University otherwise directs." was then put and lost.

To motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that after clause 5(2), the following be added, namely :—

"(3) The State Government may, by issuing notification in Official Gazette extend the territorial jurisdiction of the University when necessary." was then put and lost.

[11-20—11-30 a.m.]

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that in clause 5(1), lines 3-7, for the words beginning with "police stations specified below, that is to say—" and ending with "district of 24-Parganas" the words "district of Nadia, Murshidabad and Barrackpore Sub-Division of 24 Parganas district" be substituted, was then put and a division taken with the following result :

NOES—89

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji. Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay. Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-huque, Shri Md.

AYES—38

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 38 and the Noes 89, the motion was lost.

The question that clause 5 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed.

Clause 6

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that in clause 6(1), in line 2, after the word "sex" the words "political opinion, party affiliation," be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার য়্যামেণ্ডমেণ্ট হল যেখানে লেখা আছে clause 6 says, "The University shall not discriminate against any person on grounds only of religion, race, caste, sex সেখানে য়্যাড করা হোক political opinion, party affiliation." ইউনিভার্সিটিতে য়্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যাপারে যেন কোন ডিসক্রিমিনেসান্ না থাকে। অর্থাৎ পলিটিক্যাল্ গ্রাউণ্ড বা পার্টি য়্যাফিলিয়েসানের জন্য যেন কোন রকম ডিসক্রিমিনেট না করা হয়। আমাদের এই গভর্ণমেণ্টের ইউনিভার্সিটির উপর যখন হাত থাকবে তখন টিচার এবং ষ্টুডেণ্টদের স্বার্থে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এই গভর্ণমেণ্ট পলিটিক্যালী ডিসক্রিমিনেট করার সুযোগ পেলেই তা করেন। সেজন্য আমি এটা যোগ করতে চাই এর যুক্তিযুক্ততা অধিকাংশ এডুকেশান্াল অথরিটিজ সমর্থন করেছেন। আমি এই প্রসংগে আমাদের ভূতপূর্ব চারণকবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বর্তমানে কংগ্রেসী এম.এল.এ. মহাশয় সেদিন যে বক্তৃতা করেন তার কিছু উত্তর দিতে চাই। সেদিন তিনি ডাঃ জিবাটোর বই-এর কথা উল্লেখ করেন। এই বইটা সোভিয়েট ইউনিয়ান সরকার নিষিদ্ধ করেছেন। আমি সে বইটা পড়িনি।

কিন্তু বিজয়বাবু যেটা জানেন না সেটা হচ্ছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকার সেটা নিষিদ্ধ করেননি। সেই বইটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্ছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ানে নিয়ম হচ্ছে বই ছাপতে হলে লেখকের যে সংশ্লিষ্ট সংগঠন আছে—যাতে সোভিয়েট ইউনিয়ানের সমস্ত লেখক সদস্য এরা তার নাম সোভিয়েট রাইটার্স য়্যাসোসিয়েসান্—সেই য়্যাসোসিয়েসানের মত নিয়ে বই ছাপা হবে।

Mr. Speaker : Please confine yourself to the amendment.

Shri Somnath Lahiri : Sir, you have allowed him to refer to all these things so I am also entitled to speak on this is on question of freedom of opinion and political discrimination on which you allowed him to speak.

সেই রাইটার্স য়্যাসোসিয়েসান্ মনে করেছেন যে এই বইটা সোভিয়েট জীবনধারার বিরোধী এবং আর্টিষ্টিক ক্রিয়েশান হিসাবে খুব ভাল নয়। এইসব কারণে তাঁরা মনে করেন যে বইটা ছাপার প্রয়োজন নেই। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ানের সরকার সেটা নিষিদ্ধ করেননি। বিজয়বাবু যদি পকেটে করে একটা আমেরিকার এডিসান নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ানে যান তাহলে তাঁকে জেলে রাখবেন না—যেমন এদেশে করা হয়। এখানে একটা বইয়ের ছাপার যোগ্যতা আছে কি না আছে সেটা কে বিচার করবে? বিজয়বাবুর মতে এটা একটা আদর্শ বই—পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। সোভিয়েট ইউনিয়ানে যে আর্টিষ্ট য়্যাসোসিয়েসান্ আছে—সেখানে পৃথিবীর বিখ্যাত লেখক সব আছে—যাঁরা বিজয়বাবুর চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত এবং আর্টিষ্টিক ক্রিয়েশান্ হিসাবে পৃথিবীতে যাঁদের নাম আছে তাঁরা সকলেই যদি বিবেচনা করে মনে করেন যে লিটারারী পাওয়ার হিসাবে এই বইটা ভাল নয়, সোভিয়েট জীবনধারার বিরোধী এবং আর্টিষ্টিক ক্রিয়েশান্ হিসাবে বাজে বলে ছাপার দরকার নেই—সেখানে বিজয়বাবুর মতন লোকের মতামত কেউ গ্রাহ্য করবে না। যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি জিজ্ঞাসা করব যে স্বাধীনতা মানে কি? স্বাধীনতা মানে আমাদের দেশে বিজয়বাবু যদি একথা বই ছাপেন তাহলে তা তিনি ছাপাতে পারেন। তাঁর নিজের যদি পয়সা থাকে তাহলে তিনি নিজেই তা ছাপতে পারেন, কিম্বা যদি তাঁর সহায় কোন পাবলিশিং ক্যাপিটালিষ্ট থাকেন তাহলে তা ছাপা হয়। অর্থাৎ যে-কোন বাজে বই হলেও সেটা ছাপা হয়। এইভাবে পাবলিশিং ক্যাপিটালিষ্ট অরগ্যানিজেশান তাঁদের বই ছাপাতে পারেন কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ানের নিয়ম হচ্ছে যে সেম প্রোফেশানের যে সমিতি আছে তারা অনুমতি দিলে তবে বই ছাপা হয়। এভাবে বিজয়বাবুর অনেক লেখা তাঁর ভূতপূর্ব মালিকের যে পত্রিকা আনন্দবাজার—তাতে ছাপা হোত। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নের ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমেরিকা বা অন্যান্য ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। বিজয়বাবুর কম্যুনিজম সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুনে আমার দুঃখ হল। বিজয়বাবুর সর্বহারাদের গান পড়ে আমার আগে ভাল লেগেছিল, কারণ আগে তাঁর সর্বহারাদের প্রতি দরদ ছিল। কিন্তু তারপর বহুকাল আনন্দবাজারের দাসত্বকরে এবং অধুনা কংগ্রেস এম.এল.এ হিসাবে অতুল্যবাবু দাসত্বকরে তিনি সবহারাদের গানের বদলে সব-মারাদের স্তব লিখতে আরম্ভ করেছেন। এই কারণেই কম্যুনিজমের আদর্শ খারাপ লাগা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিজয়বাবুর সেই নিউজ এখন মারা গেছে এবং যেটা কংগ্রেসী এম. এল.এ. হিসাবে দাসত্বের চাপেই সেটা হয়েছে। অর্থাৎ যৌবনে তিনি সর্বহারাদের গান লিখেছিলেন। কিন্তু এখন সব-মারাদের কথাই ভাবছেন। যাই হোক্ আমার বক্তব্য তাঁর কাছে হচ্ছে যে তিনি যেন সব-হারাদের কথা একটু ভাববার চেষ্টা করেন। এই কথা বলে আমি শেষ করছি।

Shri Bijoylal Chattopadhyay : আমি একটা প্রিভিলেজের কথা বলতে চাই। উনি দাসত্বের কথা বলেছেন বলেই আমি উত্তর দিতে চাই। এম.এল.এ হিসাবে মোর অর লেস্

আমরা সকলেই কিছু কিছু পরিমাণে দাসত্ব করে থাকি। অতুল্যবাবুর দাসত্ব করছি বলে আমার ধারণা হয় না। আর আনন্দবাজারের দাসত্ব করিনি বলেই সেখান থেকে চলে আসতে হয়েছে।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that clause 6(2) be omitted.

Sir, I wish to delete the entire sub-clause (2) of clause 6. This sub-clause (2) is not only against the spirit of sub-clause (1), but it is also unconstitutional, for by introduction of sub-clause (2) for the purpose of getting certain benefactions from certain donors, we are trying to barter away all the principles not only included in sub-clause (1) but also in the Constitution itself. If you look to sub-clause (1) of Clause 6, you will find it runs thus : The University shall not discriminate against any person on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, language or any of them with regard to (a), (b), (c) or (d).

[11-30—11-40 a.m.]

The top portion of sub-clause (1) has been quoted from article 15 of the Constitution. Article 15(1) of the Constitution has got the same principle and the same provision. Article 15(1) says that the State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. In sub-clause (1) of clause 6 only the word "language" has been added. Apart from that clause 6(1) is a repetition of article 15(1) of the Constitution. In this article the State is prohibited from making discrimination in this way. Article 15 speaks of a State. Article 12 of the Constitution defines "the State" as follows :— "In this part, unless the context otherwise requires, 'the State' includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India". The University is going to be a product of the Statute. It comes within the clause "other authorities in India". This University being a creature of the Statute and having got some judicial functions to perform falls within the clause "other authority" and it is a State. The State, that is the University shall not discriminate according to sub-clauses (a), (b), (c) and (d) of clause 6(1). Sub clause (1) is in consonance with articles 12, 15(1) and 29(2) of the Constitution. Sub clause (2) is a negation of those principles Sub-clause (2) says, "Nothing in this section shall prevent the University from accepting any benefaction the terms whereof are contrary to the provisions of this section or from acting in accordance with such terms or the terms of any other similar benefaction which has been or may be accepted by any college or other educational institution established, maintained or managed by the University". The University or any college under the University shall be entitled to accept any benefaction in accordance with the terms of the documents and those documents may be contrary to the provision of sub-clause (1). Article 15(1) makes general provision. Article 15(2) and Article 15(4) make certain concession in favour of women, children and members of the backward classes. That is the concession given in sub-articles (2) and (4) out of sub-article (1) of article 15 of the Constitution. There is no such provision

here in this clause. I give an example. Supposing a Brahmin makes donation to this University ; he says, "I create four scholarships and they will be obtained by Brahmin students who stand first to fourth in the University examination." Under sub clause (2) we shall accept that. By accepting that, we give the privilege out of the State, i.e. out of the University, to certain privileged persons but according to the Constitution Brahmin are not privileged persons ; the scheduled castes and scheduled tribes and not the Caste Hindus are the privileged classes because the privilege has been reserved for them under the Constitution. The University gives those prizes to the Caste Hindus—to the Brahmins. The scholarships are given to classes other than the privileged classes out of the benefaction.

Sir, will it be constitutional and will it be in accordance with Article 15 of the Constitution ? I say it will be contradictory because, first of all, University here is making a reservation in favour of other classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes or economically or socially backward classes. So this is against the spirit of Article 15 of the Constitution.

Another thing is this. You have enunciated principle in supporting one thing only. The State is extending its hands to private donors to make private donations the terms of which will be against the accepted principles not only under this Act but also under the Constitution. Therefore, I would say that simply for the purpose of getting some money from the so-called donors you are doing away with the principles and you are introducing practically blackmarketing within these educational institutions. Therefore, I would appeal that this sub-clause (2) shall be deleted altogether. Time is coming very fast that the upper class shall have to go away. There are a number of people in the State who will have enough money for the purpose of donation. If this is taken, why the Government will be approaching them like beggars ? Make laws in such a way that enough wealth may not be accumulated in certain hands. By usurping this ill-gotten wealth they may come to the category of donors and they may say to the people that we are doing this benefit to you personally. The State is not doing, we are doing. But at the same time the State, with all its powers, is stimulating or giving incentive to these persons to accumulate money out of the people and to pose themselves over the heads of others as donors.

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, ৬ নম্বর ধারায় আমার একটা ছোট সংশোধনী প্রস্তাব আছে। তারপর ২ নম্বর উপধারা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। ২ নম্বর উপধারা সম্বন্ধে বক্তব্য হল কল্যাণী ইউনিভার্সিটি যেভাবে গঠিত হতে চলেছে তাতে বলা যায় সেটা মোটামুটি একটা গভর্ণমেণ্টাল্ ইন্‌ষ্টিটিউসান্ হতে যাচ্ছে। কোন্ অর্থে সেটা পরে বলব। এ এমন একটা ইউনিভার্সিটি যার অধীনে কোন য়্যাফিলিয়েটেড্ কলেজ থাকবে না, তার অধীনে থাকবে কেবলমাত্র কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ। এই কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজগুলি ইউনিভার্সিটির অংগ, ইউনিভার্সিটির বাইরে, কিছু নয়। এখানে যে দুটো কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ আছে দুটোই গভর্ণমেণ্টের তৈরী – একটা কলেজ অব এডুকেসান্, আর একটা এগ্রিকাল্‌চারাল্ কলেজ। এই দুটো কলেজ ইউনিভার্সিটির অধীনে কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজ

হিসাবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে এবং একথাও শুনেছি যে এই দুটো কলেজ ছাড়া আরও দুটো কলেজ, কলেজ অব্ হিউম্যানিটিজ এবং কলেজ অব্ সায়েন্স, এ ছাড়াও আরও হয়ত এই রকমভাবে হতে পারে। যে কলেজগুলি হতে যাবে সেগুলি গভর্ণমেণ্ট করবেন, কোন প্রাইভেট লোক করবেন না।

[11-40—11-50 a.m.]

তাহলে আমরা দেখছি এই কল্যাণীতে universityর অধীনে যতগুলি constituent কলেজ হতে যাচ্ছে সেগুলি সবই Government Institution এবং তাদের নিয়ে যে university গঠিত হচ্ছে আমরা বলেছিলাম এটা একদিকে to a very large extent Governmental Institution। এখন প্রশ্ন হল এরকম কোন Governmental Institution or Constituent Collegeগুলিতে ওরকম discrimination আনা কি ঠিক? এইটি আমি বিবেচনা করতে বলেছি। আমি আইনের দিক দিয়ে বলব না কারণ আইনে আটকায় না, কারণ সংবিধানের যে দুটি ধারা দেখিয়েছেন সেই ধারা দুটি against the state কোন statutory body on grounds or rule, religion, sex discrimination করতে পারে না—গভর্ণমেণ্ট পারে না, Legislative পারে না, কোন statutory body পারে না। কিন্তু এই যে কলেজগুলি হচ্ছে এগুলি statutory body নয়—ওরা discriminate করতে পারে। বিদ্যাসাগর কলেজ যেমন একটা খারাপ জিনিস আছে যে হিন্দু ছেলে ছাড়া পড়তে পারে না। Calcutta Universityতে বহু এরকম উদাহরণ আছে—হিন্দুদের জন্য মেডেল আছে, William Ghosh scholarship আছে Christian হলে দেওয়া হবে। এগুলি আইনে আটকায় না এটা আমরা মানি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে governmental কোন institutionএর এরকম benefaction নেওয়া কি ঠিক? Private Institution নিতে পারে। আমার কথা হচ্ছে যে জায়গায় Constituent College হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট কলেজ সে জায়গায় গভর্ণমেণ্ট কলেজের এরকম কোন benefaction নেওয়া কি উচিত যাতে এরকম special সুবিধা দেওয়া হবে। বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে এটা আছে আমি দেখেছি, তার কারণ আছে। সেখানে আমি oppose করিনি কারণ, বর্ধমান University একটা affiliating University—তার মধ্যে private institution থাকবে যারা এই ধরণের benefaction নিতে পারে। Private Charityর উপর private institution গড়ে ওঠে এবং private charity special condition করতে পারে—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেহেতু Private Colleges থাকবে সেজন্যে তাকে ৯নং ধারা আমি oppose করিনি। কিন্তু এখানে যে জিনিস হচ্ছে সেটা Governmental Institution হবে, private নয়। কল্যাণী university affiliating university করা হচ্ছে না, সুতরাং এদের অধীনে কোন private institution থাকছে না। সেখানে এই discrimination রাখার যুক্তি নেই—Government কেন discriminate করবে? কোন conditional benefaction Government নেবে কেন? Government, after all সব জিনিসের মধ্য দিয়ে constitutional policy চালু করবে তার behaviourএর মধ্য দিয়ে যদি এটা ফুটে উঠে কোন special classকে special privilege দিচ্ছে এবং কাউকে discriminate করছে এটা ঠিক হবে না। সুতরাং ৯নং উপধারা কল্যাণী Universityর ক্ষেত্রে রাখা উচিত নয়। আমার সংশোধনী প্রস্তাব move করছি না।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : স্যার, সোমনাথবাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। এই সংশোধনী প্রস্তাবের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল

রাজনৈতিক কারণে যাতে শিক্ষকদের উপর কোনরকম discrimination বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা বন্ধ হয়। এটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এখানে বহুবার বহু প্রসংগে আলোচনা হয়েছে, বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বহু শিক্ষকদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন এরকম যাতে না হয় দেখবেন এবং হয়ে থাকলে তালিকা দেবেন আমার কাছে, অনুসন্ধান করবো। তালিকা দেওয়া হয়েছিল, অনুসন্ধান কি করা হয়েছে জানি না—কিন্তু রাজনৈতিক কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো চলেইছে। বন্ধু ডাঃ হীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন। সেদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বিশেষতঃ কল্যাণীতে যে University হতে যাচ্ছে সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় বলেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে এটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাচ্ছে, সেখানে এরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্ভাবনা অনেক বেশী হয় সেজন্য সেটা বন্ধ করা অনেক বেশী প্রয়োজন। যে-প্রয়োজনটা আরও বেশী অনুভব করছি, গুরুত্ব দিচ্ছি বন্ধু বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনে। বিজয়বাবুকে একদিক দিয়ে ধন্যবাদ দিই এজন্য যে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। তিনি কবি, সরল মানুষ তাই সরলভাবে বলে দিয়েছেন যে আমরা Communist Party'র লোকদের শিক্ষক হতে দেব না। মাননীয় মন্ত্রীরা যেকথা বলতে চান, অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, গণতন্ত্রের আবরণ দিয়ে কার্যতঃ করেন, বিজয়বাবু সহজভাবে সোজা ভাষায় বলে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এর গুরুত্ব খুব বেশী বলেছি। সরকার পক্ষের সরকারী দলের একজন এটা বললেন তার কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত হল না সরকার পক্ষ থেকে। কাজেই আমার ধারণা হয়েছে.....

(Shri Nishapati Majhi : কি বলেছেন ?)

নিশাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করছেন কি বলেছেন, তাহলে বুঝা যাচ্ছে তারা কিরকম মনোযোগ দিয়ে শুনেন—হঠাৎ বোধহয় স্বপ্ন থেকে তিনি জেগেছেন, দিনে নিশাপতির কোন ভূমিকা নাই, দিনের বেলায় তার কথা বলে কি হবে !! যাই হোক্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এটা বলছি, এখানেও আলোচনা হয়েছে বহু জায়গায় আলোচনা হয়েছে, শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কথা বলতে চাই না, বামপন্থী সমস্ত বামপন্থীদলের শিক্ষকরাই আজকে Victim হয়ে রয়েছে—শুধু Communistদেরই প্রশ্ন নয়। এখানে সরকার কাউকেই দয়া করে বাদ দেননি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল আমাদের দেশের সংবিধান নিয়ে যে এত আলোচনা হয়, সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সরকারী কর্ণধাররা এত বড় বড় কথা বলেন তার সংগে সংগতি কোথায় ? এ নিয়ে শিক্ষাজগতে যারা দিক্‌পাল—তারা আলোচনা করে মত প্রকাশ করেছেন এরকম বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক মতবাদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়! যখন সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রয়েছে মত প্রকাশের বিশেষ স্বাধীনতা রয়েছে, যে-কোন মত বেছে নেবার অধিকার রয়েছে, নির্বাচনে সমস্ত লোকই নির্বাচিত হয় তখন দেশের বিভিন্ন বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার রয়েছে। কাজেই শিক্ষকদেরও রাজনৈতিক মত পোষণ করবার অধিকার রয়েছে। এবিষয়ে শিক্ষাবিদ্ যারা তারা আলোচনা করে বলেছে—কি বলেছে সেটা শুনতে বলছি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে। এই বইটা উল্টে দেখবেন একবার। তাঁকে বলে তো লাভ নেই, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কেই বলতে হয় বা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলতে হয়। কিন্তু তারা শুনলেও কিছু করবেন না। তাদের গণতন্ত্রের যা-কিছু ভণ্ডামি সূক্ষ্ম কারুশিল্প পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। বলে যান এক জিনিস, করতে চান অন্য। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাদের বিবেক রয়েছে, নিরপেক্ষ মনোভাব আছে শুনুন এই বইটাতে কি আছে। এটা Indian University Administration প্রকাশ করেছেন Government of India।

Ministry of Education ১৯৫৮ সালে যে Vice-Chancellor Conference হয়েছিল, সেই Vice-Chancellors' Conferenceএ বিভিন্ন জিনিস আলোচিত হয়েছিল। এই আলোচনা প্রসংগে B. M. Jha, বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor বলেছিলেন—

"This is a question I should like to ask of those who are in charge of the University and whatever we might say to the contrary there will be political party and they will be found to be influencing the Union election. When we are permitting freedom of thought among teachers there will be persons with different political ideologies—Congress, Communist or Socialist, but as long as these teachers are devoted to their subjects, their teaching and research and do not disturb the life of the University, there should be no difficulty".

[11-50—12 noon]

কাজেই এটা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় মাথা নাড়ছেন আমি দেখছি। মাথা উনি নেড়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এঁরা যে জিনিষ করে যাবেন, ওঁকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করবেন না। সবচেয়ে মজার—নিরপেক্ষভাবে যদি খোঁজ নেন শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় দেখবেন, যদি বলেন কোন রাজনীতি করা উচিত নয় সক্রিয়ভাবে, তাহলে দেখবেন কংগ্রেসের রাজনীতি তাঁরা করে যাবেন প্রকাশ্যভাবে, দলীয় ও অদলীয় রাজনীতি তাঁরা করে যাচ্ছেন অবাধে। এইরকম ঘটনা কিছু কিছু আমি জানি। একটি Girls' স্কুলের Head Clerk স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ elected হবার পর যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছেন, তিনি স্কুলের Head Mistressকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করেন না। যদি কেউ Universityর শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। সেখানে কেউ বলবেন না তাকে রেহাই দেওয়া হোক। রাজনৈতিক মতামত পোষণ করেন বলে, তারজন্য রাজনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা—এ জিনিষের অবসান হওয়া উচিত। এই দাবী আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে করেছি, আবারও করবো। বিজয়বাবু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, যদিও তা সরকারের বক্তৃতা নয়, এই ধরণের মনোভাব ও মত এখানে প্রকাশিত হতে পারে খুব ঔদ্ধত্যের সঙ্গে। উচিত এ জিনিস ধরিয়ে দেওয়া—আসল মনোভাব সরকারের কোন দিকে চলেছে। এই যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তা আমি সমর্থন করছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : So far as the amendment of Mr. Somnath Lahiri is noncerned, I am sorry I cannot accept it. Why, let me explain. "Political opinion" is not capable of exact definition. Political opinion is of various types. Suppose a person is accused of treason or holds treasonable views. Take for instance, a person who holds the view that West Bengal ought to be included in Pakistan. That person cannot but to be a danger to the State. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : That is hypothetical.) Not hypothetical, Suppose a person holds the view that India ought to be a part of China, cannot such a person be a danger to our country ? Therefore, political opinion is not capable of exact definition. It may even be treason and no State can tolerate treason. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : The Court is there.) It has been said that we are discriminating on grounds of political opinion. So far as the Education Department is concerned it does not discriminate on ground of political opinion at all. (Shri Niranjan Sen Gupta : There

are scores of example.) You may not believe in it but I have got to say what I know. You may dispute it but I do not subscribe to your opinion ; I shall stand by my opinion. Education Department does not discriminate on grounds of political opinion. Education Department knows that there are teachers—even Government servants—who hold communist views ; still the Education Department has not dispensed with their services. Everybody knows it—I need not name any particular individual. There were or may still be professors of the Presidency College who hold communist views. I need not mention their names. Education Department only discriminates on the ground of subversive activities.

If a person holding a different opinion from our own, or a person holding the opinion to which the State subscribes indulges in subversive activities, certainly that person should not be taken as a teacher.

Sir, I am not prepared to accept the amendment moved by Shri Somnath Lahiri.

As regards the amendment of Shri Basanta Kumar Panda I would refer to Article 15 of the Constitution. As a practising lawyer he ought to have read this Article carefully. Article 15 runs thus : "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them" Almost all the words have been taken here in the clause before us. Sir, the State shall not discriminate—quite right—and it will be infringement of the provision of Article 15 if the State has been authorised under this sub-clause (2) to discriminate in any of those respects. What has been said in clause 6(2) is that private benefaction on grounds of religion or to promote caste or local interests may be accepted. Why ? Shri Subodh Banerjee made a mistake by describing the University as a Government institution. The University will not be a Government institution at all. The University as an organisation will not be a Government organisation. It will not be another Presidency College of Calcutta. It with be a University and the University shall notdiscriminate. Now Clause 6(2) deals with private persons benefactions. If a person comes forward to make any benefaction which may offend against Article 15 there can be no legal bar to accept it. If a private person makes a donation saying that some scholarships should be given to members of backward classe or to provide for free studentships for Muslims or Christians, certainly it will be for the University to decide whether to accept such a benefaction or not. Again, there is the phrase that there should be no discrimination as regards place. Suppose somebody comes forward and says "I make a benefaction for awarding scholarships that should be enjoyed by pupil from Nadia only". Why should there be any bar in accepting that ? Not only a University but colleges and other institutions also accept such benefactions. Such a benefaction as is made for the benefit of a particular community, for the benefit of persons belonging to certain religion or place, is often made, and, I think, there can be no bar in accepting such a benefaction under Article 15 of the Constitution.

Sir, I oppose all the amendments.

[12—12-10 p.m.]

The motion of Shri Somnath Lahiri that in clause 6(1), in line 2, after the word "sex" the words "political opinion, party affiliation", be inserted, was then put and a division taken with the following result :

NOES—91

Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Samarjit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakhan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, the Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath

Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—30

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 30 and the Noes 91, the motion was lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clauuse 6(2) be omitted, was then put and a division taken with the following result :

NOES—92

Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Samarjit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahaman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendaa Nath
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri

Misra, Sri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Norouha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—31

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mukhopadhyay, Shri Samar
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 31 and the Noes 92, the motion was lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 7

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that in clause 7(2), line 4, the words "at its discretion", be omitted.

ার, 'The Uuiversity may delegate such of its powers as it may deem xpedient to any of the subordinate authorities constituted by it under ıb-section (1) or to any of its officers, and may, at any time, withdraw, : its discretion, any power so delegated.'

এই কথার পর at its discretion বলার দ্বারা শুধু কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে—গণতান্ত্রিক ভঙ্গী এই at its discretion কথাটা বলার জন্য ব্যাহত হচ্ছে, এই কথাটা না বল্লেও কোন সুবিধা হয় না এবং এটা বলারও কোন প্রয়োজন নাই—অযথা এটা প্রয়োগ করে প্রভাব বিস্তার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, we want to vest lis power to the discretion of the University. Sir, I oppose this nendment.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 7(2), line 4, the ords, "at its discretion", be omitted was then put and lost.

The question that clause 7 do stand part of the Bill was then put and greed to.

Point of privilege

Shri Nepal Chandra Roy : On a point of privilege, Sir, কিছুক্ষণ আগে হাউসে ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জি মহাশয় একটা photostat copy দেখিয়েছেন।

Mr. Speaker : That matter has been settled.

Shri Nepal Chandra Roy : আমি শুনলাম Mr. Chatterjee written nplaint করেন নি যার জন্য police case investigate করতে পারে না, সেজন্য আমি Mr. hatterjeeকে অনুরোধ করছি তিনি একটা written complaint Home Ministerএর ছে দিন।

The Kalayani University Bill, 1960

Clause 8

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that for ause 8, the following be substituted, namely :—

"8(1) **Members of the University and their terms of office.**—The following persons shall be the members of the University :—

(*i*) the Chancellor, ex officio ;

(*ii*) the Vice-Chancellor, ex officio ;

(*iii*) the Director of Public Instruction, Government of West Bengal ;

(*iv*) the Director of Agriculture, Government of West Bengal ;

(*v*) a representative of the Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Council ;

(*vi*) seven representatives of the West Bengal Legislature to be elected on the basis of proportional representation ;

(*vii*) Deans of the Faculties of the Universities, ex officio ;

(*viii*) three representatives of the graduates of the University ;

(*ix*) the Principals of the Colleges, ex-officio ;

(*x*) two members to be elected by the Teachers of colleges elected from amongst themseves, in accordance with the provisions made by Statutes in this behalf ; and

(*xi*) three persons having special interest in University or technological education to be appointed by the Chancellor.

(2) The persons referred to in clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (ix) of sub-section (1) shall be the first members of the University.

(3) A member of the University other than an ex-officio member shall hold office for a period of two years :

Provided that a member elected in accordance with provisions of clauses (vi) and (x) of sub-section (1) shall cease to hold office as such as soon as he ceases to hold office as the member of the Legislature for the term he was elected and other Teacher of a college.

মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার amendmentএর যা উদ্দেশ্য তা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় বিলের আলোচনা করতে যেয়ে বিভিন্ন যেসব যুক্তি বিরোধীপক্ষ দেখিয়েছেন তার মধ্যে একটা যুক্তি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি যেভাবে গঠিত হবে তাতে সম্পূর্ণভাবে সরকারপক্ষের কুক্ষীগত হয়ে থাকবে। এবং এটা যে শুধু এবারই হয়েছে তা নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল থেকে আরম্ভ করে সরকার যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন—এটা একটা অশুভ ইংগিত যে, ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের কুক্ষীগত করার একটা প্রচেষ্টা চলেছে। নীতিগতভাবে আমরাই যে শুধু বলেছি তা নয়, যাঁদের আপনারা মৌখিক স্বীকৃতি দেন শিক্ষাবিদ্ বলে বা যাঁদের মতামত নিয়ে আপনারা কথা বলেন, তাঁরা কি বলেছেন ? আজকে আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠিত করতে হলে তার অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিতে হবে। কিন্তু তাঁরা অর্থ জোগাবেন বলে শিক্ষার ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের কুক্ষীগত করবেন তার কোন মানে নাই, তার কোন justification নাই। এটা যে শুধু আমাদের মত তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন যার কথা মাঃ শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নজীর হিসাবে দেখান, তাঁরাও বহুবার বলেছেন সরকারকে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিতে হবে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপার য়ুনিভার্সিটির উপর ছেড়ে দিতে হবে।

[12-10—12-20 p.m.]

ইউনিভার্সিটির স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে হবে এবং তাছাড়া শুধু ইউনিভার্সিটির স্তরেই নয় সমস্ত স্তরে শিক্ষার ব্যাপারটা শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্দের উপরে ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য নীতি হিসেবে বলার

সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এবং সরকারপক্ষ খুবই লিপ্ সার্ভিস দেবেন কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে। মুখে কে কি বলেছে সেটা বড় কথা নয়—কোন লোককে বা কোন একটা জিনিংকে বিচার করব তার কাজের দ্বারা। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করি না বা কার কি মোটিভ তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কারণ আমি জানি যে কারুর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে আমরা বেশীদূর এগুতে পারব না বা কার কতটা আন্তরিকতা আছে এবং তার গভীরতাই বা কতটুকু তা ডুবুরি নামিয়ে মেপে দেখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যা হোক, তিনি যে বিল পাইলট করছেন তাতে আইন হিসেবে দেখা দরকার যে সেই বিলের অধিকারগুলির মধ্য দিয়ে কি জিনিষ সূচিত হচ্ছে। আমার মনে হয় যেভাবে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছেন তাতে এই জিনিষই সূচিত হচ্ছে যে এটা সম্পূর্ণভাবে ঐ আমলাতান্ত্রিকদের হাতের মধ্যে থেকে যাবে। অবশ্য একথা আমি এর আগেও বলেছি এবং এখন আবার বিধান সভায় সেই জিনিষেরই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। আমি যে সব কথা বলে ছিলাম বা সামান্য সামান্য যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছিলাম তা সরকার গ্রহণ করেন নি এবং কেনই বা গ্রহণ করেন নি তার কোন যুক্তিও দেন নি। যেমন, তিনি ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীকে রেখেছেন কিন্তু আমি সেখানে ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীকে না রেখে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারকে রাখতে বলেছিলাম। কেন না এর ভিতর অনেক তফাৎ রয়েছে অর্থাৎ ডাইরেক্টর অব এডুকেসন-এর চেয়ে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার-এর এ বিষয়ে বেশী জ্ঞান আছে। It may be good, bad or indifferent কিন্তু তাহলেও তার সম্বন্ধে আমরা সমালোচনা করতে পারব। কিন্তু এটা ঠিক যে সেক্রেটারীর সংগে ডাইরেক্টর কিছুটা তফাৎ থাকবে কেন না সেক্রেটারী প্রায়ই এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ট্রান্সফার হন এবং সেইজন্যই ওখানের সংগে তার যোগাযোগ কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমার এই ইন্নোসেণ্ট সাজেসনটি গ্রহণ করেন নি এবং গ্রহণ না করার কোন যুক্তিও দেখান নি। তারপর ভাইস্ চ্যান্সেলারের ব্যাপারে যদিও আমি পরে বিশদভাবে বলব তবে ভাইস্ চ্যান্সেলার কন্ফারেন্সে যে আলোচনা হয়েছিল সেই রিপোর্টের কিছু অংশ আপনাদের শোনাতে চাই। এই কন্ফারেন্সে যে সমস্ত ভাইস্ চ্যান্সেলাররা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বামপন্থী বা রাজনৈতিক মতবিশিষ্ট লোক একথা বলব না। তাঁরা যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তখন এই শিক্ষা দপ্তরের উপর সরকারী কর্তৃত্ব কতটা রয়েছে এবং তা কিভাবে আসতে পারে সেইসব বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ভাইস্ চ্যান্সেলারের নমিনেসনের ব্যাপার নিয়েও আলোচনা হয়েছে এবং নমিনেসন সিস্টেম প্রসংগে বলতে গিয়ে Mr. H. V. Tribedi বলেছেন যে—

"As has happened in some cases the Chanceller has to act constitutionally, that is, in accordance with the advice of his Ministers and there is a possibility as has happened in some cases that the person whom the Chancellor is made to appoint is indeed the person selected by the party in power and who may or may not possess the desired qualification."

এই সমস্ত কথা কোথা থেকে আসছে? এসব কথা আসছে এমন সব লোকের মুখ থেকে যাদের ওঁরা শিক্ষাবিদ বলে স্বীকার করেন, যারা শিক্ষাদপ্তরের দিক্‌পাল হিসাবে গণ্য হয়ে আসছেন এবং যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলে পরিচিত। তবে তাঁদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু তাহলেও তাঁদের মত আমরা শুনব, বিবেচনা করব এবং তারপর যুক্তি দেবার চেষ্টা করব। কাজেই আজকে বিশেষভাবে এই প্রশ্নই আসছে যে সরকার যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন সেটা তাঁদের দৃষ্টিতেও এড়ায়নি। সুতরাং বর্তমানে আমাদের দেশের যে অবস্থা রয়েছে তাতে দেখছি যে দলীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁর দলীয় স্বার্থে সরকারী শাসনযন্ত্র তৈরী করছেন

এবং সেইভাবে আইনে তাঁদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা কাছে লাগাচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে এই জিনিস রয়েছে। কাজেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে যদি গণতন্ত্র হিসাবে আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে চাই তাহলে দলীয় স্বার্থ যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় সেই জিনিস হওয়া দরকার। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকার এসব কথা স্বীকার করবেন না।

সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড বিল নিয়ে যখন বিধান পরিষদে আলোচনা হয় তখন বিরোধী পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ইংরাজ আমলে বিরোধীপক্ষ থেকে বোর্ডকে অটোনমাস করে গঠনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু আজ তিনি তার উল্টো করছেন। এর উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে তখন বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ছিল বলে তখন এটার প্রয়োজন ছিল এখন আর সে প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত করছি যে এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখন যে শাসন ব্যবস্থা তাতে দলীয় শাসন রয়েছে। এই দলীয় শাসন ও শাসনযন্ত্র যে দলীয় স্বার্থে শুধু ব্যবহার হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা নয় এর বহু উদাহরণও হয়েছে। এর প্রমাণ আমরা শিক্ষার কেত্রে যেমন দেখেছি তেমনি এল. আই. সি, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশান বা ষ্টেট্ ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড-এ দেখেছি। এই রকম ধরণের জিনিসগুলিতে তাদের দৈনন্দিন এ্যাফিসিয়েন্সির নাম করে বিধান মণ্ডলীতে তাদের সম্বন্ধে আলোচনায় অধিকার অনেকখানি খর্ব করা হয়েছে। সরকার যুক্তি দেন যে এরা অটোনমাস বোর্ড বলে এদের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে এই ভাবে অটোনমি করে আলোচনার অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। আলোচনার অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হবে না বলে যে বলা হচ্ছে এই বলার মাধ্যমেই কংগ্রেসী ভণ্ডামীকে একটা কারুশিল্পে পরিনত করা হচ্ছে। এটা পুঁজিবাদী দেশেরই পরিচায়ক—অর্থাৎ যা বলবেন ঠিক তার উল্টো করবেন এরা যা বলবেন তা এমরেলিস করে, অরনামেণ্ট করে বলবেন। সেজন্য আমরা বলব যে শুধু বললেই হবে না তা কাজে দেখাতে হবে এবং সেদিক দিয়ে আমরা বিচার করব। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের আইন কানুনে কোথাও নেই যে ইউনিভার্সিটির অটোনমিতে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু টাকা দেবার অধিকার যাদের হাতে রয়েছে সেই purse-strings-এর কথা শুনে চলতেই হবে। এর উপর নূতন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গঠিত হতে যাচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর গঠন এমন ভাবে হচ্ছে যে সেখানে সরকারী আমলাদের আধিপত্যই হচ্ছে। এই যদি হয় তাহলে সেখানে কি জিনিস হবে সেটা বোঝাই যায় তার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমরা বলেছি। এই আইনের অজুহাতে সরকার যা খুশী তাই করবেন, যেমন ভাবে সেকেণ্ডারী বোর্ড অফ এডুকেশনকে সুপারসিড করা হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারীকেই সেখানে য়্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আইনে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড রয়েছে সেহেতু এই সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড বা তার এডমিনিষ্ট্রেটার সম্বন্ধে কিছু বললেই অমনি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলবেন যে এটা তো আমাদের শিক্ষা দপ্তর করেন না, সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড করে। এই সব শুনলে সেই ডাঃ জেকিল এর মিঃ হাইডের কথা মনে পড়ে যে একই লোক বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কাজ করেন। কাজেই এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার তাঁর নিজস্ব আমলাদের বসিয়ে দিয়ে তাদের মারফৎ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, অথচ সে সম্বন্ধে কোন কিছু বললেই তখন শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলবেন যে এটা তো ইউনিভার্সিটি করেছে—আমরা করিনি এবং আমরা যে ইউনিভার্সিটির কথা বলি সেই কথা দিয়েই তিনি আমাদের উপর আক্রমণ করবেন। অর্থাৎ তখন বলবেন যে আপনারাই ইউনিভার্সিটির অটোনমির উপরে হস্তক্ষেপ করছেন।

[12-20—12-30 p.m.]

কাজেই সেই ধরণের জিনিসের অবকাশ যাতে না থাকে সেজন্য ইউনিভার্সিটির যে গঠন-পদ্ধতি সেই গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি বা আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা যে জিনিস বলেছেন, তাদের প্রস্তাবে কিছু কিছু ইতরবিশেষ থাকলেও মূল জিনিস তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, ওখানে যে সরকারের লোক থাকবে না তা নয়, সরকারের কিছু লোক থাকবে কিন্তু এমন লোক থাকবে যারা সত্যসত্যই এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন, যাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তা ছাড়া থাকবেন যাঁরা সত্যিকারের শিক্ষাবিদ্ যাঁরা এ-ব্যাপারে জানেন এবং তাঁরাও আসবেন এমনভাবে যাঁরা স্বাধীনচেতা লোক, স্বাধীনভাবে যাঁরা মত প্রকাশ করতে পারেন, শিক্ষা-ব্যাপারে যাঁরা নির্ভীকভাবে বলতে পারেন। তাছাড়া যাঁরা প্রিন্সিপাল, যাঁরা শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে যেসমস্ত স্নাতক বেরিয়েছে সেই স্নাতকদের প্রতিনিধি, এরা যাতে থাকেন তার ব্যবস্থা করার কথা সকলে বলেছেন। এই জিনিসটা হলে একদিক দিয়ে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিকভাবে চলবার সুযোগ পাবে তেমনি বিভিন্ন ধরণের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাগুলি ওখানে প্রতিফলিত হবে এবং সেটার প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় যত প্রতিষ্ঠা করবার কথা হচ্ছে বা যতগুলি হচ্ছে কোনটা ivory towerএ থাকবে না, আমাদের দেশের দৈনন্দিন যে সমস্যা সেই ব্যাপারের সংগে তাদের জড়িত হতে হবে। সুতরাং সমস্যার বিভিন্ন দিক সেখানে যাতে করে প্রতিফলিত হয়—বিভিন্ন দিক মানে এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার একটা বিধানসভা বানিয়ে তুলতে হবে—তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিক থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে সেই শিক্ষক, স্নাতক, অভিভাবক এবং যাঁরা এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা সকলেই যাতে ওখানে থাকতে পারেন এবং মতামত দিতে পারেন এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। সেইসংগে আমার য়্যামেণ্ডমেণ্টে বিভিন্ন ধরণের প্রতিনিধিত্ব যাতে ওখানে হয় তারই কথা বলেছি এবং সেই সংগে সংগে এই কথা বলেছি যে বিধানমণ্ডলীর প্রতিনিধি সেখানে থাকা দরকার এবং এইজন্য এটা বলেছি যাঁরা বিধানমণ্ডলীতে আসেন তাঁরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। অবশ্য একথা আমি বলি না যে বিধানমণ্ডলীতে আমরা যাঁরা এসেছি তাঁরা সমস্ত জ্ঞান একচেটিয়া করে নিয়েছি বা জ্ঞানের শেষ কথা শিখেছি বা আমরা জ্ঞানের দিক দিয়ে সমস্ত দিক্‌পাল বা দিগ্‌গজ। কিন্তু একথা ঠিক যে আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি, তাদের কি প্রয়োজন, তাদের কি সুবিধা-অসুবিধা, তাদের চাহিদা, আশা আকাঙ্খা, এগুলির সংগে আমরা পরিচিত। সুতরাং এখানকার লোকেরা যদি ওখানে থাকেন তাহলে জনসাধারণের যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের দিক দিয়ে তারা বলতে পারবেন। বিধানসভা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে একটা যোগাযোগ থাকবে এবং এই যোগাযোগ একটা সম্পূর্ণ অভিনব জিনিস নয়। কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিধানসভার প্রতিনিধি রয়েছেন। যদিও রয়েছে তবুও সেই জিনিসটা আমাদের পক্ষে খুব প্রশংসাজনক নয়। তাঁদের ম্যাজরিটি আছে, তাঁরা তাঁদের দলের লোক পাঠাতে পারেন কিন্তু তাঁরা যদি শিক্ষাবিদ্ এইরকম লোক পাঠাতেন তাহলে কোন আপত্তি ছিল না। কাজেই বিধানসভার যাঁরা প্রতিনিধি যাবেন তাঁদের যাবার কথা বলার সংগে সংগে এই জিনিসটা আমাদের ভাবতে হয় যে বিধানসভার প্রতিনিধি পাঠানোর নীতি এমনভাবে যেন গ্রহণ করা হয় যাতে সেখানে উপযুক্ত লোক যেতে পারেন যার দ্বারা সেখানে বিধানসভার বিভিন্ন মত এবং বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়।

তারপর আমরা Deans of faculties of the Universities, representatives of the graduates of the University এরকম অনেকগুলি জিনিস বলেছি যেগুলি খুব বিশে

ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। সেগুলি দেয়ার উদ্দেশ্য কি সেটা আমরা বলেছি। এইসংগে আর একটা জিনিস আমি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উঠে কি বলবেন সেটা আমরা য়্যাটিসিপেট করতে পারি, কেননা এর আগে তিনি যা যা বলেছেন—সরকারের যে নীতি এবং দৃষ্টিভংগী তার সংগে আমার সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। তাহলেও এই জিনিসটা বলতে হয়, বিশেষভাবে যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তিনি কৃষি এবং কৃষি-সংক্রান্ত যেসমস্ত বিজ্ঞান সেগুলি শিখানোর জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁর সেই চেষ্টা কতটুকু কার্যতঃ হবে না হবে সেইসমস্ত নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু এই প্রসংগে বলবো যে এটা একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস আমাদের দেশে হতে যাচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সেদিন বল্লেন যে আমরা এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সংগে পরামর্শ করেছি। আমাদের শিক্ষাবিভাগের দুজন লোক ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব্ য়্যামেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় কুড়ি দিন ঘুরে তাঁরা এইসমস্ত দেখে এসেছেন। এটা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম তখন হাউস্ অব্ কমন্সএ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা হত এবং বিলাতী ইংরাজ-সদস্যরা প্রায়ই একজন অন্যজনকে বলতেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে? ভূতপূর্ব সিভিলিয়ানরা বলতেন আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমরা এতদিন ভারতবর্ষে থেকে এসেছি। একজন জাহাজে চড়ে বিলাত থেকে এলেন এবং বোম্বেতে ট্রেণে চড়লেন—ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে তিনি আবার কোলকাতা থেকে বিলাতে ফিরে গেলেন এবং বল্লেন দেখ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ঠিক সেইরকম আমাদের শিক্ষাদপ্তরের দুজন লোক ঘুরে এসেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যাঁদের কৃষির সংগে কোন সম্পর্ক নেই, যাঁরা কাগজপত্র দেখে ফাইল দেখে এরকম প্রশাসনিক কাজকর্ম করেন তাঁরা কুড়ি দিন ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব্ য়্যামেরিকায় ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট কলেজগুলি কিভাবে চলে সেই সমস্ত দেখে এলেন এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তারই উপর জোর দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন যে আমরা বিশেষজ্ঞদের মত নিয়েছি, বিশেষজ্ঞরা এই বলেছেন—সুতরাং আর কি আছে, আমাদের ভোট দিয়ে দিন। ভোট তো আপনারা পাবেনই। ডাঃ আমেদ ইনি কৃষিমন্ত্রী ছিলেন অনেকদিন, অবশ্য জানি না মন্ত্রী হিসাবে কৃষির সংগে প্রত্যক্ষভাবে ওঁর কতখানি যোগাযোগ ছিল। তবুও উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন হয়ত কিছুটা যোগাযোগ ছিল—ওঁকে যদি পাঠাতেন তাহলে না হয় বুঝতাম কিন্তু তা করেননি। যা হোক, আমি আর বেশী সময় নিতে চাই না। আমার কথা হচ্ছে নূতন ধরণের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আপনারা করতে যাচ্ছেন। কাজেই প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা পূর্ণাংগ পরিকল্পনা যেমন প্রয়োজন তেমন এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সময় দেখা উচিত যাতে সত্যসত্য কৃষি এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, যাঁরা এইসমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার করতে পারবেন তাঁদের যেন সম্পূর্ণভাবে রাখা হয়। গতানুগতিকতায় দোষমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন এবং মৌলিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে যাঁরা চিন্তা করতে পারবেন এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের খেয়ালখুসীর দিকে না তাকিয়ে যাঁরা স্বাধীনভাবে মত দিতে পারবেন এইরকম লোক নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে সে-সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

Shri Jagannath Kolay: Sir, I beg to move that after sub-clause (3) of clause 8, the following sub-clause be added, namely :—

"(4) As soon as may be after the University has been first established, it shall take all necessary steps to enable the persons referred to in clauses (vii), (x) and (xi) of sub-section (1) to join as members of the University."

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 omorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-30 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 11th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

———

Vol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—12

11th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 11th April, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 208 Members.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker : There is one adjournment motion. The honourable member may read it.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, my adjournment motion reads as follows :

The House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz. the failure of the Labour Department and the police officers of the Meteli police station, district Jalpaiguri, to take steps against the management of the Betibari tea estate who have recently dismissed about one hundred workers and have let loose a reign of terror against this labour resorting to assault and looting of property with a view to force them to leave the garden.

Motion under Rule 68 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Sir, I beg to move for leave to withdraw the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958, as reported by the Joint Committee.

Sir, a few words are perhaps necessary for explaining this rather unusual step. There has arisen certain recent question in connection with this and certain drafting changes will also be necessary. Our concerned departments are examining these two aspects of the matter. I hope they will finalise soon. Withdrawal of this Bill does not mean that we are giving it up. A New Bill will be placed, if necessary, before the Legislature or, if the Legislature is not in session, perhaps through an Ordinance.

Shri Ganesh Ghosh : We, Sir, strongly oppose the suggestion that has just now been made by the Minister Hon'ble Mr. Sinha. The Bill is not certainly very comprehensive. We have many things to say for

better modification of the Bill, but still now we understand very strong reactionary pressure has been brought to bear upon the Minister. If there is no provision for punishment for illegal transaction of the land, naturally there will be no hope for the landless. So we oppose this withdrawal motion.

Shri Subodh Banerjee : Mr. Speaker, Sir, এই motion to withdraw the bill আলোচনা সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আমি Rule 68 এর দিকে আপনাকে নজর দিতে বলছি। Rule 68এ বলছে—আমি challenge করছি না যে মন্ত্রী মহাশয়ের ক্ষমতা নেই—মন্ত্রী মহাশয় পারেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে আলোচনা হতে হবে এবং তাই আমি আপনাকে Assembly procedure rules দেখিয়ে আপনাকে বলছি যে rule 68এ বলছে—the member in charge of a Bill may at any stage of the Bill more than the Bill be withdrawn and if such motion be carried the Bill shall be withdrawn accordingly। তাহলে first point হচ্ছে bill withdraw করতে গেলে একটি motion করতে হবে। Minister in Charge of the billগুলি motion এনেছেন আমরা দেখছি। তাহলে motion একটা এসেছে। It is a motion—একটা motion করতে হবে। এর পরে যা-কিছু তা motion chapter দ্বারা covered হবে, আমি rule 42 এবারে আপনাকে দেখাচ্ছি—তাতে বলছে—When any member has moved a motion, other members may speak to it in such order as the speaker may direct. তাহলে একটা motion এলে তার উপর অন্যান্য মেম্বাররাও বলতে পারেন। Speaker গণেশবাবু বলেছেন, আমি point of order দিয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই motionএর উপর আলোচনা চলতে পারে। আমার যুক্তি হচ্ছে It is a motion যে-কোন memberএর উপর বলতে পারেন। Rule 46 sub-rule (1) এখানে দেয়া যেতে পারে। এখানে আছে A member who has moved a motion shall not withdraw etc. এটা কি বলছে? কোন motion যদি হয় to discussion shall be permitted on a request for leave to withdraw except with the permission of a speaker. এখানে যেটা এসেছে সেটা Leave to, withdraw a motion নয়! Motion এসেছে for leave to withdraw a Bill. Leave to withdraw a motion এবং leave to withdraw a Billএ কি কোন তফাৎ নেই? এটা কোথাও নাই যে Leave to withdraw a Bill এর উপর আলোচনা চলবে না। এটা তো Leave to withdraw a motion নয়। কাজেই এটার উপর আলোচনা চলবে। That is my first contention.

Mr. Speaker : Leave to withdraw a Bill is not a motion ?

Shri Subodh Banerjee : Leave to withdraw a Bill is a motion. Leave to withdraw a motion, not Bill, cannot be debated upon.

এ-দুটির তফাৎ বুঝুন। Leave to withdraw a motion এবং Leave to withdraw a Bill এক নয়। Leave to withdraw a Bill is not the same a leave to withdraw a motion—আমার point এইটে। আইন বলছে Leave to withdraw a motionএর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আলোচনা চলতে পারে না। Leave to withdraw a Billএর ক্ষেত্রে আলোচনা চলতে পারে না—একথা কোথাও নেই। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে যেহেতু এটা Leave to withdraw a Bill সেই হেতু আলোচনা চলতে পারে।

Mr. Speaker : Ganesh Babu has objected to the motion of withdrawal. Here is the motion of withdrawal and he has objected to it Therefore, I shall put the motion to vote. I refer to the rule you have already referred. 'Leave to withdraw a Bill' is a motion and, as such, I do not allow any discussion on this matter.

Shri Subodh Banerjee : ভোটের আগে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আলোচনা হতে পারে। আলোচনা হতে পারে না এটা কোন্ জায়গায় আছে? Sub-rule (2) দেখুন।

Mr. Speaker : Order, order. I have given my ruling and I stick to it. I have considered all the points.

Shri Subodh Banerjee : তাহলে আমি written ruling চাইব I demand that a written ruling should be given on it.

Mr. Speaker : I shall give it to-morrow.

Shri Subodh Banerjee : আমার এই pointটা বুঝেছেন বলে আমি satisfy হতে চাচ্ছি so that we can perform our duties properly। আমি clarified হতে চাই Assembly'র আইন কানুন সম্বন্ধে।

[3-10—3-20 p.m.]

সেই পয়েন্টটা বুঝুন! এখানে সে রুল নাই। আপনি আমার পয়েন্ট touch করেন নাই। দুটোর মধ্যে difference রয়েছে। আপনি কি মনে করেন motion to withdraw a bill, আর leave to withdraw a motion—এই দুটো এক কি না, এইটার decision আগে হোক্, যেখানে আপনার রুলিং টেকে না। এই leave to withdraw a motion, আর motion to withdraw a bill—এ দুটোর difference আছে, যেখানে Rule 46 কোথায় লাগে?

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha for leave to withdraw the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958, as reported by the Joint Committee, was then put and a division demanded.

[When the division bell ceased ringing]

Shri Deben Sen : On a point of order, Sir ..

Mr. Speaker : In the midst of a division there cannot be any point of order.

Shri Deben Sen : A point of order can be raised at any time...

Mr. Speaker : No ; please take your seat. I have given my ruling. You ought to have raised it before.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha for leave to withdraw the West Bengal Estates Acquisition (Third Amendment) Bill, 1958, as reported by the Joint Committee, was the put and a division taken with the following result :—

AYES—86

Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudhara i
Ghosh The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhuri, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalak nta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Mallick, Shri Ashutosh
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Praful'a Chandra
Sen, Shri Santi Gopal

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Phanis Chandra
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar

NOES—49

Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Trafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul, Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 86 and the Noes 49, the motion was carried.

Point of order

Shri Deben Sen : On a point of order, Sir, আমার point of order হচ্ছে এটা আগে বলে দেননি। Agendaএ কাল ছিল না, পরশু ছিল না, এবং তার আগের দিনও ছিল না। আজকে এটা হবে তা বলে দেননি। দ্বিতীয়তঃ, আজকে আমরা জানতাম কল্যাণী বিল হবে, তৃতীয়তঃ, question hour একঘন্টা হবে। সুতরাং আজকের listএ এটা আসতে পারে না। আমরা এটা oppose করছি এবং আমাদের procedure আছে তাতে আমি জানতে চাই whether it is in order। এটাই হচ্ছে আমার point of order।

Mr. Speaker : So far as Questions are concerned, I gave notice not in the House, but in the House it was circulated that no questions would be taken up today.

[Cries of 'No' 'No' from the Opposition benches]

Mr. Speaker : Mr. Ghosh, you were informed.

Shri Ganesh Ghosh : I was informed later—after about an hour.

Mr. Speaker : We agreed with each other and then the informatio was given.

Shri Subodh Banerjee : কাকে বলেছিলেন ? আপনার private chamber যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে তা দিয়ে House govern হবে না। I draw your attentio to the list of business of today. The Speaker is found to follow the lis of business circulated to the members.

Mr. Speaker : So far as the question of giving leave to the Hon'bl Minister is concerned, it was brought to the notice of the honourabl members long before.

Shri Deben Sen : বলেছেন long before কিন্তু কবে হবে তা জানি না।

Mr. Speaker : At any time it can be taken up.

Shri Subodh Banerjee : Questions আজকে হবে না এটা বলে দেওয়া হয়নি শুধু তাই নয়, যে list of business দিয়েছেন তাতে there will be questions রয়েছে সুতরাং how can you take up other matters first ?

Shri Deben Sen : আমার কথা হচ্ছে আপনি এই বিল take up করছেন কি করে ?

Shri Subodh Banerjee : যে list of business দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি। List of businessএ আছে questions and answers এটা first business। Questions to be asked and answer to be given আমরা জানি questions হবে, সেই কারণে আমি আপনাকে বলছি আমি Libraryতে গিয়েছিলাম বই আনতে। আমাদের এখানে general procedure হচ্ছে, questions যদি না হয় তাহলে আগের দিন Houseএ বলে দেওয়া হয়, there will be no questions। সেদিন বলে দেননি যে আজকে questions হবে না। তারপর list of business যা দেওয়া হয়েছে তাতেও লেখা রয়েছে questions হবে। কিন্তু তা না হয়ে Second business চলে আসবে তা হতে পারে না। এটা absurd।

Shri Deben Sen : আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, আপনি এটা পুনর্বিবেচনা করুন।

[3-20—3-30 p.m.]

Notice for withdrawal of Bill

Shri Ganesh Ghosh : আমি অনুরোধ করব, আপনি জিনিষটা পুনর্বিবেচনা করুন। আজকে যে motionটা আসবে আমাদের আগে থেকে নোটীশ দেওয়া ছিল না।

Mr. Speaker : The session is going to be closed tomorrow. This matter has been pending for the last ten days before the House. Notice was given that this motion would be moved by the Hon'ble Minister during this session.

Shri Ganesh Ghosh : We were not informed as to when it will be moved.

Mr. Speaker : In the list of business it has been mentioned that in this session this motion would be moved. Notice was given. If that is so, I think there has been no irregularity in this matter. You have got this circular. So far as the questions are concerned, after the House was adjourned on Saturday I asked the Chief Whip of the Congress Party to meet the Chief Whip of the Opposition. I was given to understand that information has been conveyed to him. If that is a fact, I have taken it that all the members have got notice.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : How ?

Mr. Speaker : Through the Chief Whip of the Opposition.

Shri Subodh Banerjee : আপনি যদি হাউস চলার সময় জগন্নাথবাবু কিম্বা গণেশবাবুকে বলতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। কিন্তু হাউস ভেঙ্গে যাবার পর আপনি Whipকে বলবেন, it is natural তারা আমাদের কি কোরে জানাবেন ?

Shri Jagannath Koley : কথাটা হচ্ছে—হাউসের পর আমি oppositionএর Chief Whipকে পাইনি, উনি বোধহয় একটু আগে চলে গিয়েছিলেন তাই আমি তাঁকে Telephoneএ জানিয়েছিলাম।

Mr. Speaker : I assure the honourable members that I shall be very careful in future.

Action against the officers of the Board of Secondary Education

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আমি শনিবার এই বিধান সভায় যে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে Secondary Boardএর সমস্ত কাগজপত্র seise করা হউক এবং যে সমস্ত কর্মচারীদের নাম উল্লেখ করেছিলাম তাদের strong roomএ ঢুকতে দেওয়া বন্ধ করা হউক। এই সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বাজেটের General Administrationএর খাতে corruptionএর সম্বন্ধে বলতে উঠে এই আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন যে He will not spare anybody, not even his own self.

আমার খবর হচ্ছে এর পরেও সেই ৪ জন অফিসার যাদের নাম করেছিলাম—Mr. D. P. Raichoudhuri, Mr. B. Banerjee, Secretary, Deputy Secretary তারা strong roomএ যাতায়াত বন্ধ করেন নি। এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করেন নি। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সেইদিনই অপরাধ বিভাগের Deputy কমিশনার এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিন্তু Deputy কমিশনার তাঁদের জানিয়েছেন যে এই সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনরূপ তদন্তের নির্দেশ আসেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। যেখানে বাংলাদেশের স্বার্থ জড়িত। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে কার্যকরী হচ্ছে না আমি ধরে নেব এই মন্ত্রীমণ্ডলী এই দুর্নীতি প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেইজন্যই তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন।

Dr. Radhakrishna Pal : স্যার, ডাঃ চ্যাটার্জি যে সমস্ত অভিযোগ আনলেন সে সম্বন্ধে কিছু অথেন্টিক কি কিছু দিতে পারেন ?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Yes, authentic.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : স্যার, একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Mr. Speaker : আর কিছু নয়।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : আপনি যদি ধরে থাকেন যে বিধানসভা কালকেই শেষ করতে হবে এবং আমাদের যদি কিছু বলতে না দেন তাহলে নিশ্চয় আপনি অন্যায় করবেন।

Mr. Speaker : আপনাদের সাহায্য না পেলে কালও শেষ হবে না।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : একটা গুরুতর ব্যাপার যেটা আমি বলছি, সেটা আপনি আগে শুনুন।

Mr. Speaker : Whenever a motion of importance is to be moved, leave is taken beforehand from the Speaker. If no leave is taken and if every member goes on doing like this, then how can the business of the House be conducted ? That is my point. You ought to have come to me and taken leave of me.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : আমি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করব।

Mr. Speaker : Please sit down and you kindly bring your matter to me just after recess. I will see what can be done.

The Kalyani University Bill, 1960

[3-30—3-40 p m.]

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 8(1), for the items (iii), (iv), (v) and (vi), the following items be substituted, namely :—

(iii) the Director of Public Instruction, West Bengal, ex-officio ;

(iv) the Director, Bose Institute, ex-officio ;

(v) the President, Indian Association for the Cultivation of Science, ex-officio ;

(vi) the Director of Agriculture, West Bengal, ex-officio.

Sir, I beg to move that in clause 8(1), item (x), line 1, for the word "members" the word "persons" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(1), in item (x), line 1, after the word "Teachers" the words "not being Principals", be inserted.

Sir, I beg to move that in clause 8(1), after item (xi), the following item be inserted, namely :—

"(xii) two persons to be elected in accordance with the provisions made in this behalf by Statutes by members of Governing Bodies of colleges, not being Principals or Teachers of colleges, from amongst themselves".

Sir, I further beg to move that in clause 8(2), in line 2, after the words "two years" the words "from the date on which he is elected or nominated" be inserted.

Sir, I beg to move that after clause 8(2), the following be inserted, namely :—

"(2a) A person ceasing to be a member by reason of the expiry of his term of office shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination".

Sir, I again beg to move that after clause 8(3), the following be inserted, namely :—

"(4) As soon as may be after the University has been first established, it shall take all necessary steps to enable the persons referred to in clause (vii), (viii) and (x) of sub-section (1) to join as members of the University".

স্পীকার মহাশয়, বিলের ৮ নম্বর ধারাটা একদিক থেকে সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা। কারণ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীতে কারা থাকবেন সেই সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বিলের ৮ নম্বর ধারায় পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যদি উপযুক্ত লোক না থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। সুতরাং এদিক থেকে বিবেচনা করলে বিলের ৮ নম্বর ধারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দফায় আলোচনাকালে এই জিনিষ আমরা দেখিয়েছিলাম যে ক্ষমতা করায়ত্ব করা সম্বন্ধে সরকারপক্ষীয় লোকেরা যে কথা বলে থাকুন না কেন ক্ষমতা করায়ত্ব করার পর তাঁরা প্রতিটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আমি স্যাডলার কমিশনের কাছে ডাঃ রায় যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলতে চাই। ডাঃ রায় স্যাডলার কমিশনের সামনে ১৯১৮ যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন—"our education should be cheap, our education should be democratic". সেই ডেমোক্রেটিক সিসটেমের অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যথাসম্ভব সরকারী হস্তক্ষেপ থাকবে না। কিন্তু এই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি ক্ষমতা আসার পর সরকার ভঙ্গ করেছেন। আমি জানি যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমার এই যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেবেন যে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনষ্টিটিউশান দেখুন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান দেখিয়ে বলবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকার এমন নূতন কিছু করছেন না। আমার তাই বক্তব্য হচ্ছে যে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে যেখানে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে দেখছি যে পপুলার রিপ্রেজেণ্টেশান-এর যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। অথচ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেখছি যে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে পপুলার রিপ্রেজেণ্টেশান বন্ধ করে দিয়ে সরকারী রিপ্রেজেণ্টেটিভ দিয়ে, সরকারী কর্মচারী দিয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট বডি গঠনের প্রচেষ্টা চলছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে সিনেট, সিণ্ডিকেট নাম হল কি হল না সেটা বড় কথা নয়। আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয়তে সিনেট, সিণ্ডিকেট টার্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু টার্মটা বড় কথা নয়। কিন্তু সিনেট, সিণ্ডিকেট বলে যে গভর্নিং বডি দিয়েছেন তাতে য়্যাট পার যে বডিগুলি আছে সে বডিগুলির মধ্যে কতগুলি সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিনিধি হবে তা দেখুন। প্রথমে শুধু Chancellor, ex-officio, Vice-Chancellor, ex-officio –এছাড়া Secretary Department of Education, Secretary Department of Finance, Secretary Department of Agriculture and Food Production, Secretary Department of Animal Husbandry.

তারপর 5 members nominated by the Chancellor—অর্থাৎ চ্যান্সেলারের নমিনেশানে লোক আসছেন। Principals of the Constituent Colleges নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন। কিন্তু এই প্রিন্সিপ্যালরা হচ্ছেন সরকারী লোক। কেবলমাত্র ২ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন। অর্থাৎ এতগুলি লোকের মধ্যে মাত্র ২ জন পপুলার রিপ্রেজেন্টেশান-এ আসবেন। আমি আগে বলেছি যে শিক্ষার সঙ্গে ৩ জাতের লোক সংশ্লিষ্ট থাকেন একটা হচ্ছে—interested persons is institution and organisationএ তাঁদেরই রিপ্রেজেন্টেটিভস থাকেন। আপনারা এগ্রিকাল্‌চারাস ইন্‌ষ্টিটিউট করতে যাচ্ছেন, এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ করতে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের দেশে বটানীতে প্রথম অরগ্যানিজেশান্ যেটা আছে তাঁদের কেউ এর মধ্যে নেই। আপনারা আচার্য জগদীশচন্দ্রের নাম করেন অথচ আচার্য জগদীশ চন্দ্রের যে ইন্‌ষ্টিটিউট, বোস ইন্‌ষ্টিটিউট—আমাদের দেশে প্রথম বটানীতে সিষ্টেমেটিক রিসার্চ আরম্ভ করেন তাঁদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেন না। আপনারা এঁদের নেবেন না, অথচ বলছেন যে এগ্রিকালচারাল কলেজ করছেন। এগ্রিকালচারের সঙ্গে বটানী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অথচ সেই বটানীর যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে তার ডাইরেক্টার এর মধ্যে এলেন না বা তাঁদের কেউ এর মধ্যে থাকলেন না। আপনারা বলছেন যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এনাইড সায়েন্সের চর্চা হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এনাইড সায়েন্সের চর্চার জন্য অরগ্যানিজেশান আছে Indian Association for the Cultivation of Science. এমন একটা প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন তার কোন প্রতিনিধি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেই। কিন্তু কে আছেন—সেক্রেটারী এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট। সেক্রেটারী এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট, আই. সি. এস. বা আই. এ. এস. হতে পারেন, কিন্তু what does he know of education? আপনি যদি বলতেন ডি. পি. আই.-কে নিচ্ছেন তাহলে একটা কথা ছিল। আজ হতে পারে ডি. এম. সেন সেক্রেটারী কাম ডাইরেক্টার, কিন্তু এটা সব সময় নাও থাকতে পারে। আপনার যদি ইচ্ছা হয় যে ডি. এম. সেনকে দিতে হবে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু তাহলে সেক্রেটারী বলছেন কেন? সেক্রেটারী যাঁরা হন—সেই আই. এ. এস. অফিসার বা আই. সি. এস. অফিসার—তাঁরা এককালে ভাল ছাত্র ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন চাকরীর মধ্যে দিয়ে তাঁরা একটা জিনিষ শিখেছেন যে কেমন করে সরকারকে তোষামোদ করা যায়, কেমন কায়দা করে চলতে হয়, কিন্তু are they academicians?

শিক্ষার সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ফাইল বাজী করা, এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসান চালান, তাদের আপনি বসিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের দেশে তারা শিক্ষা চালাবে। Are they connected with any of the Universities, with any of the educational institutions of the country? দ্বিতীয় জিনিস, Agriculture Secretary বসাচ্ছেন। আশ্চর্যের কথা—ঠিক সেই যুক্তি। আপনারা ভুলে জান যে সরকারী দপ্তরখানা ভাগ করেছেন। কি ভাগ করেছেন, না, administration চালাচ্ছেন সেক্রেটারী, technical দিকটা দেখার জন্য director. Director of Agricultureএর কি function, না, technical aspect of Agriculture। অথচ আশ্চর্যের কথা সেখানে Director of Agricultureএর কোন স্থান নেই। কল্যাণী ইউনিভার্সিটি যাকে আপনারা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছেন সেখানে স্থান আছে কার, না, C. K. Royএর মত লোকের অর্থাৎ আমাদের যিনি সেক্রেটারী। C. K. Roy বলে কিছু নেই কারণ আজ C. K. Roy সেক্রেটারী আছেন, কাল C. K. Roy সেক্রেটারী না থাকলে অন্য কোন লোক আসতে পারে। কিন্তু point হচ্ছে Director of Agriculture থাকবে না সেক্রেটারী থাকবে? Secretary of Agriculture উনি agriculture সম্বন্ধে কোন মত দিতে পারেন না But Director of Agriculture

is a technician, তিনি agriculture সম্বন্ধে মত দিতে পারেন। He is an expert on the subject. অথচ আপনারা সেই Directorকে বাদ দিয়ে নিয়ে নিচ্ছেন সেক্রেটারীকে। আপনারা কি চান যে বিশ্ববিদ্যালয় না হয়ে it will be an appendage to your Education Department? এই যদি চান তাহলে বলুন—বিশ্ববিদ্যালয় করার কোন দরকার নেই, তাহলে Governing Body করার দরকার নেই। একজন Special Officer লাল রঙের তিনতলা বাড়ীতে বসিয়ে রেখে দিন who will be in charge of Kalyani University, তিনি যা বলবেন তাই চলবে। এই বিলাসিতা করার দরকার কি? বলবেন University করছি, তার Governing Body করছি, তাকে autonomous body করছি, আইন সভায় কোন আলোচনা করতে পারবেন না। Internal administration সম্বন্ধে আপনারা কোন আলোচনা করতে পারবেন না কারণ সেটা autonomous body, statutory body। তাকে আপনারা কোন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন না it is an appendage to the Education Department. এ জিনিস চলতে পারে না। এ জিনিস চালান অযৌক্তিক বলে মনে করি। তৃতীয়তঃ আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যেটা আপনারা আগে বলেছিলেন, যে education system should be democratic। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছি। তাতে আমি যারা সরকারী কর্মচারী তাদের সরিয়ে দিয়ে যাতে সেখানে popular representative যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। আমি বলেছি যে Secretary of Education Departmentএর বদলে Director of Public Instruction নিন, তবুও বুঝব যে তিনি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট administration ছাড়া।

[3-40—3-50 p.m.]

দ্বিতীয় জিনিস আমি বলেছি যে আমাদের দেশে Botany চর্চা করার একমাত্র institution রয়েছে Bose Institute। তার Directorকে নিন—হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই যে তিনি মন্ত্রী হয়ে ১৯৫১ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরি করেছেন বলে যে গর্ব করেন—আমি জানি, সেই আইনটার মধ্যে বহু ত্রুটি, বহু গলদ আছে, তবুও আমি বলব আপনার বিলের মধ্যে Bose Instituteএর Director ex-officio member হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের Senateএ স্থান পেয়েছেন, তাকে নিন। তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের লোক নন, তিনি বামপন্থী দলের লোক নন, এই রকম লোক যদি আপনাদের Universityতে যায় তাহলে আপনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। আপনাদের ভয় আছে আমাদের সম্বন্ধে কিন্তু এদের সম্বন্ধে আপনাদের ভয় থাকার কোন যুক্তি নেই। তৃতীয় জিনিস, President, Indian Association for the cultivation of Science এঁকেও দিয়েছি। আমি নতুন কিছু দিইনি, কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Senateএ উনিও ex-officio member হিসাবে আছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের রাখলে কি ক্ষতি হবে তা আমি বুঝি না।

চতুর্থতঃ, সেক্রেটারী এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের জায়গায় আমি দিয়েছি ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার কারণ he is after all a technical man.

কাজেই টেক্‌নিক্যাল ম্যানের সেখানে যাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। পঞ্চমতঃ, যে জায়গায় বলেছেন শিক্ষকদের দুজন প্রতিনিধি থাকবেন সেই জায়গায় আমি বলেছি পাঁচজন প্রতিনিধি থাকা দরকার। শিক্ষামন্ত্রীকে আমি একটু ধন্যবাদ দেব তিনি পঞ্চমতঃ বর্ধমান ইউনিভার্সিটির বেলায় যে ভুল করেছিলেন কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বেলায় সেই ভুলটা শুধরেছেন। আমরা

বলেছিলাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন জয়েন্ট চান্সেলারের স্থান কেন হবে—তিনি তখন বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তাঁদের থাকা উচিৎ। আবার যখন বল্লাম যে তাহলে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি নেই কেন—তখন তিনি বলেছিলেন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটসই নেই, রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি থাকবে কি করে? তখন আমরা তাঁর যুক্তির ফ্যালানী দেখিয়ে বলেছিলাম যে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট না থাকার জন্য যদি রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি স্থান না করে থাকেন তাহলে জয়েন্ট চান্সেলার না থাকা সত্বেও জয়েন্ট চান্সেলাররা স্থান কেমন করে পেলেন? তিনি তখন মুখে খুব তর্‌পে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু আমাদের যুক্তি তিনি খণ্ডাতে পারেন নি। আজ দেখছি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন জয়েন্ট চান্সেলার নেই অর্থাৎ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে যুক্তি আমরা সেদিন দিয়েছিলাম সেই যুক্তি খাঁটি, তবে পুরানো বনেদী জমিদার, তার উপর মন্ত্রীত্বের ভ্যানিটি আছে—অপোজিসন ভুল দেখিয়ে দেবে আর সেই ভুলটা স্বীকার করে নেব এই গর্ববোধ তিনি কেনই বা দিতে পারেন নি। আমি তাঁকে দোষ দিই না, বয়স হয়েছে তাঁর দীর্ঘ দিন একটা য়্যাটমনকে যায়। একটা ট্রাডিসনের মধ্যে মানুষ। কাজেই সেই জমিদারী দৃষ্টিভঙ্গী, জমিদারী মনোভাব তিনি ছাড়তে পারেন নি, তবে আজ যে তিনি সেটা মেনে নিয়ে সংশোধন করে নিয়েছেন সেই ভুলটা পারপিচুয়েট করেন নি তারজন্য শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ না দিলে সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও কতকগুলি টেকনিক্যাল ভুল আছে—সেগুলির প্রতি আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধরুন আমার ১০৫নং সংশোধনী প্রস্তাব—স্পীকার মহাশয় তাকিয়ে দেখুন আইটেম ১০ অব সেক্‌সন ৮(১) দিকে। এখানে স্যারপয়েজটা হচ্ছে two members to be elected by the teachers of the colleges.

এটা টু পার্সেন্ট হবে, কেন, না ৮(১) ধারার দিকে তাকিয়ে দেখুন—মাথার উপর লেখা আছে the following persons shall be members of the university.

মাথার উপরে লেখা আছে shall be members of the university.

একবার মেম্বার কথাটা রয়েছে। কাজেই two members to be changed.

ইট ইজ রং ইংলিস। এখানে হবে টু পার্সেন্টস।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : May I cut short the debate by telling him that I am going to accept No. 105.

Shri Subodh Banerjee : থ্যাঙ্ক ইউ। তারপরে আমার ১০৭নং সংশোধনী প্রস্তাব—দেখুন আবার বাইএ কল্যাণী। আইটেম ১০এ কি বলছেন two members to be elected by the teachers of the colleges.

এখন are the Principals of the colleges teachers?

হ্যাঁ কি না? আপনার সংজ্ঞায় বলে প্রিন্সিপালরা টিচার তাহলে teachers of colleges from amongst themselves.

কারা ভোট দেবেনা, তাহলে নট্‌ বিয়িং প্রিন্সপালস কোথায়? কোথায় সেই নট বিয়িং প্রিন্‌সিপ্যালস্‌।

কেন languageএ নেই not by principals? সুতরাং আমি মনে করি teachers কথার পর লেখা উচিত not being principals of the colleges এবং আমার মনে হয় আমি ঠিক

বলছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল দেখবেন not being teachers আছে। এটা যদি না নেন তাহলে confusion হবে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am going to accept it.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I have never been a student of law. Legislative Department, Drafting Departmentএ সব ২ হাজার টাকা মাইনের কর্মচারী রয়েছেন who are supposed to be experts. আমার মত একজন layman যে বিলটা দু-এক ঘণ্টার বেশী পড়বার সময় পায়নি সে ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছে। I wonder এই ধরণের ভুল এবং এই ধরণের slip আপনাদের কি করে হয়। আমি বহুবার বলেছি আবারও বলছি be particular about drafting. High Court থেকে আমাদের আইন censored হয়। ইংরাজ আমলে Civil Procedue Code, Criminal Procedure Code তৈরী হয়েছে তার সংশোধন এতদিনেও করতে হল না। আমাদের যা আইন হচ্ছে High Courtএ গিয়ে তা টেকে না। High Court বলছে legislation করতে আমরা জানি না—আমরা properly function করছি না। আমি request করব সরকার পক্ষকে যে drafting department ভাল লোক নিন্—তাদেরও অবশ্য খুব দোষ দিতে পারি না। চারদিন সময় দিয়ে হয়ত বললেন—একটা বিল এইভাবে করে দাও। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে—বিরোধীপক্ষ থেকে আমাকে যখন কোন draft করতে দেওয়া হয় তখন বুঝি it is not so easy, it is very difficult job. কোন্‌টা আনবেন এটার foreright থাকা দরকার; সেটা ঠিক করে দুই মাসের সময় দিয়ে officersদের বলুন bill করতে এবং তাতে যেন কোন lacuna না থাকে, slip না থাকে। এইভাবে ৪।৫ দিন সময় দিয়ে বিল না আনলেই ভাল হয়। নতুবা এইরকম ভুল থেকে যাবে।

তৃতীয় জিনিস হচ্ছে ১৭নং সংশোধনী প্রস্তাব—যে জায়গায় বলেছি Governing Bodyতে representative থাকা দরকার কেন বলেছি? এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি এই জিনিস হয় যে যতগুলি Government কলেজ হবে সেইগুলি গভর্ণমেণ্ট কলেজ তাহলে আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবের কোন অর্থ হবে না, কারণ, গভর্ণমেণ্ট কলেজ Governing Bodyতে নেই Advisory Body আছে। কিন্তু সরকার যদি মনে করেন কল্যাণী universityর অধীনে কিছু কিছু বে-সরকারী কলেজ গড়ে উঠবে সেগুলি constituent college ভিন্ন হতে পারে—সেই উদ্দেশ্য যদি থাকে তাহলে Governing Bodyতে representative university Governing Body থাকা উচিত। সেজন্যে এ প্রস্তাব দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব এ জিনিসটা ভাল করে চিন্তা করে দেখুন—private college থাকবে কি থাকবে না।

তার পরের সংশোধনী প্রস্তাব ১২২ নং। Clause 8, sub-clause (2)তে আছে—a member of the University other than ex-officio member shall hold office for period of two years এখানে একটা ফাঁক আছে। সেখানে আছে কি?—A member of the University other than ex-officiomember shall hold office for period of two years. কিন্তু from which date? Two years from which date?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I shall accept the amendments.

[3-50—4 p.m.]

Shri Subodh Banerjee : This proves the Bill to be a half-hearted measure.

১২৫নং-এ আমি নীতির কথা বলছি। এটা থাকা উচিত বলে মনে করি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেও এটাও আছে। এখানে রয়েছে a member of the University shall hold office period of two years.

তারা কি re-electionএ দাঁড়াতে পারবে? After expiry কি re-electionএ দাঁড়াতে পারবে? Re-employed হতে পারবে? নিশ্চয়ই হতে পারবে। এটা যদি নেন তাহলে এই amendmentএর উপর আর বক্তৃতা দেব না। Calcutta University Actএ আছে কোন member এর term শেষ হবার পর সে Re-employed বা re-appointed হতে পারবে। এই Actএ এরকম যদি কোন বিধান না থাকে, সংশোধনী না থাকে তাহলে Re-election বা Re-appointment নিয়ে গণ্ডগোল হতে পারে, যে গণ্ডগোল High Court পর্যন্ত যেতে পারে। 226এর Application যেরকম সোজা হয়ে গিয়েছে তাতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াবেনা আমি মনে করি না। সেজন্য আমি বলছি এটা মেনে নেন। এটা গ্রহণ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বরং বিলটা perfect হবে। এটার দরকার আছে, যদি না থাকত তাহলে Calcutta University Actএ থাকত না। যদি দরকার নেই তাহলে এই Actএ আছে কেন? আমি বলবো ওটা অধিকন্তু ন দোষায়।

১২৮নং এটা বলা দরকার নেই। কারণ আগেই বলেছি vanity। আমার সংশোধনী না নিয়ে Government জগন্নাথবাবুকে দিয়ে সংশোধনী এনেছেন। I am concerned with principle—সুতরাং principle যখন accepted হয়েছে তখন বক্তৃতা দেবার আর দরকার নাই। অতএব এটা তার নামেই গৃহীত হোক্।

তাহলে দেখুন ৮নং ধারার মাঝখানে ৪টি ভুল ছিল। তিনটি সংশোধনী নেওয়া হল আমার, আর একটি জগন্নাথবাবুর নাম দিয়ে নেওয়া হল। কি drafting হচ্ছে! আবার আমি অনুরোধ করবো infuture যেন ভেবে চিন্তে, যথেষ্ট পরিমান সময় নিয়ে proper drafting করেন। Burdwan University Bill সেদিন পড়তে পড়তে দেখলাম এখনও দুটি ভুল রয়েছে But it is too late। তারজন্য হয়ত Legislature এর দুর্নাম হবে। সুতরাং বলবো drafting carefully করা হোক্, Government must be more careful in drafting the Bills.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that clause 8(1) (vi) be omitted.

I also beg to move that in clause 8(1) (xi), line 1, for the words "five persons" the words "three persons" be substituted.

I also beg to move that after clause 8(1) (xi), the following be added, namely :—

"(*xii*) nine representatives elected by the registered graduates of the Kalyani University from among themselves of whom at least two must be agricultural gradudates".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার amendmentগুলি লক্ষ্য করে দেখুন—মন্ত্রীমহাশয় শুধু একটা দিকে লক্ষ্য করেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে কি করে তাঁদের মনোগত মানুষ ঢোকান যায়। শিক্ষার যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়,—তাকে বহুদিনের জন্য একটু সংগঠিত করে রেখে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য কোন নজর সেদিকে দেন নাই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে মেম্বারদের যা করেছেন, তার জন্য আমার এই amendment দেওয়া হয়েছে। Amendment ৭০তে স্পীকার মহাশয় দেখছেন Secretary Departmet of Agriculture and Food Production, থাকবেন Government of West Bengal এর ; ৬তে এনেছেন Secretary Department of Animal Husbandry and Veterinary Services. যে কয়টা আছে সব ঢোকালেই Agriculture ফলে ফুলে ভরে উঠবে—তার মানে নাই। একটা মানে হচ্ছে সেদিকে নিজেদের লোকসব ঢোকাবে, সেইজন্য আমার ছোট্ট amendmentএ বলেছি—সেই 6 Section তুলে দেওয়া হোক্। কারণ একই উদ্দেশ্য আগের No. 5এ সাধিত হবে বলে আমি মনে করি ; ঐ একই দৃষ্টিতে দেখবেন 98, সেখানে বলতে চেয়েছি দু-জনের জায়গায় আমি ৫জনের কথা বলেছি। এটা teachers of Colleges। সুবোধবাবু বলেছেন যে Principal নিন। আমি দুজন College teachers না এনে সেই জায়গায় ৫জনের কথা বলছি—এইজন্য যে যাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন কলেজীয় শিক্ষা নিয়ে, তাঁদের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী করা উচিত। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জল হয়। কম করে এঁদের এনে সরকার তাঁদের লোককে বেশী করে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়কে কখনো সুসংগঠিত করতে পারবেন না। জগতের যে কোন স্বাধীন দেশে দেখুন—এই দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে কার্যকরী করতে কেউ যাবে না। তা যদি হওয়াতে চাই তাহলে শিক্ষা যাদের নাড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাদের বেশী করে আনবার জন্য আমার এই amendment এনেছি।

এ ছাড়া আর একটা amendment রয়েছে ১১১। সেখানে উল্টোটা রয়েছে—সংখ্যা কমাতে চেয়েছেন। কেন? ওখানে উনি বেশী করে ঢোকাতে চাচ্ছেন, এখানে তাঁরা five persons to be nominated by the Chancellor, ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এসেছে। সরকারী লোক nominationএ না এসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মানুষ আসতে পারে। সেই রাস্তা রেখে কত বেশী ঐভাবে আসবে? সেটি তাঁরা যা রাখতে চেয়েছেন, আমি তাঁদের সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বলছি। চোখ একটু বড় করে দেখুন। বয়েস বেশী হয়ে গেছে—তাই বড় করতে পারছেন না। আগেকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন বিল যদি এখানে আসতো, তখন এত amendment দেওয়ার প্রয়োজন হত না। শিক্ষা তখন সংকুচিত ছিল, আজ শিক্ষা যেখানে প্রসারিত, সেখানে সেই সংকুচিত যুগের লোককে বলবো—সেটা ছেড়ে প্রসারণের দিকে নজর দেন, সেই অনুরোধ তাকে করছি। তাই বলছি Chancellor এর Nominated মেম্বারের সংখ্যা কমান দরকার।

[4—4-10 p.m.]

আর একটা amendment আছে, তাতে আগেরবার মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন graduate নেই কোথা থেকে আসবে, তারজন্য ১১৯নং-এ বলেছি clause (xii) nine representatives elected by the registered graduates। তিনি বলেছেন graduates নেই অর্থাৎ gate নেই ত gate out, কিন্তু graduates হবে। এখন member না করলেও কয়েক বৎসর পর graduate হবে এবং তাদের election মারফত নিতে পারবেন। Calcutta University-তে এ জিনিস আছে, এই University-তেও সেটা করতে চাই। এইদিকে লক্ষ্য রেখে এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker : Mr. Basanta Kumar Panda may now speak. Amendment No. 96-98 has already been moved by Mr. Ganguli. Mr. Panda need not move it ; but he can speak on it.

Shri Basanta Kumar Panda : In my amendment No. 96-98 I have suggested that in clause 8(1) (x), line 1, for the words "two members" the words "five members" be substituted. I have also amendment No. 113. I move that in clause 8(1) (xi), in line 1, for the words "five persons" the words "two persons" be substituted. In clause (x) in place of 2 members to be elected by the teachers of colleges from among themselves in accordance with the provisions made by the Statutes in this behalf, I wish the number to be five. In clause (xi) in place of five persons to be nominate l by the Chancellor at least two of whom shall have special knowledge in the field of agricultural, veterinary or other sciences, I have suggested the number to be two. Therefore, the total number shall not be affected, by the change will be beneficial and democratic. Previously we have seen that all the Principals of the constituent colleges will be members of the University. There are so many professors. Why only to should from their category ? So in place of two I have suggested five professors. In Clause (xi) there are five persons to be nominated by the Chancellor at least two of whom shall have special knowledge in the field of agricultural, veterinary or allied sciences. What about the rest ?

Out of the five persons two shall be nominated by the Chancellor. The nomination by Chancellor means nomination by Government or by the Hon'ble Minister of Education. Therefore, it will be a political appoint ment. There is no doubt about. But what about the other three ? Of course, with regard to two the Chancellor shall have to find out qualifications and special knowledge in the field of Agriculture and Veterinary. Let us assume that one of them shall have special knowledge in the field of agriculture and another shall have special knowledge in the field of veterinary. But what about the others ? There is nothing of the sort. Those three persons will again be nominated by the Chancellor—only from the party in power. So I would say that in place of five, two may be substituted. The total number shall not be affected. Only the category will be replaced. There ought to be a check and there qualified persons would be coming in though Chancellor then will have power to nominate two persons. There will be only one qualification attached to them i.e. one should come from the agricultural expert or the veterinary expert.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 8(1) (x), line 1, for the word "two" the word "four" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 8(1) (xi), lines 1 and 2, for the words 'five persons to be nominated by the Chancellor at least two" the words "three persons to be nominated by the Chancellor at least one" be substituted.

Sir, I again beg to move that in clause 8(3), in line 2, after the word "University" the words "until persons referred to in other clauses of subsection (1) be elected or nominated as the case may be" be added.

মাঃ স্পীকার মহাশয়, এ সম্পর্কে কিছু আগে আমি আভাষ দিয়েছি যে সরকার member of the University নির্বাচন করার ব্যাপারে একটা অনুদার মনোভাব পোষণ করে রেখেছেন শুধু

তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এখানে 8(1)এ line 1, for the word "two" the word four" আমি রাখতে চাচ্ছি, তার কারণ সুবোধবাবু পূর্বে বলেছেন।

Mr. Speaker : Mr. Banerjee moved likewise. On the same ground you want to speak ?

Shri Ramanuj Halder : একটা কথা বলতে চাই যে, কে কে অদূরভবিষ্যতে নির্বাচিত হবেন তার কোন স্থিরতা নাই। এবং এখানে নির্ধারিত সংখ্যার কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য two থেকে four রাখতে চাই। এটাই more democratic হবে। কলেজের শিক্ষক যাঁরা আছেন সেই শিক্ষকদের থেকে নির্বাচন করার জন্যই আমি দুই-এর স্থানে চার রাখতে চাই।

তারপর, আমার amendment হচ্ছে 114 ; এখানে clause 8(1) (xi), five persons to be nominated by the Chancellor at least two the words "three" persons to be nominated by the Chancellor at least one be substituted—এখানে আমি ৪ জন রাখতে চেয়েছি। যেখানে at least two এর জায়গায় one এবং five persons এর জায়গায় three persons to be nominated at least one of whom। এই amendment দিয়েছি কেন তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন।

[4-10—4-20 p.m.]

আমি টু-টা ফোর করতে বলেছি। নেক্সট ১২৭—এখানে ৮এর ৩"এ" আমি মুভ করছি না। আমি এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলব যে এখানে 1-4 and 9 যা রাখা হয়েছে তাতেও এই জিনিসই অর্থাৎ ex-officio আছে।

I am now moving the amendment. স্যার, এখানে 1—6 পর্যন্ত এবং 9 যা রাখা হয়েছে তাতেও দেখছি যে ঐ ex-officioই থেকে গেছে। অর্থাৎ until persons reffered to in other clauses of sub-section (1) be elected or nominated as the case may be—এই যা রয়েছে তাতে দেখছি যে সেই ex-officioই থেকে গেছে। কিন্তু they ought to be allowed to carry on the work as members of the University অর্থাৎ তাঁদের কাজ করবার সুযোগ থাকা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। না হলে 1 to 4 and 9 only এখানেও ex-officio রাখা হয়েছে অথচ তাঁদের 1st member হিসেবে কাজ করবার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানেও ex-officio রয়ে গেছে।

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that in clause 8(2), line 2, for the words 'for a period of two years" the words "for a period of four years" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, a member of the University other than an ex-officio member shall hold office for a period of two years—এই যা রয়েছে তাতে দেখছি যে ex-officioরা চিরকালই থাকবেন অথচ এইসব নন-অফিসিয়াল মেম্বার যারা ইলেকসনের মধ্য দিয়ে আসছেন তাঁরা মাত্র ২ বছর থাকবেন। তারপর, clause 15-এ দেখছি যে যিনি ভাইস্ চ্যান্সেলার হবেন তিনি ৪ বছর থাকবেন এবং He shall be paid from the University

fund such salary and emoluments as the Chancellor may decide and shall hold office for four years. কাজেই দেখছি যে এঁরা ভাইস্ চ্যান্সেলারের বেলায় 4 year করছেন এবং ex-officioরাও চিরকাল থাকছে অথচ যারা নমিনেসনের মধ্য দিয়ে আসছে একমাত্র তাঁদের বেলাই ২ বছরের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এইজন্য আমি এই ২ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর করতে চেয়েছি।

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that in clause 8(1)(xi), lines 1-3, for the words "at least two of whom shall have special knowledge in the field of agricultural, veterinary or allied sciences" the words "one of whom shall be the Director of Fisheries and of the remaining four one shall be a bio chemist and one a specialist in agricultural science, and the third an expert in veterinary or allied sciences" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, চ্যান্সেলার ৫ জনকে নমিনেট করবেন এই প্রভিসন রাখা হয়েছে এবং একজনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে special knowledge in agricultural science থাকা দরকার। আমি বলতে চাই যে একজন থাকবে যার special knowledge in agricultural science আছে। কিন্তু বাকী ৪ জনের মধ্যে একজন বায়োকেমিষ্ট এবং একজন স্পেসালিষ্ট ইন্ ভেটরিনারী সায়েন্স-এ হওয়া দরকার। টেক্‌নিকাল নলেজ থাক বা না থাক এরকম একজন লোককে যে ভাইস্ চ্যান্সেলার নমিনেট করতে পারবেন সেখানেই আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Mr. Speaker, Sir, so much has been spoken on clause 8 that I must start with explaining clause 8 in the first instance. Clause 8 provides :—

"The following persons shall be the members of the University :— (i) the Chancellor, ex-officio (ii) the Vice-Chancellor, (iii) the Secretary, Department of Education (iv) the Secretary, Department of Finance, (v) the secretary, Department of Agriculture and Food Production, (vi) the Secretary, Department of Animal Husbandry and Veterinary Services, (vii) a representative of the Indian Council of Agricultural Research to be nominated by that Council ; (viii) the Principals of the Colleges ; (ix) the President, Board of Secondary Education, West Bengal, ex-officio ; (x) two members to be elected by the teachers of colleges from amongst themselves in accordance with the provisions made by Statutes ; (xi) five persons to be nominated by the Chancellor two of whom shall have special knowledge in the field of agriculture, veterinary or allied sciences."

Sir, it will be seen that the University is going to be constituted with no less than 18 members. Of them only 4 belong to the permanent services—the 4 Secretaries. But it has been represented by the Opposition that almost the whole of the Writers' Buildings are going to be transferred here. That is not the case. Out of 18 only 4 members will be members of permanent services. Of these 18 members again, as many as 7 will be teachers—5 (five) Principals, and 2 (two) representatives of teachers. Apart from that there will a representative of the Indian Council of Agricultural Research, and there will be 5 other members—non-official members—who will be nominated by the Chancellor. Of them two will be specialists in agriculture, veterinary and allied sciences. It may be that others will also be specialists or they will otherwise be very

distinguished members of the Society. Therefore, Sir, it cannot be said with any regard for truth that the composition or the constitution, of the University is going to be a burcenaratic constitution it is going to be an officialised University ; that is not a fact.

Let us now see what is the constitution of the University of Missouri at Columbia, one of the great Agricultural Universities of the United States. "The University of Missouri was created in 1839 by an Act of Legislature and was the first State University. The constitution of the State of Missouri provides that management of the State University shall be by a Board of Curators of 9 members who are to be appointed by the Governor of the State and approved by the Senate," It will be seen that all the Curators are nominated members there in the University of Missouri. (Shri Subodh Banerjee : What is the constitution of the Senate there ?). Whatever it may be, after all on the Board they are all nominated members. There is no doubt about that.

The question, therefore, is whether by the constitution proposed we are going to officialise the University. To that I think one answer is possible, namely, it will not be an officialised University at all. It will be a University composed mainly of non-official members of whom 7 will be teachers.

[4-20—4-30 p.m.]

If you read carefully the Statement of Objects and Reasons you will find another thing. You will find that the University will work through the constituent colleges and there will be no affiliated college. If that is so, let us see what is the proportion of teachers of constituent colleges to the members of such colleges in the Senate under the constitution of the Calcutta University. Sir, so far as the Calcutta University is concerned, Mr. Subodh Banerjee is very much enamoured of the constition of that University. He observed that I am proud of the constitution of the Calcutta University, No Sir, I am not very proud of it ; I have never said so. Calcutta University has seven constituent colleges and this University will have only five constituent colleges. Calcutta University has 7 constituent colleges and they are represented by three Principals and 3 teachers of the constituent colleges. Here there will be 5 constituent colleges and they will be represented by 7 teachers including five Principals. If you realise that this University is going to be a unitary University and is going to have constituent colleges only, then you will also realise that so far as representation of teachers is concerned, we have not cut down the representation ; rather we have provided for better representation of teachers in this University.

On the amendments that have been moved, I have already indicated my intention of accepting four amendments moved by my friend Mr. Subodh Banerjee, viz. amendments Nos. 105, 107, 122 and 128. Mr. Subodh Banerjee said in his speech "how could there be so many mistakes ?" Sir, may I tell him a story, it is recorded in the proceedings of the old Bengal Legislative Council. When the Bengal Children Bill, which was enacted as the Bengal Children Act, was being discussed in the old Council in 1922 and no less a person than Sir Abdur Rahim, who

retired as the Chief Justice of the Madras High Court and was an e Judge of the Calcutta High Court, too was piloting the Bill as the Judici Member more than one amendment of a member much younger tha Mr. Subodh Banerjee were accepted by him. Mr. Subodh Banerjee ma consult the proceedings and he will find that a member only 32 years ol moved more than one amendment and they were accepted.

Shri Subodh Banerjee : And I think you launched tirades agains him as I am doing now.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : That may be tru but more than one amendment moved by me was accepted by Sir Abdu Rahim. Is it because Sir Abdur Rahim was inferior in knowledge o legal intelligence to my humble self ? After all, I congratulate Mr Banerjee on the care and devotion with which he studies these legislativ matters. He deserves congratulation ; there is no doubt about it. H may abuse me but I won't. I offer my compliment to him that he ha taken so much care in going through this piece of legistation.

Sir, there is one amendment moved by Mr. Kolay and I am going t accept that amendment also.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I accept thre amendments moved by Shri Subodh Banerjee Nos. 105, 107 and 122; I also accept the motion of Sj. Jagannath Kolay No. 128A. I oppose all the other amendments.

Mr. Speaker : Let me take it specific. You accept Amendment No. 105 of Shri Subodh Banerjee, viz., that in clause 8(1), item (x), line 1, for the word "members" the word "persons" be substituted ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Yes.

Mr. Speaker : You also accept his amendment No. 107 viz., in clause 8(1), in item (x), line 1, after the word "Teachers" the words "not being Principals", be inserted ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Yes.

Mr. Speaker : You further accept his amendment No. 122 viz. that in clause 8(2), in line 2, after the words "two years" the words "from the date on which he is elected or nominated" be inserted ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Yes.

Mr. Speaker : I shall now put amendments Nos. 105, 107 and 122 of of Shri Subodh Banerjee and amendment No. 128A of Shri Jagannath Kolay to vote.

The motions of Shri Subodh Bauerjee—that in clause 8(1), item (x), line 1, for the word "members" the word "persons" be substituted.

that in clause 8(1), in item (x), line 1, after the word "Teachers" the words "not being Principals", be inserted.

that in clause 8(2), in line 2, after the words "two years" the words "from the date on which he is elected or nominated" be inserted.

and

The motion of Shri Jagannath Kolay that after sub-clause (3) of clause 8, the following sub-clause be added, namely :—

"(4) As soon as may be after the University has been first established it shall take all necessary steps to enable the persons referred to in clauses (*vii*), (*x*) and (*xi*) of sub-section (1) to join as members of the University".

were then put and agreed to.

Mr. Speaker : Division is wanted on amendment No. 81. Therefore, I shall put all the other amendments to vote.

(All the other amendments except No. 81 were then put and bloc to vote and lost.)

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8(1), for the items (iii), (iv), (v) and (vi) the following items be substituted, namely :—

"(iii) the Director of Public Instruction, West Bengal, ex-officio ;

(iv) the Director, Bose Institute, ex-officio ;

(v) the President, Indian Association for the Cultivation of Science, ex-officio ;

(vi) the Director of Agriculture, West Bengal, ex-officio".

was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that clause 8(1)(vi) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8(1)(x), line 1, for the words "two members" the words "five members" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 8(1)(x), line 1, for the word "two" the word "four" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that in clause 8(1)(xi), line 1, for the words "five persons" the words "three persons" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 8(1)(xi) in line 1, for the words "five persons" the words "two persons" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 8(1)(xi), lines 1 and 2, for the words "five persons to be nominated by the Chancellor at least two" the words "three persons to be nominated by the Chancellor at least one" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that in clause 8(1) (xi), lines 1-3, for the words "at least two of whom shall have special knowledge in the field of agricultural, veterinary or allied sciences" the words "one of whom shall be the Director of Fisheries and of the remaining four one shall be a bio-chemist and one a specialist in agricultural science, and the third an expert in veterinary or allied sciences" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 8(1), after item (xi), the following item be inserted, namely :—

"(xii) two persons to be elected in accordance with the provisions made in this behalf by Statutes by members of Governing Bodies of colleges, not being Principals or Teachers of Colleges, from amongst themselves". was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that after clause 8(1) (xi), the following be added, namely :—

"(xii) nine representatives elected by the registered graduates of the Kalyani University from among themselves of whom at least two must be agricultural graduates" was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that in clause 8(2), line 2, for the words "for a period of two years" the words "for a period of four years" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 8(2), the following be inserted, namely :—

"(2a) A person ceasing to be a member by reason of the expiry of his term of office shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election or re-nomination", was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 8(3), in line 2, after the word "University" the words "until persons referred to in other clauses of sub-section (1) be elected or nominated as the case may be" be added, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 8(3), the following be inserted, namely :—

"(4) As soon as may be after the University has been first established, it shall take all necessary steps to enable the persons referred to in clauses (vii), (viii) and (x) of sub-section (1) to join as members of the University". was then put and lost.

[4-30—4-40 p.m.]

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar, that for clause 8, the following be substituted, namely :—

"8(1) **Members of the University and their terms of office**—The following persons shall be the members of the University :—

(i) the Chancellor, ex-officio ;

(*ii*) the Vice-Chancellor, ex-officio ;

(*iii*) the Director of Public Instruction, Government of West Bengal ;

(*iv*) the Director of Agriculture, Government of West Bengal ;

(*v*) a representative of the Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Council ;

(*vi*) Seven representatives of the West Bengal Legislature to be elected on the basis of proportional representation ;

(*vii*) Deans of the Faculties of the Universities, ex-officio ;

(*viii*) three representatives of the graduates of the University ;

(*ix*) the Principals of the colleges, ex officio ;

(*x*) two members to be elected by the Teachers of colleges elected from amongst themselves, in accordance with the provisions made by Statutes in this behalf ; and

(*xi*) three persons having special interest in University or technological education to be appointed by the Chancellor.

(2) The persons referred to in clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (ix) of sub section (1) shall be the first members of the University.

(3) A member of the University other than an ex-officio member shall hold office for a period of two years :

Provided that a member elected in accordance with provisions of clauses (vi) and (x) of sub-section (1) shall cease to hold office as such as soon as he ceases to hold office as the member of the Legislature for the term he was elected and other Teacher of a college."

was then put and a division taken with the following result :

NOES—110

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Samarjit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath

Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Sankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Nirajan

The Ayes being 57 and the Noes 110, the motion was lost.

The question that clause 8 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Mr. Speaker : I may inform the honourable members that on the point whether a point of order can be raised when the counting is going on, I have convinced Mr. Sen that it cannot be done by referring to rules on the subject.

Clause 9

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 9, in line 3, after the word "teachers" the words, "not being principals" be inserted. I think this is going to be accepted by the Hon'ble Minister. See what clause 9 says "The University shall maintain and keep uptodate in such manner as may be prescribed by Statutes a register of the names of the teachers of all the colleges".

আগেই বলেছি teachers of the colleges আপনারা principal বাদ দিয়ে amend করেছেন। দুটো জিনিস বুঝা দরকার। আবার item 10 পড়ে দেখুন, item (8) তাহলে বুঝা যাবে। কি বলছে—principal ex-officio হবে, এবার তাকিয়ে দেখুন item 8 কি বলছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I accept the amendment.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 9, in line 3, after the word "teachers" the words, "not being principals" be inserted was then put and agreed to.

The question that clause 9, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 10

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 10(1), in line 3, after the word "election" the words "or after his nomination or election shall be allowed to continue his membership if" be inserted.

Disqualification for membership সম্পর্কে এই যে বলা হয়েছে—

"No person shall be qualified to be nominated or elected as a member of the University if at the time of his nomination or election he."

এই এই দোষ থাকলে nominationএ Electionএ আসতে পারে না। কেন আমার এই amendment রাখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই after nomination or Election যদি নিম্নলিখিত (a) (b) (c)তে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেই উল্লিখিত দোষ যদি কোন নির্বাচিত অথবা মনোনীত সভ্যের মধ্যে দেখা যায় তাহলে সেই নির্বাচন অথবা মনোনয়ন চলবে না। আমি এর সংগে যোগ করতে চাচ্ছি মনোনয়নের এবং নির্বাচনের পরেও কোন সভ্যের নিম্নলিখিত (a) (b) (c)তে উল্লিখিত অপরাধ যদি থাকে তাহলে নির্বাচন এবং মনোনয়নের পর তার membership থাকবে না একথাই বলতে চাচ্ছি। সেজন্যই বলতে চাচ্ছি after nominotion or election shall be allowed to continue his membership.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that after clause 10(2), the following be inserted, namely :—

"(3) If any question arises whether any person is eligible for election or nomination or whether any person has been duly elected or nominated as, or is entitled to be, a member of the University, the question shall be reffered to the Chancellor, whose decision shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court against such decision".

স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি ১০(১) ধারা কি বলছে দেখুন।

'No person shall be qualified to be nominated or elected as a member of the University if at the time of his nomination or election he'.

তারপর তিনটি disqualification দিয়েছেন (1) যদি unsound mind হয়, undischarged insolvent হয়, competent court of law দ্বারা convicted for moral

turpitude হয় তাহলে এরকম কোন লোক Elected হতে পারবে না, এই হল ১ নম্বর কথা। যদি Elected হয় তাহলে Chancellor সরিয়ে দিতে পারবে। Clause (2) কি বলছে mark the language very carefully—

'If any member incurs any of the disqualifications enumerated in sub-section (1) after the date of his nomination or election or if the Chancellor is satisfied that any member had been suffering from any such disqualification at the time of his entering, etc., etc.'

তাহলে 'the Chancellor may remove' 'Supposing there may be other disqualifications than what are given in sub-clause (1)'.

[4-40—4-50 p.m.]

হতে পারে কি? Sub-section (1)এ তিনটী disqualifications আছে। এছাড়া আর কোন disqualification হতে পারে কি? এই তিনটী disqualification হলে Chancellorকে supreme power দিয়েছেন সে তাকে সরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু other disqualification হলে who will be the judge to decide if a particular member suffers from any of other disqualifications কি হতে পারে। সেটা আমি বলছি যে disqualification কি হতে পারে ধরুন If any question arises whether any person is eligible for election or nomination or whether any person has been duly elected or nominated.

আপনার ঐ register of teachers তৈরী করছেন। ওতে একজনের নাম বাদ গেল। সেখানে সে হাইকোর্টে টেনে নিয়ে গেল 226এ application করে। পারে করতে। Question arises, তবে কি তাকে হাইকোর্টে যেতে দেবেন, না, Chancellorকে power দেবেন সরিয়ে দেবার জন্য? আমি এটা চাই যাতে University Act এর মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে। এমন কিছু আইন হতে পারে না যা fool-proof। তা সত্ত্বেও হয়ত হাইকোর্টে যাবে। আমার point হচ্ছে—ফাঁক আমাদের চোখে যেগুলি পড়ছে, তা কেন আমরা ভর্তি করে দেখব না? Other points of disqualifications—regarding the eligibility of election, for being a candidate, for being a member।

এইসব কথা যদি ওঠে বা ভোট সম্বন্ধে dispute ওঠে—আমরা জিতেছি, কি আর একজন জিতেছে, সেখানে who is going to decide it? Somebody must have the power to decide. এখানে Chancellorকে সে ক্ষমতা দেওয়া নাই। কারণ sub-section (2)এ Chancellorএর power limited বলে দিয়েছেন। কোন্‌গুলি? Sub-section (i)এ যে disqualificationগুলি আছে। Other questions arise হতে পারে, তাই সংশোধন করে দিচ্ছি—

If any question arises whether any person is eligible for election or nomination or whether any person has been duly elected or nominated as, or is entitled to be, a member of the University, the question shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court against such decision."

এই যে জিনিস একটা ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছি—other pointএ dispute উঠলে who is going to decide ? কি করে করবেন ? এইরকম একটা ধারা Calcutta University Act, 1951, আছে। সেখানে dispute উঠলে Chancellorকে ক্ষমতা দেওয়া আছে—তিনি বিবেচনা করেন এবং তাঁর opinion accepted হয়। এই আইনের ফাঁকটা তাঁরা কি করে দূর করছেন, তা বুঝিয়ে দিলে খুসী হব।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Mr. Speaker, Sir, I am sorry I cannot accept any of the amendments, not even the amendments, not even the amendment moved by my frind Shri Subodh Banerjee. He thinks that where there may be other disqualifications and the Chancellor should be invested with the power of determining whether a member has incurred any such disability or not. That is not the question. Here there are three statutory disqualifications mentioned in items (a), (b) and (c) of sub-clause (1). If any person would come to suffer from any of the statutory disqualification after his election or at the time of his election, then only the Chancellor will be able to declare that he is disqualified ; otherwise he will not be disqualified. We are not going to enlarge the Chancellor's power in this respect. We do not think it is necessary.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 10(1), in line 3, after the word "election" the words "or after his nomination or election shall be allowed to continue his membership if' be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 10(2), the following be inserted, namely :—

"(3) If any question arises whether any person is eligible for election or nomination or whether any person has been duly elected or nominated as, or is entitled to be, a member of the University, the question shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final and no suit or proceeding shall lie in any Court against such decision." was then put and lost.

The question that Clause 10 do staud part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 11

The question that clause 11 do staud part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 12

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that in clause 12, in line 2, after the word "University" the words "if it is duly drawn in a meeting with due quorum" be inserted.

Sir, এখানে safe guardএর কথা বলা হয়েছে যে,

"No act or proceedings of the University or any subordinate authority of the University shall be called in question or invalidated merely by

reason of the existence of a vacancy or vacancies amongst its members, or of any member not having been duly nominated or elected or having become disqualified."

এখানে, Sir, যে proceedings দেওয়া হবে সেখানে কত member থাকলে quorum হবে এবং quorum না হলেও সেগুলি disqualified হবে কি না। সুতরাং কোন একটা অধিবেশনে subordinate authority হোক্ অথবা outhority হোক্, যদি কোন proceedings গ্রহণ করে তাহলে কোন quorumএর প্রয়োজন হবে না। অথবা subordinate authority যদি কোন proceeding গ্রহণ করে থাকে তাহলে quorumএর প্রয়োজন হবে না। এটার উল্লেখ ন থাকলে যে-কোন সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়ে কোন proceedings গ্রহণ করলে তা বাতিল করা যাবে না। এই জন্য University শব্দটার পর it is a duly drawn in a meeting with due quorum এই amendment রাখতে চাই।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am afraid my friend has misunderstood the scope of this clause. The clause says—"No act or proceedings of the University or any subordinate authority of the University shall be called in question or invalidated merely by reason of the existence of a vacancy" (please note these words "the existence of a vacancy") "or vacancies amongst its members, or of any member not having been duly nominated or elected or having become disqualified." There is no reference here to the presence or the absence of a member. It only speaks of a vacancy in the Board. Whether there be a vacancy or not, the proceedings of the University will stand all right. No question of quorum arises here.

[4-50—5 p.m]

The motion of Shri Ramanuj Halder that in clause 12, in line 2, after the word "University" the words "if it is duly drawn in a meeting with due quorum" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 12 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 13

The question that clause 13 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 14

The question that clause 14 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 15

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 15(1), in line 3, after the word "Minister" the words "from among three persons recommended by the University of whom not more than one shall be a member of the University" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 15(3), in line 3, after the words "term of office" the words "or the removal from office" be inserted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৫ নম্বর ধারাতে Vice-Chancellor বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে নির্বাচিত হবেন বা নির্বাচিত Vice-Chancellor যখন পদত্যাগ করবেন তখন সেই শূন্যপদ কি করে ভর্তি হবে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমার এই clauseএর উপর দুটো সংশোধনী প্রস্তাব আছে—একটা মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ করতে পারবেন না তা আমি জানি সেটা হচ্ছে ১৫৫ নম্বর। তার কারণ এটা নীতিগত ব্যাপার। আমার যে নীতি, মন্ত্রী মহাশয়ের নীতি ঠিক তার উল্টো। মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য হচ্ছে Chancellor যাকে ইচ্ছা তাকে Vice-Chancellor করতে পারবেন শুধু দরকার কি education ministerএর সংগে consult করবেন। শুধু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কেন ১৯৪৭ সালের পর যে কয়টী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সব শিক্ষা দপ্তরের appendage। Vice-Chancellor যে হবেন সেটা Chancellor সরাসরি করে দেবেন। সেখানে Universityর কোন বক্তব্য থাকবে না। শুধু education ministerএর সংগে consult করবেন। অর্থাৎ যারা party in power তারাই ঠিক করে দেবেন। তাহলে আমরা কি দেখছি Governor is the Ehancellor of the University। আমরা এখানে দেখছি Secretary is the Personal Assistant to the Chancellor। অর্থাৎ D. M. Sen যাকে nominate করবেন তা কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না। সরকার যদি মনে করেন কোন জিনিস গ্রহণ করবেন না তাহলে সিনেট সিণ্ডিকেট বললেও করবেন না। কিছুদিন আগে আমরা দেখছি Medical Collegeএর ব্যাপারে। University recognition দিল First M. B. Course খোলার জন্য। D. M. Sen চেপে রেখেছিলেন কারণ D. M. Sen is Secretary to Chancellor। তারপরে বলে দিলেন we can not agree, যদিও ultimately আমরা এই groundএ জিতে গেলাম যে Calcutta University Actএ Chancellorএর এক্তিয়ার-এর মধ্যে নয়।

সুতরাং চ্যান্সেলারকে যা খুশী বলুন না কেন তার দ্বারা the University was not bound। ইউনিভার্সিটির সিনেট, সিণ্ডিকেট এবং য়্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ডিসিসন নিয়ে রিকগ্‌নিশন্ দেবেন সেরকম কোন স্কোপ এখানে নেই। কিন্তু আমি মনে করি অন্তত ভাইস-চ্যান্সেলার কে হবেন সে-বিষয়ে ইউনিভার্সিটির কিছু বক্তব্য থাকা দরকার, অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি কা'কে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসেবে চায় সে জিনিস থাকা দরকার। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় কি আছে? তবে এ-প্রসংগে আমি একটা কথা বলতে চাই যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় য়্যাক্ট-কে আমি আদর্শস্থানীয় বলে মনে করি না—সেটা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ আইন। তবে সেই ত্রুটীর মধ্যেও যতটুকু গণতন্ত্র আছে এই আইনে তাও নেই। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় য়্যাক্টে এই জিনিস আছে যে সিনেট ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করবার জন্য চ্যান্সেলারের কাছে ৩ জনের নাম পাঠাবে এবং চ্যান্সেলার তার মধ্য থেকে একজনকে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসেবে নিয়োগ করবেন। কাজেই আমি বলি যে এখানেও সেরকম ব্যবস্থা রাখলে ক্ষতি কি? বরং এতে এ জিনিসই বোঝাবে যে ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার এই কল্যাণী ইউনিভার্সিটির গভর্ণিং বডিকে কতগুলো ক্ষমতা দিচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি গভর্ণিং বডির যদি কিছু বলার অধিকার না থাকে তাহলে সেটা খুবই খারাপ দেখায় এবং যেটা এখানে দেখাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রধান কাজ হচ্ছে য়্যাকাডেমি সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করা। কিন্তু সে জিনিস এখানে কোথাও নেই। কোথাও একথা বলা নেই যে Vice-chancellor should be an academician। কাজেই আমরা দেখব যে সেই রিটায়ার্ড আই.সি.এস্., আই.এ.এস.

অফিসাররাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথার উপর ভাইস-চ্যান্সেলার হিসেবে বসে যাচ্ছে। আমি এর পূর্বে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল আলোচনার সময় বলেছিলাম যে এঁরা সেখানে সুকুমার সেনকে ভাইস-চ্যান্সেলার হিসেবে ঠিক করলেন। অবশ্য সুকুমার সেন ভাল কি খারাপ সে-সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তার সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই—তিনি তো চিফ্ ইলেকসন্ কমিশনার পর্যন্তও হয়েছিলেন। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালের জাওলা মাছের মত এইসমস্ত রিটায়ার্ড আই.সি.এস. অফিসারদের জিইয়ে রাখার কি দরকার? এ-প্রসংগে আর একটা কথা বলব, অর্থাৎ আমার ইন্‌ফরমেসন্ যদি কারেক্ট হয় তাহলে আমরা শুনেছি যে বর্তমান চিফ্ সেক্রেটারীকেও নাকি জলপাইগুড়ি না কল্যাণীর জন্য জিইয়ে রাখা হয়েছে। যা হোক্, আমি ধরে নিলাম যে এইসব আই.এ.এস্. এবং আই.সি.এস্. অফিসাররা খুব ভাল লোক কেন না ইংরেজ আমলে তাঁরা অনেকে এফিসিয়াণ্টলি কাজকর্ম করেছেন। আমাদের উপর অনেক মারধোর করেছেন। কিন্তু এইসব সুপার য়্যানুয়েটেড ম্যান্-দের কেন যে এই ইউনিভার্সিটির মাথার উপরে বসিয়ে দিচ্ছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। সেখানে একজন য়্যাকাডেমিসিয়ান্-কে বসিয়ে দিন না? ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাজ যদিও কেরাণীগিরি করা নয় তবুও তাকে মস্তবড় কেরাণী করে রাখা হয়েছে। আগে রেজিষ্ট্রারের একটা ভাল পোষ্ট ছিল কিন্তু এখন ইউনিভার্সিটি রেজিষ্ট্রার মানে হেড ক্লার্ক। সেই ভদ্রলোক একজন সায়েন্সডক্টরেট—একজন খুব ভাল ছাত্র, অথচ তাকে এই কাজে বসিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে ফাইলবাজী করাচ্ছেন। আর এধারে এম.এস্.সি. পড়াবার মত বা সায়েন্স কলেজে সায়েন্স পড়াবার মত একজন ভাল অধ্যাপক পাওয়া যায় না। এই তো অবস্থা আপনারা করে রেখেছেন। ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারকে কেরাণী না হয়েও দুটো কাজ করতে হচ্ছে এবং তার একটা হচ্ছে ডে টু ডে য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ অর্থাৎ কেরাণীগিরি এবং আর একটি হচ্ছে লেখাপড়ার কাজ। কিন্তু আমি বলি যে কেরাণীগিরির জন্য তো একজন রেজিষ্ট্রার রেখেছেন, এবারে লেখাপড়ার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করুন। তবে ভাইস্-চ্যান্সেলার হিসেবে একজন য়্যাকাডেমিসিয়ান্‌কে বসাতে বলছি বলে আমি একথাই বলতে চাইছি না যে একজন শিক্ষককেই বসাতে হবে— তবে একজন য়্যাকাডেমিসিয়ান্ হওয়া চাই।

[5—5-20 p.m.]

কিন্তু সে-ব্যবস্থা এখানেও যেমন নেই, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলের ক্ষেত্রেও বলেছিলাম সেখানেও তা গ্রহণ করেননি। য়্যাকাডেমিসিয়ান্ নেবেন যদি একথা লেখা থাকে তাহলে যাদের জিইয়ে রেখেছেন অর্থাৎ এই রিটায়ার্ড আই.সি.এস্. এবং আই.এ.এস্. অফিসার তাঁদের কিন্তু আর বসাতে পারেন না। কাজেই আমি বলব যে ইউনিভার্সিটির সম্মানের জন্য তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন এবং যদি তার অটোনমি থাকে তাহলে সে অনেক জিনিস বলতে পারবে। সুতরাং তাকে অপসন্ দেওয়া হোক্ যে সে প্যানেল্ অব্ নেমস্ পাঠাবে এবং তার মধ্য থেকে চ্যান্সেলার ভাইস্-চ্যান্সেলারকে নমিনেট করবেন। অবশ্য আমি জানি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এ-ব্যাপারে নানা রকম যুক্তি দেবেন এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির নজীর দেখিয়ে বলবেন যে ৩ জনের নাম পাঠিয়েছিল এবং তার মধ্য থেকে কার্ষ্ট নেইম গ্রহণ করেছি। ভেরি গুড, খুব ভাল কথা—এরকম মতিগতি আপনাদের হোক। কিন্তু আমি আবার এক্ষেত্রে উল্টো যুক্তি দিয়ে দেখাব যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে অপসন দেওয়ার স্বাধীনতা যদিও দেওয়া আছে তাহলেও সেখানে এমন কোন লোক আসেনি যাকে গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করতে পারে। তবে সে যা হোক, কিন্তু কল্যাণী ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও সেরকম থাকলে ক্ষতি কি আছে? ইউনিভার্সিটির সেই অধিকার থাকা

চাই যে, তাঁরা ৩ জনের নামের একটা প্যানেল পাঠাবে এবং চ্যান্সেলার তার মধ্য থেকে একজনকে ভাইস্-চ্যান্সেলর হিসেবে নমিনেট বা সিলেক্ট করবেন। এটাই আমার প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব। তারপর আরেকটা ফাঁক থেকে গেছে অথচ সেটা থাকা উচিত নয়। তাকিয়ে দেখুন ১৬৫-র ১৫ ধারা এবং ৩ নং উপধারা। সেখানে বলছেন যে—

"If a vacancy occurs in the post of the Vice-Chancellor by reason of his resignation or death or the expiration of the term of office the Chancellor shall appoint a new Vice-Chancellor.

এছাড়া আর কিছুতে কি ভ্যাকান্সি হতে পারে? আপনারা ভ্যাকান্সি হওয়ার ৩টি কারণ দিয়েছেন, অর্থাৎ by reason of the resignation of the Vice-Chancellor ভ্যাকান্সী হতে পারে, দ্বিতীয়তঃ by reason of the death of Vice-Chancellor ভ্যাকান্সী হতে পারে এবং তৃতীয়তঃ by reason of the expiration of the term of office ভ্যাকান্সী হতে পারে। কিন্তু এছাড়া আর কিছুতে কি ভ্যাকান্সী হতে পারে? হতে পারে। What is that? সেটা হোল রিমুভ্যাল ফ্রম্ অফিস। কিন্তু ভাইস্ চ্যান্সেলারকে যদি রিমুভ করার প্রয়োজন হয় এবং তা করার ফলে যে ভ্যাকান্সী হবে সেখানে কি চ্যান্সেলার নূতন কোন ভাইস্ চ্যান্সেলার অ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন না? আমি মনে করি তা পারবে। সুতরাং এখানে ঐ রিমুভ্যাল ফ্রম অফিস এ কথাটা থাকা দরকার - অথচ সেটা বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রেও যেমন ড্রপ করেছেন এখানেও তেমনি ড্রপ করেছেন। আমার মনে হয় যে একটু কেয়ারফুলী পড়লেই এই ফাঁকটা চোখে পড়ে এবং যেটা আমার চোখে পড়েছে। যা হোক, রিমুভ করার ফলে যে ভ্যাকান্সী হবে সেই ভ্যাকান্সী ফিল আপ্ করার কোন ক্ষমতা চ্যান্সেলারের থাকছে না বলেই আমি এই ১৬৫ নং সংশোধনী দিয়ে বলেছি যে—"or the removal from office" এই কথাটা থাক। আমার মনে হয় মন্ত্রীমহাশয়ের এটা গ্রহণ করা উচিত কেন না এই রিমুভ কথাটা না থাকলে চ্যান্সেলারের পক্ষে নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার য়্যাপয়েন্ট করার কোন স্কোপ থাকছে না। আশা করি এটা গ্রহণ করবেন।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After Adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : স্পীকার মহাশয়, আপনার পারমিসান নিয়ে একথা বলতে চাই যে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আলোচনার সময় বেহালা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে সেখানে ৬ মাসের মধ্যে ২ বার ভাড়া বাড়ান হয়েছে। ডাঃ রায় হাত তুলে আশ্বস্ত করে বললেন যে তিনি সেটা দেখবেন। যে চুক্তি হয়েছিল তারজন্য আর একবার জেনারেলভাবে ভাড়া বাড়ল, ৬ মাসের মধ্যে আর একবার বাড়ল, গত কয়েকদিন আগে একটা ষ্টেজে ভাড়া বেড়েছে, আগামী মাস থেকে—প্রচার করা হয়েছে, সমস্ত ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে শুনেছি—আবার ৪ নম্বর, ১৪ নম্বর, ৭ নম্বর এবং ৬ নম্বর রুটে পুনরায় ভাড়া বাড়বে। এইভাবে একটা অঞ্চল ৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৪ বার ভাড়া বাড়ল। আমি জানি না এই অঞ্চলের উপর কোন আক্রোশ আছে কিনা। আমি আপনার মাধ্যমে ডাঃ রায়ের এ্যাটেন্শান ড্র করছি যে ঘটনাটা কি? কোন বিশেষ ব্যাপার এর পিছনে আছে কিনা এটা জানার জন্য আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Statement in reply to the allegation made by Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay regarding leakage of questions, etc.

Statement in reply to the allegations made by Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay against the Board of Secondary Education.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The allegation made by Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay regarding the leakage of question and regarding other mal practices alleged to have been committed by the officers of the Secondary Board of Education has been repeated again on the floor of this House. I would therefore like to make a statement. After Dr. Chatterjee made his allegation, we consulted the Legal Remembrancer. The Legal Remembrancer advised us that when the person who made the allegation was not prepared to lodge an information or complaint with the Police and it is not a cognizable offence, then we should first request the Administrator to submit a report and he should ensure that the relevant documents are in his possession, and after obtaining his report the Government can proceed to ask the Police to make an enquiry. In conformity with the L.R's advice the Administrator was requested on the phone to do needful. His report is submitted herewith. The Administrator in his report to the Education Secretary says :—"This is with reference to your telephonic enquiry 9. 4. 60 regarding the marks in the History paper of Pratikranjan Bandopadhyay, Roll Cooch Behar 274, 1959. The case is an unusual one concerning loss, presumably at the Examination Centre, of a porsion (additional sheets stitched to the first answer book supplied of the History answer script submitted by the candidate.

The circumstances under which the marks were revised would be clear from the copies of the following documents enclosed :

(1) letter dated June 8, 1958, from the Head Examiner to the Deputy Secretary ;

(2) The Deputy Secretary's recommendation dated 12th June 1958 ;

(3) Administrator's order dated 13th June 1958 ;

(4) Copies of marks obtained by the candidate at the Test and the School Final Examinations.

As the case was a very unusual one, a candidate securing more than 500 marks in the aggregate and yet failing in one subject, the attention of the Deputy Secretary must have been drawn to it by the tabulator. The Deputy Secretary was then led to make an enquiry from the Head Examiner who wrote to him as in (1) below. "I may add for your information" (writes the Administrator) that in case of loss of answer script (which unfortunately does sometimes occur notwithstanding all possible precautions), the Board's practice is to award inferential marks based on the performance of the candidate in other papers and or in the Test examination. This was done in the present case. Further, in the portion of the answer script examined, the candidate secured 20, out of 30 marks for two questions fully attempted and 2 marks for the available part of his answer to the 3rd question which he had just began."

"Without the revision grave injustice would have been done to the candidate through the accidential loss for which the Board is ultimately responsible."

"Besides the documents listed, the answer script, the tabulation books and the candidate's original application form, are all in safe custody."

...This is what the Head Examiner wrote to the Deputy Secretary, Board of Secondary Education.

"Dear Sir,

Apropos of my talk with you on 3rd June 1958, about the answer script of Roll. Coo 274, I asked the examiner concerned to see me with all the answer packets and loose sheets, if any, in his possession. He saw me with the packets and informed me that there was no loose sheet lying with him. I checked the packets and did not find any loose sheet either".

"Further I made a thorough scrutiny of all the answer scripts of all the male candidates bearing Roll Coo and did not find any loose sheets mislaid or mistagged anywhere." "I am of the opinion that loose sheets, if any, belonging to this script were lost in the examination hall and not from the possession of the examiner."

"In view of the fact that the candidate has secured high marks in other subjects I have every sympathy for him, but in the circumstances of the case I am helpless. All that I can do is to recommend his case for sympathetic consideration by the Board. I hope there must be some provision in the Board's examination rules to meet a situation like this."

Mr. Banerjee's note was to this effect: "From the answer scripts of the candidate in History placed below. there is every reason to believe that the candidate used extra sheets for his answers in the subjects. It is apprehended that the extra sheets have been lost by the Centre as would be evident from the report of the Head Examiner." "The candidate Roll Coo 274 has secured fairly good marks in other subjects at the School Final Examination."

"The marks secured by him at the Test Examination in all other subjects are practically equal. He may, therefore, be given an inferential award in History equivalent to the marks secured by him in the subject at the Test Examination."

"The tabulation book containing the marks of the candidate at the School Final Examination and his application from containing the marks at the Test Examination are placed below".

"Administrator may kindly order."

[5-30—5-40 p.m.]

Now, from the appended marks sheet it is seen in English, the candidate obtained 159 marks out of 250 in the Test Examination and 164 out of 250 in the School Final Examination. In the Major Indian Language, he secured 119 out of 200 in the Test Examination and 117 out of 200 in the School Final Examination. In Mathematics, he obtained 74 out of 100 at the Test Examination and 83 out of 100 at the School Final Examination. In history he obtained 59 out of 100 in the Test Examination and this is the subject in question. In Geography he obtained 33 out of 50 at the Test Examination and 32 out of 50 at the

School Final Examination. In the Classical Language—in Sanskrit—he obtained 73 out of 100 the Test Examination and 76 out of 100 in the School Final Examination. In Additional Mathematics he obtained 45 out of 100 at the Test Examination and 43 out of 100 in the School Final Examination. So, that was the position and now his answer script in History was in question.

Then, on seeing these marks and the remarks of the Deputy Secretary, the Administrator's order was follows :

"I have looked into the answer scripts. The last sentence in the last page of Question A(4) is incomplete indicating that the candidate had continued it on an extra sheet. Further, the quality of answers to Questions 13 and 10 which are complete is good and above average. I have thus" says the Administrator "no doubt that there had been extra sheets and these have somehow been lost. Under the circumstances, I agree with the Deputy Sectretary, except that instead of the Test Examination mark 59, we give the candidate 60 marks."

"It is strange that neither the Examiner nor the Scrutineer noticed that the last sentence of the answer to Question 4 was incomplete and that there might have been additional sheets".

Sir, that was the observation and that was the award made by the Administrator.

Shri Ganesh Ghosh : What is the date ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The order of the Administrator is dated 13-6-58 and the Deputy Secretary's order is dated 12. 6. 58. The letter of the Head Examiner was dated 8th June, 1958.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, we request that the letters may be laid on the table so that we may go through them.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Yes, I am quite prepared to do so.

The Kalyani University Bill, 1960

Clause 15 (Contg.)

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 15(1), line 4, for the words "the Chancellor" the words "the University" be substituted.

I further beg to move that in clause 15(2), in line 6, after the word "Vice-Chancellor" the words "who may enjoy salary and emoluments payable to Vice-Chancellor" be inserted.

I also beg to move that in clause 15(3), in line 7. after the word "Vice-Chancellor" the words "who may enjoy due salary and emoluments payable to Vice-Chancellor" be inserted.

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে in clause 15(1), line 4-এ আছে।

"The Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Minister. He shall be paid from the University Fund such salary and emoluments as the Chancellor may decide and shall hold office for four years".

As the Chancellor may এই word এর পরিবর্তে আমরা University এই কথাটা রাখতে চাইছি। এখানে সরকার শুধু Chancellor কথাটা রাখলে Universityর যে কর্তৃত্ব সেটা খানিকটা ব্যাহত হয়। আমাদের সরকার democracyর কথা খুব বলে থাকেন।

এখানে শুধু Chancellor কথাটা থাকলে Universityর কর্তৃত্ব খানিকটা ব্যাহত হয় এবং তার, অনেক ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রেই বলে থাকেন যে এখানে একটা University রয়েছে যে University Vice-Chancellor appoint করবে অথচ সেখানে তার কর্তৃত্ব না রেখে as the Chancellor may decide—তার salary এবং emoluments সম্পর্কে বলেছেন এই wordএর এখানে University রাখতে চাচ্ছি। অন্য দু'জন অনুপস্থিত সদস্যও এ কথাটাই বলতে চেয়েছেন। তারপর amendment No. 164, in clause 15(2), in line 6, after the word "Vice-Chancellor" the words "who may enjoy salary and emoluments payable to the Vice-Chancellor. এখানে 15(2)তে Vice-Chancellor বিভিন্ন কারণে অসুস্থতার জন্য temporarily যদি না থাকেন তাহলে তার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor এর কাজ করার জন্য Chancellor যে appoint করবে সে বিষয়ে সরকারপক্ষ থেকে উল্লেখ করা উচিত ছিল যে salary এবং emoluments ব্যাপারে Vice-Chancellor হিসাবে যে সদস্য কাজ করবেন তিনি Vice-Chancellor এর সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাবেন একথা উল্লেখ করে রাখার প্রয়োজন আছে। সেজন্য স্যার, আমি একথা use করেছি। আর No. 168 same ব্যাপার। সুতরাং আর বলার দরকার নাই।

Shri Basanta Kumar Panda : I move that in clause 15(2) in line 4, the words "subject to the approval of the Chancellor", be omitted.

Clause 15(2) reads "If the Vice-Chancellor is, by reason of leave, illness or other cause temporarily unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the University may, subject to the approval of the Chancellor". I want to omit the words "subject to the approval of the Chancellor". It goes on the University "appoint one of its members to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chencellor". The person thus appointed shall not be the Vice-Chancellor and his designation will not be "Vice-Chencellor" but he will be a person who will be selected by the University for the purpose of performing the functions of the Vice-Chancellor till a new Vice-Chancellor is appointed by the Chancellor. If he had been a Vice-Chancellor according to clause (1), the previous clause, he would be appointed by the Chancellor in consultation with the Minister but the University has been given the power to nominate or to select a person for the remainder of the period during which the Vice-Chancellor is unable or disabled to work. This is a distinct clause from clause (1).

[5-40—5-50 p.m.]

Therefore the provision is that the University will select that but if the decision of the University is subjected to the approval of the Chancellor, what is the position ? The University merely becomes a dittoing

body. The Chancellor having this power in his hands can do away or can set aside the decision arrived by the University. University is a body corporate consisting of so many officers. There are so many other officers. Apart from that, the Chancellor is a part of the University. If the University makes a decision and if the Chancellor is given power to do away with that decision of the University, it will be against the ordinary commonsense and against the ordinary cannons of jurisprudence. When the University comes to a decision, it will be placed before the Chancellor and he will have power to set aside that decision where he is a party. Therefore, Sir, this position is anomalous. Of course provisions of sub-clause (1) and sub clause (2) may be made independent in this way where the term of the Vice-Chancellor is over or where the Vice-Chancellor is going to be appointed for the first time. Then in each case of first appointment or in each case of second or third appointments or even in the case of re-appointment after the expiry of each term, the Vice-Chancellor has got that power. But there is this incidental position for the remainder of the period where the University itself has been given power. So, let this University be independent of making this appointment, because the man who is going to be appointed is not designated as a Vice-Chancellor but a person who has to perform the duties of the Vice-Chancellor during this time.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that after clause 15(3), the following be added, namely :—

> "(4) If the Vice-Chancellor is, by reason of leave, illness or other cause temporarily unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the University shall, subject to the approval of the Chancellor, authorise one of its members to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor temporarily".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই 15(3)তে বলা হয়েছে যে resignation, death বা কার্যকাল শেষ হবার আগে যদি Vice-Chancellor এর office খালি হয়, তাহলে তার একটা ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। কিন্তু সাময়িকভাবে তিনি যদি ছুটি নেন বা অসুস্থ হন বা অন্য কারণে তিনি কাজ না করতে পারেন, তাহলে সেখানে কি করা হবে—তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেজন্য আমি add করতে চাচ্ছি—

"If the Vice-Chancellor is, by reason of leave, illness or other cause temporarily unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the University shall, subject to the approval of the Chancellor, authorise one of its members to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor temporarily".

এই কথা বলছি সাময়িকভাবে খালি হলে, তার ব্যবস্থা রাখার জন্য বলছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I am sorry I cannot accept any of the amendments that have been moved. So far as Shri Subodh Banerjee's amendment is concerned, no question of removal does arise here. Removal of Vice-Chancellor is neither contemplated nor provided for in this Act, and therefore, no provision has to be made here. That is how I shall answer Mr. Banerjee's amendment.

As regards the amendment of Shri Ramanuj Halder, he says that in place of the word 'Chancellor' the word 'University' be inserted which

means that the Chancellor will not appoint the Vice-Chancellor but the University will appoint the Vice-Chancellor. That also is not contemplated in the Act because the Chancellor should appoint the Vice-Chancellor and the Chancellor does appoint the Vice-Chancellor in all the Universities. A further question that is raised is about the consultation with the Minister. Sir that is the phrase which also is there in the Calcutta University Act of 1951. If I remember aright, Dr. Ghosh of all persons moved an amendment, when the 1951 Act was being discussed in the House, to omit those words but the House did not accept Dr. Ghosh's amendment and therefore the phrase 'in consultation with the Minister' remained in the Bill as it was enacted. Sir, what harm has been done to the Calcutta University by the retention of that phrase ? I believe nothing has happened to justify the view that the phrase 'in consultation with the Minister' has done any mischief or wrong to the Calcutta University. One thing I remember and remember clearly that had there not been such a phrase, then the appointment of Late Dr. J. C. Ghosh as the Vice-Chancellor of the Calcutta University would not have been possible.

As regards the amendment of Mr. Panda, namely, that the words 'subject to the approval of the Chancellor' be omitted, I think that will also be inconsistent with the idea embodied in the clause.

Regarding the amendment of Shri Phakir Chandra Ray, which means that even in the case of temporary vacancies, the provision for filling up the vacancies should be the same as that in the case of permanent vacancies, we cannot agree with him because it is provided that when the Vice-Chancellor is temporarily unable to exercise the powers, then the University may appoint one of its members to act and exercise his powers subject to the approval of the Vice-Chancellor. That is the provision that has been made in case of temporary inability of the Vice-Chancellor. But when permanent vacancy occurs, then of course a different provision is required and that has been made in clause 15(3). There it has been said that if a vaccancy occurs in the office of the Vice-Chancellor by reason of his resignation or death or the expiration of his term of office, then the Chancellor shall apoint a new Vice-Chancellor as the Chancellor did appoint the dead or outgoing Vice-Chancellor. It is the same principle which is embodied in clause 15(1). There is parity in principle between the two sub-clauses. So far as sub-clause (2) is concerned, that is something different and therefore I do not think it will be appropriate to repeat the same words here which have been used in sub-clause (3) to meet the cases of vacancies contemplated there. I am sorry, Sir, I cannot accept the amendments.

Mr. Speaker : With the exception of amendment No. 162 on which division has been called, I put the rest of the amendments to vote.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 15(1), in line 3, after the word "Minister" the words "from among three persons recommended by the University of whom not more than one shall be a member of the University" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that in clause 15(1), line 4, for the words "the Chancellor" the words "the University" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that in clause 15(2), in line 6, after the word "Vice-Chancellor" the words "who may enjoy salary and emoluments payable to Vice-Chancellor" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 15(3), the line 3, after the words "term of office" the word "or the removal from office" be inserted, was them put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that in clause 15(3), in line 7, after the word "Vice-Chancellor" the words "who may enjoy due salary and emoluments payable to Vice-Chancellor" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that after clause 15(3), the following be added, namely :—

"(4) If the Vice-Chancellor is, by reason of leave, illness or other cause temporarily unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the University shall, subject to the approval of the Chancellor, authorise one of its members to exercise the powers and perform the duties of the Vice-Chancellor temporarilly."

was then put and lost.

[5-50—6 p.m.]

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 15(2), in line 4, the words, "subject to the approval of the Chancellor," be omitted, was then put and a division taken with the following result :—

Noes—106

Abdul Hameed, Hazi
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur

Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Gias ddin Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal Shri Bhkari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Sauti Gopal
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-ul-Huque, Shri Md

Ayes—53

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Brsu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat Shri Man ru
Bhattacharjee, Shri Pauchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri

Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh Dr. Prafulla Chandra
Ghosh' Shri Ganesh
Ghosh Shrimati Labanya Prova
Golam, Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri homnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Gobinda Charan
Mandal Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 53 and the Noes 106, the motion was lost.

The question that clause 15 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 16

The question that clause 16 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 17

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 17(2), in line 5, after the word "duties" the words "who may enjoy salary payable to Finance Officer" be inserted.

I moved a similar amendment in clause 15—the amendment No. 168.

Clause 17(2) says "If the Finance Officer is, by reason of leave, illness or other cause, temporarily unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the University may appoint a person temporarily to to exercise his powers and perform his duties".

এই সময় ফাইনান্স অফিসারের পরিবর্তে যিনি কাজ করবেন তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে who may enjoy salary payable to Finance Officer. যা হোক্, আমি এর পূর্বে অন্য ক্লজে যে য়্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছি সেটা এর সিমিলার য়্যামেণ্ডমেণ্টই দেওয়া হয়েছে।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, it is superfluous to mention this. The acting Finance Officer will surely get the pay of the Finance Officer. You need not mention it.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 17(2), in line 5, after the word "duties" the words "who may enjoy salary payable to Finance Officer" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 17 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 18

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 18(2), in line 6, after the word "accounts" the words "and liable to all accounts" be inserted.

স্যার, সর্বক্ষেত্রে যে ফাইনান্স অফিসার থাকছে তাঁরই লাইবালিটি রয়েছে এ্যাকাউন্টস্ সংক্রান্ত ব্যাপারে। কিন্তু এখানে এ ধরণের কোন কথা সংযোগ করা হয়নি। এখানে শুধু He shall be responsible for the preparation of the annual budget and the annual accounts and liable to all accounts. এই পর্যন্ত বলা হয়েছে। সুতরাং আমি এখানে একটা সংক্ষিপ্ত য়্যামেণ্ডমেন্ট দিতে চাই, অর্থাৎ এই কথাটার পর and liable to all accounts এই কথাটা য়্যাড্ করতে চেয়েছি। কারণ ফাইনান্স অফিসার যিনি ex-officio হিসেবে ওয়ার্ক করবেন তাঁর উপর এ্যাকাউন্টস্-এর দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আমি মনে করি এবং সেইজন্যই and liable to all accounts should be added.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I oppose the amendment, Sir, Shri Haldar suggests that this amendment should be accepted because he is made liable for all the accounts. You will please notice that the last sentence of sub-clause (2) runs as follows : "He shall be responsible for the preparation of the annual budget and the annual accounts". The liability is there. I am sorry I cannot accept the amendment.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 18(2), in line 6, after the word "accounts" the words "and liable to all accounts" be inserted was then put and lost.

The question that clause 18 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 19

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 19(1), line 5, for the words "decide and" the words "decide. The Registrar" be substituted.

স্যার, এবিষয় বক্তৃতা দেবার কিছু নেই। তবে এই যে এক কাঁড়ি "এ্যাণ্ড" আছে সে ব্যাপারে যা হয় করে নেবেন।

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that in clause 19(2), in line 5, after the word "duties" the words "who may be allowed to enjoy salary payable to Registrar" be inserted.

স্যার, আমি এর আগে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছি তার জবাবে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এঁর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি এখানে who may be allowed to enjoy salary payable to Registrar এই কথাটা উল্লেখ করতে চাই। কেননা তাঁর পরিবর্তে কিছুদিনের জন্য যিনি কাজ করবেন সেই সময় তিনি তা পাবেন কিনা সেটা এখানে উল্লেখ নেই। কাজেই সেটাকে

পরিস্ফুট করবার জন্য আমি এটা যোগ করতে চাই। If this is not added it is not so clear. So it requires addition of those words.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : So far as Mr. Banerjee's amendment is concerned I accept it. He has put a full stop there. Mr. Haldar's amendment I will not accept.

[6—6-10 p.m.]

Mr. Speaker : I shall now put amendment No. 172 of Shri Subodh Banerjee accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 19(1), line 5, for the words "decide and" the words "decide. The Registrar" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 19(2), in line 5, after the word "duties" the words "who may be allowed to enjoy salary payable to Registrar" be inserted, was then put and lost.

The question that Clause 19, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New Clause 19A

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that after clause 19, the following new clause be inserted, namely :—

> "19A. The appointment, powers and duties of officers of the University, other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be as prescribed".

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, 19Aতে এটা দেবার কি প্রয়োজন সেটা আমি বোঝাতে চাই। এই বিলের মাঝখানে যে ৪ জনের পাওয়ার্স এবং ডিউটিস্-এর কথা বলা হয়েছে তাঁরা হোল চ্যান্সেলার, ভাইস্-চ্যান্সেলার, রেজিষ্ট্রার এবং ফাইনান্স অফিসার। তবে এছাড়া ইউনিভার্সিটিতে আরও অফিসার হবে, as for example—Controller of Examinations—it is a very important post। তারপর Inspector of Colleges—it is a very important post। কাজেই এই যে পোষ্টগুলো হবে তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ষ্ট্যাটুটে ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেইজন্যই আমি এই সংশোধনী দিয়েছি যে, The appointment, powers and duties of officers of the University, other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be as presented। তবে এপ্রসংগে আর একটা কথা বলে রাখি যে 1951 Calcutta University Actএ এরকম আছে এবং আমি সেটাই দিয়ে রেখেছি। কেননা যখন অন্যান্য অফিসারদের নিতে হবে তখন এরকম একটা থাকা ভাল বলে আমি মনে করি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am sorry I cannot accept it.

The motion of Shri Subodh Banerjee that after clause 19 the following new clause be inserted, namely :—

"19A. The appointment, powers and duties of officers of the University, other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and the Registrar shall be as prescribed"

was then put and lost.

Clause 20

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that clause 20(3) be omitted.

Sir, here I want to omit the whole sub-clause (3) of clause 20. It says that every Statute or Ordinance made under this Act shall, before it is given effect to, be submitted to the Chancellor and shall be modified or amended in such manner as may be suggested by the Chancellor. Sir, this is about making rules, statutes and ordinances by the University. Who are the persons in the University ? The Chancellor himself as well as all the other available persons to whom the Chancellor may extend his hand to seek any advice. These persons are the Secretary, Education Department, Secretary, Department of Finance ; Secretary, Department of Agriculture—Secretaries who are deemed to be experts on various subjects and have got qualifications both academic as well as practical. These Secretaries are available to him for advice. When the University consisting of so many Secretaries including the Chancellor and the Vice-Chancellor comes to a decision, the same persons assemble there and they in their considered deliberation come to a certain decision and give effect to that decision by Statute, Ordinance, Regulation or Rule.

I do not understand why the Chancellor should be given this salutary power. The Minister is not the member of the University. Now, if the Chancellor is given this power he may only seek the advice of the Minister, and the Minister is a member of a political party for the time being becomes a member of the majority party but this University is a permanent feature and it is desirable that it should be free from the clutches of the politicians and the persons who are for the time being in power. The Chancellor is only a figurehead. His head and hand is the Minister and the Minister not being a member of the University should not give advice to the Chancellor on this subject. On the other hand those who are educated and are in the University should be given the power, and the Chancellor should not be given this power.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I need not move 181 as it has already been moved.

I move that clause 20(4) be omitted.

I move that in clause 20(5), after item (c), the following item be inserted, namely :—

"(cc) the powers of the Vice-Chancellor ;"

I move that in clause 20(5), after item (d), the following item be inserted, namely :—

"(dd) the appointment, terms and conditions of service of the Teachers and other employees of the University ;"

I also move that in clause 20(8), in line 4, after the words "conferred by" the words "or under" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, ২০ নম্বর ধারায় আমার ৫টা সংশোধনী প্রস্তাব আছে। ১৮১ থেকে ১৮৪ মধ্যে একটা, আর ১৮৭, ১৯৩, ১৯৪ এবং ২০৪। একটা নীতিগত প্রশ্নের উপর ১৮১ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবটা। ১৮১তে আমি বলতে চেয়েছি যে ২০ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপধারাটা তুলে দেওয়া দরকার। কেন সেটা বলছি। (3) says"Every statute or Ordinance made under this Act shall, before it is given effect to be submitted to the Chancellor and shall be modified or amended in such manner as may be suggested by the Chancellor ইত্যাদি অর্থাৎ এখানে একটা superseding power of the Chancellor to overside দেওয়া হয়েছে। এইরকম কথা আমি আগেই বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটির গঠনতন্ত্র যা হয়েছে সেটা undemocratic। Governing body যদি এমন কিছু করে rather করে ফেলে—এক আধবার যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে এইরকম statute, ordinance প্রভৃতিগুলি যাতে নাকচ করতে পারা যায় সেই ক্ষমতা সরকার রেখে দিচ্ছেন Chancellorএর হাত দিয়ে। Chancellor মোটামুটিভাবে তাঁদের নিজের লোক হবে এবং সেইরকম যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যেটাকে prerogative বলা চলে এটা থাকা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তারপরের যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটাও ঐ নীতিগত প্রশ্নের উপর। সেখানে কি বলছেন, না, যদি কোনসময় মনে হয় যে Statute বা Ordinance সংশোধন করা দরকার তাহলে Chancellor যা বলবেন সেইরকম সংশোধিত হয়ে যাবে– Chancellor's is the last word, final word—তার উপর appeal নেই, একেবারে Supreme Court এবং যেদিন থেকে বলবেন যে এটা আমি করে দিলাম, তার সেই prerogative চালিয়ে দিলেন সেই দিন থেকে University যাই করে থাকুক না কেন, সব নাকচ হয়ে গেল। এত পাওয়ার আগেকার দিনে রাজার ছিল কিনা সন্দেহ আছে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ৪ নম্বর উপ-ধারাটা তুলে দেওয়া উচিত। এবারে আমার ১৯৩ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানেও ঠিক ভুল করেছেন। আমি বিলের ১৬ নম্বর ধারার ৪ নম্বর উপধারার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে বলছেন The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed। এই such power এর কিছু পাওয়ার ১৬তে দেওয়া আছে আর কিছু পাওয়ার as may be prescribed। Prescribed কথার অর্থ কি—definition clause বলছে prescribed means prescribed by Statutes, Ordinances, Regulations or Rules। তাহলে কোথাও না কোথাও এই পাওয়ারগুলির বিধান থাকা দরকার। Statuteএ তাহলে Vice-Chancellorএর পাওয়ারের কথা দিন।

[6-10—6-20 p.m.]

এবার তাকিয়ে দেখুন ষ্ট্যাটুটের দিকে—ষ্ট্যাটুট (ডি)তে কি বলছেন, The appointment, powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor and the Vice Chancellor। আদার দ্যান্ দি চ্যান্সেলার য়্যাণ্ড ভাইস-চ্যান্সেলার। তাহলে ভাইস-চ্যান্সেলার পাওয়ার কোথায় পেল? ১৬(৪) ধারায় যে বল্লেন য়্যাজ্ মে বি প্রেস্ক্রাইব্ড তার বিধান কোথায় ২০ নং ক্লজে? য়্যাজ্ মে বি প্রেস্ক্রাইব্ড, প্রেস্ক্রাইব করুন—ষ্ট্যাটুটের মধ্যে সেই প্রফেশন্ থাকার দরকার আছে। সুতরাং ১৬(৪) ধারার মধ্যে যেটা রয়েছে য়্যাজ্ মে বি প্রেস্ক্রাইব্ড, সেটা প্রেস্ক্রাইব্ করুন ২০ নং ধারায়। তাই আমি আমার সংশোধনীতে দিয়েছি ২০(৫) ধারায় (সি) আইটেমের পর (সি সি) আইটেম দিয়ে দি পাওয়ার্স অব্

দি ভাইস্-চ্যান্সেলার বলে একটা নূতন য়্যাক্ট করার দরকার আছে কারণ ওখানে য়্যাজ্ মে বি প্রেস্ক্রাইব্ড রয়েছে।

তারপর ১৯৪ নং সংশোধনী প্রস্তাব—টিচার্স অব দি ইউনিভার্সিটি যাঁরা তাঁদের য়্যাপয়েন্টমেন্ট, টার্মস্ য়্যাণ্ড কণ্ডিসন্স অব সার্ভিস্ কে ঠিক করবে? এগুলি ষ্ট্যাটুটে দিতে হবে terms and conditions of service। কে করবে। এগুলি স্ট্যাটুটে থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। তাই আমি (ডি)র পর (ডি ডি) আইটেম দিয়ে ঐ appointment, terms and conditions of service of the teachers and other employees of the University এগুলি দিতে চেয়েছি।

এইবার আমার ২০৪ নং সংশোধনী প্রস্তাব ২০ নং ক্লজের ৮ নং সাব-ক্লজে কি আছে দেখুন—

"Subject to the provisions of this Act and the provisions of the Statutes, the Ordinances and the Regulations, Rules may be made for the purpose of duly carrying out the provisions of, or exercising the powers conferred by, this Act'.

Confer by this Act শুধু নয়, confer by or under this Act হবে। তাই আমার সংশোধনী হল by এর পরে or under এই কথাটা যোগ করে নেওয়া দরকার।

Shri Jagannath Kolay : I beg to move that for items (f) and g) of sub-clause (5) of Clause 20, the following items be substituted, namely :—

"(f) the institution and conferment of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(g) the conferment of honorary degrees ;"

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : I move that in clause 20(6) (j), in line 2, after the word "Teachers" the words "and other employees of the University, constituent colleges and recognised institutions" be inserted.

স্যার, আমার amendment দিয়ে এই জিনিস করতে চাইছি যে Universityর যারা employees হবে তাদের emoluments, conditions of service ইত্যাদি যাতে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন এই প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় সেটা গ্রহণ করেননি। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে employeesদের emoluments, conditions of service ঠিক করবে কে? আমার মনে হয় এসবের মধ্যে থাকা দরকার এবং মন্ত্রী মহাশয়ের এই amendment গ্রহণ করা উচিত।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am sorry I cannot accept any of the amendments moved except the one moved by Mr. Kolay. As regards amendment No 180 moved by Mr. Panda and Mr. Banerjee—Mr. Subodh Banerjee has remarked that there is নীতিগত পার্থক্য so I cannot accept that clause 20(3) be omitted. Clause 20(3) runs this "Every Statute or Ordinance made under this Act shall, before it is given effect to, be submitted to the Chancellor and shall be modified or amended in such manner as may be suggested by the Chancellor." As I observed in connection with the Burdwan University Bill, in all the recent Acts relating to the new Universities this power has been conferred on the Chancellor or on the Visitor. I am, therefore, not prepared to omit this

sub-clause, 20(3). Mr. Subodh Banerjee says that the terms and conditions of Vice-Chancellor's service should also be mentioned in the Statute we do not think so. But so far as his powers are concerned. He has omitted to consider that clause 16(4) runs thus, "The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be preseribed". The Vice-Chancellor's powers have been detailed in the Statute and other powers which may not have been mentioned in the Statute he will have provided those powers are "as may be prescribed".

Prescribed by what ?—prescribed by Statutes, Ordinance and Regulations. Clause 20 is quite clear in mentioning all that can be prescribed under the Statutes or Ordinances. You will see 20(5) (q) says—all other matters which by or under this Act are or may be provided for by Statutes. All these powers may be provided by the Statutes where the powers are such as have to be provided for by Statutes. Similarly you will see in sub-clause (6) (m) all other matters which apart from the Act or the Statutes are to be prescribed by ordinances may be provided for by Ordinances. Similarly in (7) (c) you will find—matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are required to be prescribed by Regulations Therefore, it will be noticed that the principal powers have been mentioned in the body of the Statute itself but such other powers as may be necessary will be provided by Statutes or Ordinances or Rules and the sub-clauses have been framed to meet all future requirements. Therefore, I do not accept the amendment.

[6-20 – 6-30 p.m.]

The motion of Shri Jagannath Kolay that for items (f) and (g) of sub-clause (5) of Clause 20, the following items be substituted, namely :—

"(f) the institution and conferment of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(g) the conferment of honorary degrees ;"

was then put and agreed to.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 20(5), after item (c), the following item be inserted, namely :—

"(cc) the powers of the Vice-Chancellor ;"

was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 20(5), after item (d), the following item be inserted, namely :—

"(dd) the appointment, terms and conditions of service of the Teachers and other employees of the University ;".

was then put and lost.

The motion Shri Satyendra Narayan Mazumdar that in clause 20(6) (j), in line 2, after the word "Teachers" the words "and other employees of the University, constituent colleges and recognised institutions" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 20(8), in line 4, after the words "conferred by" the words "or under" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clause 20(3) be omitted, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—105

Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Baudyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Patel, Shri R. E.

Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-Ul-Hoque, Shri Md.

AYES—40

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 40 and the Noes 105, the motion was lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that clause 20(4) be omitted, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—103

Abdul Hashem, Shri
Baharuddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya

Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee. Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Hafizur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque. Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Patel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Shrojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal

Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—40

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Susabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 40 and the Noes 103, the motion was lost.

The question that clause 20, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 21

The question that clause 21 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 22

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 22, at the end, the words "and the University may take such action thereon as it thinks fit" be added.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ২২ নম্বর ধারায় রয়েছে যে Annual Report of the University সেটা একটা University Meetingএ consider করা হবে। এখানে আর একটা জিনিস থাকা দরকার বলে আমি মনে করি এবং প্রয়োজন বিধায় University যে কোন action নিতে পারবে। এর প্রয়োজন আছে। কেন? আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি audited বাজেটের ক্ষেত্রে। Audited বাজেটের ক্ষেত্রেও আছে কি? ২৩ নম্বর ধারার ২

নম্বর উপধারায় দেখুন—কি বলছে! সেখানে বলছে—the University shall consider the audited annual accounts at a meeting and may take such action thereon as it thinks fit. এই যে may take such action thereon as it thinks fit এটা audited accountএর বেলায় রয়েছে কিন্তু annual statementএর বেলায় এইরকম কিছু নাই। তাই বলছি এইরকম একটা থাকা উচিত। যদি প্রয়োজন হয় annual statementএর বেলায় যদি কোন action নেবার প্রয়োজন হয়। উনি বলছেন এটার দরকার নাই। তাহলে ও একটা নীতি আপনারা ফলো করুন। অন্যের বেলায় মাকড় মারলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, আর ব্রাহ্মণের বেলায় মাকড় মারলে হয় ধোকড়।

অন্য বেলায় দোষ হয় আর ব্রাহ্মণের বেলায় মাকর মারলে ধোকড় হয়—এই জিনিস কখনই এখানে হতে পারে না। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাহলে দুই জনের বেলায় করা উচিত। একটা বেলায় রাখব আর একটার বেলায় রাখব না এটা ঠিক নয়। হয় দুই বেলায় রাখুন না হয় দুই বেলায় তুলে দিন। এই রকম inconsistent থাকা উচিত না।

[6-30—6-40 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, clause 22 speaks of the annual report, and "the annual report shall be considered by the University at a meeting". What is the annual report? It is to be a report of all the actions taken by the University and after it is laid before the University the University will not have to take action on the report. Take for instance, the proceedings of the Legislative Assembly. Do we take any action on the proceedings of the House? No, but so far as the Audit Report are concerned they are entirely different. Similarly the University has got to take action in the matter of remarks made by the auditor. There the action of the University is called for, just as in respect of our audit report. Our audit report is placed before the Public Accounts Committee. They do take action thereon. Not only that. On the report of the Public Accounts Committee again the Legislature may also take action.

The audited accounts and the annual repoot are entirely differet. I do not accept the amendment.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 22, at the end, the words "and the University may take such action thereon as it thinks fit" be added, was then put and lost.

The question that Clause 22 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 23

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that after clause 23(2), the following be inserted, namely :—

> "(2a) Copies of the audited annual accounts together with copies of the audit report shall be submitted to the Chancellor and to the State Government".

I also move that in clause 23(4), in lines 1 and 2, the words "and the audited accounts together with copies of the audit report" be omitted.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I oppose the amendments

The motions of Shri Subodh Banerjee were then put and lost.

The question that clause 23 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 24

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that in clause 24(1), in line 4, after the words "agricultural school" the words "experimental station, demonstration farm" be inserted.

I also move that in clause 24(1), lines 6 and 7, for the words "the examinations, teaching and other work conducted or done by" the words "all activities other than purely academic activities of' be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ২৪ নম্বর ধারায় আমার দুটো সংশোধনী প্রস্তাব আছে। একটা ২০৯ এবং আরেকটা ২১০। ২০৯ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবটার উপর আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখানে কি হয়েছে দেখুন। ২৪ নম্বর ধারায় এক নম্বর উপধারাতে বলেছেন—

"The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment, and of any college, agricultural school or other institutions".

এখানে Point হচ্ছে আপনি এক্ষেত্রে experimental station, demonstration Farm এর Provision আছে কিন্তু যদি inspection করার দরকার হয় তাহলে কি পারবেন এটা করতে? আপনি যদি বলেন other institutionsএর দ্বারা cover হচ্ছে সেখানে আমি বলব তা হচ্ছে না। এবার ৪ নম্বর ধারার দিকে তাকিয়ে দেখুন, যেখানে Functionsএর কথা বলছেন সেখানে other institution বলা সত্ত্বেও demonstration Farms and experimental stations আলাদা করে বলেছেন।

সেজন্য আমার বক্তব্য যে এখানে এই দুটি কথা য়্যাড করা দরকার। আর আমার ২১০ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাবে আমি বলতে চাই যে ইনস্পেকসান করার অধিকার ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের থাকবে। কিন্তু সেগুলো পিওরলি য়্যাকাডেমিক বিষয় নেই পিওরলি য়্যাকাডেমিক বিষয় গুলো ইনস্পেকসান করার অধিকার এই গভর্ণমেণ্ট থাকবে না। সেজন্য আমি বলছি all activities other than rurals academic activities. অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির য়্যাকাডেমিক বিষয় গুলো ছাড়া অন্য বিষয়ে ইনস্পেকসান করার অধিকার সেইই গভর্ণমেণ্টের থাকবে।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that in clause 24(1), in lines 6 and 7, for the words "the examinations, teaching and other work conducted or done by" the words "activities other than purely academic activities of" be substituted.

স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবে আমি বলছি যে গভর্ণমেণ্ট যেখানে বলছেন যে ডাইরেকসান দিতে পারবেন এনকোয়ারী করতে পারবেন in respect of any matter connected with the university সেখানে আমি বলছি other than rurals academic matters. গভর্ণমেণ্ট টাকা দেবেন সেগুলো খরচের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার অধিকার গভর্ণমেণ্টের থাকবে এবং গভর্ণমেণ্টের মারফৎ বিধান সভা যে গুলির খবর নিতে পারবে, কিন্তু যেগুলো য়্যাকাডেমিক ব্যাপার সে ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। এখানে আইনে যে ভাবে লিপিবদ্ধ হতে যাচ্ছে তাতে গভর্ণমেণ্টের হাতে ঢালাও ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলবেন যে আমাদের এইরকম কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য কি আছে না আছে তা আমরা দেখব না—আমরা আইনের যা অর্থ হবে তাই দেখব। কারণ কথায় আছে যে Road to Hell may be passed with good wishes. কাজেই উদ্দেশ্য নিয়ে চলবে না, আমাদের দেখতে হবে যে আইনে কি আছে। এই রকম ঘটনাও আমাদের কোন বিরল নয়। কয়েক বছর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন—নাম করা একজন ঐতিহাসিক—তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের যারা কর্মচারী তাদের ব্যবহারে অপমানিত বোধ করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ভাবেই এই বিল যে ভাবে রচিত হয়েছে তাতে আমরা দেখছি যে ইউণিভার্সিটির য়্যাকাডেমিক ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। সুতরাং আপনাদের যদি উদ্দেশ্য না হয় যে য়্যাকাডেমিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না তাহলে আমি আমার সংশোধনীতে যেটা পরিষ্কার করে দিয়েছি সেটা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। আমার সংশোধনী প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করেন তাহলে বুঝব যে আপনাদের আইনে যা লেখা আছে সেটাই কার্যতঃ হবে, উদ্দেশ্য কিছু নয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Mr. Speaker, Sir, I am glad to accept the amendment No. 209 moved by Mr. Subodh Banerjee. Of course, it is not necessary to include those words. "Other institution" might have covered "demonstration farm and experimental station", but for clarity's sake I am prepared to accept his amendment. As regards his other amendment (No. 210) I am sorry I cannot accept that amendment. The other day we were asked to enquire into the malpractices regarding the question papers and certain other matters.

Certainly Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay asked the Government to enquire into academic matters. Therefore, I am not prepared to accept the amendment of Shri Satyendra Narayan Mazumdar.

[6-40—6-50 p.m.]

Shri Satyendra Narayan Majumdar : সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডকে আপনারা সুপারসিড্ করেছেন এর এটা এখন য়্যাডমিনিষ্ট্রেটারের হাতে আছে। সুতরাং অটোনমাস বোর্ড বলে আপনারা লিখবেন যে It is now under the Administrator being superseded by Government.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : The Act is there.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : No, Sir. Your legal interpretation cannot stand.

Mr. Speaker : I shall now put amendment No. 209, as accepted by the Hon'ble Minister.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 24(1), in line 4, after the words "agricultural school" the words "experimental station, demonstration farm" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 24(1), lines 6 and 7, for the words "the examinations, teaching and other work conducted or done by" the words "all activities other than purely academic activities of" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that in clause 24(1), in lines 6 and 7, for the words "the examinations, teaching and other work conducted or done by" the words "activities, other than purely academic activities of" be substituted, was then put and a division taken with the following result :

NOES—100

Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chartopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikari, Shri Gopal Chaudra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hausadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimari Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti

Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Jadu Nath
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—38

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Shri Satyendra Narayn
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 38, and the Noes 100, the motion was lost.

The question that clause 24 as amended do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 25

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 25, in line 3, after the word "Teacher" the words "and every employee" be inserted.

I beg also to move that in clause 25, in line 6, after the word "Teacher" the words "or employee" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, আমি আবার মন্ত্রীমহাশয়কে বলব বর্ধমান ইউনিভার্সিটি বিলের সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেই বিলে যে ভুল ছিল তা তিনি statutes করে দূর করে দেবেন—আবার সেই ভুল কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে থেকে যাচ্ছে। সেজন্য আবার আমি এটা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করব। ২৫ নম্বর ধারায় কি আছে দেখুন।

"Except as otherwise pravided under this Act or the Statutes, every salaried officer other than the Vice-Chancellor and every Teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the officer or Teacher concerned."

বর্ধমান ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনার সময় আমি বলেছি যে employeeদের এ জিনিস দেওয়া দরকার। অফিসার বলতে employee বোঝা যায় না এ আমি তখন দেখিয়েছিলাম। এই বিলে রয়েছে অফিসার বলতে employee বোঝা যায় না, কারণ ২৭ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারার দিকে আপনি তাকিয়ে দেখুন—সেখানে বলা হচ্ছে for the benefit of its officers, teachers and other employees। অফিসার কথা ব্যবহার করা সত্ত্বেও employee কথা ব্যবহার করা হচ্ছে—তার কারণ the term 'officer' does not include other employees। তাই আমার জিজ্ঞাস্য ইউনিভার্সিটির সঙ্গে employeeদের যে বিরোধ, শ্রমিকদের যে বিরোধ একে কি বার বার আপনি ট্রাইবুন্যালে টেনে নিয়ে যেতে চান, হাইকোর্টে টেনে নিয়ে যেতে চান—it is not desirable। তাই আমি মনে করি ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে employeeদের কোন বিরোধ হলে সেটা settle করা যেতে পারে। তাই আমি মনে করি teacherএর পরে and every employee এই কথাগুলি থাকার দরকার আছে। আমার এখনও স্মরণ আছে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনার সময় মন্ত্রীমহাশয় এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই বিরোধ আমরা slip করেছি, আমরা statuteএ provision করে দেব যাতে employeeরা covered হয়ে যায়। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলব যে statuteএ provide করার দরকার নেই—আমার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে নিয়ে employeeদের protection দিন—এটা নীতিগত এমন কিছু নয়। নীতিগতভাবে মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করেছেন হাঁ, একথা ঠিক যে employee এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিরোধ সেগুলি কোর্টে টেনে নিয়ে যাওয়া it is not desirable। তাই যদি হয় সে ক্ষেত্রে আমার সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা রক্ষিত হবে বলে আমি মনে করি। সেজন্য ২৩ এবং ২১৪ এই দুটো সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করব।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am sorry I cannot accept the amendment. So far as the Burdwan University is concerned, that is a different thing.

[6.50—7 p.m.]

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 25, in line 3, after the word "Teacher" the words "and every employee" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 25, in line 6, after the word "Teacher" the words "or employee" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 25 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 26

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 26, in line 2, after the word "Teachers" the words "or employees" be inserted.

I also beg to move that in clause 26, in line 5, after the word "Teacher" the words "or employee" be inserted.

স্পীকার মহাশয়, আমার আগেরটা তো উনি যেমন ম্যাটার বল্লেন, it is defenitely violation of the assurance given by the Hon'ble Ministers। আমি আবার দেখাচ্ছি —তাহলে এমপ্লয়ীদের বেলায় কি করবেন। তাঁদের দিয়ে মামলা বাধাতে চান, তাঁদের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ডিসপুটস্ য়্যাক্টের মধ্যে দেবেন কি? তাঁদের প্রোটেক্সন্ কোথায়? ২৮ নং ধারায় আপনারা বোর্ড অব্ আরবিট্রেসন্ করছেন এবং বোর্ড অব্ আরবিট্রেসন্ কাদের বিষয় আলোচনা করবেন— every dispute arising out of a Contract between the University and any of its officers or teachers। এই হচ্ছে আরবিট্রেসন বোর্ডের উদ্দেশ্য। ইউনিভার্সিটির সংগে তাদের কর্মচারীদের যদি কোনদিন বিরোধ হয় তাহলে সেই বিরোধ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ট্রাইবুনাল বা কোর্টে না যেয়ে যাতে ইউনিভার্সিটির অধীনে একটা আরবিট্রেসন বোর্ডে তার সেটেলমেণ্ট হয় তার ব্যবস্থা আপনারা ২৬ নং ক্লজে করেছেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় এমপ্লয়ীদের কথা সেখানে বাদ দিয়েছেন— শুধু অফিসার এবং টিচারদের কথা বলছেন। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এমপ্লয়ীদের ব্যাপার যদি আরবিট্রেসন বোর্ডে না যায় তাহলে যাচ্ছে কোথায়? ইউনিভার্সিটির সংগে যদি চাকরী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে এমপ্লয়ীদের বিরোধ বাধে তাহলে where is it going সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে খোলাখুলিভাবে বলুন they will be covered by the Industrial Dispute Act। ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মামলাগুলি আরবিট্রেসন বোর্ডে মীমাংসা হবে আর এমপ্লয়ীদের এই অবস্থায় রেখে দিলেন এর অর্থ কি? তাঁরা না পাবেন ট্রাইবুনাল, না পাবেন আরবিট্রেসন বোর্ড। এদের য়্যাডভানটেজ নেওয়া হচ্ছে, এঁরা কোন ট্রাইবুনাল পাবেন না কেন? ইন্ সেক্সন ১০ তার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপুটস্ য়্যাক্টে কি বলছেন—it is the discretion of the Government to refer any dispute to the Industrial Tribunal or not. গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন কোন ডিসপুট পাঠাবেন না তাহলে যত বড়ই বিরোধ থাকুক না কেন, সেই বিরোধ শিল্প ট্রাইবুনালে যেতে পারে না। সেকসন ১০(১) এ গভর্ণমেণ্ট যদি না চায় তাহলে বিচার হল না ট্রাইবুনালে। আবার এখানে বলছেন তাঁদের বিষয়টা আরবিট্রেসন বোর্ডে যাবে না—তাহলে তাঁরা যাবেন কোথায়? স্ট্রাইক করবেন, সেটা সেটেলমেণ্টের মেশিনারী কোথায়? এ-ব্যাপারে ডাঃ রায়ের সংগে আমার আলোচনা হয়েছিল—ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বিষয় নিয়ে যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, সুবোধ, ইউনিভার্সিটির ব্যাপার কোর্ট কাছারীতে না

করাই ভাল। আমি এগ্রি করি কিন্তু তার জন্য একটা প্রভিসন্ রাখুন—এমপ্লয়ীদের সংগে যদি ইউনিভার্সিটির কোন বিরোধ হয় তাহলে সেটা যাতে ট্রাইবুনালে না গিয়ে ইউনিভার্সিটির অধীনে আরবিট্রেসন বোর্ডে যায় তার ব্যবস্থা করুন। এমপ্লয়ীদের বেলায় আপনি বোর্ডে দেবেন না কেন? দেখুন, এখানে ল্যাংগয়েজ পরিষ্কার রয়েছে—every dispute arising out of a Contract between the University and any of its Officers or Teachers। কেন এক্সক্লুড করছেন—এ এক্সক্লুসনের কোন অর্থ হয় না।

আমি একথা শিক্ষামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিই Calcutta University Act, 1951-এ provision দিয়েছেন পরে যে সেখানে Arbitration Board আছে। ১০০ টাকার বেশী বেসব employee মাইনে পায় তাদের Case decided হবে Arbitration Board দ্বারা। সেখানে employee কথাটা use করেছেন। এখানে শুধু এই officers and teachers, Dispute Officersদের সংগে Universityর হবে না এটা জেনে রাখুন। Vice-Chancellor dispute নিয়ে মামলা করতে যাবে না, Finance Officerকে নিয়ে মামলা হবে না। সাধারণ dispute যেখানে সেখানে industrial disputeএ পড়বে। এক যদি সেটা ২৬ ধারা উড়িয়ে দিতেন কিছু বলতাম না। অথচ ২৬ নং ধারায় teachersদের protection দিচ্ছেন। কিন্তু যারা অল্প মাইনের কর্মচারী তাদের protection থাকবে না এটা কিরকম আইন? অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা হোক্ তা আপনারা চান না—আপনারা চান এই বিরোধ নিয়ে কোর্ট কাছারী হোক। তাই প্রস্তাব করি ২১৬, ২১৭ নং amendments এই দুটো গ্রহণ করা হোক।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: স্পীকার মহোদয়, সুবোধবাবুর প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কিছু বলতে চাই। সাধারণ কর্মচারীদের ব্যাপারে সুবোধবাবুর প্রস্তাব যদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ না করেন তার ফলটা কি হবে? যদি তাদের Industrial Disputes Act অনুযায়ী মীমাংসার পথ দিতে হয় তাহলে বার বার Labour Departmentএ যেতে হবে। Industrial Disputes Actএ তা সুবিধা পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই—কারণ এতে অনেক গলদ আছে। একটি জিনিস বিশেষ করে বলছি। যেখানে association আছে, কোন সংগঠন আছে, সেখানে Industrial Disputes Actএর সাহায্য কোন কর্মচারী নিতে পারে; কিন্তু যেখানে সংগঠন নেই, সেখানে কি হবে? Supreme Courtএর সাম্প্রতিক একটা আইন অনুযায়ী এটা দাঁড়িয়েছে কোন কর্মচারীর Industrial Disputes Actএর সুযোগ নিতে হয় তাহলে তাকে বাধ্য হয়ে শান্তি ভংগ করতে হয়। সত্যি সত্যি শান্তিভংগ হয়েছে কি না সেটা দেখবে Labour Department। কিন্তু Labour Department Industrial Disputes Rule যেটা সংশোধন করেছেন, তার ফল হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার পথ থাকা সত্ত্বেও ওই সুযোগ না হওয়ার জন্য কর্মচারীদের আইন ভংগ করতে হয়। অনেক জায়গায় Labour Department বে-সরকারীভাবে শ্রমিকদের পরামর্শ দিলেন—তোমরা যাও, আইন ভংগ কর—পাথর ছোঁড়ো—শান্তি ভংগ হোক, তার পর আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

Dr. Hirendra Kumar Chattapadhyay: স্যার, আমি শুধু জানতে চাই information হিসাবে যে এখানকার কোন লোক High Courtএ যেতে পারবে না, Supreme Courtএ যেতে পারবে না এমন কোন আইন হতে পারে কি? No suit shall lie in any Civil Court in respect of matters decided। এটা fundamental rightsএর againstএ Provision কি না, সেটা জানতে চাই।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Teachers এবং Employeesদের Arbitrationএর মধ্যে আনা হচ্ছে না

কেন ? অল্প বেতনের কর্মচারীদের Courtএ যেতে গেলে খরচ করতে হবে এবং এইসমস্ত ব্যবস্থা ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে কি তাদের বঞ্চনা করার চেষ্টা হচ্ছে ?

[7—7-12 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: The Assembly h already passed clause 25. Clause 25 provides for appointments und contracts and Clause 26 follows 25. Clause 26 says that where appoin ments are made under contracts there Board of Arbitrators will l appointed if there be any dispute between the University and the person concerned ; otherwise not. Assembly has already passed Clause 25. Ho can we introduce the amendment now proposed in respect of Clause 26 Clause 26 runs thus : "Every dispute arising out of a contract betwee the University and any of its officers or teachers shall be referred to Board of Arbitrators." Clause 25 only provides for contracts between tl University and officers and teachers. Therefore, Sir, Clause 26 follov Clause 25 and says that in pursuance of Clause 25 every dispute arisin out of a written cantract will be referred to arbitration. Mr. Banerj referred to the Calcutta University Act. So far as the Burdwan Universit Act is concerned, we have not accepted such a personal and so far as tl Kalyani University Act is concerned, we are not going to accept it nov But, if necessary, we shall amend the Act in respect of other employees i. those who are employed otherwise than by written contract. We sha do that in future if necessary. After all, when we have passed Clause 2 then the question of amending Clause 26 and so to import new matt does not arise.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 26, in line 2, aft the word "Teachers" the words "or employees" be inserted, was then pu and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 26, in line 5, aft the word "Teacher" the words "or employee" be inserted was then pu and lost.

The question that clause 26 do stand part of the Bill was then put an a division taken with the following result :—

AYES—97

Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Samarjit
Banerjee, Shrimati Maya
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.

Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Hafijur Rahaman, Kazi
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Majhi, Shri Budhan
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Moudal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankarnarayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar

NOES—38

Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterji, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan

Das, Shri Sunil
Elias Razi, Shri
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lutfal Hoque, Shri
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayar
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Pakray, Shri Gobardhan
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 97 and the Noes 38, the motion was carried.

Clause 27

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that in clause 27(1 line 2, the words and brackets "(including the Vice-Chancellor)" b omitted.

Pension, providend fundএর সুযোগ employeesদের অফিসারদের দেওয়া হচ্ছে তাদের সংগে Vice-Chancellorকেও include করা হচ্ছে। Vice-Chancellorএর একা temporary appointment, এক বৎসরের term। Permanent Employeeরা advantage পাচ্ছে, অস্থায়ী স্বল্প tarmএর লোককে সেই advantage দেওয়ার প্রয়োজন নাই অন্যান্য Universityতে Providend Fundএর advantage দেওয়া হয় না। যদি দিতে হ Vice-Chancellor যে salary পান, তাতে সে সুযোগ না দিয়ে, অন্যভাবে advantage দেও হোক্। যেমন তাঁকে free from income tax এর advantage দেওয়া যেতে পার Providend Fund ও Pension এর সুযোগ Vice-Chancellorএর পক্ষে রাখা উচিত নয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I do not accep the amendment.

The motion of Shri phakir Chandra Ray was then put and lost.

The question that clause 27 do stand part of the Bill was then put an agreed to.

Clause 28

The question that clause 28 do stand part of the Bill was then put an agreed to.

Preamble

The question that preamble do stand part of the Bill was then put an agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I beg to mov

that the Kalyani University Bill, 1960, as settled in the Assembly, be passed.

Shri Jyoti Basu : আমি একটা কথা বলতে চাই, কাল খাদ্যের উপর আলোচনা হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকার থেকে কোন রকম Statement কিছু দিলেন না। তাহলে কি যে যা খুশী তাই বলবে? Motion যখন থাকছে না তখন আপনি technical ground ধরে গোলমাল করবেন না।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Statement গতবার Move করার সময়ই বলেছি। কালকে কিছু বলে দেবো। নোতুন কিছু বলবার নেই।

Mr. Speaker : Mr. Basu, you know what to say and what not to say—what is relevant and what is not relevant—in a food debate.

Tomorrow the House will meet at 2-30 p.m. when the Kalyani University Bill will be taken up. After that there will be a recess, and from 4-15 p.m. the food debate will start. There will be no question.

The House stands adjourned till 2-30 p.m. tomorrow.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 7-12 p.m. till 2-30 p.m. on Tuesday, the 12th April, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

———

ol. XXV—No. 3

ASSEMBLY PROCEEDINGS

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-Fifth Session

(February—April, 1960)

PART—13

12th April, 1960

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 12th April, 1960, at 2-30 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 205 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Statement by Dr. Hirendra Kumar Chattopadhay regarding corruption in Board of Secondary Education

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : স্পীকার স্যার, কাজ আরম্ভ হবার আগে কালকে যে করেসপণ্ডেন্স সেকেণ্ডারী বোর্ড সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আপনার মনে আছে যে শনিবার দিন বলেছিলাম যে ইমিডিয়েটলি দুটো জিনিস করা হোক—একটা হচ্ছে যে সেখানকার সমস্ত কাগজপত্র যেন সিজ করা হয় এবং দ্বিতীয় যে ৪ জনের নাম বলেছিলাম তাদের কোন য়্যাকসেস ষ্ট্রং রুমে বা কনফিডেন্সিয়াল সেকশনে যেন না থাকে। কিন্তু আমি জানাচ্ছি যে সেই লোকদের ষ্ট্রি য়্যাকসেস সেই ষ্ট্রং রুমে বা কনফিডেন্সিয়াল সেকশনে ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ কোন পেপার সিজ করা হয়নি। শনিবার দিন আলোচনার পর আমাদের উপমন্ত্রী সৌরেনবাবু আমাকে এই হাউসের মধ্যে বলেছিলেন যে এ্যাটিকরাপশন পুলিশে খবর চলে গেছে এবং আমাকে কালীবাবুর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

Mr. Speaker : It is no good going into a long History. This is the third day you are telling about this. You must make a short statement.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : It cannot be a short statement because I have to state what happened yesterday. I am not stating facts.

Mr. Speaker : You are repeating the same thing.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : No, I am not repeating. The Deputy Minister told me that the police had already been sent. The Deputy Minister requested me to see the Home Minister, Kalipada Babu, in his room. Is this repetition, Mr. Speaker ?

আমি কালীবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একজন পুলিশ অফিসার ও সৌরেনবাবু ছিলেন। আমাকে সেখানে বলা হয় যে আমরা এগুতে পারছি না, এবং জিজ্ঞাসা করা হয় যে

আমার কাছে ফটোস্ট্যাট কপির কোন ডুপ্লিকেট আর আছে কি না? আমি তখন বলেছিলাম যে আমার কাছে আর কিছু নেই এবং যা ছিল তা হাউসে দিয়ে দিয়েছি। That is the property of the House.

তাঁরা যখন আবার বলেন যে আমরা কিছু লিখিত না পেলে কিছু করতে পারি না তখন আমি সেখানে বলেছিলাম যে বহু জায়গায় লিখিত না হলেও পুলিশ ইনিসিয়েটিভএ অনেক কাজ হতে পারে এবং অনেক জায়গায় ওয়ারেণ্ট না হলেও এ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, জনসাধারণের সন্দেহ আছে, এবং জানি যে কংগ্রেস বন্ধুদেরও এই অভিপ্রায় আছে। যাই হোক আমি বলতে চাই যে শনিবার দিন থেকে আরম্ভ করে তাদের সময় দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং যদি সেদিন সমস্ত পেপার্স সিজ করা হোত এবং সিজড্ পেপারের মধ্যে যদি এই করসপণ্ডেন্স বেরুত তাহলে এই করসপণ্ডেন্সকে বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু এই সমস্ত পেপার্স সিজ না করে তাদের ব্যাক ডেটেড করসপণ্ডেন্স করতে দেবার অবসর দেওয়া হয়েছিল এবং এই যে কেলেঙ্কারী হয়েছে এতে সরকার সময় দিয়ে সাহায্য করেছেন—একথা বলতে আমি বাধ্য। এ ছাড়া এই স্টেটমেণ্টের মধ্যে যা আছে সেটা হাস্যকর।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : স্যার, এইভাবে কি বক্তৃতা চলবে?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhoay : I do not want any interference from the Food Minister

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : স্যার, উনি কি এইভাবে আলোচনা চালিয়ে যাবেন?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : You are not to judge whether it is a statement or not. That will be judged by the Speaker.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I am not speaking to you.

Mr. Speaker : You are not to make a statement like this.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Why not? Because I have got to make all the points.

Mr. Speaker : I allowed you to make a short statement.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : But that statement should cover all the points.

Mr. Speaker : Dr. Chatterjee, you are a gentleman and a man experienced in education. You know how to make a statement.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : I am a gentleman no doubt, but I have not been educated as to how to shorten facts.

Mr. Speaker : I have given you permission only to make a short statement.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : তারপর আমি একথা বলতে চাই যে আপনি জানেন যে এখানে কতকগুলি মন্তব্য করা হয়েছে যে একটা মিসিং সিট আছে—এটা হচ্ছে একটা ইনফারেন্স প্রমাণ এখনও কিছু হয় নি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Yes, there is proof, Sir.

Mr. Speaker : Mr. Chatterjee, I wish you to make a short statement. আপনি পূর্বে যেগুলি বলেছিলেন—ডেপুটি মিনিষ্টার সেগুলি সম্বন্ধে আর বলবেন না। You said all this on the last occasion.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : কালীবাবুর ঘরে যা যা হয়েছিল সেসব জিনিস আমি বলিনি। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের চিঠিতে লেখা হচ্ছে যে সেণ্টেন্স ইনকমপ্লিট ছিল তাই ইনফারেন্স করা হল যে সীট ছিল। এইরকম হাস্যকর স্টেটমেণ্ট আমরা আর দেখিনি। ১৯২৬ সাল থেকে আমি শিক্ষকতা করছি। আমি জানি যে একজামিন পেপার ইনকমপ্লিট হাজার হাজার পাওয়া যায়; কারণ যারা গার্ড তারা সময় হয়ে গেলে খাতা নিয়ে চলে যায়। But incomplete sentence does not prove the existence of additional sheets.

তারপর কথা হচ্ছে ওঁরা বলছেন যে সেখানে মার্ক চেঞ্জ করা হয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর অর্ডার দিয়েছিলেন বলে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি যে দুটো ট্যাবুলেশনের খাতার মধ্যে একটাতে চেঞ্জ করা হয়েছিল, আর একটাতে করা হয়নি কেন?

Mr. Speaker : আপনি তো এসব কথা ফার্ষ্ট ডেতে বলেছিলেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Mr. Speaker, Sir, this is a very serious thing in the academic world. If I am stifled like this certainly there will be ample opportunity to deduce that Government is practically sheltering corruption and giving opportunity to those people, that instead of eradicating corruption, Government is sheltering corruption.

Mr. Speaker : I asked you not to make a long statement on this matter. I wanted you to be brief in your statement. Kindly do it.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : সেখানে একজন ট্যাবুলেটার এক জিনিস করেছেন এবং দ্বিতীয় ট্যাবুলেটারের খাতায় সি এইচ লেখা আছে। এক খাতায় বোনাফাইড এটেন্শন অব মার্ক যদি হয় তাহলে অন্য ট্যাবুলেটারের খাতায় সি এইচ—কম্পার্টমেণ্টাল হিষ্ট্রি লেখা থাকত না। সুতরাং আমি আবার জানাতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সে আশ্বাস তিনি ভঙ্গ করেছেন এবং বাংলাদেশের নৈতিক চরিত্রকে এবং শিক্ষাজগৎকে করাপ্ট করার জন্য এঁরা বসে আছেন।

Shri Jyoti Basu : মিষ্টার স্পীকার, স্যার, আমি জানি না উনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ওঁর এ বিষয় একটা পরিষ্কার করে কিছু বলা উচিত।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, is there going to be a debate on this?

Mr. Speaker : This is a matter on which there can be no discussion today. A statement has been made by one honourable member, and previous to this the answer has been given. You may accept it or not. After that the question cannot be debated or discussed again thereby taking the time of the House.

Mayoral Election

[2-40—2-50 p.m.]

Shri Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি আজ সংবাদপত্রে দেখলাম যে—কালকে যা নিয়ে এখানে ভীড় করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল—আমাদের এখানে দু'জন মেয়র এবং দু'জন ডেপুটি মেয়র হচ্ছেন। এই ব্যাপারে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ছাড়া সংবাদপত্রে দেখলাম যে দু'জন মেয়রই আজ কর্পোরেশনের ছুটি ডিক্লেয়ার করেছেন এবং একজন মেয়র কমিশনারকে অর্ডার দিয়েছেন ঘরের তালাচাবি বন্ধ করে রাখতে যাতে সেই ঘরে কেউ ঢুকতে না পারে। আমি জানতে চাই যে এই বিষয়ে সরকারের কিছু বলার আছে কিনা? সরকারকে কর্পোরেশান নিয়ে ডিল করতে হয় এবং ওঁরা কাকে মেয়র বলে গণ্য করছেন সেটা আমাদের জানা দরকার।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকের সংবাদপত্রে দেখেছি যে কালকে কর্পোরেশান সভায় গণ্ডগোল হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, জালান সাহেব, কালীপদবাবু এবং কংগ্রেসপক্ষের যিনি নির্বাচিত মেয়র বলে ঘোষিত হয়েছেন সেই কেশববাবুকে নিয়ে আজকে সকাল ৯টার সময় একটা বৈঠক হয়েছে - এ খবর আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি। আজকের আনন্দবাজার কাগজে সেটা দিয়েছে। আমরা সে সম্পর্কে জানতে চাই। আমরা সংবাদপত্রে কংগ্রেসদলের একজন সদস্যের ছবি দেখলাম তিনি ঘুষি পাকিয়ে মেয়রের দিকে যাচ্ছেন। আমরা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই আজকের বৈঠকে কি হল এবং দু'জন মেয়রই যখন ছুটি দেবার জন্য বলেছেন তখন কর্পোরেশানের ছুটি দু'দিন হবে না একদিন হবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, we had asked for a copy of the proceedings of the meeting which took place yesterday. We have received a copy of the proceedings. We had discussion with regard to the legal implications of the matter and the Government is also taking appropriate stepes in the matter.

Shri Jyoti Basu : এখন কি স্টেপ নেওয়া হচ্ছে? এখন কলকাতায় মেয়র কে সেটা ঠিক করেছেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Unless and until we get proceedings in full and consider the legal implications of the matter, we cannot declare any opinion one way or the other.

Shri Jyoti Basu : মেয়রের ঘরে এখন কে ঢুকবে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan : It is difficult for me to answer the question just now. As I have already said we have asked for a copy from the Commissioner who is the executive head. I may tell you, Sir, that we have considered the question and nothing further is necessary to be stated at this stage in the House.

Shri Niranjan Sen Gupta : When you can inform the House about the matter ? (There was no reply.)

GOVERNMENT BILLS

The Kalyani University Bill

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বিলের তৃতীয় দফা আলোচনা আরম্ভ করার সময় আমাদের আবার এই বিলের যে মূর্তি দাঁড়াল সে সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। আমাদের কতকগুলি প্রশ্ন ছিল যেগুলির উত্তর মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেন নি, সেকেণ্ড রিডিংএতে বলেন নি, কিন্তু থার্ড রিডিংএ সেগুলি বলবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন। প্রশ্নগুলি কি তা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি। আমাদের মনে একটা ভয়ঙ্কর শঙ্কা রয়েছে—এই বিলের ৫তে যে জুরিসডিকশনের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জুরিসডিকশনের মধ্যে সারা বাংলাদেশের এগ্রিকালচার্যাল স্কুলএর রিকগনিশনের কথা আছে। কিন্তু বিলের Statement of Objects and Reasonsএ লেখা আছে—

Legislation is accordingly being undertaken to establish a new residential University at Kalyani whose jurisdiction will be restricted to a small but developed rural area, namely, the area of Nadia, 24-Parganas, Chakdah, Haringhata, Bijpur police-stations.

এই জুরিসডিকশন যদি এখানেতে সীমাবদ্ধ হয় আর ৫তে যদি বলেন যে সমস্ত বাংলাদেশের এগ্রিকালচারাল ইন্‌সটিটিউশন বা স্কুলের রিকগনিশন এদের হাতে থাকবে তাহলে কোনটা সত্য ? এ কথা আমরা আলোচনার সময় বলেছিলাম কিন্তু তিনি তার উত্তর দেন নি। এই সমস্যার সমাধান মন্ত্রীমহাশয় আজ পর্যন্ত করেন নি। সেইজন্য এই সমস্যাটা আমাদের মনে এখনও রয়েছে যে সারা বাংলাদেশ তার জুরিসডিকশন না এই তিনটা থানা তার জুরিসডিকশন একটা আইনগত জটিলতা এর মধ্যে এসে যেতে পারে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে এই কথাটা তিনি পরিষ্কার করে বলে দিন—এমনকি যদি আইনের ব্যাখ্যার দরকার হয় তাহলে আইনের যারা ব্যাখ্যা করেন তাদের কাছ থেকে জেনে আমাদের বলে দিন যে না সারা বাংলাদেশের স্কুলের রিকগনিশন দিতে পারে। জুরিসডিকশন যদিও এই ৩টা থানার মধ্যে তবুও অলিখিত জুরিসডিকশনের চেয়ে লিখিতভাবে সেটা এখানে ক্লজের মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

আমরা গোড়া থেকে বলেছি যে এই বিলের যখন অ্যাপ্লিকেশন হবে সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমরা দেখব যে পশ্চিম বাংলার অন্ততঃ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির অনেক ট্যালেণ্টেড ছেলে এখানে লেখাপড়া করার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এরকম কোন আশ্বাস দেন নি যে সেই সমস্ত ছেলেদের সমস্ত খরচ বহন করবে সরকার। তিনি বলেছেন ফাইনান্সিয়াল হেল্প যেমন স্কলারশীপ দেওয়া হয় তা দেওয়া হবে কিন্তু সে কথা এখানে আসছে না এইজন্য যে সেটা আপনাদের মর্জির উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে এ্যামেণ্ডমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল যে পিতার ইনকাম এতর নিচে হলে পর তাঁদের যেসব ছেলে আসবে তারা যদি উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের ট্যালেণ্ট এবং এ্যাচিভমেণ্টের উপর এ্যাডমিশন ফ্রী করা হবে, কিন্তু সে আশ্বাস উনি দেন নি। তাইজন্য আমাদের গোড়ায় যে অবজেকশন ছিল সেই অবজেকশনই থেকে যাচ্ছে—জনসাধারণের দিক থেকে এতে অসুবিধা হবে, কারণ দরিদ্র অথচ গুণী ছেলেদের কোন স্কোপ এর মধ্যে থাকছে না কেবল অনুগ্রহ ছাড়া। অনুগ্রহ থাকলে পর হবে, কিন্তু নিজেদের গুণের উপর দাঁড়িয়ে তাদের সেই দাবী করার অবকাশ দেওয়া হয় নি। তারপর

এ্যাপ্লিকেশনের মধ্য দিয়ে এই বিলের যা মূর্তি দেখছি তাতে রাইটার্স বিল্ডিংস বা সেক্রেটারিয়েটের কব্জীর মধ্যে এই ইউনিভার্সিটি চলে যাচ্ছে। একথা আমরা বারবার বলেছি যে কার্জনের আমলে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি এ্যাক্টের সময় মহামতী গোখলে স্যার আশুতোষ প্রমুখ বহু এডুকেশনিস্ট তার প্রতিবাদ করেছিলেন, ইংরাজ আমলে কিন্তু আজকে স্বাধীন ভারতবর্ষে সোসালিস্ট প্যাটার্নএর সরকার সেখানে গঠন করতে যাচ্ছেন সেখানে গণতন্ত্রকে গলাটিপে মারা হয়েছে এবং এখানে একথাও বলা হয়েছিল যে স্বাধীনতার পরেও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট অনুযায়ী সেখানে ১৬০ জন মেম্বারের মধ্যে প্রায় ১০০ জনই শিক্ষক কিন্তু এখানে তাঁদের এড়িয়ে গিয়ে আনা হচ্ছে তাঁদের যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত নন অনভিজ্ঞ লোক এমনকি রাইটার্স বিল্ডিংসএ শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁদের এক্সপিরিয়েন্স থাকা উচিত, অর্থাৎ সেখানকার ডাইরেক্টরকে বাদ দিয়ে সেক্রেটারীকে আনা হচ্ছে ডিরেক্টলি এ্যাকাডেমিক আসপেক্ট থেকে যাঁরা অনভিজ্ঞ। এদিক থেকে যে বিল আনা হয়েছে সেটা শিক্ষার দিক থেকে কতখানি সুবিধা করে দেবে তা তাঁরা বিবেচনা করবেন। আমি শুধু এটা তাঁদেরই বিবেচনায় ছাড়ছি না, সারা পশ্চিম বাংলার লোক সেটা বিবেচনা করবেন, কারণ এটা ভুলে যাবেন না যে বাংলাদেশের একটা ঐতিহ্য হচ্ছে বাংলাদেশ দারিদ্র্যকে বরণ করে নেয়, কিন্তু অশিক্ষাকে বরণ করতে পারে না। তাইজন্য আজকে স্যার আশুতোষ মুখার্জি আমাদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, কেননা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্র ছেলেদের শিক্ষার সম্ভাবনা এবং সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। আজকে যদি স্যার আশুতোষ জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি এই বিল দেখে একটা প্রতিবাদের ঝড় তুলতেন কারণ লর্ড লিটনের আমলে তিনি সেটা করতে পেরেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে ইউনিভার্সিটির স্বাধীনতা যেরকমভাবে হরণ করা হয়েছে, যেরকম নিষ্ঠুরভাবে আনএ্যাকাডেমিক স্টেপ নেওয়া হয়েছে, এ্যাকাডেমিক ওয়ারলডে এতে লজ্জিত হবার কথা। এখানে ভাইস চ্যান্সেলারের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট সম্বন্ধে যে ধারা আনা হয়েছে তার মধ্যে ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে—ভাইস চ্যান্সেলারস কনফারেন্সে যে কথা বলা হয়েছিল তা আমি গোড়াতেই বলেছি—সেকথা আমরা বা কোন বামপন্থী দলের লোকরা বলেন নি, বড় বড় যাঁরা ভাইস-চ্যান্সেলার, শিক্ষাবিদ যাঁদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক পার্টি আইডেন্টিফায়েড নয় তাঁরাই সে কথা বলেছেন। এখানে যদি বলা হয় ইন কন্সালটেশন চ্যান্সেলার ভাইস-চ্যান্সেলার এ্যাপয়েন্ট করবেন তাহলে ইন কন্সালটেশন উইথ দি মিনিস্টার বললে পর একটা পার্টি মিনিষ্ট্রির শুধু মত নেওয়া হয় এবং ভাইস চ্যান্সেলার কনফারেন্সে সে কথা বলা হয়েছিল। সেজন্য আমরা এই বিলের মূর্তি দেখে একটু শঙ্কিত হচ্ছি।

[2-50—3 p.m.]

প্রত্যেকে আপনারা দেখছেন—এমনকি অমৃতবাজার পত্রিকা ধরুন, অন্যান্য কাগজের কথা ধরুন—তাঁরা যে সমালোচনা করেছেন তা তাঁরা কমিউনিস্ট ব্লক থেকে করেন নি। অমৃতবাজার পত্রিকার কর্ণধার বাংলাদেশের একজন কেবিনেট মিনিস্টার-এর পিতা। তাঁদের কাগজে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমালোচনা বেরিয়েছে তাতে যদি কান না দেন তা হ'লে বুঝতে হবে ফ্যাসিস্ট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই সরকারের কোন তফাৎ এখানে রইল না। এখানে জনসাধারণের মতামত, শিক্ষাবিদদের মতামত নির্বিচারে পদদলিত ক'রে জগন্নাথের রথের মত গড়গড়িয়ে চলে যাওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যদি এই ফ্যাসিস্ট মনোভাব নিয়ে চলা হয় তা হ'লে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সেজন্যে আপনাদের অনুরোধ করব আপনাদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হোক। আপনি যে অ্যাটিচুড নিয়েছেন অর্থাৎ আনবাইণ্ডিং এটা শিক্ষাক্ষেত্রে

চলতে পারে না। বহুবার চেষ্টা করেছি—বর্ধমান ইউনিভার্সিটি বিলের সময় চেষ্টা করেছি, কল্যাণীর সময় করেছি—প্রত্যেকবারই বলেছি যতদূর সম্ভব এদের ডেমোক্রেটিক করুন—গভর্ণমেণ্ট ইণ্টারফিয়ারেন্স থেকে দূরে রাখুন। কালকে বলেছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বিল করেছিলেন এই আমাদের শিক্ষামন্ত্রী—মাঝে তাঁর বনবাস হয়েছিল এখন ফিরে এসেছেন, ফিরে এসে যে বিল করলেন তাতে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সুনাম হবে না দুর্নাম হবে তা জানি না, তবে দুর্নাম যে ইতোমধ্যেই হয়েছে তা সকলেই জানেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিনেট তাঁদের যে স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের শাস্তি দেবার জন্য এই বিল তাড়াতাড়ি করা হয়েছে। বেঙ্গল-বিহার মার্জারএর প্রস্তাব তাঁরা টলারেট করেন নি সেইজন্যে পিউনিটিভ মেজার হিসাবে এই জিনিস সিনেট কম্পোজিসন অর ইউনিভার্সিটি কম্পোজিশনএর মধ্যে আনা হচ্ছে। চ্যান্সেলারস্ ওভাররাইডিং পাওয়ার্স রয়েছে—সেই চ্যান্সেলার ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেছেন ইন কন্সালটেশন উইথ দি মিনিস্টার। কনস্টিটিউশনালি যিনি কন্সটিটিউশনাল গভর্ণর তিনিই কনস্টিটিশনাল চ্যান্সেলার ওভাররাইডিং পাওয়ার্স থাকলে কি জিনিস হ'তে পারে? আপনারা জানেন ইংরাজ আমলে সরকারী শিক্ষানীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি এক ছিল না—এইজন্যে স্যার আশুতোষকে ডিয়ার লিটন ব'লে চিঠি লিখতে হয়েছে। এখন চ্যান্সেলারকে দিয়ে মিনিষ্টার ইচ্ছা করলে ওভাররাইডিং পাওয়ার্স এক্সার্ট করাতে পারেন। এর চেয়ে আউটরেজিং দি অ্যাকাডেমিক মডেষ্টির কথা আর কি হ'তে পারে? আবার বলব দিস্ উইল বি এ ষ্টেপ টু আউটরেজ দি অ্যাকাডেমিক মডেষ্টি। তাই বলছি এই ধারাটিকে বিলএর মধ্যে নিয়ে ইমিডিয়েটলি বিলটা অ্যামেণ্ড না করেন তা হ'লে অত্যন্ত নির্লজ্জভাব শিক্ষানীতিকে পদদলিত করা হবে।

এর পর দেখছি ষ্ট্যাটুস, রেগুলেশনস, অর্ডিন্যান্সেস ইত্যাদি নিয়ে ইউনিভার্সিটির যা চেহারা করছেন তাতে মনে হয় একটা স্বয়ম্বরা সভার ব্যবস্থাও চলছে। কিন্তু তারা যে ষ্ট্যাটুস, অর্ডিন্যান্সেস অ্যাণ্ড রেগুলেশনস করছেন সেগুলি নাকিফাই করবার জন্য চ্যান্সেলারকে পাওয়ার্স দিয়েছেন। আপনারা যাঁকে চুজ করছেন তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। আমি জানি না, পারিবারিক জীবনে পরিবারের লোকদের শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বাস করেন কিনা। আমি বলি, Confidence begets confidence.

কিন্তু গোড়া থেকে এমন জিনিষ ক'রে রেখেছেন যাতে সেখানে ষ্ট্যাটুস, অর্ডিন্যান্সেস, রেগুলেশনস আলোচনা ক'রে যে সিদ্ধান্ত আসবে তাঁকে নাকচ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হাউসএ বসে রইলেন চ্যান্সেলার—অর্থাৎ মন্ত্রিমহাশয়ের মনোমত না হ'লে এই অর্ডিন্যান্সেস, রেগুলেশনস এবং ষ্ট্যাটুসগুলি চ্যান্সেলারকে দিয়ে নাকচ করাবেন।

তারপর আর একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখুন। বর্তমানে আপনি জানেন যে, ইউনিভার্সিটিতে ইন্সপেক্টর অব কলেজস আছে। সমস্ত কলেজ তাঁরা ইন্সপেক্ট করেন এবং তাঁরা দেখেন কলেজে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেনটেন করে কিনা, প্রয়োজনীয় জিনিস আছে কি না! এই যে ইউনিভার্সিটি ইন্সপেক্টর আছেন তাঁদের গভর্ণমেণ্ট কলেজেও—প্রেসিডেন্সি কলেজ, বেথুন কলেজেও ইন্সপেক্ট করার ক্ষমতা আছে এবং তাঁরা ইন্সপেক্ট করতে পারেন। এখানে কি করছেন? এখানে করছেন Inspection by the State Government.

এখানে গিয়ে ইন্সপেক্ট করবেন রাইটার্স বিল্ডিংসএর লোক। অ্যাকাডেমিক ইন্সপেকশন করবার ক্ষমতা ক'টা লোকের আছে? রাইটার্স বিল্ডিংসএ এম এ পাশ লোক থাকতে পারে, তারা খুব কর্মঠ হ'তে পারে কিন্তু অ্যাকাডেমিক ইন্সপেকসন ব্যাপারে মিসফিট হ'তে পারে! তা যদি না হয় তা হ'লে এম এ পাশ ডেপুটি সেক্রেটারিকে আপনি ট্রান্সফার ক'রে কেন প্রেসিডেন্সি কলেজএ

প্রফেসর করতে পারেন না? এম এ পাশ করলেই কি শিক্ষক হবে, এক্সপার্ট হবে? এম এ পাশ করলেই কি অ্যাকাডেমিক এক্সপার্ট হবে? এ জিনিস কোথা থেকে মাথায় এল যে, ইন্‌সপেকশন করবে গভর্ণমেণ্ট? আমার অনেক বন্ধু বলেছেন, ইন্‌সপেকশন করবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট, টাকা যখন দিচ্ছেন নিশ্চয়ই টাকার ব্যাপারে ইন্‌সপেকশন করবেন কোন গলদ আছে কিনা। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অ্যাসপেক্ট ইন্‌সপেকশন করবে এ ঔদ্ধত্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের মাথায় কোথা থেকে এল? হিটলার যদি মরে ভূত হয়ে শঙ্করাচার্যের মধ্যে ঢুকে প্রভু হয়ে থাকেন, ফ্যাসিষ্টএ ট্রান্‌সফরমেশন হয়ে থাকেন, যে অবস্থা হয়, তারই নিদর্শন এঁরা দেখাচ্ছেন। তার জন্য এই বিলকে স্বাগত জানাতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশে আমরা বহু বিশ্ববিদ্যালয় চাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেন বিশ্বের বিদ্যালয় হয় তা না হয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যা করছেন তাকে বিদ্যা—লয় পেতে বসেছে। একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Ramanuj Halder: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ বিলের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কিন্তু সরকার এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যেটা করবার মতলব করেন সেটা করবেনই। বাইরে বাইরে সরকার একরকম ভাব দেখান কিন্তু ভিতরের দুরভিসন্ধি থেকে সব ব্যবস্থা করেন। স্বচ্ছ সলিলে মহিষকে অবগাহন করতে বললে মহিষ যেমন জল কর্দমাক্ত করে অবগাহন করে—তেমনি স্বভাব এই সরকারও। বিশ্ববিদ্যালয় করছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে তাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু এমন ধরণে করছেন যে সেবিষয়ে পূর্বেই আমরা মত প্রকাশ করেছি। স্বাধীনতার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হল কিন্তু তাতে ছাত্রদের, ছাত্রসমাজের শিক্ষাব্যবস্থার যে কোন উন্নতি হয়নি শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ থাকার জন্য। ছাত্রসমাজের মধ্যে এবং অন্যদিকে নানারকম দুর্নীতি দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু শিক্ষার কর্ণধারক আজ যারা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তাঁদের নিজেদের জীবনধারণের আদর্শের আত্যন্তিক অভাব, তাঁদের জীবন যে-পথে পরিচালিত করছেন সে-পথে ত্রুটী থাকার জন্য সমাজের মধ্যে শিক্ষা কল্যাণ করতে পারছে না। আদর্শের বাণী শুধু নয়, আদর্শময় জীবনদর্শন ও অনুশীলন চাই। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে আমরা Agricultural এবং Veterinary বিশ্ববিদ্যালয় চাই কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণীতেই নিবদ্ধ থাকবে কেন? বাংলাদেশের কৃষিবিদ্যা এবং Veterinary শিক্ষা শুধুমাত্র কল্যাণীতেই থাকবে কেন?

সেইজন্য আমি বলতে চেয়েছিলাম—কলকাতা ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে আপাততঃ এটাকে পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হোক্ এবং তারপর যদি ঐ অঞ্চলের প্রয়োজনের তাগিদে কল্যাণীর আশেপাশে কলেজ গড়ে ওঠে বা গড়ে তোলা হয়—এবং সরকারী প্রয়াসে ও প্রচেষ্টায় যদি সম্ভব হয়—পরবর্তী ধাপে কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হোক্। সেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র Veterinary এবং Agriculture শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক্। তার পূর্বে ঠিক করা হোক্—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যা আপাততঃ খোলা হলো। তার অধীনে Honours Course, Veterinary এবং Agricultureএ থাকবে কি না! আমি মনে করি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যদি Veterinary ও Agriculture এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও Veterinary ও Agriculture এর ব্যবস্থা থাকা দরকার আছে এবং Honours Course সেখানে রাখারও প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন ধারার উপর আলোচনা ক্ষেত্রে জানতে চেয়েছেন যে, কল্যাণীতে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ পাবার সম্ভাবনা আছে কি না! মন্ত্রীমহাশয় তাঁর কোন ভাষনেই এর কোন আশ্বাস ও আশা দিতে পারেননি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুধু ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা। কিন্তু শিক্ষকদেরও তেমনি আবাসিক ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যারা কৃষিবিদ্যায় অনুরাগী এবং Veterinary শিখবার জন্য আগ্রহশীল, যারা Multipurpose স্কুলের মাধ্যমে Class XIএ কৃষি ও Veterinary শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে, তাদের সকলকেই কৃষি ও Veterinary শিক্ষার জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের স্থান সংকুলানের সুবিধা থাকবে কিনা এবং তার ব্যয় বহন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা—সেটা বিশেষভাবে চিন্তার কথা। কিন্তু সরকার তা ভাবতে রাজী নন। কল্যাণীর স্বার্থের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এইজন্য বলতে চাচ্ছি—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগচ্ছেদ করে পশ্চাদ্দেশ হতে তার ছুরিকাঘাত করে শিক্ষাদানের সুযোগ কমিয়ে দিয়ে এবং কল্যাণীর স্বার্থে এই প্রচেষ্টা হচ্ছে। এইজন্য বিশেষ করে চিন্তা করবার দরকার যে এমতাবস্থায় এই ব্যবস্থায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হবে কিনা? এখন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে বেশী চেষ্টা করা হচ্ছে। এসবের প্রয়োজন থাকতে পারে। Humanities Course এবং অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের দেশে যে ত্রুটী আছে তার জন্য বর্তমান শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি—বর্ধমান University Bill কিছুদিন আগে পাশ করা হলো। আমাদের বহু বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে পাশ হয়ে গেল। তার মধ্যে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করে দেখেছি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন কারা? কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক কারা নিযুক্ত হবেন? সেই প্রশ্নে দেখ্‌ছি—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় part time worker চলবে না- whole timer দরকার আছে। আর এখানে লক্ষ্য করে দেখবেন part timer সম্পর্কে যে বিল আনা হয়েছে—part time work যাঁরা করেন, তাঁদের দ্বারা শিক্ষাদান ব্যবস্থায় উপযুক্ত কাজ হয় না—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল যখন আনেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন। আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক Multipurpose School প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, সেই Multipurpose School চালাবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের অভাবে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে হচ্ছে না। এই জন্য লক্ষ্য করে দেখা গেছে—স্থানীয় কলেজের যারা উপযুক্ত শিক্ষক—তাঁরা part timer হিসেবে এসে বিভিন্ন multipurpose স্কুলে বিদ্যাদানে ব্রতী হয়েছেন। মন্ত্রী মহাশয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল আলোচনাকালে বলেছেন part timerএর ব্যবস্থা চলবে না। কিন্তু তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই part timer রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কারা করবেন সেই part time work? সেই part timerএর অত্যন্ত প্রয়োজন সেখানে, যেখানে multipurpose স্কুল হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সে প্রয়োজন বোধ করা হল না। অথচ নূতন বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণীতে স্থাপন করে part timerএর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যেখানে ছাত্ররা whole time residential college থাকবে সেখানে শিক্ষকদের অন্য কোন ক্ষেত্রে part time কাজ যাতে না করতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। ছাত্রদের জন্য residential college আমরা সমর্থন করি। ছাত্রদের জীবনে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলবার জন্য নিশ্চয়ই আজকে তার প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় আমরা সমর্থন করি, এবিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষকরা যদি whole timer হিসাবে না থাকে তাহলে এই residential collegeএর উদ্দেশ্য সফল হবে না। এই অবস্থায় part timer উচ্ছেদ করা হোক্ এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে, ভাল বেতন দিয়ে whole timer হিসাবে residential universityর মধ্যে থেকে শিক্ষাদান করতে পারে

তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও লক্ষ্য করলে দেখ যাবে কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদকে part timer করে রাখা হয়েছে কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্ররা থাকবে সেখানে সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করা হোক্। এইসমস্ত কারণে আমরা বারবার বলেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একে রেখে কিছুদিন চেষ্টা করে দেখা হোক্—কল্যাণীর জন্য এখনই এত অর্থ ব্যয় না করে। আর যদি তা না করতে চান তাহলে এটাকে সম্পূর্ণভাবে কৃষি ও Veterinaryর ব্যবস্থা করে কল্যাণীতে করা হোক্।

[3-10—3-20 p.m.]

Shri Apurba Lal Majumdar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বিল সম্পর্কে ফার্স্ট রিডিংএ আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি। এই তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনার সময় আমি সামান্য কয়েকটি দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমেই আমি এই কথা বলতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমানে একটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কল্যাণীর জন্য ২নং বিশ্ববিদ্যালয় অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক মাননীয় সদস্য এই কথা বলেছেন যে, শুধু বাংলাদেশেই নয়, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে আমরা দেখছি উচ্চ শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এগিয়ে যাচ্ছে, এবং ক্রমাগত সমাজের মধ্যে চাহিদা বেড়ে গিয়েছে যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়। দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘরে ঘরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দরিদ্র, লোকদের মধ্যে আকাঙ্খা তীব্র ও প্রবল হয়েছে যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে, শুধু আমাদের দেশে নয়, হিসাব করে দেখা গিয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা, সমস্ত জায়গায় উচ্চ শিক্ষা আজকের দিনে লাভ করার জন্য সেই সমস্ত যুবকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। কিছুদিন আগে আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে কনভোকেশন হয়েছিল, তাতে সেখানে Dr. Ellis, President of the University of Mussouri, তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই বক্তব্যের মধ্যে তিনি বলেছিলেন, আমেরিকাতে আমরা দেখছি, যেভাবে সেখানে সমাজে ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্খা ও প্রেরণা যোগাচ্ছে তার ফলে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দুই গুণের অধিক হবে। কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ শিক্ষালাভের আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য নিশ্চয়ই অধিক ছাত্র যাতে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায় তাহলে নিশ্চয়ই এই বিলকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আগেও আমি আমার সংশয় প্রকাশ করেছি এখন যখন বিল পাস হতে যাচ্ছে তখন পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কল্যাণী ইউনিভার্সিটিকে যদি একটা ফার্স্ট গ্রেড ইউনিভার্সিটিতে ডেভেলপ করতে হয় তাহলে যে অর্থ প্রয়োজন, যে টিচিং স্টাফএর প্রয়োজন, তার কোনপ্রকার আশ্বাস কি সরকার পক্ষ দিতে পেরেছেন? সেদিন কনভোকেশন এ্যাড্রেস দিতে গিয়ে ডাঃ এলিস বলেছেন যে, আমেরিকার যেখানে অর্থস্বাচ্ছল্য আছে সেখানেও বরাবর ফার্স্ট গ্রেড স্টাণ্ডার্ড রাখবার মতো অর্থসংকুলান তাঁরা করতে পারেন নি। ফার্স্ট গ্রেড ষ্ট্যাণ্ডার্ড না রাখতে পারার দরুণ শিক্ষার মান সেকেণ্ড গ্রেড এবং থার্ড গ্রেডএ অবনমিত হচ্ছে। সেদিক থেকে আমি বলতে চাই যে, যদি ফার্ষ্ট গ্রেড ইউনিভার্সিটি না করতে পারেন তাহলে থার্ড গ্রেড ইউনিভার্সিটি গড়ে তুলে দেশের কোন মঙ্গল সাধন করা যাবে না। কাজেই এদিকে শিক্ষামন্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে করে ফার্ষ্ট গ্রেড ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠতে পারে। আজকে দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে একদিকে যেমন নতুন নতুন ইউনিভার্সিটি প্রয়োজন, তেমনি এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, এডুকেশন্যাল ফিয়ার এক্সপ্যান্সন্ করলেই শুধু হবে না, জনসাধারণ যাতে সেটা ফলো-আপ করতে পারে সেইভাবে

শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা করতে হবে, তা না হলে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ হবে না। এখানে আমি আমার সংশোধনীর মাধ্যমে এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, এগ্রিকালচারাল কলেজএ যেখানে এগ্রিকালচার স্পেসিয়ালিজেশন হবে, সেখানে যেন গরীব চাষী শ্রেণীর ছাত্র আসতে পারে তার সুযোগসুবিধা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্য থেকে আমি বলেছি যাদের পারিবারিক ইনকাম ৩০০ টাকা বা তার কম তাদের ট্যুশন ফি যেন মকুব করা হয়। বোম্বে, ইউ-পি, এমন কি আসামে পর্যন্ত এই বন্দোবস্ত আছে যে, যাদের ৩,৮০০ টাকা বার্ষিক বা কম আয়, মাসিক ২৫০ টাকা আয়, তাদের ছেলেরা যাতে এই এডুকেশন পেতে পারেন তার জন্য বিশেষ সুযোগ দানের বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক অর্থ ব্যয় করে যাদের পড়ার ক্ষমতা নাই তাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা করার জন্য সে সমস্ত প্রস্তাব এই হাউসের তরফ থেকে করা হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাঁদের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন—তাঁরা ইউনিভার্সিটির কার্যাবলীর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন নি। এবং আজকে দেশবিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতমহল এই কথাই বলে আসছেন যে, ইউনিভার্সিটি কখনো গভর্ণমেণ্টএর দ্বারা কণ্ট্রোলড হওয়া উচিত নয়। শিক্ষা জগতে আজকে যে সমস্ত ট্রেডিশন গড়ে উঠছে সমস্ত সুসভ্য দেশে আমাদের এখানে তার কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?—না, এই অটোনমি যেটা বিশ্ববিদ্যালয় বা যে-কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য সেই অটোনমি তাদের নাই। যদি আজকে আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে সুসংস্কার করতে হয় তাহলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। তা না হলে আমাদের ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ক্ষুণ্ণ হবে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

Government decision is the final decision in the matter of University.

এই যে তাঁরা আইন পাস করছেন এর ভিতর দিয়ে গভর্ণমেণ্টএর ডিসিশন ইউনিভার্সিটি এডুকেশনএর মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা ফাণ্ড দিচ্ছেন, এবং ফাইনানশিয়াল রেস্পনসিবিলিটি গ্রহণ করছেন একথা ঠিক এবং এটাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু এই অজুহাতে তাঁরা এমন সব লোক নোমিনেট করছেন যাঁদের দিয়ে তাঁরা ইউনিভার্সিটির এক্সিকিউটিভ বডিজ কমপ্লিটলি কণ্ট্রোল করতে পারেন। এবং এও আমরা দেখছি যে, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ভাইস-চান্সেলার প্রমুখ ব্যক্তিদের নামেমাত্র ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিলের থার্ড রিডিংএ বলতে যেয়ে আমার একটা সেন্স অব আনরিয়ালিটির কথাই মনে হচ্ছে, কারণ ব'লে লাভ কি? আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই বিলের উপর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন অ্যাসেম্বলির আলোচনার স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। আলোচনায় সরকার-পক্ষেরই প্রধান দায়িত্ব, যেমন আলোচনা যেভাবে করবেন, যে পদ্ধতিতে করবেন এবং সেই আলোচনায় যাতে সকলে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন তার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের; কিন্তু যে পদ্ধতিতে সমস্ত বিলগুলি এখানে আসে, যেভাবে আলোচনা হয়, তাতে প্রস্তুতির জন্য সময়ও দেওয়া হয় না এবং আমরা যেসমস্ত কথা বলি তা শুনবেন না ব'লেই আগেই কানে তুলো দিয়ে বসে থাকেন; অথচ আশ্চর্য, আমরা যেসমস্ত কথা বলি সেসমস্ত কথা উড়িয়ে দিতে পারেন না।

এবং শুধু তাই নয়, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বাইরে যখন কোন জায়গায় শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলতে যান তখন তাঁরাও এসব কথাই বলেন—আমরা এখানে তাঁদেরই কথা উদ্ধৃত করে শোনাই। কাজেই ওঁরা যেটা বাইরে বলেন, এখানে এসে যদি তার উলটো কথা বলেন তা হ'লে একটা প্রহসন হয় মাত্র। একথা সত্যি গভর্ণমেণ্টএর সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক প্রভেদ আছে। কিন্তু তা হ'লেও এটা বাস্তব সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশ যে অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে, যে অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে—তাতে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা দরকার যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির উপযোগী যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছিল, সেটা আগে পরিষ্কার না করে কিছু করা যাবে না।

কংগ্রেস সরকার যে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন, আমরা তাঁদের সেই সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করি না। কিন্তু পুঁজিবাদের ব্যাপক বিকাশ করতে গেলেও সেই ঔপনিবেশিক সমাজের ধন-তান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দূর করা দরকার এবং সে সম্বন্ধে যদি সত্য সত্যই বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হতেন তা হলেও বোঝা যেত, মুখে যদিও আপনারা অনেক কথাই বলেন কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তা হলে নিশ্চয়ই লোকে এই কথা বলতে বাধ্য হবে যে, সরকার যা করেন তা বলেন না এবং যা বলেন তা করেন না। এই হচ্ছে আপনাদের অবস্থা। যা হোক, শিক্ষার ব্যাপারে এই বিশেষ বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি একটা জিনিস দেখাব—অবশ্য আমি পুনরুক্তি করব না, কেননা সার্কুলেশনে দেবার যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তার জবাবে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, দেরি হয়ে যাবে। তবে শিক্ষামন্ত্রীকে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল যখন বিধান পরিষদে আলোচনা হয়েছিল তখন একজন সদস্য বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় নি অথচ তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের মতামত দিতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে, অপেক্ষা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু তারপর এই যে দুবছর অতীত হয়ে গেছে অর্থাৎ সেই সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল যা বিধান পরিষদে তখনই পাশ না করলে শিক্ষাজগতে কি একটা বিপর্যয় হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল তা কিন্তু আজ সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। সেই বিল এলে যথেষ্ট বিতর্ক হ'ত এবং আমরাও বুঝতাম যে, সরকারের দৃষ্টিভংগিতে একটা কন্‌সিস্‌টেন্সি আছে—সততা আছে। কিন্তু সেই জিনিস নিয়ে আপনারা এই পরিষদের সম্মুখীন হলেন না। তারপর আমি কতগুলো প্রশ্ন করেছিলাম অথচ তার কোন জবাব দেন নি। যেমন, আমি বলেছিলাম আপনারা এই যে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করতে যাচ্ছেন তাতে ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের কাছ থেকে এই রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসাহায্য পাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? তারপর আমি আরও বলেছিলাম যে, আপনারা এই যে বহুমুখী করছেন তাতে যদি শুধু কৃষিভিত্তিক করতেন তা হ'লেও না বুঝতাম। কিন্তু এই কৃষিভিত্তিকের সংগে সংগে হিউম্যানিটিজ, জেনারেল সায়েন্স প্রভৃতি যেসব শেখাচ্ছেন তার জন্য রেসিডেন্সিয়াল বাধ্যতামূলক করছেন কেন? অবশ্য তিনি আমার এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব দেন নি। তবে বসন্তবাবুর কথায় একটা জিনিস বলেছেন যে, শুধু কৃষিই নয়—কৃষি ছাড়াও অন্য শিক্ষা দেবেন, কিন্তু আমি বলি যে, আজকে যদি কাউকে স্পেশাল শিক্ষা দিতে হয় তা হ'লে তাকে জেনারেল এডুকেশন দিতে হবে যাতে করে তার একটা সর্বাংগীণ দৃষ্টিভংগী হয়। তা ছাড়া আমি আরও বলেছিলাম যে, রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি যদি করেন তা হলে গরীব ছেলেদের পড়ার ব্যয় নির্বাহ করবার কি ব্যবস্থা করেছেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব প্রশ্নেরও কোন সন্তোষজনক জবাব পাই নি। এখানে একজন বক্তৃতাপ্রসংগে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালী ভাইস-চ্যান্সেলার কন্‌ফারেন্সে একটা হিসেব দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রধানতঃ রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সেখানে ছেলেদের

আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ লাগে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কতজন ছেলে এই খরচ দিতে পারবে? সুতরাং জোরজবরদস্তি করে এই যে রেসিডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি করছেন তাতে সেখানে যারা পড়তে যাবে তাঁদের হোষ্টেল ফিস্ ফ্রি করবার বা তাঁদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার কি ব্যবস্থা করেছেন? কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমার একথা এড়িয়ে গিয়ে এমন-ভাবে বললেন যেন আমরা তাঁকে বলেছি যে, বড়লোকের ছেলেদের দিন আর গরিবের ছেলেদের দেবেন না এবং অপরপক্ষে উনি যেন বড়লোকের ছেলেদের না দেবার জন্যই সংগ্রাম করছেন এরকম একটা স্যাডো বক্সিং করলেন। কিন্তু আসলে আমি বলেছিলাম যে, যাদের মাসিক আয় ৫০০ টাকা সেইসব ঘরের ছেলেদের হোষ্টেলের খরচের জন্য বা তাঁদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার কি নীতি আপনারা নিয়েছেন? তার কোন জবাব অবশ্য তিনি দেন নি। এঁরা কৃষিশিক্ষার কথা বলেছেন কিন্তু আমি বলব যে, সরকার যেভাবে এই বিল উত্থাপন করেছেন তাতে কৃষিশিক্ষার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা না করে বরং অন্য দিকেই বলে গেছেন। কৃষিশিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব আমি স্বীকার করি এবং এটাই বলি যে, সে দায়িত্ব সরকারের। সাধারণতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার কথা বলতে আমরা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের শিক্ষার কথাই বলি কেন না তাঁদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উনি যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে শুধু বড়লোকের ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থাই হচ্ছে। যা হোক, এই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাড়া কৃষকসমাজ যারা গ্রামে বাস করে তাঁদেরও শিক্ষাব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই গুরুত্ব হাতেকলমে তো দূরের কথা এমনকি কাগজপত্রেও দেওয়া হয় নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে কল্যাণীতে এই যে কৃষিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছেন বা কৃষি-মূলক বিশ্ববিদ্যালয় হবে বলে লোককে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সেখানে বাস্তবে কিন্তু উল্টো জিনিসই হচ্ছে। যদি সত্যি সত্যিই কৃষিশিক্ষা বিস্তার করতে চান তা হলে আপনাদের কি পরিকল্পনা আছে সেটা স্পষ্ট করে বলুন। আমি বারে বারেই বলেছি যে, কৃষিশিক্ষা মানে কেবল একজন লোক এগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে পাশ করে বেরুল তা নয়—তাকে নিচ থেকে গড়ে তুলতে হবে। আমি অনেকবারই জিজ্ঞাসা করেছি যে, কৃষকসমাজের ছেলেরা যাতে শিক্ষা পেতে পারে এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যাতে তারা কৃষিকার্যে লাগাতে পারে তার কি ব্যবস্থা আপনারা করেছেন? অবশ্য এর কোন জবাব আমি পাই নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই সমস্ত জিনিসগুলো শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাদপ্তর বা কেবিনেট ভাল করে না ভেবে শুধু এখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। অবশ্য এটা আমরা বুঝি যে, ভোটের প্রয়োজনে জনসাধারণকে এমন বিভ্রান্ত করার প্রয়োজন আছে এবং যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ এদের সমস্ত জিনিসগুলো না বুঝছে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের এইভাবে বিভ্রান্ত করেই যাবেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা এবং তাঁদের উপর হস্তক্ষেপ করার সরকারী প্রবৃত্তি সম্বন্ধে শুধু আমি এবং বিরোধী দলের বিভিন্ন বক্তারাই বলেছেন তা নয়, যেসমস্ত শিক্ষাবিদরা রাজনীতি থেকে বহুদূরে রয়েছেন বা যাঁরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না তাঁদের মনেও এই চিন্তা এসেছে যে, সরকার ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজেদের কুক্ষিগত করছেন। অবশ্য সরকার এ সম্পর্কে অনেক সময় এই অজুহাত দেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারকম দলাদলি হওয়ার ফলে অ্যাকাডেমিক লাইফ নষ্ট হয়—অথচ যেটা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি বলব সরকার যেভাবে এঁকে কুক্ষিগত করছেন এবং যেভাবে তাঁরা তাঁদের পেট্রোনেজ ডিষ্ট্রিবিউশন করছেন তাতে দেখছি যে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যেসমস্ত লোক রয়েছে তাঁদের সেই চিন্তার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া আর-একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে, যাঁরা কোনদিন রাজনীতি করতেন না তাঁরাও আজ সরকারী পেট্রোনেজ পাবার জন্য সরকারের কাছে ছুটে আসছেন এবং ছাপও নিচ্ছেন—অথচ এসব জিনিস আমাদের দেশে আগে ছিল না। তবে একটা জিনিস দেখে

খুবই দুঃখিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, যাঁরা একসময়ে নির্ভীকভাবে কথা বলতেন তাঁরাও আজ এসব কাজ করছেন। যা হোক, আমি আর-একটি জিনিস বলেছিলাম এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাপ্রসংগেও উল্লেখ করেছিলাম যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অভিজ্ঞতা আছে তাকে কাজ লাগাতে হবে এবং নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তার সংগে একটা যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা ছাড়া আমি আরও বলেছিলাম যে, সারা ভারতবর্ষে যে ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড আছে সেরকম একটা কি আমাদের এখানে হতে পারে না? অবশ্য এসব কোন কথারই জবাব তিনি আমাকে দেন নি। সর্বশেষ আমি আর-একটা কথা বলতে চাই যে, এঁরা এঁদের নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছেন তাতে ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জির মত কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করে শুধু কবি, সাহিত্যিক বা রসিকদের ভাষায় বলব যে, সরস্বতীর কমলবনে মত্ত হস্তী প্রবেশ করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এঁরাও তাই করছেন।

Shri Amarendra Nath Sarkar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিলের শেষ পর্যায়ের আলোচনায় আমি এই বিলকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে একটা কথা বলতে চাই যে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেরিটোরিয়াল জুরিস্‌ডিক্‌সনের মধ্যে যেমন ডে-স্কলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিক সেইরকম এই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের টেরিটোরিয়াল জুরিস্‌ডিকসনের মধ্যেও যেন ডে-স্কলারের ব্যবস্থা তিনি ষ্টাটুটে করেন। কেননা এটা করা হলে পর সেখানকার চাষীর ছেলেরা বাড়ী থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। সুতরাং আমি আশা করি তিনি এই বিষয়টা ষ্ট্যাটুটে ইনক্লুড করবেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিল যখন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট পাশ করেন তখন আমাদের বন্ধু মিহিরবাবু কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে ছিলেন এবং আমি তাঁকে এই জিনিস পয়েণ্ট আউট করি এবং তা' গৃহিতও হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমি শিক্ষামন্ত্রীকে একটু অবহিত হতে বলছি।

দ্বিতীয় কথা, সেদিন মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু বিশ্বভারতীর হ্যাকামি এবং ঢংএর কথা বলেছিলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে সুবোধবাবুর কমিউনিজমের হ্যাকামি বিশ্বভারতীতে শেখান হয়না—বিশ্বভারতীতে যা শেখান হয় তা হচ্ছে মানবতার আদর্শ। সুবোধবাবুর সেই শিক্ষা গ্রহণ করবার সুযোগ কোনদিন হয়েছিল কিনা জানি না। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আর একটা কথা তিনি বলেছিলেন, যেটা আমাদের খুব আঘাত করেছে সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বভারতীর কোন অবদান নেই। এইরকম অজ্ঞতা সুবোধবাবুর মত শিক্ষিত লোকের থাকতে পারে এটা আমার জানা ছিল না। জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন গুলি চলেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন সে কথা কি তাঁর জানা নেই? হিজলী বন্দীশালায় যখন গুলি চলেছিল রবীন্দ্রনাথ এই কলকাতার ময়দানেই দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেছিলেন তা নিশ্চয়ই সুবোধবাবুর জানা আছে। সুবোধবাবু বিধান সভার সুযোগ নিয়ে বিশ্বভারতীর নিন্দা করার কোন কারণ ছিলনা—বিশ্বভারতী বাঙ্গালীর গৌরব—ভারতের গৌরব। তিনি শিক্ষিত লোক কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কঠোর আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই কমিউনিজমের হ্যাকামি দেখে তাঁর সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তাঁর sanity আছে কি না। যা হোক, আমি এই বিলকে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং যাতে statute এর মধ্যে Universityর terriroriaI-juridiction মধ্যে যাঁরা বসবাস করবেন তাঁদের সন্তানরা যেন day-school হিসাবে সেখানে পাঠ করবার সুযোগ পায়—সেজন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I did not expect that the points that were raised during the discussion on the second reading of the Bill would again be raised during the third reading of the Bill and almost the very phrases that were used before would be repeated.

Sir, why are we establishing this University ? That has been made perfectly clear not only in my speech, but that has been stated also in the Statement of Objects and Reasons—and most clearly stated—that in the interest and for the improvement of the agricultural economy of West Bengal it is necessary that there should be a specialised institution for higher teaching and researches in Agriculture. It is for that reason that a specialised University—an Agricultural University—is going to be established at Kalyani. Who will deny that for the uplift of the agricultural economy of our State or, for the matter of that, of our country, higher education in Agriculture is necessary ? If you once admit that it is necessary, then you cannot oppose the establishment of an Agricultural University.

Then, Sir, two different opinions have been expressed even by the members of the Opposition as regards what should be the character of this University. One section observed that there should be a specialised University—that there should be provision only for higher teaching in agriculture and allied agricultural sciences while the other section said "no", there should be provision at least for minimum education up to degree level in humanities and General Sciences. That was the contention of Shri Somnath Lahiri. Sir, the opposition was hopelessly divided as to what should be the character of this University. But Sir, we on our part, thought it proper that this University should be a specialised institution no doubt, yet it will not sacrifice liberal education in Humanities and Sciences. Then, Sir, it has been said that we are stabbing the Calcutta University from behind কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। That is the language used I took pains to explain even last night that the area of the University would be restricted to only 3 thanas because this University is not contemplated to take away any of the Arts Colleges from the jurisdiction of the Calcutta University. This University is not going to curtail the jurisdiction of the Calcutta University or enter into rivalry with it so far as the affiliating function is concerned. Calcutta University is an affiliating and a teaching University too. But this will be a residential and teaching University only. It is not intended to be an affiliating University at all. Affiliating University, Sir, we are setting up in other areas. For instance, we are going to set up one at Burdwan. It was demanded and we agreed also that one more should be set up in the northern districts. Those universities will go to curtial the jurisdiction of the Calcutta University and cut down the number of students who seek to be admitted in the Calcutta University. But so far as the Kalyani University is concerned, Sir, it is not meant for that. It is meant for specialised teaching in higher agriculture and, of course, without sacrificing, as I have said again and again, promotion of liberal education in Arts and Sciences. Its area, therefore, has been restricted to three thanas only.

One of my friends suggested that there should be provision for the admission of day-scholars. I observed last night that there will be such provision and some day-scholars may be admitted to the University.

Then, Sir, another objection was raised—rather repeated, repeated probably for the tenth time—that we are going to set up this University for the wards of rich people. That is not so. It is going to be a residential University no doubt as there are higher technological institutions on residential basis. I quoted the example of I.I.T. at Kharagpur. I quoted the instance of the Sibpur Engineering College. Higher Technological education takes up so much time—its course of instruction is so spread over the day—that students cannot afford to remain outside the campus of the University. It has necessarily to be a residential University. Take for instance, the agricultural University that has recently been set up by the Uttar Pradesh Government at Rudrapur. I believe that is also a residental University. Sir, Dr. Chatterjee quoted the instance of Gorakhpur University. Gorakhpur is not a residential University at all. Gorakhpur is a teaching and affiliating University. Gorakhpur is not a residential University, if, of course, the report of the Government of India on the Universities is correct. I observed it before that there are at least a dozen universities in India which are residential universities spread over the whole of India. Almost half a dozen of it are in Uttar Pradesh. Take for instance, the University of Allahabad, the University of Lucknow, the University of Aligarh, the University of Benares, etc. All these are residential universities. Do they cater only for the rich people ?

[3-40 – 3-50 p.m.]

Surely not. Therefore, Sir, this argument has been advanced only to confuse the public and not help them to appreciate what this institution is really going to be. How many times have I got to answer this question ? I observed again and again that there are lots of residential universities in the country but do those universities cater entirely for free students ? Are the students there given free accommodation board and instruction ? Surely not. Here in this residential university there will be some free students, there is no doubt about that. Take the case of the Calcutta University. So far as the Calcutta University is concernrd, we grant a large number of stipends to the students under the Calcutta University and on what basis ? We grant the stipends both on the grounds of merit of the boys and poverty of the guardians—if the guardian is poor and the boy is meritorious. the boy is entitled to free-studentship. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : What is the percentage of the total number ?) It is not the question of percentage of students but the fact is that the number of free students was two to three hundred before and now it is almost 1,100. It must depend on the resources of the State. Sir, is it expected that a State or rather a country which has not been able as yet to make primary education universal compulsory and entirely free can make university education completely free ? They are only setting a target which is impossible for the country to reach now. That is their art of speaking, they set a target which is quite impossible for our country to attain now and turning round they say that you cannot do all these things. But can the country afford to be taxed more and more to provide for more and more free teaching ? If that is done, you will say "oh, you are increasing the taxes, you are putting more and more burden on the people" and at the same time you will demand that all education should be free. Sir, this is their art of speaking, not cultivated by those who are sincere and honest. This is the art of speaking of those who really

want to carry on certain propaganda and nothing else. Therefore, Sir, I am not going to reply to the speeches of the propagandists, I am quite prepared to meet rational arguments but not the arguments of those who sincerely or insincerely carry on propaganda within the House. (Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, why should there be villification like this ?) Sir, am I to hear the speeches on democracy from those who do not believe in democracy at all ? May I not say that it is entirely hypocritical on the part of those who do not believe in democracy to talk of democracy ? Are we going to learn what is democracy or what is not democracy from Dr. Hiren Chatterjee who does not believe in democracy at all ? No, Sir, we are not to learn democracy from the Communist members of the opposition who do not believe in democracy. Everybody knows it that when they talk of democracy, they only make thoroughly insincere speeches.

Then, Sir, it has been said that শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে—and somthing more—that we are going to make an end of University Education আমরা বিশ্ববিদ্যা লয় করতে বসেছি।

Sir, the other day a picture of an examination hall was published in the newspapers under the heading "Temple of Learning" with broken desks and inkpots thrown on this side and that. That picture was headed "Temple of Learning". Now who are the great democrats on the Senate of that institution which was holding the examination ? (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Your Secondary Education Board is the temple of learning.) It is because there are such members on the Senate of the Calcutta University as Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the Calcutta University is going to rack and ruin. Sir, people who live in the glass houses of the Calcutta University should not come forward to criticise the Board of Secondary Education. The Board of Secondary Education has not yet been able to take all the leaves out of the book of the Calcutta University. Had it been, matters would have been far too different. As I said, the Calutta University is going to rack and ruin. It is not, the University which was presided over by Sir Ashutosh Mukherji. Sir, it has to be said that he was not appointed by a democratic Government as the Vice-Chancellor of the Calcutta University. He was appointed by a bureaucratic Government. Yet, Sir, because he was Sir Ashutosh that he could raise the Calcutta University to a unique height from which the Calcutta University is fast going down. Is it not a fact ? Is the Calcutta University enjoying the same reputation as it did at the time of Sir Ashutosh ? Sir Ashutosh was appointed by the bureaucratic Government of the day as the Vice-Chancellor of the Calcutta University but because he had the strength, the firmness, the breadth of vision, he could uphold the reputation of the Calcutta University inspite ofall the State opposition to university education in those days.

After all it is not men like Dr. Hiren Chatterji who are expected to revive the reputation enjoyed by the Calcutta University at the time of Sir Ashutosh. If the Calcutta University is not to make a *loy* of *biswa vidya*, is not to make an end of university education, other men ought to be there. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : On a point of privilege, Sir.)

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister have his say please.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I have nothing more to say. I promised that I would not take more than 15 minutes. I come to the end of my speech with thanks to the members who have given so much support to this Bill, and I hope this Bill will be accepted by the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I rise on a point of personal explanation because the Hon'ble Minister has mentioned my name.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I did not mention his name for nothing.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I would not like to be disturbed.

Mr. Speaker : Dr. Chatterji, first you rised a point of privilege. You now turn to personal explanation.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Yes Sir, as I was saying, the Education Minister has said that men like Dr. Hiren Chatterji in the Senate cannot do anything for the Calcutta University. I would like to inform you, Sir, that with his consent nominations have been made in the Senate. In saying this the Education Minister has already insulted the present Vice-Chancellor who has been appointed by the Governor in consultation with the Minister.

If Dr. Hiren Chatterji cannot do anything, then I would say that a man of the calibre of Rai Hirendra Nath Chaudhuri, who stood last but one in the Third Class in the M. A. Examination of the Calcutta University, should not be an Education Minister.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Kalyani University Bill 1960, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

[3-50—4-15 p.m.]

The Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1960.

The Hon'ble Iswar Das Jalan : I beg to introduce the Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1960.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan : I beg to move that the Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1960, be taken into consideration.

Sir, the qualifications of voters as laid down in section 7(1)(iv) of the Bengal Village Self-Government Act, 1919 mention, *inter alia*, the passing of the following examinations, namely, the matriculation examination of the Calcutta University and the middle English or the middle vernacular

examination. These examinations no longer in vogue. The corresponding examinations are the school final examination of the Board of Secondary Education, West Bengal, or the annual examination of class X of a high school and the annual examination of class VI of a high school. These corresponding examinations should also be mentioned in the section. Hence this Bill before the House.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that the Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1960, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Jagannath Kolay : Sir, I beg to move that in clause 2.

(1) in sub-clause (1), in line 6, for the words "a high school" the words "a school" be substituted ; and

(2) in sub-clause (2), in lines 4-5, for the words "a high school" the words "a school" be substituted.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 2(1), after the words "Board of Secondary Education, West Bengal", wherever they occur the words "or of any other such Board" be inserted.

এই amendment এর উদ্দেশ্য হলো—West Bengal ছাড়া অন্যান্য বোর্ডের ছেলেমেয়েরা এখানে আছে। Particularly যে সমস্ত area transferrd হয়েছে—বিহার থেকে West Bengalএ, তারা debarred হয়ে যাবে—আমার এটা গ্রহণ না করলে ....।

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, I accept both the amendments of Mr. Kolay and Mr. Subodh Banerjee.

Shri Ramanuj Haldar : I beg to move that in clause 2(2), in lines 4 and 5, after the words "high school" the words "or a junior high school" be inserted. এটা রাখা খুবই প্রয়োজন। আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এটা গ্রহণ করবেন।

The motion of Shri Jagannath Kolay that in clause 2,

(1) in sub-clause (1), in line 6, for the words 'a high school" the words "a school" be substituted ; and

(2) in sub-clause (2), in lines 4-5, for the words "a high school" the words "a school" be substituted ; was then put and agreed to.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(1), after the words "Board of Secondary Education, West Bengal", wherever they occur the words "or of any other such Board" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that in clause 2(2), in lines 4 and 5, after the words "high school" the words "or a junior high school" be inserted, was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamable

The question that the Preamable do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, I move that the Bengal Village Self-Government (Amendment) Bill, 1960, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker : I have given a ruling on the question raised by Mr. Banerjee. It has been distributed.

RULLING ON THE POINT RAISED BY SHRI SUBODH BANERJEE ON THE 11th. APRIL, 1960.

I had promised that I would give my ruling on the point raised by Shri Subodh Banerjee. I had already expressed that the motion is in order and there is no conflict between Rule, 68 and Rule 46 of the Assembly Procedure Rules. Rule 68 makes provision with respect to motions regarding legislation. Rule 68 covers cases for withdrawl of a Bill at any stage by a Member-in-charge of a Bill. Rule 46 deals exclusively with motions of all categories other than motion for leave to withdraw a Bill. Under Rule 46 a Member who has proposed a motion can **only** withdraw, but in case of a withdrawl of a Bill the Member-in-charge can only withdraw it and that Member-in-charge of a Bill, in case of Government Bills, means and includes any Minister. The distinction is, therefore, clear.

I, therefore, affirm my decision given yesterday.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes.]

[After adjournment]

[4-15—4-25 p.m.]

DEBATE ON FOOD

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগে আমাদের বিরোধী দলের নেতাদের জিজ্ঞাসা করছিলাম কি বলবো। তাঁরাও ঠিক করে আমাকে বলতে পারলেন না আমি কি বলবো। অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, তাদের জিজ্ঞাসা করা কেন, আপনি যা ভাল মনে করেন তাই বলেন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, রাজ্যপালের বক্তৃতার

সময় আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। আবার বাজেটে যখন general discussion হয়েছিল তখনও খাদ্যসম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। তাহলে দুইবার হ'ল। আবার আমি যখন Extraordinary chargeএ demand for Grant move করেছিলাম তখনও আলোচনা হয়েছিল। এই তিনবার হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবার কি বলবো। আমার একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিরোধী দলের বন্ধু বললেন, কিছু বলার দরকার নেই, আমরাও কিছু বলবোনা, আজকে শেষ দিন, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাই। তবে আমি যদি না বলি তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাওয়া হবে কিনা জানি না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে সকলেই জানেন যে এটা খুব জটিল সমস্যা। এবং এর সমাধানের পক্ষে বহু বাধাবিঘ্ন আছে তা এ পক্ষের সদস্যদের জানা আছে, ও পক্ষের সদস্যদেরও জানা আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো অসম্ভবরকম বদলিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দিনের কথা বলছি, প্রায় ২১ বৎসর আগেকার কথা, ১৯৩৯ সালে আরামবাগ, গোঘাট থানায় ধান খুব ভাল হোত। তখন সেখানে আমরা একবার কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়েছিলাম, অবশ্য তখন ওপক্ষের সকলেই কংগ্রেসে ছিলেন, সেখানে কংগ্রেসের কাজ ও আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম এবং তখন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। সেই ভদ্রলোকের ৬০ বিঘা জমি ছিল। কথায় কথায় তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম, তিনি তার উত্তরে বললেন, মশায়, আমরা জমিদারের খাজনা দিতে পারছিনা, এত জমি নয়, এটা জম। যার ৬০ বিঘা জমি তিনি খাজনা দিতে পারছেন না। তিনি হিসাব দিলেন। তখন বিঘা প্রতি গড়ে ৪ মণ ধান হোত। তাহলে ৬০ বিঘায় ২৪০ মণ ধান হোত। তিনি বললেন তাঁর সংসারে ৫জন লোক ও দুইজন মুনিষ রাখতে হয় যারা চাষের কাজ করে, এইসব ধরে বাড়ীর member হচ্ছে ৭জন। আমরা ৯ মণ করেও যদি মাথাপিছু ধরি তাহলে ৬৩ মণ হয়। অঙ্কের সুবিধার জন্য ও বীজ ইত্যাদির জন্য ৭০ মণ ধরা যাক্। তাহলে ২৪০ মণ থেকে ৭০ মণ বাদ গেলে থাকে ১৭০ মণ। সেই সময় ১৲০ করে ধানের দর ছিল। কাজে কাজেই ১৭০ মণ ধান বিক্রয় করে তিনি ২০০৲ টাকার মত পেতেন। ৬০ বিঘা জমির খাজনা ছিল ১২০ টাকা। ১২০ টাকা ২০০ টাকার মধ্যে বাদ দিলে তাঁর থাকতো ৮০ টাকা।

[4-25—4-35 p.m.]

এত খরচ, সংসার চলবে কি করে, কাপড় কোথা থেকে হবে, তেল-নুণ কোথা থেকে হবে, ডাল কোথা থেকে হবে? মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে, আমাদের আরামবাগে ভীষণ ম্যালেরিয়া ছিল—ডাক্তারের ফি দিতে হবে, ঔষধ কিনতে হবে কি করে চলবে? যাই হোক, আজকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, যারা উদ্বৃত্ত কৃষক তাদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চয়ই উন্নত হয়েছে। আজকে চাষীরা নানাদিক দিয়ে সচেতন হয়েছে, অনেকে রাসায়নিক সার ব্যবহার করছে, অনেকে সেচ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করছে। আজকে জমি আর বন নাই। এবং এইরকম কৃষকের সংখ্যাও কম নয়। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ২৯ লক্ষ কৃষক পরিবার আছে, তাদের মধ্যে ১৫ লক্ষ উদ্বৃত্ত বা self-sufficient কৃষক। আগেকার তুলনায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। আগে যারা উৎপাদক ছিলেন, তারা কম খেতেন, ম্যালেরিয়ার জন্য ঔষধের খরচ ছিল, ডাক্তারের ফি ছিল—নানারকম খরচ মিটিয়ে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকত না। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নাই—এখন লোকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে—আগে স্কুলে পাঠাতে পারলেও বেতন দিতে পারত না, এখন শুধু স্কুলেই পাঠাচ্ছে না, নিয়মিতভাবে বেতনও দিতে পারছে। এবং এমনকি বাড়ীতে মাষ্টারও রেখে দিচ্ছে [Laughter] এটা হাসবার কথা নয়—এটা সত্যি ঘটনা। পূর্বেও আমি বলেছি Indian Institute of Hygine থেকে মেমারী ও শক্তি গড়ে একটা

survey করা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে মাথাপিছু 20 ounceএর বেশী চাল খাচ্ছে, এর কারণ কি—কারণ হচ্ছে, developmental worksএর জন্য আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তাতে লোকের হাতে পয়সা যাচ্ছে—তারপর, পূর্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য 31st March পর্যন্ত grant and loan বাবৎ ১৬৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, এর অনেকটা পরিমাণ খাদ্য কিনবার জন্য গিয়েছে। তারপর ধানী জমিতে আমরা পাট চাষ করছি—পাট চাষ করার দরুণ আগে যেখানে পাটচাষীরা ৫ কোটি টাকা পেত এখন সেখানে ২৭।২৮ কোটি টাকা পাচ্ছে। এভাবে নানাবিধ কারণে মুদ্রাস্ফীতির জন্য আমাদের পশ্চিমবাংলার দাম বাড়ছে। এবং এটা জানা কথা, গরীব লোকের হাতে পয়সা হলে তারা চাল কিনে খাবে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মশাই balanced dietএর কথা বল্লেন। তিনি বল্লেন, balanced diet খেতে হবে, শুধু ভাত খেলে চলবে না। আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশে এটা এখনো সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া কমে যাওয়ার জন্যই হোক বা অন্য যেকোন কারণেই হোক, আমাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটা মস্তবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে আবার অনেকে বলেছেন, আমাদের দেশে উৎপাদন সত্যি সত্যি কম নয়, কিন্তু এক বছরের হিসাব ধরলে হবে না—আমি এখানে আমাদের উৎপাদনের একটা হিসাব দিচ্ছি—১৯৪৭ সালে উৎপাদন ছিল ৩২ লক্ষ টন, ১৯৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করার পূর্বে আমাদের ৫ বছরের average ৩৫ লক্ষ টন, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের গড় ৪২ লক্ষ টন, ১৯৫৭।৫৮ সালে নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে কিন্তু খারাপ হয়েও averageএ ৪২ লক্ষ টন হয়েছে। তারপর এখানে অনেকে বলেছেন, আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির দরকার। বর্তমানেই আমরা marginal and sub-marginal landএ চাষ করছি—শতকরা ৮৭ ভাগ জমি চাষের অধীনে এনেছি। এটা শুধু দেশের অর্থনীতির পক্ষেই নয়, ভূমির স্বাস্থ্যের পক্ষেও মারাত্মক। শতকরা ২০ ভাগ জমিতে বনসৃষ্টি করা দরকার, তা নাহলে ভূমিক্ষয় আরম্ভ হবে। কাজেই সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য।

এটা সকলেরই স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা মার্জিন্যাল এবং সাব-মার্জিন্যাল জমির উৎপাদন আর বেশী বাড়াতে পারি না এবং আমাদের এমন কোন বিদ্যা জানা নেই যাতে করে সমস্ত জমিতে সেচের সুব্যবস্থা করতে পারি। আমি অনেকবারই বলেছি যে চীন দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখব যে চীন দেশের ভৌগলিক আয়তনের মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ জমি চাষ হয় এবং যে ইউসেবল্ ল্যাণ্ড অর্থাৎ চাষযোগ্য জমি আছে তার শতকরা ২৩ ভাগ জমিতে চাষ হয়। কাজেই সে দেশের পক্ষে উৎপাদন বাড়ানো সোজা কারণ তাঁরা খারাপ জমি চাষ করে না। তাছাড়া তাঁরা যেখানে শতকরা ৯৯ ভাগ জমিতে সেচ ব্যবস্থা করেছে সে জায়গায় আমাদের এখানে শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ জমিতে সেচ ব্যবস্থা আছে। যা হোক, আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় যতটা চাষযোগ্য জমি আছে তার ৮৭ ভাগ জমিতে আমরা চাষ করছি। কাজে কাজেই চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অবশ্য আমরা যদি বেশী করে শিল্পের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে হয়ত কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গেও একটা কথা বলে রাখি যে বৃহৎ শিল্পে বেশী লোক নিয়োগ করা যাবে না। মাননীয় সদস্যেরা সকলেই জানেন যে আমরা শিল্পে অনেক লোক নিয়োগ করেছি এবং স্বাধীনতার পূর্বে যত লোক কাজ করত বর্তমানে তার দ্বিগুণ লোক ছোট ছোট শিল্পে কাজ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত আরও বেশী লোক এইরকম ছোট শিল্পে নিয়োগ করতে না পারব এবং আমাদের দেশে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা আছে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমি একথা বলেছি যে এ বছর পুনরায় উড়িষ্যার সঙ্গে আমাদের ফ্রি ট্রেড আরম্ভ হয়েছে এবং আমাকে আমার বিভাগ থেকে যা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তাতে আমি হিসেব করে দেখলাম যে মন্দ

কিছু আসেনি। অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ২২৩ টন ধান এবং ৫৫ হাজার ৩৯৯ টন চাল এসেছে। তবে এটা যে শুধু কোলকাতায় এসেছে তা নয়—মেদিনীপুরে ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার মণ ধান এসেছে, বর্ধমানে ২ লক্ষ ২ হাজার মণ ধান এসেছে, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এ ২৬ হাজার মণ ধান এসেছে, বাঁকুড়ায় ৩ লক্ষ ৭ হাজার মণ ধান এসেছে, ২৪ পরগণায় ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার মণ ধান এসেছে, নদীয়ায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ধান এসেছে এবং হুগলীতে ১ লক্ষ ২২ হাজার মণ ধান এসেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে এবারে আমাদের দেশে আমন ধানের ফলন কম হয়েছে। তবে গত বছর আমরা সরকারের তরফ থেকে অনেকবেশী পরিমাণ চাল ও গম বিতরণ করেছিলাম এবং যেটা গত ১২ বছরের মধ্যে কখনও এরকম বিতরণ হয়নি। গত বছর আমরা ১৩ লক্ষ টন চাল ও গম সরকারের তরফ থেকে বিতরণ করেছিলাম। মাননীয় সদস্যেরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না যে ১৯৫৯ সালে আমরা অনেক খাদ্যশস্য দিয়েছি এবং তাছাড়া ১৯৫৮ সালের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে এবারের দাম খুব বেশী বাড়েনি। এবারে এখন আমাদের অ্যাভারেজ চালের দাম হচ্ছে ২৩৲ টাকা ৬০ নয়া পয়সা অথচ সেখানে ১৯৫৮ সালে কিন্তু তার চেয়ে বেশী দাম ছিল। এ প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করার আছে এবং সেটা হচ্ছে যে এবারের চেয়ে ১৯৫৮ সালে আমাদের এখানে বেশী ধান হয়েছে। যেমন, এবারে আমাদের এখানে ৩৬ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ আমন ধান হয়েছে আর সেখানে ১৯৫৮ সালে ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার মণ আমন ধান হয়েছিল। কাজে কাজেই ১৯৫৮ সালের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে এবারের অবস্থা খারাপ নয়। অবশ্য উড়িষ্যা থেকে যে ধান এসেছে তার সমস্তটা এখনও চালে পরিণত হয়নি—আস্তে আস্তে চালে পরিণত হবে। তবে আমরা মনে করছি যে বরাবরই গম সরবরাহ করে যাব এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি তা নেয় তাহলে দাম বেশী বাড়বে না। আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলব এবং যেটা বারেবারেই বলা হচ্ছে যে, খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের বেশী করে গম খেতে হবে। আরেকটা জিনিষ দেখলাম যে কতগুলো জিনিষের দাম এবারে কমে গেছে। যেমন, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের ছোলার দামও যেমন কমেছে ঠিক সেই রকম আমাদের এখানেও ছোলার দাম কমেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা যদি বেশী করে ছোলা খাই তাহলে বেশী পরিমাণে সুসম খাদ্য পেতে পারি। কেন না ছোলায় প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে আছে। চক্রবর্তী মহাশয় হয়তো হাসছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা ১২৲ টাকার ছোলা খাব না ২৫৲ টাকা দামের চাল খাব? ওটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। এছাড়া আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে গত বছরের তুলনায় এবারে আলু, মুগুরডাল এবং মুগের ডালের দাম কমেছে অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে আমরা সেগুলো খাব না। যা হোক, যদি আমরা সুসম খাদ্য খাই তবে এসব জিনিষ আলোচনা করতে হবে এবং ঐগুলো খেতে হবে। তবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই অভাবের মধ্যেও যাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে তার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে আমি আর বেশী কিছু এখন বলব না তবে মাননীয় সদস্যগণের বলার পর যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহলে তখন বলব।

[4-35—4-45 p.m.]

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Mr. Speaker, Sir, I have read with all the care the two speeches that Shri Prafulla Chandra Sen delivered during the budget session. I took copies of them from the Secretary as well as the papers circulated by the Food and the Relief Department.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That was my unrevised speech.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : Sir, I would like to tell the House one thing, that is very distressing. Our country has become a country practically of doles, test relief and loan years, year after year. An M.L.A. is approached by the people who say—more loans should be brought for us ; and then when the time for repayment of loan comes, people come and say—we are not in a position to repay the loan. If he can do these two things—bring in loan from the Government—and say that they are incapable of paying the loan then he is called the best M.L.A. That is the position where we are in. Therefore, a rosy picture that has been given is that the condition of the cultivators has improved. Of course, I know that five per cent of the cultivators can sell and their position has improved. There is no denying that fact.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : 50 per cent. Out of 29 lakhs of agriculturists, 14 lakhs of families are self-sufficient.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : It is really a very bad sign for the future of our country. The Food Minister has repeatedly said that there has been no starvation death on a mass scale during the last twelve years after independence. I admit that there has been a few deaths here and there which the Government may deny and say that deaths are due to dysentery or some other disease and not due to malnutrition. But there has been no mass death but the credit for that is not of our Ministry. The credit goes to the foreign countries which supply the foodstuff. During the war period in 1943 or 1944 he said there was a scarcity of six lakhs tons of food. So many people died because at that time the foreign countries could not give us sufficient food. They had no shipping facilities. Now they have got enough food to spare. Therefore, we have not died. It is neither a credit for the Ministry nor a discredit of the past Ministry there.

That is the main thing that I want to tell you, Sir, because America and other countries give us food and we are distributing that. Now, last year, Sir, we simply brought from other countries about 13 lakh tons of foodstuff the price of which—taking about Rs. 450/- per ton—comes to about rupees 55 crores and this 55 crores is going out of Bengal every year for the last two years. Not merely that. We buy most of our mustard oil and mustard oil seeds from other places outside West Bengal, we also buy pulses, sugar, milk powder and so many things from outside Bengal and on that account Bengal spends more than 60 crores. Therefore Bengal pays more than 110 crores for foodstuffs every year and if this continues for years and years, there is no hope for this country. It is the greatest responsibility of our Food Production Minister. Sir, the whole thing is now divided into food production and food distribution. Unless the Food Production Minister can give us more food, what will he distribute ? He can distribute more sand or more gravel mixing with the foodstuffs. 10 percent. of sand and gravel he can mix with the foodstuffs and distribute it. But if the Food Production Minister can give more food, then he need not mix sand or gravel. Therefore the most vital thing is food production and unless we can produce more food, there is no hope. Recently in a speech our Food Minister of the Centre, Shri S. K. Patil, said that if there is no more food production ultimately after the third plan period, we shall not import any more foodstuffs from other countries. And recently Shri Morarji Desai, the Union Finance Minister, said in the Parliament that our import of foodgrains in 1957 was

3·5 million tons when our internal production was 62 million tons. That was a barrier. But when our production rose to 73 Million tons in 1959, again the import was 3·5 million tons. Production increased, the same quantity of foodgrains was imported and yet the prices went up. So it was due to artificial scarcity caused by hoarders and middlemen. That is what Shri Morarji Desai has said. But another Minister, the Food Minister, Shri S. K. Patil, has given another opinion. He has said, the cultivators have eaten more. Of course, it is quite natural when a moltivator produces less, he eats a little less but when a cultivator produces of lre, he eats sufficient quantity and nobady can prevent it, any amount of legislation cannot prevent it. He will certainly eat and he will not eat less and give it to the market. Is that something unnatural ? Therefore, it is a vicious circle created by hoarders and middlemen. My friend Shri Prafulla Sen has said that now the cultivators hoard to a certain extent. It is good that they hoard. Sir, before the war I can tell you there was sufficient heserve of foodstuffs in the country. Now what happens ? If there is some drought one year or if there is flood one year, immediately we shall have to go with begging bowl to America, Canada, Russia or other countries. That is a very deplorable position we are in—we are a nation of beggars. Therefore we must alter that position and if we cannot do that we as a nation are bound to die. Therefore the food production is the most important thing. But in spite of the rosy picture of food production that the Food Minister has given, in the latest figure that has been given by the World Food and Agriculture Organisation—1959 figure—they have said India produces per acre still the lowest in the world. That is the figure they have given. According to that figure we produce only 7·3 cwt. per acre. That means very little. But another thing is worst still. In the world, during the last 10 years there has been an increase of 50 per cent in the production of rice. But even taking the figure given by our Food Minister, Shri Prafulla Chandra Sen, as correct—32 lakhs—the average has come to 40 lakhs in West Bengal. Even taking his figure as correct there has been 25 per cent increase in West Bengal, whereas the world figure is 50 percent. There also we have failed comparatively. Unless we take proper measure for increasing our food production the situation will not improve.

Sir, I have seen in certain parts while crossing the river Damodar last Saturday, water of the Damodar was flowing ; near the bank of the river there was plently of land, but there was no crop on the land on account of dearth of water. This is something which seems to me disastrous.

There is sufficient electricity in the D.V.C. I went to some ceremony where at least 10,000 multi-coloured bulbs were used. This is a foolish waste of electricity, and no Government can afford to allow that. Instead of taking that electricity for Calcutta and for the luxury of the people, if you would have utilised it for agricultural production and supplied sufficient water to trans-Damodar areas, that would have given good vegetable—sufficient amount of vegetable would have been produced. Sir, the other day I had been to Memari, the constituency of Shri Hare Krishna Konar. I found enormous potatoes produced there—140 mds. per bigha—the maximum would even be 160 mds. per bigha. If we take sufficient care of the land and give sufficient water the cultivators would be able to produce sufficient food. And if we plan all these things well

there is every possibility that we shall be able to produce not merely 5½ lakh tons of paddy but also enormous quantity of potato, other vegetable and fruits, so that West Bengal would be self-supporting.

I know West Bengal is deficient as far as oilseeds are concerned. Whatever little oilseeds we have here—they are produced mostly in Nadia, Murshidabad and Malda—their percentage of oil is 10 per cent less than the percentage of oil produced in Bihar and other places. Even our til seeds contain 10 per cent less oil than the til seeds produced in M.P. There also we are 10 percent. less. If we concentrate on the production of these seeds we can have sufficient oil. We have enormous quantity of cocoanuts, but Calcutta is the great killer of green cocoanuts. If the Government do not put a check on these green cocoanuts being brought here—more than 50 per cent of the produce is brought to Calcutta—we won't get cocoanut oil. It is a good thing which will give you sufficient quantity of cocoanut oil. My friends may ask whether we can cook our food with cocoanut oil. I may say that even better food can be prepared with cocoanut oil. (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : অনেক ডাব আছে, আর ডাব কি হবে ?) We have no **dab**, but I find we have many **jhuno** people there.

I would like to say that a good portion of fat is made out of the cocoanut that we can produce and cocoanut oil, scientifically speaking, is even better than this mustard oil, and also *til* oil is better than mustard oil. We can produce *til* in the trans-Damodar area if we can give them water so that we can meet our oil necessity. Therefore we must concentrate on this. Altogether 3·5 million tons of import means 157·5 crores of rupees, that is, 160 crores of rupees worth of cereals are imported from outside the country every year to India. That cannot continue. The Food Minister has said after the Third Plan you cannot do that. Therefore, during this Third Plan period we must concentrate on this. That does not mean I am against the steel industry or other industries, but everything will collapse unless you can give foodstuff to the people. I am one of those who believe that even Vedanta cannot flourish without a certain amount of protein, carbo-hydrate, minerals and vitamin within 24 hours. I do not mean that I do not like the Iron industry, but the first thing should be done first. We must have a sense of priority. Every year we cannot go with a begging bowl to America, Canada or Russia. It is dishonourable for any independent nation. Sir, the question is one essentially of more production. I do not want to go into details of more production ; that we can discuss at some other time. Let me come to distribution.

As for distribution, Shri Profulla Chandra Sen has said that there has been no black-marketing as far as wheat is concerned. Then bring in wheat from outside the country but there should be no control of wheat and I would advocate complete decontrol—no control of rice also. If you cannot do it immediately, do it after two years, but this control system is very bad. During control period the rice I used to get was very bad. Without meaning any disrespect to anybody I would say that Dr. Katju, the then Governor, invited me to lunch one day. Only I was there and very good rice was served and I told him that this rice was only meant for the Governor : I could not get this rice. Therefore, control is in favour of dignitaries and reach people ; ordinary people cannot get good rice when there is control. The quality of rice that we were taking in the last

monsoon season on account of some sort of rationing of rice was such that I had never given to cattle that kind of rice. I do not take more than six ounces of cereal ; I was taking only four ounces because if I had taken six ounces I would have fallen ill. That was the position. So I do not want to have that kind of ration.

Shri Prafulla Chandra Sen has been saying that his department is all right, there is no dishonesty and unscrupulous persons in the department. But what I feel is that it is over-clean. I went to the Pasteur Institute at Coonoor very recently. There Dr. Curie of the Institute showed me round. He told me that Infantile Paralysis—Polio—is a disease due to over-cleanliness. It seems to me that his department is suffering from over-cleanliness. If the Minister objects to saying 'dishonesty', let him say 'over-cleanliness'. Let there be paralysis due to over-cleanliness.

[4-55—5-5 p.m.]

I do not want personally any control whatsoever. I am in favour of giving notice to the people for two years. Let the Government say "we will give you good seed, we will give you sufficient manure, we will give you sufficient water ; for the first two years we will give you water free, but after two years you must pay water rate". I do not believe in giving perpetual relief. It is no good. It is an absurd proposition. We want to improve the condition of the cultivators to such an extent that they may fetch five times the amount that they are getting now. I am not against taxation. What I want to say is that the person must be able to pay the tax. I am for increasing taxation. If everybody earns Rs. 5,000 a year, why should he not pay Rs. 200 ? If a barrister earns Rupees two lakhs, he should not grudge paying Rs. one lakh and fifty thousands.

Shri Siddhartha Shankar Ray : Tell it to Mr. Sankardas Banerjee.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : I said, Mr. Banerjee, that if a big barrister earns Rs. 2 lakhs he should not grudge paying Rs. 1 lakh 50 thousands.

Shri Sankardas Bandopadhyay : It will be taken as an advertisement.

Dr. rafulla Chandra Ghose : What I mean to say is that the capacity of paying tax should be increased. If our cultivators be in a position to pay more, I shall be the happiest man. But the difficulty is this. They do not get even sufficient food today, and if they do not get sufficient food, they cannot produce more and you cannot expect them to produce more. Therefore, I am advocating as a temporary measure remission of land revenue and water rate, but not for ever. No country can go on giving remission of taxes, etc., for ever. But I do say that you must take more blood from people who have got more blood. Therefore, I say that the rich man should be taxed more and more and even I would personally suggest this : As Shri Prafulla Sen has said some sugar merchants made abnormal profits during the period of December, January and February. He knows who are those sugar merchants. At least their assets and everything can be taken into account, and if under the Essential Security

Act a portion of their assets be confiscated into the State, it will be the best thing today. If you cannot do that, at least you can do one thing. I would suggest, for a certain period you can demonetise the whole currency, so that the hoarders and others have to deposite whatever money they have got in three or seven days. Then you will come to know how much money there is in one's hand, and once you get the whole thing, you will be able to know how much you can get and from whom. I shall tell you about one diamond merchant. If you see that he has purchased jewellery worth Rs. 1 crore and if you want to take Rs. 90 lakhs out of that one crore and for that you want the vote of the legislature, I would vote for 90 lakhs.

As for distribution I would personally like Shri Prafulla Sen's Department to be licuidated altogether, so that he may have another Department, because they have got the majority. I do not grudge his being a Minister, but I say that this Food Department should be abolished altogether by decontrol, and if Shri Tarun Kanti Ghosh can give sufficient food.

Recently it appeared in the press that the Health Minister admitted that there are more than 4 lakhs of T. B. patients in the State of West Bengal. Of course he has not examined everybody. It may be more and not less at least. But why there is so much T. B.? It is due to mal-nutrition. Dr. Roy has posed a question that it may be due to greater humidity in Bengal. Of course humidity means more intestinal diseases, less assimilation. True it may be one of the factors but it is due to slums, congestion in the town. We have more people in urban areas and there are more slums there, there is insanitary condition due to motor cars specially in Calcutta. Sir, while I was in London, a professor, a brilliant scholar was telling me about the influence of incomplete combustion of hydro-carbon in the production of lung T. B. Sir, I do not know how many disel cars there are in Calcutta. But, Sir, these are the cumulative effect of these things, namely, mal-nutrition and T. B. will grow in geomatrical progression from 4 lakhs to 40 lakhs in 3 or 4 years, unless we can grow more foodstuff and give more food to the people, not only cereals but also protective food. I have been tired about saying that protective food like milk, fish, eggs, fruits, should be given otherwise there is no hope to check T. B. During the general discussion of the budget while discussing food production, I concentrated on this and showed that it was a dismal picture and urged on the necessity of more food production and the abolition of the Food Distribution Ministry altogether. Unless you abolish this Ministry there is no hope for the country. Today the position is very bad. If we take a little care we can save Rs. 110 crores every year for bringing food from outside. Our Prafulla Sen talks about the refugees—that 32 lakhs refugees have come from outside, but, Sir, inspite of that if our Agriculture Department is alert, if it is active, it can produce sufficiently. Ours, is lowest production so far as food is concerned in the world. The Irrigation Minister should give us more water ..... (Shri Mihirlal Chatterjee : He can give costly water) .....I do not mind that and the money must be found from his pocket. Unless there is more production and complete decontrol the food problem cannot be solved.

Shri Khagendra Kumar Roy Chowdhury : মিঃ স্পীকার স্যার, প্রফুল্লবাবু আজ যখন খাদ্যের উপর কোন বিবৃতি দেন নাই, তখনই মনে কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল। বিশেষ করে

আজকে গল্প দিয়ে সুরু করলেন—দেশে যে খাদ্য সংকট আছে, সমস্যা আছে, ওঁর মতে তা মনে হল না। আরবারেও এমনি সময়ে এই ধরণের বিবৃতি দিয়েও গল্প করে—আমাদের দেশের লোকের খুব উন্নতি হচ্ছে, বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে দেশে খাদ্যসংকট নেই। আজকে বিশেষকরে বারে বারে যাদের উপর দোষ চাপান হয় ওঁর দ্বারা যে—কৃষকরা বেশী খাচ্ছে, তারা মজুত করে রাখছে ইত্যাদি বলে খাদ্যসংকট সম্বন্ধে মোটামুটি কথা বলে গেলেন। তার সঙ্গে আরও বলে গেলেন—সমস্যা জটিল। আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই সমস্যা জটিল করবার জন্য সরকারের তরফ থেকে যা কিছু করা দরকার ১২।১৩ বছর ধরে চেষ্টা করছেন, খাদ্যসংকট যাতে পশ্চিমবঙ্গে বজায় থাকে, তারজন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

[5-5—5-15 p.m.]

কেন না, খাদ্য সংকট দূর করতে গেলে যে যে নীতি গ্রহণ করার দরকার তার একটাও তাঁরা করেননি। বরং উল্টো করেছেন। কংগ্রেসের অনেক বন্ধুই বলেন আমাদের তরফ থেকে কোন-রকম constructive suggestions দেওয়া হয় না। গত ৪।৫ বৎসর ধরে, বিশেষ করে আমাদের পার্টির তরফ থেকে, সরকারকে বলা হয়েছে আপনারা ৫ লক্ষ টন মজুত করুন। এবং পরে যখন তা স্বীকার করলেন, তখন ১ লক্ষ টন মজুত করবেন ঠিক করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও করলেন না। এবং তা না করার জন্য বাজারে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, চালের দর বেড়েছিল। কিন্তু আগে যখন বলেছিলাম তখন বলেছিলেন এর দরকার নেই। এবং এর ফলে ঐ বৎসর ৩১।৩৫ টাকা চালের দর হয়েছিল। এবারও আমরা দেখছি চালের দাম মণপ্রতি এর মধ্যেই ২।৩ টাকা বেশী হয়ে গিয়েছে। এবং এর জন্য বার বার কৃষকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন প্রফুল্ল সেন মহাশয়। তিনি বলেছেন যে ৫০ ভাগ কৃষক self-sufficient এবং তাদের তথ্য অনুসারে তাঁরা এই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আজকে যদি সেইসব কৃষকদের তরফ থেকে জমা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই চেষ্টা করার উৎসাহ সরকারই যোগাচ্ছে। কারণ তারা জানে যে মজুত করতে পারলে আমরা দাম বেশী পাবো। কারণ সরকারের তরফ থেকে যে ration দিয়ে এটা কমাতে পারবে না। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে relief যখন চালু হয় তখন সরকার বলেন যে আমরা দুই লক্ষ লোককে ration দিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলে দেখা যাবে rationএর দোকানে লোক ভীড় করে আছে। কখন (ক) পেলো ত (খ) পেলো না, (খ) পেলো ত (গ) পেলো না, এই অবস্থা। অনেক সময় দোকানে চাল থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত মাথা-পিছু হয়ত দেখা যায় এক পোয়া করে চাল দেওয়া হয়েছে। এইভাবে rationএর দোকানে চাল বিলি করে কোন দিনই চালের দর নাবান যাবে না। মন্ত্রীমহাশয় বলবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি পূরণ করে দেবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছে তা সত্ত্বেও চালের দর কমল না কেন? প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই অবস্থায় চোরাকারবারীদের উপর আমাদের যাতে নির্ভরশীল না হতে হয় তার জন্য সকলকেই rationএর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটা নয় যে তাদের অবস্থা ভাল কি খারাপ। স্পীকার মহাশয়, আপনি দেখলে দেখবেন যে সহরে ration কিছু কিছু দেওয়া হয় কারণ তারা দাবী করতে পারে কিন্তু গ্রামে তার কোন ব্যবস্থা নেই কারণ তারা দাবী জানাতে পারে না। কেন্দ্র যখন ঘাটতি পূরণ করে দেয়, ত সত্ত্বেও ধানচাল যদি চোরাকারবারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলেও চালের দাম কমবে না। এইজন্য আমরা বারবার constructive suggestions দিয়েছি কিন্তু তা গ্রহণ করেননি কেন? আপনারা ১ লক্ষ টন মজুত করতে আপত্তি করেন না, তাহলে ৫ লক্ষ টন করতে পারেন না কেন? সরকার কি চান না বাংলাদেশের লোক সস্তা দরে চাল পাক্?

প্রফুল্লবাবু এটা-ওটা বলে খাদ্যসংকটকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বল্লেন, দেশে নানারকম কাজ হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, লোকের হাতে পয়সা হওয়ার জন্য এখন লোকে আগের চেয়ে বেশী করে খাচ্ছে—এবং তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, চাষীদের অবস্থা এখন পূর্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু কি জানেন যে, লোকে এখনই শাপলা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করছে? প্রত্যেকটা কাগজে বলা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—এটা যদি দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হয়, তাহলে এটা কংগ্রেস শাসনের নপুরধ্বনি বলব? আপনারা গতবার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করলেন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করলেন—মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার পর ২৪ পরগণা জেলা থেকে খাদ্য-মন্ত্রীর কাছে deputation নিয়ে গিয়েছিল, তাঁরা বলেছিলেন, চালের দর বাঁধার পূর্বে বাজারে চাল দেবার চেষ্টা করুন। ওঁরা খুচরা ব্যবসায়ীকে দিলেন না, পাইকারী ব্যবসায়ীকে দিলেন। কোন কথা বল্লেই আপনারা transitonal place এসব বড় বড় কথা বলে চাপা দেবার চেষ্টা করেন।

[5-15—5-25 p.m.]

উড়িষ্যা থেকে এখন চাল আনবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সবটাই আপনারা ব্যবসায়ীদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছেন। তারপর, চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার উপায় নাই। বাংলাদেশে কি চোরাকারবারী নাই? আপনার সহযোগিতা ও constructive criticismএর কথা বলেন—সহযোগিতা বলতে এঁরা এঁদের কথায় হুঁ" দেওয়া বোঝেন। এঁদের কথায় "হুঁ" দিলেই যেন সহযোগিতা হবে। আগেরবার একটা Food Advisory Committee করলেন, কিন্তু কখনো কি এই Food Advisory Committeeর কোন কথা শুনেছেন, অর্থাৎ, আমাদের পক্ষ থেকে যখন কোন প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে আপনারা কর্ণপাত করেননি। গত কয়েক বছর ধরে চোরাকারবারীরা অতিরিক্ত মুনাফা করেছে ২০।৩০ কোটি টাকা—এবং চাল বাজারে ২৮ থেকে ৩৪ টাকা দরে পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে। আমরা জানি ভূমিসংস্কার ভাল না হলে কখনো খাদ্যসংকট মিটতে পারে না। পশ্চিমবংগ সরকার বলেছিলেন যে, ভূমি সংস্কার হলে ১৮ লক্ষ বিঘা জমি পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া গিয়েছে কি? সব পাচার হয়ে গিয়েছে, সরকার এপর্যন্ত ৩ লক্ষ বিঘা জমিও দিতে পারেননি। ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের জমি দেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। আমরা বারবার বলেছি যে, যদি সরকারের তরফ থেকে মজুত করার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ঘাটতি পূরণ করলেই খাদ্যসংকট মিটবে না। চোরাকারবারীরা চাল আটকে রেখে ঘাটতি-সৃষ্টির চেষ্টা করবে। ব্যবসায়ীরা যা করতে পারে সকলে তা পারেন না এ-কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তারপর, রেশনে চাল পাওয়া যায় না, এখনো বহু গ্রামে আংশিক রেশন চালু হয়নি। যেখানে চালু হয়েছে—প্রায়ই চাল থাকে না, বলে যে, গম নিয়ে যান। প্রফুল্লবাবুদের সুশাসনের কথা আর কি বলব?—চাল তারা দিতে পারছেন না, যা বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য,—তাই তারা পরামর্শ দিচ্ছেন ছোলা ছাতু খাবার জন্য। তারপর, distribution organ সম্বন্ধে আমরা বারবার বলেছি যে, ঠিকভাবে বিলিবণ্টন ব্যবস্থা করার জন্য সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন; কিন্তু কে কার কথা শোনে! তারপর আপনাদের রিলিফ কমিটির নমুনা দেখাচ্ছি—এসব কমিটিগুলি Government কর্মচারী মণ্ডল কংগ্রেসের লোক দিয়ে ভর্তি করা হয়, যেন দুনিয়ায় আর লোক নাই। সুতরাং suggestion দিয়ে আর কি হবে?

Shri Chitto Basu : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর নিজের ব্যর্থ নীতিকে ঢেকে রাখবার জন্য পল্লীবাসীদের অবস্থার কথা এখানে বলেছেন। তিনি

গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি--গ্রামাঞ্চলের লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে একথা স্বীকার করে নিলেও আমরা যারা গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হইয়াছি আমাদের খানিকটা যে অভিজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলের লোকের সম্পর্কে তাতে বলতে পারি যে তিনি এখানে ভুল কথা বলেছেন। তিনি তাঁর খাদ্যনীতির নূতন কথা এখানে বলতে পারেননি। এখানে তিনি তার প্রারম্ভিক কথায় বলেছেন গ্রামবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত নয়। তিনি একথা বলবার চেষ্টা করেছেন যে কয়েক বছর আগে তাদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং গ্রামের লোকের না কি উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখানে যদি তিনি ক্ষান্ত হতেন তাহলে কিছু বলার ছিলনা, বরং তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের যে অতিরিক্ত খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই খাদ্যসঙ্কটের মূল কারণ হিসাবে অন্যতম বোঝা তাদের উপর চাপাবার চেষ্টা করেছেন। জোতদার ও মজুতদাররা যে পরিমাণ চাল মজুত করে রেখেছেন সেখানে সে সম্পর্কে অঙ্গুলী নির্দেশ না করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের অবস্থা ভাল হয়েছে এবং তারাই খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি করেছে ইত্যাদি সব কথা বলেছেন। কিন্তু এখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কথা হচ্ছে যে সেখানে যাদের ঘরে এখন ধান উঠেছে—সেই কৃষক—তারা এখন সরকারী খাজনা বা মহাজনদের ঋণ শোধ করার জন্য অত্যন্ত কম দরে ধান বিক্রী করছে এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যেখানে সমবছর খোরাকী হয়ে উদ্বৃত্ত থাকত তাদের আজকে বাজার থেকে কিনে খেতে হচ্ছে। আমরা জানি সরকারের যে মডিফায়েড রেশনের দোকান ছিল এবং সেই মডিফায়েড রেশনের দোকান থেকে যে চাল এবং আটা সরবরাহ করার কথা ছিল তা গত কয়েক মাস হল বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলের অনেক রেশন দোকান থেকে চাল দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং অনেক জায়গায় কেবলমাত্র আটা দেওয়া হয়। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে উড়িষ্যা থেকে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ১২ হাজার টনের মত ধান এবং ৫৫ হাজার টন চাল আমদানী হয়েছে। একথা ঠিক যে এই বিরাট পরিমাণ চাল আমাদের বাংলাদেশে এসেছে, কিন্তু একটু লক্ষ করলে দেখবেন যে এই বিরাট পরিমাণ চাল আসার পর চালের দর যে হারে কমা উচিৎ ছিল সেই হারে কমেনি বরং দেখা গেল যে জানুয়ারীর শেষ এবং ফেব্রুয়ারীর গোড়া থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে চালের দাম ২৭।২৮ টাকায় উঠে গেছে। কিন্তু এই যে বিরাট পরিমাণ চাল উড়িষ্যা থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়ে এলেন সেই চাল কোথায় গেল? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে এই চাল যে শুধু কোলকাতায় আছে তা নয়, কোলকাতার বাহিরে বারাসাত, রানাঘাট ইত্যাদি—অর্থাৎ কোলকাতার ৩০ মাইল ব্যাসার্দ করে—অঞ্চলে চাল রাখা হয়েছে। একথা যদি হোত যে বাংলাদেশে কোলকাতা শহরের—নন-প্রোডিউসিং এরিয়া যেখানে প্রোডাকসান হয়না—লোকের খোরাকীর জন্য এই চাল বাজারে আসাতে কোলকাতার খোলা বাজারের দাম কমে গেছে তাহলে একটা অর্থ ছিল। কিন্তু তা না হয়ে নদীয়া জেলায় রানাঘাট, ২৪ পরগণায় বারাসাত, বনগাঁ ইত্যাদি সমস্ত অঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করেছি—যেখানে কোনকালে গুদাম ছিলনা সেখানে সাধারণ লোকের বাড়ী ভাড়া করে টেম্পোরারী সেড করে চাল রাখা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে বাজারে চালের দাম যখন বেড়ে যাবে তখন তারা সেই চাল বাজারে ছাড়বে এবং তাতে বেশী প্রফিট হবে। আবার একথাও শোনা যাচ্ছে যে যেহেতু এই সমস্ত শহরগুলো পাকিস্থানের নিকটবর্তী সেহেতু এইসমস্ত চাল স্মাগলিং করার জন্য এখানে রাখা হয়েছে। সেজন্য আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে উড়িষ্যা থেকে যে চাল আনা হচ্ছে তা বণ্টনের ক্ষেত্রে মজুতদারদের অধিকার যাতে না থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সেই সমস্ত চাল মজুতদারদের হাতে চলে গেছে এবং তারা সেদিন বিক্রি করবে যেদিন বাজারে চালের দাম উঠে যাবে। অর্থাৎ এই তাদের মুনাফা লোটবার যথেষ্ট সুযোগ হবে। এই সম্পর্কে কোন নীতি না থাকার ফলে পল্লীবাসীদের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজে রেহাই পাবার চেষ্টা করছেন। এই ব্যাপারে আমরা বারবার বলেছি যে

স্টেট ট্রেডিং করা হোক এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে স্টেট ট্রেডিং করা হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উড়িষ্যা থেকে এই বিরাট পরিমাণ চাল ও ধান কেনার সুযোগ আছে, সেখানে internal মার্কেট প্রোকিওর করার সুযোগ আছে, মার্কেটেবল সাপ্লাইএ যেখানে কেনার সুযোগ আছে—সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন এটা করছেন না তা বুঝতে পারছি না। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাতে চালের দাম বেশী না হয় তারজন্য কেন সরকার নিজে ষ্টক তৈরী করেন নি? উড়িষ্যা থেকে প্রাপ্য যে চাল সেই চাল দেশের মুনাফাখোরদের হাতে তুলে না দিয়ে কেন সরকার নিজে তার ব্যবস্থা করেননি? ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, সংবাদপত্রে দেখলাম যে—অমৃত বাজার পত্রিকায়—আসাম সরকার ষ্টেট ট্রেডিং করেছেন এবং তারা ষ্টেট ট্রেডিং করে সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছেন। আসামে কংগ্রেস সরকার, এখানেও কংগ্রেস—কিন্তু এখানে কিছুই হল না।

[5-25—5-35 p.m.]

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ষ্টেট ট্রেডিং করার দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। অথচ কেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে ষ্টেট ট্রেডিং করার ক্ষেত্রে এইরকম অবহেলা দেখাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না? এর কারণ কি এই যে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে যাদের দহরম মহরম রয়েছে এবং যাদের অর্থে কংগ্রেস পার্টি পরিচালিত হয়, যাদের অর্থে চোরঙ্গীভবন তৈরী হয়েছে, যাদের কাছে আপনাদের টিকি বাঁধা রয়েছে তাদের স্বার্থে আঘাত করবে বলে আপনারা ষ্টেট ট্রেডিং করতে চান না। এই ষ্টেট ট্রেডিং করা সম্পর্কে আমাদের রাজ্যসরকারের কি অভিমত সেকথা মন্ত্রী-মহাশয়কে বলতে হবে এবং একথা দেশের লোকও জানতে চায়। এইসব না করার ফলে আমরা দেখছি যে যেখানে বিরাট পরিমাণ খাদ্যের অভাব রয়েছে সেখানে মুনাফাখোরেদের মুনাফা লোটার সুযোগ আপনারা দিচ্ছেন। মাননীয় তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা এইকথা উল্লেখ করেছিলেন যে হোর্ডার আছে এবং এই হোর্ডিং এর জন্য আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। সরকারের নিজ দল কর্তৃক নিয়োজিত যে কমিটি সেই কমিটির ফাইণ্ডিংস-এ যেখানে একথা বলছে সেখানে মজুতদারদের বিরুদ্ধে তাঁরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেকথা ঘোষণা করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আর একটা কথা বলব যে উড়িষ্যা থেকে চাল এলেই সমস্যার সমাধান হবেনা—গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। এখনই এই মাসেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাদের হাতে যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তাহলে যত চালই আমদানী করুন না কেন তাদের তা কেনার ক্ষমতা থাকবে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমাদের খাদ্যনীতি এইভাবে হওয়া উচিৎ যে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে যে ধরণের কাজ করা উচিৎ সরকারকে সেই কাজ করতে হবে। উৎপাদিত বা সরকার কর্তৃক সংগৃহীত যে খাদ্যদ্রব্য তার যাতে মুনাফাখোরেরা সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে তারজন্য সরকারকে খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ে ষ্টেট ট্রেডিং করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ে সরকারী নির্ধারিত দরে যাতে সে চাল খরিদ করতে পারে তারজন্য তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই তিনটি নীতিকে একত্রিত করে যদি আমাদের সরকার অগ্রসর না হন তাহলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের লোক এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী বাঁচবেনা এবং এই সমস্যারও সমাধান হবে না। এই সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয়ের সুনির্দিষ্ট মত আমরা আশা করি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় খুব লঘুভাবে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। তিনি ছোলার কথা বলেছেন—তরুণবাবুর মুখ চেয়ে

ছোলার ছাতুর পরিবর্তে যে ছোলার মালপো খেতে বলেন নি এটাই যথেষ্ট। আমরা আশা করেছিলাম যে চালের ব্যবসায়ী যারা উড়িষ্যা থেকে চাল এনে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী এই দুই মাসে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করেছে তাদের কথা মন্ত্রীমহাশয় বলবেন। ভেবেছিলাম জানুয়ারী মাসে যে চিনির দর চড় চড় করে বেড়ে গিয়েছিল সেকথা তিনি বলবেন, কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। স্যার, ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহতাব ষ্টেট ট্রেডিং শুরু করেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে প্ল্যানিং কমিশানের পক্ষ থেকে একটা টিম ষ্টেট ট্রেডিং এর কাজ কিরকমভাবে চলছে সেটা দেখবার জন্য পাঠান হয় এবং তাঁরা গিয়ে রিপোর্ট দিলেন যে বেশ ভালভাবে ষ্টেট ট্রেডিং চলছে। সেই সময় উড়িষ্যা সরকার ১৫ টাকার কিছু বেশী দরে—যাতে একটু বেশী দর পেলে উড়িষ্যার চাষীরা একটু বেশী টাকা পেতে পারে—পশ্চিমবংগ সরকারের কাছে ৩ লক্ষ টন চাল অফার করেছিলেন এবং আমি যতদূর জানি পশ্চিমবংগ সরকার ১৭ টাকা দরে সেটা কিনতে রাজী ছিলেন এবং উড়িষ্যা সরকার বলেছিলেন যে সেণ্ট্রাল পুলে চাল না পাঠিয়ে প্রোকিওর করে পশ্চিমবংগ সরকারের সঙ্গে তারা একটা ব্যবস্থা করে নেবেন সরাসরি পাঠাবার জন্য। তার ফল এই হত যে উড়িষ্যা থেকে আমরা ১৭ টাকা করে চাল পেতাম—খুব বেশী হলে ২০ টাকা দরে আমরা সেই চাল পেতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল সাহেব ষ্টেট ট্রেডিংএর বিরুদ্ধে। ষ্টেট ট্রেডিং নীতিকে তিনি ব্যাহত করবার জন্য, লোপ্ করবার জন্য স্থির চিত্ত থাকায় সেটা সম্ভবপর হল না। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উড়িষ্যা এবং আমাদের পশ্চিমবংগকে একটা জোনের মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন। তার ফল হল এই উড়িষ্যা সরকার ১৫ টাকা দরে 25 percent. levy করলেন—large number of delers সেটা ফাঁকি দিতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় নম্বর, উড়িষ্যার যারা ব্যবসাদার তাদের বাংলাদেশে একটা অফিস আর বাংলাদেশের যারা ব্যবসাদার তাদের ওখানে একটা অফিস করে মণপ্রতি ১ টাকা করে সেণ্ট্রাল সেল্স ট্যাক্স ফাঁকি দিতে লাগলেন। তারা সহজে বুঝে নিলেন যে inter-office transaction হলে সেল্স ট্যাক্স দিতে হয় না অতএব সেইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা সেল্স ট্যাক্স ফাঁকি দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয় যে চাল তারা procure করবেন তার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র কলকাতায় পাঠিয়ে বাকি অংশ কলকাতার চারিপাশে যে সমস্ত জায়গা আছে সেখানে ব্যূহ রচনা করলেন—সেখানে গুদাম তৈরি করে সেই গুদামে চাল পাঠাতে লাগলেন, যার ফলে জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ২৫।২৬।২৭ টাকা পর্যন্ত চালের দর উঠেছে। ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত খোলা বাজারে আমরা দেখেছি ৬ হাজার ৪ শো ৫৪ ওয়াগন ধান এবং চাল উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবংগে এসেছে। মধ্য প্রদেশ থেকে আরও ২ হাজার ৪ শো ৫১ ওয়াগন একুনে ৮ হাজার ৯ শো ১৫ ওয়াগন ধান ও চাল এসেছে। কোন বছর এত দ্রুতগতিতে ধান এবং চাল পশ্চিমবংগে আমদানি হয়নি এবং এত খাদ্যদ্রব্য বাজারে স্তূপিকৃত হয়নি অথচ ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যা দর উঠেছিল তা গত ৩ বছর ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ সালের তুলনায় অনেক বেশী। কলকাতার rationing area ২০ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে হাবড়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, উলুবেড়িয়া, বাগনান ইত্যাদি জায়গায় বিপুলসংখ্যক ওয়াগন চাল গুদামে মজুত করে কলকাতার বাজারে সরবরাহ মন্দা করে ইচ্ছামত দর তারা নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ চাল ছেড়ে দিয়ে ঐ ব্যবসাদাররা কমপক্ষে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে। এরজন্য পাতিল সাহেব যেমন দায়ী তেমনি পশ্চিমবংগ সরকারও দায়ী। কারণ পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষ থেকে—জানি না এই সমস্ত ব্যবসাদারদের সঙ্গে কোন যোগসাজস আছে কিনা—কোন প্রতিবাদ জানান হয়নি। আজকে আমাদের পশ্চিমবংগ এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে যে জোন হয়েছে, পাতিল সাহেব বলেছেন, এই জোনে free trade হবে, free market হবে। তার ফলে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবসাদাররা কিভাবে মুনাফা লুঠছে।

[5-35—5-45 p.m.]

স্যার, এর পরে আমি চিনির চোরাকারবারের কথা বলতে চাই। জানুয়ারী মাস থেকে হঠাৎ চিনির দর চড়তে লাগলো যার ফলে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে প্রতি সপ্তাহে কালাবাজারে একদল ব্যবসায়ী দুর্নীতি পরায়ণ অফিসারদের সংগে সহযোগিতা করে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বাড়তি মুনাফা লুটেছে। এরা কারা, কোন অফিসার, কোন ব্যবসায়ী, কেমন করেই বা এটা সম্ভব হল? প্রথমে স্যার, লক্ষ্য করুন চিনির সরবরাহে আসলে কোন বড় রকমের ঘাটতি ছিল না কিন্তু কৃত্তিম অভাব সৃষ্টি করে তার দর চড়ানো হয়েছে। কনট্রোলড্ রেট যেখানে মণপ্রতি ৩৯'৮৫ নয়া পয়সা সেখানে অবাধে ৬৫ টাকার উপর মণপ্রতি চিনি বিক্রী হয়েছে। লাইসেনস্ বন্টনের ব্যাপারেও ঐ দপ্তর থেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, কারণ কোন নিয়ম, কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা নীতি দৃঢ়ভাবে সেখানে মানা হয় নি—৮৩০ জনকে ১৯৫৯ সালে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার কোন নীতির বালাই ছিল না। ডিরেকটর অব ফুড শ্রী এস কে সান্যাল এবং সুগার কনট্রোলার শ্রী ইউ সি সিন্‌হা পাঁচবার এক্সটেনসন পেয়েছেন। তাঁরা চারিদিকে একটা দুর্নীতির চক্র তৈরী করেছেন। কিম্বা তৈরী হতে দিয়েছেন এঁরা ইচ্ছামত নিজেদের পেটোয়া লোক পোষণ করছেন—এভাবে টাকা কামানো হচ্ছে। তা যদি না হয় ব্যবসাক্ষেত্রে এমন দয়া দাক্ষিণ্য পয়সা ছাড়াতো স্যার হয় না। একটা নিয়ম ছিল সুগারট্রেডে অন্ততঃ ৩ বছরের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাঁরা আমদানীকারীদের লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য হবে কিন্তু দেখুন স্যার, ৮৩০ জনের মধ্যে ১১১ জন আছে যাদের কোনকালে চিনির কারবার ছিল না এবং আরো ৫০জন এরকম দেখানো যাবে যাদের অভিজ্ঞতা মাত্র একবছরের। এই প্রসংগে আরো দেখানো যেতে পারে যে একই ঠিকানায় একই লোক দুটো করে লাইসেন্স বের করে নিয়েছেন যদিও সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ। তদন্ত করা হোক কারা এসব কাজ করেছে এবং কতটাকার বিনিময়ে এই কাজ করা হয়েছে। তারা কোথায় অত মধু লুটছে সেটা তদন্ত করা হোক্। এরপর আমি দেখাচ্ছি স্যার! কোন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাম হল মাতাদিন খয়তান তাঁকে হঠাৎ ৪৫ ওয়াগনের পার্মিট দেখা হল অর্থাৎ তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মুনাফা করতে দেওয়া হল। এরা আর পান্নালাল সারোগী মহাশয় একই ব্যবসায়ী সংস্থা অথচ আবার এই সারোগী মহাশয় সুগার বোর্ডের মেম্বার হয়েছেন। য়্যাপেক্স কোঅপারেটিভ সেই সোসাইটীর জানুয়ারী মাসে ২২ ওয়াগন চিনির পার্মিট দেওয়া হয় এই কোঅপারেটিভ সোসাইটীকে কি নিয়ম মেনে পার্মিট দেওয়া হয়েছে? দলগত স্বার্থ রয়েছে—এর সভাপতি হলেন আমাদের বোমকেশ মজুমদার মহাশয় এবং সেক্রেটারী হলেন প্রফুল্লবাবুর বেসরকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী, শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য। জানুয়ারীতে চিনির প্রথম য়্যালটমেন্ট করলেন জয়েণ্ট ডিরেকটর শ্রী বি আর গুপ্ত মহাশয় এবং সেটা ন্যায়পরায়ণভাবে করা হয়েছিল কিন্তু পরেরটা যখন ডিরেকটর অব ফুডের হাতে পড়লো তখন এর পরিমাণটা বেড়ে গেল যেমন মাতাদিন খয়তানের ব্যাপার হল। শুধু তাই নয় যে দপ্তরে ৯৯'৯ পার্সেণ্ট অস্থায়ী চাকুরে এবং ১৬ জন গেজেটেড্ অফিসার অস্থায়ী সেখানে দেখছি ডিরেকটর অব ফুড এরা সুগার কনট্রোলার পাঁচবার করে পরপর এক্সটেনসন পেয়ে চলেছেন—এর রহস্য কি তা আমি জানতে চাই। এঁদের সঞ্চিত অর্থ বা সম্পত্তি কত সেটাও জানতে চাই। কারণ এসবই রহস্যজনক।

অথচ এদের সঞ্চিত অর্থ কত সেটা আমরা জানতে চাই। Food Departmentকে আজ স্থায়ী করা হচ্ছে না—এর মধ্যে দুর্নীতির বীজ আছে। তাছাড়া আমরা দেখছি Department এতগুলি লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এর পিছনে B. C. S. Officerদের স্বার্থের প্যাঁচ রয়েছে, কারণ Civil Listএর পাতা উল্টালে দেখা যাবে Directorateএর আর কোথাও এত B. C. S. Officerদের ভীড় নেই। এটা অস্থায়ী Directorate বলে এখানে উচ্চপদে

B. C. S. থাকতে পারে, অন্য জায়গায় বাধা দেখা দেয়। Directorateএ এলে সুবিধা, এখানে এরা ২০০৲ টাকা করে Special pay পান। এদের লোকের জন্য Food Directorateকে অস্থায়ী থাকতে হবে। শ্রীপি. সি. সেন কি কোন relief দেন না? নিশ্চয়ই দেন। 3rd April Dr. Royকে নিয়ে গিয়েছিলেন বোরো বাঁধ দেখবার জন্য। বলা হয়েছিল test reliefএর মাধ্যমে সেখানে ৩৫ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। আজকে খাদ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি ডাঃ রায়কে কিভাবে তিনি ভাওতা দিয়েছিলেন—কত দামে বীজ ধান কিনে চাষীরা চাষ করেছে? সরকার ঘোষণা করেছেন সেখানে মাঘ ফাল্গুন মাসে তারা জল পাবে। তারা বোরো চাষ করেছিল কিন্তু জল পেল না—তাদের সর্বনাশ হল। সরকারী ঘোষণা না থাকলে তারা হয়ত খেসারী কলাই চাষ করত। অথচ এই বাঁধের জন্য ১½ লক্ষ টাকা খরচা করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মুখ্যমন্ত্রীকে ওখানে নিয়ে এগুলি না দেখালে কি হত না? উড়িষ্যা থেকে চাল আনবার জন্য transportএর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন শ্রীবলাই রায়কে। শ্রীসুধীর মুখার্জী একজন আমাদের এই Houseএর Member, Hooghly District Boardএর Chairman যিনি, তার মারফৎ দেওয়া হয়েছে। তিনি কি করেছেন? প্রফুল্লবাবুর যারা পেটোয়া লোক তারা তো রাজা হয়ে যাচ্ছেন অথচ এদের মধ্যে একজনের আরামবাগ S. D. O. Courtএ ছ' মাসের জেল হয়েছিল, appeal করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে sugar distributionএর জন্য ৬০০৲ টাকা মাইনে দিয়ে তাকে চাকুরী ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রফুল্লবাবু ভেবেছেন এদের মারফৎ নির্বাচনী বৈতরণী পার হবেন। Milk Powder যেটা distribute করবার কথা সেটা পিছন দরজা দিয়ে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়—আজ দেখছি প্রফুল্লবাবু ওই নির্বাচনের জমি তৈরী করবার জন্য bus permit দিয়েছেন Vice-Chairman District Board শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষের ভাইপোকে নিত্যানন্দ অধিকারী যার একজন মেম্বার। দামোদর Transport নামে এক কোম্পানী তৈরী করে দিয়েছেন, বেণী কর্মকার নামে এক ভদ্রলোককে, যিনি শ্রীপ্রফুল্ল সেনের Ex-P.A.—এভাবে আগামী নির্বাচনের জমি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু স্যার, বাংলাদেশের খাদ্য সংকট যেভাবে চলেছে তার সুরাহা করবার জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই, চিনির চোরা-কারবারীদের সংগে, খাদ্যের চোরাকারবারীদের সংগে যোগসাজসে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে নির্বাচনী বৈতরণী তিনি পার হবার বন্দোবস্ত করছেন। সেজন্য খাদ্য সমস্যার আলোচনা অতি লঘুভাবে তিনি আরম্ভ করেছেন এবং চোরাকারবারীদের সম্বন্ধে, উড়িষ্যার চাল সম্বন্ধে কিছু বলেননি, চিনির চোরাকারবারীদের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। Permit নিয়ে দুর্নীতি চলেছে, আর যারা Administration এর মাথায় বসে আছে তারা বছরের পর বছর extension পেয়ে যাচ্ছে—এইসমস্ত ব্যাপারে কিন্তু বলবার তিনি সাহস করেননি।

[5-45—5-55 p.m.]

Shri Bhadra Bahadur Hamal: डिपूटी स्पीकार सर, हमारे फूड मिनिष्टर साहब जब-जब फूड के विषयके बोले हैं, तब तब देशवासियों को नये-नये खानेको उपदेश दिये हैं, दो वर्ष के आगे इसी एसेम्बली में देश वासियों को इन्होंने उपदेश दिया केल्ला खाने को। आज उपदेश देते हैं, छोला खाने को। मगर देश वासियों के चावल नहीं खवायेंगे। ये यदी तो फूड डिपार्टमेन्ट के फूड मिनिष्टर साहब के नये-नये उपदेश खाद्य के सम्बन्ध में हैं।

मैं खास पर यह जानना चाहुंगा कि दार्जिलिंग में जिस वक्त राशन की रांशन गोदाम में कमी हुई, उस वक्त यहां बताया गया कि दार्लिलिंग में हजार-हजार टन चावल आ रहा है। मगर वह हजार-हजार टन चावल राशन गोदामें से रातों रात चोरी कैसे हुई चोर मैं बताना चाहता हूं कि माननीय डिस्ट्रीक्ट कन्ट्रोलर ने अकों में गोल-माल की और उस पर सिगनेचर किया। तमाम राशन-राशन की दामों से चोरी की गयी और ये चोरी पकड़ी ली गयी लेकिन अब तक उसी चोर में क्या हुआ कुछ पता नहीं। क्या मन्त्री साहब बतायेंगे ? राशन के चावल उस समय तीस-बत्तीस रुपये मन बिका। हजार-हजार टन चावल चोरी करते हुए लोग पकड़े गये लेकिन फिर भी कोई कार्यवायी नहीं हुई। मैं माननीय फूड मिनिष्टर साहब से जानना चाहता हूं कि जिसने राशन के चावल को चोरी किया, क्या उसको आप सिक्रेटरी करेंगे ? न कि उसको वहां से हटयें में ! वहां से कितनी चोरी हुई और कौन-कौन मिल करके चोरी किया मैं इसके बारे में आप से जानना चाहता हूँ। फूड डिपार्टमेंट के चमत्कार अजीब हैं। इस विभाग में दुर्नीति, चोरी और बेइमानी को सिवाय और कुछ नहीं है और आज अब हमारे फूड मिनिष्टर साहब खाद्य पर चापण कर रहे थे, तब देश वासियों को उपदेश दे रहेथे कि गम खाओं। आज उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में पूरा राशन नहीं मिल रहा है। देश वासियों को पूरा-पूरा मालुम हैं कि इस डिपार्टमेंट में कैसी चंटामी और बेयीमानी चल रही है।

अभी अभी मेरे पास एक चिठी आयी है, जिसमें लिखा है कि पहले नम्बर के चावले का भाव ३५ रुपये मन है, दूसरे नम्बर के चावल का भाव २२ रुपये मन है और उसके बाद खराब क्वालिटी का चावल २७-२८ रुपये मन बिक रहा है वे हालत है दार्जिलिंग की इस समय का। किन्तु न आने वर्षात में क्या होगा। अभी कुछ दिनों के बाद वर्षात आने वाला है और तब खास करके रास्ते सब बन्द हो जायेंगे। जो लोग कांग्रेस के एलेकसन में हजार-हजार रुपये चन्दा हैं व ब्लीक मार्केटिं की आशा बैठे हुए हैं। वे लोग आशा लगाये बैठे हैं करोड़पति बनने की। यही तो फूड डिर्पाटमेंट है जिसमें अंधेट मचा हुआ है।

सर ऐंटीकरेप्सन डिर्पाटमेंट का तो नाम ही मत लीजिये, दार्जीलिंग में ऐंटीकरेप्सन डिर्पाटमेंट और फूड डिर्पाटमेंट में इतना सांठ गांठ है कि सभी केसों को हजम कर जाते है। माडिफाइड राशन शाप के राशन को हजम कर जाते हैं। चीनी के बारे में क्या बोलू—दार्जीलिंग में मिठा तो मिलता ही नहीं हैं। फूड डिर्पाटमेंट में नाना प्रकार की गड़बड़ियां मची हुई हैं ऐसी हालत में फूड मिनिष्टर भी प्रफुल्लो बाबू जो यहां बैठे हुए हैं देश वासियों का गम खाने का उपदेश देते हैं।

सर बड़े ताज्जब की बात है कि आज चावल का भाव आकाश में पहुंच गया है। फूड मिनिष्टर साहब यहां बैठे ठंटी सांसें ले रहे हैं जैसा चाहते है वैसा उपदेश देते हैं। इन्होंने आज उपदेश दिया है कि चना खाओं। मैं कहता हु कि आप ही खाकर आराम किजिये। क्या फूड डिपार्टमेंट का काम इस तरह से चलेगा? उड़ीसा से चावल यहां पर आ रहा है। आप जानते हैं कि दार्जीलिंग में वह किस चाव से बिक रहा है? फूड डिपार्टमेंट राइटर्स बिल्डिंग में बठ कर अंक तैयार करने में लगा है। फूड मिनिष्टर साहब को है कि हमारा फूड डिपार्टमेन्ट बहुत ही अच्छा है। अंक देख कर हमारे फूड मिनिष्टर साहब कहते हैं कि दार्जिलिंग में लाख लाख टन अन्न हम देते हैं। वहा की हमारी मा बहने कहती हैं कि इस अंक को चूल्हे में फेंक दो। खाना तो हमें मिलता ही नहीं है फिर भी आप को अपने अंक पर घमन्ट है। मा बहने तो खाना चाहती हैं अंक लेकर क्या करेंगी। इसी लिए आपके अंक को चूल्हे में डालने की कहती हैं। दार्जिलिंग के लिए जो चावल राशन में मर्ज होते हैं वह सिलीगूड़ी और कार्सियाग में ही चोरी हो जाता है। हमारे फूड मिनिष्टर साहब जो दुर्भीक्ष मिनिष्टर हैं, अब ठंटी सासे ले रहे है ये दुर्भिक्ष का काम करने दुर्भिक्ष बढ़ा रहे हैं। फूड डिपार्टमेन्ट की अजीब हालत है। आज मलेरिया चारो तरफ फैला हुआ है कि क्वीनाइन इनजेकसन देकर लगाना चाहते हैं पर वह मिलता नहीं। प्लूवर कलोसिस तो घर-घर में फैला हुआ है, किन्तु स्ट्रप्टो माइसिन इनजेकसन मिलता ही नहीं है। क्वीनाइन इन्जेकशन और स्ट्रप्टो माइसिन इन्जेकशन ब्लैक मार्केटियरो के पेट में चला गया। मार्डिफाइड राशन के गल्ले बड़े-बड़े लोगों के पेट में चले जाते हैं। इसी लिए मैं कहता हू कि दुर्भिक्ष मिनिस्टर और प्लूवर कलोसिस मंत्री हमारे प्रफुल्लों सेन बाबू हैं।

Shri Basanta Lal Chatterjee: माननीय डेपूटी स्पीकार महाशय, আমি কেবল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে বলবো। কারণ আমার সময় খুব কম।

পশ্চিম দিনাজপুরের বাড়তি ধান-চাল যায় কোথায়? জোতদারের ঘরে ও ঐ জেলায় যে ৩৩টী ধানকল আছে, সেখানে যায়। সেখানকার বেশীর ভাগ লোক বৈশাখ মাস থেকে এক-বেলা খায় খবর এসেছে—এখন সেখানকার লোকে বেল খাচ্ছে। চালের দর ২২।২৪৲ এবং ধানের দর ১২।১৬৲ টাকা। সেখানে ধান কর্জ দেবারও ব্যবস্থা নাই, ধর্মগোলা থেকেও তারা কোন ধান পায় না। সেখানে modified rationingএর ব্যবস্থা হয় নাই, টেষ্ট রিলিফেরও কোন ব্যবস্থা সেখানে হয় নাই, খয়রাতী সাহায্যেরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই, সেখানে দুঃস্থ লোকদের বাঁচাতে হলে কম-পক্ষে দরকার খাদ্যের সমবন্টন ব্যবস্থা চালু করা, modified rationing চালু করে চাল গম সেখান থেকে নিয়মিতভাবে দেওয়া দরকার, ধর্মগোলা থেকে ধান কর্জ দেওয়া দরকার, সারা বছরের জন্য দরের সামঞ্জস্য রাখা দরকার; টেষ্ট রিলিফের কাজ এখনই আরম্ভ করা, খয়রাতী সাহায্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের দেওয়া দরকার।

আমি জানি সেখানে কিরকম উৎপাদন হয়। এই বাড়তি উৎপাদন ডবল করা যায়। আমার Constituencyতে ইটাহার থানায় একর প্রতি ৬০ মণ ধান হয় এবং পাট হচ্ছে নয় মণ একুশ সের তের ছটাক। গম ভাল হয় না, চালের মত হয় না। আপনাদের দেখাবার জন্য কিছু গম তারা পাঠিয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরে সেচের উপযোগী ৩৩ হাজার পুকুর আছে। জল দেওয়ার পাকা ব্যবস্থা হলে এক-ফসলী জমিকে দো-ফসলা করা যায়।

আর অন্যান্য জিনিসের দর—যেমন চিনির খুব বেশী দর। রেশন কার্ড ছাড়া যে চিনি পাওয়া যায় তার দাম দেড় টাকা দু-টাকা সের। জমির বিলি-ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ১০৲ টাকা একরে যে সমস্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছিল, তা যদি দেশের ভূমিহীন চাষী পায় ভাল হয়, তাহলে দেশের ফসল তারা বাড়াতে পারে এবং তার দ্বারা দেশের খাদ্যসংকটও কিছু লাঘব হয়। সেই জমি যারা দশ টাকায় একর বন্দোবস্ত নিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে Judicial Courtএ নালিশ করে জমি থেকে উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ভাগচাষ বোর্ড থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সেখানকার কৃষকরা ধান ও পাটের ন্যায্য দর পাচ্ছে না। বার টাকায় ধান বিক্রী করে, সেই ধান কৃষকরা আবার ১৬।১৭৲ টাকায় কিনে খাচ্ছে। তারা পূর্বেকার দর পায় না। কৃষি-ঋণ বা গ্রুপ-লোন দেওয়ার কোন ভাল ব্যবস্থা নাই।

[5-55—6-5 p.m.]

যে group loan বন্যার সময় দেওয়া হয়েছিল এখন certificate জারী করে তা আদায় করার ব্যবস্থা হচ্ছে, যার জন্য গরু, ছাগল তাদের বিক্রয় করে এই ঋণ শোধ দিতে হচ্ছে। তাছাড়া তাদের ঋণ শোধ দেবার অবস্থা নেই। সেইজন্য তাদের ঋণ মকুব করে দেওয়া উচিত। আর খাসজমি যা আছে তা তাড়াতাড়ি বিলি করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি না করা দরকার। আমরা জানি আমাদের যদি খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে হয় তাহলে আমাদের দেশেই বেশী করে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। বাইরে থেকে নিয়ে এসে আমাদের পেট ভরাতে পারবেন না। দেশের লোক যখন না খেয়ে আছে, তখন আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে, আমাদের খাদ্য সংকট নেই, তোমরা ছোলা খাও ছাতু খাও। গ্রামাঞ্চলে লোকে দুই বেলা খেতে পায় না। মধ্যবিত্তরা ২৫।২৬ টাকা দরে কেউ চাল কিনতে পারে না। আর একটা কথা, আনন্দবাজার পত্রিকায়, যেটা বলা যায় কংগ্রেসের কাগজ, তায় ২৫শে ফাল্গুনে এই খবর বেরিয়েছিল যে দিনাজপুর জেলায় গভীর খাদ্য সংকট আছে।

Shri Byomkes Majumdar : মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি personal explanation দিতে দাঁড়িয়েছি। আমি শুনলাম যতীন চক্রবর্তী মহাশয় আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই Houseএ বলেছেন। এখানে Apex Co-operative Marketing Agricultural Society ২২ টন চিনি দিয়েছে। এবং তিনি বলেছেন যে আমি এই Societyর Chairman এবং শ্যামাদাসবাবু এর Secretary। তিনি এখানে অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং এইভাবে তথ্য দেওয়া অন্যায়। শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে এই Societyর সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। দ্বিতীয়তঃ আসামে চিনি এই Societyর মারফৎই দেওয়া হয়।

Dr. Golam Yazdani : ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি আজকে মালদহ জেলার খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মালদহ জেলায় খাদ্যসংকট যে গুরুতররূপে দেখা দিয়েছে তার অনেক কারণ আছে। এই কারণগুলি হচ্ছে—এখানে আমন ধান ভাল হয়নি। মালদহ জেলার ১০টা থানার মধ্যে ৭টি থানায় আমন ধান হয়, আর তিনটি থানায় আউস ধান হয়। এখানে এর মধ্যে ৯টি থানায় বৃষ্টি সময়মত হয়নি। এইজন্য গাজল, বামনগোলা প্রভৃতি এলাকায় 50 percent. land cultivated হয়নি। এইজন্য ওখানে ভাল ধান হয়নি। তারপর রবি crop, মানে গম ইত্যাদি যা হবার কথা, সেই গম হয়নি। না হবার কারণ হচ্ছে সময়মত বৃষ্টি হয়নি। রবি crop শুকিয়ে যাবার ফলে খাদ্যাভাব বেড়ে গিয়েছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মাসে মালদহ Food Advisory Committeeর যে meeting হয়, তাতে স্বীকার করা হয় মালদহে খাদ্যাভাব এবার অত্যন্ত প্রবল। আমন ধান উঠবার সঙ্গে সঙ্গে millowners, ব্যবসায়ী লোকেরা ও মুনাফাখোররা সমস্ত ধান বাজার থেকে কিনে নিচ্ছে। আমাদের এখানে এমন আইন করা দরকার যাতে বাজারে ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্ত ধান কিনে নিতে না পারে।

[6-5—6-15 p.m.]

আমার মনে হয় State Trading যদি বাংলাদেশে চালু করা হয় তাহলেই গ্রামাঞ্চলগুলিকে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। State Trading সম্পর্কে চিত্ত বসু মহাশয় যেকথা বলেছেন সেটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি Governmentকে অনুরোধ করব, আপনারা State Trading চালু করুন, নতুবা বাংলাদেশকে এই সংকট থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। আমাদের মাণিকচক থানায় এবার আউশ ধান মোটেই ভাল হয়নি, কিন্তু ১৬ই জানুয়ারী তারিখে যুগান্তর কাগজে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, ওখানকার B. D. O. বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিঘা প্রতি ১০ মণ করে ধান হয়েছে। এবার বৃষ্টি না হওয়ার জন্য আউশধান ঠিকমত বোনা হয়নি এবং বোরো ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর আমাদের জেলায় আমন ফসল—যা থেকে লোকের অনেকটা আধিক সাহায্য হয়, সেই আমনফসল এবারে হয়নি। লোকে মজুরী খাটতে পারছে না, কাজ করার সুবিধা নাই। Modified Ration Shop, test reliefএর ব্যবস্থা হচ্ছে না, middle class Loanএর টাকা পাচ্ছে না। আমি মনে করি loan আরও বেশী করে দেওয়া উচিত যাতে middle class খাদ্যসংকট এড়িয়ে উঠতে পারে।

Shri Dhirendra Nath Banerjee : মিঃ স্পীকার মহাশয়, আজকে চৈত্রের শেষ, সামনে নূতন বৎসর আসছে। খাদ্য সমস্যার আলোচনার প্রথমে আমরা খুব উৎসাহ পেয়েছিলাম, এবং খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যসমস্যা সমাধানের নিমিত্ত একটা বলিষ্ঠ নীতির কথা বলবেন বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী যখন বল্লেন আজকে আমাদের দেশের কৃষকদের শতকরা ৫০ ভাগ self sufficient হয়েছে এবং তারা বেশী খাচ্ছে, তাদের খাওয়ার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে, তখন আমি নিরাশ হলাম—তখন ভাবলাম লোকে যে তাঁকে দুর্ভিক্ষমন্ত্রী বলে তা সত্য। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখছেন, তার কারণ হচ্ছে—তিনি হচ্ছেন Chairman of the blackmarketiers in food। তিনি বলেছেন—পূর্ববংগ থেকে ৩০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আগমনের জন্য খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তারা বেশী খাচ্ছে। মিঃ স্পীকার মহাশয়, খাদ্যউৎপাদকের statistics যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ইংরাজ আমলে ৩২ লক্ষ খাদ্য উৎপাদন হোত, সেক্ষেত্রে এবার ৩৮ লক্ষ উৎপাদন হবে বলে তিনি assess করেছেন। ৩০ লক্ষ যে উদ্বাস্তু এসেছে তাদের চেষ্টায় নিশ্চয়ই ৮।১০ লক্ষ টন খাদ্য

উৎপন্ন হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে, খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রী সমবেতভাবে চেষ্টা করবেন যাতে খাদ্যে আমরা self-sufficient হতে পারি। আমাদের পশ্চিম দিনাজপুর, যে অঞ্চলকে এককালে Granary of West Bengal বলা হোত, যেখানে লোক কোনদিন না খেতে পেয়ে মরেনি, সেই অঞ্চলও আজকে কংগ্রেস শাসনে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুরে যেখানে চাষের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

[6-15—6-25 p.m.]

Shri Saroj Roy : মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, যেখানে খাদ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন এবং বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রত্যহ খাদ্যসংকটের নানারকম সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তিনি কি করে consiouly একথা বলতে পারেন যে, আমাদের দেশের কৃষকেরা এখন আগের চেয়ে বেশী খাচ্ছে। এই অভিনয় গত বৎসর ধরেই তিনি বাংলাদেশে করে আসছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলেও, এই কলকাতার বুকের উপর ২৪ পরগণায় অভুক্ত ও নিরন্ন নরনারী ঘুরে বেড়ায়।

আজকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই অবস্থা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা এখানে রাখব এবং আশাকরি তার উত্তর পাব। দ্বিতীয়তঃ, আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে কংগ্রেস দল সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করছে এবং দুর্নীতি চালু রাখার ব্যবস্থা করছে। কয়েকদিন আগে তমলুকের এস. ডি. ও. জোনাল রিলিফ অফিসারের কাছে একটি সার্কুলার পাঠিয়ে তাতে বলে দিয়েছে যে কা'রা কা'রা টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে পারবে। সেই সার্কুলারে তিনি বলছেন যে ল্যাণ্ডলেস্ লেবারারস্ এবং ভাগচাষী এ্যাণ্ড কাল্টিভেটরস্ ওয়িং আপটু ফাইভ বিঘাস্ এবং তা ছাড়া আরও রয়েছে যে that land should be arable. তারপর এছাড়াও তিনি বলছেন যে, একটা প্রাইওরিটি লিষ্ট করতে হবে এবং সেই প্রাইওরিটি লিষ্ট ধরে ধরে সেখানে রিলিফ দিতে হবে। আমি ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে তমলুকের এস. ডি. ও. জোনাল রিলিফ অফিসারের কাছে এই যে সার্কুলার পাঠিয়েছেন এটাই সরকারের সাধারণ নীতি কিনা বা গভর্ণমেণ্ট তমলুকের এস্. ডি. ও.—কে এধরণের কোন সার্কুলার দিতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন কি না? এ রকম যদি চলে তাহলে যারা কাজ করতে পারে না তাঁদের কাজ দিতে হবে বলে যেটা রিলিফের মূল নীতি রয়েছে তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই এই যে প্রাইওরিটি লিষ্ট তৈরী করে দিচ্ছে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোককে কাজ করতে দেওয়া হবে তার একটা প্রোফর্ম্মা ঠিক করে দিচ্ছে এটাই সরকারের মূলনীতি কি না? এ ঘটনা যদি সত্যি হয় বা এরকম যদি চলে তাহলে ঐ গ্রামাঞ্চলে শুধু দলীয় স্বার্থই রক্ষা করা হবে এবং অপরপক্ষে ঘুস, দুর্নীতি প্রভৃতি আরও বেড়ে যাবে। তারপর এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের যে বিটার এক্সপেরিয়ান্স রয়েছে সেই একপেরিয়ান্সটুকুও অন্তত খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় নিলেন না। তিনি এবারে নূতন খাদ্যনীতির কথা প্রথম থেকেই বলে আসছেন কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত সাজেসনস্ দেওয়া হয়েছিল তার একটা মূল ভিত্তি ছিল যে বাংলাদেশের সমস্ত ধানচাল যাতে হোর্ডারসদের হাতে চলে না যায় তারজন্য গভর্ণমেণ্ট একটা ষ্টক রাখুন এবং সেদিক থেকে আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার একটা কিছু করবেন। কিন্তু তাঁরা নূতন নীতি হিসেবে উড়িষ্যার সঙ্গে একটা জোন্ করে সেই মূল উদ্দেশ্যই সফল করলেন অর্থাৎ বাংলাদেশের বড়বড় হোর্ডারস্রা এতদিন ধরে বাংলাদেশের চাল নিয়ে যে

কারবার করছিল তাঁদের আরও কিছুটা সুযোগ দিয়ে দিলেন। এই সমস্ত হোর্ডারস্‌রা উড়িষ্যার চাল এনে এখানে হোর্ড করবে এবং পরে সেগুলো চোরাবাজারে বিক্রী করবে এরকম আশঙ্কা বহু বন্ধুই এখানে প্রকাশ করেছেন এবং আমারও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যে এই হোর্ডারস্‌দের এ ধরণের সুবিধা দেবার পেছনে নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক কারণ আছে। তা নাহলে গত বছর এই খাদ্যসঙ্কট নিয়ে বাংলাদেশের উপরে যে ভয়াবহ অবস্থা গেল তাতে আমরা আশা করেছিলাম যে ধানচাল যাতে আর হোর্ডারস্‌দের হাতে চলে না যায় তারজন্য বাংলা সরকার নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাঁরা সে সব কিছু না করে উড়িষ্যার সঙ্গে জোর্ করে এমন একটা নূতন নীতি করলেন যার দ্বারা বাংলাদেশের মজুতদাররা আরও শক্তিশালী হোল। এই হল তাঁদের নীতির একটা দিক এবং আরেকটা দিকে তাঁরা বলছেন যে এবারে বাংলাদেশে বাম্পার ক্রপ হয়েছে অর্থাৎ প্রফুল্লবাবু যে কথা চিরকাল ধরে বলে আসছেন সে কথা বলে আবার একটা প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তাঁরা এই দুটিকে তাঁদের নূতন নীতি হিসেবে বললেও আমরা দেখছি যে সেই পুরাতন নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি বরং সেগুলোকে আরও সবল করা হয়েছে। অর্থাৎ হোর্ডারস্‌রা যাতে আরও প্রফিট পায় এবং অপরপক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যাতে হোর্ডারস্‌দের কাছে নির্ভরশীল এবং খাদ্যসঙ্কটে কষ্ট পায় তারই ব্যবস্থা করেছেন। যা হোক আমি সরকারকে প্রথমতঃ বলতে চাই যে এখনও সময় রয়েছে কাজেই তাঁরা অন্তত ৫ লক্ষ টনের মত চাল তাঁদের হাতে নিন এবং দ্বিতীয় কথা হোল যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে রেশন দিচ্ছেন না সেখানে ব্যাপকভাবে রেশন দেবার ব্যবস্থা করে হোর্ডারস্‌দের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করুন। আর তৃতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জায়গায় লোকেরা কাজ পাচ্ছে না সেখানে অবিলম্বে তাঁদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করুন। তবে এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলব এবং সেটা হোল যদি আপনারা কো-অপারেসন চান তাহলে সিন্‌সিয়ারলী একটা কাজ করুন যে, যে সমস্ত ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি আছে এবং যার সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু খগেনবাবু অনেক কথাই বলেছেন তাতে যদি সত্যি সত্যিই সেগুলো কো-অপারেটিভ ওয়েতে করতে চান তাহলে কমিটিগুলো যাতে সমানভাবে তৈরী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তারপর এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রতি বছরই এই খাদ্য সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই বলি কিন্তু তা সত্বেও আমাদের খাদ্যমন্ত্রী আমাদের কোন কথাই শোনেন না বরং লজ্জাহীনের মত এ সম্পর্কে একইভাবে রূপকথার মত গল্প করে যান। তবে যে এ্যাটিচুড তিনি দেখালেন তাতে কংগ্রেসপক্ষীয় বন্ধুদের কাছে আমার লাষ্ট সাজেসন হচ্ছে যে প্রফুল্লবাবু খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের যে অবস্থা করেছেন তাতে তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে যে এই প্রফুল্লবাবু অর্থাৎ যিনি বাংলাদেশের পক্ষে একটি জীবন্ত অভিশাপস্বরূপ তাকে খাদ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে সেখানে অন্য কোন লোককে পাঠান যিনি নূতনভাবে চিন্তা করতে পারবেন। কেন না আমি মনে করি যখন তাঁর একগুঁয়েমী, গোয়ার্তুমী এবং জনসাধারণের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা রয়েছে তখন যে পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থাকবেন সে পর্যন্ত বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কট দূর হবে না।

Shri Haridas Dey : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে প্রত্যেক সেসনেই আলোচনা হয়ে থাকে এবং সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অপজিসনের তরফ থেকে এই একই কথা অর্থাৎ কংগ্রেস তাঁদের সুবিধার জন্য কি কি করলেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সে-সম্পর্কে কোন সাজেসন তাঁদের তরফ থেকে দেখছি না। যা হোক্, পশ্চিমবাংলায় যে খাদ্যের অভাব রয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করছেন এবং সরকারও এই খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তবে এটা তো একটা রাস্তা বা স্কুল তৈরী করার প্রশ্ন নয় যে কতগুলো লোক লাগালেই তৈরী হয়ে গেল। খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করতে হলে সবপ্রথম আমাদের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এটা আপনারা সকলেই

জানেন যে আমাদের কৃষিমন্ত্রীও খাদ্যশস্যের ঘাটতির কথা স্বীকার করেছেন এবং যাতে এই ঘাটতি পূরণ করা যায় তার জন্য তিনি বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে এটা আমরা সকলেই জানি যে পশ্চিমবাংলায় আবাদযোগ্য ও পতিত জমি সমেত মোট চাষের জমির পরিমাণ হচ্ছে ১৪১ লক্ষ একর। এবং তার মধ্যে ২ ফসলী জমি হচ্ছে ২২ লক্ষ একর, ১০৮ লক্ষ একরে ধান চাষ হয়, ৯॥ লক্ষ একরে পাট, মেস্তা প্রভৃতি চাষ হয় এবং বাকী জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয়। আমি আমাদের নদীয়া জেলার কথা বলব যে নদীয়ার আয়তন হচ্ছে ১॥ হাজার বর্গমাইল এবং তার মধ্যে যে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৭২ একর আবাদযোগ্য জমি আছে তার ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬ শত একরে আউস ধান হয়, ১ লক্ষ ২১ হাজার একরে আমন ধান হয়, ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত একরে পাট ও মেস্তা হয় এবং বাকী জমিতে অন্যান্য ফসল হয়। নদীয়ার লোকসংখ্যা যদিও বর্তমানে দ্বিগুণ হয়েছে তাহলেও একটা সুখের কথা যে বহিরাগতদের আগমনের ফলে সেখানে ফসল ও নানারকম তরিতরকারীর উৎপাদন এখন অনেকগুণ বেড়ে গেছে। যা হোক্, খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণের জন্য উড়িষ্যা থেকে ১ লক্ষ টন ধান এবং ৬০ হাজার টন চাল এপর্যন্ত আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় এসেছে। তবে এ-প্রসংগে আর একটি কথা বলব যে পশ্চিমবাংলার মোট জমির ৯৬ শতাংশ কাজে লাগান হয় বলে এখানে চাষের জমির পরিমাণ আর বাড়াবার কোন উপায় নেই। তবে এই জমিতে কি করে বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে এবং সরকার সেই চেষ্টাই করছেন।

[6-25—6-35 p.m.]

আমরা দেখেছি আমাদের দেশে ৬০ লক্ষ কৃষক আছে কিন্তু সে অনুপাতে জমির পরিমাণ কম আছে। সেজন্য আমার মনে হয় যাদের জমি কম আছে এই জমিগুলি এবং আমাদের Estates Acquisitionএ যে জমিগুলি আসছে বা আসবে সেগুলি এক করে যদি সরকার থেকে সরকারী খামার করা হয় এবং তার মাধ্যমে ভাল বীজ, ভাল সার দিয়ে ফসল উৎপাদন করা হয় তাহলে যে ফসল আজকে উৎপন্ন হচ্ছে তার ডবল্ কি ৩ গুণ পর্যন্ত ফসল উৎপন্ন হতে পারে। ফসল উৎপাদন বেশী করতে হলে কৃষকদের উৎসাহ যাতে সেদিকে বেশী আসে তার চেষ্টা করতে হবে। উৎপন্ন ফসল যাতে তারা ন্যায্যমূল্যে বিক্রী করতে পারে সেদিকে চেষ্টা করতে হবে। আমরা অনেকে বলে থাকি যে কৃষকের ধান মাঠে থাকতে থাকতে সেটা মহাজনেরা এসে নিয়ে যায়, তারা উপযুক্ত দাম পায় না একথা ঠিক। সেজন্য আপনারা জানেন যে সরকার থেকে ware-housing scheme করা হয়েছে—যেখানে কৃষক তার উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে সেখান থেকে ৭৫ ভাগ টাকা নিয়ে এবং যখন দাম বাড়বে—সেখানে যে কমিটি আছে তারা যখন বিক্রী করতে বলবে তখন তারা বিক্রী করবে এ-ব্যবস্থা করেছেন। এখানে আর একটা কথা বলতে চাই যে শুধু কৃষকদের উন্নতি দেখলে চলবে না, কৃষকদের উৎপন্নজাত দ্রব্য যাতে ক্রেতারা ক্রয় করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে আর একটা কথা বলতে চাই আমাদের সরকার সমবায় মারফত যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেজন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের দেশে যারা এতদিন কৃষকদের মাথায় হাঁড়ি ভেঙ্গে আসছিলেন তারা সরকারের এই যৌথ কারবারের বিরোধীতা করছেন। কারণ, এটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমাদের যেসমস্ত রাজনৈতিক দল আছে তারা ভাবছে কৃষকদের হাতে টাকা গেলে তাদের দিয়ে কোন কাজ হবে না এবং যারা টাকা ধার দিয়ে তাদের শোষণ করে এসেছে তারা দেখছে সমবায়ের মাধ্যমে তাদের যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের শোষণ করা ফুরিয়ে যাবে—এইজন্য তারা সরকারের সমবায় নীতির বিরুদ্ধে

আজকে প্রোপাগাণ্ডা করছে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব শুধু দলাদলি, বিরুদ্ধ সমালোচনা করলে হবে না, যাতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেদিকে সকলে মিলে যদি চেষ্টা করেন বা সরকার যে চেষ্টা করছেন তার সংগে যদি সহযোগিতা করেন তাহলে সেটা হবে। আজকে দাম বেড়েছে বলে অনেকে বলেছেন। যতদিন আমাদের দেশে ঘাটতি থাকবে ততদিন দাম বাড়বে। অনেকে বলেছেন বাজারে চালের অভাব নেই, টাকার অভাব আছে। সেজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করব সরকার যে নীতি নিয়েছেন সমস্ত দলাদলি, রাজনৈতিক মতামতের উর্ধে থেকে সরকারের সেই নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এগিয়ে আসুন এবং যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় সেজন্য সকলে মিলে চেষ্টা করুন। সেই কবির কথায় বলতে হয়—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

Shri Bankim Mukherjee : স্পীকার মহাশয়, বজবজ থেকে সাধারণ লোক আমার কাছে অভিযোগ করেন যে সেখানে দোকানে চিনি সস্তায় পাওয়া যায় না। তা অভিযোগ হল এই যে ফুড ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইনস্‌পেক্টররা ব্যাগপিছু ১০ টাকা দাবী করেন। আমি দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁরা কেউ এগিয়ে এসে এসম্বন্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু তাঁরা কেউই রাজী নন্ সোজাসুজি এসে অভিযোগ করতে অথচ অভিযোগ আছে। তার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ধারণা এই যে যাও বা চিনি পাচ্ছি মাঝেমাঝে তাও পাবো না। এই জিনিসটা গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগের পক্ষে কতখানি নিন্দাসূচক সেটা আপনি বিবেচনা করে দেখবেন। লোকে অভিযোগ করতেই সাহস পায় না। এর পূর্বে মন্ত্রীমহাশয় একসময় বলেছিলেন যে তাঁর ডিপার্টমেণ্টে এরকম অসৎ ব্যাপার কিছু নেই কিন্তু আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেটা এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে স্বীকৃত হয়েছে এবং ফুড ডিপার্টমেণ্টও সেটা স্বীকার করেছেন। সেটা হচ্ছে একটা ফেয়ার প্রাইস সপ্ নং ১৬৭০, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন—ফুড ইন্সপেক্টর কালীপদ রায় তাঁর স্ত্রীর নামে একটা দোকান খুলেছিলেন। কার্তিকচন্দ্র ঘোষ ১৩ল কংগ্রেস কমিটির স্থানীয় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং হরিচরণ সরকার, একজন ফুড ডিপার্টমেণ্টের সহকারী ইন্সপেক্টর এঁরা এই দোকানে কাজ করতেন ক্লার্কসের। এই দোকানে সবচেয়ে বেশী নম্বর কার্ড ছিল ১০ হাজার কনজিউমার্স কার্ডস্ এবং সেই কার্ড অনেক বাজে মিথ্যা এইসমস্ত অভিযোগ আসে। তখন এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট তদন্ত করেন এবং বলেন যে অভিযোগের অনেকখানি সত্য এবং তারপর ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই সপ্ ক্যানসেল্ করে দেয়া হয়। পরে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা একটা কো অপারেটিভ খোলেন—কো-অপারেটিভ স্বীকৃত হয়—ওয়ার্ড নং ১৩ কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ এবং তাদের ফেয়ার প্রাইস্ সপ্ ২৮৮০ নং য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেয়া হয় ২৭শে জুন ১৯৫৯ সালে। গভর্ণমেণ্টের একটা এগ্রিমেণ্ট আছে, ওঁরা বারবার বল্লেন যে এগ্রিমেণ্টটা করা হোক, তারপর দোকান চালানো হবে কিন্তু কিছুতেই সেই এগ্রিমেণ্টটা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে করা হল না এবং যেহেতু এই কো-অপারেটিভ এগ্রিমেণ্ট না করে সপ খুলতে রাজী হলেন না সেহেতু শেষ পর্যন্ত সম্প্রতি সেই দোকানটা ক্যানসেল্ করা হয়েছে—অথচ গভর্ণমেণ্টের নিজেদের যে ড্রাফ্‌ট এগ্রিমেণ্ট তাঁরা চেয়েছিলেন যে সেই এগ্রিমেণ্টটা করা হোক্। এই এগ্রিমেণ্ট না করার দরুণ কি হয় সে-সম্বন্ধে আমি একটা কেস্ বলছি। কেসটা ১৯৫৭ সালের—এটা হচ্ছে খবরের কাগজের রিপোর্ট ১৫ই মে। এক ভদ্রলোক ঘাসিরাম আগরওয়ালা ২৫ মণ হুইট নিয়েছিলেন—তারপরে

সকালবেলা তাঁর দোকান ইন্সপেক্সন্ করে দেখা গেল যে তার এন্টি করা আছে কিন্তু ৭ মণ ১০ সের কম পড়ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় এবং মিঃ এস্. সি. হুয়াইৎ, জাজ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল থার্ড স্পেশাল কোর্ট। তিনি তাঁকে ২ মাসের রিগারাস্ ইম্প্রিজন্মেণ্ট এবং একশো টাকা ফাইন করেন কিন্তু এই ভদ্রলোক যখন য়্যাপীল করলেন তখন য়্যাপীলেট্ জাজ্ তাঁকে বে-কসুর খালাস করে দিলেন। জাজমেণ্টের বক্তব্য হল এই যে সেই ভদ্রলোক যখন জিনিস কিনেছেন তখন সেটা তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, বিক্রী করতে পারেন যাকে ইচ্ছা তাকে। তার মানে হল কোন এগ্রিমেণ্ট ছিল না—এগ্রিমেণ্ট থাকলে পর এরকম জাজমেণ্ট হয় না। আমি একটা কেস দেখলাম একটা কো-অপারেটিভ তাঁরা বারবার ইন্সিষ্ট করছেন এগ্রিমেণ্ট করবার জন্য কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট এগ্রিমেণ্ট করে নাম এবং শেষ পর্যন্ত এগ্রিমেণ্ট হল না বলে সেটাকে ক্যান্সেল্ করে দিলেন। অবশ্য এ নিয়ে যদি তদন্ত হয় তাহলে আমি এ-সম্বন্ধে আরো সম্বাদাদি দিতে পারি। আজকে যেটা প্রধান আলোচ্য বিষয় আমি সেখানে একটু অবাক হয়ে যাচ্ছি যে খাদ্যমন্ত্রী প্রথমে আরম্ভ করলেন বাংলাদেশে খাদ্যের অবস্থা কি রকম, সমস্ত চাষীরা কি সুখেই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কাহিনী। এটা খুব সত্য কথা যে যাদের ৬০ বিঘা জমি আছে তারা আজকে খুব ভাল আছে কিন্তু তাঁদের হিসাবমত ১৫ বিঘা যদি কারো জমি থাকে তাহলেপর ৪ × ১৫ = ৬০ মণ ধানে তার চলে না, তার ৭০ মণ কি ৮০ মণ দরকার করে, অর্থাৎ তাঁদের হিসাবমত ২০ বিঘা হলে পর টায়ে-টায়ে। চলে ২৫ একর বা তার উপরে যাদের জমি আছে তারা স্বচ্ছন্দে আছে কিন্তু ২৫ বিঘা যাদের আছে তারা নেই। আমরা ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে দেখতে পাই যে শতকরা ৩০ ভাগ প্রায় আমাদের দেশে ভাগচাষী এবং শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ক্ষেতমজুর আছে।

আমাদের যে rural population তার শতকরা ৫০ ভাগের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিমলবাবু এখানে নেই—থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম ঠিক কত লোক ১৫ বিঘা, ২০ বিঘা বা ২৫ বিঘা holding-এর মালিক। তার চেয়ে কম কত দেখলে দেখা যাবে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী লোককে কিনে খেতে হয় যারা কৃষিতে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। কত লোক বাইরে থেকে এসেছে। কতখানি পাট চাষ হয়েছে—সেটা প্রশ্ন নয়—কতখানি ধান চাষের চেষ্টা হয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে চাল ধানের দাম এত কেন? সেখানে এ জিনিস নেই সেহেতু আমাদের ঘাটতি কেন্দ্র থেকে পূরণ করা হয়। একথা ঠিক নয় যে বাংলাদেশে উৎপন্ন খাদ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হয়। যা আমরা চাই গমে এবং চালে মিলিয়ে কেন্দ্র থেকে তা পাই। প্রত্যেকবার দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যা উত্তর দেন আর এখানে খাদ্যমন্ত্রী যা উত্তর দেন তার মধ্যে conflict দেখতে পাই। তারা বলেন পশ্চিমবাংলা সরকার খাদ্য যা চান তা আমরা দিই, wheat দিই, চাল দিই। সুতরাং ধান চালের দাম ৩০।৩৫৲ টাকা উঠে যায়? এটা হঠাৎ নয়—এটার পিছনে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত plan খাদ্যমন্ত্রীর আছে অর্থাৎ যাতে করে বাংলাদেশের যারা মুনাফাখোর এবং চোরাকারবারী তাদের মুনাফা বাড়িয়ে দেবার জন্য অত্যন্ত কাঁচা ষড়যন্ত্র তাঁর আছে। ১৯৫৮ সালের শেষভাগে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি যখন anti-profiteering bill আলোচনা করি তার ঠিক পূর্বেই শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পদত্যাগ করেছেন—তখন anti-profiteering bill নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সে সময় সুচতুর আমাদের খাদ্যমন্ত্রী করলেন কি? ধানের দর ৯৲ টাকা করে দিলেন। আজকে গর্ব করছেন যে আরামবাগে ধানের দর ১৪।১৫৲ টাকা। কিন্তু ৯৲ টাকা কেন করেছিলেন? আমরা তখন বলেছিলাম ১২৲ টাকা করতে। তখন অস্বীকার করে বলেছিলেন তাহলে লোকের অসুবিধা হবে। পরমাশ্চর্যের বিষয়, স্পীকার মহাশয়, সমস্ত anti-profiteering যা হয়েছিল সেটা ধানের দাম বাঁধবার জন্য—হঠাৎ দেখা গেল বিল পাস হয়ে যাবার সংগে সংগে আমাদের শ্রীজগন্নাথ কোলে মহাশয় সংশোধনী নিয়ে এলেন যে

anti-profitearing Act-এ সব রইল, শুধু ধানটুকু বাদ গেল। এই সুচতুর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু তার ভিতরকার সুগভীর অভিসন্ধি সেদিন বুঝতে পারিনি। এই ধানের দর বাঁধবার জন্য তার সংগে baby food যোগ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত baby food রইল আসল জিনিস ধান কথাটা উঠিয়ে নেওয়া হল। সেদিন বলেছিলেন Essential Commodities Act-এ ধানের চালের দর বাঁধা আছে। কিন্তু জুন মাসে যখন হঠাৎ সেটা তুলে নেওয়া হল। Essential Commodities Act কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সেখানকার permission নিয়ে গভর্ণমেণ্ট এখানে প্রয়োগ করেন। সে-সময় anti-profitearing Act এখানে যদি চালু থাকত তাহলে আমাদের আইন-সভার অনুমোদন ছাড়া তাকে নাকচ করা যেত না— কোন খাদ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী পারতেন না সেই বিলটি নাকচ করতে।

[6-35—6-45 p.m.]

সেদিন তাদের কি দৃষ্টিভংগী ছিল! তারা জানতেন ৯৲ টাকা ধানের দর বেঁধে দিলেও সেই দরে বিক্রী হবে না। চোখের উপর ১৪ টাকা বিক্রী হচ্ছে, বড় বড় মাড়োয়ারী কিনেছে, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা হাট গিয়েছে, তারা কোন্ সাহসে কিনে? কারণ তারা জানত মন্ত্রীমহাশয় আমাদের শেষ পর্যন্ত এ-আইন চালু হবে না। সুচতুর মন্ত্রী করলেন কি? Essential Commodities Act যেটা কেন্দ্রীয় আইন—সে আইন তুলে নিলেন। কত কায়দা করে এটা করলেন। দ্বিতীয়তঃ যেদিন Anti-Profiteering Act থেকে rice কথাটি কেন তুলে নিলেন আমি তার জবাব চাই। আমরা বলেছিলাম ৯৲ টাকা ধানের দর নয়, ১২ টাকা দর করা হোক্ কেন করেন নি? কারণ ২০।২২ টাকায় চাল পেত। ১৮।১৯ টাকার কথা আমরা বলেছিলাম অন্ততঃ ২৫ টাকা করেও ভাল চাল দেওয়া যেতে পারত তাই বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। আমরা চেয়েছিলাম কৃষককে ১২ টাকা দর দেওয়া হোক্। সেদিন তা দেওয়া হয়নি, আজও দেওয়া হচ্ছে না। Realistic চেহারার কথা ভাবা হয়নি, হচ্ছে না। সেদিন আমরা বলেছিলাম যে গভর্ণমেণ্ট যদি কোনরকম Control রাখতে চান তাহলে আজকে যে বাজারে চোরাকারবার হচ্ছে তা demand & supply theory দ্বারা বা কে কত খাচ্ছে না খাচ্ছে তা দ্বারা জবাব দেওয়া যায় না, কারণ Controlled Economyতে, demand and supply theoryতে জবাব দেওয়া যায় না সেই কারণে আমরা বারবার বলেছিলাম যে Government যদি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলেপর তাদের দরকার ধান চাল ৪ লক্ষ টন কেনা। বারবার এই অভিযোগ করেছি তারা বলেন টাকা কোথায় পাব? আমরা বলেছি Scheduled Bank টাকা দেয়, ২২।২৩ কোটি টাকা তারা দেয় এবং কোন্ কোন্ Bank চোরাকারবারী মুনাফাখোরদের টাকা ধার দেয় তার লিষ্ট আছে, কারা কত পায় তারও List আছে। Government যদি সেখান থেকে ধার নিতেন তাহলে ৪ লক্ষ টন অন্ততঃ কিনে নিতে পারতেন কেন তা করেননি? এবং বাকী যা ঘাটতি পড়ত কেন্দ্রের কাছে কেন দাবী করেননি? কেন চালের দর ঠিক রাখেননি? এটা তো কৃষি-বিভাগের কাজ নয়, কৃষি বিভাগের আলোচনা পরে হবে কিন্তু Supply Ministerএর জানা উচিত কত খাদ্য হয়, কত লোকের জমি আছে এটা তাঁর প্রশ্ন নয়। বাংলাদেশের মানুষকে ন্যায্য দরে প্রয়োজনীয় খাদ্য supply করা খাদ্যমন্ত্রীর কাজ। তিনি Agriculture Minister নন, তাঁর কাজ তিনি করুন, কেন্দ্রীয় দপ্তর সহায়তা করেন। কেন, তিনি যেটা পান সেটা controlled করে দেশের লোককে সাধ্যমত দেন না? এরই জন্য একটি মন্ত্রীর ব্যর্থতার জন্য আজ কংগ্রেস সরকার যা-কিছু ভাল করেন —তার বিরুদ্ধে, সমস্ত সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রবল ধিক্কার দিচ্ছে। এই ধিক্কার ৫ বছর পরে

ভোটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হোক্ বা না হোক্—বাংলাদেশের যে-কোন জায়গায় যে-কোন লোক গেলে, গ্রামাঞ্চলে বা যে-কোন অঞ্চলে গেলে বুঝতে পারবেন। মানুষের পক্ষে দাম দিয়ে খাবার ক্ষমতা নাই, সামর্থ্য নাই। আমি আজ জবাব চাইছি কেন Anti-Profiteering Act চালু হল না? কেন সরকার Black marketeerদের কাছে এভাবে মাথা নত করলেন, যে সরকারের এতবড় Prestige জ্ঞান, যার এত দম্ভ, আত্মমর্যাদাজ্ঞান তারা কেন চোরাকারবারীদের কাছে নাক খত দেন? আইনের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে কেন তারা রাক্ষসের কবলে এই জিনিসটাকে ছেড়ে দিলেন কেন এর শেষ পর্যন্ত প্রতিকারের জন্য গুলি করে মানুষকে মারতে হল—এর জবাব আজ না হয় কাল দিতেই হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সর্বপ্রথমে আমি বংকিমবাবুর কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দেব। বংকিমবাবু যেভাবে আমাকে সার্টিফিকেট দিলেন, তাতে তার বুদ্ধি যে এত মোটা, তা ভাবিনি। তিনি প্রথমে বললেন Anti-profiteering bill থেকে আমাদের বন্ধু জগন্নাথ কোলে মহাশয় চাল এবং ধান বাদ দিলেন কেন? এটা বোধ হয় তাঁর জানা নাই তা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের Act, prevail ever any State Act। কাজেই Essential Commodities Act অনুসারে আমরা যখন ধান চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তখন Anti-Profiteering Billএ ওটা সন্নিবিষ্ট করবার প্রয়োজন ছিল না।

আর একটি কথা আমাদের প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন বংকিমবাবু বললেন যে প্রফুল্লবাবুর বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে তিনি তখন আমাদের কথা কিছুতেই শুনলেন না। ১২৲ টাকা ধানের দর বেঁধে দিলেন নিজের দুষ্টবুদ্ধির জন্য। আমাদের বংকিমবাবুর কি জানা নাই—ধানের দর চালের দর আমরা প্রাদেশিক সরকার বাঁধতে পারি না? এটা কি জানেন না তিনি? জানলে হয়ত বলতেন না। তাহলে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুতেই রাজী করাতে পারিনি ধানের দর বেশী করতে। অতি প্রখরবুদ্ধি বঙ্কিমবাবু যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তা একটু ভালভাবে সংশোধন করে নিতে হবে। বঙ্কিমবাবু বলেছেন—আমাদের আজকের এই খাদ্যবিতর্কে কি দরকার ছিল অন্যান্য কথা তুলবার? নিশ্চয়ই দরকার ছিল। খাদ্য এমন একটা জিনিস যে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত পশ্চিমবংগের অর্থনীতির সংগে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার সংগে পৃথক করে দেখতে হবে তা সম্ভব নয়। কাজেই চালের দাম বাড়লো কেন? এর জন্য নিশ্চয়ই সবটুকু বুঝতে হবে—আজ গমের দাম বাড়ে নাই। Profiteerরা তা বাড়াতে পারছে না।

এই বিতর্কের প্রারম্ভে আমি বলেছি যে ১৯৫৩-৫৪-৫৫ সালে সেই সমস্ত hoarder, black-merketeer প্রফুল্ল বাবুর সব বন্ধুরা—কৈ, তারাতো ১৬।০ আনার বেশী চালের দাম করতে পারলো না! তারপর অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রস্তাব আনা হয়েছিল—ও মশায় প্রফুল্ল বাবু চাষীদের বাঁচাতে পারছেন না। হোর্ডাররা দাম বাড়াতে পারলো না, র‍্যাফেটিয়াররা দাম বাড়াতে পারলো না। Profiteer blackmerketeerরা ও দাম বাড়াতে পারলো না। ধান চালের দাম কিছুতেই বাড়ছে না। বঙ্কিম বাবু প্রধান সদস্য হয়েও এই বিতর্কে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেই জন্য বঙ্কিম বাবুর প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা বিশ্লেষণ করতে গেলে বুঝতে হবে ধান চালের দর জোর করে কমান যাবে না। আমরা গমের দাম এবং গমজাত দ্রব্যের দাম কম রেখেছি। সমস্ত গম আমরা হাতে রেখেছি—যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। লক্ষ লক্ষ কৃষকের হাতে তা ছড়িয়ে দেই নাই। তবে খাদ্য মানে যদি গম হয়,—তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দোকানে এই গম ও গমজাত দ্রব্য বিক্রী হচ্ছে—। যা আমাদের দেশের লোক বেশী করে খাবে।

Shri Bankim Mukherjee : গত বৎসর বাঁধলেন কেন? ধাপ্পা দেবার জন্য?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : ধাপ্পা দিইনি, ধাপ্পা দেবার কথা নয়। এখানে চেষ্টা করেছিলাম, সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষে যখন দাম বাঁধলো না, তখন এককভাবে চালাতে পারা যায় কি না, সেটা চেষ্টা করা হয়েছিল।

[6-45—6-53 p.m,]

একজন বন্ধু বললেন, মশায়, State trading করতে হবে। বোধ হয় State trading কাকে বলে তা তিনি জানেন না। State trading ঘাটতি রাজ্যে করা যে শক্ত তা তিনি জানেন না। একজন বললেন, মশায়, আপনারা পারেন নি কিন্তু দেখুন আসাম করেছে। আমার বন্ধু বোধ হয় জানেন না আসাম আমাদের মত ঘাটতি রাজ্য নয়। আসাম State trading করে গত বৎসর—আমি যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে দেখছি—৪৭ হাজার টন চাল তারা সংগ্রহ করেছিল। আসামে উৎপাদন হয় ১৬½ লক্ষ টন এবং সেখানে লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ। ৯০ লক্ষ লোকসংখ্যা, আর উৎপাদন করছে ১৬½ লক্ষ টন, আর State trading সংগ্রহ করেছে ৪৭ হাজার টন। আমাদের এখানে লোকসংখ্যা ৩ কোটির মত, এখানে উৎপাদনও অনেক বেশী ৪২ লক্ষ টন হবে। কাজে কাজেই State trading করা অসম্ভব। আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাঃ ঘোষ, তিনি এখানে উপস্থিত নেই, তিনি বলেছেন Control চাইনা। আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আবার অন্যান্য বন্ধুরা বলেছেন Control আরো বেশী করে কর। আমাদের বিরোধী পক্ষের মধ্যে দুইটি মত আছে। এই মত যোগ করলে কাটাকাটি হয়ে গেল এবং শূন্য থেকে গেল। আজকে যে নীতি তা গ্রহণ করার পর, এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে একদল বিনিয়ন্ত্রণ চান, যেমন ডাঃ ঘোষ নিয়ন্ত্রণ চান না। আমি জানি P'roja Socialist Party তাঁরা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। আবার একজন চাচ্ছেন State trading করা হোক। অবশ্য State tradingএর কথায় বলতে হয়, অন্যান্য প্রদেশে যা উৎপাদন হয় তার শতকরা ২৫ ভাগ বাজারে আসে। আমাদের ৪২ লক্ষ টন উৎপাদন হয়, তার শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ ১০ লক্ষ টন বাজারে এলো। এই ধান নানারকম দরে ১০লক্ষ সংগ্রহ করলেও—আমাদের সমগ্র দেশবাসী অর্থাৎ ৩ কোটি লোকের মধ্যে ১ কোটির নিজেদের খাবার থাকে আর ২ কোটি লোকের ১২ মাস সরবরাহ করতে হবে। কাজে কাজেই ১০ লক্ষ টন সংগ্রহ করলেও deficit থেকে যাবে!

আমাদের এক বন্ধু বলছেন যে চিনিতে অনেক লাভ হয়েছে নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য। বম্বে প্রদেশে চিনির দর ২৲ টাকা করে হয়েছিল। তারপর বম্বে সরকার সেটা ration করে। আমাদের চিনির দর ১৷৷০ টাকা হয়েছিল। বিহারেও চিনির দর আমাদের চেয়ে কখন কখন বেশী হয়েছিল, কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি বর্তমানে চিনি ration করবার পর অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে। একমাসের মধ্যে কোন রকম অভিযোগ পাইনি।

একজন বন্ধু বললেন, মশাই, নানারকম বিভাগীয় দুর্নীতি আছে। মোটামুটি আমি বলতে পারি খাদ্যবিভাগের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছে; তবে হাজার হাজার কর্মচারী আছেন, যদি ২ একজন দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন। বঙ্কিমবাবু বল্লেন, lower court থেকে একজন শাস্তি পেয়েছিল, তবে উপরের কোর্টে গিয়ে খালাস পেয়েছিল। তবে আমি বঙ্কিমবাবুকে জানাচ্ছি আমি অনুসন্ধান করে দেখব এবং ফলাফল তাঁকে জানাব। যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভ্রান্ত

ধারনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, যেমন open society সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যোমকেশ বাবু ও শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে খাতির করে যে কথা তিনি বল্লেন সেটা ঠিক নয়। তারপর ডাঃ ঘোষ একটা Constructive suggestion দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের সুসম খাদ্যের কথা ভাবতে হবে, শুধু wreals Carbo-hydrates ইত্যাদির কথা ভাবলেই চলবে না, কিছু কিছু protein জাতীয় protetive foodsএর কথা ভাবতে হবে। তিনি বলেছেন সেইভাবে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন কার্য্য সুষ্ঠুভাবেই চলেছে। একটা কথা আমি বার বার বলেছি যে, আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা হচ্ছে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির অভাব। কৃষি বিভাগ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে এবং আশা করি তৃতীয়পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর আমাদের খাদ্যসমস্যা পুরাপুরি সমাধান না হলেও অনেকটা সমাধান হবে। আশাকরি যে সমস্ত কথা উঠেছে আমি তার উত্তর দিয়েছি, খুচরা কথার হয়তো জবাব না দেওয়া হতে পারে। priority list করা হয়েছে test reliefএর ব্যাপারে। আর কিছু বলার নাই।

Prorogation :

Mr Speaker : I have it in command from the Governor that the West Bengal Legislative Assembly do now stand prorogued. (Prorogued at 6-53 p.m.)

———